পিঙ্গাক্ষশ্চ বিবোধশ্চ সুপত্রঃ সুমুখস্তথা।
দ্রোণপুত্রাঃ খগশ্রেষ্ঠাস্তত্ত্বজ্ঞাঃ শাস্ত্রচিন্তকাঃ ॥
বেদশাস্ত্রার্থবিজ্ঞানে যেষামব্যাহতা মতিঃ।
বিন্ধ্যকন্দরমধ্যস্থাংস্তানুপাস্য চ পৃচ্ছ চ ॥
এবমুক্তস্তদা তেন মার্কণ্ডেয়েন ধীমতা।
প্রত্যুবাচর্ষিশার্দ্দূলো বিস্ময়োৎফুল্ললোচনঃ ॥

জৈমিনিরুবাচ।

অত্যদ্ভুতমিদং ব্রহ্মন্ খগবাগিব মানুষী।
যৎ পক্ষিণস্তে বিজ্ঞানমাপুরত্যন্তদুর্লভম্ ॥
তির্য্যগ্‌যোন্যাং যদি ভবস্তেষাং জ্ঞানং কুতোঽভবৎ
কথঞ্চ দ্রোণতনয়াঃ প্রোচ্যন্তে তে পতত্রিণঃ ॥
কশ্চ দ্রোণঃ প্রবিখ্যাতো যস্য পুত্রচতুষ্টয়ম্।
জাতং গুণবতাং তেষাং ধর্ম্মজ্ঞানং মহাত্মনাম্ ॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

শৃণুষ্বাবহিতো ভূত্বা যদ্‌বৃত্তং নন্দনে পুরা।
শক্রস্যাপ্সরসাঞ্চৈব নারদস্য চ সঙ্গমে ॥
নারদো নন্দনেপশ্যৎ পুংশ্চলীগণমধ্যগম্।
শক্রং সুরাধিরাজানং তন্মুখাসক্তলোচনম্ ॥
স তেনর্ষিবরিষ্ঠেন দৃষ্টমাত্রঃ শচীপতিঃ।
সমুত্তস্থৌ স্বকঞ্চাস্মৈ দদাবাসনমাদরাৎ ॥
তং দৃষ্ট্বা বলবৃত্রঘ্নমুত্থিতং ত্রিদশাঙ্গনাঃ।
প্রণেমুস্তাশ্চ দেবর্ষিং বিনয়াবনতাঃ স্থিতাঃ ॥
তাভিরভ্যর্চ্চিতঃ সোপ উপবিষ্টে শতক্রতৌ।
যথার্হং কৃতসম্ভাষঃ কথাশ্চক্রে মনোরমাঃ ॥
ততঃ কথান্তরে শক্রস্তমুবাচ মহামুনিম্।
দেহ্যাজ্ঞাং নৃত্যতামাসাং তব যাভিমতেতি বৈ ॥
রম্ভা বা কর্কশা বাথ উর্ব্বশ্যথ তিলোত্তমা।
[illegible]চী মেনকা বাপি [illegible] বা ভবতো রুচিঃ ॥
এতচ্ছ্রুত্বা দ্বিজশ্রেষ্ঠো বাচং শক্রস্য নারদঃ।
বিচিন্ত্যাপ্সরসঃ প্রাহ বিনয়াবনতাঃ স্থিতাঃ ॥
যুষ্মাকমিহ সর্ব্বাসাং রূপৌদার্য্যগুণাধিকম্।
আত্মানং মন্যতে যা তু সা নৃত্যতু মমাগ্রতঃ ॥
গুণরূপবিহীনায়াঃ সিদ্ধির্নাট্যস্য নাস্তি বৈ।
চার্ব্বধিষ্ঠানবন্নৃত্যং নৃত্যমন্যদ্‌বিড়ম্বনম্ ॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

তদ্‌বাক্যসমকালঞ্চ একৈকাস্তা নতাস্ততঃ।
অহং গুণাধিকা ন ত্বং ন ত্বং চান্যাব্রবীদিদম্ ॥
তাসাং সম্ভ্রমমালোক্য ভগবান্ পাকশাসনঃ।
পৃচ্ছ্যতাং মুনিরিত্যাহ বক্তা যাং বো গুণাধিকাম্ ॥
শক্রচ্ছন্দানুযাতাভিঃ পৃষ্টস্তাভিঃ স নারদঃ।
প্রোবাচ যত্তদা বাক্যং জৈমিনে তন্নিবোধ মে।
তপস্যন্তং নগেন্দ্রস্থং যা বঃ ক্ষোভয়তে বলাৎ।
দুর্ব্বাসসং মুনিশ্রেষ্ঠং তাং বো মন্যে গুণাধিকাম্ ॥
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা সর্ব্বা বেপিতকন্ধরাঃ।
অশক্যমেতদস্মাকমিতি তাশ্চক্রিরে কথাঃ ॥
তত্রাপ্সরা বপুর্নাম মুনিক্ষোভণগর্ব্বিতা।
প্রত্যুবাচানুযাস্যামি যত্রাসৌ সংস্থিতো মুনিঃ ॥
অদ্য তং দেহযন্তারং প্রযুক্তেন্দ্রিয়বাজিনম্।
স্মরশস্ত্রগলদ্রশ্মিং করিষ্যামি কুসারথিম্ ॥
ব্রহ্মা জনার্দ্দনো বাপি যদি বা নীললোহিতঃ।
তমপ্যদ্য করিষ্যামি কামবাণক্ষতান্তরম্ ॥
ইত্যুক্ত্বা প্রজগামাথ প্রালেয়াদ্রিং বপুস্তদা।
মুনেস্তপঃপ্রভাবেণ প্রশান্তশ্বাপদাশ্রমম্ ॥
সা পুংস্কোকিলমাধুর্য্যা যত্রাস্তে স মহামুনিঃ।
ক্রোশমাত্রং স্থিতা তস্মাদগায়ত বরাপ্সরাঃ ॥
তদ্গীতধ্বনিমাকর্ণ্য মুনির্বিস্মিতমানসঃ।
জগাম তত্র যত্রাস্তে সা বালা রুচিরাননা ॥
তাং দৃষ্ট্বা চারুসর্ব্বাঙ্গীং মুনিঃ সংস্তভ্য মানসম্।
ক্ষোভণায়াগতাং জ্ঞাত্বা কোপামর্ষসমন্বিতঃ ॥
উবাচেদং ততো বাক্যং মহর্ষিস্তাং মহাতপাঃ।
যস্মাদ্দুঃখার্জ্জিতস্যেহ তপসো বিঘ্নকারণাৎ।
আগতাসি মদোন্মত্তে মম দুঃখায় খেচরি ॥
তস্মাৎ সুপর্ণগোত্রে ত্বং মৎক্রোধকলুষীকৃতা।
জন্ম প্রাপ্স্যাসি দুষ্প্রজ্ঞে যাবদ্‌বর্ষাণি ষোড়শ ॥
নিজরূপং পরিত্যজ্য পক্ষিণীরূপধারিণী।
চত্বারস্তে চ তনয়া জনিষ্যন্তেঽধমাপ্সরঃ ॥
অপ্রাপ্য তেষু চ প্রীতিং শস্ত্রপূতা পুনর্দ্দিবি।
বাসমাপ্স্যাসি বক্তব্যং নোত্তরং তে কথঞ্চন ॥
ইতি বচনমসহ্যং কোপসংরক্তদৃষ্টি-
শ্চলকলবলয়াস্তাং মানিনীং শ্রাবয়িত্বা ॥
তরলতরতরঙ্গাং গাং পরিত্যজ্য বিপ্রঃ
প্রথিতগুণগণৌঘাং সংপ্রয়াতঃ খগঙ্গাম্ ॥

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে বপুঃশাপো নাম
প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

—০:০—

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

অরিষ্টনেমিপুত্রোঽভূদ্‌গরুড়ো নাম পক্ষিরাট্।
গরুড়স্যাভবৎ পুত্রঃ সম্পাতিরিতি বিশ্রুতঃ॥
তস্যাপ্যাসীৎ সুতঃ শূরঃ সুপার্শ্বো বায়ুবিক্রমঃ।
সুপার্শ্বতনয়ঃ কুন্তিঃ কুন্তিপুত্রঃ প্রলোলুপঃ॥
তস্যাপি তনয়াবাস্তাং কঙ্কঃ কন্ধর এব চ॥
কঙ্কঃ কৈলাসশিখরে বিদ্যুদ্রূপেতিবিশ্রুতম্।
দদর্শাম্বুজপত্রাক্ষং রাক্ষসং ধনদানুগম্॥
আপানাসক্তমমলস্রগ্দামাম্বরধারিণম্।
ভার্য্যাসহায়মাসীনং শিলাপট্টেঽমলে শুভে॥
তদ্দৃষ্টমাত্রং কঙ্কেন রক্ষঃ কোপসমন্বিতম্।
প্রোবাচ কস্মাদায়াতস্ত্বমিতো হ্যণ্ডজাধম॥
স্ত্রীসন্নিকর্ষে তিষ্ঠন্তং কস্মান্মামুপসর্পসি।
নৈষ ধর্ম্মঃ সুবুদ্ধীনাং মিথোনিষ্পাদ্যবস্তুষু॥

কঙ্ক উবাচ।

সাধারণোঽয়ং শৈলেন্দ্রো যথা তব তথা মম।
অন্যেষাঞ্চৈব জন্তূনাং মমতা ভবতোঽত্র কা॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ব্রুবাণমিত্থং খড়্গেন কঙ্কং চিচ্ছেদ রাক্ষসঃ।
ক্ষরৎক্ষতজবীভৎসং বিস্ফুরন্তমচেতনম্॥
কঙ্কং বিনিহতং শ্রুত্বা কন্ধরঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ।
বিদ্যুদ্রূপবধায়াশু মনশ্চক্রেঽণ্ডজেশ্বরঃ॥
স গত্বা শৈলশিখরং কঙ্কো যত্র হতঃ স্থিতঃ।
তস্য সঙ্কালনং চক্রে ভ্রাতুর্জ্যেষ্ঠস্য খেচরঃ॥
কোপামর্ষবিবৃত্তাক্ষো নাগেন্দ্র ইব নিঃশ্বসন্।
জগামাথ স যত্রাস্তে ভ্রাতৃহা তস্য রাক্ষসঃ॥
পক্ষবাতেন মহতা চালয়ন্ ভূধরান্ বরান্।
বেগাৎ পয়োদজালানি বিক্ষিপন্ ক্ষতজেক্ষণঃ।
ক্ষণাৎ ক্ষয়িতশক্রঃ স পক্ষাভ্যাং ক্রান্তভূধরঃ॥
পানাসক্তমতিং তত্র তং দদর্শ নিশাচরম্।
আতাম্রবক্ত্রনয়নং হেমপর্য্যঙ্কমাশ্রিতম্॥
স্রগ্দামাপূরিতশিখং হরিচন্দনভূষিতম্।
কেতকীপত্রগর্ভাভৈর্দন্তৈর্ঘোরতরাননম্॥
বামোরুমাশ্রিতাং চাস্য দদর্শায়তলোচনাম্।
পত্নীং মদনিকাং নাম পুংস্কোকিলকলস্বনাম্॥
ততো রোষপরীতাত্মা কন্ধরঃ কন্দরস্থিতম্।
তমুবাচ সুদুষ্টাত্মন্নেহি যুধ্যস্ব বৈ ময়া॥
যস্মাজ্জ্যেষ্ঠো মম ভ্রাতা বিশ্রব্ধো ঘাতিতস্ত্বয়া।
তস্মাত্ত্বাং মদসংসক্তং নয়িষ্যে যমসাদনম্॥
যাস্যসে নিরয়ান্ সর্ব্বাংস্তাংস্ত্বমদ্য ময়া হতঃ॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ইত্যেবং পতগেন্দ্রেণ প্রোক্তং স্ত্রীসন্নিধৌ তদা।
রক্ষঃ ক্রোধসমাবিষ্টং প্রত্যভাষত পক্ষিণম্॥
যদি তে নিহতো ভ্রাতা পৌরুষং তদ্ধি দর্শিতম্
ত্বামপ্যদ্য হনিষ্যেঽহং খড়্গেনানেন খেচর॥
তিষ্ঠ ক্ষণং নাত্র জীবন্ পতগাধম যাস্যসি।
ইত্যুক্ত্বাঞ্জনপুঞ্জাভং বিমলং খড়্গমাদদে॥
ততঃ পতগরাজস্য যক্ষাধিপভটস্য চ।
বভূব যুদ্ধমতুলং যথা গরুড়শক্রয়োঃ॥
ততঃ স রাক্ষসঃ ক্রোধাৎ খড়্গমাবিধ্য বেগবৎ।
চিক্ষেপ পতগেন্দ্রায় নির্ব্বাণাঙ্গারবর্চ্চসম্॥
পতগেন্দ্রশ্চ তং খড়্গং কিঞ্চিদুৎপ্লুত্য ভূতলাৎ।
বক্ত্রেণ জগ্রাহ তদা গরুড়ঃ পন্নগং যথা॥
বক্ত্রপাদতলৈর্ভঙ্‌ক্ত্বা চক্রে ক্ষোভমথাণ্ডজঃ।
তস্মিন্ ভগ্নে ততঃ খড়্গে বাহুযুদ্ধমবর্ত্তত॥
ততঃ পতগরাজেন বক্ষস্যাক্রম্য রাক্ষসঃ।
বক্ত্রপাদকরৈরাশু শিরসা চ বিযোজিতঃ॥
তস্মিন্ বিনিহতে সা স্ত্রী খগং শরণমভ্যগাৎ।
কিঞ্চিৎসঞ্জাতসন্ত্রাসা প্রাহ ভার্য্যা ভবামি তে॥
তামাদায় খগশ্রেষ্ঠঃ স্বকং গৃহমগাৎ পুনঃ।
গত্বা স নিষ্কৃতিং ভ্রাতুর্বিদ্যুদ্রূপনিপাতনাৎ॥
কন্ধরস্য চ সা বেশ্ম প্রাপ্যেচ্ছারূপধারিণী।
মেনকাতনয়া সুভ্রূঃ সৌপর্ণং রূপমাদদে॥
তস্যাং স জনয়ামাস তার্ক্ষীনাম সুতাং তদা।
মুনিশাপাগ্নিবিপ্লুষ্টাং বপুমপ্সরসাংবরাম্।
তস্যা নাম তদা চক্রে তার্ক্ষীমিতি বিহঙ্গমঃ॥
মন্দপালসুতাশ্চাসংশ্চত্বারোঽমিতবুদ্ধয়ঃ।
জরিতারিপ্রভৃতয়ো দ্রোণান্তা দ্বিজসত্তমাঃ॥
তেষাং জঘন্যো ধর্ম্মাত্মা বেদবেদাঙ্গপারগঃ।
উপযেমে স তাং তার্ক্ষীং কন্ধরানুমতে শুভাম্॥
কস্যচিত্ত্বথ কালস্য তার্ক্ষী গর্ভমবাপ হ।
সপ্তপক্ষাহিতে গর্ভে কুরুক্ষেত্রং জগাম সা॥
কুরুপাণ্ডবয়োর্যুদ্ধে বর্ত্তমানে সুদারুণে।
ভাবিত্বাচ্চৈব কার্য্যস্য রণমধ্যং বিবেশ সা॥
তত্রাপশ্যৎ তদা যুদ্ধং ভগদত্তকিরীটিনোঃ।
নিরন্তরং শরৈরাসীদাকাশং শলভৈরিব॥

পার্থকোদণ্ডনির্মুক্তমাসন্নমতিবেগবৎ।
তস্যা ভল্লমহিস্তামং ত্বচং চিচ্ছেদ জাঠরীম্॥
ভিন্নে কোষ্ঠে শশাঙ্কাভং ভূমাবণ্ডচতুষ্টয়ম্।
আয়ুষঃ সাবশেষত্বাৎ তূলরাশাবিবাপতৎ॥
তৎপাতসমকালঞ্চ সুপ্রতীকাদ্গজোত্তমাৎ।
পপাত মহতী ঘণ্টা বাণসংচ্ছিন্নবন্ধনা॥
সমং সমস্তাৎ প্রাপ্তা তু নির্ভিন্নধরণীতলা।
ছাদয়ন্তী খগাণ্ডানি স্থিতানি পিশিতোপরি॥
হতে চ তস্মিন্ নৃপতৌ ভগদত্তে নরেশ্বরে।
বহুন্যহান্যভূদ্যুদ্ধং কুরুপাণ্ডবসৈন্যয়োঃ॥
বৃত্তে যুদ্ধে ধর্ম্মপুত্রে গতে শান্তনবান্তিকম্।
ভীষ্মস্য গদতোঽশেষান্ শ্রোতুং ধর্ম্মান্ মহাত্মনঃ॥
ঘণ্টাগতানি তিষ্ঠন্তি যত্রাণ্ডানি দ্বিজোত্তম।
আজগাম তমুদ্দেশং শমীকো নাম সংযমী॥
স তত্র শব্দমশৃণোচ্চিচীকুচীতিবাশতাম্।
বাল্যাদস্ফুটবাক্যানাং বিজ্ঞানেঽপি পরে সতি॥
অথর্ষিঃ শিষ্যসহিতো ঘণ্টামুৎপাট্য বিস্মিতঃ।
অমাতৃপিতৃপক্ষাণি শিশুকানি দদর্শ হ॥
তানি তত্র তথা ভূমৌ শমীকো ভগবান্ মুনিঃ।
দৃষ্ট্বা স বিস্ময়াবিষ্টঃ প্রোবাচানুগতান্ দ্বিজান্॥
সম্যগুক্তং দ্বিজাগ্র্যেণ শুক্রেণোশনসা স্বয়ং।
পলায়নপরং দৃষ্ট্বা দৈত্যসৈন্যং সুরার্দ্দিতম্॥
ন গন্তব্যং নিবর্ত্তধ্বং কস্মাদ্‌ব্রজত কাতরাঃ।
উৎসৃজ্য শৌর্য্যযশসী ক্ক গত্বা ন মরিষ্যথ॥
নশ্যতো যুধ্যতো বাপি তাবদ্ভবতি জীবিতম্।
যাবদ্ধাতাসৃজৎ পূর্ব্বং ন যাবন্মনসেপ্সিতং॥
একে ম্রিয়ন্তে স্বগৃহে পলায়ন্তোঽপরে জনাঃ।
ভুঞ্জন্তোঽন্নং তথৈবাপঃ পিবন্তো নিধনং গতাঃ॥
বিলাসিনস্তথৈবান্যে কামযানা নিরাময়াঃ।
অবিক্ষতাঙ্গাঃ শস্ত্রৈশ্চ প্রেতরাজবশঙ্গতাঃ॥
অন্যে তপস্যভিরতা নীতাঃ প্রেতনৃপানুগৈঃ।
যোগাভ্যাসে রতাশ্চান্যে নৈব প্রাপুরমৃত্যুতাম্॥
শম্বরায় পুরা ক্ষিপ্তং বজ্রং কুলিশপাণিনা।
হৃদয়েঽভিহতস্তেন তথাপি ন মৃতোঽসুরঃ॥
তেনৈব খলু বজ্রেণ তেনৈবেন্দ্রেণ দানবাঃ।
প্রাপ্তে কালে হতা দৈত্যাস্তৎক্ষণান্নিধনং গতাঃ॥
বিদিত্বৈবং ন সন্ত্রাসঃ কর্ত্তব্যো বিনিবর্ত্তত।
ততো নিবৃত্তাস্তে দৈত্যাস্ত্যক্ত্বা মরণজং ভয়ম্॥
ইতি শুক্রবচঃ সত্যং কৃতমেভিঃ খগোত্তমৈঃ।
যে যুদ্ধেঽপি ন সংপ্রাপ্তাঃ পঞ্চত্বমতিমানুষে॥

ক্বাণ্ডানাং পতনং বিপ্রাঃ ক্ক ঘণ্টাপতনং সম্।
ক্ক চ মাংসবসাসৃক্তৈর্ভূমেরাস্তরণক্রিয়া॥
কেঽপ্যেতে সর্ব্বথা বিপ্রা নৈতে সামান্যপক্ষিণঃ।
দৈবানুকূলতা লোকে মহাভাগ্যপ্রদর্শিনী॥
এবমুক্ত্বা স তান্ বীক্ষ্য পুনর্ব্বচনমব্রবীৎ।
নিবর্ত্ততাশ্রমং যাত গৃহীত্বা পক্ষিবালকান্॥
মার্জ্জারাখুভয়ং যত্র নৈষামণ্ডজজন্মনাম্।
শ্যেনতো নকুলাদ্বাপি স্থাপ্যন্তাং তত্র পক্ষিণঃ॥
দ্বিজাঃ কিং বাতিযত্নেন মার্য্যন্তে কর্ম্মভিঃ স্বকৈঃ।
রক্ষ্যন্তে চাখিলা জীবা যথৈতে পক্ষিবালকাঃ॥
তথাপি যত্নঃ কর্ত্তব্যো নরৈঃ সর্ব্বেষু কর্ম্মসু।
কুর্ব্বন্ পুরুষকারন্তু বাচ্যতাং যাতি নো সতাম্॥

ইতি মুনিবরচোদিতাস্ততস্তে
মুনিতনয়াঃ পরিগৃহ্য পক্ষিণস্তান্।
তরুবিটপসমাশ্রিতালিসংঘং
যযুরথ তাপসরম্যমাশ্রমং স্বম্॥
স চাপি বন্যং মনসাভিকামিতং
প্রগৃহ্য মূলং কুসুমং ফলং কুশান্।
চকার চক্রায়ুধরুদ্রবেধসাং
সুরেন্দ্রবৈবস্বতজাতবেদসাম্॥
অপাংপতের্গোষ্পতিবিত্তরক্ষিণোঃ
সমীরণস্যাপি তথা দ্বিজোত্তমঃ।
ধাতুর্বিধাতুস্তথ বৈশ্বদেবিকাঃ
শ্রুতিপ্রযুক্তা বিবিধাস্তু সৎক্রিয়াঃ॥

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে চটকোৎপত্তি
র্নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

—০:০—

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

অহন্যহনি বিপ্রেন্দ্র স তেষাং মুনিসত্তমঃ।
চকারাহারপয়সা তথা গুপ্ত্যা চ পোষণম্॥
মাসমাত্রেণ জগ্মুস্তে ভানোঃ স্যন্দনবর্ত্মনি।
কৌতূহলবিলোলাক্ষৈর্দৃষ্টা মুনিকুমারকৈঃ॥
দৃষ্ট্বা মহীং সনগরাং সাম্ভোনিধিসরিদ্‌বরাম্।
রথচক্রপ্রমাণাং তে পুনরাশ্রমমাগতাঃ॥
শ্রমক্লান্তান্তরাত্মানো মহাত্মানো বিযোনিজাঃ।
জ্ঞানঞ্চ প্রকটীভূতং তত্র তেষাং প্রভাবতঃ॥

ঋষেঃ শিষ্যানুকম্পার্থং বদতো ধর্ম্মনিশ্চয়ম্।
কৃত্বা প্রদক্ষিণং সর্ব্বে চরণাবভ্যবাদয়ন্॥
উচুশ্চ মরণাদ্‌ঘোরান্মোক্ষিতাঃ স্বত্বয়া মুনে।
আবাসভক্ষ্যপয়সাং ত্বং নো দাতা পিতা গুরুঃ॥
গর্ভস্থানাং মৃতা মাতা পিত্রা নৈবাপি পালিতাঃ।
ত্বয়া নো জীবিতং দত্তং শিশবো যেন রক্ষিতাঃ॥
ক্ষিতাবক্ষতভেজাস্তং কুর্মীণামিব শুষ্যতাম্।
গজঘণ্টাং সমুৎপাট্য কৃতবান্ দুঃখরেচনম্॥
কথং বর্দ্ধেয়ুরবলাঃ খস্থান্ দ্রক্ষ্যাম্যহং কদা।
কদা ভূমের্দ্রুমং প্রাপ্তান্ দ্রক্ষ্যে বৃক্ষান্তরং গতান্।
কদা মে সহজা কান্তিঃ পাংশুনা নাশমেষ্যতি।
এষাং পক্ষানিলোত্থিতেন মৎসমীপবিচারিণাম্॥
ইতি চিন্তয়তা তাত ভবতা প্রতিপালিতাঃ।
তে সাম্প্রতং প্রবৃদ্ধাঃ স্মঃ প্রবুদ্ধাঃ করবাম কিম্।
ইত্যৃষির্ব্বচনং তেষাং শ্রুত্বা সংস্কারবৎ স্ফুটম্।
শিষ্যৈঃ পরিবৃতঃ সর্ব্বৈঃ সহ পুত্রেণ শৃঙ্গিণা॥
কৌতূহলপরো ভূত্বা রোমাঞ্চপটসংবৃতঃ।
উবাচ তত্ত্বতো ব্রূত প্রবৃত্তেঃ কারণং গিরঃ॥
কস্য শাপাদিয়ং প্রাপ্তা ভবদ্ভির্ব্বিক্রিয়া পরা।
রূপস্য বচসশ্চৈব তন্মে বক্তুমিহার্হথ॥

পক্ষিণ উচুঃ।

বিপুলস্বানিতিখ্যাতঃ প্রাগাসীন্মুনিসত্তমঃ।
তস্য পুত্রদ্বয়ং জজ্ঞে সুকৃষস্তুম্বুরুস্তথা॥
সুকৃষস্য বয়ং পুত্রাশ্চত্বারঃ সংযতাত্মনঃ।
তস্যর্ষের্ব্বিনয়াচারভক্তিনম্রাঃ সদৈব হি॥
তপশ্চরণসক্তস্য শাম্যমানেন্দ্রিয়স্য চ।
যথাভিমতমস্মাভিস্তদা তস্যোপপাদিতম্॥
সমিৎপুষ্পাদিকং সর্ব্বং যচ্চৈবাভ্যবহারিকম্।
এবং তত্রাথ বসতাং তস্যাস্মাকঞ্চ কাননে॥
আজগাম মহাবর্ষ্মা ভগ্নপক্ষো জরান্বিতঃ।
আতাম্রনেত্রঃ স্রস্তাত্মা পক্ষী ভূত্বা সুরেশ্বরঃ॥
সত্যশৌচক্ষমাচারমতীবোদারমানসম্।
জিজ্ঞাসুস্তমৃষিশ্রেষ্ঠমস্মচ্ছাপভবায় চ॥

পক্ষ্যুবাচ।

দ্বিজেন্দ্র মাং ক্ষুধাবিষ্টং পরিত্রাতুমিহার্হসি।
ভক্ষণার্থী মহাভাগ গতির্ভব মমাতুলা॥
বিন্ধ্যস্য শিখরে তিষ্ঠন্ পত্রিপত্রেরিতেন বৈ।
পতিতোস্মি মহাভাগ শ্বসনেনাতিরংহসা॥
সোহং মোহসমাবিষ্টো ভূমৌ সপ্তাহমস্মৃতিঃ।
স্থিতস্তত্রাষ্টমেনাহ্না চেতনাং প্রাপ্তবানহম্॥
প্রাপ্তচেতাঃ ক্ষুধাবিষ্টো ভবন্তং শরণং গতঃ।
ভক্ষ্যার্থী বিগতানন্দো দূয়মানেন চেতসা।
তৎ কুরুষ্বামলমতে মৎত্রাণায়াচলাং মতিম্।
প্রযচ্ছ ভক্ষ্যং বিপ্রর্ষে প্রাণযাত্রাক্ষমং মম॥
স এবমুক্তঃ প্রোবাচ তমিন্দ্রং পক্ষিরূপিণম্।
প্রাণসন্ধারণার্থায় দাস্যে ভক্ষ্যং তবেপ্সিতম্॥
ইত্যুক্ত্বা পুনরপ্যেনমপৃচ্ছৎ স দ্বিজোত্তমঃ।
আহারঃ কস্তবার্থায় উপকল্প্যো ভবেন্ময়া॥
স চাহ নরমাংসেন তৃপ্তির্ভবতি মে পরা॥

ঋষিরুবাচ।

কৌমারং তে ব্যতিক্রান্তং অতীতং যৌবনঞ্চ তে।
বয়সঃ পরিণামস্তে বর্ত্ততে নূনমণ্ডজ॥
যস্মিন্নরাণাং সর্ব্বেষামশেষেচ্ছা নিবর্ত্ততে।
স কস্মাদ্‌বৃদ্ধভাবেপি সুনৃশংসাত্মকো ভবান্॥
ক মানুষস্য পিশিতং ক বয়শ্চরমং তব।
সর্ব্বথা দুষ্টভাবানাং প্রশমো নোপপদ্যতে॥
অথবা কিং মমৈতেন প্রোক্তেনাস্তি প্রয়োজনম্।
প্রতিশ্রুত্য সদা দেয়মিতি নো ভাবিতং মনঃ॥
ইত্যুক্ত্বা তং স বিপ্রেন্দ্রস্তথেতি কৃতনিশ্চয়ঃ।
শীঘ্রমস্মান্ সমাহূয় গুণতোম্প্রশস্য চ॥
উবাচ ক্ষুব্ধহৃদয়ো মুনির্বাক্যং সুনিষ্ঠুরম্।
বিনয়াবনতান্ সর্ব্বান্ ভক্তিযুক্তান্ কৃতাঞ্জলীন্॥
কৃতাত্মানো দ্বিজশ্রেষ্ঠা ঋণৈর্মুক্তা ময়া সহ।
জাতং শ্রেষ্ঠমপত্যং বো যূয়ং মম যথা দ্বিজাঃ॥
গুরুঃ পূজ্যো যদি মতো ভবতাং পরমঃ পিতা।
ততঃ কুরুত মে বাক্যং নির্ব্ব্যলীকেন চেতসা॥
তদ্বাক্যসমকালঞ্চ প্রোক্তমস্মাভিরাদৃতৈঃ।
যদ্বক্ষ্যতি ভবান্ তদ্বৈ কৃতমেবাবধার্য্যতাম্॥

ঋষিরুবাচ।

মামেষ শরণং প্রাপ্তো বিহগঃ ক্ষুতৃষান্বিতঃ।
যুষ্মন্মাংসেন যেনাস্য ক্ষণং তৃপ্তির্ভবেত বৈ॥
তৃষ্ণাক্ষয়শ্চ রক্তেন তথা শীঘ্রং বিধীয়তাম্॥
ততো বয়ং প্রব্যথিতাঃ প্রকম্পোদ্ভূতসাধ্বসাঃ।
কষ্টং কষ্টমিতি প্রোচ্য নৈতৎ কর্ম্মেতি চাব্রুবন্॥
কথং পরশরীরস্য হেতোর্দ্দেহং স্বকং বুধঃ।
বিনাশয়েদ্‌ঘাতয়েদ্বা যথা হ্যাত্মা তথা সুতঃ॥
পিতৃদেবমনুষ্যাণাং যান্যুক্তানি ঋণানি বৈ।
তান্যপাকুরুতে পুত্রো ন শরীরপ্রদঃ সুতঃ॥
তস্মান্নৈতৎ করিষ্যামো নো চীর্ণং যৎ পুরাতনৈঃ।
জীবন্ ভদ্রাণ্যবাপ্নোতি জীবন্ পুণ্যং করোতি বৈ॥

মৃতস্য দেহনাশশ্চ ধর্ম্মাদ্যাপরতিস্তথা।
আত্মানং সর্ব্বতোরক্ষ্যমাহুর্ধর্ম্মবিদো জনাঃ॥
ইত্থং শ্রুত্বা বচোঽস্মাকং মুনিঃ ক্রোধাদিব জ্বলন্।
প্রোবাচ পুনরপ্যস্মান্ নির্দ্দহন্নিব লোচনৈঃ॥
প্রতজ্ঞাতং বচো মহ্যং যস্মান্নৈতৎ করিষ্যথ।
তস্মান্মচ্ছাপনির্দ্দগ্ধাস্তির্য্যগ্‌যোনৌ পতিষ্যথ॥
এবমুক্ত্বা তদা সোঽস্মাংস্তং বিহঙ্গমমব্রবীৎ।
অন্ত্যেষ্টিমাত্মনঃ কৃত্বা শাস্ত্রতশ্চৌর্দ্ধদেহিকম্॥
ভক্ষয়স্ব সুবিশ্রব্ধো মামত্র দ্বিজসত্তম।
আহারীকৃতমেতত্তে ময়া দেহমিহাত্মনঃ॥
এতাবদেব বিপ্রস্য ব্রাহ্মণত্বং প্রচক্ষ্যতে।
যাবৎ পতগজাত্যগ্র স্বসত্যপরিপালনম্॥
ন যজ্ঞৈর্দক্ষিণাবদ্ভিস্তৎ পুণ্যং প্রাপ্যতে মহৎ।
কর্ম্মণান্যেন বা বিপ্রৈর্যৎ সত্যপরিপালনাৎ॥
ইত্যাষের্ব্বচনং শ্রুত্বা সোঽস্তর্ব্বিস্ময়নির্ভরঃ।
প্রত্যুবাচ মুনিং শক্রঃ পক্ষিরূপধরস্তদা॥
যোগমাস্থায় বিপ্রেন্দ্র ত্যজেদং স্বং কলেবরম্।
জীবজ্জন্তুং হি বিপ্রেন্দ্র ন ভক্ষ্যামি কদাচন॥
তস্যৈতদ্বচনং শ্রুত্বা যোগযুক্তোঽভবন্মুনিঃ।
তং তস্য নিশ্চয়ং জ্ঞাত্বা শক্রোপ্যাহ স্বদেহভৃৎ।
ভো ভো বিপ্রেন্দ্র বুধ্যস্ব বুদ্ধ্যা বোধ্যং বুধাত্মক।
জিজ্ঞাসার্থং ময়ায়ং তে অপরাধঃ কৃতোঽনঘ॥
তৎ ক্ষমস্বামলমতে কা চেচ্ছা ক্রিয়তাং তব।
পালনাৎ সত্যবাক্যস্য প্রীতির্মে পরমা ত্বয়ি॥
অদ্য প্রভৃতি তে জ্ঞানমৈন্দ্রং প্রাদুর্ভবিষ্যতি।
তপস্যথ তথা ধর্ম্মে ন তে বিঘ্নো ভবিষ্যতি॥
ইত্যুক্ত্বা তু গতে শক্রে পিতা কোপসমন্বিতঃ।
প্রণম্য শিরসাস্মাভিরিদমুক্তো মহামুনিঃ॥
বিভ্যতাং মরণাত্তাত ত্বমস্মাকং মহামতে।
ক্ষন্তুমর্হসি দীনানাং জীবিতপ্রিয়তা হি নঃ॥
ত্বগস্থিমাংসসংঘাতে পূযশোণিতপূরিতে।
কর্ত্তব্যা ন রতির্যত্র তত্রাস্মাকমিয়ং রতিঃ॥
শ্রূয়তাঞ্চ মহাভাগ যথা লোকো বিমুহ্যতি।
কামক্রোধাদিভির্দ্দোষৈরবশঃ প্রবলারিভিঃ॥
প্রজ্ঞাপ্রাকারসংযুক্তমস্থিস্থূণং পুরং মহৎ।
চর্ম্মভিত্তিমহারোধং মাংসশোণিতলেপনম্॥
নবদ্বারং মহায়াসং সর্ব্বতঃ স্নায়ুবেষ্টিতম্।
নৃপশ্চ পুরুষস্তত্র চেতনাবানবস্থিতঃ॥
মন্ত্রিণৌ তস্য বুদ্ধিশ্চ মনশ্চৈব বিরোধিনৌ।
যতেতে বৈরনাশায় তাবুভাবিতরেতরম্॥
নৃপস্য তস্য চত্বারো নাশমিচ্ছন্তি বিদ্বিষঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভঃ মোহশ্চান্যস্তথা রিপুঃ॥
যদা তু স নৃপস্তানি দ্বারাণ্যাবৃত্য তিষ্ঠতি।
তদা সুস্থবলশ্চৈব নিরাতঙ্কশ্চ জায়তে।
জাতানুরাগো ভবতি শক্রভির্নাভিভূয়তে॥
যদা তু সর্ব্বদ্বারাণি বিবৃতানি স মুঞ্চতি।
রাগো নাম তদা শক্রুর্নেত্রাদিদ্বারমৃচ্ছতি॥
সর্ব্বব্যাপী মহায়ামঃ পঞ্চদ্বারপ্রবেশনঃ।
তস্যানুমার্গং বিশতি তদ্বৈ ঘোরং রিপুত্রয়ম্॥
প্রবিশ্যাথ স বৈ তত্র দ্বারৈরিন্দ্রিয়সংজ্ঞকৈঃ।
রাগঃ সংশ্লেষমায়াতি মনসা স সহেতরৈঃ॥
ইন্দ্রিয়াণি মনশ্চৈব বশে কৃত্বা দুরাসদঃ।
দ্বারাণি চ বশে কৃত্বা প্রাকারং নাশয়ত্যথ॥
মনস্তস্যাশ্রিতং দৃষ্ট্বা বুদ্ধির্নশ্যতি তৎক্ষণাৎ।
অমাত্যরহিতস্তত্র পৌরবর্গোজ্‌ঝিতস্তথা॥
রিপুর্ভিলব্ধবিবরঃ স নৃপো নাশমৃচ্ছতি।
এবং রাগস্তথা মোহো লোভঃ ক্রোধস্তথৈব চ॥
প্রবর্ত্তন্তে দুরাত্মানো মনুষ্যস্মৃতিনাশকাঃ।
রাগাৎ ক্রোধঃ প্রভবতি ক্রোধাল্লোভোভিজায়তে।
লোভাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্‌বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥
এবং প্রণষ্টবুদ্ধীনাং রাগলোভানুবর্ত্তিনাম্।
জীবিতে চ সলোভানাং প্রসাদং কুরু সত্তম॥
যোয়ং শাপো ভগবতা দত্তঃ স ন ভবেত্তথা।
ন তামসীং গতিং কষ্টাং ব্রজেম মুনিসত্তম॥

ঋষিরুবাচ।

যন্ময়োক্তং ন তন্মিথ্যা ভবিষ্যতি কদাচন।
ন মে বাগনৃতং প্রাহ যাবদদ্যেতি পুত্রকাঃ॥
দৈবমত্র পরং মন্যে ধিক্ পৌরুষমনর্থকম্।
অকার্য্যং কারিতো যেন বলাদহমচিন্তিতম্॥
যস্মাচ্চ যুষ্মাভিরহং প্রণিপত্য প্রসাদিতঃ।
তস্মাৎ তির্য্যক্ত্বমাপন্নাঃ পরং জ্ঞানমবাপ্স্যথ॥
জ্ঞানদর্শিতমার্গাশ্চ নির্দ্ধূতক্লেশকল্মষাঃ।
মৎপ্রসাদাদসন্দিগ্ধাঃ পরাং সিদ্ধিমবাপ্স্যথ॥
জৈমিনেঃ প্রশ্নসন্দেহান্ যদা বক্ষ্যথ পুত্রকাঃ।
তদা মোক্ষ্যথ মচ্ছাপাদেষ বোঽনুগ্রহঃ কৃতঃ॥
এবং শপ্তাঃ স্ম ভগবন্ পিত্রা দৈববশাৎ পুরা।
ততঃ কালেন মহতা যোন্যন্তরমুপাগতাঃ॥
জাতাশ্চ রণমধ্যে বৈ ভবতা পরিপালিতাঃ।
বয়মিত্থং দ্বিজশ্রেষ্ঠ খগত্বং সমুপাগতাঃ॥

নাস্ত্যসাবিহ সংসারে যো ন দিষ্টেন বাধ্যতে।
সর্ব্বেষামেব জন্তূনাং দৈবাধীনং হি চেষ্টিতম্ ॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ইতি তেষাং বচঃ শ্রুত্বা শমীকো ভগবান্ মুনিঃ
প্রত্যুবাচ মহাভাগঃ সমীপস্থান্নিনো দ্বিজান্ ॥
পূর্ব্বমেব ময়া প্রোক্তং ভবতাং সন্নিধাবিদম্।
সামান্যপক্ষিণো নৈতে কেঽপ্যেতে দ্বিজসত্তমাঃ।
যে যুদ্ধেঽপি ন সম্প্রাপ্তাঃ পঞ্চত্বমতিমানুষে ॥
ততঃ প্রীতিমতা তেন তেঽনুজ্ঞাতা মহাত্মনা।
জগ্মুঃ শিখরিণাং শ্রেষ্ঠং বিন্ধ্যং দ্রুমলতাযুতম্ ॥
যাবদদ্য স্থিতাস্তস্মিন্নচলে ধর্ম্মপক্ষিণঃ।
তপঃস্বাধ্যায়নিরতাঃ সমাধৌ কৃতনিশ্চয়াঃ ॥

ইতি মুনিবরলব্ধসৎক্রিয়াস্তে
মুনিতনয়া বিহগত্বমভ্যুপেতাঃ।
গিরিবরগহনেঽতিপুণ্যতোয়ে
যতমনসো নিবসন্তি বিন্ধ্যপৃষ্ঠে ॥

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে বিন্ধ্যপ্রাপ্তির্নাম তৃতীয়োঽধ্যায় ॥ ৩ ॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

এবং তে দ্রোণতনয়াঃ পক্ষিণো জ্ঞানিনোঽভবন্।
বসন্তি হ্যচলে বিন্ধ্যে তানুপাস্ব চ পৃচ্ছ চ ॥
ইত্যৃষের্ব্বচনং শ্রুত্বা মার্কণ্ডেয়স্য জৈমিনিঃ।
জগাম বিন্ধ্যশিখরং যত্র তে ধর্ম্মপক্ষিণঃ ॥
তন্নগাসন্নভূতশ্চ শুশ্রাব পঠতাং ধ্বনিম্।
শ্রুত্বা চ বিস্ময়াবিষ্টশ্চিন্তয়ামাস জৈমিনিঃ ॥
স্থানসৌষ্ঠবসম্পন্নং জিতশ্বাসমবিশ্রমম্।
বিস্পষ্টমপদোষঞ্চ পঠ্যতে দ্বিজসত্তমৈঃ ॥
বিযোনিমপি সম্প্রাপ্তানেতান্ মুনিকুমারকান্।
চিত্রমেতদহং মন্যে ন জহাতি সরস্বতী ॥
বন্ধুবর্গস্তথা মিত্রং যচ্চেষ্টমপরং গৃহে।
ত্যক্ত্বা গচ্ছতি তৎ সর্ব্বং ন জহাতি সরস্বতী ॥
ইতি সঞ্চিন্তয়ন্নেব বিবেশ গিরিকন্দরম্।
প্রবিশ্য চ দদর্শাসৌ শিলাপট্টগতান্ দ্বিজান্ ॥
পঠতস্তান্ সমালোক্য মুখদোষবিবর্জ্জিতান্।
সোঽপ শোকেন হর্ষেণ সর্ব্বানেবাভ্যভাষত ॥
স্বস্ত্যস্তু বো দ্বিজশ্রেষ্ঠা জৈমিনিং মাং নিবোধত।
ব্যাসশিষ্যমনুপ্রাপ্তং ভবতাং দর্শনোৎসুকম্ ॥
মন্যুর্ন খলু কর্ত্তব্যো যৎ পিত্রাতীবমন্যুনা।
শপ্তাঃ খগত্বমাপন্নাঃ সর্ব্বথা দিষ্টমেব তৎ ॥
স্ফীতদ্রব্যে কুলে কেচিজ্জাতাঃ কিল মনস্বিনঃ।
দ্রব্যনাশে দ্বিজেন্দ্রাস্তে শবরেণ সুসান্ত্বিতাঃ ॥
দত্ত্বা যাচন্তি পুরুষা হত্বা বধ্যন্তি চাপরে।
পাতয়িত্বা চ পাত্যন্তে ত এব তপসঃ ক্ষয়াৎ ॥
এতদ্দৃষ্টং সুবহুশো বিপরীতং তথা ময়া।
ভাবাভাবসমুচ্ছেদৈরজস্রং ব্যাকুলং জগৎ ॥
ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা ন শোকং কর্ত্তুমর্হথ।
জ্ঞানস্য ফলমেতাবচ্ছোকহর্ষৈরধৃষ্যতা ॥
ততস্তে জৈমিনিং সর্ব্বে পাদ্যার্ঘ্যাভ্যামপূজয়ন্।
অনাময়ঞ্চ পপ্রচ্ছ প্রণিপত্য মহামুনিম্ ॥
অথোচুঃ খগমাঃ সর্ব্বে ব্যাসশিষ্যং তপোনিধিম্।
সুখোপবিষ্টং বিশ্রান্তং পক্ষানিলহতক্লমম্ ॥

পক্ষিণ উচুঃ।

অদ্য নঃ সফলং জন্ম জীবিতঞ্চ সুজীবিতম্।
যৎ পশ্যাম সুরৈর্বন্দ্যং তব পাদাম্বুজদ্বয়ম্ ॥
পিতৃকোপাগ্নিরুদ্ভূতো যো নো দেহেষু বর্ত্ততে।
সোঽদ্য শান্তিং গতো বিপ্র যুষ্মদ্দর্শনবারিণা ॥
কচ্চিত্তে কুশলং ব্রহ্মন্নাশ্রমে মৃগপক্ষিষু।
বৃক্ষেষ্বথ লতাগুল্মত্বক্সারতৃণজাতিষু ॥
অথবা নৈতদুক্তং হি সম্যগস্মাভিরাদৃতৈঃ।
ভবতা সঙ্গমো যেষাং তেষামকুশলং কুতঃ ॥
প্রসাদঞ্চ কুরুষ্বাত্র ব্রূহ্যাগমনকারণম্।
দেবানামিব সংসর্গো ভবতোঽভ্যুদয়ো মহান্।
কেনাস্মদ্ভাগ্যগুরুণা আনীতো দৃষ্টিগোচরম্ ॥

জৈমিনিরুবাচ।

শ্রূয়তাং দ্বিজশার্দ্দূলাঃ কারণং যেন কন্দরম্।
বিন্ধ্যস্যেহাগতো রম্যং রেবাবারিকণোক্ষিতম্ ॥
সন্দেহান্ ভারতে শাস্ত্রে তান্ প্রষ্টুং গতবানহম্।
মার্কণ্ডেয়ং মহাত্মানং পূর্ব্বং ভৃগুকুলোদ্বহম্ ॥
তমহং পৃষ্টবান্ প্রাপ্য সন্দেহান্ ভারতং প্রতি।
স চ পৃষ্টো ময়া প্রাহ সন্তি বিন্ধ্যে মহাচলে।
দ্রোণপুত্রা মহাত্মানস্তে বক্ষ্যন্ত্যর্থবিস্তরম্ ॥
তদ্বাক্যচোদিতশ্চেমমাগতোঽহং মহাগিরিম্।
তচ্ছৃণুধ্বমশেষেণ শ্রুত্বা ব্যাখ্যাতুমর্হথ ॥

পক্ষিণ ঊচুঃ।

বিষয়ে সতি বক্ষ্যামো নির্ব্বিশঙ্কঃ শৃণুষ্ব তৎ।
কথং তন্ন বদিষ্যামো যদস্মদ্‌বুদ্ধিগোচরম্॥
চতুর্ষ্বপি হি বেদেষু ধর্ম্মশাস্ত্রেষু চৈব হি।
সমস্তেষু তথাঙ্গেষু যচ্চান্যদ্বেদসম্মিতম্॥
এতেষু গোচরোঽস্মাকং বুদ্ধের্ব্রাহ্মণসত্তম।
প্রতিজ্ঞান্তু সমারোঢ়ুং তথাপি ন হি শক্নুমঃ॥
তস্মাদ্বদস্ব বিশ্রব্ধং সন্দিগ্ধং যদ্ধি ভারতে।
বক্ষ্যামস্তব ধর্ম্মজ্ঞ ন চেন্মোহো ভবিষ্যতি॥

জৈমিনিরুবাচ।

সন্দিগ্ধানীহ বস্তূনি ভারতং প্রতি যানি মে।
শৃণুধ্বমমলাস্তানি শ্রুত্বা ব্যাখ্যাতুমর্হথ॥
কস্মান্মানুষতাং প্রাপ্তো নির্গুণোঽপি জনার্দ্দনঃ।
বাসুদেবোঽখিলাধারঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥
কস্মাচ্চ পাণ্ডুপুত্রাণামেকা সা দ্রুপদাত্মজা।
পঞ্চানাং মহিষী কৃষ্ণা সুমহানত্র সংশয়ঃ॥
ভেষজং ব্রহ্মহত্যায়া বলদেবো মহাবলঃ।
তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গেন কস্মাচ্চক্রে হলায়ুধঃ॥
কথঞ্চ দ্রৌপদেয়াস্তেঽকৃতদারা মহারথাঃ।
পাণ্ডুনাথা মহাত্মানো বধমাপুরনাথবৎ॥
এতৎ সর্ব্বং কথ্যতাং মে সন্দিগ্ধং ভারতং প্রতি।
কৃতার্থোঽহং সুখং যেন গচ্ছেয়ং নিজমাশ্রমম্॥

পক্ষিণ ঊচুঃ।

নমস্কৃত্য সুরেশায় বিষ্ণবে প্রভবিষ্ণবে।
পুরুষায়াপ্রমেয়ায় শাশ্বতায়াব্যয়ায় চ॥
চতুর্ব্যূহাত্মনে তস্মৈ ত্রিগুণায়াগুণায় চ।
বরিষ্ঠায় গরিষ্ঠায় বরেণ্যায়ামৃতায় চ॥
যস্মাদণুতরং নাস্তি যস্মান্নাস্তি বৃহত্তরম্।
যেন বিশ্বমিদং ব্যাপ্তমজেন জগদাদিনা॥
আবির্ভাবতিরোভাবদৃষ্টাদৃষ্টবিলক্ষণম্।
বদন্তি যৎসৃষ্টমিদং তথৈবান্তে চ সংহৃতম্॥
ব্রহ্মণে চাধিদেবায় নমস্কৃত্য সমাধিনা।
ঋক্‌সামান্যুদ্গিরন্ বক্ত্রৈর্যঃ পুনাতি জগত্রয়ম্॥
প্রণিপত্য তথেশানমেকবাণবিনির্জ্জিতৈঃ।
যস্যাসুরগণৈর্যজ্ঞা বিলুপ্যন্তে ন যজ্বিনাম্॥
প্রবক্ষ্যামো মতং কৃৎস্নং ব্যাসস্যাদ্ভুতকর্ম্মণঃ।
যেন ভারতমুদ্দিশ্য ধর্ম্মাদ্যাঃ প্রকটীকৃতাঃ॥
আপো নারা ইতি প্রোক্তা মুনিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ।
অয়নং তস্য তাঃ পূর্ব্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ॥
স দেবো ভগবান্ সর্ব্বং ব্যাপ্য নারায়ণো বিভুঃ।
চতুর্দ্ধা সংস্থিতো ব্রহ্মন্ সগুণো নির্গুণস্তথা॥
একা মূর্ত্তিরনির্দ্দেশ্যা শুক্লাং পশ্যন্তি তাং বুধাঃ।
জ্বালামালোপনদ্ধাঙ্গী নিষ্ঠা সা যোগিনাং পরা॥
দূরস্থা চান্তিকস্থা চ বিজ্ঞেয়া সা গুণাতিগা।
বাসুদেবাভিধানাঽসৌ নির্ম্মমত্বেন দৃশ্যতে॥
রূপবর্ণাদয়স্তস্যা ন ভাবাঃ কল্পনাময়াঃ।
অস্ত্যেব সা সদা শুদ্ধা সুপ্রতিষ্ঠৈকরূপিণী॥
দ্বিতীয়া পৃথিবীং মূর্দ্ধ্না শেষাখ্যা ধারয়ত্যধঃ।
তামসী সা সমাখ্যাতা তির্য্যক্ত্বং সমুপাশ্রিতা॥
তৃতীয়া কর্ম্ম কুরুতে প্রজাপালনতৎপরা।
সত্ত্বোদ্রিক্তা তু সা জ্ঞেয়া ধর্ম্মসংস্থানকারিণী॥
চতুর্থী জলমধ্যস্থা শেতে পন্নগতল্পগা।
রজস্তস্যা গুণঃ সর্গং সা করোতি সদৈব হি॥
যা তৃতীয়া হরের্মূর্ত্তিঃ প্রজাপালনতৎপরা।
সা তু ধর্ম্মব্যবস্থানং করোতি নিয়তং ভুবি॥
প্রোদ্ধৃতানসুরান্ হন্তি ধর্ম্মবিচ্ছিত্তিকারিণঃ।
পাতি দেবান্ সতশ্চান্যান্ ধর্ম্মরক্ষাপরায়ণান্॥
যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি জৈমিনে।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজত্যসৌ॥
ভূত্বা পুরা বরাহেন তুণ্ডেনাপো নিরস্য চ।
একয়া দংষ্ট্রয়োৎখাতা নলিনীব বসুন্ধরা॥
কৃত্বা নৃসিংহরূপঞ্চ হিরণ্যকশিপুর্হতঃ।
বিপ্রচিত্তিমুখাশ্চান্যে দানবা বিনিপাতিতাঃ॥
বামনাদীংস্তথৈবান্যান্ ন সংখ্যাতুমিহোৎসহে।
অবতারাংশ্চ তস্যেহ মাথুরঃ সাম্প্রতং ত্বয়ম্॥
ইতি সা সাত্ত্বিকী মূর্ত্তিরবতারান্ করোতি বৈ।
প্রদ্যুম্নেতি চ সা খ্যাতা রক্ষাকর্ম্মণ্যবস্থিতা॥
দেবত্বেঽথ মনুষ্যত্বে তির্য্যগ্‌যোনৌ চ সংস্থিতা।
গৃহ্ণাতি তৎস্বভাবঞ্চ বাসুদেবেচ্ছয়া সদা॥
ইত্যেতৎ তে সমাখ্যাতং কৃতকৃত্যোঽপি যৎ প্রভুঃ
মানুষত্বং গতো বিষ্ণুঃ শৃণুষ্বাস্যোত্তরং পুনঃ॥

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে চতুর্ব্যূহাবতারো নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

পক্ষিণ ঊচুঃ।

ত্বষ্টা প্রজাপতিঃ পূর্ব্বং তস্যাসীৎ ত্রিশিরাঃ সুতঃ।
অধোমুখস্তপঃ কুর্ব্বন্ হতঃ শক্রেণ শঙ্কয়া॥

ত্বষ্টুপুত্রে হতে পূর্ব্বং ব্রহ্মন্নিন্দ্রস্য তেজসঃ।
ব্রহ্মহত্যাভিভূতস্য পরা হানিরজায়ত ॥
তদ্ধর্ম্মং প্রবিবেশাথ শাক্রতেজোপচারতঃ।
নিস্তেজশ্চাভবচ্ছক্রো ধর্ম্মে তেজসি নির্গতে ॥
ততঃ পুত্রং হতং শ্রুত্বা ত্বষ্টা ক্রুদ্ধঃ প্রজাপতিঃ।
অবলুঞ্চ্য জটামেকামিদং বচনমব্রবীৎ ॥
অদ্য পশ্যন্তু মে বীর্য্যং ত্রয়ো লোকাঃ সদেবতাঃ।
স চ পশ্যতু দুর্ব্বুদ্ধির্ব্রহ্মহা পাকশাসনঃ ॥
স্বকর্ম্মাভিরতো যেন মৎসুতো বিনিপাতিতঃ।
ইত্যুক্ত্বা কোপরক্তাক্ষো জটামগ্নৌ জুহাব তাম্ ॥
ততো বৃত্রঃ সমুত্তস্থৌ জ্বালামালী মহাসুরঃ।
মহাকায়ো মহাদংষ্ট্রো ভিন্নাঞ্জনচয়প্রভঃ ॥
ইন্দ্রশত্রুরমেয়াত্মা ত্বষ্টৃতেজোপবৃংহিতঃ।
অহন্যহনি সোঽবর্দ্ধদিষুপাতং মহাবলঃ ॥
বধায় চাত্মনো দৃষ্ট্বা বৃত্রং শক্রো মহাসুরঃ।
প্রেষয়ামাস সপ্তর্ষীন্ সন্ধিমিচ্ছন্ ভয়াতুরঃ ॥
সখ্যঞ্চক্রুস্ততস্তস্য বৃত্রেণ সমরাংস্তথা।
ঋষয়ঃ প্রীতমনসঃ সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ ॥
সময়স্থিতিমুল্লঙ্ঘ্য যদা শক্রেণ ঘাতিতঃ।
বৃত্রো হত্যাভিভূতস্য তদা বলমশীর্য্যত ॥
তচ্ছক্রদেহবিভ্রষ্টং বলং মারুতমাবিশৎ।
সর্ব্বব্যাপিনমব্যক্তং বলস্যাধিদৈবতম্ ॥
অহল্যাঞ্চ যদা শক্রো গৌতমং রূপমাস্থিতঃ।
ধর্ষয়ামাস দেবেন্দ্রস্তদা রূপমহীয়ত ॥
অঙ্গপ্রত্যঙ্গলাবণ্যং যদতীব মনোরমম্।
বিহায় দুষ্টং দেবেন্দ্রং নাসত্যাবগমৎ ততঃ ॥
ধর্ম্মেণ তেজসা ত্যক্তং বলহীনমরূপিণম্।
জ্ঞাত্বা সুরেশং দৈতেয়াস্তজ্জয়ে চক্রুরুদ্যমম্ ॥
রাজ্ঞামুদ্রিক্তবীর্য্যাণাং দেবেন্দ্রং বিজিগীষবঃ।
কুলেষ্বতিবলা দৈত্যা অজায়ন্ত মহামুনে ॥
কস্যচিত্ত্বথ কালস্য ধরণী ভারপীড়িতা।
জগাম মেরুশিখরং সদো যত্র দিবৌকসাম্ ॥
তেষাং সা কথয়ামাস ভূরিভারাবপীড়িতা।
দনুজাত্মজদৈত্যোত্থং খেদকারণমাত্মনঃ ॥
এতে ভবদ্ভিরসুরা নিহতাঃ পৃথুলৌজসঃ।
তে সর্ব্বে মানুষে লোকে জাতা গেহেষু ভূভৃতাম্।
অক্ষৌহিণ্যো হি বহুলাস্তদ্ভারার্ত্তা ব্রজাম্যধঃ।
তথা কুরুধ্বং ত্রিদশা যথা শান্তির্ভবেন্মম ॥

পক্ষিণ ঊচুঃ।

তেজোভাগৈস্ততো দেবা অবতেরুর্দ্দিবো মহীম্।
প্রজানামুপকারার্থং ভূভারহরণায় চ ॥
যদিন্দ্রদেহজং তেজস্তন্মুমোচ স্বয়ং বৃষঃ।
কুন্ত্যাং জাতো মহাতেজাস্ততো জাতো যুধিষ্ঠিরঃ ॥
বলং মুমোচ পবনস্ততো ভীমো ব্যজায়ত।
শক্রবীর্য্যার্দ্ধতশ্চৈব জজ্ঞে পার্থো ধনঞ্জয়ঃ ॥
উৎপন্নৌ যমজৌ মাদ্র্যাং শক্ররূপৌ মহাদ্যুতী।
পঞ্চধা ভগবানিত্থমবতীর্ণঃ শতক্রতুঃ ॥
তস্যোৎপন্না মহাভাগা পত্নী কৃষ্ণা হুতাশনাৎ।
শক্রস্যৈকস্য সা পত্নী কৃষ্ণা নান্যস্য কস্যচিৎ।
যোগীশ্বরাঃ শরীরাণি কুর্ব্বন্তি বহুলান্যপি ॥
পঞ্চানামেকপত্নীত্বমিত্যেতৎ কথিতং তব।
শ্রূয়তাং বলদেবোঽপি যথা যাতঃ সরস্বতীম্ ॥

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে ইন্দ্রবিক্রিয়া নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

রামঃ পার্থে পরাং প্রীতিং জ্ঞাত্বা কৃষ্ণস্য লাঙ্গলী।
চিন্তয়ামাস বহুধা কিং কৃতং সুকৃতং ভবেৎ ॥
কৃষ্ণেন হি বিনা নাহং যাস্যে দুর্য্যোধনান্তিকম্।
পাণ্ডবান্ বা সমাশ্রিত্য কথং দুর্য্যোধনং নৃপম্ ॥
জামাতরং তথা শিষ্যং ঘাতয়িষ্যে নরেশ্বরম্।
তস্মান্ন পার্থং যাস্যামি নাপি দুর্য্যোধনং নৃপম্ ॥
তীর্থেষ্বাপ্লাবয়িষ্যামি তাবদাত্মানমাত্মনা।
কুরূণাং পাণ্ডবানাঞ্চ যাবদন্তায় কল্পতে ॥
ইত্যামন্ত্র্য হৃষীকেশং পার্থদুর্য্যোধনাবপি।
জগাম দ্বারকাং শৌরিঃ স্বসৈন্যপরিবারিতঃ ॥
গত্বা দ্বারবতীং রামো হৃষ্টপুষ্টজনাকুলাম্।
যোগন্তব্যেষু তীর্থেষু পপৌ পানং হলায়ুধঃ ॥
পীতপানো জগামাথ রৈবতোদ্যানমৃদ্ধিমৎ।
হস্তে গৃহীত্বা সমদাং রেবতীমপ্সরোপমাম্ ॥
স্ত্রীকদম্বকমধ্যস্থো যযৌ মত্তঃ পদা স্খলন্।
দদর্শ চ বনং বীরো রমণীয়মনুত্তমম্ ॥
সর্ব্বর্ত্তুফলপুষ্পাঢ্যং শাখামৃগগণাকুলম্।
পুণ্যং পদ্মবনোপেতং সপল্বলমহাবনম্ ॥
স শৃণ্বন্ প্রীতিজননান্ বহূন্ মদকলান্ শুভান্।
শ্রোত্ররম্যান্ সুমধুরান্ শব্দান্ খগমুখেরিতান্ ॥
সর্ব্বর্ত্তুফলভারাঢ্যান্ সর্ব্বর্ত্তুকুসুমোজ্জ্বলান্।
অপশ্যৎ পাদপাংস্তত্র বিহগৈরনুনাদিতান্ ॥

আম্রানাম্রাতকান্ ভব্যান্ নারিকেলান্ সতিন্দুকান্।
আবিল্বকাংস্তথা জীরান্ দাড়িমান্ বীজপূরকান্ ॥
পনসান্ লকুচান্ মোচান্ নীপাংশ্চাতিমনোহরান্।
পারাবতাংশ্চ কঙ্কোলান্ নলিনানম্লবেতসান্ ॥
ভল্লাতকানামলকাংস্তিন্দুকাংশ্চ মহাফলান্।
ইঙ্গুদান্ করমর্দ্দাংশ্চ হরীতকবিভীতকান্ ॥
এতানন্যাংশ্চ স তরূন্ দদর্শ যদুনন্দনঃ।
তথৈবাশোকপুন্নাগকেতকীবকুলানথ ॥
চম্পকান্ সপ্তপর্ণাংশ্চ কর্ণিকারান্ সমালতীন্।
পারিজাতান্ কোবিদারান্ মন্দারান্ বদরাংস্তথা ॥
পাটলান্ পুষ্পিতান্ রম্যান্ দেবদারুদ্রুমাংস্তথা।
শালাংস্তালাংস্তমালাংশ্চকিংশুকান্ বঞ্জুলান্ বরান্ ॥
চকোরৈঃ শাতপত্রৈশ্চ ভৃঙ্গরাজৈস্তথা শুকৈঃ।
কোকিলৈঃ কলবিঙ্কৈশ্চ হারীতৈর্জীবজীবকৈঃ ॥
প্রিয়পুত্রৈশ্চাতকৈশ্চ তথান্যৈর্বিবিধৈঃ খগৈঃ।
শ্রোত্ররম্যং সুমধুরং কূজদ্ভিশ্চাপ্যধিষ্ঠিতম্ ॥
সরাংসি চ মনোজ্ঞানি প্রসন্নসলিলানি চ।
কুমুদৈঃ পুণ্ডরীকৈশ্চ তথা নীলোৎপলৈঃ শুভৈঃ ॥
কহ্লারৈঃ কমলৈশ্চাপি আচিতানি সমন্ততঃ।
কাদম্বৈশ্চক্রবাকৈশ্চ তথৈব জলকুক্কুটৈঃ ॥
কারণ্ডবৈঃ প্লবৈর্হংসৈঃ কূর্ম্মৈর্মদ্গুভিরেব চ।
এভিশ্চান্যৈশ্চ কীর্ণানি সমন্তাজ্জলচারিভিঃ ॥
ক্রমেণেত্থং বনং শৌরির্বীক্ষমাণো মনোরমম্।
জগামানুগতঃ স্ত্রীভির্লতাগৃহমনুত্তমম্ ॥
স দদর্শ দ্বিজাংস্তত্র বেদবেদাঙ্গপারগান্।
কৌশিকান্ ভার্গবাংশ্চৈব ভারদ্বাজান্ সগৌতমান্ ॥
বিবিধেষু চ সম্ভূতান্ বংশেষু দ্বিজসত্তমান্।
কথাশ্রবণবদ্ধোৎকান্ উপবিষ্টান্ মহৎসু চ ॥
কৃষ্ণাজিনোত্তরীয়েষু কুশেষু চ বৃষীষু চ।
সূতঞ্চ তেষাং মধ্যস্থং কথয়ানং কথাঃ শুভাঃ।
পৌরাণিকীঃ সুরর্ষীণামাদ্যানাং চরিতাশ্রয়াঃ ॥
দৃষ্ট্বা রামং দ্বিজাঃ সর্ব্বে মধুপানারুণেক্ষণম্।
মত্তোঽয়মিতি মন্বানাঃ সমুত্তস্থুরাস্বিতাঃ ॥
পূজয়ন্তো হলধরমৃতে তং সূতবংশজম্ ॥
ততঃ ক্রোধসমাবিষ্টো হলী সূতং মহাবলঃ।
নিজঘান বিবৃত্তাক্ষঃ ক্ষোভিতাশেষদানবঃ ॥
অধ্যাস্তি পদং ব্রাহ্মং তস্মিন্ সূতে নিপাতিতে।
নিষ্ক্রান্তাস্তে দ্বিজাঃ সর্ব্বে বনাৎ কৃষ্ণাজিনাম্বরাঃ ॥
অবধূতং তথাত্মানং মন্যমানো হলায়ুধঃ।
চিন্তয়ামাস সুমহন্ময়া পাপমিদং কৃতম্ ॥
ব্রাহ্মং স্থানং গতো হ্যেষ যৎ সূতো বিনিপাতিতঃ।
তথা হীমে দ্বিজাঃ সর্ব্বে মামবেক্ষ্য বিনির্গতাঃ ॥
শরীরস্য চ মে গন্ধো লোহস্যেবাসুখাবহঃ।
আত্মানঞ্চাবগচ্ছামি ব্রহ্মঘ্নমিব কুৎসিতম্ ॥
ধিগমর্ষং তথা মদ্যমভিমানমভীরুতাম্।
যৈরাবিষ্টেন সুমহন্ময়া পাপমিদং কৃতম্ ॥
তৎক্ষয়ার্থং চরিষ্যামি ব্রতং দ্বাদশবার্ষিকম্।
স্বকর্ম্মখ্যাপনং কুর্ব্বন্ প্রায়শ্চিত্তমনুত্তমম্ ॥
অথ যেয়ং সমারব্ধা তীর্থযাত্রা ময়াধুনা।
এতামেব প্রয়াস্যামি প্রতিলোমাং সরস্বতীম্ ॥
অতো জগাম রামোঽসৌ প্রতিলোমাং সরস্বতীম্।
ততঃ পরং শৃণুষ্বেমং পাণ্ডবেয়কথাশ্রয়ম্ ॥

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে বলদেবব্রহ্ম-
হত্যাকথনং নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

পক্ষিণ ঊচুঃ।

হরিশ্চন্দ্রেতি রাজর্ষিরাসীৎ ত্রেতাযুগে পুরা।
ধর্ম্মাত্মা পৃথিবীপালঃ প্রোল্লসৎকীর্ত্তিরুত্তমঃ ॥
ন দুর্ভিক্ষং ন চ ব্যাধির্নাকালমরণং নৃণাম্।
নাধর্ম্মরুচয়ঃ পৌরাস্তস্মিন্ শাসতি পার্থিবে ॥
বভূবুর্ন তথোন্মত্তা ধনবীর্য্যতপোমদৈঃ।
নাজায়ন্ত স্ত্রিয়শ্চৈব কাশ্চিদপ্রাপ্তযৌবনাঃ ॥
স কদাচিন্মহাবাহুররণ্যেঽনুসরন্ মৃগম্।
শুশ্রাব শব্দমসকৃৎ ত্রায়স্বেতি চ যোষিতাম্ ॥
স বিহায় মৃগং রাজা মা ভৈষীরিত্যভাষত।
ময়ি শাসতি দুর্ম্মেধাঃ কোঽয়মন্যায়বৃত্তিমান্ ॥
তৎক্রন্দিতানুসারী চ সর্ব্বারম্ভবিঘাতকৃৎ।
এতস্মিন্নন্তরে রৌদ্রো বিঘ্নরাট্ সমচিন্তয়ৎ ॥
বিশ্বামিত্রোঽয়মতুলং তপ আস্থায় বীর্য্যবান্।
প্রাগসিদ্ধা ভবাদীনাং বিদ্যাঃ সাধয়তি ব্রতী ॥
সাধ্যমানাঃ ক্ষমামৌনচিত্তসংযমিনামুনা।
তা বৈ ভয়ার্ত্তাঃ ক্রন্দন্তি কথং কার্য্যমিদং ময়া ॥
তেজস্বী কৌশিকশ্রেষ্ঠো বয়মস্য সুদুর্ব্বলাঃ।
ক্রোশন্ত্যেতাস্তথা ভীতা দুষ্পারং প্রতিভাতি মে ॥
অথবায়ং নৃপঃ প্রাপ্তো মা ভৈরিতি বদন্ মুহুঃ।
ইমমেব প্রবিশ্যাশু সাধয়িষ্যে যথেপ্সিতম্ ॥

ইতি সঞ্চিন্ত্য রৌদ্রেণ বিঘ্নরাজেন বৈ ততঃ।
তেনাবিষ্টো নৃপঃ কোপাদিদং বচনমব্রবীৎ॥
কোঽয়ং বধ্নাতি বস্ত্রান্তে পাবকং পাপকৃন্নরঃ।
বলোষ্ণতেজসা দীপ্তে ময়ি পত্যাবুপস্থিতে॥
কোঽদ্য মৎকার্ম্মুকাক্ষেপবিদীপিতদিগন্তরৈঃ।
শরৈর্ব্বিভিন্নসর্ব্বাঙ্গো দীর্ঘনিদ্রাং প্রবেক্ষ্যতি॥
বিশ্বামিত্রস্ততঃ ক্রুদ্ধঃ শ্রুত্বা তন্নৃপতের্ব্বচঃ।
ক্রুদ্ধে চর্ষিবরে তস্মিন্ নেশুর্ব্বিদ্যাঃ ক্ষণেন তাঃ
স চাপি রাজা তং দৃষ্ট্বা বিশ্বামিত্রং তপোনিধিম্
ভীতঃ প্রাবেপতাত্যর্থং সহসাশ্বত্থপর্ণবৎ॥
স দুরাত্মন্নিতি যদা মুনিস্তিষ্ঠেতি চাব্রবীৎ।
ততঃ স রাজা বিনয়াৎ প্রণিপত্যাভ্যভাষত॥
ভগবন্নেষ ধর্ম্মো মে নাপরাধো মম প্রভো।
ন ক্রোদ্ধুমর্হসি মুনে নিজধর্ম্মরতস্য মে॥
দাতব্যং রক্ষিতব্যঞ্চ ধর্ম্মজ্ঞেন মহীক্ষিতা।
চাপঞ্চোদ্যম্য যোদ্ধব্যং ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারতঃ॥

বিশ্বামিত্র উবাচ।

দাতব্যং কস্য কে রক্ষ্যাঃ কৈর্য্যোদ্ধব্যঞ্চ তে নৃপ।
ক্ষিপ্রমেতৎ সমাচক্ষ্ব যদ্যধর্ম্মভয়ং তব॥

হরিশ্চন্দ্র উবাচ।

দাতব্যং বিপ্রমুখ্যেভ্যো যে চান্যে কৃশবৃত্তয়ঃ।
রক্ষ্যা ভীতাঃ সদা যুদ্ধং কর্ত্তব্যং পরিপন্থিভিঃ॥

বিশ্বামিত্র উবাচ।

যদি রাজা ভবান্ সম্যগ্রাজধর্ম্মমবেক্ষতে।
নির্ব্বেষ্টুকামো বিপ্রোঽহং দীয়তামিষ্টদক্ষিণা॥

পক্ষিণ ঊচুঃ।

এতদ্রাজা বচঃ শ্রুত্বা প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা।
পুনর্জ্জাতমিবাত্মানং মেনে প্রাহ চ কৌশিকম্॥

হরিশ্চন্দ্র উবাচ।

উচ্যতাং ভগবন্ যৎ তে দাতব্যমবিশঙ্কিতম্।
দত্তমিত্যেব তদ্বিদ্ধি যদ্যপি স্যাৎ সুদুর্লভম্॥
হিরণ্যং বা সুবর্ণং বা পুত্রঃ পত্নী কলেবরম্।
প্রাণা রাজ্যং পুরং লক্ষ্মীর্যদভিপ্রেতমাত্মনঃ॥

বিশ্বামিত্র উবাচ।

রাজন্ প্রতিগৃহীতোঽয়ং যস্তে দত্তঃ প্রতিগ্রহঃ
প্রযচ্ছ প্রথমং তাবদ্দক্ষিণাং রাজসূয়িকীম্॥

রাজোবাচ।

ব্রহ্মংস্তামপি দাস্যামি দক্ষিণাং ভবতো হ্যহম্।
ব্রিয়তাং দ্বিজশার্দ্দূল যস্তবেষ্টঃ প্রতিগ্রহঃ॥

বিশ্বামিত্র উবাচ।

সসাগরাং ধরামেতাং সভূভৃদ্গ্রামপত্তনাম্।
রাজ্যঞ্চ সকলং বীর রথাশ্বগজসঙ্কুলম্॥
কোষ্ঠাগারঞ্চ কোষঞ্চ যচ্চান্যদ্বিদ্যতে তব।
বিনা ভার্য্যাঞ্চ পুত্রঞ্চ শরীরঞ্চ তবানঘ॥
ধর্ম্মঞ্চ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ যো যান্তমনুগচ্ছতি।
বহুনা বা কিমুক্তেন সর্ব্বমেতৎ প্রদীয়তাম্॥

পক্ষিণ ঊচুঃ।

প্রহৃষ্টেনৈব মনসা সোঽবিকারমুখো নৃপঃ।
তস্যর্ষের্ব্বচনং শ্রুত্বা তথেত্যাহ কৃতাঞ্জলিঃ॥

বিশ্বামিত্র উবাচ।

সর্ব্বস্বং যদি মে দত্তং রাজ্যমুর্ব্বী বলং ধনম্।
প্রভুত্বং কস্য রাজর্ষে রাজ্যস্থে তাপসে ময়ি॥

হরিশ্চন্দ্র উবাচ।

যস্মিন্নপি ময়া কালে দত্তা ব্রহ্মন্ বসুন্ধরা।
তস্মিন্নপি ভবান্ স্বামী কিমুতাদ্য মহীপতিঃ॥

বিশ্বামিত্র উবাচ।

যদি রাজংস্ত্বয়া দত্তা মম সর্ব্বা বসুন্ধরা।
যত্র মে বিষয়ে স্বাম্যং তস্মান্নিষ্ক্রান্তুমর্হসি॥
শ্রোণীসূত্রাদি সকলং মুক্ত্বা ভূষণসংগ্রহম্।
তরুবল্কলমাবধ্য সহ পত্ন্যা সুতেন চ॥

পক্ষিণ ঊচুঃ।

তথেতি চোক্ত্বা কৃত্বা চ রাজা গন্তুং প্রচক্রমে।
স্বপত্ন্যা শৈব্যয়া সার্দ্ধং বালকেনাত্মজেন চ॥
ব্রজতঃ স ততো রুদ্ধা পন্থানং প্রাহ তং নৃপম্।
ক যাস্যসীত্যদত্ত্বা মে দক্ষিণাং রাজসূয়িকীম্॥

হরিশ্চন্দ্র উবাচ।

ভগবন্ রাজ্যমেতৎ তে দত্তং নিহতকণ্টকম্।
অবশিষ্টমিদং ব্রহ্মন্নদ্য দেহত্রয়ং মম॥

বিশ্বামিত্র উবাচ

তথাপি খলু দাতব্যা ত্বয়া মে যজ্ঞদক্ষিণা।
বিশেষতো ব্রাহ্মণানাং হন্ত্যদত্তং প্রতিশ্রুতম্॥
যাবৎ তোষো রাজসূয়ে ব্রাহ্মণানাং ভবেন্নৃপ।
তাবদেব তু দাতব্যা দক্ষিণা রাজসূয়িকী॥
প্রতিশ্রুত্য চ দাতব্যং যোদ্ধব্যঞ্চাততায়িভিঃ।
রক্ষিতব্যাস্তথা চার্ত্তাস্ত্বয়ৈব প্রাক্ প্রতিশ্রুতম্॥

হরিশ্চন্দ্র উবাচ।

ভগবন্ সাম্প্রতং নাস্তি দাস্যে কালক্রমেণ তে।
প্রসাদং কুরু বিপ্রর্ষে সদ্ভাবমনুচিন্ত্য চ॥

বিশ্বামিত্র উবাচ।

কিম্প্রমাণো ময়া কালঃ প্রতীক্ষ্যস্তে জনাধিপ।
শীঘ্রমাচক্ষ্ব শাপাগ্নিরন্যথা ত্বাং প্রধক্ষ্যতি॥

হরিশ্চন্দ্র উবাচ।

মাসেন তব বিপ্রর্ষে প্রদাস্তে দক্ষিণাধনম্।
সাম্প্রতং নাস্তি মে বিত্তমনুজ্ঞাং দাতুমর্হসি॥

বিশ্বামিত্র উবাচ।

গচ্ছ গচ্ছ নৃপশ্রেষ্ঠ স্বধর্ম্মমনুপালয়।
শিবশ্চ তেঽধ্বা ভবতু মা সন্তু পরিপন্থিনঃ॥

পক্ষিণ উচুঃ।

ততঃ স রাজর্ষিবরো বিস্ময়াবিষ্টমানসঃ।
অনুজ্ঞাতশ্চ গচ্ছেতি জগাম বসুধাধিপঃ॥
পত্ন্যামনুচিতা গন্তুমন্বগচ্ছত তং প্রিয়া॥
তং সভার্য্যং নৃপশ্রেষ্ঠং নির্যান্তং সমুতং পুরাৎ।
দৃষ্ট্বা প্রচুক্রুশুঃ পৌরা রাজশ্চৈবানুযায়িনঃ॥
হা নাথ কিং জহাস্মান্ নিত্যার্ত্তিপরিপীড়িতান্
ত্বং ধর্ম্মতৎপরো রাজন্ পৌরানুগ্রহকৃৎ তথা।
নয়াস্মানপি রাজর্ষে যদি ধর্ম্মমবেক্ষসে॥
মুহূর্ত্তং তিষ্ঠ রাজেন্দ্র ভবতো মুখপঙ্কজম্।
পিবামো নেত্রভ্রমরৈঃ কদা দ্রক্ষ্যামহে পুনঃ॥
যস্য প্রয়াতস্য পুরো যান্তি পৃষ্ঠে চ পার্থিবাঃ।
তস্যানুযাতি ভার্য্যেয়ং গৃহীত্বা বালকং সুতম্॥
যস্য ভৃত্যাঃ প্রয়াতস্য যান্ত্যগ্রে কুঞ্জরস্থিতাঃ।
স এষ পদ্ভ্যাং রাজেন্দ্রো হরিশ্চন্দ্রোঽদ্য গচ্ছতি॥
হা রাজন্ সুকুমারং তে সুভ্রু সুত্বচমুন্নসম্।
পথি পাংশুপরিক্লিষ্টং মুখং কীদৃগ্ভবিষ্যতি॥
তিষ্ঠ তিষ্ঠ নৃপশ্রেষ্ঠ স্বধর্ম্মমনুপালয়।
আনৃশংস্যং পরো ধর্ম্মঃ ক্ষত্রিয়াণাং বিশেষতঃ॥
কিং দারৈঃ কিং সুতৈর্নাথ ধনৈর্ধান্যৈরথাপি বা।
সর্ব্বমেতৎ পরিত্যজ্য ছায়াভূতা বয়ং তব॥
হা নাথ হা মহারাজ হা স্বামিন্ কিং জহাসি নঃ।
যত্র ত্বং তত্র হি বয়ং তৎ সুখং যত্র বৈ ভবান্।
নগরং তদ্ভবান্ যত্র স স্বর্গো যত্র নো নৃপঃ॥
ইতি পৌরবচঃ শ্রুত্বা রাজা শোকপরিপ্লুতঃ।
অতিষ্ঠৎ স তদা মার্গে তেষামেবানুকম্পয়া॥
বিশ্বামিত্রোঽপি তং দৃষ্ট্বা পৌরবাক্যাকুলীকৃতম্
রোষামর্ষবিবৃত্তাক্ষঃ সমাগম্য বচোঽব্রবীৎ॥
ধিক্ ত্বাং দুষ্টসমাচারমনৃতং জিহ্মভাষিণম্।
মম রাজ্যঞ্চ দত্ত্বা যঃ পুনঃ প্রাক্রষ্টুমিচ্ছসি॥
ইত্যুক্তঃ পরুষং তেন গচ্ছামীতি সবেপথুঃ।
ব্রুবন্নেবং যযৌ শীঘ্রমাকর্ষন্ দয়িতাং করে॥
কর্ষতস্তাং ততো ভার্য্যাং সুকুমারীং শ্রমাতুরাম্।
সহসা দণ্ডকাষ্ঠেন তাড়য়ামাস কৌশিকঃ॥
তাং তথা তাড়িতাং দৃষ্ট্বা হরিশ্চন্দ্রো মহীপতিঃ।
গচ্ছামীত্যাহ দুঃখার্ত্তো নান্যৎ কিঞ্চিদুদাহরৎ॥
অথ বিশ্বে তদা দেবাঃ পঞ্চ প্রাহুঃ কৃপালবঃ।
তদবস্থং কৃতং দৃষ্ট্বা হরিশ্চন্দ্রং নরেশ্বরম্॥
বিশ্বামিত্রঃসুপাপোঽয়ং লোকান্কান্ সমবাপ্স্যতি
যেনায়ং যজ্বনাং শ্রেষ্ঠঃ স্বরাজ্যাদবরোপিতঃ॥
কস্য বা শ্রদ্ধয়া পূতং সুতং সোমং মহাধ্বরে।
পীত্বা বয়ং প্রযাস্যামো মুদং মন্ত্রপুরঃসরম্॥

পক্ষিণ উচুঃ।

ইতি তেষাং বচঃ শ্রুত্বা কৌশিকোঽতিরুষান্বিতঃ।
শশাপ তান্ মনুষ্যত্বং সর্ব্বে যূয়মবাপ্স্যথ॥
প্রসাদিতশ্চ তৈঃ প্রাহ পুনরেব মহামুনিঃ।
মানুষত্বেঽপি ভবতাং ভবিত্রী নৈব সন্ততিঃ॥
ন দারসংগ্রহশ্চৈব ভবিতা ন চ মৎসরঃ।
কামক্রোধবিনির্ম্মুক্তা ভবিষ্যথ সুরাঃ পুনঃ॥
ততোঽবতেরুরংশৈঃ স্বৈর্দ্দেবাস্তে কুরুবেশ্মনি।
দ্রৌপদীগর্ভসম্ভূতাং পঞ্চ বৈ পাণ্ডুনন্দনাঃ॥
এতস্মাৎ কারণাৎ পঞ্চ পাণ্ডবেয়া মহারথাঃ।
ন দারসংগ্রহং প্রাপ্তাঃ শাপাৎ তস্য মহামুনেঃ॥
এতৎ তে সর্ব্বমাখ্যাতং পাণ্ডবেয়কথাশ্রয়ম্।
প্রশ্নং চতুষ্টয়ং গীতং কিমন্যচ্ছ্রোতুমিচ্ছসি॥

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে দ্রৌপদেয়োৎপত্তির্নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

—:০:—

জৈমিনিরুবাচ।

ভবদ্ভিরিদমাখ্যাতং যথাপ্রশ্নমনুক্রমাৎ।
মহৎ কৌতূহলং মেঽস্তি হরিশ্চন্দ্রকথাং প্রতি॥
অহো মহাত্মনা তেন প্রাপ্তং কৃচ্ছ্রমনুত্তমম্।
কচ্চিৎ সুখমনুপ্রাপ্তং তাদৃগেব দ্বিজোত্তমাঃ॥

পক্ষিণ উচুঃ।

বিশ্বামিত্রবচঃ শ্রুত্বা স রাজা প্রযযৌ শনৈঃ।
শৈব্যয়ানুগতো দুঃখী ভার্য্যয়া বালপুত্রয়া॥

স গত্বা বসুধাপালো দিব্যাং বারাণসীং পুরীম্।
নৈষা মনুষ্যভোগ্যেতি শূলপাণেঃ পরিগ্রহঃ॥
জগাম পদ্ভ্যাং দুঃখার্ত্তঃ সহ পত্ন্যানুকূলয়া।
পুরীপ্রবেশে দদৃশে বিশ্বামিত্রমুপস্থিতম্॥
তং দৃষ্ট্বা সমনুপ্রাপ্তং বিনয়াবনতোঽভবৎ।
প্রাহ চৈবাঞ্জলিং কৃত্বা হরিশ্চন্দ্রো মহামুনিম্॥
ইমে প্রাণাঃ সুতশ্চায়মিয়ং পত্নী মুনে মম।
যেন তে কৃত্যমস্ত্যাশু তদ্‌গৃহাণার্ঘ্যমুত্তমম্॥
যদ্বান্যৎ কার্য্যমস্মাভিস্তদনুজ্ঞাতুমর্হসি॥

বিশ্বামিত্র উবাচ।

পূর্ণঃ স মাসো রাজর্ষে দীয়তাং মম দক্ষিণা।
রাজসূয়নিমিত্তং হি স্মর্য্যতে স্ববচো যদি॥

হরিশ্চন্দ্র উবাচ।

ব্রহ্মন্নদ্যৈব সম্পূর্ণো মাসোঽম্লানতপোধন।
তিষ্ঠত্যেতদ্দিনার্দ্ধং যৎ তৎ প্রতীক্ষস্ব মা চিরম্॥

বিশ্বামিত্র উবাচ।

এবমস্তু মহারাজ আগমিষ্যাম্যহং পুনঃ।
শাপং তব প্রদাস্যামি ন চেদদ্য প্রদাস্যসি॥
ইত্যুক্ত্বা প্রযযৌ বিপ্রো রাজা চাচিন্তয়ৎ তদা।
কথমস্মৈ প্রদাস্যামি দক্ষিণা যা প্রতিশ্রুতা॥
কুতঃ পুষ্টানি মিত্রাণি কুতোঽর্থঃ সাম্প্রতং মম।
প্রতিগ্রহঃ প্রদুষ্টো মে নাহং যাস্যামধঃ কথম্॥
কিম্ প্রাণান্ বিমুঞ্চামি কাং দিশং যাম্যকিঞ্চনঃ।
যদি নাশং গমিষ্যামি অপ্রদায় প্রতিশ্রুতম্।
ব্রহ্মস্বহৃৎ কৃমিঃ পাপো ভবিষ্যাম্যধমাধমঃ॥
অথবা প্রেষ্যতাং যাস্যে বরমেবাত্মবিক্রয়ঃ॥

পক্ষিণ ঊচুঃ।

রাজানং ব্যাকুলং দীনং চিন্তয়ানমধোমুখম্।
প্রত্যুবাচ তদা পত্নী বাষ্পগদ্গদয়া গিরা॥
ত্যজ চিন্তাং মহারাজ স্বসত্যমনুপালয়।
শ্মশানবদ্বর্জ্জনীয়ো নরঃ সত্যবহিষ্কৃতঃ॥
নাতঃ পরতরং ধর্ম্মং বদন্তি পুরুষস্য তু।
যাদৃশং পুরুষব্যাঘ্র স্বসত্যপরিপালনম্॥
অগ্নিহোত্রমধীতং বা দানাদ্যাশ্চাখিলাঃ ক্রিয়াঃ।
ভজন্তে তস্য বৈফল্যং যস্য বাক্যমকারণম্॥
সত্যমত্যন্তমুদিতং ধর্ম্মশাস্ত্রেষু ধীমতাম্।
তারণায়ানৃতং তদ্বৎ পাতনায়াকৃতাত্মনাম্॥
সপ্তাশ্বমেধানাহৃত্য রাজসূয়ঞ্চ পার্থিবঃ।
কৃতির্নাম চ্যুতঃ স্বর্গাদসত্যবচনাৎ সকৃৎ॥

রাজন্ জাতমপত্যং মে ইত্যুক্ত্বা প্ররুরোদ হ।
বাষ্পাম্বুপ্লুতনেত্রান্তামুবাচেদং মহীপতিঃ॥

হরিশ্চন্দ্র উবাচ।

বিমুঞ্চ ভদ্রে সন্তাপময়ং তিষ্ঠতি বালকঃ।
উচ্যতাং বক্তুকামাসি যদ্বা ত্বং গজগামিনি॥

পত্ন্যুবাচ।

রাজন্ জাতমপত্যং মে সতাং পুত্রফলাঃ স্ত্রিয়ঃ।
স মাং প্রদায় বিত্তেন দেহি বিপ্রায় দক্ষিণাম্॥

পক্ষিণ ঊচুঃ।

এতদ্বাক্যমুপশ্রুত্য যযৌ মোহং মহীপতিঃ।
প্রতিলভ্য চ সংজ্ঞাং স বিললাপাতিদুঃখিতঃ॥
মহদ্দুঃখমিদং ভদ্রে যৎ ত্বমেবং ব্রবীষি মাম্।
কিং তব স্মিতসংলাপা মম পাপস্য বিস্মৃতাঃ॥
হা হা কথং ত্বয়া শক্যং বক্তুমেতচ্ছুচিস্মিতে।
দুর্ব্বাচ্যমেতদ্বচনং কর্ত্তুং শক্নোম্যহং কথম্॥
ইত্যুক্ত্বা স নরশ্রেষ্ঠো ধিগ্ধিগিত্যসকৃদ্ব্রুবন্।
নিপপাত মহীপৃষ্ঠে মূর্চ্ছয়াভিপরিপ্লুতঃ॥
শয়ানং ভুবি দৃষ্ট্বা তং হরিশ্চন্দ্রং মহীপতিম্।
উবাচেদং সকরুণং রাজপত্নী সুদুঃখিতা॥

পত্ন্যুবাচ।

হা মহারাজ কস্যেদমপধ্যানমুপস্থিতম্।
যৎ ত্বং নিপতিতো ভূমৌ রাঙ্কবাস্তরণোচিতঃ॥
যেন কোট্যগ্রগোবিত্তং বিপ্রাণামপবর্জ্জিতম্।
স এষ পৃথিবীনাথো ভূমৌ স্বপিতি মে পতিঃ॥
হা কষ্টং কিং তবানেন কৃতং দেব মহীক্ষিতা।
যদিন্দ্রোপেন্দ্রতুল্যোঽয়ং নীতঃ প্রস্বাপনীং দশাম্॥
ইত্যুক্ত্বা সাপি সুশ্রোণী মূর্চ্ছিতা নিপপাত হ।
ভর্ত্তৃদুঃখমহাভারেণাসহ্যেন নিপীড়িতা॥
তৌ তথা পতিতৌ ভূমাবনাথৌ পিতরৌ শিশুঃ
দৃষ্ট্বাত্যন্তং ক্ষুধাবিষ্টঃ প্রাহ বাক্যং সুদুঃখিতঃ॥
তাত তাত দদস্বান্নমম্ব ভোজনং দদ।
ক্ষুন্মে বলবতী জাতা জিহ্বাগ্রং শুষ্যতে তথা॥

পক্ষিণ ঊচুঃ।

এতস্মিন্নন্তরে প্রাপ্তো বিশ্বামিত্রো মহাতপাঃ।
দৃষ্ট্বা তু তং হরিশ্চন্দ্রং পতিতং ভুবি মূর্চ্ছিতম্॥
স বারিণা সমভুক্ষ্য রাজানমিদমব্রবীৎ।
উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ রাজেন্দ্র তাং দদস্বেষ্টদক্ষিণাম্।
ঋণং ধারয়তো দুঃখমহন্যহনি বর্দ্ধতে॥
আপ্যায্যমানঃ স তদা হিমশীতেন বারিণা।
অবাপ্য চেতনাং রাজা বিশ্বামিত্রমবেক্ষ্য চ।

পুনশ্চোহং সমাপেদে স চ ক্রোধং যযৌ মুনিঃ ॥
স সমাশ্বাস্য রাজানং বাক্যমাহ দ্বিজোত্তমঃ ।
দীয়তাং দক্ষিণা সা মে যদি ধর্ম্মমবেক্ষসে ॥
সত্যেনার্কঃ প্রতপতি সত্যে তিষ্ঠতি মেদিনী ।
সত্যঞ্চোক্তং পরো ধর্ম্মঃ স্বর্গঃ সত্যে প্রতিষ্ঠিতঃ ॥
অশ্বমেধসহস্রঞ্চ সত্যঞ্চ তুলয়া ধৃতম্ ।
অশ্বমেধসহস্রাদ্ধি সত্যমেব বিশিষ্যতে ॥
অথবা কিং মমৈতেন সাম্না প্রোক্তেন কারণম্ ।
অনার্য্যে পাপসঙ্কল্পে ক্রূরে চানৃতবাদিনি ।
ত্বয়ি রাজ্ঞি প্রভবতি সদ্ভাবঃ শ্রূয়তামযম্ ॥
অদ্য মে দক্ষিণাং রাজন্ ন দাস্যতি ভবান্ যদি ।
অস্তাচলং প্রয়াতেঽর্কে শপ্স্যামি ত্বাং ততো ধ্রুবম্
ইত্যুক্ত্বা স যযৌ বিপ্রো রাজা চাসীদ্ভয়াতুরঃ ।
কান্দিগ্ভূতোঽধমো নিঃস্বো নৃশংসধনিনার্দ্দিতঃ ॥
ভার্য্যাস্য ভূয়ঃ প্রাহেদং ক্রিয়তাং বচনং মম ।
মা শাপানলনির্দ্দগ্ধঃ পঞ্চত্বমুপযাস্যসি ॥
স তথা চোদ্যমানস্তু রাজা পত্ন্যা পুনঃ পুনঃ ।
প্রাহ ভদ্রে করোম্যেষ বিক্রয়ং তব নির্ঘৃণঃ ॥
নৃশংসৈরপি যৎ কর্ত্তুং ন শক্যং তৎ করোম্যহম্ ।
যদি মে শক্যতে বাণী বক্তুমীদৃক্ সুদুর্ব্বচঃ ॥
এবমুক্ত্বা ততো ভার্য্যাং গত্বা নগরমাতুরঃ ।
বাষ্পপিহিতকণ্ঠাক্ষস্ততো বচনমব্রবীৎ ॥

রাজোবাচ ।

ভো ভো নাগরিকাঃ সর্ব্বে শৃণুধ্বং বচনং মম ।
কিং মাং পৃচ্ছথ কস্ত্বং ভো নৃশংসোঽহমমানুষঃ ॥
রাক্ষসো বাতিকঠিনস্ততঃ পাপতরোঽপি বা ।
বিক্রেতুং দয়িতাং প্রাপ্তো যো ন প্রাণাংস্ত্যজাম্যহম্
যদি বঃ কস্যচিৎ কার্য্যং দাস্যা প্রাণেষ্টয়া মম ।
স ব্রবীতু ত্বরাযুক্তো যাবৎ সন্ধারয়াম্যহম্ ॥

পক্ষিণ ঊচুঃ ।

অথ বৃদ্ধো দ্বিজঃ কশ্চিদাগত্যাহ নরাধিপম্ ।
সমর্পয়স্ব মে দাসীমহং ক্রেতা ধনপ্রদঃ ॥
অস্তি মে বিত্তমস্তোকং সুকুমারী চ মে প্রিয়া ।
গৃহকর্ম্ম ন শক্নোতি কর্ত্তুমস্মাৎ প্রযচ্ছ মে ॥
কর্ম্মণ্যতাবয়োরূপশীলানাং তব যোষিতঃ ।
অনুরূপমিদং বিত্তং গৃহাণার্পয় মেঽবলাম্ ॥
এবমুক্তস্য বিপ্রেণ হরিশ্চন্দ্রস্য ভূপতেঃ ।
ব্যদীর্য্যত মনো দুঃখান্ন চৈনং কিঞ্চিদব্রবীৎ ॥
ততঃ স বিপ্রো নৃপতের্ব্বল্কলান্তে দৃঢ়ং ধনম্ ।
বদ্ধা কেশেষ্বথাদায় নৃপপত্নীমকর্ষয়ৎ ॥

রুরোদ রোহিতাশ্বোঽপি দৃষ্ট্বাকৃষ্টাস্তু মাতরম্ ।
হস্তেন বস্ত্রমাকর্ষন্ কাকপক্ষধরঃ শিশুঃ ॥

রাজপত্ন্যুবাচ ।

মুঞ্চার্য্য মুঞ্চ তাবন্মাং যাবৎপশ্যাম্যহং শিশুম্ ।
দুর্লভং দর্শনং তাত পুনরস্য ভবিষ্যতি ॥
পশ্যেহি বৎস মামেবং মাতরং দাস্যতাং গতাম্ ।
মাং মা স্প্রাক্ষী রাজপুত্র অস্পৃশ্যাহং তবাধুনা ॥
ততঃ স বালঃ সহসা দৃষ্ট্বাকৃষ্টাস্তু মাতরম্ ।
সমভ্যধাবদম্বেতি রুদন্ সাস্রাবিলেক্ষণঃ ॥
তমাগতং দ্বিজঃ ক্রোধাদ্বালমভ্যাহনৎ পদা ।
বদংস্তথাপি সোঽম্বেতি নৈবামুঞ্চত মাতরম্ ॥

রাজপত্ন্যুবাচ ।

প্রসাদং কুরু মে নাথ ক্রীণীষ্বেমঞ্চ বালকম্ ।
ক্রীতাপি নাহং ভবতো বিনৈনং কার্য্যসাধিকা ॥
ইত্থং মমাল্পভাগ্যায়াঃ প্রসাদসুমুখো ভব ।
মাং সংযোজয় বালেন বৎসেনেব পয়স্বিনীম্ ॥

ব্রাহ্মণ উবাচ ।

গৃহ্যতাং বিত্তমেতৎ তে দীয়তাং বালকো মম ।
স্ত্রীপুংসোর্ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞৈঃ কৃতমেব হি বেতনম্ ।
শতং সহস্রং লক্ষঞ্চ কোটিমূল্যং তথা পরৈঃ ॥

পক্ষিণ ঊচুঃ ।

তথৈব তস্য তদ্বিত্তং বদ্ধোত্তরপটে ততঃ ।
প্রগৃহ্য বালকং মাত্রা সহৈকস্থমবন্ধয়ৎ ॥
নীয়মানৌ তু তৌ দৃষ্ট্বা ভার্য্যাপুত্রৌ স পার্থিবঃ ॥
বিললাপ সুদুঃখার্ত্তো নিশ্বস্যোষ্ণং পুনঃ পুনঃ ॥
যাং ন বায়ুর্ন চাদিত্যো নেন্দুর্ন চ পৃথগ্জনঃ ।
দৃষ্টবন্তঃ পুরা পত্নীং সেয়ং দাসীত্বমাগতা ॥
সূর্য্যবংশপ্রসূতোঽয়ং সুকুমারকরাঙ্গুলিঃ ।
সম্প্রাপ্তো বিক্রয়ং বালো ধিঙ্মামস্তু সুদুর্ম্মতিম্ ॥
হা প্রিয়ে হা শিশো বৎস মমানার্য্যস্য দুর্নয়ৈঃ ।
দৈবাধীনাং দশাং প্রাপ্তো ন মৃতোঽস্মি তথাপি ধিক্

পক্ষিণ ঊচুঃ ।

এবং বিলপতো রাজ্ঞঃ স বিপ্রোঽন্তরধীয়ত ।
বৃক্ষগেহাদিভিস্তুঙ্গৈস্তাবাদায় ত্বরান্বিতঃ ॥
বিশ্বামিত্রস্ততঃ প্রাপ্তো নৃপং বিত্তমযাচত ।
তস্মৈ সমর্পয়ামাস হরিশ্চন্দ্রোঽপি তদ্ধনম্ ।
তদ্বিত্তং স্তোকমালোক্য দারবিক্রয়সম্ভবম্ ॥
শোকাভিভূতং রাজানং কুপিতঃ কৌশিকোঽব্রবীৎ
ক্ষত্রবন্ধো মমেমাং ত্বং সদৃশীং যজ্ঞদক্ষিণাম্ ।
মন্যসে যদি তৎ ক্ষিপ্রং পশ্য ত্বং মে বলং পরম্ ॥

তপসোঽস্য সুতপ্তস্য ব্রাহ্মণ্যস্যামলস্য চ।
মৎপ্রভাবস্য চোগ্রস্য শুদ্ধস্যাধ্যয়নস্য চ॥
হরিশ্চন্দ্র উবাচ।
অন্যাং দাস্যামি ভগবন্ কালঃ কশ্চিৎ প্রতীক্ষ্যতাম্।
সাম্প্রতং নাস্তি বিক্রীতা পত্নী পুত্রশ্চ বালকঃ॥
বিশ্বামিত্র উবাচ।
চতুর্ভাগঃ স্থিতো যোঽয়ং দিবসস্য নরাধিপ।
এষ এব প্রতীক্ষ্যো মে বক্তব্যং নোত্তরং ত্বয়া॥
পক্ষিণ ঊচুঃ।
তমেবমুক্ত্বা রাজেন্দ্র নিষ্ঠুরং নির্ঘৃণং বচঃ।
তদাদায় ধনং তূর্ণং কুপিতঃ কৌশিকো যযৌ॥
বিশ্বামিত্রে গতে রাজা ভয়শোকাব্ধিমধ্যগঃ।
সর্ব্বাকারং বিনিশ্চিত্য প্রোবাচোচ্চৈরধোমুখঃ॥
বিত্তক্রীতেন যো হ্যর্থী ময়া প্রেষ্যেণ মানবঃ।
স ব্রবীতু ত্বরাযুক্তো যাবৎ তপতি ভাস্করঃ॥
অথাজগাম ত্বরিতো ধর্ম্মশ্চণ্ডালরূপধৃক্।
দুর্গন্ধো বিকৃতো রূক্ষঃ শ্মশ্রুলো দন্তুরো ঘৃণী॥
কৃষ্ণো লম্বোদরঃ পিঙ্গরূক্ষাক্ষঃ পরুষাক্ষরঃ।
গৃহীতপক্ষিপুঞ্জশ্চ শবমাল্যৈরলঙ্কৃতঃ॥
কপালহস্তো দীর্ঘাস্যো ভৈরবোঽতিবদন্ মুহুঃ।
শ্বগণাভিবৃতো ঘোরো যষ্টিহস্তো নিরাকৃতিঃ॥
চণ্ডাল উবাচ।
অহমর্থী ত্বরা শীঘ্রং কথয়স্বাত্মবেতনম্।
স্তোকেন বহুনা বাপি যেন বৈ লভ্যতে ভবান্॥
পক্ষিণ ঊচুঃ।
তং তাদৃশমথালক্ষ্য ক্রূরদৃষ্টিং সুনিষ্ঠুরম্।
বদন্তমতিদুঃশীলং কস্ত্বমিত্যাহ পার্থিবঃ॥
চণ্ডাল উবাচ।
চণ্ডালোঽহমিহাখ্যাতঃ প্রবীরেতি পুরোত্তমে।
বিখ্যাতো বধ্যবধকো মৃতকম্বলহারকঃ॥
হরিশ্চন্দ্র উবাচ।
নাহং চণ্ডালদাসত্বমিচ্ছেয়ং সুবিগর্হিতম্।
বরং শাপাগ্নিনা দগ্ধো ন চণ্ডালবশং গতঃ॥
পক্ষিণ ঊচুঃ।
তস্যৈবং বদতঃ প্রাপ্তো বিশ্বামিত্রস্তপোনিধিঃ।
কোপামর্ষবিবৃত্তাক্ষঃ প্রাহ চেদং নরাধিপম্॥
বিশ্বামিত্র উবাচ।
চণ্ডালোঽয়মনল্পং তে দাতুং বিত্তমুপস্থিতঃ।
কস্মান্ন দীয়তে মহ্যমশেষা যজ্ঞদক্ষিণা॥

হরিশ্চন্দ্র উবাচ।
ভগবন্ সূর্য্যবংশোত্থমাত্মানং বেদ্মি কৌশিক।
কথং চণ্ডালদাসত্বং গমিষ্যে বিত্তকামুকঃ॥
বিশ্বামিত্র উবাচ।
যদি চণ্ডালবিত্তং ত্বমাত্মবিক্রয়জং মম।
ন প্রদাস্যসি কালেন শপ্স্যামি ত্বামসংশয়ম্॥
পক্ষিণ ঊচুঃ।
হরিশ্চন্দ্রস্ততো রাজা চিন্তাবস্থিতজীবিতঃ।
প্রসীদেতি বদন্ পাদাবৃষের্জগ্রাহ বিহ্বলঃ॥
হরিশ্চন্দ্র উবাচ।
দাসোঽস্ম্যার্ত্তোঽস্মি ভীতোঽস্মি ত্বদ্ভক্তশ্চ বিশেষতঃ
কুরু প্রসাদং বিপ্রর্ষে কষ্টশ্চণ্ডালসঙ্করঃ॥
ভবেয়ং বিত্তশেষেণ সর্ব্বকর্ম্মকরো বশঃ।
তবৈব মুনিশার্দ্দূল প্রেষ্যশ্চিত্তানুবর্ত্তকঃ॥
বিশ্বামিত্র উবাচ।
যদি প্রেষ্যো মম ভবান্ চণ্ডালায় ততো ময়া।
দাসভাবমনুপ্রাপ্তো দত্তো বিত্তার্ব্বুদেন বৈ॥
পক্ষিণ ঊচুঃ।
এবমুক্তে তদা তেন শ্বপাকো হৃষ্টমানসঃ।
বিশ্বামিত্রায় তদ্দ্রব্যং দত্ত্বা বদ্ধ্বা নরেশ্বরম্॥
দণ্ডপ্রহারসম্ভ্রান্তমতীব ব্যাকুলেন্দ্রিয়ম্।
ইষ্টবন্ধুবিয়োগার্ত্তমনয়ন্নিজপত্তনম্॥
হরিশ্চন্দ্রস্ততো রাজা বসংশ্চণ্ডালপত্তনে।
প্রাতর্ম্মধ্যাহ্নসময়ে সায়ঞ্চৈতদগায়ত॥
বালা দীনমুখী দৃষ্ট্বা বালং দীনমুখং পুরঃ।
মাং স্মরত্যসুখাবিষ্টা মোচয়িষ্যতি নৌ নৃপঃ।
উপাত্তবিত্তো বিপ্রায় দত্ত্বা বিত্তমতোঽধিকম্॥
ন সা মাং মৃগশাবাক্ষী বেত্তি পাপতরং কৃতম্॥
রাজ্যনাশঃ সুহৃত্ত্যাগো ভার্য্যাতনয়বিক্রয়ঃ।
প্রাপ্তা চণ্ডালতা চেয়মহো দুঃখপরম্পরা॥
এবং স নিবসন্ নিত্যং সস্মার দয়িতং সুতম্।
ভার্য্যাঞ্চাত্মসমাবিষ্টাং হৃতসর্ব্বস্ব আতুরঃ॥
কস্যচিত্ত্বথ কালস্য মৃতচেলাপহারকঃ।
হরিশ্চন্দ্রোঽভবদ্রাজা শ্মশানে তদ্বশানুগঃ॥
চণ্ডালেনানুশিষ্টশ্চ মৃতচেলাপহারিণা।
শবাগমনমন্বিচ্ছন্নিহ তিষ্ঠ দিবানিশম্॥
ইদং রাজ্ঞেঽপি দেয়ঞ্চ ষড়্ভাগস্তু শবং প্রতি।

ত্রয়স্তু মম ভাগাঃ স্যুর্দ্বৌ ভাগৌ তব বেতনম্ ॥
ইতি প্রভুসমাদিষ্টো জগাম শবমন্দিরম্ ।
দিশস্তু দক্ষিণাং যত্র বারাণস্যাং স্থিতং তদা ॥
শ্মশানং ঘোরসংনাদং শিবাশতসমাকুলম্ ।
গৃধ্রগোমায়ুসঙ্কীর্ণং শ্ববৃন্দপরিবারিতম্ ॥
অস্থিসঙ্ঘাতসঙ্কীর্ণং মহাদুর্গন্ধসঙ্কুলম্ ।
নানামৃতসুহৃন্নাদরৌদ্রকোলাহলাযুতম্ ॥
হা পুত্র মিত্র হা বন্ধো ভ্রাতর্বৎস প্রিয়াদ্য মে ।
হা পতে ভগিনী মাতর্হা মাতুল পিতামহ ॥
মাতামহ পিতঃ পৌত্র ক গতোঽস্যেহি বান্ধব ।
ইত্যেবং বদতাং যত্র ধ্বনিঃ সংশ্রূয়তে মহান্ ॥
জ্বলন্মাংসবসামেদচ্ছমচ্ছমিতসঙ্কুলম্ ॥
অর্দ্ধদগ্ধাঃ শবাঃ শ্যামা বিকসদ্দন্তপংক্তয়ঃ ।
হসন্তীবাগ্নিমধ্যস্থাঃ কায়স্যেয়ং দশা স্থিতি ॥
অগ্নেশ্চটচটাশব্দো বয়সামস্থিপংক্তিষু ।
বান্ধবাক্রন্দশব্দশ্চ পুক্কসেষু প্রহর্ষজঃ ॥
গায়তাং ভূতবেতালপিশাচগণরক্ষসাম্ ।
শ্রূয়তে সুমহান্ ঘোরঃ কল্পান্ত ইব নিস্বনঃ ॥
মহামহিষকারীষগোশকৃদ্রাশিসঙ্কুলম্ ।
তদুত্থভস্মকূটৈশ্চ বৃতং সাস্থিভিরুন্নতৈঃ ॥
নানোপহারস্রগ্দীপকাকবিক্ষেপকালিকম্ ।
অনেকশব্দবহুলং শ্মশানং নরকায়তে ॥

সবহ্নিগর্ভৈরশিবৈঃ শিবারুতৈ-
র্নিনাদিতং ভীষণরাবগহ্বরম্ ।
ভয়ং ভয়স্যাপ্যুপসঞ্জনৈর্ভৃশং
শ্মশানমাক্রন্দবিরাবদারুণম্ ॥

স রাজা তত্র সম্প্রাপ্তো দুঃখিতঃ শোচনোদ্যতঃ ।
হা ভৃত্যা মন্ত্রিণো বিপ্রাঃ ক তদ্রাজ্যং বিধে গতম্
হা শৈব্যে পুত্র হা বাল মাং ত্যক্ত্বা মন্দভাগ্যকম্
বিশ্বামিত্রস্য দোষেণ গতাঃ কুত্রাপি তে মম ॥
ইত্যেবং চিন্তয়ংস্তত্র চণ্ডালোক্তং পুনঃ পুনঃ ।
মলিনো রুক্ষসর্ব্বাঙ্গঃ কেশবান্ গন্ধবান্ ধ্বজী ॥
লকুটী কালকল্পশ্চ ধাবংশ্চাপি ততস্ততঃ ।
অস্মিন্ শব ইদং মূল্যং প্রাপ্তং প্রাপ্স্যামি চাপ্যতঃ
ইদং মম ইদং রাজ্ঞে মুখ্যচাণ্ডালকে ত্বিদম্ ।
ইতি ধাবন্ দিশো রাজা জীবন্ যোন্যন্তরং গতঃ
জীর্ণকর্পটসুগ্রন্থিকৃতকন্থাপরিগ্রহঃ ।
চিতাভস্মরজোলিপ্তমুখবাহূদরাঙ্ঘ্রিকঃ ॥
নানামেদোবসামজ্জলিপ্তপাণ্যঙ্গুলিঃ শ্বসন্ ।
নানাশবোদনকৃতাহারতৃপ্তিপরায়ণঃ ॥
তদীয়মাল্যসংশ্লেষকৃতমস্তকমণ্ডনঃ ।
ন রাত্রৌ ন দিবা শেতে হা হেতি প্রবদন্ মুহুঃ ॥
এবং দ্বাদশমাসাস্তু নীতাঃ শতসমোপমাঃ ।
স কদাচিন্নৃপশ্রেষ্ঠঃ শ্রান্তো বন্ধুবিয়োগবান্ ॥
নিদ্রাভিভূতো রুক্ষাঙ্গো নিশ্চেষ্টঃ সুপ্ত এব চ ।
তত্রাপি শয়নীয়ে স দৃষ্টবানদ্ভুতং মহৎ ॥
শ্মশানাভ্যাসযোগেন দৈবস্য বলবত্তয়া ।
অন্যদেহেন দত্ত্বা তু গুরবে গুরুদক্ষিণাম্ ॥
তদা দ্বাদশ বর্ষাণি দুঃখদানাত্তু নিষ্কৃতিঃ ।
আত্মানং স দদর্শাথ পুক্কসীগর্ভসম্ভবম্ ॥
তত্রস্থশ্চাপ্যসৌ রাজা সোঽচিন্তয়দিদং তদা ।
ইতো নিষ্ক্রান্তমাত্রো হি দানধর্ম্মং করোম্যহম্ ॥
অনন্তরং স জাতস্তু তদা পুক্কসবালকঃ ।
শ্মশানমৃতসংস্কারকরণেষু সদোদ্যতঃ ॥
প্রাপ্তে তু সপ্তমে বর্ষে শ্মশানেঽথ মৃতো দ্বিজঃ ।
আনীতো বন্ধুভির্দৃষ্টস্তেন তত্রাধনো গুণী ॥
মূল্যার্থিনা তু তেনাপি পরিভূতাস্তু ব্রাহ্মণাঃ ।
ঊচুস্তে ব্রাহ্মণাস্তত্র বিশ্বামিত্রস্য চেষ্টিতম্ ॥
পাপিষ্ঠমশুভং কর্ম্ম কুরু ত্বং পাপকারক ।
হরিশ্চন্দ্রঃ পুরা রাজা বিশ্বামিত্রেণ পুক্কসঃ ।
কৃতঃ পুণ্যবিনাশেন ব্রাহ্মণস্বাপনাশনাৎ ॥
যদা ন ক্ষমতে তেষাং তৈঃ স শপ্তো রুষা তদা ।
গচ্ছ ত্বং নরকং ঘোরমধুনৈব নরাধম ॥
ইত্যুক্তমাত্রে বচনে স্বপ্নস্থঃ স নৃপস্তদা ।
অপশ্যদ্যমদূতান্ বৈ পাশহস্তান্ ভয়াবহান্ ॥
তৈঃ সংগৃহীতমাত্মানং নীয়মানং তদা বলাৎ ।
পশ্যতি স্ম ভৃশং খিন্নো হা মাতঃ পিতরদ্য মে ॥
এবম্বাদী স নরকে তৈলদ্রোণ্যাং নিপাতিতঃ ॥
ক্রকচৈঃ পাট্যমানস্তু ক্ষুরধারাভিরপ্যধঃ ।
অন্ধে তমসি দুঃখার্ত্তঃ পূযশোণিতভোজনঃ ॥
সপ্তবর্ষং মৃতাত্মানং পুক্কসত্বে দদর্শ হ ।
দিনং দিনন্তু নরকে দহ্যতে পচ্যতেঽন্যতঃ ॥
খিদ্যতে ক্ষোভ্যতেঽন্যত্র মার্য্যতে পাট্যতেঽন্যতঃ
কার্য্যতে দীপ্যতেঽন্যত্র শীতবাতাহতোঽন্যতঃ ॥
একং দিনং বর্ষশতপ্রমাণং নরকেঽভবৎ ।
তথা বর্ষশতং তত্র শ্রাবিতং নরকে ভটৈঃ ॥
ততো নিপাতিতো ভূমৌ বিষ্ঠাশী শ্বা ব্যজায়ত ।
বান্তাশী শীতদগ্ধশ্চ মাসমাত্রে মৃতোঽপি সঃ ॥
অথাপশ্যৎ খরং দেহং হস্তিনং বানরং পশুম্ ।
ছাগং বিড়ালং কঙ্কঞ্চ গামবিং পক্ষিণং কৃমিম্ ॥

মৎস্যং কূর্ম্মং বরাহঞ্চ শ্বাবিধং কুক্কুটং শুকম্ ।
শারিকাং স্থাবরাংশ্চৈব সর্পমন্যাংশ্চ দেহিনঃ ॥
দিবসে দিবসে জন্ম প্রাণিনঃ প্রাণিনস্তদা ।
অপশ্যদ্দুঃখসন্তপ্তো দিনং বর্ষশতং তথা ॥
এবং বর্ষশতং পূর্ণং গতং তত্র কুযোনিষু ।
অপশ্যচ্চ কদাচিৎ স রাজা তৎস্বকুলোদ্ভবম্ ॥
তত্র স্থিতস্য তস্যাপি রাজ্যং দ্যূতেন হারিতম্ ।
ভার্য্যা হৃতা চ পুত্রশ্চ স চৈকাকী বনং গতঃ ॥
তত্রাপশ্যৎ স সিংহং বৈ ব্যাদিতাস্যং ভয়াবহম্ ।
বিভক্ষয়িষুমায়াতং শরভেণ সমন্বিতম্ ॥
পুনশ্চ ভক্ষিতঃ সোঽপি ভার্য্যাং শোচিতুমুদ্যতঃ
হা শৈব্যে ক্ব গতাস্যদ্য মামিহাপাস্য দুঃখিতম্ ॥
অপশ্যৎ পুনরেবাপি ভার্য্যাং স্বাং সহপুত্রকাম্ ।
ত্রায়স্ব ত্বং হরিশ্চন্দ্র কিং দ্যূতেন তব প্রভো ॥
পুত্রস্তে শোচ্যতাং প্রাপ্তো ভার্য্যয়া শৈব্যয়া সহ
স নাপশ্যৎ পুনরপি ধাবমানঃ পুনঃ পুনঃ ॥
অথাপশ্যৎ পুনরপি স্বর্গস্থঃ স নরাধিপঃ ।
নীয়তে মুক্তকেশী সা দীনা বিবসনা বলাৎ ॥
হাহাবাক্যং প্রমুঞ্চন্তী ত্রায়স্বেত্যসকৃৎস্বনা ।
অথাপশ্যৎ পুনস্তত্র ধর্ম্মরাজস্য শাসনাৎ ॥
আক্রন্দন্ত্যন্তরীক্ষস্থা আগচ্ছেহ নরাধিপ ।
বিশ্বামিত্রেণ বিজ্ঞপ্তো যমো রাজংস্তবার্থতঃ ॥
ইত্যুক্ত্বা সর্পপাশৈস্তু নীয়তে বলবদ্বিভুঃ ।
শ্রাদ্ধদেবেন কথিতং বিশ্বামিত্রস্য চেষ্টিতম্ ॥
তত্রাপি তস্য বিকৃতির্নাধর্ম্মোত্থা ব্যবর্দ্ধত ।
এতাঃ সর্ব্বা দশাস্তস্য যাঃ স্বপ্নে সম্প্রদর্শিতাঃ ॥
সর্ব্বাস্তাস্তেন সম্ভুক্তা যাবদ্বর্ষাণি দ্বাদশ ।
অতীতে দ্বাদশে বর্ষে নীয়মানো ভটৈর্ব্বলাৎ ॥
যমং সোঽপশ্যদাকারাদুবাচ চ নরাধিপম্ ।
বিশ্বামিত্রস্য কোপোঽয়ং দুর্নিবার্য্যো মহাত্মনঃ ॥
পুত্রস্য তে মৃত্যুমপি প্রদাস্যতি স কৌশিকঃ ।
গচ্ছ ত্বং মানুষং লোকং দুঃখশেষঞ্চ ভুঙ্ক্ষ বৈ ।
গতস্য তত্র রাজেন্দ্র শ্রেয়স্তব ভবিষ্যতি ॥
ব্যতীতে দ্বাদশে বর্ষে দুঃখস্যান্তে নরাধিপঃ ।
অন্তরীক্ষাচ্চ পতিতো যমদূতৈঃ প্রণোদিতঃ ॥
পতিতো যমলোকাচ্চ বিবুদ্ধো ভয়সম্ভ্রমাৎ ।
অহো কষ্টমিতি ধ্যাত্বা ক্ষতে ক্ষারাবসেচনম্ ॥
স্বপ্নে দুঃখং মহদ্দৃষ্টং যস্যান্তো নোপলভ্যতে ।
স্বপ্নে দৃষ্টং ময়া যত্তু কিং নু মে দ্বাদশাঃ সমাঃ ॥
গতেত্যপৃচ্ছৎ তত্রস্থান্ পুরুষাংস্তু স সম্ভ্রমাৎ ।
নেত্যূচুঃ কেচিৎ তত্রস্থা এবমেবাপরেঽব্রুবন্ ॥
শ্রুত্বা দুঃখী তদা রাজা দেবান্ শরণমীযিবান্ ।
স্বস্তি কুর্ব্বন্তু মে দেবাঃ শৈব্যায়া বালকস্য চ ॥
নমো ধর্ম্মায় মহতে নমঃ কৃষ্ণায় বেধসে ।
পরাবরায় শুদ্ধায় পুরাণায়াব্যয়ায় চ ॥
নমো বৃহস্পতে তুভ্যং নমস্তে বাসবায় চ ।
এবমুক্ত্বা স রাজা তু যুক্তঃ পুক্কসকর্ম্মণি ॥
শবানাং মূল্যকরণে পুনর্নষ্টস্মৃতির্যথা ।
মলিনো জটিলঃ কৃষ্ণো লকুটী বিহ্বলো নৃপঃ ॥
নৈব পুত্রো ন ভার্য্যা তু তস্য বৈ স্মৃতিগোচরে ।
নষ্টোৎসাহো রাজ্যনাশাৎ শ্মশানে নিবসংস্তদা ॥
অথাজগাম স্বসুতং মৃতমাদায় লাপিনী ।
ভার্য্যা তস্য নরেন্দ্রস্য সর্পদষ্টং হি বালকম্ ॥
হা বৎস হা পুত্র শিশো ইত্যেবং বদতী মুহুঃ ।
কৃশা বিবর্ণা বিমনাঃ পাংশুধ্বস্তশিরোরুহা ॥

রাজপত্ন্যুবাচ ।

হা রাজন্নদ্য বালং ত্বং পশ্যসীমং মহীতলে ।
রমমাণং পুরা দৃষ্টং দষ্টং দুষ্টাহিনা মৃতম্ ॥
তস্যা বিলাপশব্দং তমাকর্ণ্য স নরাধিপঃ ।
জগাম ত্বরিতোঽত্রেতি ভবিতা মৃতকম্বলঃ ॥
স তাং রোরুদতীং ভার্য্যাং নাভ্যজানাত্তু পার্থিবঃ ।
চিরপ্রবাসসন্তপ্তাং পুনর্জ্জাতামিবাবলাম্ ॥
সাপি তং চারুকেশান্তং পুরা দৃষ্ট্বা জটালকম্ ।
নাভ্যজানান্নৃপসুতা শুষ্কবৃক্ষোপমং নৃপম্ ॥
সোঽপি কৃষ্ণপটে বালং দৃষ্ট্বাশীবিষপীড়িতম্ ।
নরেন্দ্রলক্ষণোপেতং চিন্তামাপ নরেশ্বরঃ ॥
অহো কষ্টং নরেন্দ্রস্য কস্যাপ্যেষ কুলে শিশুঃ ।
জাতো নীতঃ কৃতান্তেন কামপ্যাশাং দুরাত্মনা ॥
এবং দৃষ্ট্বা হি মে বালং মাতুরুৎসঙ্গশায়িনম্ ।
স্মৃতিমভ্যাগতো বালো রোহিতাশ্বোঽব্জলোচনঃ ॥
সোঽপ্যেতামেব মে বৎসো বয়োঽবস্থামুপাগতঃ ।
নীতো যদি ন ঘোরেণ কৃতান্তেনাত্মনো বশম্ ॥

রাজপত্ন্যুবাচ ।

হা বৎস কস্য পাপস্য অপধ্যানাদিদং মহৎ ।
দুঃখমাপতিতং ঘোরং যস্যান্তো নোপলভ্যতে ॥
হা নাথ রাজন্ ভবতা মামনাশ্বাস্য দুঃখিতাম্ ।
কাপি সন্তিষ্ঠতা স্থানে বিশ্রব্ধং স্থীয়তে কথম্ ॥
রাজ্যনাশঃ সুহৃত্ত্যাগো ভার্য্যাতনয়বিক্রয়ঃ ।
হরিশ্চন্দ্রস্য রাজর্ষেঃ কিং বিধে ন কৃতং ত্বয়া ॥

ইতি তস্যা বচঃ শ্রুত্বা রাজা স্বস্থানতশ্চ্যুতঃ।
প্রত্যভিজ্ঞায় দয়িতাং পুত্রঞ্চ নিধনংগতম্ ॥
কষ্টং শৈব্যেয়মেষা হি স বালোঽয়মিতীরয়ন্।
রুরোদ দুঃখসন্তপ্তো মূর্চ্ছামভিজগাম চ ॥
সা চ তং প্রত্যভিজ্ঞায় তামবস্থামুপাগতম্।
মূর্চ্ছিতা নিপপাতার্ত্তা নিশ্চেষ্টা ধরণীতলে ॥
চেতঃ সম্প্রাপ্য রাজেন্দ্রো রাজপত্নী চ তৌ সমম্
বিলেপতুঃ সুসন্তপ্তৌ শোকভারাবপীড়িতৌ ॥
রাজোবাচ।
হা বৎস সুকুমারং তে স্বক্ষিভ্রূনাসিকালকম্।
পশ্যতো মে মুখং দীনং হৃদয়ং কিং ন দীর্য্যত ॥
তাত তাতেতি মধুরং ব্রুবাণং স্বয়মাগতম্।
উপগুহ্য বদিষ্যে কং বৎস বৎসেতি সৌহৃদাৎ ॥
কস্য জানুপ্রণীতেন পিঙ্গেন ক্ষিতিরেণুনা।
মমোত্তরীয়মুৎসঙ্গং তথাঙ্গং মলমেষ্যতি ॥
অঙ্গপ্রত্যঙ্গসম্ভূতো মনোহৃদয়নন্দনঃ।
ময়া কুপিত্রা হা বৎস বিক্রীতো যেন বস্তুবৎ ॥
হৃত্বা রাজ্যমশেষং মে সসাধনধনং মহৎ।
দৈবাহিনা নৃশংসেন দষ্টো মে তনয়স্ততঃ ॥
অহং দৈবাহিদষ্টস্য পুত্রস্যাননপঙ্কজম্।
নিরীক্ষন্নপি ঘোরেণ বিষেণান্ধীকৃতোঽধুনা ॥
এবমুক্ত্বা তমাদায় বালকং বাষ্পগদ্গদঃ।
পরিষ্বজ্য চ নিশ্চেষ্টো মূর্চ্ছয়া নিপপাত হ ॥
রাজপত্ন্যুবাচ।
অয়ং স পুরুষব্যাঘ্রঃ স্বরেণৈবোপলক্ষ্যতে।
বিদ্বজ্জনমনশ্চন্দ্রো হরিশ্চন্দ্রো ন সংশয়ঃ ॥
তথাস্য নাসিকা তুঙ্গা অগ্রতোঽধোমুখং গতা।
দন্তাশ্চ মুকুলপ্রখ্যাঃ খ্যাতকীর্ত্তের্মহাত্মনঃ ॥
শ্মশানমাগতঃ কস্মাদদ্যৈষ স নরেশ্বরঃ।
অপহায় পুত্রশোকং সাপশ্যৎ পতিতং পতিম্ ॥
প্রহৃষ্টা বিস্মিতা দীনা ভর্ত্তৃপুত্রাধিপীড়িতা।
বীক্ষন্তী সা ততোঽপশ্যদ্ভর্ত্তৃর্দণ্ডং জুগুপ্সিতম্।
শ্বপাকার্হমতো মোহং জগামায়তলোচনা।
প্রাপ্য চেতশ্চ শনকৈঃ সগদ্গদমভাষত ॥
ধিক্ ত্বাং দৈবাতিকরুণং নির্ম্মর্য্যাদং জুগুপ্সিতম্।
যেনায়মমরপ্রখ্যো নীতো রাজা শ্বপাকতাম্ ॥
রাজ্যনাশং সুহৃত্ত্যাগং ভার্য্যাতনয়বিক্রয়ম্।
প্রাপয়িত্বাপি নো মুক্তশ্চণ্ডালোঽয়ং কৃতো নৃপঃ ॥
হা রাজন্ জাতসন্তাপামিত্থং মাং ধরণীতলাৎ।
উত্থাপ্য নাদ্য পর্য্যঙ্কমারোহেতি কিমুচ্যতে ॥
নাদ্য পশ্যামি তে ছত্রং ভৃঙ্গারমথবা পুনঃ।
চামরং ব্যজনঞ্চাপি কোঽয়ং বিধিবিপর্য্যয়ঃ ॥
যস্যাগ্রে ব্রজতঃ পূর্ব্বং রাজানো ভৃত্যতাং গতাঃ।
স্বোত্তরীয়ৈরকুর্ব্বন্ত নীরজস্কং মহীতলম্ ॥
সোঽয়ং কপালসংলগ্নঘটীঘটনিরন্তরে।
মৃতনির্ম্মাল্যসূত্রান্তগূঢ়কেশে সুদারুণে ॥
বসানিস্যন্দসংশুষ্কমহীপুটকমণ্ডিতে।
ভস্মাঙ্গারার্দ্ধদগ্ধাস্থিমজ্জসঙ্ঘট্টভীষণে ॥
গৃধ্রগোমায়ুনাদার্ত্তনষ্টক্ষুদ্রবিহঙ্গমে।
চিতাধূমাতিরুচা নীলীকৃতদিগন্তরে ॥
চরত্যমেধ্যে রাজেন্দ্রঃ শ্মশানে দুঃখপীড়িতঃ ॥
এবমুক্ত্বা সমাশ্লিষ্য কণ্ঠং রাজ্ঞো নৃপাত্মজা।
কষ্টশোকশতাধারা বিললাপার্ত্তয়া গিরা ॥
রাজপত্ন্যুবাচ।
রাজন্ স্বপ্নোঽথ তথ্যং বা যদেতন্মন্যতে ভবান্।
তৎ কথ্যতাং মহাভাগ মনো বৈ মুহ্যতে মম ॥
যদ্যেতদেবং ধর্ম্মজ্ঞ নাস্তি ধর্ম্মে সহায়তা।
তথৈব বিপ্রদেবাদিপূজনে পালনে ভুবঃ ॥
নাস্তি ধর্ম্মঃ কুতঃ সত্যমার্জ্জবং চানৃশংসতা।
যত্র ত্বং ধর্ম্মপরমঃ স্বরাজ্যাদবরোপিতঃ ॥
ইতি তস্যা বচঃ শ্রুত্বা নিশ্বস্যোষ্ণং স গদ্গদম্।
কথয়ামাস তন্বঙ্গ্যা যথা প্রাপ্তা শ্বপাকতা ॥
রুদিত্বা সাপি সুচিরং নিশ্বস্যোষ্ণঞ্চ দুঃখিতা।
স্বপুত্রমরণং ভীরু যথাবৃত্তং ন্যবেদয়েৎ ॥
রাজোবাচ।
প্রিয়ে ন রোচয়ে দীর্ঘং কালং ক্লেশমুপাসিতুম্।
নাত্মায়ত্তশ্চ তন্বঙ্গি পশ্য মে মন্দভাগ্যতাম্ ॥
চণ্ডালেনাননুজ্ঞাতঃ প্রবেক্ষ্যে জ্বলনং যদি।
চণ্ডালদাসতাং যাস্যে পুনরপ্যন্যজন্মনি ॥
নরকে চ পতিষ্যামি কীটকঃ কৃমিভোজনঃ।
বৈতরণ্যাং মহাপূযবসাসৃক্স্নায়ুপিচ্ছিলে ॥
অসিপত্রবনে প্রাপ্য চ্ছেদং প্রাপ্স্যামি দারুণম্।
তাপং প্রাপ্স্যামি বা প্রাপ্য মহারৌরবরৌরবৌ ॥
মগ্নস্য দুঃখজলধৌ পারঃ প্রাণবিয়োজনম্।
একোঽপি বালকো যোঽয়মাসীদ্বংশকরঃ সুতঃ ॥
মম দৈবাম্বুবেগেন মগ্নঃ সোঽপি বলীয়সা।
কথং প্রাণান্ বিমুঞ্চামি পরায়ত্তোঽস্মি দুর্গতঃ ॥
অথবা নার্ত্তিনা ক্লিষ্টো নরঃ পাপমবেক্ষতে।
তির্য্যক্ত্বে নাস্তি তদ্দুঃখং নাসিপত্রবনে তথা।
বৈতরণ্যাং কুতস্তাদৃগ্ যাদৃশং পুত্রবিপ্লবে ॥

সোঽহং সুতশরীরেণ দীপ্যমানে হুতাশনে।
নিপতিষ্যামি তস্মিন্ কর্ত্তব্যং কুকৃতং মম ॥
অনুজ্ঞাতা চ গচ্ছ ত্বং বিপ্রবেশ্ম শুচিস্মিতে।
মম বাক্যঞ্চ তস্মিন্ নিবোধাদৃতমানসা ॥
যদি দত্তং যদি হুতং গুরবো যদি তোষিতাঃ।
পরত্র সঙ্গমো ভূয়াৎ পুত্রেণ সহ চ ত্বয়া ॥
ইহ লোকে কৃতস্থেতস্তবিষ্যতি মমেপ্সিতম্।
ত্বয়া সহ মম শ্রেয়ো গমনং পুত্রমার্গণে ॥
যন্ময়া হসতা কিঞ্চিদ্রহস্তে বা শুচিস্মিতে।
অশ্লীলমুক্তং তৎ সর্ব্বং ক্ষন্তব্যং মম যাচতঃ ॥
রাজপত্নীতি গর্ব্বেণ নাবজ্ঞেয়ঃ স তে দ্বিজঃ।
সর্ব্বযত্নেন তে তোষ্যঃ স্বামিদৈবতবচ্ছুভে ॥

রাজপত্ন্যুবাচ।

অহমপ্যত্র রাজর্ষে দীপ্যমানে হুতাশনে।
দুঃখভারাসহাদ্যৈব সহ যাস্যামি বৈ ত্বয়া ॥

পক্ষিণ উচুঃ।

ততঃ কৃত্বা চিতাং রাজা আরোপ্য তনয়ং স্বকম্।
ভার্য্যয়া সহিতশ্চাসৌ বদ্ধাঞ্জলিপুটস্তদা ॥
চিন্তয়ন্ পরমাত্মানমীশং নারায়ণং হরিম্।
হৃৎকোটরগুহাসীনং বাসুদেবং সুরেশ্বরম্।
অনাদিনিধনং ব্রহ্ম কৃষ্ণং পীতাম্বরং শুভম্ ॥
তস্য চিন্তয়মানস্য সর্ব্বে দেবাঃ সবাসবাঃ।
ধর্ম্মং প্রমুখতঃ কৃত্বা সমাজগ্মুস্ত্বরান্বিতাঃ ॥
আগত্য সর্ব্বে প্রোচুস্তে ভো ভো রাজন্ শৃণু প্রভো।
অয়ং পিতামহঃ সাক্ষাদ্ধর্ম্মশ্চ ভগবান্ স্বয়ম্ ॥
সাধ্যাশ্চ বিশ্বে মরুতো লোকপালাঃ সবাহনাঃ।
নাগাঃ সিদ্ধাঃ সগন্ধর্ব্বা রুদ্রাশ্চৈব তথাশ্বিনৌ ॥
এতে চান্যে চ বহবো বিশ্বামিত্রস্তথৈব চ।
বিশ্বত্রয়েণ যো মিত্রং কর্ত্তুং ন শকিতঃ পুরা ॥
বিশ্বামিত্রস্তু তে মৈত্রীমিষ্টঞ্চাহর্ত্তুমিচ্ছতি।
আরুরোহ ততঃ প্রাপ্তো ধর্ম্মং শক্রোঽথ গাধিজঃ ॥

ধর্ম্ম উবাচ।

মা রাজন্ সাহসং কার্ষীর্দ্ধর্ম্মোঽহং ত্বামুপাগতঃ।
তিতিক্ষাদমসত্যাদ্যৈঃ স্বগুণৈঃ পরিতোষিতঃ ॥

ইন্দ্র উবাচ।

হরিশ্চন্দ্র মহাভাগ প্রাপ্তঃ শক্রোঽস্মি তেঽন্তিকম্।
ত্বয়া সভার্য্যপুত্রেণ জিতা লোকাঃ সনাতনাঃ ॥
আরোহ ত্রিদিবং রাজন্ ভার্য্যাপুত্রসমন্বিতঃ।
সুদুষ্প্রাপং নরৈরন্যৈর্জ্জিতামাত্মীয়কর্ম্মভিঃ ॥
ততোঽমৃতময়ং বর্ষমপমৃত্যুবিনাশনম্।
ইন্দ্রঃ প্রাসৃজদাকাশাচ্চিতাস্থানগতঃ প্রভুঃ ॥
পুষ্পবর্ষঞ্চ সুমহদ্দেবদুন্দুভিনিস্বনম্।
ততস্ততো বর্ত্তমানে সমাজে দেবসঙ্কুলে ॥
সমুত্তস্থৌ ততঃ পুত্রো রাজ্ঞস্তস্য মহাত্মনঃ।
সুকুমারতনুঃ সুস্থঃ প্রসন্নেন্দ্রিয়মানসঃ ॥
ততো রাজা হরিশ্চন্দ্রঃ পরিষজ্য সুতং ক্ষণাৎ।
সভার্য্যঃ স শ্রিয়া যুক্তো দিব্যমাল্যাম্বরান্বিতঃ ॥
সুস্থঃ সম্পূর্ণহৃদয়ো মুদা পরময়া যুতঃ।
বভূব তৎক্ষণাদিন্দ্রো ভূয়শ্চৈনমভাষত ॥
সভার্য্যস্ত্বং সপুত্রশ্চ প্রাপ্স্যসে সদ্গতিং পরাম্।
সমারোহ মহাভাগ নিজানাং কর্ম্মণাং ফলৈঃ ॥

হরিশ্চন্দ্র উবাচ।

দেবরাজাননুজ্ঞাতঃ স্বামিনা শ্বপচেন বৈ।
অগত্বা নিষ্কৃতিং তস্য নারোক্ষ্যেঽহং সুরালয়ম্ ॥

ধর্ম্ম উবাচ।

তবৈনং ভাবিনং ক্লেশমবগম্যাত্মমায়য়া।
আত্মা শ্বপাকতাং নীতো দর্শিতং তচ্চ চাপলম্ ॥

ইন্দ্র উবাচ।

প্রার্থ্যতে যৎ পরং স্থানং সমস্তৈর্ম্মনুজৈর্ভুবি।
তদারোহ হরিশ্চন্দ্র স্থানং পুণ্যকৃতাং নৃণাম্ ॥

হরিশ্চন্দ্র উবাচ।

দেবরাজ নমস্তুভ্যং বাক্যঞ্চৈতন্নিবোধ মে।
প্রসাদসুমুখং যত্ত্বাং ব্রবীমি প্রশ্রয়ান্বিতঃ ॥
মচ্ছোকমগ্নমনসঃ কোশলানগরে জনাঃ।
তিষ্ঠন্তি তানপোহাদ্য কথং যাস্যামহং দিবম্ ॥
ব্রহ্মহত্যা গুরোর্ঘাতো গোবধঃ স্ত্রীবধস্তথা।
তুল্যমেভির্ম্মহাপাপং ভক্তত্যাগেঽপ্যুদাহৃতম্ ॥
ভজন্তং ভক্তমত্যাজ্যমদুষ্টং ত্যজতঃ সুখম্।
নেহ নামুত্র পশ্যামি তস্মাচ্ছক্র দিবং ব্রজ ॥
যদি তে সহিতাঃ স্বর্গং ময়া যান্তি সুরেশ্বর।
ততোঽহমপি যাস্যামি নরকং বাপি তৈঃ সহ ॥

ইন্দ্র উবাচ।

বহূনি পুণ্যপাপানি তেষাং ভিন্নানি বৈ পৃথক্।
কথং সঙ্ঘাতভোগ্যং ত্বং ভূয়ঃ স্বর্গমবাপ্স্যসি ॥

হরিশ্চন্দ্র উবাচ।

শক্র ভুঙ্ক্তে নৃপো রাজ্যং প্রভাবেন কুটুম্বিনাম্।
যজতে চ মহাযজ্ঞৈঃ কর্ম্ম পৌর্ত্তং করোতি চ ॥
তচ্চ তেষাং প্রভাবেন ময়া সর্ব্বমনুষ্ঠিতম্।
উপকর্ত্তৄন্ ন সন্ত্যক্ষ্যে তানহং স্বর্গলিপ্সয়া ॥

তস্মাদন্যন্মম দেবেশ কিঞ্চিদস্তি সুচেষ্টিতম্ ।
দত্তমিষ্টমথো জপ্তং সামান্যং তৈস্তদস্তু নঃ ॥
বহুকালোপভোগ্যং হি ফলং যন্মম কর্ম্মণঃ ।
তদস্তু দিনমপ্যেকং তৈঃ সমং ত্বৎপ্রসাদতঃ ॥

পক্ষিণ ঊচুঃ ।

এবং ভবিষ্যতীত্যুক্ত্বা শক্রস্ত্রিভুবনেশ্বরঃ ।
প্রসন্নচেতা ধর্ম্মশ্চ বিশ্বামিত্রশ্চ গাধিজঃ ॥
বিমানকোটিসম্বদ্ধং স্বর্গলোকান্মহীতলম্ ।
গত্বাযোধ্যাজনং প্রাহ দিবমারুহ্যতামিতি ॥
তদিন্দ্রস্য বচঃ শ্রুত্বা প্রীত্যা তস্য চ ভূপতেঃ ।
আনীয় রোহিতাশ্বঞ্চ বিশ্বামিত্রো মহাতপাঃ ॥
অযোধ্যাখ্যে পুরে রম্যে সোঽভ্যসিঞ্চন্নৃপাত্মজম্ ।
দেবৈশ্চ মুনিভিঃ সিদ্ধৈরভিষিচ্য নরাধিপম্ ॥
রাজ্ঞা সহ তদা সর্ব্বে হৃষ্টপুষ্টসুহৃজ্জনাঃ ।
সপুত্রভৃত্যদারাস্তে দিবমারুরুহুর্জনাঃ ॥
পদে পদে বিমানাৎ তে বিমানমগমন্ নরাঃ ।
তদা সম্ভূতহর্ষোঽসৌ হরিশ্চন্দ্রশ্চ পার্থিবঃ ॥
সম্প্রাপ্য ভূমিমতুলাং বিমানঃ স মহীপতিঃ ।
আসাঞ্চক্রে পুরাকারে বপ্রপ্রাকারসংবৃতে ॥
ততস্তস্যর্দ্ধিমালোক্য শ্লোকং তত্রোশনা জগৌ ।
দৈত্যাচার্য্যো মহাভাগঃ সর্ব্বশাস্ত্রার্থতত্ত্ববিৎ ॥

শুক্র উবাচ ।

হরিশ্চন্দ্রসমো রাজা ন ভূতো ন ভবিষ্যতি ।
যঃ শৃণোতি স্বদুঃখার্ত্তঃ স সুখং মহদাপ্নুয়াৎ
স্বর্গার্থী প্রাপ্নুয়াৎ স্বর্গং পুত্রার্থী পুত্রমাপ্নুয়াৎ ।
ভার্য্যার্থী প্রাপ্নুয়াদ্ভার্য্যাং রাজ্যার্থী রাজ্যমাপ্নুয়াৎ
অহো তিতিক্ষামাহাত্ম্যমহো দানফলং মহৎ ।
যদাগতো হরিশ্চন্দ্রঃ পুরীং শক্রত্বমাপ্তবান্ ॥

পক্ষিণ ঊচুঃ ।

এতৎ তে সর্ব্বমাখ্যাতং হরিশ্চন্দ্রবিচেষ্টিতম্ ।
অতঃ পরং কথাশেষং শ্রূয়তাং মুনিসত্তম ॥
বিপাকো রাজসূয়স্য পৃথিবীক্ষয়কারণম্ ।
তদ্বিপাকনিমিত্তঞ্চ যুদ্ধমাড়িবকং মহৎ ॥

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে হরিশ্চন্দ্রো-
পাখ্যানং নামাষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥

নবমোঽধ্যায়ঃ ।

—:*:—

পক্ষিণ ঊচুঃ ।

রাজ্যচ্যুতে হরিশ্চন্দ্রে গতে চ ত্রিদশালয়ম্ ।
নিশ্চক্রাম মহাতেজা জলবাসাৎ পুরোহিতঃ ॥
বশিষ্ঠো দ্বাদশাব্দান্তে গঙ্গাপর্য্যুষিতো মুনিঃ ।
শুশ্রাব চ সমস্তন্তু বিশ্বামিত্রবিচেষ্টিতম্ ॥
হরিশ্চন্দ্রস্য নাশঞ্চ রাজ্ঞশ্চোদারকর্ম্মণঃ ।
চণ্ডালসম্প্রয়োগঞ্চ ভার্য্যাতনয়বিক্রয়ম্ ॥
স শ্রুত্বা সুমহাভাগঃ প্রীতিমানবনীপতৌ ।
চকার কোপং তেজস্বী বিশ্বামিত্রমৃষিং প্রতি ॥

বশিষ্ঠ উবাচ ।

মম পুত্রশতং তেন বিশ্বামিত্রেণ ঘাতিতম্ ।
তত্রাপি নাভবৎ ক্রোধস্তাদৃশো যাদৃশোঽদ্য মে ॥
শ্রুত্বা নরাধিপমিমং স্বরাজ্যাদবরোপিতম্ ।
মহাত্মানং মহাভাগং দেবব্রাহ্মণপূজকম্ ॥
যস্মাৎ স সত্যবাক্ শান্তঃ শত্রাবপি বিমৎসরঃ ।
অনাগাশ্চৈব ধর্ম্মাত্মা অপ্রমত্তো মদাশ্রয়ঃ ॥
সপত্নীভৃত্যপুত্রস্তু প্রাপিতোঽন্ত্যাং দশাং নৃপঃ
স রাজ্যাচ্চ্যাবিতোঽনেন বহুশশ্চ খিলীকৃতঃ ॥
তস্মাদ্দুরাত্মা ব্রহ্মদ্বিট্ প্রাজ্ঞানামবরোপিতঃ ।
মচ্ছাপোপহতো মূঢ়ঃ স বকত্বমবাপ্স্যতি ॥

পক্ষিণ ঊচুঃ ।

শ্রুত্বা শাপং মহাতেজা বিশ্বামিত্রোঽপি কৌশিকঃ
ত্বমপ্যাড়ির্ভবস্বেতি প্রতিশাপমযচ্ছত ॥
অন্যোঽন্যশাপাত্তৌ প্রাপ্তৌ তির্য্যক্ত্বং পরমদ্যুতী ।
বশিষ্ঠঃ স মহাতেজা বিশ্বামিত্রশ্চ কৌশিকঃ ॥
অন্যজাতিসমাযোগং গতাবপ্যমিতৌজসৌ ।
যুযুধাতেঽতিসংরব্ধৌ মহাবলপরাক্রমৌ ॥
যোজনানাং সহস্রে দ্বে প্রমাণেনাড়িরুচ্ছ্রিতঃ ।
যণ্নবত্যধিকং ব্রহ্মন্ সহস্রত্রিতয়ং বকঃ ॥
তৌ তু পক্ষপ্রহারাভ্যামন্যোঽন্যমুরুবিক্রমৌ
প্রহরন্তৌ ভয়ং তীব্রং প্রজানাং চক্রতুস্তদা ॥
বিধূয় পক্ষাণি বকো রক্তোদ্বৃত্তাক্ষিরাহনৎ ।
আড়িং সোঽপ্যুন্নতগ্রীবো বকং পদ্ভ্যামতাড়য়ৎ ॥
তয়োঃ পক্ষানিলাপাস্তাঃ প্রপেতুর্গিরয়ো ভুবি ।
গিরিপ্রপাতাভিহতা চকম্পে চ বসুন্ধরা ॥
সা কম্পমানা জলধীমুদ্বৃত্তাম্বুংশ্চকার চ ।
ননাম চৈকপার্শ্বেন পাতালগমনোন্মুখী ॥

কেচিদ্গিরিনিপাতেন কেচিদম্ভোধিবারিণা।
কেচিন্মহীসঙ্কলনাৎ প্রযযুঃ প্রাণিনঃ ক্ষয়ম্॥
ইতি সর্ব্বং পরিত্রস্তং হাহাভূতমচেতনম্।
জগদাসীৎ সুসম্ভ্রান্তং পর্য্যস্তক্ষিতিমণ্ডলম্॥
হা বৎস হা কান্ত শিশো প্রয়াহ্যেষোঽস্মি সংস্থিতঃ
হা প্রিয়ে কান্ত শৈলোঽয়ং পতত্যাশু পলায়তাম্
ইত্যাকুলীকৃতে লোকে সন্ত্রাসবিমুখে তদা।
সুরৈঃ পরিবৃতঃ সর্ব্বৈরাজগাম পিতামহঃ॥
প্রত্যুবাচ চ বিশ্বেশস্তাবুভাবতিকোপিতৌ।
যুদ্ধং বাং বিরমত্বেতল্লোকাঃ স্বাস্থ্যং ব্রজন্তু চ॥
শৃণ্বন্তাবপি তৌ বাক্যং ব্রহ্মণোঽব্যক্তজন্মনঃ।
কোপামর্ষসমাবিষ্টৌ যুযুধাতে ন তস্থতুঃ॥
ততঃ পিতামহো দেবস্তং দৃষ্ট্বা লোকসঙ্ক্ষয়ম্।
তয়োশ্চ হিতমন্বিচ্ছন্ তির্য্যগ্‌ভাবমপানুদৎ॥
ততস্তৌ পূর্ব্বদেহস্থৌ প্রাহ দেবঃ প্রজাপতিঃ।
ব্যদস্তে তামসে ভাবে বশিষ্ঠকৌশিকর্ষভৌ॥
জহি বৎস বশিষ্ঠ ত্বং ত্বঞ্চ কৌশিক সত্তম।
তামসং ভাবমাশ্রিত্য ঈদৃগ্‌যুদ্ধং চিকীর্ষিতম্॥
রাজসূয়বিপাকোঽয়ং হরিশ্চন্দ্রস্য ভূপতেঃ।
যুবয়োর্বিগ্রহশ্চায়ং পৃথিবীক্ষয়কারকঃ॥
ন চাপি কৌশিকশ্রেষ্ঠস্তস্য রাজ্ঞোঽপরাধ্যতে।
স্বর্গপ্রাপ্তিকরো ব্রহ্মন্নপকারপদে স্থিতঃ॥
তপোবিঘ্নস্য কর্ত্তারৌ কামক্রোধবশং গতৌ।
পরিত্যজত ভদ্রং বো ব্রহ্ম হি প্রচুরং বলম্॥
এবমুক্তৌ ততস্তেন লজ্জিতৌ তাবুভাবপি।
ক্ষময়ামাসতুঃ প্রীত্যা পরিষজ্য পরস্পরম্॥
ততঃ সুরৈর্বন্দ্যমানো ব্রহ্মা লোকং নিজং যযৌ॥
বশিষ্ঠোঽপ্যাত্মনঃ স্থানং কৌশিকোঽপি স্বমাশ্রমম্
এতদাড়িবকং যুদ্ধং হরিশ্চন্দ্রকথাং তথা।
কথয়িষ্যন্তি যে মর্ত্ত্যাঃ সম্যক্ শ্রোষ্যন্তি চৈব যে॥
তেষাং পাপাপনোদস্য শ্রুতং হ্যেব করিষ্যতি।
ন চৈব বিঘ্নকার্য্যাণি ভবিষ্যন্তি কদাচন॥

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে আড়িবক-
যুদ্ধং নাম নবমোঽধ্যায়ঃ।

দশমোঽধ্যায়ঃ।

—•:•—

জৈমিনিরুবাচ।

সংশয়ং দ্বিজশার্দ্দূলাঃ প্রব্রূত মম পৃচ্ছতঃ।
আবির্ভাবতিরোভাবৌ ভূতানাং যত্র সংস্থিতৌ॥
কথং সঞ্জায়তে জন্তুঃ কথং বা স বিবর্দ্ধতে।
কথং বোদরমধ্যস্থস্তিষ্ঠত্যঙ্গনিপীড়িতঃ॥
নিষ্ক্রান্তিমুদরাৎ প্রাপ্য কথং বা বৃদ্ধিমৃচ্ছতি।
উৎক্রান্তিকালে চ কথং চিত্তাবেন বিযুজ্যতে॥
কৃৎস্নো মৃতস্তথাশ্নাতি উভে সুকৃতদুষ্কৃতে।
কথং তে চ তথা তস্য ফলং সম্পাদয়ন্ত্যত॥
কথং ন জীর্য্যতে তত্র পিণ্ডীকৃত ইবাশয়ে।
স্ত্রীকোষ্ঠে যত্র জীর্য্যন্তে ভুক্তানি সুগুরূণ্যপি॥
ভক্ষ্যাণি যত্র নো জন্তুর্জীর্য্যতে কথমল্পকঃ॥
এতন্মে ব্রূত সকলং সন্দেহোক্তিবিবর্জ্জিতম্।
তদেতৎ পরমং গুহ্যং যত্র মুহ্যন্তি জন্তবঃ॥

পক্ষিণ ঊচুঃ।

প্রশ্নভারোঽয়মতুলস্ত্বয়াস্মাসু নিবেশিতঃ।
দুর্জ্ঞেয়াঃ সর্ব্বভূতানাং ভাবাভাবসমাশ্রিতঃ॥
তং শৃণুষ্ব মহাভাগ যথা প্রাহ পিতুঃ পুরা।
পুত্রঃ পরমধর্ম্মাত্মা সুমতির্নাম নামতঃ॥
ব্রাহ্মণো ভার্গবঃ কশ্চিৎ সুতমাহ মহামতিঃ।
কৃতোপনয়নং শান্তং সুমতিং জড়রূপিণম্॥
বেদানধীষ্ব সুমতে যথানুক্রমমাদিতঃ।

পিতোবাচ।

গুরুশুশ্রূষণে ব্যগ্রো ভৈক্ষান্নকৃতভোজনঃ॥
ততো গার্হস্থ্যমাস্থায় চেষ্ট্বা যজ্ঞাননুত্তমান্।
ইষ্টমুৎপাদয়াপত্যমাশ্রয়েথা বনং ততঃ॥
বনস্থশ্চ ততো বৎস পরিব্রাড়্‌নিষ্পরিগ্রহঃ।
এবমাপ্স্যসি তদ্‌ব্রহ্ম যত্র গত্বা ন শোচসি॥

পক্ষিণ ঊচুঃ।

ইত্যেবমুক্তো বহুশো জড়ত্বান্নাহ কিঞ্চন।
পিতাপি তং সুবহুশঃ প্রাহ প্রীত্যা পুনঃ পুনঃ॥
ইতি পিত্রা সুতস্নেহাৎ প্রলোভি মধুরাক্ষরম্।
স চোদ্যমানো বহুশঃ প্রহস্যেদমথাব্রবীৎ॥
তাতৈতদ্বহুশোঽভ্যস্তং যৎ ত্বয়াদ্যোপদিশ্যতে।
তথৈবান্যানি শাস্ত্রাণি শিল্পানি বিবিধানি চ॥
জন্মনামযুতং সাগ্রং মম স্মৃতিপথং গতম্।
নির্ব্বেদাঃ পরিতোষাশ্চ ক্ষয়বৃদ্ধ্যুদয়ে রতাঃ॥
শত্রুমিত্রকলত্রাণাং বিয়োগাঃ সঙ্গমাস্তথা।
মাতরো বিবিধা দৃষ্টাঃ পিতরো বিবিধাস্তথা॥
অনুভূতানি সৌখ্যানি দুঃখানি চ সহস্রশঃ।
বান্ধবা বহবঃ প্রাপ্তাঃ পিতরশ্চ পৃথগ্বিধাঃ॥
বিণ্মূত্রপিচ্ছিলে স্ত্রীণাং তথা কোষ্ঠে ময়োষিতম্
পীড়াশ্চ সুভৃশং প্রাপ্তা রোগাণাঞ্চ সহস্রশঃ॥

গর্ভদুঃখান্যনেকানি বাল্যে যৌবনে তথা।
বৃদ্ধতায়াং তথাপ্তানি তানি সর্ব্বাণি সংস্মরে॥
ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চাপি যোনিষু।
পুনশ্চ পশুকীটানাং মৃগাণামথ পক্ষিণাম্॥
তথৈব রাজভৃত্যানাং রাজ্ঞাঞ্চাহবশালিনাম্।
সমুৎপন্নোঽস্মি গেহেষু তথৈব তব বেশ্মনি॥
ভৃত্যতাং দাসতাঞ্চৈব গতোঽস্মি বহুশো নৃণাম্।
স্বামিত্বমীশ্বরত্বঞ্চ দরিদ্রত্বং তথা গতঃ॥
হতং ময়া হতশ্চান্যৈর্হতং মে ঘাতিতং তথা।
দত্তং মমান্যৈরন্যেভ্যো ময়া দত্তমনেকশঃ॥
পিতৃমাতৃসুহৃদ্ভ্রাতৃকলত্রাদিকৃতেন চ।
তুষ্টোঽসকৃৎ তথা দৈন্যমশ্রুধৌতাননো গতঃ॥
এবং সংসারচক্রেঽস্মিন্ ভ্রমতা তাত সঙ্কটে।
জ্ঞানমেতন্ময়া প্রাপ্তং মোক্ষসম্প্রাপ্তিকারকম্॥
বিজ্ঞাতে যত্র সর্ব্বোঽয়মৃগ্‌যজুঃসামসংজ্ঞিতঃ।
ক্রিয়াকলাপো বিগুণো ন সম্যক্ প্রতিভাতি মে
তস্মাত্তুৎপন্নবোধস্য বেদৈঃ কিং মে প্রয়োজনম্।
গুরুবিজ্ঞানতৃপ্তস্য নিরীহস্য সদাত্মনঃ॥
ষট্‌প্রকারক্রিয়াদুঃখসুখহর্ষরসৈশ্চ যৎ।
গুণৈশ্চ বর্জ্জিতং ব্রহ্ম তৎ প্রাপ্স্যামি পরং পদম্
রসহর্ষভয়োদ্বেগক্রোধামর্ষজরাতুরাম্।
বিজ্ঞাতাং স্বমৃগগ্রাহিসঙ্গপাশশতাকুলাম্॥
তস্মাদ্যাস্যাম্যহং তাত ত্যক্ত্বেমাং দুঃখসন্ততিম্।
ত্রয়ীধর্ম্মমধর্ম্মাঢ্যং কিম্পাকফলসন্নিভম্॥

পক্ষিণ ঊচুঃ।

তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা হর্ষবিস্ময়গদ্গদম্।
পিতা প্রাহ মহাভাগঃ স্বসুতং হৃষ্টমানসঃ॥

পিতোবাচ।

কিমেতদ্বদসে বৎস কুতস্তে জ্ঞানসম্ভবঃ।
কেন তে জড়তা পূর্ব্বমিদানীঞ্চ প্রবুদ্ধতা॥
কিম্ন্ শাপবিকারোঽয়ং মুনিদেবকৃতস্তব।
যৎ তে জ্ঞানং তিরোভূতমাবির্ভাবমুপাগতম্॥
শ্রোতুমিচ্ছামি তৎ সর্ব্বং পরং কৌতূহলং হি মে
সর্ব্বং তদ্ব্রূহি মে বৎস যথা বৃত্তং পুরা তব॥

পুত্র উবাচ।

শৃণু তাত যথা বৃত্তং মমেদং সুখদুঃখদম্।
যশ্চাহমাসমন্যস্মিন্ জন্মন্যস্মৎপরস্ত যৎ॥
অহমাসং পুরা বিপ্রো ন্যস্তাত্মা পরমাত্মনি।
আত্মবিদ্যাবিচারেষু পরাং নিষ্ঠামুপাগতঃ॥
সততঃ যোগযুক্তস্য সততাভ্যাসসঙ্গমাৎ।
সৎসংযোগাৎ স্বস্বভাবাদ্বিচারবিধিশোধনাৎ॥
তস্মিন্নেব পরা প্রীতির্মমাসীদ্যুঞ্জতঃ সদা।
আচার্য্যতাঞ্চ সম্প্রাপ্তঃ শিষ্যসন্দেহহৃত্তমঃ॥
ততঃ কালেন মহতা ঐকান্তিকমুপাগতঃ।
অজ্ঞানাকৃষ্টসদ্ভাবো বিপন্নশ্চ প্রমাদতঃ॥
উৎক্রান্তিকালাদারভ্য স্মৃতিলোপো ন মেঽভবৎ
যাবদদ্য গতঞ্চৈব জন্মনাং স্মৃতিমাগতম্॥
পূর্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব সোঽহং তাত জিতেন্দ্রিয়ঃ
যতিষ্যামি তথা কর্ত্তুং ন ভবিষ্যে যথা পুনঃ॥
জ্ঞানদানফলং হ্যেতদ্যজ্জাতিস্মরণং মম।
ন হ্যেতৎ প্রাপ্যতে তাত ত্রয়ীধর্ম্মাশ্রিতৈর্নরৈঃ॥
সোঽহং পূর্ব্বাশ্রমাদেব নিষ্ঠাধর্ম্মমুপাশ্রিতঃ।
একান্তিত্বমুপাগম্য যতিষ্যাম্যাত্মমোক্ষণে॥
তদ্ব্রূহি ত্বং মহাভাগ যৎ তে সাংশয়িকং হৃদি।
এতাবতাপি তে প্রীতিমুৎপাদ্যানৃণ্যমাপ্নুয়াম্॥

পক্ষিণ ঊচুঃ।

পিতা প্রাহ ততঃ পুত্রং শ্রদ্দধৎ তস্য তদ্বচঃ।
ভবতা যদয়ং পৃষ্টাঃ সংসারগ্রহণাশ্রয়ম্॥

পুত্র উবাচ।

শৃণু তাত যথাতত্ত্বমনুভূতং ময়াসকৃৎ।
সংসারচক্রমজরং স্থিতির্যস্য ন বিদ্যতে॥
সোঽহং বদামি তে সর্ব্বং তবৈবানুজ্ঞয়া পিতঃ।
উৎক্রান্তিকালাদারভ্য যথা নান্যো বদিষ্যতি॥
উষ্মা প্রকুপিতঃ কায়ে তীব্রবায়ুসমীরিতঃ।
ভিনত্তি মর্ম্মস্থানানি দীপ্যমানো নিরিন্ধনঃ॥
উদানো নাম পবনস্ততশ্চোর্দ্ধং প্রবর্ত্ততে।
ভুক্তানামম্বুভক্ষ্যাণামধোগতিনিরোধকৃৎ॥
ততো যেনাম্বুদানানি কৃতান্যন্নরসাস্তথা।
দত্তাঃ স তস্য আহ্লাদমাপদি প্রতিপদ্যতে॥
অন্নানি যেন দত্তানি শ্রদ্ধাপূতেন চেতসা।
সোঽপি তৃপ্তিমবাপ্নোতি বিনাপ্যন্নেন বৈ তদা॥
যেনানৃতানি নোক্তানি প্রীতিভেদঃ কৃতো ন চ।
আস্তিকঃ শ্রদ্দধানশ্চ স সুখং মৃত্যুমৃচ্ছতি॥
দেবব্রাহ্মণপূজায়াং যে রতা নানসূয়বঃ।
শুক্লা বদান্যা হ্রীমন্তস্তে নরাঃ সুখমৃত্যবঃ॥
যো ন কামান্ন সংরম্ভান্ন দ্বেষাদ্ধর্ম্মমুৎসৃজেৎ।
যথোক্তকারী সৌম্যশ্চ স সুখং মৃত্যুমৃচ্ছতি॥
অবারিদায়িনো দাহং ক্ষুধাঞ্চানন্নদায়িনঃ।
প্রাপ্নুবন্তি নরাঃ কালে তস্মিন্ মৃত্যাবুপস্থিতে॥

শীতং জয়ন্তীন্ধনদাস্তাপং চন্দনদায়িনঃ।
প্রাণঘ্নীং বেদনাং কষ্টাং যে চান্যোদ্বেগকারিণঃ॥
মোহাজ্ঞানপ্রদাতারঃ প্রাপ্নুবন্তি মহদ্ভয়ম্।
বেদনাভিরুদগ্রাভিঃ প্রপীড্যন্তেঽধমা নরাঃ॥
কূটসাক্ষী মৃষাবাদী যশ্চাসদনুশাস্তি বৈ।
তে মোহমৃত্যবঃ সর্ব্বে তথা বেদবিনিন্দকাঃ॥
বিভীষণাঃ পূতিগন্ধাঃ কূটমুদ্গরপাণয়ঃ।
আগচ্ছন্তি দুরাত্মানো যমস্য পুরুষাস্তদা॥
প্রাপ্তেষু দৃক্পথং তেষু জায়তে তস্য বেপথুঃ।
ক্রন্দত্যবিরতং সোঽথ ভ্রাতৃমাতৃসুতানথ॥
সাস্য বাগস্ফুটা তাত একবর্ণা বিভাব্যতে।
দৃষ্টিশ্চ ভ্রাম্যতে ত্রাসাচ্ছ্বাসাচ্ছুষ্যত্যথাননম্॥
ঊর্দ্ধশ্বাসান্বিতঃ সোঽথ দৃষ্টিভঙ্গসমন্বিতঃ।
ততঃ স বেদনাবিষ্টস্তচ্ছরীরং বিমুঞ্চতি॥
বায়ুগ্রসারী তদ্রূপং দেহমন্যৎ প্রপদ্যতে।
তৎ কর্ম্মজং যাতনার্থং ন মাতৃপিতৃসম্ভবম্।
তৎপ্রমাণবয়োঽবস্থাসংস্থানৈঃ প্রাগ্‌ভবং যথা॥
ততো দূতো যমস্যাশু পাশৈর্ব্বধ্নাতি দারুণৈঃ।
দণ্ডপ্রহারসম্ভ্রান্তং কর্ষতে দক্ষিণাং দিশম্॥
কুশকণ্টকবল্মীকশঙ্কুপাষাণকর্কশে।
তথা প্রদীপ্তজ্বলনে ক্বচিচ্ছ্বভ্রশতোৎকটে॥
প্রদীপ্তাদিত্যতপ্তে চ দহ্যমানে তদংশুভিঃ।
কৃষ্যতে যমদূতৈশ্চাশিবসন্নাদভীষণৈঃ॥
বিকৃষ্যমাণস্তৈর্ঘোরৈর্ভক্ষ্যমাণঃ শিবাশতৈঃ।
প্রয়াতি দারুণে মার্গে পাপকর্ম্মা যমক্ষয়ম্॥
ছত্রোপানৎপ্রদাতারো যে চ বস্ত্রপ্রদা নরাঃ।
তে যান্তি মনুজা মার্গং তং সুখেন তথান্নদাঃ॥
এবং ক্লেশাননুভবন্নবশঃ পাপপীড়িতঃ।
নীয়তে দ্বাদশাহেন ধর্ম্মরাজপুরং নরঃ॥
কলেবরে দহ্যমানে মহান্তং দাহমৃচ্ছতি।
তাড্যমানে তথৈবার্ত্তিং ছিদ্যমানে চ দারুণাম্॥
ক্লিদ্যমানে চিরতরং জন্তুর্দুঃখমবাপ্নুতে।
স্বেন কর্ম্মবিপাকেন দেহান্তরগতোঽপি সন্॥
তত্র যদ্বান্ধবাস্তোয়ং প্রযচ্ছন্তি তিলৈঃ সহ।
যচ্চ পিণ্ডং প্রযচ্ছন্তি নীয়মানস্তদশ্নুতে॥
তৈলাভ্যঙ্গো বান্ধবানামঙ্গসংবাহনঞ্চ যৎ।
তেন চাপ্যায্যতে জন্তুর্যশ্চাশ্নন্তি স বান্ধবাঃ॥
ভূমৌ স্বপন্তির্নাত্যন্তং ক্লেশমাপ্নোতি বান্ধবৈঃ।
দানং দদদ্ভিশ্চ তথা জন্তুরাপ্যায্যতে মৃতঃ॥
নীয়মানঃ স্বকং গেহং দ্বাদশাহং স পশ্যতি।
উপভুঙ্ক্তে তথা দত্তং তোয়পিণ্ডাদিকং ভুবি॥
দ্বাদশাহাৎ পরং ঘোরমায়সং ভীষণাকৃতিম্।
যামাং পশ্যত্যথো জন্তুঃ কৃষ্যমাণঃ পুরস্ততঃ॥
গতমাত্রোঽন্তিরক্তাক্ষং ভিন্নাঞ্জনচয়প্রভম্।
মৃত্যুকালান্তকাদীনাং মধ্যে পশ্যতি বৈ যমম্॥
দংষ্ট্রাকরালবদনং ভ্রূকুটীদারুণাকৃতিম্।
বিরূপৈর্ভীষণৈর্বক্রৈর্বৃতং ব্যাধিশতৈঃ প্রভুম্॥
দণ্ডাসক্তং মহাবাহুং পাশহস্তং সুভৈরবম্।
তন্নির্দ্দিষ্টাং ততো যাতি গতিং জন্তুঃ শুভাশুভাম্॥
রৌরবে কূটসাক্ষী তু যাতি যশ্চানৃতো নরঃ।
তস্য স্বরূপং গদতো রৌরবস্য নিশাময়॥
যোজনানাং সহস্রে দ্বে রৌরবো হি প্রমাণতঃ।
জানুমাত্রপ্রমাণশ্চ ততঃ শ্বভ্রঃ সুদুস্তরঃ॥
তত্রাঙ্গারচয়োপেতং কৃতঞ্চ ধরণীসমম্।
জাজ্বল্যমানস্তীব্রেণ তাপিতাঙ্গারভূমিনা॥
তন্মধ্যে পাপকর্ম্মাণং বিমুঞ্চন্তি যমানুগাঃ।
স দহ্যমানস্তীব্রেণ বহ্নিনা তত্র ধাবতি॥
পদে পদে চ পাদোঽস্য শীর্য্যতে জীর্য্যতে পুনঃ।
অহোরাত্রেণোদ্ধরণং পাদন্যাসঞ্চ গচ্ছতি॥
এবং সহস্রমুত্তীর্ণো যোজনানাং বিমুচ্যতে।
ততোঽন্যং পাপশুদ্ধ্যর্থং তাদৃঙ্‌ নিরয়মৃচ্ছতি॥
ততঃ সর্ব্বেষু নিস্তীর্ণঃ পাপী তির্য্যক্‌ত্বমশ্নুতে।
কৃমিকীটপতঙ্গেষু শ্বাপদে মশকাদিষু॥
গত্বা গজদ্রুমাদ্যেষু গোষশ্বেষু তথৈব চ।
অন্যাসু চৈব পাপাসু দুঃখদাসু চ যোনিষু॥
মনুষ্যং প্রাপ্য কুব্জো বা কুৎসিতো বামনোপি বা।
চণ্ডালপুক্কসাদ্যাসু নরো যোনিষু জায়তে॥
অবশিষ্টেন পাপেন পুণ্যেন চ সমন্বিতঃ।
ততশ্চারোহণীং জাতিং শূদ্রবৈশ্যনৃপাদিকাম্॥
বিপ্রদেবেন্দ্রতাঞ্চাপি কদাচিদবরোহণীম্।
এবন্তু পাপকর্ম্মাণো নরকেষু পতন্ত্যধঃ॥
যথা পুণ্যকৃতো যান্তি তন্মে নিগদতঃ শৃণু।
তে যমেন বিনির্দ্দিষ্টাং যান্তি পুণ্যাং গতিং নরাঃ॥
প্রগীতগন্ধর্ব্বগণাঃ প্রনৃত্তাপ্সরসাংগণাঃ।
হারনূপুরমাধুর্য্যশোভিতান্যুত্তমানি চ।
প্রয়ান্ত্যাশু বিমানানি নানাদিব্যস্রগুজ্জ্বলাঃ॥
তস্মাচ্চ প্রচ্যুতা রাজ্ঞামন্যেষাঞ্চ মহাত্মনাম্।
জায়ন্তে চ কুলে তত্র সদ্বৃত্তপরিপালকাঃ॥
ভোগান্ সম্প্রাপ্নুবন্ত্যগ্র্যাংস্ততো যান্ত্যূর্দ্ধমন্যথা।
অবরোহণীঞ্চ সম্প্রাপ্য পূর্ব্ববদ্যান্তি মানবাঃ॥

এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং যথা জন্তুর্ব্বিপদ্যতে।
অতঃ শৃণুষ্ব বিপ্রর্ষে যথা গর্ভং প্রপদ্যতে ॥

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে পিতাপুত্র-
সংবাদে দশমোঽধ্যায়ঃ ॥

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

পুত্র উবাচ।

নিষেকং মানবং স্ত্রীণাং বীজং প্রোপ্তং রজস্তথ।
বিমুক্তমাত্রো নরকাৎ স্বর্গাদ্বাপি প্রপদ্যতে ॥
তেনাভিভূতং তৎ স্থৈর্য্যং যাতি বীজদ্বয়ং পিতঃ।
কললত্বং বুদ্‌বুদত্বং ততঃ পেশিত্বমেব চ ॥
পেশ্যাং যথানুবীজং স্যাদঙ্কুরস্তদ্বদুচ্যতে।
অঙ্গানাঞ্চ তথোৎপত্তিঃ পঞ্চানামনুভাগশঃ ॥
উপাঙ্গান্যঙ্গুলীনেত্রনাসাস্যশ্রবণানি চ।
প্ররোহং যান্তি চাঙ্গেভ্যস্তদ্বৎ তেভ্যো নখাদিকম্
ত্বচি রোমাণি জায়ন্তে কেশাশ্চৈব ততঃ পরম্।
সমং সমৃদ্ধিমায়াতি তেনৈবোস্তবকোষকম্ ॥
নারিকেলফলং যদ্বৎ সকোষং বৃদ্ধিমৃচ্ছতি।
তদ্বৎ প্রয়াত্যসৌ বৃদ্ধিং সকোষোঽধোমুখঃ স্থিতঃ
তলে তু জানুপার্শ্বাভ্যাং করৌ ন্যস্য স বর্দ্ধতে।
অঙ্গুষ্ঠৌ চোপরি ন্যস্তৌ জান্বোরগ্রে তথাঙ্গুলী ॥
জানুপৃষ্ঠে তথা নেত্রে জানুমধ্যে চ নাসিকা।
স্ফিচৌ পার্ষ্ণিদ্বয়স্থে চ বাহুজঙ্ঘে বহিঃস্থিতে ॥
এবং বৃদ্ধিং ক্রমাদ্‌যাতি জন্তুঃ স্ত্রীগর্ভসংস্থিতঃ।
অন্যসত্ত্বোদরে জন্তোর্যথা রূপং তথা স্থিতিঃ ॥
কাঠিন্যমগ্নিনা যাতি ভুক্তপীতেন জীবতি।
পুণ্যাপুণ্যাশ্রয়মযী স্থিতির্জন্তোস্তথোদরে ॥
নাড়ী চাপ্যায়নী নাম নাভ্যাং তস্য নিবধ্যতে।
স্ত্রীণাং তথান্ত্রশুষিরে সা নিবদ্ধোপজায়তে ॥
ক্রামন্তি ভুক্তপীতানি স্ত্রীণাং গর্ভোদরে যথা।
তৈরাপ্যায়িতদেহোঽসৌ জন্তুর্বৃদ্ধিমুপৈতি বৈ ॥
স্মৃতীস্তস্য প্রয়ান্ত্যস্য বহ্ব্যঃ সংসারভূময়ঃ।
ততো নির্ব্বেদমায়াতি পীড্যমান ইতস্ততঃ ॥
পুনর্নৈবং করিষ্যামি মুক্তমাত্র ইহোদরাৎ।
তথা তথা যতিষ্যামি গর্ভং নাপ্স্যাম্যহং যথা ॥
ইতি চিন্তয়তে স্মৃত্বা জন্মদুঃখশতানি বৈ।
যানি পূর্ব্বানুভূতানি দৈবভূতানি যানি বৈ ॥

ততঃ কালক্রমাজ্জন্তুঃ পরিবর্ত্তত্যধোমুখঃ।
নবমে দশমে বাপি মাসি সঞ্জায়তে যতঃ ॥
নিষ্ক্রাম্যমানো বাতেন প্রাজাপত্যেন পীড্যতে।
নিষ্ক্রাম্যতে চ বিলপন্ হৃদি দুঃখনিপীড়িতঃ ॥
নিষ্ক্রান্তশ্চোদরান্মূর্চ্ছামসহ্যাং প্রতিপদ্যতে।
প্রাপ্নোতি চেতনাঞ্চাসৌ বায়ুস্পর্শসমন্বিতঃ ॥
ততস্তং বৈষ্ণবী মায়া সমাস্কন্দতি মোহিনী।
তয়া বিমোহিতাত্মাসৌ জ্ঞানভ্রংশমবাপ্নুতে ॥
ভ্রষ্টজ্ঞানো বালভাবং ততো জন্তুঃ প্রপদ্যতে।
ততঃ কৌমারকাবস্থাং যৌবনং বৃদ্ধতামপি ॥
পুনশ্চ মরণং তদ্বজ্জন্ম চাপ্নোতি মানবঃ।
ততঃ সংসারচক্রেঽস্মিন্ ভ্রাম্যতে ঘটিযন্ত্রবৎ ॥
কদাচিৎ স্বর্গমাপ্নোতি কদাচিন্নিরয়ং নরঃ।
নরকঞ্চৈব স্বর্গঞ্চ কদাচিচ্চ মৃতোঽশ্নুতে ॥
কদাচিদত্রৈব পুনর্জাতঃ স্বং কর্ম্ম সোঽশ্নুতে।
কদাচিদ্ভুক্তকর্ম্মা চ মৃতঃ স্বল্পেন গচ্ছতি ॥
কদাচিদল্পেশ্চ ততো জায়তেঽত্র শুভাশুভৈঃ।
স্বর্লোকে নরকে চৈব ভুক্তপ্রায়ো দ্বিজোত্তম ॥
নরকেষু মহদ্দুঃখমেতদ্‌যৎ স্বর্গবাসিনঃ।
দৃশ্যন্তে তাত মোদন্তে পাত্যমানাশ্চ নারকাঃ ॥
স্বর্গেঽপি দুঃখমতুলং যদারোহণকালতঃ।
প্রভৃত্যহং পতিষ্যামীত্যেতন্মনসি বর্ত্ততে ॥
নারকাংশ্চৈব সম্প্রেক্ষ্য মহদ্দুঃখমবাপ্যতে।
এতাং গতিমহং গন্তেত্যহর্নিশমনির্বৃতঃ ॥
গর্ভবাসে মহদ্দুঃখং জায়মানস্য যোনিতঃ।
জাতস্য বালভাবে চ বৃদ্ধত্বে দুঃখমেব চ ॥
কামের্য্যাক্রোধসম্বন্ধং যৌবনে চাতিদুঃসহম্।
দুঃখপ্রায়া বৃদ্ধতা চ মরণে দুঃখমুত্তমম্ ॥
কৃষ্যমাণস্য যাম্যৈশ্চ নরকেষু চ পাত্যতঃ।
পুনশ্চ গর্ভং জন্মাথ মরণং নরকস্তথা ॥
এবং সংসারচক্রেঽস্মিন্ জন্তবো ঘটিযন্ত্রবৎ।
ভ্রাম্যন্তে প্রাকৃতৈর্বন্ধৈর্বদ্ধা বধ্যন্তি চাসকৃৎ ॥
নাস্তি তাত সুখং কিঞ্চিদত্র দুঃখশতাকুলে।
তস্মান্মোক্ষায় যততা কথং সেব্যা ময়া ত্রয়ী ॥

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে পিতাপুত্র-
সংবাদে একাদশোঽধ্যায়ঃ।

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

—০:০—

পিতোবাচ।

সাধু বৎস ত্বয়াখ্যাতং সংসারগহনং পরম্।
জ্ঞানপ্রদানসম্ভূতং সমাশ্রিত্য মহাফলম্॥
তত্র তে নরকাঃ সর্ব্বে যথা বৈ রৌরবস্তথা।
বর্ণিতাস্তান্ সমাচক্ষ্ব বিস্তরেণ মহামতে॥

পুত্র উবাচ।

রৌরবস্তে সমাখ্যাতঃ প্রথমং নরকো ময়া।
মহারৌরবসংজ্ঞন্তু শৃণুষ্ব নরকং পিতঃ॥
যোজনানাং সহস্রাণি সপ্ত পঞ্চ সমন্ততঃ।
তত্র তাম্রময়ী ভূমিরধস্তস্য হুতাশনঃ॥
তত্তাপতপ্তা সর্ব্বাশা প্রোদ্যদিন্দুসমপ্রভা।
বিভাত্যতিমহারৌদ্রা দর্শনস্পর্শনাদিষু॥
তস্যাং বদ্ধঃ করাভ্যাঞ্চ পদ্ভ্যাঞ্চৈব যমানুগৈঃ।
মুচ্যতে পাপকৃন্মধ্যে লুঠমানঃ স গচ্ছতি॥
কাকৈর্ব্বকৈর্বৃকোলূকৈর্বৃশ্চিকৈর্ম্মশকৈস্তথা।
ভক্ষ্যমাণস্তথা গৃধ্রৈর্দ্রুতং মার্গে বিকৃষ্যতে॥
দহ্যমানঃ পিতর্মাতর্ভ্রাতস্তাতেতি চাকুলঃ।
বদত্যসকৃদুদ্বিগ্নো ন শান্তিমধিগচ্ছতি॥
এবং তস্মান্নরৈর্ম্মোক্ষো হৃতিক্রান্তৈরবাপ্যতে।
বর্ষাযুতাযুতৈঃ পাপং যৈঃ কৃতং দুষ্টবুদ্ধিভিঃ॥
তথান্যস্তু তমোনাম সোঽতিশীতঃ স্বভাবতঃ।
মহারৌরববদ্দীর্ঘস্তথা স তমসাবৃতঃ॥
শীতার্ত্তাস্তত্র ধাবন্তো নরাস্তমসি দারুণে।
পরস্পরং সমাসাদ্য পরিরভ্যাশ্রয়ন্তি চ॥
দন্তাস্তেষাঞ্চ ভজ্যন্তে শীতার্ত্তিপরিকম্পিতাঃ।
ক্ষুত্তৃষ্ণাপ্রবলাস্তত্র তথৈবান্যেঽপ্যুপদ্রবাঃ॥
হিমখণ্ডবহো বায়ুর্ভিনত্ত্যস্থীনি দারুণঃ।
মজ্জাসৃগ্গলিতং তস্মাদশ্নুবন্তি ক্ষুধান্বিতাঃ।
লেলিহ্যমানা ভ্রাম্যন্তে পরস্পরসমাগমে॥
এবং তত্রাপি সুমহান্ ক্লেশস্তমসি মানবৈঃ।
প্রাপ্যতে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ যাবদ্দুষ্কৃতসংক্ষয়ঃ॥
নিকৃন্তন ইতিখ্যাতস্ততোঽন্যো নরকোত্তমঃ।
তস্মিন্ কুলালচক্রাণি ভ্রাম্যন্ত্যবিরতং পিতঃ॥
যেষ্বারোপ্য নিকৃত্যন্তে কালসূত্রেণ মানবাঃ।
যমানুগাঙ্গুলিস্থেন আপাদতলমস্তকম্॥
ন চৈষাং জীবিতভ্রংশো জায়তে দ্বিজসত্তম।
ছিন্নানি তেষাং শতশঃ খণ্ডান্যৈক্যং ব্রজন্তি চ॥
এবং বর্ষসহস্রাণি ছিদ্যন্তে পাপকর্ম্মিণঃ।
তাবদ্যাবদশেষং বৈ তৎ পাপং হি ক্ষয়ং গতম্॥
অপ্রতিষ্ঠঞ্চ নরকং শৃণুষ্ব গদতো মম।
যত্রস্থৈর্নারকৈর্দুঃখমসহ্যমনুভূয়তে॥
তান্যেব তত্র চক্রাণি ঘটীযন্ত্রাণি চান্যতঃ।
দুঃখস্য হেতুভূতানি পাপকর্ম্মকৃতাং নৃণাম্॥
চক্রেষ্বারোপিতাঃ কেচিদ্ভ্রাম্যন্তে তত্র মানবাঃ।
যাবদ্বর্ষসহস্রাণি ন তেষাং স্থিতিরন্তরা॥
ঘটীযন্ত্রেষু চৈবান্যে বদ্ধস্তোয়ে যথা ঘটী।
ভ্রাম্যন্তে মানবা রক্তমুদ্গিরন্তঃ পুনঃ পুনঃ॥
অন্ত্রৈর্মুখবিনিষ্ক্রান্তৈস্তৈঃ নেত্রৈরস্রবিলম্বিভিঃ।
দুঃখানি তে প্রাপ্নুবন্তি যান্যসহ্যানি জন্তুভিঃ॥
অসিপত্রবনং নাম নরকং শৃণু চাপরম্।
যোজনানাং সহস্রং যো জ্বলদগ্ন্যাস্তৃতাবনিঃ॥
তপ্তাঃ সূর্য্যকরৈশ্চণ্ডৈর্যত্রাতীব সুদারুণৈঃ।
প্রপতন্তি সদা তত্র প্রাণিনো নরকৌকসঃ॥
তন্মধ্যে চ বনং রম্যং স্নিগ্ধপত্রং বিভাব্যতে।
পত্রাণি তত্র খড়্গানাং ফলানি দ্বিজসত্তম॥
শ্বানশ্চ তত্র সবলাঃ স্বনন্ত্যযুতশোভিতাঃ।
মহাবক্ত্রা মহাদংষ্ট্রা ব্যাঘ্রা ইব ভয়ানকাঃ॥
ততস্তদ্বনমালোক্য শিশিরচ্ছায়মগ্রতঃ।
প্রয়ান্তি প্রাণিনস্তত্র তীব্রতৃট্পরিপীড়িতাঃ॥
হা মাতর্হা তাত ইতি ক্রন্দন্তোঽতীবদুঃখিতাঃ।
দহ্যমানাঙ্ঘ্রিযুগলা ধরণীস্থেন বহ্নিনা॥
তেষাং গতানাং তত্রাসিপত্রপাতী সমীরণঃ।
প্রবাতি তেন পাত্যন্তে তেষাং খড়্গান্যথোপরি॥
ততঃ পতন্তি তে ভূমৌ জ্বলৎপাবকসঞ্চয়ে।
লেলিহ্যমানে চান্যত্র ব্যাপ্তাশেষমহীতলে॥
সারমেয়াস্ততঃ শীঘ্রং শাতয়ন্তি শরীরতঃ।
তেষামঙ্গানি রুদতামনেকান্যতিভীষণাঃ॥
অসিপত্রবনং তাত ময়ৈতৎ কীর্ত্তিতং তব।
অতঃ পরং ভীমতরং তপ্তকুম্ভং নিবোধ মে॥
সমন্ততস্তপ্তকুম্ভা বহ্নিজ্বালাসমাবৃতাঃ।
জ্বলদগ্নিচয়োদ্বৃত্ততৈলায়শ্চূর্ণপূরিতাঃ॥
তেষু দুষ্কৃতকর্ম্মাণো যাম্যৈঃ ক্ষিপ্তা হ্যধোমুখাঃ।
ক্বাথ্যন্তে বিস্ফুটদ্গাত্রগলন্মজ্জজলাবিলাঃ॥
স্ফুটৎকপালনেত্রাস্থিচ্ছিদ্যমানা বিভীষণৈঃ।
গৃধ্রৈরুৎপাট্য মুচ্যন্তে পুনস্তেষ্বেব বেগিতৈঃ॥
পুনঃ সিমসিমায়ন্তে তৈলেনৈক্যং ব্রজন্তি চ।
দ্রবীভূতৈঃ শিরোগাত্রস্নায়ুমাংসত্বগস্থিভিঃ॥

ততো যামৈর্নরৈরাশু দর্ব্যা সন্টনবর্ত্তিতাঃ।
কৃতাবর্ত্তে মহাতৈলে মথ্যন্তে পাপকর্ম্মিণঃ ॥
এষ তে বিস্তরেণোক্তস্তপ্তকুম্ভো ময়া পিতঃ ॥

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে মহারৌরবাদি-
নরকাখ্যানং নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

—০ঃ০—

পুত্র উবাচ।

অহং বৈশ্যকুলে জাতো জন্মন্যস্মাত্তু সপ্তমে।
সমতীতে গবাং রোধং নিপানে কৃতবান্ পুরা ॥
বিপাকাৎ কর্ম্মণস্তস্য নরকং ভৃশদারুণম্।
সম্প্রাপ্তোঽগ্নিশিখাঘোরময়োমুখখগাকুলম্ ॥
যন্ত্রপীড়নগাত্রাসৃক্প্রবাহোদ্ভূতকর্দ্দমম্।
বিশস্যমানদুষ্কর্ম্মিতন্নিপাতরবাকুলম্ ॥
পাত্যমানস্য মে তত্র সাগ্রং বর্ষশতং গতম্।
মহাতাপার্ত্তিতপ্তস্য তৃষ্ণাদাহান্বিতস্য চ ॥
তত্রাহ্লাদকরঃ সদ্যঃ পবনঃ সুখশীতলঃ।
করম্ভবালুকাকুম্ভমধ্যস্থো মে সমাগতঃ ॥
তৎসম্পর্কাদশেষাণাং নাভবদ্যাতনা নৃণাম্।
মম চাপি যথা স্বর্গে স্বর্গিণাং নির্ব্বৃতিঃ পরা ॥
কিমেতদিতি চাহ্লাদবিস্তারস্তিমিতেক্ষণৈঃ।
দৃষ্টমস্মাভিরাসন্নং নররত্নমনুত্তমম্ ॥
যাম্যশ্চ পুরুষো ঘোরো দণ্ডহস্তোঽশনিপ্রভঃ।
পুরতো দর্শয়ন্ মার্গমিত এহীতি বাগথ ॥
পুরুষঃ স তথা দৃষ্ট্বা যাতনাশতসঙ্কুলম্।
নরকং প্রাহ তং যাম্যং কিঙ্করং কৃপয়ান্বিতঃ ॥

পুরুষ উবাচ।

ভো যাম্য পুরুষাচক্ষ্ব কিং ময়া দুষ্কৃতং কৃতম্।
যেনেদং যাতনাভীমং প্রাপ্তোঽস্মি নরকং পরম্ ॥
বিপশ্চিদিতি বিখ্যাতো জনকানামহং কুলে।
জাতো বিদেহবিষয়ে সম্যঙ্মনুজপালকঃ ॥
যজ্ঞৈর্ময়েষ্টং বহুভির্ধর্ম্মতঃ পালিতা মহী।
নোৎসৃষ্টশ্চৈব সংগ্রামো নাতিথির্ব্বিমুখো গতঃ ॥
পিতৃদেবর্ষিভৃত্যাশ্চ ন চাপচরিতা ময়া।
কৃতা স্পৃহা চ ন ময়া পরস্ত্রীবিভবাদিষু ॥
পর্ব্বকালেষু পিতরস্তিথিকালেষু দেবতাঃ।
পুরুষং স্বয়মায়ান্তি নিপানমিব ধেনবঃ ॥
যতস্তে বিমুখা যান্তি নিশ্বস্য গৃহমেধিনঃ।
তস্মাদিষ্টশ্চ পূর্ত্তশ্চ ধর্ম্মৌ দ্বাবপি নশ্যতঃ ॥
পিতৃনিশ্বাসবিধ্বস্তং সপ্তজন্মার্জ্জিতং শুভম্।
ত্রিজন্মপ্রভবং দৈবো নিশ্বাসো হন্ত্যসংশয়ম্ ॥
তস্মাদ্দৈবে চ পিত্র্যে চ নিত্যমেব হিতোঽভবম্।
সোঽহং কথমিমং প্রাপ্তো নরকং ভৃশদারুণম্ ॥

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে পিতাপুত্র-
সংবাদে বৈদেহ বাক্যং নাম
ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

—০ঃ০—

পুত্র উবাচ।

ইতি পৃষ্টস্তদা তেন শৃণ্বতাং নো মহাত্মনা।
উবাচ পুরুষো যাম্যো ঘোরোঽপি প্রশ্রিতং বচঃ ॥

যমকিঙ্কর উবাচ।

মহারাজ যথাত্থ ত্বং তথৈতন্নাত্র সংশয়ঃ।
কিন্তু স্বল্পং কৃতং পাপং ভবতা স্মারয়ামি তৎ ॥
বৈদর্ভী তব যা পত্নী পীবরী নাম নামতঃ।
ঋতুমত্যা ঋতুর্ব্বন্ধ্যস্ত্বয়া তস্যাঃ কৃতঃ পুরা ॥
সুশোভনায়াং কৈকেয্যামাসক্তেন ততো ভবান্
ঋতুব্যতিক্রমাৎ প্রাপ্তো নরকং ঘোরমীদৃশম্ ॥
হোমকালে যথা বহ্নিরাজ্যপাতমবেক্ষতে।
ঋতৌ প্রজাপতিস্তদ্বদ্বীজপাতমবেক্ষতে ॥
যস্তমুল্লঙ্ঘ্য ধর্ম্মাত্মা কামেষ্বাসক্তিমান্ ভবেৎ।
স তু পিত্র্যাদৃণাৎ পাপমবাপ্য নরকং পতেৎ ॥
এতাবদেব তে পাপং নান্যৎ কিঞ্চন বিদ্যতে।
তদেহি গচ্ছ পুণ্যানামুপভোগায় পার্থিব ॥

রাজোবাচ।

যাস্যামি দেবানুচর যত্র ত্বং মাং নয়িষ্যসি।
কিঞ্চিৎ পৃচ্ছামি তন্মে ত্বং যথাবদ্বক্তুমর্হসি ॥
বজ্রতুণ্ডাস্ত্বমী কাকাঃ পুংসাং নয়নহারিণঃ।
পুনঃ পুনশ্চ নেত্রাণি তদ্বদেষাং ভবন্তি হি ॥
কিং কর্ম্ম কৃতবন্তশ্চ কথয়ৈতজ্জুগুপ্সিতম্।
হরন্ত্যেষাং তথা জিহ্বাং জায়মানাং পুনর্নবাম্ ॥
করপত্রেণ পাট্যন্তে কস্মাদেতেঽতিদুঃখিতাঃ।
করম্ভবালুকাস্বেতে পচ্যন্তে তৈলগোচরাঃ ॥
অয়োমুখৈঃ খগৈশ্চৈতে কৃষ্যন্তে কিংবিধা বদ।
বিশ্লিষ্টদেহবন্ধার্ত্তিমহারাববিরাবিণঃ ॥

অয়শ্চঞ্চুনিপাতেন সর্ব্বাঙ্গক্ষতদুঃখিতাঃ।
কিমেতেঽনিষ্টকর্ত্তারস্তদ্যস্তেঽহর্নিশং নরাঃ॥
এতাশ্চান্যাশ্চ দৃশ্যন্তে যাতনাঃ পাপকর্ম্মিণাম্।
যেন কর্ম্মবিপাকেণ তন্মমাশেষতো বদ॥
যমকিঙ্কর উবাচ।
যন্মাং পৃচ্ছসি ভূপাল পাপকর্ম্মফলোদয়ম্।
তৎ তেঽহং সম্প্রবক্ষ্যামি সঙ্ক্ষেপেণ যথাতথম্॥
পুণ্যাপুণ্যে হি পুরুষঃ পর্য্যায়েণ সমশ্নুতে।
ভুঞ্জতশ্চ ক্ষয়ং যাতি পাপং পুণ্যমথাপি বা॥
ন তু ভোগাদৃতে পুণ্যং কিঞ্চিদ্বা কর্ম্ম মানবম্।
পাপকং বা পুনাত্যাশু ক্ষয়ো ভোগাৎ প্রজায়তে
পরিত্যজতি ভোগাচ্চ পুণ্যাপুণ্যে নিবোধ মে।
দুর্ভিক্ষাদেব দুর্ভিক্ষং ক্লেশাৎ ক্লেশং ভয়াদ্ভয়ম্॥
মৃতেভ্যঃ প্রমৃতা যান্তি দরিদ্রাঃ পাপকর্ম্মিণঃ।
গতিং নানাবিধাং যান্তি জন্তবঃ কর্ম্মবন্ধনাৎ॥
উৎসবাদুৎসবং যান্তি স্বর্গাৎ স্বর্গং সুখাৎ সুখম্।
শ্রদ্দধানাশ্চ শান্তাশ্চ ধনদাঃ শুভকারিণঃ॥
ব্যালকুঞ্জরদুর্গাণি সর্পচৌরভয়াণি তু।
হতাঃ পাপেন গচ্ছন্তি পাপিষ্ঠাঃ কিমতঃ পরম্॥
সুগন্ধিমাল্যসদ্বস্ত্রসাধুযানাসনাশনাঃ।
স্তূয়মানাঃ সদা যান্তি পুণৈাঃ পুণ্যাটবীষ্বপি॥
অনেকশতসাহস্রজন্মসঞ্চয়সঞ্চিতম্।
পুণ্যাপুণ্যং নৃণাং তদ্বৎ সুখদুঃখাঙ্কুরোদ্ভবম্॥
যথা বীজং হি ভূপাল পয়াংসি সমবেক্ষতে।
পুণ্যাপুণ্যে তথা কালদেশাখ্যকর্ম্মকারকম্॥
স্বল্পং পাপং কৃতং পুংসা দেশকালোপপাদিতম্।
পাদন্যাসকৃতং দুঃখং কণ্টকোত্থং প্রযচ্ছতি॥
তৎ প্রভূততরং স্থূলং শূলকীলকসম্ভবম্।
দুঃখং যচ্ছতি তদ্বচ্চ শিরোরোগাদি দুঃসহম্॥
অপথ্যাশনশীতোষ্ণশ্রমতাপাদিকারকম্।
তথান্যোঽন্যমপেক্ষন্তে পাপানি ফলসঙ্গমে॥
এবং মহান্তি পাপানি দীর্ঘরোগাদিবিক্রিয়াম্।
তদ্বচ্ছস্ত্রাগ্নিকৃচ্ছ্রার্ত্তিবন্ধনাদিফলায় বৈ॥
স্বল্পং পুণ্যং শুভং গন্ধং হেলয়া সম্প্রযচ্ছতি।
স্পর্শং বাপ্যথবা শব্দং রসং রূপমথাপি বা॥
চিরাদগ্রকৃতরং তদ্বন্মহান্তমপি কালজম্॥
এবঞ্চ সুখদুঃখানি পুণ্যাপুণ্যোদ্ভবানি বৈ।
ভুঞ্জানোঽনেকসংসারসম্ভবানীহ তিষ্ঠতি॥
জাতিদেশাবরুদ্ধানি জ্ঞানাজ্ঞানফলানি চ।
তিষ্ঠন্তি তত্র যুক্তানি লিঙ্গমাত্রেণ চাত্মনি॥
বপুষা মনসা বাচা ন কদাচিৎ কচিন্নরঃ।
অকুর্ব্বন্ পাপকং কর্ম্ম পুণ্যং বাপ্যবতিষ্ঠতে॥
যদ্যৎ প্রাপ্নোতি পুরুষো দুঃখং সুখমথাপি বা।
প্রভূতমথবা স্বল্পং বিক্রিয়াকারি চেতসঃ॥
তাবতা তস্য পুণ্যং বা পাপং বাপ্যথ চেতরৎ।
উপভোগাৎ ক্ষয়ং যাতি ভুজ্যমানমিবাশনম্॥
এবমেতে মহাপাপং যাতনাভিরহর্নিশম্।
ক্ষপয়ন্তি নরা ঘোরং নরকান্তর্বিবর্ত্তিনঃ॥
তথৈব রাজন্ পুণ্যানি স্বর্গলোকেঽমরৈঃ সহ।
গন্ধর্ব্বসিদ্ধাপ্সরসাং গীতাদ্যৈরুপভুঞ্জতে॥
দেবত্বে মানুষত্বে চ তির্য্যক্ত্বে চ শুভাশুভম্।
পুণ্যপাপোদ্ভবং ভুঙ্ক্তে সুখদুঃখোপলক্ষণম্॥
যৎ ত্বং পৃচ্ছসি মাং রাজন্ যাতনাঃ পাপকর্ম্মিণাম্
কেন কেনেতি পাপেন তৎ তে বক্ষ্যাম্যশেষতঃ
দুষ্টেন চক্ষুষা দৃষ্টাঃ পরদারা নরাধমৈঃ।
মানসেন চ দুষ্টেন পরদ্রব্যঞ্চ সস্পৃহৈঃ॥
বজ্রতুণ্ডাঃ খগাস্তেষাং হরন্ত্যেতে বিলোচনে।
পুনঃ পুনশ্চ সম্ভূতিরক্ষোরেষাং ভবত্যথ॥
যাবতোঽক্ষিনিমেষাংস্তু পাপমেভির্নৃভিঃ কৃতম্।
তাবদ্বর্ষসহস্রাণি নেত্রার্ত্তিং প্রাপ্নুবন্ত্যত॥
অসচ্ছাস্ত্রোপদেশাস্তু যৈর্দত্তা যৈশ্চ মন্ত্রিতাঃ।
সমাগ্দৃষ্টৈর্বিনাশায় রিপূণামপি মানবৈঃ॥
যঃ শাস্ত্রমন্যথা প্রোক্তং বৈরসদ্বাগুদাহৃতা।
বেদদেবদ্বিজাতীনাং গুরোর্নিন্দা চ যৈঃ কৃতা॥
হরন্তি তেষাং জিহ্বাশ্চ জায়মানাঃ পুনঃ পুনঃ।
তাবতো বৎসরানেতে বজ্রতুণ্ডাঃ সুদারুণাঃ॥
মিত্রভেদং তথা পিত্রা পুত্রস্য স্বজনস্য চ।
যাজ্যোপাধ্যায়য়োর্মাত্রা সুতস্য সহচারিণঃ॥
ভার্য্যাপত্যোশ্চ যে কেচিদ্ভেদং চক্রুর্নরাধমাঃ।
ত ইমে পশ্য পাট্যন্তে করপত্রেণ পার্থিব॥
পরোপতাপকা যে চ যে চাহ্লাদনিষেধকাঃ।
তালবৃন্তানিলস্থানচন্দনোশীরহারিণঃ॥
প্রাণান্তিকং দদুস্তাপমদুষ্টানাঞ্চ যেঽধমাঃ।
করম্ভবালুকাসংস্থাস্ত ইমে পাপভাগিনঃ॥
ভুঙ্ক্তে শ্রাদ্ধন্তু যোঽন্যস্য নরোঽন্যেন নিমন্ত্রিতঃ
দৈবে বাপ্যথবা পিত্র্যে স দ্বিধা কৃষ্যতে খগৈঃ॥
মর্ম্মাণি যস্তু সাধূনামসদ্বাগ্‌ভির্নিকৃন্ততি।
তমিমে তুদমানাস্তু খগাস্তিষ্ঠন্ত্যবারিতাঃ॥
যঃ করোতি চ পৈশুন্যমন্যবাগন্যথামতিঃ।
পাট্যতে হি দ্বিধা জিহ্বা তস্যেত্থং নিশিতৈঃ ক্ষুরৈঃ

গোব্রাহ্মণাগ্নয়ঃ স্পৃষ্টা যৈরুচ্ছিষ্টৈর্নরেশ্বর।
তেষামেতেঽগ্নিকুম্ভেষু লেলিহন্ত্যাহিতাঃ করাঃ ॥
সূর্য্যেন্দুতারকা দৃষ্টা যৈরুচ্ছিষ্টৈস্তু কামতঃ।
তেষাং যামৈর্নরৈর্নেত্রে ন্যস্তো বহ্নিঃ সমেধ্যতে
গাবোঽগ্নির্জননী বিপ্রো জ্যেষ্ঠভ্রাতা পিতা স্বসা।
যাময়ো গুরবো বৃদ্ধা যৈঃ স্পৃষ্টাস্তু পদা নৃভিঃ ॥
বদ্ধাঙ্ঘ্রয়স্তে নিগড়ৈর্লৌহৈরগ্নিপ্রতাপিতৈঃ।
অঙ্গাররাশিমধ্যস্থাস্তিষ্ঠন্ত্যাজানুদাহিনঃ ॥
পায়সং কৃশরং ছাগো দেবান্নানি চ যানি বৈ।
ভুক্তানি যৈরসংস্কৃত্য তেষাং নেত্রাণি পাপিনাম্ ॥
নিপাতিতানাং ভূপৃষ্ঠে উদ্বৃত্তাক্ষি নিরীক্ষতাম্।
সন্দংশৈঃ পশ্য কৃষ্যন্তে নরৈর্য্যাম্যৈর্মুখাৎ ততঃ ॥
গুরুদেবদ্বিজাতীনাং বেদানাঞ্চ নরাধমৈঃ।
নিন্দা নিশামিতা যৈশ্চ পাপানামভিনন্দতাম্ ॥
তেষাময়োময়ান্ কীলানগ্নিবর্ণান্ পুনঃ পুনঃ।
কর্ণেষু প্রেরয়ন্ত্যেতে যাম্যা বিলপতামপি ॥
যৈঃ প্রপাদেববিপ্রৌকোদেবালয়-সভাঃ শুভাঃ।
ভঙ্ক্ত্বা বিধ্বংসমানীতাঃ ক্রোধলোভানুবর্ত্তিভিঃ
তেষামেতৈঃ শিতৈঃ শস্ত্রৈর্মুহুর্বিলপতাং ত্বচঃ।
পৃথক্ কুর্ব্বন্তি বৈ যাম্যাঃ শরীরাদতিদারুণাঃ ॥
গোব্রাহ্মণার্কমার্গাংস্তু যেঽবমেহন্তি মানবাঃ।
তেষামেতানি কৃষ্যন্তে গুদেনান্ত্রাণি বায়সৈঃ ॥
দত্ত্বা কন্যাং যত্র কস্মৈ দ্বিতীয়ায় প্রযচ্ছতি।
স ত্বেবং নৈকধা ছিন্নং ক্ষারনদ্যাং প্রবাহ্যতে ॥
স্বপোষণপরো যস্তু পরিত্যজতি মানবঃ।
পুত্রভৃত্যকলত্রাদিবন্ধুবর্গমকিঞ্চনম্ ॥
দুর্ভিক্ষে সম্ভ্রমে বাপি সোঽপ্যেবং যমকিঙ্করৈঃ।
উৎকৃত্য দত্তানি মুখে স্বমাংসান্যশ্নুতে ক্ষুধা ॥
শরণাগতান্ যস্ত্যজতি লোভাদ্বৃত্ত্যুপজীবিনঃ।
সোঽপ্যেবং যন্ত্রপীড়াভিঃ পীড্যতে যমকিঙ্করৈঃ ॥
সুকৃতং যে প্রযচ্ছন্তি যাবজ্জন্মকৃতং নরাঃ।
তে পিষ্যন্তে শিলাপেষৈর্যথৈতে পাপকর্ম্মিণঃ ॥
ন্যাসাপহারিণো বদ্ধাঃ সর্ব্বগাত্রেষু বন্ধনৈঃ।
কৃমিবৃশ্চিককাকোলৈর্ভুজ্যন্তেঽহর্নিশং নরাঃ ॥
ক্ষুৎক্ষামাস্তুট্পতজ্জিহ্বা তালবো বেদনাতুরাঃ।
দিবামৈথুনিনঃ পাপাঃ পরদারভুজশ্চ যে ॥
তথৈব কণ্টকৈর্দীর্ঘৈরায়সৈঃ পশ্য শাল্মলিম্।
আরোপিতা বিভিন্নাঙ্গাঃ প্রভূতাসৃক্স্রবাবিলাঃ ॥
মূষায়ামপি পশ্যৈতান্ নাশ্যমানান্ যমানুগৈঃ।
পুরুষৈঃ পুরুষব্যাঘ্র পরদারাবমর্ষিণঃ ॥

উপাধ্যায়মধঃ কৃত্বা স্তব্ধো যোঽধ্যয়নং নরঃ।
গৃহ্ণাতি শিল্পমথবা সোঽপ্যেবং শিরসা শিলাম্ ॥
বিভ্রৎ ক্লেশমবাপ্নোতি জনমার্গেঽতিপীড়িতঃ।
ক্ষুৎক্ষামোঽহর্নিশং ভারপীড়াব্যথিতমস্তকঃ ॥
মূত্রশ্লেষ্মপুরীষাণি যৈরুৎসৃষ্টানি বারিণি।
ত ইমে শ্লেষ্মবিণ্মূত্রদুর্গন্ধং নরকং গতাঃ ॥
পরস্পরঞ্চ মাংসানি ভক্ষয়ন্তি ক্ষুধান্বিতাঃ।
ভুক্তং নাতিথ্যবিধিনা পূর্ব্বমেভিঃ পরস্পরম্ ॥
অপবিদ্ধাস্তু যৈর্বেদা বহ্নয়শ্চাহিতাগ্নিভিঃ।
ত ইমে শৈলশৃঙ্গাগ্রাৎ পাত্যন্তেঽধঃ পুনঃ পুনঃ ॥
পুনর্ভূপতয়ো জীর্ণা যাবজ্জীবন্তি যে নরাঃ।
ইমে কৃমিত্বমাপন্না ভক্ষ্যন্তেঽত্র পিপীলিকৈঃ ॥
পতিতপ্রতিগ্রহাদানাদ্যজনান্নিত্যসেবনাৎ।
পাষাণমধ্যকীটত্বং নরঃ সততমশ্নুতে ॥
পশ্যতো ভৃত্যবর্গস্য মিত্রাণামতিথেস্তথা।
একো মিষ্টান্নভুগ্ভুঙ্ক্তে জ্বলদঙ্গারসঞ্চয়ম্ ॥
বৃকৈর্ভয়ঙ্করৈঃ পৃষ্ঠং নিত্যমস্যোপভুজ্যতে।
পৃষ্ঠমাংসং নৃপৈতেন যতো লোকস্য ভক্ষিতম্ ॥
অন্ধোঽথ বধিরো মূকো ভ্রাম্যতেঽয়ং ক্ষুধাতুরঃ।
অকৃতজ্ঞোঽধমঃ পুংসামুপকারেষু বর্ত্ততাম্ ॥
অয়ং কৃতঘ্নো মিত্রাণামপকারী সুদুর্ম্মতিঃ।
তপ্তকুম্ভে নিপততি ততো যাস্যতি পেষণম্ ॥
করম্ভবালুকাং তস্মাৎ ততো যন্ত্রাবপীড়নম্।
অসিপত্রবনং তস্মাৎ করপত্রেণ পাটনম্ ॥
কালসূত্রে তথা চ্ছেদমনেকাশ্চৈব যাতনাঃ।
প্রাপ্য নিষ্কৃতিমেতস্মান্ন বেদ্মি কথমেষ্যতি ॥
শ্রাদ্ধসঙ্গতিনো বিপ্রাঃ সমুৎপত্য পরস্পরম্।
দুষ্টা হি নিঃসৃতং ফেনং সর্ব্বাঙ্গেভ্যঃ পিবন্তি বৈ॥
সুবর্ণস্তেয়ী বিপ্রঘ্নঃ সুরাপো গুরুতল্পগঃ।
অধশ্চোর্দ্ধঞ্চ দীপ্তাগ্নৌ দহ্যমানাঃ সমন্ততঃ ॥
তিষ্ঠন্ত্যব্দসহস্রাণি সুবহূনি ততঃ পুনঃ।
জায়ন্তে মানবাঃ কুষ্ঠক্ষয়রোগাদিচিহ্নিতাঃ ॥
মৃতাঃ পুনশ্চ নরকং পুনর্জাতাশ্চ তাদৃশম্।
ব্যাধিমৃচ্ছন্তি কল্পান্তপরিমাণং নরাধিপ ॥
গোঘ্নো ন্যূনতরং যাতি নরকেঽথ ত্রিজন্মনি।
তথোপপাতকানাঞ্চ সর্ব্বেষামিতি নিশ্চয়ঃ ॥
নরকপ্রচ্যুতা যানি যৈর্যৈর্বিহিতপাতকৈঃ।
প্রয়ান্তি যোনিজাতানি তন্মে নিগদতঃ শৃণু ॥

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে জড়োপাখ্যানে
পিতাপুত্রসংবাদে চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

—•:•—

যমকিঙ্কর উবাচ।

পতিতাৎ প্রতিগৃহ্যার্থং খরযোনিং ব্রজেদ্দ্বিজঃ।
নরকাৎ প্রতিমুক্তস্তু ক্রমিঃপতিতযাজকঃ॥
উপাধ্যায়ব্যলীকন্তু কৃত্বা শ্বা ভবতি দ্বিজঃ।
তজ্জায়াং মনসা বাঞ্ছন্ তদ্দ্রব্যঞ্চাপ্যসংশয়ম্॥
গর্দ্দভো জায়তে জন্তুঃ পিত্রোশ্চাপ্যবমানকঃ।
মাতাপিতরাবাক্রুশ্য শারিকা সম্প্রজায়তে॥
ভ্রাতুষ্পত্নাবমন্তা চ কপোতত্বং প্রপদ্যতে।
তামেব পীড়য়িত্বা তু কচ্ছপত্বং প্রপদ্যতে॥
ভর্ত্তৃপিণ্ডমুপাশ্নন্ যস্তদিষ্টং ন নিষেবতে।
সোঽপি মোহসমাপন্নো জায়তে বানরো মৃতঃ॥
ন্যাসাপহর্ত্তা নরকাদ্বিমুক্তো জায়তে ক্রমিঃ।
অসূয়কশ্চ নরকান্মুক্তো ভবতি রাক্ষসঃ॥
বিশ্বাসহন্তা চ নরো মীনযোনৌ প্রজায়তে।
ধান্যং যবাংস্তিলান্ মাষান্ কুলত্থান্ সর্ষপাংশ্চণান্॥
কলায়ান্ কলমান্ মুদ্গান্ গোধুমানতসীস্তথা।
শস্যান্যন্যানি বা হৃত্বা মোহাজ্জন্তুরচেতনঃ॥
সঞ্জায়তে মহাবক্ত্রো মুষিকো বভ্রুসন্নিভঃ।
পরদারাভিমর্ষাত্তু বৃকো ঘোরোঽভিজায়তে॥
শ্বা শৃগালো বকো গৃধ্রো ব্যাড়ঃ কঙ্কস্তথা ক্রমাৎ।
ভ্রাতৃভার্য্যাঞ্চ দুর্ব্বুদ্ধির্যো ধর্ষয়তি পাপকৃৎ॥
পুংস্কোকিলত্বমাপ্নোতি স চাপি নরকাচ্চ্যুতঃ॥
সখিভার্য্যাং গুরোর্ভার্য্যাং রাজভার্য্যাঞ্চ পাপকৃৎ।
প্রধর্ষয়িত্বা কামাত্মা শূকরো জায়তে নরঃ॥
যজ্ঞদানবিবাহানাং বিঘ্নকর্ত্তা ভবেৎ ক্রমিঃ।
পুনর্দ্দাতা চ কন্যায়াঃ ক্রমিরেবোপজায়তে॥
দেবতাপিতৃবিপ্রাণামদত্ত্বা যোঽন্নমশ্নুতে।
বিমুক্তো নরকাৎ সোঽতি বায়সঃ সম্প্রজায়তে॥
জ্যেষ্ঠং পিতৃসমং বাপি ভ্রাতরং যোঽবমন্যতে।
নরকাৎ সোঽপি বিভ্রষ্টঃ ক্রৌঞ্চযোনৌ প্রজায়তে॥
শূদ্রশ্চ ব্রাহ্মণীং গত্বা ক্রমিযোনৌ প্রজায়তে।
তস্যামপত্যমুৎপাদ্য কাষ্ঠান্তঃকীটকো ভবেৎ॥
শূকরঃ ক্রমিকো মদ্গুশ্চণ্ডালশ্চ প্রজায়তে।
অকৃতজ্ঞোঽধমঃ পুংসাং বিমুক্তো নরকান্নরঃ॥
কৃতঘ্নঃ ক্রমিকঃ কীটঃ পতঙ্গো বৃশ্চিকস্তথা।
মৎস্যস্তু বায়সঃ কূর্ম্মঃ পুক্কসো জায়তে ততঃ॥
অশস্ত্রং পুরুষং হত্বা নরঃ সঞ্জায়তে খরঃ।
ক্রমিঃ স্ত্রীবধকর্ত্তা চ বালহন্তা চ জায়তে॥
ভোজনং চোরয়িত্বা তু মক্ষিকা জায়তে নরঃ।
তত্রাপ্যস্তি বিশেষো বৈ ভোজনস্য শৃণুষ্ব তৎ॥
হৃত্বান্নন্তু স মার্জ্জারো জায়তে নরকাচ্চ্যুতঃ।
তিলপিণ্যাকসংমিশ্রমন্নং হৃত্বা তু মূষিকঃ॥
ঘৃতং হৃত্বা চ নকুলঃ কাকো মদ্গুরজামিষম্।
মৎস্যমাংসাপহৃৎ কাকঃ শ্যেনো মার্গামিষাপহৃৎ॥
বীচীকাকস্ত্বপহৃতে লবণে দধনি ক্রিমিঃ।
চোরয়িত্বা পয়শ্চাপি বলাকা সম্প্রজায়তে॥
যস্তু চোরয়তে তৈলং তৈলপায়ী স জায়তে।
মধু হৃত্বা নরো দংশঃ পূপং হৃত্বা পিপীলিকঃ॥
চোরয়িত্বা তু নিষ্পাবান্ জায়তে গৃহগোলকঃ।
আসবং চোরয়িত্বা তু তিত্তিরিত্বমবাপ্নুয়াৎ॥
অয়ো হৃত্বা তু পাপাত্মা বায়সঃ সম্প্রজায়তে।
হৃতে কাংস্যে চ হারীতঃ কপোতো রূপ্যভাজনে॥
হৃত্বা তু কাঞ্চনং ভাণ্ডং ক্রমিযোনৌ প্রজায়তে।
পত্রোর্ণং চোরয়িত্বা তু ক্রকরত্বঞ্চ গচ্ছতি॥
কোষকারশ্চ কৌষেয়ে হৃতে বস্ত্রেঽভিজায়তে।
দুকূলে শার্ঙ্গিকে পাপো হৃতে চৈবাংশুকে শুকঃ॥
তথৈবাজাবিকং হৃত্বা বস্ত্রং ক্ষৌমঞ্চ জায়তে।
কার্পাসিকে হৃতে ক্রৌঞ্চো বহ্নিহর্ত্তা বকস্তথা॥
ময়ূরো বর্ণকান্ হৃত্বা শাকপত্রঞ্চ জায়তে।
জীবঞ্জীবকতাং যাতি রক্তবস্ত্রাপহৃন্নরঃ॥
ছুচ্ছুন্দরিঃ শুভান্ গন্ধান্ বাসো হৃত্বা শশো ভবেৎ॥
ষণ্ডঃ ফলাপহরণাৎ কাষ্ঠস্য ঘুণকীটকঃ॥
পুষ্পাপহৃদ্দরিদ্রশ্চ পঙ্গুর্যানাপহৃন্নরঃ।
শাকহর্ত্তা চ হারীতস্তোয়হর্ত্তা চ চাতকঃ॥
ভূহর্ত্তা নরকান্ গত্বা রৌরবাদীন্ সুদারুণান্।
তৃণ-গুল্মলতাবল্লিত্বক্সারতরুতাং ক্রমাৎ।
প্রাপ্য ক্ষীণাল্পপাপস্তু নরো ভবতি বৈ ততঃ॥
ক্রমিঃ কীটঃ পতঙ্গোঽথ পক্ষী তোয়চরো মৃগঃ।
গোত্বং প্রাপ্য চ চণ্ডালপুক্কসাদিজুগুপ্সিতম্॥
পঙ্গ্বন্ধো বধিরঃ কুষ্ঠী যক্ষ্মণা চ প্রপীড়িতঃ।
মুখরোগাক্ষিরোগৈশ্চ গুদরোগৈশ্চ বাধ্যতে॥
অপস্মারী চ ভবতি শূদ্রত্বঞ্চ স গচ্ছতি॥
এষ এব ক্রমো দৃষ্টো গোসুবর্ণাপহারিণাম্।
বিদ্যাপহারিণশ্চোগ্রা নিষ্ক্রয়ভ্রংশিনো গুরোঃ॥
জায়ামন্যস্য পুরুষঃ পারক্যাং প্রতিপাদয়ন্।
প্রাপ্নোতি ষণ্ডতাং মূঢ়ো যাতনাভ্যঃ পরিচ্যুতঃ॥

যঃ করোতি নরো হোমমসমিদ্ধে বিভাবসৌ।
সোঽজীর্ণব্যাধিদুঃখার্ত্তো মন্দাগ্নিঃ সম্প্রজায়তে ॥
পরনিন্দা কৃতঘ্নত্বং পরমর্ম্মাবঘট্টনম্।
নৈষ্ঠুর্য্যং নির্ঘৃণত্বঞ্চ পরদারোপসেবনম্ ॥
পরস্বহরণাশৌচং দেবতানাঞ্চ কুৎসনা।
নিকৃত্যা বঞ্চনং নৃণাং কার্পণ্যঞ্চ নৃণাং বধঃ ॥
যানি চ প্রতিষিদ্ধানি তৎপ্রবৃত্তিশ্চ সন্ততা।
উপলক্ষ্যাণি জানীয়ান্মুক্তানাং নরকাদনু ॥
দয়া ভূতেষু সম্বাদঃ পরলোকপ্রতিক্রিয়া।
সত্যং ভূতহিতার্থোক্তির্বেদপ্রামাণ্যদর্শনম্ ॥
গুরুদেবর্ষিসিদ্ধর্ষিপূজনং সাধুসঙ্গমঃ।
সৎক্রিয়াভ্যসনং মৈত্রীমিতি বুদ্ধ্যেত পণ্ডিতঃ ॥
অন্যানি চৈব সদ্ধর্ম্মক্রিয়াভূতানি যানি চ।
স্বর্গচ্যুতানাং লিঙ্গানি পুরুষাণামপাপিনাম্ ॥
এতদুদ্দেশতো রাজন্ ভবতঃ কথিতং ময়া।
স্বকর্ম্মফলভোক্তৄণাং পুণ্যানাং পাপিনাস্তথা ॥
তদেহ্যন্যত্র গচ্ছামো দৃষ্টং সর্ব্বং ত্বয়াধুনা।
ত্বয়া দৃষ্টো হি নরকস্তদেহ্যন্যত্র গম্যতাম্ ॥

পুত্র উবাচ।

ততস্তমগ্রতঃ কৃত্বা স রাজা গন্তুমুদ্যতঃ।
ততশ্চ সর্ব্বৈরুৎক্রুষ্টং যাতনাস্থায়িভির্নৃভিঃ
প্রসাদং কুরু ভূপেতি তিষ্ঠ তাবন্মুহূর্ত্তকম্।
ত্বদঙ্গসঙ্গী পবনো মনো হ্লাদয়তে হি নঃ ॥
পরিতাপঞ্চ গাত্রেভ্যঃ পীড়াবাধাশ্চ কৃৎস্নশঃ।
অপহন্তি নরব্যাঘ্র দয়াং কুরু মহীপতে ॥
এতৎ শ্রুত্বা বচস্তেষাং তং যাম্যপুরুষং নৃপঃ।
পপ্রচ্ছ কথমেতেষামাহ্লাদো ময়ি তিষ্ঠতি ॥
কিং ময়া কর্ম্ম তৎ পুণ্যং মর্ত্ত্যলোকে মহৎ কৃতম্
আহ্লাদদায়িনী বৃষ্টির্যেনেয়ং তদুদীরয় ॥

যমপুরুষ উবাচ।

পিতৃদেবাতিথিপ্রৈষ্যশিষ্টেনান্নেন তে তনুঃ।
পুষ্টিমভ্যাগতা যস্মাৎ তদ্গতঞ্চ মনো যতঃ ॥
ততস্ত্বদ্গাত্রসংসর্গী পবনো হ্লাদদায়কঃ।
পাপকর্ম্মকৃতো রাজন্ যাতনা ন প্রবাধতে ॥
অশ্বমেধাদয়ো যজ্ঞাস্ত্বয়েষ্টা বিধিবদ্যতঃ।
ততস্ত্বদ্দর্শনাদ্যাম্যা যন্ত্রশস্ত্রাগ্নিবায়সাঃ ॥
পীড়নচ্ছেদদাহাদিমহাদুঃখস্য হেতবঃ।
মৃদুত্বমাগতা রাজন্ তেজসাপহতাস্তব ॥

রাজোবাচ।

ন স্বর্গে ব্রহ্মলোকে বা তৎ সুখং প্রাপ্যতে নরৈঃ
যদার্ত্তজন্তুনির্ব্বাণদানোত্থমিতি মে মতিঃ ॥
যদি মৎসন্নিধাবেতান্ যাতনা ন প্রবাধতে।
ততো ভদ্রমুখাত্রাহং স্থাস্যে স্থাণুরিবাচলঃ ॥

যমপুরুষ উবাচ।

এহি রাজন্ প্রগচ্ছামো নিজপুণ্যসমর্জ্জিতান্।
ভুঙ্ক্ষ ভোগানপাস্যেহ যাতনাঃ পাপকর্ম্মণাম্ ॥

রাজোবাচ।

তস্মান্ন তাবদ্যাস্যামি যাবদেতে সুদুঃখিতাঃ।
মৎসন্নিধানাৎ সুখিনো ভবন্তি নরকৌকসঃ ॥
ধিক্ তস্য জীবনং পুংসঃ শরণার্থিনমাতুরম্।
যো নার্ত্তমনুগৃহ্লাতি বৈরিপক্ষমপি ধ্রুবম্ ॥
যজ্ঞদানতপাংসীহ পরত্র চ ন ভূতয়ে।
ভবন্তি তস্য যস্যার্ত্তপরিত্রাণে ন মানসম্ ॥
নরস্য যস্য কঠিনং মনো বালাতুরাদিষু।
বৃদ্ধেষু চ ন তং মন্যে মানুষং রাক্ষসো হি সঃ ॥
এতেষাং সন্নিকর্ষাৎ তু যদ্যগ্নিপরিতাপজম্।
তথোগ্রগন্ধজং বাপি দুঃখং নরকসম্ভবম্ ॥
ক্ষুৎপিপাসাভবং দুঃখং যচ্চ মূর্চ্ছাপদং মহৎ।
এতেষাং ত্রাণদানন্তু মন্যে স্বর্গসুখাৎ পরম্ ॥
প্রাপ্স্যন্ত্যার্ত্তা যদি সুখং বহবো দুঃখিতে ময়ি।
কিন্নু প্রাপ্তং ময়া ন স্যাত্তস্মাত্ত্বং ব্রজ মাচিরম্ ॥

যমপুরুষ উবাচ

এষ ধর্ম্মশ্চ শক্রশ্চ ত্বাং নেতুং সমুপাগতৌ।
অবশ্যমস্মাদ্গন্তব্যং তস্মাৎ পার্থিব গম্যতাম্

ধর্ম্ম উবাচ

নয়ামি ত্বামহং স্বর্গং ত্বয়া সম্যগুপাসিতঃ।
বিমানমেতদারুহ্য মা বিলম্বস্ব গম্যতাম্ ॥

রাজোবাচ।

নরকে মানবা ধর্ম্ম পীড্যন্তেঽত্র সহস্রশঃ।
ত্রাহীতি চার্ত্তাঃ ক্রন্দন্তি মামতো ন ব্রজাম্যহম্।

ইন্দ্র উবাচ।

কর্ম্মণা নরকপ্রাপ্তিরেতেষাং পাপকর্ম্মিণাম্।
স্বর্গস্ত্বয়াপি গন্তব্যো নৃপ পুণ্যেন কর্ম্মণা ॥

রাজোবাচ।

যদি জানাসি ধর্ম্ম ত্বং ত্বং বা শক্র শচীপতে।
মম যাবৎপ্রমাণন্তু শুভং তদ্বক্তুমর্হথঃ ॥

ধর্ম্ম উবাচ।

অব্বিন্দবো যথাম্ভোধৌ যথা বা দিবি তারকাঃ।
যথা বা বর্ষতো ধারা গঙ্গায়াং সিকতা যথা॥
অসংখ্যেয়া মহারাজ যথা বিন্দাদয়ো হ্যপাম্।
তথা তবাপি পুণ্যস্য সংখ্যা নৈবোপপদ্যতে॥
অনুকম্পামিমামদ্য নারকেষ্বিহ কুর্ব্বতঃ।
তদেব শতসাহস্রসংখ্যামুপগতং তব॥
তদ্গচ্ছ ত্বং নৃপশ্রেষ্ঠ তদ্ভোক্তুমমরালয়ম্।
এতেঽপি পাপং নরকে ক্ষপয়ন্তু স্বকর্ম্মজম্॥

রাজোবাচ।

কথং স্পৃহাং করিষ্যন্তি মৎসম্পর্কেষু মানবাঃ।
যদি মৎসন্নিধাবেষামুৎকর্ষো নোপজায়তে॥
তস্মাদ্যৎ সুকৃতং কিঞ্চিন্মমাস্তি ত্রিদশাধিপ।
তেন মুচ্যন্তু নরকাৎ পাপিনো যাতনাং গতাঃ॥

ইন্দ্র উবাচ।

এবমূর্দ্ধতরং স্থানং ত্বয়াবাপ্তং মহীপতে।
এতাংশ্চ নরকাৎ পশ্য বিমুক্তান্ পাপকারিণঃ॥

পুত্র উবাচ।

ততোঽপতৎ পুষ্পবৃষ্টিস্তস্যোপরি মহীপতেঃ।
বিমানঞ্চাধিরোপ্যৈনং স্বর্লোকমনয়দ্ধরিঃ॥
অহঞ্চান্যে চ যে তত্র যাতনাভ্যঃ পরিচ্যুতাঃ।
স্বকর্ম্মফলনির্দ্দিষ্টং ততো জাত্যন্তরং গতাঃ॥
এবমেতে সমাখ্যাতা নরকা দ্বিজসত্তম।
যেন যেন চ পাপেন যাং যাং যোনিমুপৈতি বৈ॥
তৎ তৎ সর্ব্বং সমাখ্যাতং যথা দৃষ্টং ময়া পুরা।
পুরানুভবজং জ্ঞানমবাপ্যাবিতথং তব।
অতঃ পরং মহাভাগ কিমন্যৎ কথয়ামি তে॥

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে পিতা-পুত্র-
সংবাদে পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ॥

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

—০:০—

পিতোবাচ।

কথিতং মে ত্বয়া বৎস সংসারস্য ব্যবস্থিতম্।
স্বরূপমতিহেয়স্য ঘটীযন্ত্রবদব্যয়ম্॥
যদেবমেতদখিলং ময়াবগতমীদৃশম্।
কিং ময়া বদ কর্ত্তব্যমেবমস্মিন্ ব্যবস্থিতে॥

পুত্র উবাচ।

যদি মদ্বচনং তাত শ্রদ্দধাস্যবিশঙ্কিতঃ।
তৎ পরিত্যজ্য গার্হস্থ্যং বানপ্রস্থপরো ভব॥
তমনুষ্ঠায় বিধিবদ্বিহায়াগ্নিপরিগ্রহম্।
আত্মন্যাত্মানমাধায় নির্দ্বন্দ্বো নিষ্পরিগ্রহঃ॥
একান্তরাশী বশ্যাত্মা ভব ভিক্ষুরতন্দ্রিতঃ।
তত্র যোগপরো ভূত্বা বাহ্যস্পর্শবিবর্জ্জিতঃ॥
ততঃ প্রাপ্স্যসি তং যোগং দুঃখসংযোগভেষজম্
মুক্তিহেতুমনৌপম্যমনাখ্যেয়মসঙ্গিনম্।
যৎসংযোগান্ন তে যোগো ভূয়ো ভূতৈর্ভবিষ্যতি॥

পিতোবাচ।

বৎস যোগং মমাচক্ষ্ব মুক্তিহেতুমতঃ পরম্।
যেন ভূতৈঃ পুনর্ভূতো নেদৃগ্দুঃখমবাপ্নুয়াম্॥
যত্রাসক্তিপরস্যাত্মা মম সংসারবন্ধনৈঃ।
নৈতি যোগমযোগেঽপি তং যোগমধুনা বদ॥
সংসারাদিত্যতাপার্ত্তিবিপ্লুষ্যদ্দেহমানসম্।
ব্রহ্মজ্ঞানাম্বুশীতেন সিঞ্চ মাং বাক্যবারিণা॥
অবিদ্যাকৃষ্ণসর্পেণ দষ্টং তদ্বিষপীড়িতম্।
স্ববাক্যামৃতপানেন মাং জীবয় পুনর্মৃতম্॥
পুত্রদারগৃহক্ষেত্রমমত্বনিগড়ার্দ্দিতম্।
মাং মোচয়েষ্টসদ্ভাববিজ্ঞানোদ্ঘাটনৈস্ত্বরন্॥

পুত্র উবাচ।

শৃণু তাত যথা যোগো দত্তাত্রেয়েণ ধীমতা।
অলর্কায় পুরা প্রোক্তঃ সম্যক্ পৃষ্টেন বিস্তরাৎ॥

পিতোবাচ।

দত্তাত্রেয়ঃ সুতঃ কস্য কথং বা যোগমুক্তবান্।
কশ্চালর্কো মহাভাগো যো যোগং পরিপৃষ্টবান্॥

পুত্র উবাচ।

কৌশিকো ব্রাহ্মণঃ কশ্চিৎ প্রতিষ্ঠানেঽভবৎ পুরে
সোঽন্যজন্মকৃতৈঃ পাপৈঃ কুষ্ঠরোগাতুরোঽভবৎ॥
তং তথা ব্যাধিতং ভার্য্যা পতিং দেবমিবার্চ্চয়ৎ।
পাদাভ্যঙ্গাঙ্গসংবাহস্নানাচ্ছাদনভোজনৈঃ॥
শ্লেষ্মমূত্রপুরীষাসৃক্প্রবাহক্ষালনেন চ।
রহশ্চৈবোপচারেণ প্রিয়সম্ভাষণেন চ॥
স তয়া পূজ্যমানোঽপি সদাতীববিনীতয়া।
অতীবতীব্রকোপত্বান্নির্ভর্ৎসয়তি নিষ্ঠুরঃ॥
তথাপি প্রণতা ভার্য্যা তমমন্যত দৈবতম্।
তং তথাপ্যতিবীভৎসং সর্ব্বশ্রেষ্ঠমমন্যত॥
অচংক্রমণশীলোঽপি স কদাচিদ্দ্বিজোত্তমঃ।
প্রাহ ভার্য্যাং নয়স্বেতি ত্বং মাং তস্যা নিবেশনম্॥
যা সা বেশ্যা ময়া দৃষ্টা রাজমার্গে গৃহোষিতা।
তাং মাং প্রাপয় ধর্ম্মজ্ঞে সৈব মে হৃদি বর্ত্ততে॥

দৃষ্টা সূর্য্যোদয়ে বালা রাত্রিশ্চেয়মুপাগতা।
দর্শনানন্তরং সা মে হৃদয়ান্নাপসর্পতি ॥
যদি সা চারুসর্ব্বাঙ্গী পীনশ্রোণিপয়োধরা।
নোপগূহতি তন্বঙ্গী তস্যাং দ্রক্ষ্যসি বৈ মৃতম্ ॥
বামঃ কামো মনুষ্যাণাং বহুভিঃ প্রার্থ্যতে চ সা।
মমাশক্তিশ্চ গমনে সঙ্কুলং প্রতিভাতি মে ॥
তৎ তদা বচনং শ্রুত্বা ভর্ত্তুঃ কামাতুরস্য সা।
তৎপত্নী সৎকুলোৎপন্না মহাভাগা পতিব্রতা ॥
গাঢ়ং পরিকরং বদ্ধা শুল্কমাদায় চাধিকম্।
স্কন্ধে ভর্ত্তারমাদায় জগাম মৃদুগামিনী ॥
নিশি মেঘাবৃতে ব্যোম্নি চলদ্বিদ্যুৎপ্রদর্শিতে।
রাজমার্গে প্রিয়ং ভর্ত্তুশ্চিকীর্ষন্তী দ্বিজাঙ্গনা ॥
পথি শূলে তথা প্রোতমচৌরং চৌরশঙ্কয়া।
মাণ্ডব্যমতিদুঃখার্ত্তমন্ধকারেঽথ স দ্বিজঃ ॥
পত্নীস্কন্ধে সমারূঢ়শ্চালয়ামাস কৌশিকঃ।
পাদাবমর্ষণাৎ ক্রুদ্ধো মাণ্ডব্যস্তমুবাচ হ ॥
যেনাহমেবমত্যার্ত্তং দুঃখিতশ্চালিতঃ পদা।
দশাং কষ্টামনুপ্রাপ্তঃ স পাপাত্মা নরাধমঃ ॥
সূর্য্যোদয়েঽবশঃ প্রাণৈর্বিমোক্ষ্যতি ন সংশয়ঃ।
ভাস্করালোকনাদেব স বিনাশমবাপ্স্যতি ॥
তস্য ভার্য্যা ততঃ শ্রুত্বা তং শাপমতিদারুণম্।
প্রোবাচ ব্যথিতা সূর্য্যো নৈবোদয়মুপৈষ্যতি ॥
ততঃ সূর্য্যোদয়াভাবাদভবৎ সন্ততা নিশা।
বহূন্যহঃপ্রমাণানি ততো দেবা ভয়ং যযুঃ ॥
নিঃস্বাধ্যায়বষট্কারস্বধাস্বাহাবিবর্জ্জিতম্।
কথং নু খল্বিদং সর্ব্বং ন গচ্ছেৎ সংক্ষয়ং জগৎ ॥
অহোরাত্রব্যবস্থায়া বিনা মাসর্ত্তুসংক্ষয়ঃ।
তৎসংক্ষয়ান্ন ত্বয়নে জায়েতে দক্ষিণোত্তরে ॥
বিনা চায়নবিজ্ঞানাৎ কালঃ সংবৎসরঃ কুতঃ।
সংবৎসরং বিনা নাস্তৎ কালজ্ঞানং প্রবর্ত্ততে ॥
পতিব্রতায়া বচসা নোদ্গচ্ছতি দিবাকরঃ।
সূর্য্যোদয়ং বিনা নৈব স্নানদানাদিকাঃ ক্রিয়াঃ ॥
নাগ্নের্বিহরণঞ্চৈব ক্রত্বভাবশ্চ লক্ষ্যতে।
ন বাপ্যায়নমস্মাকং বিনা হোমেন জায়তে ॥
বয়মাপ্যায়িতা মর্ত্ত্যৈর্যজ্ঞভাগৈর্যথোচিতৈঃ।
বৃষ্ট্যা তাননুগৃহ্ণীমো মর্ত্ত্যান্ শস্যাদিসিদ্ধয়ে ॥
নিষ্পাদিতাস্বোষধীষু মর্ত্ত্যা যজ্ঞে যজন্তি নঃ।
তেষাং বয়ং প্রযচ্ছামঃ কামান্ যজ্ঞাদিপূজিতাঃ
অধো হি বর্ষাম বয়ং মর্ত্ত্যাশ্চোর্দ্ধপ্রবর্ষিণঃ।
তোয়বর্ষেণ হি বয়ং হবির্ব্বর্ষেণ মানবাঃ ॥
যে নাস্মাকং প্রযচ্ছন্তি নিত্যনৈমিত্তিকীঃ ক্রিয়াঃ
ক্রতুভাগং দুরাত্মানঃ স্বয়ঞ্চাশ্নন্তি লোলুপাঃ ॥
বিনাশায় বয়ং তেষাং তোয়সূর্য্যাগ্নিমারুতান্।
ক্ষিতিঞ্চ সন্দূষয়ামঃ পাপানামপকারিণাম্ ॥
দুষ্টতোয়াদিভোগেন তেষাং দুষ্কৃতকর্ম্মিণাম্।
উপসর্গাঃ প্রবর্ত্তন্তে মরণায় সুদারুণাঃ ॥
যে ত্বস্মান্ প্রীণয়িত্বা তু ভুঞ্জতে শেষমাত্মনা।
তেষাং পুণ্যান্ বয়ং লোকান্ বিদধাম মহাত্মনাম্
তন্নাস্তি সর্ব্বমেবৈতদ্বিনৈষাং সৃষ্টিসংস্থিতিম্।
কথং নু দিনসর্গঃ স্যাদন্যোঽন্যমবদন্ সুরাঃ ॥
তেষামেব সমেতানাং যজ্ঞব্যুচ্ছিত্তিশঙ্কিনাম্।
দেবানাং বচনং শ্রুত্বা প্রাহ দেবঃ প্রজাপতিঃ ॥
তেজঃ পরং তেজসৈব তপসা চ তপস্তথা।
প্রশাম্যতেঽমরাস্তস্মাচ্ছৃণুধ্বং বচনং মম ॥
পতিব্রতায়া মাহাত্ম্যান্নোদ্গচ্ছতি দিবাকরঃ।
তস্য চানুদয়াদ্ধানির্মর্ত্ত্যানাং ভবতাং তথা ॥
তস্মাৎ পতিব্রতামত্রেরনসূয়াং তপস্বিনীম্।
প্রসাদয়ত বৈ পত্নীং ভানোরুদয়কাম্যয়া ॥

পুত্র উবাচ।

তৈঃ সা প্রসাদিতা গত্বা প্রাহেষ্টং ক্রিয়তামিতি।
অযাচন্ত দিনং দেবা ভবত্বিতি যথা পুরা ॥

অনসূয়োবাচ।

পতিব্রতায়া মাহাত্ম্যং ন হীয়েত কথঞ্চিতি।
সম্মান্য তস্মাৎ তাং সাধ্বীমহঃ স্রক্ষ্যাম্যহং সুরাঃ॥
যথা পুনরহোরাত্রসংস্থানমুপজায়তে।
যথা চ তস্যাঃ স্বপতির্ন সাধ্ব্যা নাশমেষ্যতি ॥

পুত্র উবাচ।

এবমুক্ত্বা সুরাংস্তস্যা গত্বা সা মন্দিরং শুভা।
উবাচ কুশলং পৃষ্ট্বা ধর্ম্মং ভর্ত্তুস্তথাত্মনঃ ॥

অনসূয়োবাচ।

কচ্চিন্নন্দসি কল্যাণি স্বভর্ত্তুর্মুখদর্শনাৎ।
কচ্চিচ্চাখিলদেবেভ্যো মন্যসেঽভ্যধিকং পতিম্ ॥
ভর্ত্তৃশুশ্রূষণাদেব ময়া প্রাপ্তং মহৎ ফলম্।
সর্ব্বকামফলাবাপ্ত্যা প্রত্যূহাঃ পরিবর্জ্জিতাঃ ॥
পঞ্চর্ণানি মনুষ্যেণ সাধ্বি দেয়ানি সর্ব্বদা।
তথা স্ববর্ণধর্ম্মেণ কর্ত্তব্যো ধনসঞ্চয়ঃ ॥
প্রাপ্তশ্চার্থস্ততঃ পাত্রে বিনিযোজ্য বিধানতঃ।
সত্যার্জ্জবতপোদানৈর্দয়াযুক্তো ভবেৎ সদা ॥
ক্রিয়াশ্চ শাস্ত্রনির্দ্দিষ্টা রাগদ্বেষবিবর্জ্জিতাঃ।
কর্ত্তব্যা অহরহং শ্রদ্ধাপুরস্কারেণ শক্তিতঃ ॥

স্বজাতিবিহিতানেব লোকানাপ্নোতি মানবঃ।
ক্লেশেন মহতা সাধ্বি প্রাজাপত্যাদিকান্ ক্রমাৎ
স্ত্রিয়স্ত্বেবং সমস্তস্য নরৈর্দুঃখার্জ্জিতস্য বৈ।
পুণ্যস্যার্দ্ধাপহারিণ্যঃ পতিশুশ্রূষয়ৈব হি ॥
নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথগ্‌যজ্ঞো ন শ্রাদ্ধং নাপ্যুপোষিতম্
ভর্ত্তৃশুশ্রূষয়ৈবৈতান্ লোকানিষ্টান্ ব্রজন্তি হি ॥
তস্মাৎ সাধ্বি মহাভাগে পতিশুশ্রূষণং প্রতি।
ত্বয়া মতিঃ সদা কার্য্যা যতো ভর্ত্তা পরা গতিঃ ॥
যদ্দেবেভ্যো যচ্চ পিত্রাগতেভ্যঃ
কুর্য্যাদ্ভর্ত্তাভ্যর্চ্চনং সৎক্রিয়াতঃ।
তস্যার্দ্ধং কেবলানন্যচেতা
নারী ভুঙ্‌ক্তে ভর্ত্তৃশুশ্রূষয়ৈব ॥

পুত্র উবাচ।

তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা প্রতিপূজ্য তথাদরাৎ।
প্রত্যুবাচাত্রিপত্নীং তামনসূয়ামিদং বচঃ ॥
ধন্যাস্ম্যনুগৃহীতাস্মি দেবৈশ্চাপ্যবলোকিতা।
যন্মে প্রকৃতিকল্যাণি শ্রদ্ধাং বর্দ্ধয়সে পুনঃ ॥
জানাম্যেতন্ন নারীণাং কাচিৎ পতিসমা গতিঃ।
তৎপ্রীতিশ্চোপকারায় ইহ লোকে পরত্র চ ॥
পতিপ্রসাদাদিহ চ প্রেত্য চৈব যশস্বিনি।
নারী সুখমবাপ্নোতি নার্য্যা ভর্ত্তা হি দেবতা ॥
সা ত্বং ব্রূহি মহাভাগে প্রপ্তায়া মম মন্দিরম্।
আর্য্যায়া যন্ময়া কার্য্যং তথার্য্যেণাপি বা শুভে।

অনসূয়োবাচ।

এতে দেবাঃ সহেন্দ্রেণ মামুপাগম্য দুঃখিতাঃ।
ত্বদ্বাক্যাপাস্তসৎকর্ম্মদিননক্তংনিরূপণাঃ ॥
যাচন্তেঽহর্নিশাসংস্থাং যথাবদবিখণ্ডিতাম্।
অহং তদর্থমায়াতা শৃণু চৈতদ্বচো মম ॥
দিনাভাবাৎ সমস্তানামভাবো যাগকর্ম্মণাম্।
তদভাবাৎ সুরাঃ পুষ্টিং নোপয়ান্তি তপস্বিনি ॥
অহ্নশ্চৈব সমুচ্ছেদাদুচ্ছেদঃ সর্ব্বকর্ম্মণাম্।
তদুচ্ছেদাদনাবৃষ্ট্যা জগদুচ্ছেদমেষ্যতি ॥
তৎ ত্বমিচ্ছসি চেদেতৎ জগদুদ্ধর্ত্তুমাপদঃ।
প্রসীদ সাধ্বি লোকানাং পূর্ব্ববদ্বর্ত্ততাং রবিঃ ॥

ব্রাহ্মণ্যুবাচ।

মাণ্ডব্যেন মহাভাগে শপ্তো ভর্ত্তা মমেশ্বরঃ।
সূর্য্যোদয়ে বিনাশং ত্বং প্রাপ্স্যসীত্যতিমন্যুনা ॥

অনসূয়োবাচ।

যদি বা রোচতে ভদ্রে ততস্ত্বদ্বচনাদহম্।
করোমি পূর্ব্ববদ্দেহং ভর্ত্তারঞ্চ নবং তব ॥
ময়া হি সর্ব্বদা স্ত্রীণাং মাহাত্ম্যং বরবর্ণিনি।
পতিব্রতানামারাধ্যমিতি সম্মানয়ামি তে ॥

পুত্র উবাচ।

তথেত্যুক্তে তয়া সূর্য্যমাজুহাব তপস্বিনী।
অনসূয়ার্ঘ্যমুদ্যম্য দশরাত্রে তদা নিশি ॥
ততো বিবস্বান্ ভগবান্ ফুল্লপদ্মারুণাকৃতিঃ।
শৈলরাজানমুদয়মারুরোহোরুমণ্ডলঃ ॥
সমনন্তরমেবাস্যা ভর্ত্তা প্রাণৈর্ব্যযুজ্যত।
পপাত চ মহীপৃষ্ঠে পতন্তং জগৃহে চ সা ॥

অনসূয়োবাচ।

ন বিষাদস্ত্বয়া ভদ্রে কর্ত্তব্যঃ পশ্য মে বলম্।
পতিশুশ্রূষয়াবাপ্তং তপসঃ কিং চিরেণ তে ॥
যথা ভর্ত্তৃসমং নান্যমপশ্যং পুরুষং কচিৎ।
রূপতঃ শীলতো বুদ্ধ্যা বাঙ্মাধুর্য্যাদিভূষণৈঃ ॥
তেন সত্যেন বিপ্রোঽয়ং ব্যাধিমুক্তঃ পুনর্যুবা।
প্রাপ্নোতু জীবিতং ভার্য্যাসহায়ঃ শরদাং শতম্ ॥
যথা ভর্ত্তৃসমং নান্যমহং পশ্যামিঃ দৈবতম্।
তেন সত্যেন বিপ্রোঽয়ং পুনর্জ্জীবত্বনাময়ঃ ॥
কর্ম্মণা মনসা বাচা ভর্ত্তুরারাধনং প্রতি।
যথা মমোদ্যমো নিত্যং তথায়ং জীবতাং দ্বিজঃ

পুত্র উবাচ।

ততো বিপ্রঃ সমুত্তস্থৌ ব্যাধিমুক্তঃ পুনর্যুবা।
স্বভাভির্ভাসয়ন্ বেশ্ম বৃন্দারকঃ ইবাজরঃ ॥
ততোঽপতৎ পুষ্পবৃষ্টির্দ্দেববাদ্যাদিনিস্বনঃ।
লেভিরে চ মুদং দেবা অনসূয়ামথাব্রুবন্ ॥

দেবা ঊচুঃ।

বরং বৃণীষ্ব কল্যাণি দেবকার্য্যং মহৎ কৃতম্।
ত্বয়া যস্মাৎ ততো দেবা বরদাস্তে তপস্বিনি ॥

অনসূয়োবাচ।

যদি দেবাঃ প্রসন্না মে পিতামহপুরোগমাঃ।
বরদা বরযোগ্যা চ যদ্যহং ভবতাং মতা ॥
তদ্যান্তু মম পুত্রত্বং ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ।
যোগঞ্চ প্রাপ্নুয়াং ভর্ত্তৃসহিতা ক্লেশমুক্তয়ে ॥
এবমস্ত্বিতি তাং দেবা ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদয়ঃ।
প্রোক্ত্বা জগ্মুর্যথান্যায়মনুমান্য তপস্বিনীম্ ॥

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে পিতাপুত্র-
সংবাদে অনসূয়াবরপ্রাপ্তির্নাম
ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

—•:•—

পুত্র উবাচ।

ততঃ কালে বহুতিথে দ্বিতীয়ো ব্রহ্মণঃ সুতঃ।
স্বভার্য্যাং ভগবানত্রিরনসূয়ামপশ্যত ॥
ঋতুস্নাতাং সুচার্ব্বঙ্গীং লোভনীয়োত্তমাকৃতিম্।
সকামো মনসা ভেজে স মুনিস্তামনিন্দিতাম্ ॥
তস্যাভিধ্যায়তস্তান্তু বিকারো যোঽভ্যজায়ত।
তমেবোবাহ পবনস্তিরশ্চোর্দ্ধঞ্চ বেগবান্ ॥
ব্রহ্মরূপঞ্চ শুক্লাভং পতমানং সমন্ততঃ।
সোমরূপং রজোপেতং দিশস্তং জগৃহুর্দশ ॥
স সোমো মানসো জজ্ঞে তস্যামত্রেঃ প্রজাপতেঃ
পুত্রঃ সমস্তসত্ত্বানামায়ুরাধার এব চ ॥
তুষ্টেন বিষ্ণুনা জজ্ঞে দত্তাত্রেয়ো মহাত্মনা।
স্বশরীরাৎ সমুৎপাদ্য সত্ত্বোদ্রিক্তো দ্বিজোত্তমঃ ॥
দত্তাত্রেয়ঃ ইতি খ্যাতঃ সোঽনসূয়াস্তনং পপৌ।
বিষ্ণুরেবাবতীর্ণোঽসৌ দ্বিতীয়োঽত্রেঃ সুতোঽভবৎ
সপ্তাহাৎ প্রচ্যুতো মাতুরুদরাৎ কুপিতো যতঃ।
হৈহয়েন্দ্রমুপাবৃত্তমপরাধ্যস্তমুদ্ধতম্ ॥
দৃষ্ট্বাত্রৌ কুপিতঃ সদ্যো দগ্ধুকামঃ স হৈহয়ম্।
গর্ভবাসমহায়াসদুঃখামর্ষসমন্বিতঃ ॥
দুর্ব্বাসাস্তমসোদ্রিক্তো রুদ্রাংশঃ সমজায়ত।
ইতি পুত্রত্রয়ং তস্য জজ্ঞে ব্রহ্মেশবৈষ্ণবম্।
সোমো ব্রহ্মাভবদ্বিষ্ণুর্দত্তাত্রেয়ো ব্যজায়তঃ।
দুর্ব্বাসাঃ শঙ্করো জজ্ঞে বরদানাদ্দিবৌকসাম্ ॥
সোমঃ স্বরশ্মিভিঃ শীতৈর্ব্বীরুধৌষধিমানবান্।
আপ্যায়য়ন্ সদা স্বর্গে বর্ত্ততে স প্রজাপতিঃ ॥
দত্তাত্রেয়ঃ প্রজাং পাতি দুষ্টদৈত্যনিবর্হণাৎ।
শিষ্টানুগ্রহকৃচ্চেতি জ্ঞেয়শ্চাংশঃ স বৈষ্ণবঃ ॥
নির্দ্দহত্যবমন্তারং দুর্ব্বাসা ভগবানজঃ।
রৌদ্রং সমাশ্রিত্য বপুর্দৃঙ্ মনোবাগ্‌ভিরুদ্ধতঃ ॥
সোমত্বং ভগবানত্রিঃ পুনশ্চক্রে প্রজাপতিঃ।
দত্তাত্রেয়োঽপি বিষয়ান্ যোগস্থো বুভুজে হরিঃ
দুর্ব্বাসাঃ পিতরং হিত্বা মাতরঞ্চোত্তমং ব্রতম্।
উন্মত্তাখ্যং সমাশ্রিত্য পরিবভ্রাম মেদিনীম্ ॥
মুনিপুত্রবৃতো যোগী দত্তাত্রেয়োঽপ্যসঙ্গিতাম্।
অভীপ্স্যমানঃ সরসি নিমমজ্জ চিরং প্রভুঃ ॥
তথাপি তং মহাত্মানমতীবপ্রিয়দর্শনম্।
তত্যজুর্ন কুমারাস্তে সরসস্তীরমাশ্রিতাঃ ॥
দিব্যে বর্ষশতে পূর্ণে যদা তে ন ত্যজন্তি তম্।
তৎপ্রীত্যা সরসস্তীরং সর্ব্বে মুনিকুমারকাঃ ॥
ততো দিব্যাম্বরধরাং চারুপীননিতম্বিনীম্।
নারীমাদায় কল্যাণীমুত্ততার জলান্মুনিঃ ॥
স্ত্রীসন্নিকর্ষাদ্‌যদ্যেতে পরিত্যক্ষ্যন্তি মামিতি।
মুনিপুত্রাস্ততোঽসঙ্গী স্থাস্যামীতি বিচিন্তয়ন্ ॥
তথাপি তং মুনিসুতা ন ত্যজন্তি যদা মুনিম্।
ততঃ সহ তয়া নার্য্যা মদ্যপানমথাপিবৎ ॥
সুরাপানরতং তে ন সভার্য্যং তত্যজুস্ততঃ।
গীতবাদ্যাদিবনিতাভোগসংসর্গদূষিতম্।
মন্যমানা মহাত্মানং পীতাসবসবিক্রমম্ ॥
নাবাপ দোষং যোগীশো বারুণীং স পিবন্নপি।
অন্ত্যাবসায়িবেশ্মান্তর্মাতরিশ্বা বসন্নিব ॥
সুরাং পিবন্ সপত্নীকস্তপস্তেপে স যোগবিৎ।
যোগীশ্বরশ্চিন্ত্যমানো যোগিভির্মুক্তিকাঙ্ক্ষিভিঃ

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে পিতাপুত্র
সংবাদে দত্তাত্রেয়োৎপত্তির্নাম
সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

—•:•—

পুত্র উবাচ।

কস্যচিত্ত্বথ কালস্য কৃতবীর্য্যাত্মজোঽর্জ্জুনঃ।
কৃতবীর্য্যে দিবং যাতে মন্ত্রিভিঃ সপুরোহিতৈঃ ॥
পৌরৈশ্চাত্মাভিষেকার্থং সমাহূতোঽব্রবীদিদম্।
নাহং রাজ্যং করিষ্যামি মন্ত্রিণো নরকোত্তরম্।
যদর্থং গৃহ্যতে শুল্কং তদনিষ্পাদয়ন্ বৃথা ॥
পণ্যানাং দ্বাদশং ভাগং ভূপালায় বণিগ্‌জনঃ।
দত্ত্বার্থরক্ষিভির্মার্গে রক্ষিতো যাতি দস্যুতঃ ॥
গোপাশ্চ ঘৃততক্রাদেঃ ষড়্‌ভাগঞ্চ কৃষীবলাঃ।
দত্ত্বান্যত্ভুজে দদ্যুর্যদি ভাগং ততোঽধিকম্ ॥
পণ্যাদীনামশেষাণাং বণিজো গৃহ্নতস্ততঃ।
ইষ্টাপূর্ত্তবিনাশায় তদ্রাজ্ঞশ্চৌরধর্ম্মিণঃ ॥
যদ্যন্যৈঃ পাল্যতে লোকস্তদ্বৃত্ত্যন্তরসংশ্রিতঃ।
গৃহীতো বলিষড়্ভাগং নৃপতের্নরকো ধ্রুবম্ ॥
নিরূপিতমিদং রাজ্ঞঃ পূর্ব্বৈ রক্ষণবেতনম্।
অরক্ষংশ্চৌরতশ্চৌর্য্যং তদেনো নৃপতের্ভবেৎ ॥
তস্মাদ্‌যদি তপস্তপ্ত্বা প্রাপ্তো যোগিত্বমীপ্সিতম্
ভুবঃ পালনসামর্থ্যযুক্ত একো মহীপতিঃ ॥

পৃথিব্যাং শক্রধুম্রাশুস্বল্পমেবর্দ্ধিসংযুতঃ।
ততো ভবিষ্যে ন্যষ্মানং করিষ্যে পাপভাগিনম্॥
পুত্র উবাচ।
তস্য তন্নিশ্চয়ং জ্ঞাত্বা মন্ত্রিমধ্যে স্থিতোঽব্রবীৎ।
গর্গো নাম মহাবুদ্ধির্মুনিশ্রেষ্ঠো বয়োঽতিগঃ॥
যদ্যেবং কর্ত্তুকামস্ত্বং রাজ্যং সম্যক্ প্রশাসিতুম্।
ততঃ শৃণুষ মে বাক্যং কুরুষ চ নৃপাত্মজ॥
দত্তাত্রেয়ং মহাভাগং সহ্যদ্রোণীকৃতাশ্রয়ম্।
তমারাধয় ভূপাল পাতি যো ভুবনত্রয়ম্॥
যোগযুক্তং মহাভাগং সর্ব্বত্র সমদর্শিনম্।
বিষ্ণোরংশং জগদ্ধাতুরবতীর্ণং মহীতলে॥
যমারাধ্য সহস্রাক্ষঃ প্রাপ্তবান্ পদমাত্মনঃ।
হৃতং দুরাত্মভির্দৈত্যৈর্জঘান চ দিতেঃ সুতান্॥
অর্জ্জুন উবাচ।
কথমারাধিতো দেবৈর্দত্তাত্রেয়ঃ প্রতাপবান্।
কথঞ্চাপহৃতং দৈত্যৈরিন্দ্রত্বং প্রাপ বাসবঃ॥
গর্গ উবাচ।
দেবানাং দানবানাঞ্চ যুদ্ধমাসীৎ সুদারুণম্।
দৈত্যানামীশ্বরো জম্ভো দেবানাঞ্চ শচীপতিঃ॥
তেষাঞ্চ যুধ্যমানানাং দিব্যঃ সম্বৎসরো গতঃ।
ততো দেবাঃ পরাভূতা দৈত্যা বিজয়িনোঽভবন্॥
বিপ্রচিত্তিমুখৈর্দ্দেবা দানবৈস্তে পরাজিতাঃ।
পলায়নকৃতোৎসাহা নিরুৎসাহা দ্বিষজ্জয়ে॥
বৃহস্পতিমুপাগম্য দৈত্যসৈন্যবধেপ্সবঃ।
অমন্ত্রয়ন্ত সহিতা বালিখিল্যৈস্তথর্ষিভিঃ॥
বৃহস্পতিরুবাচ।
দত্তাত্রেয়ং মহাত্মানমত্রেঃ পুত্রং তপোধনম্।
বিকৃতাচরণং ভক্ত্যা সন্তোষয়িতুমর্হথ॥
স বো দৈত্যবিনাশায় বরদো দাস্যতে বরম্।
ততো হনিষ্যথ সুরা সহিতা দৈত্যদানবান্॥
গর্গ উবাচ।
ইত্যুক্তাস্তে তদা জগ্মুর্দত্তাত্রেয়াশ্রমং সুরাঃ।
দদৃশুশ্চ মহাত্মানং তং তে লক্ষ্ম্যা সমন্বিতম্॥
উদ্গীয়মানং গন্ধর্ব্বৈঃ সুরাপানরতং মুনিম্।
তে তস্য গত্বা প্রণতিমবদন্ সাধ্যসাধনম্॥
চক্রুঃ স্তবঞ্চোপজহ্রুর্ভক্ষ্যভোজ্যস্রগাদিকম্।
তিষ্ঠন্তমনুতিষ্ঠন্তি যান্তং যান্তি দিবৌকসঃ।
আরাধয়ামাসুরধঃস্থিতাস্তিষ্ঠন্তমাসনে॥
স প্রাহ প্রণতান্ দেবান্ দত্তাত্রেয়ঃ কিমিষ্যতে।
মত্তো ভবদ্ভির্যেনেয়ং শুশ্রূষা ক্রিয়তে মম॥

দেবা ঊচুঃ।
দানবৈর্মুনিশার্দ্দূল জম্ভাদ্যৈর্ভূর্ভুবাদিকম্।
হৃতং ত্রৈলোক্যমাক্রম্য ক্রতুভাগাশ্চ কৃৎস্নশঃ॥
তদ্বধে কুরু বুদ্ধিং ত্বং পরিত্রাণায় নোঽনঘ।
ত্বৎপ্রসাদাদভীপ্স্যামঃ পুনঃ প্রাপ্তুং ত্রিপিষ্টপম্।
দত্তাত্রেয় উবাচ।
মদ্যাসক্তোঽহমুচ্ছিষ্টো ন চৈবাহং জিতেন্দ্রিয়ঃ
কথমিচ্ছথ মত্তোঽপি দেবাঃ শত্রুপরাভবম্॥
দেবা ঊচুঃ।
অনঘস্ত্বং জগন্নাথ ন লেপস্তব বিদ্যতে।
বিদ্যাক্ষালনশুদ্ধান্তর্নিবিষ্টজ্ঞানদীধিতে॥
দত্তাত্রেয় উবাচ।
সত্যমেতৎ সুরা বিদ্যা মমাস্তি সমদর্শিনঃ।
অস্যাস্তু যোষিতঃ সঙ্গাদহমুচ্ছিষ্টতাং গতঃ॥
স্ত্রীসম্ভোগো হি দোষায় সাতত্যেনোপসেবিতঃ।
এবমুক্তাস্ততো দেবাঃ পুনর্ব্বচনমব্রুবন্॥
দেবা ঊচুঃ।
অনঘেয়ং দ্বিজশ্রেষ্ঠ জগন্মাতা ন দুষ্যতে।
যথাংশুমালা সূর্য্যস্য দ্বিজচণ্ডালসঙ্গিনী॥
গর্গ উবাচ।
এবমুক্তস্ততো দেবৈর্দত্তাত্রেয়োঽব্রবীদিদম্।
প্রহস্য ত্রিদশান্ সর্ব্বান্ যদ্যেতদ্ভবতাং মতম্॥
তদাহূয়াসুরান্ সর্ব্বান্ যুদ্ধায় সুরসত্তমাঃ।
ইহানয়ত মদ্দৃষ্টিগোচরং মা বিলম্বত॥
মদ্দৃষ্টিপাতহুতভুক্প্রক্ষীণবলতেজসঃ।
যেন নাশমশেষাস্তে প্রয়াস্তি মম দর্শনাৎ॥
গর্গ উবাচ।
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা দেবৈর্দৈত্যা মহাবলাঃ।
আহবায় সমাহূতা জগ্মুর্দেবগণান্ রুষা॥
তে হন্যমানা দৈতেয়ৈর্দ্দেবাঃ শীঘ্রং ভয়াতুরাঃ।
দত্তাত্রেয়াশ্রমং জগ্মুঃ সমেতাঃ শরণার্থিনঃ॥
তমেব বিবিশুর্দৈত্যাঃ কালয়ন্তো দিবৌকসঃ।
দদৃশুশ্চ মহাত্মানং দত্তাত্রেয়ং মহাবলম্॥
বামপার্শ্বস্থিতামিষ্টামশেষজগতাং শুভাম্।
ভার্য্যাঞ্চাস্য সুচার্ব্বঙ্গীং লক্ষ্মীমিন্দুনিভাননাম্॥
নীলোৎপলাভনয়নাং পীনশ্রোণিপয়োধরাম্।
গদন্তীং মধুরাং ভাষাং সর্ব্বৈর্যোষিদ্গুণৈর্যুতাম্॥
তে তাং দৃষ্ট্বাগ্রতো দৈত্যাঃ সাভিলাষা মনোভবম্
ন শেকুরুদ্ধতং ধৈর্য্যাত্মনসা বোঢুমাতুরাঃ॥
ত্যক্ত্বা দেবান্ স্ত্রিয়ং তাস্তু হর্ত্তুকামা হতৌজসঃ

তেন পাপেন মুহুস্তঃ সংসক্রান্তে ততোহব্রুবন্ ॥
স্ত্রীরত্নমেতৎ ত্রৈলোক্যে সারং নো যদি বৈ ভবেৎ
কৃতকৃত্যাস্ততঃ সর্ব্ব ইতি নো ভাবিতং মনঃ ॥
তস্মাৎ সর্ব্বে সমুৎক্ষিপ্য শিবিকায়াং সুরার্দ্দনাঃ ।
আরোপ্য স্বমধিষ্ঠানং নয়াম ইতি নিশ্চিতাঃ ॥

গর্গ উবাচ ।

সানুরাগাস্ততস্তে তু প্রোক্ত্বা চেত্থং পরস্পরম্ ।
তস্য তাং যোষিতং সাধ্বীং সমুৎক্ষিপ্য স্মরার্দ্দিতাঃ
শিবিকায়াং সমারোপ্য সহিতা দৈত্যদানবাঃ ।
শিরঃস্থ শিবিকাং কৃত্বা স্বস্থানাভিমুখং যযুঃ ॥
দত্তাত্রেয়স্ততো দেবান্ বিহস্যেদমথাব্রবীৎ ।
দিষ্ট্যা বর্দ্ধথ দৈত্যানামেষা লক্ষ্মীঃ শিরোগতা ।
সপ্ত স্থানান্যতিক্রান্তা নরমন্যমুপৈষ্যতি ॥

দেবা উচুঃ ।

কথয়স্ব জগন্নাথ কেষু স্থানেম্ববস্থিতা ।
পুরুষস্য ফলং কিং বা প্রযচ্ছত্যথ নশ্যতি ॥

দত্তাত্রেয় উবাচ ।

নৃণাং পদে স্থিতা লক্ষ্মীর্নিলয়ং সম্প্রযচ্ছতি ।
সক্থ্নোশ্চ সংস্থিতা বস্ত্রং তথা নানাবিধং বসু ॥
কলত্রঞ্চ গুহ্যসংস্থা ক্রোড়স্থাপত্যদায়িনী ।
মনোরথান্ পূরয়তি পুরুষাণাং হৃদি স্থিতা ॥
লক্ষ্মীর্লক্ষ্মীবতাং শ্রেষ্ঠা কণ্ঠস্থা কণ্ঠভূষণম্ ।
অভীষ্টবন্ধুদারৈশ্চ তথাশ্লেষং প্রবাসিভিঃ ॥
মৃষ্টান্নবাক্যলাবণ্যমাজ্ঞামবিতথাং তথা ।
মুখসংস্থা কবিত্বঞ্চ যচ্ছত্যুদধিসম্ভবা ॥
শিরোগতা সন্ত্যজতি ততোহন্যং যাতি চাশ্রয়ম্ ।
সেয়ং শিরোগতা চৈতান্ পরিত্যক্ষ্যতি সাম্প্রতম্
প্রগৃহ্যাস্ত্রাণি বধ্যন্তাং তস্মাদেতে সুরারয়ঃ ।
ন ভেতব্যং ভৃশঞ্চৈতে ময়া নিস্তেজসঃ কৃতাঃ ।
পরদারাবমর্ষাচ্চ দগ্ধপুণ্যা হতৌজসঃ ॥
ততস্তে বিবিধৈরস্ত্রৈর্বধ্যমানাঃ সুরারয়ঃ ।
মূর্দ্ধ্নি লক্ষ্ম্যা সমাক্রান্তা বিনেশুরিতি নঃ শ্রুতম্ ॥
লক্ষ্মীশ্চোৎপত্য সম্প্রাপ্তা দত্তাত্রেয়ং মহামুনিম্ ।
স্তূয়মানা সুরৈঃ সর্ব্বৈর্দৈত্যনাশান্মুদান্বিতৈঃ ॥
প্রণিপত্য ততো দেবা দত্তাত্রেয়ং মনীষিণম্ ।
নাকপৃষ্ঠমনুপ্রাপ্তা যথাপূর্ব্বং গতজ্বরাঃ ॥
তথা ত্বমপি রাজেন্দ্র যদীচ্ছসি যথেপ্সিতম্ ।
প্রাপ্তুমৈশ্বর্য্যমতুলং তূর্ণমারাধয়স্ব তম্ ॥

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে গর্গবাক্যং
নামাষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ॥

ঊনবিংশোহধ্যায়ঃ ।

—:*:—

পুত্র উবাচ ।

ইত্যাষের্ব্বচনং শ্রুত্বা কার্ত্তবীর্য্যো নরেশ্বরঃ ।
দত্তাত্রেয়াশ্রমং গত্বা তং ভক্ত্যা সমপূজয়ৎ ॥
পাদসংবাহনাদ্যেন মধ্বাদ্যাহরণেন চ ।
স্রক্চন্দনাদিগন্ধাম্বুফলাদ্যানয়নেন চ ॥
তথান্নসাধনৈস্তস্য উচ্ছিষ্টাপোহনেন চ ।
পরিতুষ্টো মুনির্ভূপং তমুবাচ তথৈব সঃ ॥
যথৈবোক্তাঃ পুরা দেবা মদ্যভোগাদিকুৎসনম্ ।
স্ত্রী চেয়ং মম পার্শ্বস্থেত্যেতদ্ভোগাচ্চ কুৎসিতম্ ॥
সদৈবাহং ন মামেবমুপরোদ্ধুং ত্বমর্হসি ।
অশক্তমুপকারায় শক্তমারাধয়স্ব ভোঃ ॥

পুত্র উবাচ ।

তেনৈবমুক্তো মুনিনা স্মৃত্বা গর্গবচশ্চ তৎ ।
প্রত্যুবাচ প্রণম্যৈনং কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনস্তদা ॥

অর্জ্জুন উবাচ ।

কিং মাং মোহয়সে দেব স্বাং মায়াং সমুপাশ্রিতঃ
অনঘস্ত্বং তথৈবেয়ং দেবী সর্ব্বভবারণিঃ ॥
ইত্যুক্তঃ প্রীতিমান্ দেবস্ততস্তং প্রত্যুবাচ হ ।
কার্ত্তবীর্য্যং মহাভাগং বশীকৃতমহীতলম্ ॥
বরং বৃণীষ্ব গুহ্যং মে যৎ ত্বয়া সমুদীরিতম্ ।
তেন তুষ্টিঃ পরা জাতা ত্বয্যদ্য মম পার্থিব ॥
যে চ মাং পূজয়িষ্যন্তি গন্ধমাল্যাদিভির্নরাঃ ।
মাংসমদ্যোপহারৈশ্চ মিষ্টান্নৈশ্চাজ্যসংযুতৈঃ ॥
লক্ষ্মীসমেতং গীতৈশ্চ ব্রাহ্মণানাং তথার্চ্চনৈঃ ।
বাদ্যৈর্মনোরমৈর্বীণাবেণুশঙ্খাদিভিস্তথা ॥
তেষামহং পরাং তুষ্টিং পুত্রদারধনাদিকম্ ।
প্রদাস্যাম্যবঘাতঞ্চ হনিষ্যাম্যবমন্যতাম্ ॥
স ত্বং বরয় ভদ্রং তে বরং যন্মনসেপ্সিতম্ ।
প্রসাদসুমুখস্তেহহং গুহ্যনামপ্রকীর্ত্তনাৎ ॥

কার্ত্তবীর্য্য উবাচ ।

যদি দেব প্রসন্নস্ত্বং তৎ প্রযচ্ছর্দ্ধিমুত্তমাম্ ।
যয়া প্রজাঃ পালয়েহহং ন চাধর্ম্মমবাপ্নুয়াম্ ॥
পরানুস্মরণে জ্ঞানমপ্রতিদ্বন্দ্বতাং রণে ।
সহস্রমাপ্তুমিচ্ছামি বাহূনাং লঘুতাগুণম্ ॥
অসঙ্গা গতয়ঃ সন্তু শৈলাকাশাম্বুভূমিষু ।
পাতালেষু চ সর্ব্বেষু বধশ্চাপ্যধিকান্নরাৎ ॥

তথোন্মার্গপ্রবৃত্তস্য চাস্তু সন্মার্গদেশকঃ।
সস্তু মেঽতিথয়ঃ শ্লাঘ্যা বিত্তদানে তথাক্ষয়ে॥
অনষ্টদ্রব্যতা রাষ্ট্রে মমানুস্মরণেন চ।
ত্বয়ি ভক্তির্মমৈবাস্তু নিত্যমব্যভিচারিণী॥
দত্তাত্রেয় উবাচ।
যত্র তে কীর্ত্তিতাঃ সর্ব্বে তান্ বরান্ সমবাপ্স্যসি।
মৎপ্রসাদাচ্চ ভবিতা চক্রবর্ত্তী ত্বমীশ্বরঃ॥
পুত্র উবাচ।
প্রণিপত্য ততস্তস্মৈ দত্তাত্রেয়ায় সোঽর্জ্জুনঃ।
আনায্য প্রকৃতীঃ সম্যগভিষেকমগৃহ্লত॥
আঘোষয়ামাস তদা স্থিতো রাজ্যে স হৈহয়ঃ।
দত্তাত্রেয়াৎ পরামৃদ্ধিমবাপ্যাতিবলান্বিতঃ॥
অদ্যপ্রভৃতি যঃ শস্ত্রং মামৃতেঽন্যো গৃহীষ্যতি।
হন্তব্যঃ স ময়া দস্যুঃ পরহিংসারতোঽপি বা॥
ইত্যাজ্ঞপ্তে ন তদ্রাষ্ট্রে কশ্চিদায়ুধধৃঙ্নরঃ।
তমৃতে পুরুষব্যাঘ্রং বভূবোরুপরাক্রমম্॥
স এব গ্রামপালোঽভূৎ পশুপালঃ স এব চ।
ক্ষেত্রপালঃ স এবাসীদ্দ্বিজাতীনাঞ্চ রক্ষিতা॥
তপস্বিনাং পালয়িতা সার্থপালস্তু সোঽভবৎ।
দস্যুব্যালাগ্নিশস্ত্রাদিভয়েম্বব্ধৌ নিমজ্জতাম্॥
অন্যাসু চৈব মগ্নানামাপৎসু পরবীরহা।
স এব সংস্মৃতঃ সদ্যঃ সমুদ্ধর্ত্তাভবন্নৃণাম্॥
অনষ্টদ্রব্যতা চাসীৎ তস্মিন্ শাসতি পার্থিবে।
তেনেষ্টং বহুভির্যজ্ঞৈঃ সমাপ্তবরদক্ষিণৈঃ॥
তেনৈব চ তপস্তপ্তং সংগ্রামেম্বতিচেষ্টিতম্।
তস্যর্দ্ধিমতিমানঞ্চ দৃষ্ট্বা প্রাহাঙ্গিরা মুনিঃ॥
ন নূনং কার্ত্তবীর্য্যস্য গতিং যাস্যন্তি পার্থিবাঃ।
যজ্ঞৈর্দ্দানৈস্তপোভির্ব্বা সংগ্রামে চাতিচেষ্টিতৈঃ॥
দত্তাত্রেয়াদ্দিনে যস্মিন্ স প্রাপর্দ্ধিং নরেশ্বরঃ।
তস্মিংস্তস্মিন্ দিনে যাগং দত্তাত্রেয়স্য সোঽকরোৎ।
ত এব চ প্রজাঃ সর্ব্বাস্তস্মিন্নহনি ভূপতেঃ।
তদৃর্দ্ধিং পরমাং দৃষ্ট্বা যাগং চক্রুঃ সমাধিনা॥
ইত্যেতৎ তস্য মাহাত্ম্যং দত্তাত্রেয়স্য ধীমতঃ।
বিষ্ণোশ্চরাচরগুরোরনন্তস্য মহাত্মনঃ॥
প্রাদুর্ভাবাঃ পুরাণেষু কথ্যন্তে শার্ঙ্গধন্বিনঃ।
অনন্তস্যাপ্রমেয়স্য শঙ্খচক্রগদাভৃতঃ॥
এতস্য পরমং রূপং যশ্চিন্তয়তি মানবঃ।
স সুখী স চ সংসারাৎ সমুত্তীর্ণোঽচিরাদ্ভবেৎ॥
সদৈব বৈষ্ণবানাঞ্চ ভক্ত্যাহং সুলভোঽস্মি ভোঃ।
ইত্যেবং যস্য বৈ বাচস্তং কথং নাশ্রয়েজ্জনঃ॥
অধর্ম্মস্য বিনাশায় ধর্ম্মাচারার্থমেব চ।
অনাদিনিধনো দেবঃ করোতি স্থিতিপালনম্॥
তথৈব জন্ম চাখ্যাতমলর্কং কথয়ামি তে।
তথা চ যোগঃ কথিতো দত্তাত্রেয়েণ তস্য বৈ।
পিতৃভক্তস্য রাজর্ষেরলর্কস্য মহাত্মনঃ॥

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে দত্তাত্রেয়ীয়ং প্রকরণং নামোনবিংশোঽধ্যায়ঃ॥

বিংশোঽধ্যায়ঃ।

পুত্র উবাচ।
প্রাগ্বভূব মহাবীর্য্যঃ শত্রুজিন্নাম পার্থিবঃ।
তুতোষ যস্য যজ্ঞেষু সোমাবাপ্ত্যা পুরন্দরঃ॥
তস্যাত্মজো মহাবীর্য্যো বভূবারিবিদারণঃ।
বুদ্ধিবিক্রমলাবণ্যৈর্গুরুশক্রাশ্বিভিঃ সমঃ॥
স সমানবয়োবুদ্ধিসত্ত্ববিক্রমচেষ্টিতৈঃ।
নৃপপুত্রো নৃপসুতৈর্নিত্যমাস্তে সমাবৃতঃ॥
কদাচিচ্ছাস্ত্রসন্তারবিবেককৃতনিশ্চয়ঃ।
কদাচিৎ কাব্যসংলাপগীতনাটকসম্ভবৈঃ॥
তথৈবাক্ষবিনোদৈশ্চ শস্ত্রাস্ত্রবিনয়েষু চ।
যোগ্যানিযুদ্ধনাগাশ্বস্যন্দনাভ্যাসতৎপরঃ॥
রেমে নরেন্দ্রপুত্রোঽসৌ নরেন্দ্রতনয়ৈঃ সহ।
যথৈব হি দিবা তদ্বদ্রাত্রাবপি মুদা যুতঃ॥
তেষাস্তু ক্রীড়তাং তত্র দ্বিজভূপবিশাং সুতাঃ।
সমানবয়সঃ প্রীত্যা রন্তুমায়ান্ত্যনেকশঃ॥
কস্যচিত্ত্বথ কালস্য নাগলোকান্মহীতলম্।
কুমারাবাগতৌ নাগৌ পুত্রাবশ্বতরস্য তু॥
ব্রহ্মরূপপ্রতিচ্ছন্নৌ তরুণৌ প্রিয়দর্শনৌ।
তৌ তৈর্নৃপসুতৈঃ সার্দ্ধং তথৈবান্যৈর্দ্বিজন্মভিঃ।
বিনোদৈর্বিবিধৈস্তত্র তস্থতুঃ প্রীতিসংযুতৌ।
সর্ব্বে চ তে নৃপসুতাস্তে চ ব্রহ্মবিশাং সুতাঃ॥
নাগরাজাত্মজৌ তৌ চ স্নানসংবাহনাদিকম্।
বস্ত্রগন্ধাদ্যসংযুক্তাঃ চক্রুর্ভাগভুজিক্রিয়াম্॥
অহন্যহন্যনুপ্রাপ্তে তৌ চ নাগকুমারকৌ।
আজগ্মতুর্মুদা যুক্তৌ প্রীত্যা সুনোর্মহীপতেঃ॥
স চ তাভ্যাং নৃপসুতঃ পরং নির্ব্বাণমাপ্তবান্।
বিনোদৈর্বিবিধৈর্হাস্যসংলাপাদিভিরেব চ॥
বিনা তাভ্যাং ন বুভুজে ন সস্নৌ ন পপৌ মধু।
ন ররাম ন জগ্রাহ শাস্ত্রাণ্যাত্মগুণর্দ্ধয়ে॥

রসাতলে চ তৌ রাত্রিং বিনা তেন মহাত্মনা।
নিশ্বাসপরমৌ নীত্বা হৃগ্নভুক্তং দিনে দিনে॥
অথ কালেন মহতা পিতা পুত্রাবপৃচ্ছত।
মর্ত্ত্যলোকে পরা প্রীতির্ভবতোঃ কেন পুত্রকৌ॥
দৃষ্টৌ ন চাপি পাতালে বহূনি দিবসানি মে।
দিবা রজন্যামেবোক্তৌ পশ্যামি প্রিয়দর্শনৌ॥

পুত্র উবাচ।

ইতি পিত্রা স্বয়ং পৃষ্টৌ প্রণিপত্য কৃতাঞ্জলী।
প্রত্যূচতুর্মহাভাগাবুরগাধিপতেঃ সুতৌ॥

পুত্রাবূচতুঃ।

পুত্রঃ শক্রজিতস্তাত নাম্না খ্যাত ঋতধ্বজঃ।
রূপবানার্জ্জবোপেতঃ শূরো মানী প্রিয়ংবদঃ॥
অনাপৃষ্টকথো বাগ্মী বিদ্বান্ মৈত্রো গুণাকরঃ।
মান্যমানয়িতা ধীমান্ হ্রীমান্ বিনয়ভূষণঃ॥
তস্যোপচারসম্প্রীতিসম্ভোগাপহৃতং মনঃ।
নাগলোকে ভুবো লোকে ন রতিং বিন্দতে পিতঃ॥
তদ্বিয়োগেন ন স্তাত ন পাতালঞ্চ শীতলম্।
পরিতাপায় তৎসঙ্গাদাহ্লাদায় রবির্দিবা॥

পিতোবাচ।

পুত্রঃ পুণ্যবতো ধন্যঃ স যস্যৈবং ভবদ্বিধৈঃ।
পরোক্ষস্যাপি গুণিভিঃ ক্রিয়তে গুণকীর্ত্তনম্॥
সন্তি শাস্ত্রবিদোঽশীলাঃ সন্তি মূর্খাঃ সুশীলিনঃ।
শাস্ত্রশীলসমং মন্যে পুত্রৌ ধন্যতরন্তু তম্॥
যস্য মিত্রগুণান্ মিত্রাণ্যমিত্রাশ্চ পরাক্রমম্।
কথয়ন্তি সদা সৎসু পুত্রবাংস্তেন বৈ পিতা॥
তস্যোপকারিণঃ কচ্চিদ্ভবদ্ভ্যামভিবাঞ্ছিতম্।
কিঞ্চিন্নিষ্পাদিতং বৎসৌ পরিতোষায় চেতসঃ॥
স ধন্যো জীবিতং তস্য তস্য জন্ম সুজন্মনঃ।
যস্যার্থিনো ন বিমুখা মিত্রার্থো ন চ দুর্ব্বলঃ॥
মদ্গৃহে যৎ সুবর্ণাদি রত্নং বাহনমাসনম্।
যচ্চান্যৎ প্রীতয়ে তস্য তদ্দেয়মবিশঙ্কয়া॥
ধিক্ তস্য জীবিতং পুংসো মিত্রাণামুপকারিণাম্।
প্রতিরূপমকুর্ব্বন্ যো জীবামীত্যবগচ্ছতি॥
উপকারং সুহৃদ্বর্গে যোঽপকারঞ্চ শত্রুষু।
নৃমেঘো বর্ষতি প্রাজ্ঞস্তস্যেচ্ছন্তি সদোন্নতিম্॥

পুত্রাবূচতুঃ।

কিং তস্য কৃতকৃত্যস্য কর্ত্তুং শক্যেত কেনচিৎ।
যস্য সর্ব্বার্থিনো গেহে সর্ব্বকামৈঃ সদার্চ্চিতাঃ॥
যানি রত্নানি তদ্গেহে পাতালে তানি নঃ কুতঃ।
বাহনাসনযানানি ভূষণান্যম্বরাণি চ॥
বিজ্ঞানং তস্য যচ্চাস্তি তদন্যত্র ন বিদ্যতে।
প্রাজ্ঞানামপ্যসৌ তাত সর্ব্বসন্দেহহৃত্তমঃ॥
একং তস্যাস্তি কর্ত্তব্যমসাধ্যং তচ্চ নৌ মতম্।
হিরণ্যগর্ভগোবিন্দশর্ব্বাদীনীশ্বরাদৃতে॥

পিতোবাচ।

তথাপি শ্রোতুমিচ্ছামি তস্য যৎ কার্য্যমুত্তমম্।
অসাধ্যমথবা সাধ্যং কিং বাসাধ্যং বিপশ্চিতাম্॥
দেবত্বমমরেশত্বং তৎপূজ্যত্বঞ্চ মানবাঃ।
প্রযান্তি বাঞ্ছিতং বাপ্যদৃঢ়ং যে ব্যবসায়িনঃ॥
নাবিজ্ঞাতং ন চাগম্যং নাপ্রাপ্যং দিবি চেহ বা।
উদ্যতানাং মনুষ্যাণাং যতচিত্তেন্দ্রিয়াত্মনাম্॥
যোজনানাং সহস্রাণি ব্রজন্ যাতি পিপীলিকঃ।
অগচ্ছন্ বৈনতেয়োঽপি পাদমেকং ন গচ্ছতি॥
অযুক্তানাং মনুষ্যাণাং গম্যাগম্যং ন বিদ্যতে।
ক্ব ভূতলং ক্ব চ ধ্রৌবং স্থানং যৎ প্রাপ্তবান্ ধ্রুবঃ
উত্তানপাদনৃপতেঃ পুত্রঃ সন্ ভূমিগোচরঃ॥
তৎ কথ্যতাং মহাভাগ কার্য্যবান্ যেন পুত্রকৌ।
স ভূপালসুতঃ সাধুর্যেনানৃণ্যং ভবেত বাম্॥

পুত্রাবূচতুঃ।

তেনাখ্যাতমিদং তাত পূর্ব্ববৃত্তং মহাত্মনা।
কৌমারকে যথা তস্য বৃত্তং সত্ত্বশালিনঃ॥
তস্য শক্রজিতং তাত পূর্ব্বং কশ্চিদ্দ্বিজোত্তমঃ।
গালবোঽভ্যাগমদ্ধীমান্ গৃহীত্বা তুরগোত্তমম্॥
প্রত্যুবাচ চ রাজানং সমুপেত্যাশ্রমং মম।
কোঽপি দৈত্যাধমো রাজন্ বিধ্বংসয়তি পাপকৃৎ॥
তত্তদ্রূপং সমাস্থায় সিংহেভবনচারিণাম্।
অন্যেষাঞ্চাল্পকায়ানামহর্নিশমকারণাৎ॥
সমাধিধ্যানযুক্তস্য মৌনব্রতরতস্য চ।
তথা করোতি বিঘ্নানি যথা চলতি মে মনঃ॥
দগ্ধুং কোপাগ্নিনা সদ্যঃ সমর্থস্তং বয়ং ন তু।
দুঃখার্জ্জিতস্য তপসো ব্যয়মিচ্ছামি পার্থিব॥
একদা তু ময়া রাজন্নতিনির্ব্বিণ্ণচেতসা।
তৎক্লেশিতেন নিশ্বাসো নিরীক্ষ্যাসুরমুজ্ঝিতঃ॥
ততোঽম্বরতলাৎ সদ্যঃ পতিতোঽশ্বং তুরঙ্গমঃ।
বাক্ চাশরীরিণী প্রাহ নরনাথ শৃণুষ্ব তাম্॥
অশ্রান্তঃ সকলং ভূমের্বলয়ং তুরগোত্তমঃ।
সমর্থঃ ক্রান্তুমর্কেণ তবায়ং প্রতিপাদিতঃ॥
পাতালাম্বরতোয়েষু ন চাস্য বিহতা গতিঃ।
সমস্তদিক্ষু ব্রজতো ন ভঙ্গঃ পর্ব্বতেষ্বপি॥

যতো ভুবলয়ং সর্ব্বমশ্রান্তোঽয়ং চরিষ্যতি।
অতঃ কুবলয়ো নাম্না খ্যাতিং লোকে প্রয়াস্যতি॥
ক্লিশ্নাত্যহর্নিশং পাপো যস্ত ত্বাং দানবাধমঃ।
তমপ্যেনং সমারুহ্য দ্বিজশ্রেষ্ঠ হনিষ্যতি॥
শত্রুজিন্নাম ভূপালস্তস্য পুত্ত্র ঋতধ্বজঃ।
প্রাপ্যোত্তদশ্বরত্নঞ্চ খ্যাতিমেতেন যাস্যতি॥
সোঽহং ত্বাং সমনুপ্রাপ্তস্তপসো বিঘ্নকারিণম্।
তং নিবারয় ভূপাল ভাগভাঙ্ নৃপতির্যতঃ॥
তদেতদশ্বরত্নং তে ময়া ভূপ নিবেদিতম্।
পুত্ত্রমাজ্ঞাপয় তথা যথা ধর্ম্মো ন লুপ্যতে॥
স তস্য বচনাদ্রাজা তং বৈ পুত্ত্রমৃতধ্বজম্।
তমশ্বরত্নমারোপ্য কৃতকৌতুকমঙ্গলম্॥
অপ্রেষয়ত ধর্ম্মাত্মা গালবেন সমং তদা।
স্বামাশ্রমপদং সোঽপি তমাদায় যযৌ মুনিঃ॥

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে
বিংশোঽধ্যায়ঃ।

একবিংশোঽধ্যায়ঃ।

—:০:—

পিতোবাচ।

গালবেন সমং গত্বা নৃপপুত্ত্রেণ তেন যৎ।
কৃতং তৎ কথ্যতাং পুত্ত্রৌ বিচিত্রা যুবয়োঃ কথা॥

পুত্ত্রাবূচতুঃ।

স গালবাশ্রমে রম্যে তিষ্ঠন্ ভূপালনন্দনঃ।
সর্ব্ববিঘ্নোপশমনং চকার ব্রহ্মবাদিনাম্॥
বীরং কুবলয়াখ্যং তং বসন্তং গালবাশ্রমে।
মহাবলেপোপহতো নাজানাদ্দানবাধমঃ॥
ততস্তং গালবং বিপ্রং সন্ধ্যোপাসনতৎপরম্।
শৌকরং রূপমাস্থায় প্রধর্ষয়িতুমাগতম্॥
মুনিশিষ্যৈস্ত্বয়োৎক্রুষ্টে শীঘ্রমারুহ্য তং হয়ম্।
অন্বধাবদ্বরাহং তং নৃপপুত্ত্রঃ শরাসনী॥
আজঘান চ বাণেন চন্দ্রার্দ্ধাকারবর্চ্চসা।
আকৃষ্য বলবচ্চাপং চারুচিত্রোপশোভিতম্॥
নারাচাভিহতঃ শীঘ্রমাত্মত্রাণপরো মৃগঃ।
গিরিপাদপসম্বাধাং সোঽভ্যক্রামন্মহাটবীম্॥
তমন্বধাবদ্বেগেন তুরগোঽসৌ মনোজবঃ।
চোদিতো রাজপুত্ত্রেণ পিতুরাদেশকারিণা॥
অতিক্রম্যাথ বেগেন যোজনানি সহস্রশঃ।
ধরণ্যাং বিবৃতে গর্ত্তে নিপপাত লঘুক্রমঃ॥

তস্যানন্তরমেবাশু সোঽপ্যশ্বী নৃপতেঃ সুতঃ।
নিপপাত মহাগর্ত্তে তিমিরৌঘসমাবৃতে॥
ততো নাদৃশ্যত মৃগঃ স তস্মিন্ রাজসূনুনা।
প্রকাশঞ্চ স পাতালমপশ্যৎ তত্র নাপি তম্॥
ততোঽপশ্যৎ স সৌবর্ণপ্রাসাদশতসঙ্কুলম্।
পুরন্দরপুরপ্রখ্যং পুরং প্রাকারশোভিতম্॥
তৎ প্রবিশ্য স নাপশ্যৎ তত্র কঞ্চিন্নরং পুরে।
ভ্রমতা চ ততো দৃষ্টা তত্র যোষিৎ ত্বরান্বিতা॥
সা পৃষ্টা তেন তন্বঙ্গী প্রস্থিতা কেন কস্য বা।
নোবাচ কিঞ্চিৎ প্রাসাদমারুরোহ চ ভাবিনী॥
সোঽপ্যশ্বমেকতো বদ্ধা তামেবানুসসার বৈ।
বিস্ময়োৎফুল্লনয়নো নিঃশঙ্কো নৃপতেঃ সুতঃ॥
ততোঽপশ্যৎ সুবিস্তীর্ণে পর্য্যঙ্কে সর্ব্বকাঞ্চনে।
নিষণ্ণাং কন্যকামেকাং কামযুক্তাং রতীমিব॥
বিস্পষ্টেন্দুমুখীং সুভ্রূং পীনশ্রোণিপয়োধরাম্।
বিম্বাধরৌষ্ঠীং তন্বঙ্গীং নীলোৎপলবিলোচনাম্॥
রক্ততুঙ্গনখীং শ্যামাং মৃদ্বীং তাম্রকরাঙ্ঘ্রিকাম্।
করভোরুং সুদশনাং নীলসূক্ষ্মস্থিরালকাম্॥
তাং দৃষ্ট্বা চারুসর্ব্বাঙ্গীমনঙ্গাঙ্গলতামিব।
সোঽমন্যৎ পার্থিবসুতস্তাং রসাতলদেবতাম্॥
সা চ দৃষ্ট্বৈব তং বালা নীলকুঞ্চিতমূর্দ্ধজম্।
পীনোরুস্কন্ধবাহুং তমমংস্ত মদনং শুভা॥
উত্তস্থৌ চ মহাভাগা চিত্তক্ষোভমবাপ্য সা।
লজ্জাবিস্ময়দৈন্যানাং সদ্যস্তন্বী বশং গতা॥
কোঽয়ং দেবো নু যক্ষো বা গন্ধর্ব্বো
উরগোঽপি বা।
বিদ্যাধরো বা সম্প্রাপ্তঃ কৃতপুণ্যো নরোঽথবা॥
এবং বিচিন্ত্য বহুধা নিশ্বস্য চ মহীতলে।
উপবিশ্য ততো ভেজে সা মূর্চ্ছাং মদিরেক্ষণা॥
সোঽপি কামশরাঘাতমবাপ্য নৃপতেঃ সুতঃ।
তাং সমাশ্বাসয়ামাস ন ভেতব্যমিতি ব্রুবন্॥
সা চ স্ত্রী যা তদা দৃষ্টা পূর্ব্বং তেন মহাত্মনা।
তালবৃন্তমুপাদায় পর্য্যবীজয়দাকুলা॥
সমাশ্বাস্য তদা পৃষ্টা তেন সম্মোহকারণম্।
কিঞ্চিল্লজ্জান্বিতা বালা সর্ব্বং সখ্যৈ ন্যবেদয়ৎ॥
সা চাস্মৈ কথয়ামাস নৃপপুত্ত্রায় বিস্তরাৎ।
মোহস্য কারণং সর্ব্বং তদ্দর্শনসমুদ্ভবম্।
যথা তয়া সমাখ্যাতং তদ্বৃত্তান্তঞ্চ ভাবিনী॥

সখ্যুবাচ।

বিশ্বাবসুরিতি খ্যাতো দিবি গন্ধর্ব্বরাট্ প্রভো।

তস্যেয়মাত্মজা সুভ্রূর্নাম্না খ্যাতা মদালসা ॥
বজ্রকেতোঃ সুতশ্চোগ্রো দানবোঽরিবিদারণঃ।
পাতালকেতুর্বিখ্যাতঃ পাতালান্তরসংশ্রয়ঃ ॥
তেনেয়মুদ্যানগতা কৃত্বা মায়াং তমোময়ীম্।
অপহৃতা ময়া হীনা বালা নীতা দুরাত্মনা ॥
আগামিন্যাং ত্রয়োদশ্যামুদ্বক্ষ্যতি কিলাসুরঃ।
স তু নার্হতি চার্ব্বঙ্গীং শূদ্রো বেদশ্রুতীমিব ॥
অতীতে চ দিনে বালামাত্মব্যাপাদনোদ্যতাম্।
সুরভিঃ প্রাহ নায়ং ত্বাং প্রাপ্স্যতে দানবাধমঃ ॥
মর্ত্ত্যলোকমনুপ্রাপ্তং য এনং ছেৎস্যতে শরৈঃ।
স তে ভর্ত্তা মহাভাগে অচিরেণ ভবিষ্যতি ॥
অহঞ্চাস্যাঃ সখী নাম্না কুণ্ডলেতি মনস্বিনী।
সুতা বিন্ধ্যবতঃ পত্নী বীরপুষ্করমালিনঃ ॥
হতে ভর্ত্তরি শুম্ভেন তীর্থাৎ তীর্থমনুব্রতা।
চরামি দিব্যয়া গত্যা পরলোকার্থমুদ্যতা ॥
পাতালকেতুর্দুষ্টাত্মা বারাহং বপুরাস্থিতঃ।
কেনাপি বিদ্ধো বাণেন মুনীনাং ত্রাণকারণাৎ ॥
তচ্চাহং তত্ত্বতোঽন্বিষ্য ত্বরিতা সমুপাগতা।
সত্যমেব স কেনাপি তাড়িতো দানবাধমঃ ॥
ইয়ঞ্চ মূর্চ্ছামগমৎ কারণ যৎ শৃণুষ্ব তৎ।
ত্বয়ি প্রীতিমতী বালা দর্শনাদেব মানদ ॥
দেবপুত্রোপমে চারুবাক্যাদিগুণশালিনি।
ভার্য্যা চান্যস্য বিহিতা যেন বিদ্ধঃ স দানবঃ ॥
এতস্মাৎ কারণাম্মোহং মহান্তমিয়মাগতা।
যাবজ্জীবঞ্চ তন্বঙ্গী দুঃখমেবোপভোক্ষ্যতে ॥
ত্বয্যস্যা হৃদয়ং রাগি ভর্ত্তা চান্যো ভবিষ্যতি।
যাবজ্জীবমতো দুঃখং সুরভ্যা নান্যথা বচঃ ॥
অহং ত্বস্যাঃ প্রভো প্রীত্যা দুঃখিতাত্র সমাগতা।
যতো বিশেষো নৈবাস্তি স্বসখীনিজদেহয়োঃ ॥
যদ্যেষাভিমতং বীরং পতিমাপ্নোতি শোভনা।
ততস্তপশ্চরেহং কুর্য্যাং নির্ব্যলীকেন চেতসা ॥
ত্বন্তু কো বা কিমর্থং বা সম্প্রাপ্তোঽত্র মহামতে।
দেবো দৈত্যো নু গন্ধর্ব্বঃ পন্নগঃ কিন্নরোঽপি বা
ন হ্যত্র মানুষগতির্ন চেদৃঙ্মানুষং বপুঃ।
তন্মমাখ্যাহি কথিতং যথৈবাবিতথং ময়া ॥

কুবলয়াশ্ব উবাচ।

যন্মাং পৃচ্ছসি ধর্ম্মজ্ঞে কস্ত্বং কিং বা সমাগতঃ।
তচ্ছৃণুষ্বামলপ্রজ্ঞে কথয়াম্যাদিতস্তব ॥
রাজ্ঞঃ শত্রুজিতঃ পুত্রঃ পিত্রা সম্প্রেষিতঃ শুভে।
মুনিরক্ষণমুদ্দিশ্য গালবাশ্রমমাগতঃ ॥
কুর্ব্বতো মম রক্ষাঞ্চ মুনীনাং ধর্ম্মচারিণাম্।
বিঘ্নার্থমাগতঃ কোঽপি শৌকরং রূপমাস্থিতঃ ॥
ময়া স বিদ্ধো বাণেন চন্দ্রার্দ্ধাকারবর্চ্চসা।
অপক্রান্তোঽতিবেগেন তমশ্ব্যনুগতো হয়ী ॥
পপাত সহসা গর্ত্তে স ক্রোড়োঽশ্বশ্চ মামকঃ।
সোঽহমশ্বং সমারূঢ়স্তমস্যেকঃ পরিভ্রমন্ ॥
প্রকাশমাসাদিতবান্ দৃষ্টা চ ভবতী ময়া।
পৃষ্টয়া চ ন মে কিঞ্চিদুক্তবত্যা দত্তমুত্তরম্ ॥
ত্বাঞ্চৈবানুপ্রবিষ্টোঽহমিমং প্রাসাদমুত্তমম্।
ইত্যেতৎ কথিতং সত্যং ন দেবোঽহং ন দানবঃ ॥
ন পন্নগো ন গন্ধর্ব্বঃ কিন্নরো বা শুচিস্মিতে।
সমস্তাঃ পূজ্যপক্ষা বৈ দেবাদ্যা মম কুণ্ডলে।
মনুষ্যোঽস্মি বিশঙ্কা তে ন কর্ত্তব্যাত্র কর্হিচিৎ ॥

পুত্রাবূচতুঃ।

ততঃ প্রহৃষ্টা সা কন্যা সখীবদনমুত্তমম্।
লজ্জাজড়ং বীক্ষমাণা কিঞ্চিন্নোবাচ ভাবিনী ॥
সা সখী পুনরপ্যেনাং প্রহৃষ্টা প্রত্যুবাচ হ।
যথাবৎ কথিতং তেন সুরভ্যা বচনানুগে ॥

কুণ্ডলোবাচ।

বীর সত্যমসন্দিগ্ধং ভবতাভিহিতং বচঃ।
নান্যত্র হৃদয়ন্ত্বস্যা দৃষ্ট্বা স্থৈর্য্যং প্রযাস্যতি ॥
চন্দ্রমেবাধিকা কান্তিঃ সমুপৈতি রবিং প্রভা।
ভূতির্ধন্যং ধৃতির্ধীরং ক্ষান্তিরভ্যেতি চোত্তমম্ ॥
ত্বয়ৈব বিদ্ধোঽসন্দিগ্ধং স পাপো দানবাধমঃ।
সুরভিঃ সা গবাং মাতা কথং মিথ্যা বদিষ্যতি ॥
তদ্ধন্যেয়ং সভাগ্যা চ ত্বৎসম্বন্ধং সমেত্য বৈ।
কুরুষ্ব বীর যৎ কার্য্যং বিধিনৈব সমাহিতম্ ॥

পুত্রাবূচতুঃ।

পরবানহমিত্যাহ রাজপুত্রঃ স তাং পিতঃ।
তামুদ্বহে কথং বালাং তন্নিয়োগাদৃতে ত্বিমাম্ ॥
মা মা বদেদৃক্ সেত্যাহ দেবকন্যেয়মুদ্বহ।
তথেত্যুক্তেন তেনৈব সঙ্গম্যোদ্বাহিকং তদা ॥
সা চ তং চিন্তয়ামাস তুম্বুরুং তৎকুলে গুরুম্।
স চাপি তৎক্ষণাৎ প্রাপ্তঃ প্রগৃহীতসমিৎকুশঃ ॥
মদালসায়াঃ সম্প্রীত্যা কুণ্ডলাগৌরবেণ চ।
প্রজ্বাল্য পাবকং হুত্বা মন্ত্রবিৎ কৃতমঙ্গলাম্ ॥
বৈবাহিকবিধিং কন্যাং প্রতিপাদ্য যথাগতম্।
জগাম তপসে ধীমান্ স্বমাশ্রমপদং তদা ॥
সা চাহ তাং সখীং বালাং কৃতার্থাস্মি বরাননে।
সংযুক্তামমুনা দৃষ্ট্বা ত্বামহং রূপশালিনীম্ ॥

তপস্তপ্যেঽহমতুলং নির্ব্যলীকেন চেতসা।
তীর্থাপ্লুধূতপাপা চ ভবিত্রী নেদৃশী যথা॥
তত্রাহ রাজপুত্রং সা প্রশ্রয়াবনতা তদা।
গন্তুকামা নিজসখীস্নেহবিক্লবভাষিণী॥

কুণ্ডলোবাচ।

পুংভিরপ্যমিতপ্রজ্ঞ নোপদেশো ভবদ্বিধে।
দাতব্যঃ কিমুত স্ত্রীভিরতো নোপদিশামি তে॥
কিন্ত্বস্যাস্তনুমধ্যায়াঃ স্নেহাকৃষ্টেন চেতসা।
ত্বয়া বিস্রম্ভিতা চাস্মি স্মারয়াম্যরিসূদন॥
ভর্ত্তব্যা রক্ষিতব্যা চ ভার্য্যা হি পতিনা সদা।
ধর্ম্মার্থকামসংসিদ্ধ্যৈ ভার্য্যা ভর্ত্তৃসহায়িনী॥
যদা ভার্য্যা চ ভর্ত্তা চ পরস্পরবশানুগৌ।
তদা ধর্ম্মার্থকামানাং ত্রয়াণামপি সঙ্গতম্॥
কথং ভার্য্যামৃতে ধর্ম্মমর্থং বা পুরুষঃ প্রভো।
প্রাপ্নোতি কামমথবা তস্যাং ত্রিতয়মাহিতম্॥
তথৈব ভর্ত্তারমৃতে ভার্য্যা ধর্ম্মাদিসাধনে।
ন সমর্থা ত্রিবর্গোঽয়ং দাম্পত্যং সমুপাশ্রিতঃ॥
দেবতাপিতৃভৃত্যানামতিথীনাঞ্চ পূজনম্।
ন পুংভিঃ শক্যতে কর্ত্তুমৃতে ভার্য্যাং নৃপাত্মজ॥
প্রাপ্তোঽপি চার্থো মনুজৈরানীতোঽপি নিজংগৃহম্
ক্ষয়মেতি বিনা ভার্য্যাং কুভার্য্যাসংশ্রয়েঽপি বা॥
কামস্তু তস্য নৈবাস্তি প্রত্যক্ষেণোপলক্ষ্যতে।
দম্পত্যোঃ সহধর্ম্মেণ ত্রয়ীধর্ম্মমবাপ্নুয়াৎ॥
পিতৄন্ পুত্রৈস্তথৈবান্নসাধনৈরতিথীন্ নরঃ।
পূজাভিরমরাংস্তদ্বৎ সাধ্বীং ভার্য্যাং নরোঽবতি॥
স্ত্রিয়াশ্চাপি বিনা ভর্ত্রা ধর্ম্মকামার্থসন্ততিঃ।
নৈব তস্মাৎ ত্রিবর্গোঽয়ং দাম্পত্যমধিগচ্ছতি॥
এতন্ময়োক্তং যুবয়োর্গচ্ছামি চ যথেপ্সিতম্।
বর্দ্ধ ত্বমনয়া সার্দ্ধং ধনপুত্রসুখায়ুষা॥

পুত্রাবূচতুঃ।

ইত্যুক্ত্বা সা পরিষ্বজ্য স্বসখীং তং নমস্য চ।
জগাম দিব্যয়া গত্যা যথাভিপ্রেতমাত্মনঃ॥
সোঽপি শত্রুজিতঃ পুত্রস্তামারোপ্য তুরঙ্গমম্।
নির্গন্তুকামঃ পাতালাদ্বিজ্ঞাতো দনুসম্ভবৈঃ॥
ততস্তৈঃ সহসোৎক্রুষ্টৈঃ হ্রিয়তে হ্রিয়তেঽতি বৈ।
কন্যারত্নং যদানীতং দিবঃ পাতালকেতুনা॥
ততঃ পরিঘনিস্ত্রিংশগদাশূলশরায়ুধম্।
দানবানাং বলং প্রাপ্তং সহ পাতালকেতুনা॥
তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি জল্পন্তস্তে তদা দানবোত্তমাঃ।
শরবর্ষৈস্তথা শূলৈর্ব্ববৃষুর্নৃপনন্দনম্॥

স চ শত্রুজিতঃ পুত্রস্তদস্ত্রাণ্যতিবীর্য্যবান্।
চিচ্ছেদ শরজালেন প্রহসন্নিব লীলয়া॥
ক্ষণেন পাতালতলমসিশক্ত্যৃষ্টিশায়কৈঃ।
ছিন্নৈঃ সঞ্ছন্নমভবদ্দৃতধ্বজশরোৎকরৈঃ॥
ততোঽস্ত্রং ত্বাষ্ট্রমাদায় চিক্ষেপ প্রতি দানবান্।
তেন তে দানবাঃ সর্ব্বে সহ পাতালকেতুনা॥
জ্বালামালাতিতীব্রেণ স্ফুটদস্থিচয়াঃ কৃতাঃ।
নির্দ্দগ্ধাঃ কাপিলং তেজঃ সমাসাদ্যেব সাগরাঃ॥
ততঃ স রাজপুত্রোঽশ্বী নিহত্যাসুরসত্তমান্।
স্ত্রীরত্নেন সমং তেন সমাগচ্ছৎ পিতুঃ পুরম্॥
প্রণিপত্য চ তৎ সর্ব্বং স তু পিত্রে ন্যবেদয়ৎ।
পাতালগমনঞ্চৈব কুণ্ডলায়াশ্চ দর্শনম্॥
তদ্বন্মদালসাপ্রাপ্তিং দানবৈশ্চাপি সঙ্গরম্।
বধঞ্চ তেষামস্ত্রেণ পুনরাগমনং তথা॥
ইতি শ্রুত্বা পিতা তস্য চরিতং চারুচেতসঃ।
প্রীতিমানভবচ্চেদং পরিষ্বজ্যাহ চাত্মজম্॥
সৎপাত্রেণ ত্বয়া পুত্র তারিতোঽহং মহাত্মনা।
ভয়েভ্যো মুনয়স্ত্রাতা যেন সদ্ধর্ম্মচারিণঃ॥
মৎপূর্ব্বৈঃ খ্যাতমানীতং ময়া বিস্তারিতং পুনঃ
পরাক্রমবতা বীর ত্বয়া তদ্বহুলীকৃতম্॥
যদুপাত্তং যশঃ পিত্রা ধনং বীর্য্যমথাপি বা।
তন্ন হাপয়তে যস্তু স নরো মধ্যমঃ স্মৃতঃ॥
তদ্বীর্য্যাদধিকং যস্তু পুনরন্যৎ স্বশক্তিতঃ।
নিষ্পাদয়তি তং প্রাজ্ঞাঃ প্রবদন্তি নরোত্তমম্॥
যঃ পিত্রা সমুপাত্তানি ধনবীর্য্যযশাংসি বৈ।
ন্যূনতাং নয়তি প্রাজ্ঞাস্তমাহুঃ পুরুষাধমম্॥
তন্ময়া ব্রাহ্মণত্রাণং কৃতমাসীদ্যথা ত্বয়া।
পাতালগমনং যচ্চ যচ্চাসুরবিনাশনম্।
এতদপ্যধিকং বৎস তেন ত্বং পুরুষোত্তমঃ॥
তদ্ধন্যোঽস্যথ বাল ত্বমহমেব গুণাধিকম্।
ত্বাং পুত্রমীদৃশং প্রাপ্য শ্লাঘ্যঃ পুণ্যবতামপি॥
নস পুত্রকৃতাং প্রীতিং মন্যে প্রাপ্নোতি মানবঃ।
পুত্রেণ নাতিশয়িতো যঃ প্রজ্ঞাদানবিক্রমৈঃ॥
ধিগ্‌জন্ম তস্য যঃ পিত্রা লোকে বিজ্ঞায়তে নরঃ।
যঃ পুত্রাৎ খ্যাতিমভ্যেতি তস্য জন্ম সুজন্মনঃ॥
আত্মনা জায়তে ধন্যো মধ্যঃ পিতৃপিতামহৈঃ।
মাতৃপক্ষেণ মাত্রা চ খ্যাতিমেতি নরাধমঃ॥
তৎ পুত্র ধনবীর্য্যোত্থং বিবর্দ্ধস্ব সুখেন চ।
গন্ধর্ব্বতনয়া চেয়ং মা ত্বয়া বৈ বিযুজ্যতাম্॥
ইতি পিত্রা বহুবিধং প্রিয়মুক্তঃ পুনঃ পুনঃ।

পরিষ্বজ্য স্বমাবাসং সভার্য্যঃ স বিসর্জ্জিতঃ ॥
স তথা ভার্য্যয়া সার্দ্ধং রেমে তত্র পিতুঃ পুরে।
অন্যেষু চ তথোদ্যানবনপর্ব্বতসানুষু ॥
শ্বশ্রূশ্বশুরয়োঃ পাদৌ প্রণিপত্য চ সা শুভা।
প্রাতঃ প্রাতস্ততস্তেন সহ রেমে সুমধ্যমা ॥

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে কুবলয়াশ্বীয়ে
মদালসাপরিণয়নং নামৈক-
বিংশোঽধ্যায়ঃ।

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

—০:০—

পুত্রাবূচতুঃ।

ততঃ কালে বহুতিথে গতে রাজা পুনঃ সুতম্।
প্রাহ গচ্ছাশু বিপ্রাণাং ত্রাণায় চর মেদিনীম্॥
অশ্বমেনং সমারুহ্য প্রাতঃ প্রাতর্দিনে দিনে।
অবাধা দ্বিজমুখ্যানামন্বেষ্টব্যা সদৈব হি ॥
দুর্বৃত্তাঃ সন্তি শতশো দানবাঃ পাপযোনয়ঃ।
তেভ্যো ন স্যাদ্‌যথা বাধা মুনীনাং ত্বং তথা কুরু
স যথোক্তস্ততঃ পিত্রা তথা চক্রে নৃপাত্মজঃ।
পরিক্রম্য মহীং সর্ব্বাং ববন্দে চরণৌ পিতুঃ ॥
অহন্যহন্যনুপ্রাপ্তে পূর্ব্বাহ্নে নৃপনন্দনঃ।
ততশ্চ শেষং দিবসং তয়া রেমে সুমধ্যয়া ॥
একদা তু চরন্ সোঽথ দদর্শ যমুনাতটে।
পাতালকেতোরনুজং তালকেতুং কৃতাশ্রমম্ ॥
মায়াবী দানবঃ সোঽথ মুনিরূপং সমাস্থিতঃ।
স প্রাহ রাজপুত্রং তং পূর্ব্ববৈরমনুস্মরন্ ॥
রাজপুত্র ব্রবীমি ত্বাং তৎ কুরুষ যদীচ্ছসি।
ন চ তে প্রার্থনাভঙ্গঃ কার্য্যঃ সত্যপ্রতিশ্রব ॥
যক্ষ্যে যজ্ঞেন ধর্ম্মায় কর্ত্তব্যাশ্চ তথেষ্টয়ঃ।
চিতয়স্তত্র কর্ত্তব্যা নাস্তি মে দক্ষিণা যতঃ ॥
অতঃ প্রযচ্ছ মে বীর হিরণ্যার্থং স্বভূষণম্।
যদেতৎ কণ্ঠলগ্নং তে রক্ষ চেমং মমাশ্রমম্ ॥
যাবদন্তর্জ্জলে দেবং বরুণং যাদসাং পতিম্।
বৈদিকৈর্ব্বারুণৈর্ম্মন্ত্রৈঃ প্রজানাং পুষ্টিহেতুকৈঃ ॥
অভিষ্টূয় ত্বরাযুক্তঃ সমভ্যেমীতি বাদিনম্।
তং প্রণম্য ততঃ প্রাদাৎ স তস্মৈ কণ্ঠভূষণম্ ॥
প্রাহ চৈনং ভবান্ যাতু নির্ব্যলীকেন চেতসা।
স্থাস্যামি তাবদত্রৈব ভবাশ্রমসমীপতঃ ॥
ভবাদেশান্মহাভাগ যাবদাগমনং তব।
ন তেঽত্র কশ্চিদাবাধাং করিষ্যতি ময়ি স্থিতে।
বিশ্রব্ধশ্চাত্বরন্ ব্রহ্মন্ কুরুষ ত্বং মনোগতম্ ॥

পুত্রাবূচতুঃ।

এবমুক্তস্ততস্তেন স মমজ্জ নদীজলে।
ররক্ষ সোঽপি তস্যৈব মায়াবিহিতমাশ্রমম্ ॥
গত্বা জলাশয়াৎ তস্মাৎ তালকেতুশ্চ তৎপরম্।
মদালসায়াঃ প্রত্যক্ষমন্যেষাঞ্চৈতদুক্তবান্ ॥

তালকেতুরুবাচ।

বীরঃ কুবলয়াশ্বোঽসৌ মমাশ্রমসমীপতঃ।
কেনাপি দুষ্টদৈত্যেন কুর্ব্বন্ রক্ষাং তপস্বিনাম্ ॥
যুধ্যমানো যথাশক্তি নিঘ্নন্ ব্রহ্মদ্বিষো যুধি।
মায়ামাশ্রিত্য পাপেন ভিন্নঃ শূলেন বক্ষসি ॥
ম্রিয়মাণেন তেনেদং দত্তং মে কণ্ঠভূষণম্।
প্রাপিতশ্চাগ্নিসংযোগং স বনে শূদ্রতাপসৈঃ ॥
কৃতার্ত্তহ্রেষাশব্দো বৈ ত্রস্তঃ সাশ্রুবিলোচনঃ।
নীতঃ সোঽশ্বশ্চ তেনৈব দানবেন দুরাত্মনা ॥
এতন্ময়া নৃশংসেন দৃষ্টং দুষ্কৃতকারিণা।
যদত্রানন্তরং কৃত্যং ক্রিয়তাং তদকালিকম্ ॥
হৃদয়াশ্বাসনঞ্চৈতদ্‌গৃহ্যতাং কণ্ঠভূষণম্।
নাস্মাকং হি সুবর্ণেন কৃত্যমস্তি তপস্বিনাম্ ॥

পুত্রাবূচতুঃ।

ইত্যুক্ত্বোৎসৃজ্য তদ্ভূমৌ স জগাম যথাগতম্।
নিপপাত জনঃ সোঽথ শোকার্ত্তো মূর্চ্ছয়াতুরঃ ॥
তৎক্ষণাৎ চেতনাং প্রাপ্য সর্ব্বাস্তা নৃপযোষিতঃ
রাজপত্ন্যশ্চ রাজা স বিলেপুরতিদুঃখিতাঃ ॥
মদালসা তু তদ্দৃষ্ট্বা তদীয়ং কণ্ঠভূষণম্।
তত্যাজাশু প্রিয়ান্ প্রাণান্ শ্রুত্বা চ নিহতং পতিম্
ততস্তথা মহাক্রন্দঃ পৌরাণাং ভবনেম্বভূৎ।
যথৈব তস্য নৃপতেঃ স্বগেহে সমবর্ত্তত ॥
রাজা চ তাং মৃতাং দৃষ্ট্বা বিনা ভর্ত্রা মদালসাম্
প্রত্যুবাচ জনং সর্ব্বং বিমৃষ্য সুস্থমানসঃ ॥
ন রোদিতব্যং পশ্যামি ভবতামাত্মনস্তথা।
সর্ব্বেষামেব সঞ্চিন্ত্য সম্বন্ধানামনিত্যতাম্ ॥
কিং নু শোচামি তনয়ং কিং নু শোচাম্যহং স্নুষাম্
বিমৃষ্য কৃতকৃত্যত্বাদন্যেঽশোচ্যাবুভাবপি ॥
মচ্ছুশ্রূষুর্ম্মদ্বচনাদ্‌দ্বিজরক্ষণতৎপরঃ।
প্রাপ্তো মে যঃ সুতো মৃত্যুং কথং শোচ্যঃ স
ধীমতাম্ ॥
অবশ্যং যাতি যদ্দেহং তদ্দ্বিজানাং কৃতে যদি।
মম পুত্রেণ সন্ত্যক্তং নন্বভ্যুদয়কারি তৎ ॥

ইয়ঞ্চ সৎকুলোৎপন্না ভর্ত্তর্য্যেবমনুব্রতা।
কথং নু শোচ্যা নারীণাং ভর্ত্তূরন্যন্ন দৈবতম্॥
অস্মাকং বান্ধবানাঞ্চ তথান্যেষাং দয়াবতাম্।
শোচ্যা হ্যেষা ভবেদেবং যদি ভর্ত্রা বিয়োগিনী॥
যা তু ভর্ত্তুর্ব্বধং শ্রুত্বা তৎক্ষণাদেব ভাবিনী।
ভর্ত্তারমনুযাতেয়ং ন শোচ্যাতো বিপশ্চিতাম্॥
তাঃ শোচ্যা যা বিয়োগিন্যো ন শোচ্যা যা
মৃতাঃ সহ।
ভর্ত্তুর্বিয়োগস্তনয়া নানুভূতঃ কৃতজ্ঞয়া॥
দাতারং সর্ব্বসৌখ্যানামিহ চামুত্র চোভয়োঃ।
লোকয়োঃ কা হি ভর্ত্তারং নারী মন্যেত মানুষম্
নাসৌ শোচ্যো ন চৈবেয়ং নাহং তজ্জননী ন চ।
ত্যজতা ব্রাহ্মণার্থায় প্রাণান্ সর্ব্বে স্ম তারিতাঃ॥
বিপ্রাণাং মম ধর্ম্মস্য গতঃ স হি মহামতিঃ।
আনৃণ্যমর্দ্ধভুক্তস্য ত্যাগাদ্দেহস্য মে সুতঃ॥
মাতুঃ সতীত্বং মদ্বংশবৈমল্যং শৌর্য্যমাত্মনঃ।
সংগ্রামে সন্ত্যজৎ প্রাণান্ নাত্যজদ্দ্বিজরক্ষণে॥

পুত্রাবূচতুঃ।

ততঃ কুবলয়াশ্বস্য মাতা ভর্ত্তুরনন্তরম্।
শ্রুত্বা পুত্রবধং তাদৃক্ প্রাহ দৃষ্ট্বা তু তং পতিম্

মাতোবাচ।

ন মে মাত্রা ন মে স্বস্রা প্রাপ্তা প্রীতির্নৃপেদৃশী।
শ্রুত্বা মুনিপরিত্রাণে হতঃ পুত্রং যথা ময়া॥
শোচতাং বান্ধবানাং যে নিশ্বসন্তোঽতিদুঃখিতাঃ
ম্রিয়ন্তে ব্যাধিনা ক্লিষ্টাস্তেষাং মাতা বৃথাপ্রজা॥
সংগ্রামে যুধ্যমানা যেঽভীতা গোদ্বিজরক্ষণে।
ক্ষুণ্ণা শস্ত্রৈর্বিপদ্যন্তে ত এব ভুবি মানবাঃ॥
অর্থিনাং মিত্রবর্গস্য বিদ্বিষাঞ্চ পরাঙ্মুখম্।
যো ন যাতি পিতা তেন পুত্রী মাতা চ বীরসূঃ॥
গর্ভক্লেশঃ স্ত্রিয়ো মন্যে সাফল্যং ভজতে তদা।
যদারিবিজয়ী বা স্যাৎ সংগ্রামে বা হতঃ সুতঃ॥

পুত্রাবূচতুঃ।

ততঃ স রাজা সংস্কারং পুত্রপত্নীমলম্ভয়ৎ।
নির্গম্য চ বহিঃ স্নাতো দদৌ পুত্রায় চোদকম্॥
তালকেতুশ্চ নির্গম্য তথৈব যমুনাজলাৎ।
রাজপুত্রমুবাচেদং প্রণয়ান্মধুরং বচঃ॥
গচ্ছ ভূপালপুত্র ত্বং কৃতার্থোঽহং কৃতস্ত্বয়া।
কার্য্যং চিরাভিলষিতং ত্বয্যত্রাবিচলে স্থিতে॥
বারুণং যজ্ঞকার্য্যঞ্চ জলেশস্য মহাত্মনঃ।
তন্ময়া সাধিতং সর্ব্বং যন্মমাসীদভীপ্সিতম্॥
প্রণিপত্য স তং প্রায়াদ্রাজপুত্রঃ পুরং পিতুঃ।
সমারুহ্য তমেবাশ্বং সুপর্ণানিলবিক্রমম্॥

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে কুবলয়া-
শ্বীয়ে মদালসাবিয়োগো নাম
দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

পুত্রাবূচতুঃ।

স রাজপুত্রঃ সম্প্রাপ্য বেগাদাত্মপুরং ততঃ।
পিত্রোর্বিবন্দিষুঃ পাদৌ দিদৃক্ষুশ্চ মদালসাম্॥
দদর্শ জনমুদ্বিগ্নমপ্রহৃষ্টমুখং পুরঃ।
পুনশ্চ বিস্মিতাকারং প্রহৃষ্টবদনং ততঃ॥
অন্যমুৎফুল্লনয়নং দিষ্ট্যা দিষ্ট্যেতিবাদিনম্।
পরিষ্বজন্তমন্যোন্যমতিকৌতূহলান্বিতম্॥
চিরং জীবোরুকল্যাণ হতাস্তে পরিপন্থিনঃ।
পিত্রোঃ প্রহ্লাদয় মনস্তথাস্মাকমকণ্টকম্॥
ইত্যেবংবাদিভিঃ পৌরৈঃ পুরঃ পৃষ্ঠে চ সংবৃতঃ।
তৎক্ষণপ্রভবানন্দঃ প্রবিবেশ পিতুর্গৃহম্॥
পিতা চ তং পরিষ্বজ্য মাতা চান্যে চ বান্ধবাঃ।
চিরং জীবেতি কল্যাণীর্দদুস্তস্মৈ তদাশিষঃ॥
প্রণিপত্য ততঃ সোঽথ কিমেতদিতি বিস্মিতঃ।
পপ্রচ্ছ পিতরং তাত সোঽস্মৈ সম্যক্ তদুক্তবান্॥
স ভার্য্যাং তাং মৃতাং শ্রুত্বা হৃদয়েষ্টাং মদালসাম্।
পিতরৌ চ পুরো দৃষ্ট্বা লজ্জাশোকাব্ধিমধ্যগঃ॥
চিন্তয়ামাস সা বালা মাং শ্রুত্বা নিধনং গতম্।
তত্যাজ জীবিতং সাধ্বী ধিঙ্মাং নিষ্ঠুরমানসম্॥
নৃশংসোঽহমনার্য্যোঽহং বিনা তাং মৃগলোচনাম্
মৎকৃতে নিধনং প্রাপ্তাং যজ্জীবাম্যতিনির্ঘৃণঃ॥
পুনঃ স চিন্তয়ামাস পরিসংস্তভ্য মানসম্।
মোহোদ্গামমপাস্যাশু নিশ্বস্যোচ্ছ্বস্য চাতুরঃ॥
মৃতেতি সা মন্নিমিত্তং ত্যজামি যদি জীবিতম্।
কিং ময়োপকৃতং তস্যাঃ শ্লাঘ্যমেতত্তু যোষিতাম্
যদি রোদিমি বা দীনো হা প্রিয়েতি বদন্ মুহুঃ।
তথাপ্যশ্লাঘ্যমেতন্নো বয়ং হি পুরুষাঃ কিল॥
অথ শোকজড়ো দীনঃ স্রজা হীনো মলান্বিতঃ।
বিপক্ষস্য ভবিষ্যামি ততঃ পরিভবাস্পদম্॥
ময়ারিশাতনং কার্য্যং রাজ্ঞঃ শুশ্রূষণং পিতুঃ।
জীবিতং তস্য চায়ত্তং সন্ত্যাজ্যং তৎ কথং ময়া॥

কিন্ত্বত্র মন্তে কর্ত্তব্যস্ত্যাগো ভোগস্ত যোষিতঃ।
স চাপি নোপকারায় তন্বঙ্গ্যাঃ কিন্তু সর্ব্বথা॥
ময়া নৃশংস্তং কর্ত্তব্যং নোপকার্য্যপকারি চ।
যা মদর্থেঽত্যজৎ প্রাণাংস্তদর্থেঽয়মিদং মম॥

পুত্রাবূচতুঃ।

ইতি কৃত্বা মতিং সোঽথ নিষ্পাদ্যোদকদানিকম্।
ক্রিয়াশ্চানন্তরং কৃত্বা প্রত্যুবাচ ঋতধ্বজঃ॥

ঋতধ্বজ উবাচ।

যদি সা মম তন্বঙ্গী ন স্যাদ্ভার্য্যা মদালসা।
অস্মিন্ জন্মনি নান্যা মে ভবিত্রী সহচারিণী॥
তামৃতে মৃগশাবাক্ষীং গন্ধর্ব্বতনয়ামহম্।
ন ভোক্ষ্যে যোষিতং কাঞ্চিদিতিসত্যং ময়োদিতম্॥
সধর্ম্মচারিণীং পত্নীং তাং মুক্ত্বা গজগামিনীম্।
কাঞ্চিন্নাঙ্গীকরিষ্যামীত্যেতৎ সত্যং ময়োদিতম্॥

পুত্রাবূচতুঃ।

পরিত্যজ্য চ স্ত্রীভোগান্ তাত সর্ব্বাংস্তয়া বিনা।
ক্রীড়ন্নাস্তে সমং তুল্যোর্ব্বয়স্তৈঃ শীলসম্পদা॥
এতৎ তস্য পরং কার্য্যং তাত তৎ কেন শক্যতে।
কর্ত্তুমত্যর্থদুষ্প্রাপ্যমীশ্বরৈঃ কিমুতেতরৈঃ॥

জড় উবাচ।

ইতি বাক্যং তয়োঃ শ্রুত্বা বিমর্ষমগমৎ পিতা।
বিমৃষ্য চাহ তৌ পুত্রৌ নাগরাট্ প্রহসন্নিব॥

নাগরাড়শ্বতর উবাচ।

যদ্যশক্যমিতি জ্ঞাত্বা ন করিষ্যন্তি মানবাঃ।
কর্ম্মণ্যুদ্যমমুদ্যোগহান্যা হানিস্ততঃ পরম্॥
আরভেত নরঃ কর্ম্ম স্বপৌরুষমহাপয়ন্।
নিষ্পত্তিঃ কর্ম্মণো দৈবে পৌরুষে চ ব্যবস্থিতা॥
তস্মাদহং তথা যত্নং করিষ্যে পুত্রকাবিতঃ।
তপশ্চর্য্যাং সমাস্থায় যথৈতৎ সাধ্যতেচিরাৎ॥

জড় উবাচ।

এবমুক্ত্বা স নাগেন্দ্রঃ প্লক্ষাবতরণং গিরেঃ।
তীর্থং হিমবতো গত্বা তপস্তেপে সুদুশ্চরম্॥
তুষ্টাব গীর্ভিশ্চ ততস্তত্র দেবীং সরস্বতীম্।
তন্মনা নিয়তাহারো ভূত্বা ত্রিসবনাপ্লুতঃ॥

অশ্বতর উবাচ।

জগদ্ধাত্রীমহং দেবীমারিরাধয়িষুঃ শুভাম্।
স্তোষ্যে প্রণম্য শিরসা ব্রহ্মযোনিং সরস্বতীম্॥
সদসদ্দেবি যৎ কিঞ্চিন্মোক্ষবচ্চার্থবৎ পদম্।
তৎ সর্ব্বং ত্বয্যসংযোগং যোগবদ্দেবি সংস্থিতম্॥
ত্বমক্ষরং পরং দেবি যত্র সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্।
অক্ষরং পরমং দেবি সংস্থিতং পরমাণুবৎ॥
অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম বিশ্বঞ্চৈতৎ ক্ষরাত্মকম্।
দারুণ্যবস্থিতো বহ্নির্ভৌমাশ্চ পরমাণবঃ॥
তথা ত্বয়ি স্থিতং ব্রহ্ম জগচ্চেদমশেষতঃ।
ওঙ্কারাক্ষরসংস্থানং যত্তু দেবি স্থিরাস্থিরম্॥
তত্র মাত্রাত্রয়ং সর্ব্বমস্তি যদ্দেবি নাস্তি চ।
ত্রয়ো লোকাস্ত্রয়ো বেদাস্ত্রৈবিদ্যং পাবকত্রয়ম্॥
ত্রীণি জ্যোতীংষি বর্গাশ্চ ত্রয়ো ধর্ম্মাগমস্তথা।
ত্রয়ো গুণাস্ত্রয়ঃ শব্দাস্ত্রয়ো বেদাস্তথাশ্রমাঃ॥
ত্রয়ঃ কালাস্তথাবস্থাঃ পিতরোঽহর্নিশাদয়ঃ।
এতন্মাত্রাত্রয়ং দেবি তব রূপং সরস্বতি॥
বিভিন্নদর্শিনামাদ্যা ব্রহ্মণো হি সনাতনাঃ।
সোমসংস্থা হবিঃসংস্থাঃ পাকসংস্থাশ্চ সপ্ত যাঃ॥
তাস্ত্বদুচ্চারণাদ্দেবি ক্রিয়ন্তে ব্রহ্মবাদিভিঃ।
অনির্দ্দেশ্যং তথা চান্যদর্দ্ধমাত্রাশ্রিতং পরম্॥
অবিকার্য্যক্ষয়ং দিব্যং পরিণামবিবর্জ্জিতম্।
তবৈতৎ পরমং রূপং যন্ন শক্যং ময়োদিতুম্।
ন চাস্যেন চ তজ্জিহ্বাতাম্রোষ্ঠাদিভিরুচ্যতে॥
ইন্দ্রোঽপি বসবো ব্রহ্মা চন্দ্রার্কৌ জ্যোতিরেব চ
বিশ্বাবাসং বিশ্বরূপং বিশ্বেশং পরমেশ্বরম্॥
সাংখ্যবেদান্তবাদোক্তং বহুশাখাস্থিরীকৃতম্।
অনাদিমধ্যনিধনং সদসন্ন সদেব যৎ॥
একন্ত্বনেকং নাপ্যেকং ভবভেদসমাশ্রিতম্।
অনাখ্যং ষড়্গুণাখ্যঞ্চ বর্গাখ্যং ত্রিগুণাশ্রয়ম্॥
নানাশক্তিমতামেকং শক্তিবৈভবিকং পরম্।
সুখাসুখং মহাসৌখ্যরূপং ত্বয়ি বিভাব্যতে॥
এবং দেবি ত্বয়া ব্যাপ্তং সকলং নিষ্কলঞ্চ যৎ।
অদ্বৈতাবস্থিতং ব্রহ্ম যচ্চ দ্বৈতে ব্যবস্থিতম্॥

যেঽর্থা নিত্যা যে বিনশ্যন্তি চান্যে
যে বা স্থূলা যে চ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মাঃ।
যে বা ভূমৌ যেঽন্তরীক্ষেঽন্যতো বা
তেষাং তেষাং ত্বত্ত এবোপলব্ধিঃ॥
যচ্চামূর্ত্তং যচ্চ মূর্ত্তং সমস্তং
যদ্বা ভূতেষ্বেকমেকঞ্চ কিঞ্চিৎ।
যদ্দিব্যস্তি ক্ষ্মাতলে খেঽন্যতো বা
ত্বৎসম্বদ্ধং ত্বৎস্বরৈর্ব্যঞ্জনৈশ্চ॥

এবং স্তুতা তদা দেবী বিষ্ণোর্জ্জিহ্বা সরস্বতী।
প্রত্যুবাচ মহাত্মানং নাগমশ্বতরং ততঃ॥

সরস্বত্যুবাচ।

বরং তে কম্বলভ্রাতঃ প্রযচ্ছাম্যুরগাধিপ।

তত্তচ্যতাং প্রদাস্যামি যৎ তে মনসি বর্ত্ততে ॥
অশ্বতর উবাচ।
সহায়ং দেহি দেবি ত্বং পূর্ব্বং কম্বলমেব মে।
সমস্তস্বরসম্বন্ধমুভয়োঃ সম্প্রযচ্ছ চ ॥
সরস্বত্যুবাচ।
সপ্ত স্বরা গ্রামরাগাঃ সপ্ত পন্নগসত্তম।
গীতকানি চ সপ্তৈব তাবতীশ্চাপি মূর্চ্ছনাঃ ॥
তালাশ্চৈকোনপঞ্চাশৎ তথা গ্রামত্রয়ঞ্চ যৎ।
এতৎ সর্ব্বং ভবান্ গাতা কম্বলশ্চ তথানঘ ॥
জ্ঞাস্যসে মৎপ্রসাদেন ভুজগেন্দ্রাপরং তথা।
চতুর্ব্বিধং পদং তালং ত্রিপ্রকারং লয়ত্রয়ম্ ॥
যতিত্রয়ং তথা তোদ্যং ময়া দত্তং চতুর্ব্বিধম্।
এতদ্ভবান্ মৎপ্রসাদাৎ পন্নগেন্দ্রাপরঞ্চ যৎ ॥
অন্তার্ন্তর্গতমায়ত্তং স্বরব্যঞ্জনসম্মিতম্।
তদশেষং ময়া দত্তং ভবতঃ কম্বলস্য চ ॥
তথা নান্যস্য ভূর্লোকে পাতালে চাপি পন্নগ।
প্রণেতারৌ ভবন্তৌ চ সর্ব্বস্যাস্য ভবিষ্যতঃ।
পাতালে দেবলোকে চ ভূর্লোকে চৈব পন্নগৌ ॥
জড় উবাচ।
ইত্যুক্ত্বা সা তদা দেবী সর্ব্বজিহ্বা সরস্বতী।
জগামাদর্শনং সদ্যো নাগস্য কমলেক্ষণা ॥
তয়োশ্চ তদ্যথাবৃত্তং ভ্রাতোঃ সর্ব্বমজায়ত।
বিজ্ঞানমুভয়োরগ্র্যং পদতালস্বরাদিকম্ ॥
ততঃ কৈলাসশৈলেন্দ্রশিখরস্থিতমীশ্বরম্।
গীতকৈঃ সপ্তভির্নাগৌ তন্ত্রীলয়সমন্বিতৌ ॥
আরিরাধয়িষূ দেবমনঙ্গাঙ্গহরং হরম্।
প্রচক্রতুঃ পরং যত্নমুভৌ সংহতবাকলৌ।
প্রাতর্নিশায়াং মধ্যাহ্ণে সন্ধ্যয়োশ্চাপি তৎপরৌ ॥
তয়োঃ কালেন মহতা স্তূয়মানো বৃষধ্বজঃ।
তুতোষ গীতকৈস্তৌ চ প্রাহেশো গৃহ্যতাং বরঃ ॥
ততঃ প্রণম্যাশ্বতরঃ কম্বলেন সমং তদা।
ব্যজ্ঞাপয়ন্মহাদেবং শিতিকণ্ঠমুমাপতিম্ ॥
যদি নৌ ভগবান্ প্রীতো দেবদেবস্ত্রিলোচনঃ।
ততো যথাভিলষিতং বরমেনং প্রযচ্ছ নৌ ॥
মৃতা কুবলয়াশ্বস্য পত্নী দেব মদালসা।
তেনৈব বয়সা সদ্যো দুহিতৃত্বং প্রয়াতু মে ॥
জাতিস্মরা যথা পূর্ব্বং তদ্বৎকান্তিসমন্বিতা।
যোগিনী যোগমাতা চ মদ্গেহে জায়তাং ভব ॥
মহাদেব উবাচ।
যথোক্তং পন্নগশ্রেষ্ঠ সর্ব্বমেতদ্ভবিষ্যতি।
মৎপ্রসাদাদসন্দিগ্ধং শৃণু চেদং ভুজঙ্গম ॥
শ্রাদ্ধে তু সমনুপ্রাপ্তে মধ্যমং পিণ্ডমাত্মনা।
ভক্ষয়েথাঃ ফণিশ্রেষ্ঠ শুচিঃ প্রয়তমানসঃ ॥
ভক্ষিতে তু ততস্তস্মিন্ ভবতো মধ্যমাৎ ফণাৎ।
সমুৎপৎস্যতি কল্যাণী তথারূপা যথা মৃতা ॥
কামঞ্চৈমমভিধ্যায় কুরু ত্বং পিতৃতর্পণম্।
তৎক্ষণাদেব সা সুভ্রুঃ শ্বসতো মধ্যমাৎ ফণাৎ।
সমুৎপৎস্যতি কল্যাণী তথারূপা যথা মৃতা ॥
এতচ্ছ্রুত্বা ততস্তৌ তু প্রণিপত্য মহেশ্বরম্।
রসাতলং পুনঃ প্রাপ্তৌ পরিতোষসমন্বিতৌ ॥
তথা চ কৃতবান্ শ্রাদ্ধং স নাগঃ কম্বলানুজঃ।
পিণ্ডঞ্চ মধ্যমং তদ্বদ্যথাবদুপভুক্তবান্ ॥
তঞ্চাপি ধ্যায়তঃ কামং ততঃ সা তনুমধ্যমা।
জজ্ঞে নিশ্বসতঃ সদ্যস্তদ্রূপা মধ্যমাৎ ফণাৎ ॥
ন চাপি কথয়ামাস কস্যচিৎ স ভুজঙ্গমঃ।
অন্তর্গৃহে তাং সুদতীং স্ত্রীভির্গুপ্তামধারয়ৎ ॥
তৌ চানুদিনমাগম্য পুত্রৌ নাগপতেঃ সুখম্।
ঋতধ্বজেন সহিতৌ চিক্রীড়াতেঽমরাবিব ॥
একদা তু সুতৌ প্রাহ নাগরাজো মুদান্বিতঃ।
যন্ময়া পূর্ব্বমুক্তস্তু ক্রিয়তে কিং ন তৎ তথা ॥
স রাজপুত্রো যুবয়োরুপকারী মমান্তিকম্।
কস্মান্নানীয়তে বৎসাবুপকারায় মানদঃ ॥
এবমুক্তৌ ততস্তেন পিত্রা স্নেহবতা তু তৌ।
গত্বা তস্য পুরং সখ্যু রেমাতে তেন ধীমতা ॥
ততঃ কুবলয়াশ্বং তৌ কৃত্বা কিঞ্চিৎ কথান্তরম্।
অব্রূতাং প্রণয়োপেতং স্বগেহগমনং প্রতি ॥
তাবাহ নৃপপুত্রোঽসৌ নন্বিদং ভবতোর্গৃহম্।
ধনবাহনবস্ত্রাদি যন্মদীয়ং তদেব বাম্ ॥
যত্তু বাং বাঞ্ছিতং দাতুং ধনং রত্নমথাপি বা।
তদ্দীয়তাং দ্বিজসুতৌ যদি বাং প্রণয়ো ময়ি ॥
এতাবতাহং দৈবেন বঞ্চিতোঽস্মি দুরাত্মনা।
যদ্ভবন্ত্যাং মমত্বং নো মদীয়ে ক্রিয়তে গৃহে ॥
যদি বাং মৎপ্রিয়ং কার্য্যমনুগ্রাহ্যোঽস্মি বাং যদি।
তদ্ধনে মম গেহে চ মমত্বমনুকল্প্যতাম্ ॥
যুবয়োর্যন্মদীয়ং তন্মামকং যুবয়োঃ স্বকম্।
এতৎ সত্যং বিজানীতং যুবাং প্রাণা বহিশ্চরাঃ ॥
পুনর্নৈবং বিভিন্নার্থং বক্তব্যং দ্বিজসত্তমৌ।
মৎপ্রসাদপরৌ প্রীত্যা শাপিতৌ হৃদয়েন মে ॥
ততঃ স্নেহার্দ্রবদনৌ তাবুভৌ নাগনন্দনৌ।
ঊচতুর্নৃপতেঃ পুত্রং কিঞ্চিৎ প্রণয়কোপিতৌ ॥

ঋতধ্বজ ন সন্দেহো যথৈবাহ ভবানিদম্।
তথৈব চাস্মন্মনসি নাত্র চিন্তামতোঽন্যথা॥
কিন্ত্বাবয়োঃ স্বয়ং পিত্রা প্রোক্তমেতন্মহাত্মনা।
দ্রষ্টুং কুবলয়াশ্বং তমিচ্ছামীতি পুনঃ পুনঃ॥
ততঃ কুবলয়াশ্বোঽসৌ সমুত্থায় বরাসনাৎ।
যথাহ তাতেতি বদন্ প্রণামমকরোদ্ভুবি॥

কুবলয়াশ্ব উবাচ।

ধন্যোঽহমতিপুণ্যোঽহং কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া।
যৎ তাতো মামভিদ্রষ্টুং করোতি প্রবণং মনঃ॥
তদুত্তিষ্ঠত গচ্ছামস্তামাজ্ঞাং ক্ষণমপ্যহম্।
নাতিক্রান্তুমিহেচ্ছামি পদ্ভ্যাং তস্য শপাম্যহম্॥

জড় উবাচ।

এবমুক্ত্বা যযৌ সোঽথ সহ তাভ্যাং নৃপাত্মজঃ।
প্রাপ্তশ্চ গোমতীং পুণ্যাং নির্গম্য নগরাদ্বহিঃ॥
তন্মধ্যেন যযুস্তে বৈ নাগেন্দ্রনৃপনন্দনাঃ।
মেনে চ রাজপুত্রোঽসৌ পারে তস্যাস্তয়োর্গৃহম্॥
ততশ্চাকৃষ্য পাতালং তাভ্যাং নীতো নৃপাত্মজঃ।
পাতালে দদৃশে চোভৌ স পন্নগকুমারকৌ।
ফণামণিকৃতোদ্দ্যোতৌ ব্যক্তস্বস্তিকলক্ষণৌ॥
বিলোক্য তৌ সুরূপাঙ্গৌ বিস্ময়োৎফুল্ললোচনঃ।
বিহস্য চাব্রবীৎ প্রেম্ণা সাধু ভো দ্বিজসত্তমৌ॥
কথয়ামাসতুস্তৌ চ পিতরং পন্নগেশ্বরম্।
শান্তমশ্বতরং নাম মাননীয়ং দিবৌকসাম্॥
রমণীয়ং ততোঽপশ্যৎ পাতালং স নৃপাত্মজঃ।
কুমারৈস্তরুণৈর্বৃদ্ধৈরুরগৈরুপশোভিতম্॥
তথৈব নাগকন্যাভিঃ ক্রীড়ন্তীভিরিতস্ততঃ।
চারুকুণ্ডলহারাভিস্তারাভির্গগনং যথা॥
গীতশব্দৈস্তথান্যত্র বীণাবেণুস্বনানুগৈঃ।
মৃদঙ্গপণবাতোদ্যং হারিবেশ্মশতাকুলম্॥
বীক্ষমাণঃ স পাতালং যযৌ শত্রুজিতঃ সুতঃ।
সহ তাভ্যামভীষ্টাভ্যাং পন্নগাভ্যামরিন্দমঃ॥
ততঃ প্রবিশ্য তে সর্ব্বে নাগরাজনিবেশনম্।
দদৃশুস্তে মহাত্মানমুরগাধিপতিং স্থিতম্॥
দিব্যমাল্যাম্বরধরং মণিকুণ্ডলভূষণম্।
স্বচ্ছমুক্তাফললতাহারিহারোপশোভিতম্॥
কেয়ূরিণং মহাভাগমাসনে সর্ব্বকাঞ্চনে।
মণিবিদ্রুমবৈদূর্য্যজালান্তরিতরূপকে॥
স তাভ্যাং দর্শিতস্তস্য তাতোঽস্মাকমসাবিতি।
বীরঃ কুবলয়াশ্বোঽয়ং পিত্রে চাসৌ নিবেদিতঃ॥
ততো ননাম চরণৌ নাগেন্দ্রস্য ঋতধ্বজঃ।
তমুত্থাপ্য বলাদ্গাঢ়ং নাগেন্দ্রঃ পরিষস্বজে॥
মূর্দ্ধ্নি চৈনমুপাঘ্রায় চিরং জীবেত্যুবাচ সঃ।
নিহতামিত্রবর্গশ্চ পিত্রোঃ শুশ্রূষণং কুরু॥
বৎস ধন্যস্য কথ্যন্তে পরোক্ষস্যাপি তে গুণাঃ।
ভবতো মম পুত্রাভ্যামসামান্যা নিবেদিতাঃ॥
ত্বমেবানেন বর্দ্ধেথা মনোবাক্কায়চেষ্টিতৈঃ।
জীবিতং গুণিনঃ শ্লাঘ্যং জীবন্নেব মৃতোঽগুণাঃ॥
গুণবান্ নির্বৃতিং পিত্রোঃ শত্রূণাং হৃদয়জ্বরম্।
করোত্যাত্মহিতং কুর্ব্বন্ বিশ্বাসঞ্চ মহাজনে॥
দেবতাঃ পিতরো বিপ্রা মিত্রার্থিবিকলাদয়ঃ।
বান্ধবাশ্চ তথেচ্ছন্তি জীবিতং গুণিনশ্চিরম্॥
পরিবাদনিবৃত্তানাং দুর্গতেষু দয়াবতাম্।
গুণিনাং সফলং জন্ম সংশ্রিতানাং বিপদ্গতৈঃ॥

জড় উবাচ।

এবমুক্ত্বা স তং বীরং পুত্রাবিদমথাব্রবীৎ।
পূজাং কুবলয়াশ্বস্য কর্ত্তুকামো ভুজঙ্গমঃ॥
স্নানাদিকক্রমং কৃত্বা সর্ব্বমেব যথাক্রমম্।
মধুপানাদিসম্ভোগমাহারঞ্চ যথেপ্সিতম্॥
ততঃ কুবলয়াশ্বেন হৃদয়োৎসবভূতয়া।
কথয়া স্বল্পকং কালং স্থাস্যামো হৃষ্টচেতসঃ॥
অনুমেনে চ তন্মৌনী বচঃ শত্রুজিতঃ সুতঃ।
তথা চকার নৃপতিঃ পন্নগানামুদারধীঃ॥

সমেতো তৈরাত্মজভূপনন্দনৈ-
র্মহোরগাণামধিপঃ স সত্যবাক্।
মুদান্বিতোঽন্নানি মধূনি চাত্মবান্
যথোপযোগং বুভুজে স ভোগভুক্॥

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে মদালসো-
পাখ্যানে ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ।

চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

—০:০—

পুত্র উবাচ।

কৃতাহারং মহাত্মানমধিপং পবনাশিনাম্।
উপাসাঞ্চক্রিরে পুত্রৌ ভূপালতনয়স্তথা॥
কথাভিরনুরূপাভিঃ স মহাত্মা ভুজঙ্গমঃ।
প্রীতিং সঞ্জনয়ামাস পুত্রসখ্যুরুবাচ চ॥
তব ভদ্র সুখং ব্রূহি গেহমভ্যাগতস্য যৎ।
কর্ত্তব্যমুৎসৃজাশঙ্কাং পিতরীব সুতো ময়ি॥

রজতং বা সুবর্ণং বা বস্ত্রং বাহনমাসনম্।
যদ্বাভিমতমত্যর্থং দুর্লভং তদ্বৃণুষ্ব মাম্॥
কুবলয়াশ্ব উবাচ।
তব প্রসাদাদ্ভগবন্ সুবর্ণাদি গৃহে মম।
পিতুরস্তি মমাদ্যাপি ন কিঞ্চিৎ কার্য্যমীদৃশম্॥
তাতে বর্ষসহস্রাণি শাসতীমাং বসুন্ধরাম্।
তথৈব ত্বয়ি পাতালং ন মে যাচ্ঞোন্মুখং মনঃ॥
তে স্বর্গ্যাশ্চ সুপুণ্যাশ্চ যেষাং পিতরি জীবতি।
তৃণকোটিসমং বিত্তং তারুণ্যাদ্বিত্তকোটিষু॥
মিত্রাণি তুল্যশিষ্টানি তদ্বদ্দেহমনাময়ম্।
জনিতা ধ্রিয়তে বিত্তং যৌবনং কিন্নু নাস্তি মে॥
অসত্যর্থে নৃণাং যাচ্ঞাপ্রবণং জায়তে মনঃ।
সত্যশেষে কথং যাচ্ঞাং মম জিহ্বা করিষ্যতি॥
যৈর্ন চিন্ত্যং ধনং কিঞ্চিন্মম গেহেঽস্তি নাস্তি বা
পিতৃবাহুতরুচ্ছায়াং সংশ্রিতাঃ সুখিনো হি তে॥
যে তু বাল্যাৎ প্রভৃত্যেব বিনা পিত্রা কুটুম্বিনঃ।
তে সুখাস্বাদবিভ্রংশান্মন্যে ধাত্রৈব বঞ্চিতাঃ॥
তদ্বয়ং ত্বৎপ্রসাদেন ধনরত্নাদিসঞ্চয়ান্।
পিতৃমুক্তান্ প্রযচ্ছামঃ কামতো নিত্যমর্থিনাম্॥
তৎ সর্ব্বমিহ সম্প্রাপ্তং যদঙ্ঘ্রিযুগলং তব।
মচ্চূড়ামণিনা স্পৃষ্টং যচ্চাঙ্গস্পর্শমাপ্তবান্॥
জড় উবাচ।
ইত্যেবং প্রশ্রয়ং বাক্যমুক্তঃ পন্নগসত্তমঃ।
প্রাহ রাজসুতং প্রীত্যা পুত্রয়োরুপকারিণম্॥
নাগ উবাচ।
যদি রত্নসুবর্ণাদি মত্তোঽবাপ্তুং ন তে মনঃ।
যদন্যন্মনসঃ প্রীত্যৈ তদ্ব্রূহি ত্বং দদাম্যহম্॥
কুবলয়াশ্ব উবাচ।
ভগবংস্ত্বৎপ্রসাদেন প্রার্থিতস্য গৃহে মম।
সর্ব্বমস্তি বিশেষেণ সম্প্রাপ্তং তব দর্শনাৎ॥
কৃতকৃত্যোঽস্মি চৈতেন সফলং জীবিতঞ্চ মে।
যদঙ্গসংশ্লেষমিতস্তব দেবস্য মানুষঃ॥
মমোত্তমাঙ্গে ত্বৎপাদরজসা যদিহাস্পদম্।
কৃতং তেনৈব ন প্রাপ্তং কিং ময়া পন্নগেশ্বর॥
যদি ত্ববশ্যং দাতব্যো বরো মম যথেপ্সিতঃ।
তৎপুণ্যকর্ম্মসংস্কারো হৃদয়ান্মা ব্যপৈতু মে॥
সুবর্ণমণিরত্নাদি বাহনং গৃহমাসনম্।
স্ত্রিয়োঽন্নপানং পুত্রাশ্চ চারুমাল্যানুলেপনম্॥
এতে চ বিবিধাঃ কামা গীতবাদ্যাদিকঞ্চ যৎ।
সর্ব্বমেতন্মম মতং ফলং পুণ্যবনস্পতেঃ॥
তস্মান্নরেণ তন্মূলসেকে যত্নঃ কৃতাত্মনা।
কর্ত্তব্যঃ পুণ্যসক্তানাং ন কিঞ্চিদ্ভুবি দুর্লভম্॥
অশ্বতর উবাচ।
এবং ভবিষ্যতি প্রাজ্ঞ তব ধর্ম্মাশ্রিতা মতিঃ।
সত্যঞ্চৈতৎ ফলং সর্ব্বং ধর্ম্মস্যোক্তং যথা ত্বয়া॥
তথাপ্যবশ্যং মদ্গেহমাগতেন ত্বয়াধুনা।
প্রাহ্যং যন্মানুষে লোকে দুষ্প্রাপং ভবতো মতম্॥
জড় উবাচ।
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা স তদা নৃপনন্দনঃ।
মুখাবলোকনং চক্রে পন্নগেশ্বরপুত্রয়োঃ॥
ততস্তৌ প্রণিপত্যোভৌ রাজপুত্রস্য যন্মতম্।
তৎ পিতুঃ সকলং বীরৌ কথয়ামাসতুঃ স্ফুটম্॥
পুত্রাবূচতুঃ।
ততোঽস্য পত্নী দয়িতা শ্রুত্বেমং বিনিপাতিতম্।
অত্যজদ্দয়িতান্ প্রাণান্ বিপ্রলব্ধা দুরাত্মনা॥
কেনাপি কৃতবৈরেণ দানবেন কুবুদ্ধিনা।
গন্ধর্ব্বরাজস্য সুতা নাম্না খ্যাতা মদালসা॥
কৃতজ্ঞোঽয়ং ততস্তাত প্রতিজ্ঞাং কৃতবানিমাম্।
নান্যা ভার্য্যা ভবিত্রীতি বর্জ্জয়িত্বা মদালসাম্॥
দ্রষ্টুং তাং চারুসর্ব্বাঙ্গীময়ং বীর ঋতধ্বজঃ।
তাত বাঞ্ছতি যদ্যেতৎ ক্রিয়তে তৎ কৃতং ভবেৎ
অশ্বতর উবাচ।
ভূতৈর্বিয়োগিনো যোগস্তাদৃশৈরেব তাদৃশঃ।
কথমেতদ্বিনা স্বপ্নং মায়াং বা শম্বরোদিতাম্॥
জড় উবাচ।
প্রণিপত্য ভুজঙ্গেশং পুত্রঃ শত্রুজিতস্ততঃ।
প্রত্যুবাচ মহাত্মানং প্রেমলজ্জাসমন্বিতঃ॥
মায়াময়ীমপ্যধুনা মম তাত মদালসাম্।
যদি দর্শয় তে মহ্যং পরং কৃতমনুগ্রহম্॥
অশ্বতর উবাচ।
তস্মাৎ পশ্যেহ বৎস ত্বং মায়াঞ্চেদ্দ্রষ্টুমিচ্ছসি।
অনুগ্রাহ্যো ভবান্ গেহং বালোঽপ্যভ্যা·
গতো গুরুঃ॥
জড় উবাচ।
আনয়ামাস নাগেন্দ্রো গৃহগুপ্তাং মদালসাম্।
তেষাং সম্মোহনার্থায় জজল্প চ ততঃ স্ফুটম্॥
দর্শয়ামাস চ তদা রাজপুত্রায় তাং শুভাম্।
সেয়ং ন বেত্তি তে ভার্য্যা রাজপুত্র মদালসা॥
স দৃষ্ট্বা তাং তদা তন্বীং তৎক্ষণাদ্বিগতত্রপঃ।

প্রিয়েতি তামভিমুখং যযৌ বাচমুদীরয়ন্।
নিবারয়ামাস চ তং নাগঃ সোঽশ্বতরস্বরন্ ॥

অশ্বতর উবাচ।

মায়েয়ং পুত্র মা স্প্রাক্ষীঃ প্রাগেব কথিতং তব।
অন্তর্দ্ধানমুপৈত্যাশু মায়া সংস্পর্শনাদিভিঃ ॥
ততঃ পপাত মেদিন্যাং স তু মূর্চ্ছাপরিপ্লুতঃ ॥
হা প্রিয়েতি বদন্ সোঽথ চিন্তয়ামাস তাবিনীম্
অহো স্নেহোঽস্য নৃপতের্মমোপর্য্যচলং মনঃ।
যেনায়ং পাতনোঽরীণাং বিনা শস্ত্রেণ পাতিতঃ ॥
মায়েতি দর্শিতা তেন মিথ্যা মায়েতি যৎ স্ফুটম্।
বায়্বম্বুতেজসাং ভূমেরাকাশস্য চ চেষ্টয়া ॥

পুত্র উবাচ।

ততঃ কুবলয়াশ্বং তং সমাশ্বাস্য ভুজঙ্গমঃ।
কথয়ামাস তৎ সর্ব্বং মৃতসঞ্জীবনাদিকম্ ॥
ততঃ প্রহৃষ্টঃ প্রতিলভ্য কান্তাং
প্রণম্য নাগং নিজগাম সোঽথ।
সুশোভমানং স্বপুরং তমশ্ব-
মারুহ্য সঞ্চিন্তিতমভ্যুপেতম্ ॥

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে মদালসাপ্রাপ্তি-
র্নাম চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ।

—:•:—

জড় উবাচ।

আগম্য স্বপুরং সোঽথ পিত্রোঃ সর্ব্বমশেষতঃ।
কথয়ামাস তন্বঙ্গী যথা প্রাপ্তা পুনর্মৃতা ॥
ননাম সা চ চরণৌ শ্বশ্রূশ্বশুরয়োঃ শুভা।
স্বজনঞ্চ যথাপূর্ব্বং বন্দনাশ্লেষণাদিভিঃ ॥
পূজয়ামাস তন্বঙ্গী যথার্হায়ং যথাবয়ঃ।
ততো মহোৎসবো জজ্ঞে পৌরাণাং তত্র বৈ পুরে
ঋতধ্বজশ্চ সুচিরং তথা রেমে সুমধ্যয়া।
নির্ঝরেষু চ শৈলানাং নিম্নগাপুলিনেষু চ।
কাননেষু চ রম্যেষু তথৈবোপবনেষু চ ॥
পুণ্যক্ষয়ং বাঞ্ছমানা সাপি কামোপভোগতঃ।
সহ তেনাতিকান্তেন রেমে রম্যাসু ভূমিষু ॥
ততঃ কালেন মহতা শত্রুজিৎ স নরাধিপঃ।
সম্যক্ প্রশাস্য বসুধাং কালধর্ম্মমুপেয়িবান্ ॥
ততঃ পৌরা মহাত্মানং পুত্রং তস্য ঋতধ্বজম্।
অত্যবিকৃত রাজানমুদারাচারচেষ্টিতম ॥

সম্যক্ পালয়তস্তস্য প্রজাঃ পুত্রানিবৌরসান্।
মদালসায়াঃ সঞ্জজ্ঞে পুত্রঃ প্রথমজস্ততঃ ॥
তস্য চক্রে পিতা নাম বিক্রান্ত ইতি ধীমতঃ।
তুতুষুস্তেন বৈ ভৃত্যা জহাস চ মদালসা ॥
সা বৈ মদালসা পুত্রং বালমুত্তানশায়িনম্।
উল্লাপনচ্ছলেনাহ রুদমানমবিস্বরম্ ॥

শুদ্ধোঽসি রে তাত ন তেঽস্তি নাম
কৃতং হি তে কল্পনয়াধুনৈব।
পঞ্চাত্মকং দেহমিদং তবৈত-
ন্নৈবাস্য ত্বং রোদিষি কস্য হেতোঃ ॥
ন বা ভবান্ রোদিতি বৈ স্বজন্মা
শব্দোঽয়মাসাদ্য মহীশসূনুম্।
বিকল্প্যমানা বিবিধা গুণাস্তে-
ঽগুণাশ্চ ভৌতাঃ সকলেন্দ্রিয়েষু ॥
ভূতানি ভূতৈঃ পরিদুর্ব্বলানি
বৃদ্ধিং সমায়ান্তি যথেহ পুংসঃ।
অন্নাম্বুদানাদিভিরেব কস্য
ন তেঽস্তি বৃদ্ধির্ন চ তেঽস্তি হানিঃ ॥
ত্বং কঞ্চুকে শীর্য্যমানে নিজেঽস্মিং-
স্তস্মিংশ্চ দেহে মূঢ়তাং মা ব্রজেথাঃ।
শুভাশুভৈঃ কর্ম্মভির্দেহমেত-
ন্মদাদিমূঢ়ৈঃ কঞ্চুকস্তেঽপি নদ্ধঃ ॥
তাতেতি কিঞ্চিৎ তনয়েতি কিঞ্চি-
দম্বেতি কিঞ্চিদ্দয়িতেতি কিঞ্চিৎ।
মমেতি কিঞ্চিন্ন মমেতি কিঞ্চিৎ
ত্বং ভূতসঙ্ঘং বহু মানয়েথাঃ ॥
দুঃখানি দুঃখোপশমায় ভোগান্
সুখায় জানাতি বিমূঢ়চেতাঃ।
তান্যেব দুঃখানি পুনঃ সুখানি
জানাত্যবিদ্বান্ সুবিমূঢ়চেতাঃ ॥
হাসোঽস্থিসন্দর্শনমক্ষিযুগ্ম-
মত্যুজ্জ্বলং তর্জ্জনমঙ্গনায়াঃ।
কুচাদি পীনং পিশিতং ঘনং তৎ
স্থানং রতেঃ কিং নরকং ন যোষিৎ ॥
যানং ক্ষিতৌ যানগতঞ্চ দেহং
দেহেঽপি চান্যঃ পুরুষো নিবিষ্টঃ।
মমত্ববুদ্ধির্ন তথা যথা স্বে
দেহেঽতিমাত্রং বত মূঢ়তৈষা ॥

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে মদালসো-
পাখ্যানে পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

ষড়বিংশোঽধ্যায়ঃ।

—০:০—

জড় উবাচ।

বর্দ্ধমানং সুতং সা তু রাজপত্নী দিনে দিনে।
তমুল্লাপাদিনা বোধমনয়ন্নির্ম্মমাত্মকম্॥
যথাযথং বলং লেভে যথা লেভে মতিং পিতুঃ।
তথা তথাত্মবোধঞ্চ সোঽবাপ মাতৃভাষিতৈঃ॥
ইত্থং তয়া স তনয়ো জন্মপ্রভৃতি বোধিতঃ।
চকার ন মতিং প্রাজ্ঞো গার্হস্থ্যং প্রতি নির্ম্মমঃ॥
দ্বিতীয়োঽস্যাঃ সুতো জজ্ঞে তস্য নামাকরোৎ পিতা।
সুবাহুরয়মিত্যুক্তে সা জহাস মদালসা।
তমপ্যেবং যথাপূর্ব্বং বালমুল্লাপবাদিনী॥
প্রাহ বাল্যাৎ স চ প্রাপ তথা বোধং মহামতিঃ।
তৃতীয়ং তনয়ং জাতং স রাজা শত্রুমর্দ্দনম্॥
যদাহ তেন সা সুভ্রূর্জহাসাতিচিরং পুনঃ।
তথৈব সোঽপি তন্বঙ্গ্যা বালত্বাদববোধিতঃ॥
ক্রিয়াশ্চকার নিষ্কামো ন কিঞ্চিদুপকারকম্।
চতুর্থস্য সুতস্যাথ চিকীর্ষুর্নাম ভূমিপঃ॥
দদর্শ তাং শুভাচারামীষদ্ধাসাং মদালসাম্।
তামাহ রাজা হসতীং কিঞ্চিৎ কৌতূহলান্বিতঃ॥

রাজোবাচ।

ক্রিয়মাণে সকৃন্নাম্নি কথ্যতাং হাস্যকারণম্।
বিক্রান্তশ্চ সুবাহুশ্চ তথান্যঃ শত্রুমর্দ্দনঃ॥
শোভনানীতি নামানি ময়া মন্যে কৃতানি বৈ।
যোগ্যানি ক্ষত্রবন্ধূনাং শৌর্য্যাটোপযুতানি চ॥
অসন্ত্যেতানি চেদ্ভদ্রে যদি তে মনসি স্থিতম্।
তদস্য ক্রিয়তাং নাম চতুর্থস্য সুতস্য মে॥

মদালসোবাচ।

ময়াজ্ঞা ভবতঃ কার্য্যা মহারাজ যথাথ মাম্।
তথা নাম করিষ্যামি চতুর্থস্য সুতস্য তে॥
অলর্ক ইতি ধর্ম্মজ্ঞঃ খ্যাতিং লোকে প্রয়াস্যতি।
কনীয়ানেষ তে পুত্রো মতিমাংশ্চ ভবিষ্যতি॥
তচ্ছ্রুত্বা নাম পুত্রস্য কৃতং মাত্রা মহীপতিঃ।
অলর্ক ইত্যসম্বদ্ধং প্রহস্যেদমথাব্রবীৎ॥

রাজোবাচ।

ভবত্যা যদিদং নাম মৎপুত্রস্য কৃতং শুভে।
কিমীদৃশমসম্বদ্ধমর্থঃ কোঽস্য মদালসে॥

মদালসোবাচ।

কল্পনেয়ং মহারাজ কৃতা সা ব্যবহারিকী।
ত্বৎকৃতানাং তথা নাম্নাং শৃণু ভূপ নিরর্থতাম্॥
বদন্তি পুরুষাঃ প্রাজ্ঞা ব্যাপিনং পুরুষং যতঃ।
ক্রান্তিশ্চ গতিরুদ্দিষ্টা দেশাদ্দেশান্তরস্ত যা॥
সর্ব্বগো ন প্রযাতীতি ব্যাপী দেহেশ্বরো যতঃ।
ততো বিক্রান্তসংজ্ঞেয়ং মতা মম নিরর্থকা॥
সুবাহুরিতি যা সংজ্ঞা কৃতান্যস্য সুতস্য তে।
নিরর্থা সাপ্যমূর্ত্তত্বাৎ পুরুষস্য মহীপতে॥
পুত্রস্য যৎ কৃতং নাম তৃতীয়স্যারিমর্দ্দনঃ।
মন্যে তদপ্যসম্বদ্ধং শৃণু চাপ্যত্র কারণম্॥
এক এব শরীরেষু সর্ব্বেষু পুরুষো যদা।
তদাস্য রাজন্ কঃ শত্রুঃ কো বা মিত্রমিহেষ্যতে॥
ভূতৈর্ভূতানি মৃদ্যন্তে অমূর্ত্তো মৃদ্যতে কথম্।
ক্রোধাদীনাং পৃথগ্‌ভাবাৎ কল্পনেয়ং নিরর্থকা॥
যদি সংব্যবহারার্থমসন্নাম প্রকল্প্যতে।
নাম্নি কস্মাদলর্কাখ্যে নৈরর্থ্যং ভবতো মতম্॥

জড় উবাচ।

এবমুক্তস্তয়া সাধু মহিষ্যা স মহীপতিঃ।
তথেত্যাহ মহাবুদ্ধির্দয়িতাং তথ্যবাদিনীম্॥
তঞ্চাপি সা সুতং সুভ্রূর্যথা পূর্ব্বসুতাংস্তথা।
প্রোবাচ বোধজননং তামুবাচ স পার্থিবঃ॥

রাজোবাচ।

করোষি কিমিদং মূঢ়ে মমাভাবায় সন্ততেঃ।
দুষ্টাববোধদানেন যথাপূর্ব্বং সুতেষু মে॥
যদি তে মৎপ্রিয়ং কার্য্যং যদি গ্রাহ্যং বচো মম।
তদেনং তনয়ং মার্গে প্রবৃত্তেঃ সন্নিযোজয়॥
কর্ম্মমার্গঃ সমুচ্ছেদং নৈবং দেবি গমিষ্যতি।
পিতৃপিণ্ডনিবৃত্তিশ্চ নৈবং সাধ্বি ভবিষ্যতি॥
পিতরো দেবলোকস্থাস্তথা নির্য্যক্ত্বমাগতাঃ।
তদ্বন্মনুষ্যতাং যাতা ভূতবর্গে চ সংস্থিতাঃ॥
সপুণ্যানসপুণ্যাংশ্চ ক্ষুৎক্ষামান্ তৃট্‌পরিপ্লুতান্।
পিণ্ডোদকপ্রদানেন নরঃ কর্ম্মণ্যবস্থিতঃ।
সদাপ্যায়য়তে সুভ্রু তদ্বদ্দেবাতিথীনপি॥
দেবৈর্ম্মনুষ্যৈঃ পিতৃভিঃ প্রেতৈর্ভূতৈঃ সগুহ্যকৈঃ
বয়োভিঃ কৃমিকীটৈশ্চ নর এবোপজীব্যতে॥
তস্মাৎ তন্বঙ্গি পুত্রং মে যৎ কার্য্যং ক্ষত্রযোনিভিঃ
ঐহিকামুষ্মিকফলং তৎ সম্যক্ প্রতিপাদয়॥
তেনৈবমুক্তা সা ভর্ত্রা বরনারী মদালসা।
অলর্কং নাম তনয়মুবাচোল্লাপবাদিনী॥

পুত্র বর্দ্ধস্ব মদ্ভর্ত্তুর্মনো নন্দয় কর্ম্মভিঃ।
মিত্রাণামুপকারায় দুর্হৃদাং নাশনায় চ ॥

ধন্যোঽসি রে যো বসুধামশত্রু-
রেকশ্চিরং পালয়িতাসি পুত্র।
তৎপালনাদস্তু সুখোপভোগো
ধর্ম্মাৎ ফলং প্রাপ্স্যসি চামরত্বম্ ॥
ধরামরান্ পর্ব্বসু তর্পয়েথাঃ
সমীহিতং বন্ধুষু পূরয়েথাঃ।
হিতং পরস্মৈ হৃদি চিন্তয়েথা
মনঃ পরস্ত্রীষু নিবর্ত্তয়েথাঃ ॥
যজ্ঞৈরনেকৈর্ব্বিবুধানজস্র-
মর্থৈর্দ্বিজান্ প্রীণয় সংশ্রিতাংশ্চ।
স্ত্রিয়শ্চ কামৈরতুলৈশ্চিরায়
যুদ্ধৈশ্চারীংস্তোষয়িতাসি বীর ॥
বালো মনো নন্দয় বান্ধবানাং
গুরোস্তথাজ্ঞাকরণৈঃ কুমারঃ।
স্ত্রীণাং যুবা সৎকুলভূষণানাং
বৃদ্ধো বনে বৎস বনেচরাণাম্ ॥
রাজ্যং কুর্ব্বন্ সুহৃদো নন্দয়েথাঃ
সাধূন্ রক্ষংস্তাত যজ্ঞৈর্যজেথাঃ।
দুষ্টান্ নিঘ্নন্ বৈরিণশ্চাজিমধ্যে
গোবিপ্রার্থে বৎস মৃত্যুং ব্রজেথাঃ ॥

ইতি মার্কণ্ডেয়পুরাণে ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ।

—০:০—

জড় উবাচ।

এবমুল্লাপ্যমানস্তু স তু মাত্রা দিনে দিনে।
ববৃধে বয়সা বালো বুদ্ধ্যা চালর্কসংজ্ঞিতঃ ॥
স কৌমারকমাসাদ্য ঋতধ্বজসুতস্ততঃ।
কৃতোপনয়নঃ প্রাজ্ঞঃ প্রণিপত্যাহ মাতরম্ ॥

অলর্ক উবাচ।

ময়া যদত্র কর্ত্তব্যমৈহিকামুষ্মিকায় বৈ।
সুখায় বদ তৎ সর্ব্বং প্রশ্রয়াবনতস্য মে ॥

মদালসোবাচ।

বৎস রাজ্যেঽভিষিক্তেন প্রজারঞ্জনমাদিতঃ।
কর্ত্তব্যমবিরোধেন স্বধর্ম্মস্য মহীভৃতা ॥
ব্যসনানি পরিত্যজ্য সপ্তমূলহরাণি বৈ।
আত্মা রিপুভ্যঃ সংরক্ষ্যো বহির্মন্ত্রবিনির্গমাৎ ॥
অষ্টধা নাশমাপ্নোতি সুচক্রাৎ স্যন্দনাদ্‌যথা।
তথা রাজাপ্যসন্দিগ্ধং বহির্মন্ত্রবিনির্গমাৎ ॥
দুষ্টাদুষ্টাংশ্চ জানীয়াদমাত্যানরিদোষতঃ।
চরৈশ্চরাস্তথা শত্রোরন্বেষ্টব্যাঃ প্রযত্নতঃ ॥
বিশ্বাসো ন তু কর্ত্তব্যো রাজ্ঞা মিত্রাপ্তবন্ধুষু।
কার্য্যযোগাদমিত্রেঽপি বিশ্বসীত নরাধিপঃ ॥
স্থানবৃদ্ধিক্ষয়জ্ঞেন ষাড়্গুণ্যগুণিনাত্মনা।
ভবিতব্যং নরেন্দ্রেণ ন কামবশবর্ত্তিনা ॥
প্রাগাত্মা মন্ত্রিণশ্চৈব ততো ভৃত্যা মহীভৃতা।
জেয়াশ্চানন্তরং পৌরা বিরুদ্ধ্যেত ততোঽরিভিঃ ॥
যস্ত্বেতানবিজিত্যৈব বৈরিণো বিজিগীষতে।
সোঽজিতাত্মা জিতামাত্যঃ শত্রুবর্গেণ বাধ্যতে ॥
তস্মাৎ কামাদয়ঃ পূর্ব্বং জেয়াঃ পুত্র মহীভুজা।
তজ্জয়ে হি জয়োঽবশ্যং রাজা নশ্যতি তৈর্জ্জিতঃ ॥
কামঃ ক্রোধশ্চ লোভশ্চ মদো মানস্তথৈব চ।
হর্ষশ্চ শত্রবো হ্যেতে বিনাশায় মহীভৃতাম্ ॥
কামপ্রসক্তমাত্মানং স্মৃত্বা পাণ্ডুং নিপাতিতম্।
নিবর্ত্তয়েৎ তথা ক্রোধাদনুহ্রাদং হতাত্মজম্।
হতমৈলং তথা লোভান্মদাদ্বেণং দ্বিজৈর্হতম্।
মানাদনায়ুষঃ পুত্রং বলিং হর্ষাৎ পুরঞ্জয়ম্ ॥
এভির্জ্জিতৈর্জ্জিতং সর্ব্বং মরুত্তেন মহাত্মনা।
স্মৃত্বা বিবর্জ্জয়েদেতাৎ দোষান্ স্বীয়ান্ মহীপতিঃ
কাককোকিলভৃঙ্গাণাং মৃগব্যালশিখণ্ডিনাম্।
হংসকুক্কুটলোহানাং শিক্ষেত চরিতং নৃপঃ ॥
কৌটকস্য ক্রিয়াং কুর্য্যাদ্‌বিপক্ষে মনুজেশ্বরঃ।
চেষ্টাং পিপীলিকানাঞ্চ কালে ভূপঃ প্রদর্শয়েৎ ॥
জ্ঞেয়াগ্নিবিস্ফুলিঙ্গানাং বীজচেষ্টা চ শাল্মলেঃ।
চন্দ্রসূর্য্যস্বরূপেণ নীত্যর্থে পৃথিবীক্ষিতা ॥
বন্ধকীপদ্মশরভশূলিকাগুর্ব্বিণীস্তনাৎ।
প্রজ্ঞা নৃপেন চাদেয়া তথা গোপালযোষিতঃ ॥
শক্রার্কযমসোমানাং তদ্বদ্বায়োর্ম্মহীপতিঃ।
রূপাণি পঞ্চ কুর্ব্বীত মহীপালনকর্ম্মণি ॥
যথেন্দ্রশ্চতুরো মাসান্ তোয়োৎসর্গেণ ভূগতম্।
আপ্যায়য়েৎ তথা লোকং পরিহারৈর্ম্মহীপতিঃ ॥
মাসানষ্টৌ যথা সূর্য্যস্তোয়ং হরতি রশ্মিভিঃ।
সূক্ষ্মেণৈবাভ্যুপায়েন তথা শুল্কাদিকং নৃপঃ ॥
যথা যমঃ প্রিয়দ্বেষ্যে প্রাপ্তকালে নিযচ্ছতি।
তথা প্রিয়াপ্রিয়ে রাজা দুষ্টাদুষ্টে সমো ভবেৎ ॥
পূর্ণেন্দুমালোক্য যথা প্রীতিমান্ জায়তে নরঃ।
এবং যত্র প্রজাঃ সর্ব্বা নির্বৃতাস্তচ্ছশিব্রতম্ ॥

মারুতঃ সর্ব্বভূতেষু নিগূঢ়শ্চরতে যথা।
এবং নৃপশ্চরেচ্চারৈঃ পৌরামাত্যাদিবন্ধুষু॥
ন লোভাদ্বা ন কামাদ্বা নার্থাদ্বা যস্য মানসম্।
যথান্যৈঃ কৃষাতে বৎস স রাজা স্বর্গমৃচ্ছতি॥
উৎপথগ্রাহিণো মূঢ়ান্ স্বধর্ম্মাচ্চলতো নরান্।
যঃ করোতি নিজে ধর্ম্মে স রাজা স্বর্গমৃচ্ছতি॥
বর্ণধর্ম্মা ন সীদন্তি যস্য রাজ্যে তথাশ্রমাঃ।
বৎস তস্য সুখং প্রেত্য পরত্রেহ চ শাশ্বতম্॥
এতদ্রাজ্ঞঃ পরং কৃত্যং তথৈতৎ সিদ্ধিকারকম্।
স্বধর্ম্মস্থাপনং নৄণাং চাল্যতে যৎ কুবুদ্ধিভিঃ॥
পালনেনৈব ভূতানাং কৃতকৃত্যো মহীপতিঃ।
সম্যক্ পালয়িতা ভাগং ধর্ম্মস্যাপ্নোতি যত্নতঃ॥
এবং যো বর্ত্ততে রাজা চাতুর্ব্বর্ণ্যস্য রক্ষণে।
স সুখী বিহরত্যেষ শক্রস্যেতি সলোকতাম্॥

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে পুত্রানুশাসনং নাম সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ।

—

অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

জড় উবাচ।

ইত্যাতুর্বচনং শ্রুত্বা সোঽলর্কো মাতরং পুনঃ।
পপ্রচ্ছ বর্ণধর্ম্মাংশ্চ ধর্ম্মা যে চাশ্রমেষু চ॥

অলর্ক উবাচ।

কথিতোঽয়ং মহাভাগে রাজ্যতন্ত্রাশ্রিতস্ত্বয়া।
ধর্ম্মং তমহমিচ্ছামি শ্রোতুং বর্ণাশ্রমাত্মকম্॥

মদালসোবাচ।

দানমধ্যয়নং যজ্ঞো ব্রাহ্মণস্য ত্রিধা মতঃ।
নান্যশ্চতুর্থো ধর্ম্মোঽস্তি ধর্ম্মস্তস্যাপদং বিনা॥
যাজনাধ্যাপনে শুদ্ধে তথা পূতপরিগ্রহঃ।
এষা সম্যক্ সমাখ্যাতা ত্রিবিধা চাস্য জীবিকা॥
দানমধ্যয়নং যজ্ঞঃ ক্ষত্রিয়স্যাপ্যয়ং ত্রিধা।
ধর্ম্মঃ প্রোক্তঃ ক্ষিতে রক্ষা শস্ত্রাজীবঞ্চ জীবিকা॥
দানমধ্যয়নং যজ্ঞো বৈশ্যস্যাপি ত্রিধৈব সঃ।
বাণিজ্যং পাশুপাল্যঞ্চ কৃষিশ্চৈবাস্য জীবিকা॥
দানং যজ্ঞোঽথ শুশ্রূষা দ্বিজাতীনাং ত্রিধা ময়া।
ব্যাখ্যাতঃ শূদ্রধর্ম্মোঽপি জীবিকা কারুকর্ম্ম চ॥
তদ্বদ্দ্বিজাতিশুশ্রূষা পোষণং ক্রয়বিক্রয়ৌ।
বর্ণধর্ম্মাস্ত্বিমে প্রোক্তাঃ শ্রূয়তাং চাশ্রমাশ্রয়াঃ॥

স্ববর্ণধর্ম্মাৎ সংসিদ্ধিং নরঃ প্রাপ্নোতি ন চ্যুতঃ।
প্রয়াতি নরকং প্রেত্য প্রতিষিদ্ধনিষেবণাৎ॥
যাবত্তু নোপনয়নং ক্রিয়তে বৈ দ্বিজন্মনঃ।
কামচেষ্টোক্তিভক্ষশ্চ তাবদ্ভবতি পুত্রক॥
কৃতোপনয়নঃ সম্যগ্ ব্রহ্মচারী গুরোর্গৃহে।
বসেৎ তত্র চ ধর্ম্মোঽস্য কথ্যতে তং নিবোধ মে॥
স্বাধ্যায়োঽথাগ্নিশুশ্রূষা স্নানং ভিক্ষাটনং তথা।
গুরোর্নিবেদ্য তচ্চান্নমনুজ্ঞাতেন সর্ব্বদা॥
গুরোঃ কর্ম্মণি সোদ্যোগঃ সম্যক্ প্রীত্যুপপাদনম্।
তেনাহূতঃ পঠেচ্চৈব তৎপরো নান্যমানসঃ॥
একং দ্বৌ সকলান্ বাপি বেদান্ প্রাপ্য গুরোর্ম্মুখাৎ।
অনুজ্ঞাতোঽথ বন্দিত্বা দক্ষিণাং গুরবে ততঃ॥
গার্হস্থ্যাশ্রমকামস্তু গৃহস্থাশ্রমমাবসেৎ।
বানপ্রস্থাশ্রমং বাপি চতুর্থঞ্চেচ্ছয়াত্মনঃ॥
তত্রৈব বা গুরোর্গেহে দ্বিজো নিষ্ঠামবাপ্নুয়াৎ।
গুরোরভাবে তৎপুত্রে তচ্ছিষ্যে তৎসুতং বিনা॥
শুশ্রূষুর্নিরভীমানো ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমং বসেৎ।
উপাবৃত্তস্ততস্তস্মাদ্গৃহস্থাশ্রমকাময়া॥
ততোঽসমানর্ষিকুলাং তুল্যাং ভার্য্যামরোগিণীম্
উদ্বহেন্ন্যায়তোঽব্যঙ্গাং গৃহস্থাশ্রমকারণাৎ॥
স্বকর্ম্মণা ধনং লব্ধ্বা পিতৃদেবাতিথীংস্তথা।
সম্যক্ সম্প্রীণয়ন্ ভক্ত্যা পোষয়েচ্চাশ্রিতাংস্তথা
ভৃত্যাত্মজান্ জাময়োঽথ দীনান্ধপতিতানপি।
যথাশক্ত্যান্নদানেন বয়াংসি পশবস্তথা॥
এষ ধর্ম্মো গৃহস্থস্য ঋতাবভিগমস্তথা।
পঞ্চযজ্ঞবিধানন্তু যথাশক্ত্যা ন হাপয়েৎ॥
পিতৃদেবাতিথিজ্ঞাতিভুক্তশেষং স্বয়ং নরঃ।
ভুঞ্জীত চ সমং ভৃত্যৈর্যথাবিভবমাদৃতঃ॥
এষ তূদ্দেশতঃ প্রোক্তো গৃহস্থস্যাশ্রমো ময়া।
বানপ্রস্থস্য ধর্ম্মং তে কথয়াম্যবধার্য্যতাম্॥
অপত্যসন্ততিং দৃষ্ট্বা প্রাজ্ঞো দেহস্য চানতিম্।
বানপ্রস্থাশ্রমং গচ্ছেদাত্মনঃ শুদ্ধিকারণাৎ॥
তত্রারণ্যোপভোগশ্চ তপোভিশ্চাত্মকর্ষণম্।
ভূমৌ শয্যা ব্রহ্মচর্য্যং পিতৃদেবাতিথিক্রিয়া॥
হোমস্ত্রিসবনস্নানং জটাবল্কলধারণম্।
যোগাভ্যাসঃ সদা চৈব বন্যস্নেহনিষেবণম্॥
ইত্যেষ পাপশুদ্ধ্যর্থমাত্মনশ্চোপকারকঃ।
বানপ্রস্থাশ্রমস্তস্মাদ্ভিক্ষোস্তু চরমোঽপরঃ॥

চতুর্থস্তু স্বরূপস্তু শ্রূয়তামাশ্রমস্য মে।
যঃ স্বধর্ম্মোঽস্য ধর্ম্মজ্ঞৈঃ প্রোক্তস্তাত মহাত্মভিঃ
সর্ব্বসঙ্গপরিত্যাগো ব্রহ্মচর্য্যমকোপিতা।
যতেন্দ্রিয়ত্বমাবাসে নৈকস্মিন্ বসতিশ্চিরম্॥
অনারম্ভস্তথাহারো ভৈক্ষ্যান্নেনৈককালিনা।
আত্মজ্ঞানাববোধেচ্ছা তথা চাত্মাবলোকনম্॥
চতুর্থে ত্বাশ্রমে ধর্ম্মো ময়ায়ং তে নিবেদিতঃ।
সামান্যমন্যবর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ মে শৃণু॥
সত্যং শৌচমহিংসা চ অনসূয়া তথা ক্ষমা।
আনৃশংস্যমকার্পণ্যং সন্তোষশ্চাষ্টমো গুণঃ॥
এতে সংক্ষেপতঃ প্রোক্তা ধর্ম্মা বর্ণাশ্রমেষু তে।
এতেষু চ স্বধর্ম্মেষু স্বেষু তিষ্ঠেৎ সমন্ততঃ॥
যশ্চোল্লঙ্ঘ্য স্বকং ধর্ম্মং স্ববর্ণাশ্রমসংজ্ঞিতম্।
নরোঽন্যথা প্রবর্ত্তেত স দণ্ড্যো ভূভৃতো ভবেৎ॥
যে চ স্বধর্ম্মসন্ত্যাগাৎ পাপং কুর্ব্বন্তি মানবাঃ।
উপেক্ষতস্তান্ নৃপতেরিষ্টাপূর্ত্তং প্রণশ্যতি॥
তস্মাদ্রাজ্ঞা প্রযত্নেন সর্ব্বে বর্ণাঃ স্বধর্ম্মতঃ।
প্রবর্ত্তন্তোঽন্যথা দণ্ড্যাঃ স্থাপ্যাশ্চৈব স্বকর্ম্মসু॥

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে পিতাপুত্রসংবাদে পুত্রানুশাসনে মদালসাবাক্যং নামাষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

—০ঃ০—

অলর্ক উবাচ।

যৎ কার্য্যং পুরুষাণাঞ্চ গার্হস্থ্যমনুবর্ত্ততাম্।
বন্ধশ্চ স্যাদকরণে ক্রিয়ায়া যস্য চোচ্ছ্রিতিঃ॥
উপকারায় যন্নৃণাং যচ্চ বর্জ্জ্যং গৃহে সতা।
যথা চ ক্রিয়তে তন্মে যথাবৎ পৃচ্ছতো বদ॥

মদালসোবাচ।

বৎস গার্হস্থ্যমাদায় নরঃ সর্ব্বমিদং জগৎ।
পুষ্ণাতি তেন লোকাংশ্চ স জয়ত্যভিবাঞ্ছিতান্॥
পিতরো মুনয়ো দেবা ভূতানি মনুজাস্তথা।
কৃমিকীটপতঙ্গাশ্চ বয়াংসি পশবোঽসুরাঃ॥
গৃহস্থমুপজীবন্তি ততস্তৃপ্তিং প্রয়ান্তি চ।
মুখঞ্চাস্য নিরীক্ষন্তে অপি নো দাস্যতীতি বৈ॥
সর্ব্বস্যাধারভূতেয়ং বৎস ধেনুস্ত্রয়ীময়ী।
যস্যাং প্রতিষ্ঠিতং বিশ্বং বিশ্বহেতুশ্চ যা মতা॥
ঋক্পৃষ্ঠাসৌ যজুর্ম্মধ্যা সামবক্ত্রশিরোধরা।
ইষ্টাপূর্ত্তবিষাণা চ সাধুসূক্ততনূরুহা॥
শান্তিপুষ্টিশকৃন্মূত্রা বর্ণপাদপ্রতিষ্ঠিতা।
আজীব্যমানা জগতাং সাক্ষয়া নাপচীয়তে॥
স্বাহাকারস্বধাকারৌ বষট্কারশ্চ পুত্রক।
হন্তকারস্তথা চান্যস্তস্যাস্তনচতুষ্টয়ম্॥
স্বাহাকারং স্তনং দেবাঃ পিতরশ্চ স্বধাময়ম্।
মুনয়শ্চ বষট্কারং দেবভূতসুরেতরাঃ॥
হন্তকারং মনুষ্যাশ্চ পিবন্তি সততং স্তনম্।
এবমাপ্যায়য়ত্যেষা বৎস ধেনুস্ত্রয়ীময়ী॥
তেষামুচ্ছেদকর্ত্তা চ যো নরোঽত্যন্তপাপকৃৎ।
স তমস্যন্ধতামিস্রে তামিস্রে চ নিমজ্জতি॥
যশ্চেমাং মানবো ধেনুং স্বৈর্বৎসৈরমরাদিভিঃ।
পায়য়ত্যুচিতে কালে স স্বর্গায়োপপদ্যতে॥
তস্মাৎ পুত্র মনুষ্যেণ দেবর্ষিপিতৃমানবাঃ।
ভূতানি চানুদিবসং পোষ্যাণি স্বতনুর্যথা॥
তস্মাৎ স্নাতঃ শুচির্ভূত্বা দেবর্ষিপিতৃতর্পণম্।
প্রজাপতেস্তথৈবাদ্ভিঃ কালে কুর্য্যাৎ সমাহিতঃ॥
সুমনোগন্ধধূপৈশ্চ দেবানভ্যর্চ্চ্য মানবাঃ।
ততোঽগ্নেস্তর্পণং কুর্য্যাদ্দেয়াশ্চ বলয়স্তথা॥
ব্রহ্মণে গৃহমধ্যে তু বিশ্বেদেবেভ্য এব চ।
ধন্বন্তরিং সমুদ্দিশ্য প্রাগুদীচ্যাং বলিং ক্ষিপেৎ॥
প্রাচ্যাং শক্রায় যাম্যায়াং যমায় বলিমাহরেৎ।
প্রতীচ্যাং বরুণায়াথ সোমায়োত্তরতো বলিম্॥
দদ্যাদ্ধাত্রে বিধাত্রে চ বলিং দ্বারে গৃহস্য তু।
অর্য্যম্নেঽথ বহির্দ্দদ্যাদ্গৃহেভ্যশ্চ সমন্ততঃ॥
নক্তঞ্চরেভ্যো ভূতেভ্যো বলিমাকাশতো হরেৎ।
পিতৃণাং নির্ব্বপেচ্চৈব দক্ষিণাভিমুখস্থিতঃ॥
গৃহস্থস্তৎপরো ভূত্বা সুসমাহিতমানসঃ।
ততস্তোয়মুপাদায় তেষ্বেবাচমনায় বৈ॥
স্থানেষু নিক্ষিপেৎ প্রাজ্ঞস্তাস্তা উদ্দিশ্য দেবতাঃ।
এবং গৃহবলিং কৃত্বা গৃহে গৃহপতিঃ শুচিঃ॥
আপ্যায়নায় ভূতানাং কুর্য্যাদুৎসর্গমাদরাৎ।
শ্বভ্যশ্চ শ্বপচেভ্যশ্চ বয়োভ্যশ্চাবপেদ্ভুবি॥
বৈশ্বদেবঃ হি নামৈতৎ সায়ং প্রাতরুদাহৃতম্।
আচম্য চ ততঃ কুর্য্যাৎ প্রাজ্ঞো দ্বারাবলোকনম্॥
মুহূর্ত্তস্যাষ্টমং ভাগমুদীক্ষ্যোঽপ্যতিথির্ভবেৎ।
অতিথিং তত্র সম্প্রাপ্তমন্নাদ্যেনোদকেন চ॥
সম্পূজয়েদ্যথাশক্তি গন্ধপুষ্পাদিভিস্তথা।

ন মিত্রমতিথিং কুর্য্যান্নৈকগ্রামনিবাসিনম্ ॥
অজ্ঞাতকুলনামানং তৎকালসমুপস্থিতম্ ।
বুভুক্ষুমাগতং শ্রান্তং যাচমানমকিঞ্চনম্ ।
ব্রাহ্মণং প্রাহুরতিথিং স পূজ্যঃ শক্তিতো বুধৈঃ ॥
ন পৃচ্ছেদ্‌গোত্রচরণং স্বাধ্যায়ঞ্চাপি পণ্ডিতঃ ।
শোভনাশোভনাকারং তং মন্যেত প্রজাপতিম্ ॥
অনিত্যং হি স্থিতং যস্মাৎ তস্মাদতিথিরুচ্যতে ।
তস্মিংস্তৃপ্তে নৃযজ্ঞোত্থাদৃণান্মুচ্যেদ্‌গৃহাশ্রমী ॥
তস্মা অদত্ত্বা যো ভুঙ্‌ক্তে স্বয়ং কিল্বিষভুঙ্‌ নরঃ ।
স পাপং কেবলং ভুঙ্‌ক্তে পুরীষঞ্চান্যজন্মনি ॥
অতিথির্যস্য ভগ্নাশো গৃহাৎ প্রতিনিবর্ত্ততে ।
স দত্ত্বা দুষ্কৃতং তস্মৈ পুণ্যমাদায় গচ্ছতি ॥
অপাম্বুশাকদানেন যদ্বাপ্যশ্নাতি স স্বয়ম্ ।
পূজয়েৎ তু নরঃ শক্ত্যা তেনৈবাতিথিমাদরাৎ ॥
কুর্য্যাচ্চাহরহঃ শ্রাদ্ধমন্নাদ্যেনোদকেন চ ।
পিতৄনুদ্দিশ্য বিপ্রাংশ্চ ভোজয়েদ্বিপ্রমেব বা ॥
অন্নস্যাগ্রং তদুদ্ধৃত্য ব্রাহ্মণায়োপপাদয়েৎ ।
ভিক্ষাঞ্চ যাচতাং দদ্যাৎ পরিব্রাড়্‌ব্রহ্মচারিণাম্ ॥
গ্রাসপ্রমাণা ভিক্ষা স্যাদগ্রং গ্রাসচতুষ্টয়ম্ ।
অগ্রং চতুর্গুণং প্রাহুর্হন্তকারং দ্বিজোত্তমাঃ ॥
ভোজনং হন্তকারং বা অগ্রং ভিক্ষামথাপি বা ।
অদত্ত্বা তু ন ভোক্তব্যং যথাবিভবমাত্মনঃ ॥
পূজয়িত্বাতিথীনিষ্টান্ জ্ঞাতীন্ বন্ধূংস্তথার্থিনঃ ।
বিকলান্ বালবৃদ্ধাংশ্চ ভোজয়েচ্চাতুরাংস্তথা ॥
বাঞ্ছতে ক্ষুৎপরীতাত্মা যচ্চান্যোঽন্নমকিঞ্চনঃ ।
কুটুম্বিনা ভোজনীয়ঃ সমর্থো বিভবে সতি ॥
শ্রীমন্তং জ্ঞাতিমাসাদ্য যো জ্ঞাতিরবসীদতি ।
সীদতা যৎ কৃতং তেন তৎ পাপং স সমশ্নুতে ॥
সায়ঞ্চৈব বিধিঃ কার্য্যঃ সূর্য্যোঢ়ং তত্র চাতিথিম্ ।
পূজয়েত যথাশক্তি শয়নাসনভোজনৈঃ ॥
এবমুদ্বহতস্তাত গার্হস্থ্যং ভারমাহিতম্ ।
বন্ধুর্বিধাতা দেবাশ্চ পিতরশ্চ মহর্ষয়ঃ ॥
শ্রেয়োঽভিবর্ষিণঃ সর্ব্বে তথৈবাতিথিবান্ধবাঃ ।
পশুপক্ষিগণাস্তৃপ্তা যে চান্যে সূক্ষ্মকীটকাঃ ॥
গাথাশ্চাত্র মহাভাগ স্বয়মত্রিরগায়ত ।
তাঃ শৃণুষ্ব মহাভাগ গৃহস্থাশ্রমসংস্থিতাঃ ॥
দেবান্ পিতৄংশ্চাতিথীংশ্চ তদ্বৎ সম্পূজ্য বান্ধবান্ ।
জ্ঞাতীংস্তথা গুরূংশ্চৈব গৃহস্থো বিভবে সতি ॥
শ্বভ্যশ্চ শ্বপচেভ্যশ্চ বয়োভ্যশ্চাবপেদ্ভুবি ।
বৈশ্বদেবং হি নামৈতৎ কুর্য্যাৎ সায়ং তথা দিনে
মাংসমন্নং তথা শাকং গৃহে যচ্চোপসাধিতম্ ।
ন চ তৎ স্বয়মশ্নীয়াদ্বিধিবদ্যন্ন নির্ব্বপেৎ ॥

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে মদালসোপ-
দেশো নামৈকোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

——

ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ।

—:০:—

মদালসোবাচ ।

নিত্যং নৈমিত্তিকঞ্চৈব নিত্যনৈমিত্তকং তথা ।
গৃহস্থস্য ত্রিধা কর্ম্ম তন্নিশাময় পুত্রক ॥
পঞ্চযজ্ঞাশ্রিতং নিত্যং যদেতৎ কথিতং তব ।
নৈমিত্তিকং তথৈবান্যৎ পুত্রজন্মক্রিয়াদিকম্ ॥
নিত্যনৈমিত্তিকং জ্ঞেয়ং পর্ব্বশ্রাদ্ধাদি পণ্ডিতৈঃ ।
তত্র নৈমিত্তিকং বক্ষ্যে শ্রাদ্ধমভ্যুদয়ং তব ॥
পুত্রজন্মনি যৎ কার্য্যং জাতকর্ম্মসমং নরৈঃ ।
বিবাহাদৌ চ কর্ত্তব্যং সর্ব্বং সম্যক্ ক্রমোদিতম্ ॥
পিতরশ্চাত্র সম্পূজ্যাঃ খ্যাতা নান্দীমুখাস্তু যে ।
পিণ্ডাংশ্চ দধিসংমিশ্রান্ দদ্যাদ্‌যবসমন্বিতান্ ॥
উদঙ্মুখঃ প্রাঙ্মুখো বা যজমানঃ সমাহিতঃ ।
বৈশ্বদেববিহীনং তৎ কেচিদিচ্ছন্তি মানবাঃ ॥
যুগ্মাশ্চাত্র দ্বিজাঃ কার্য্যাস্তে চ পূজ্যাঃ প্রদক্ষিণম্ ।
এতন্নৈমিত্তিকং বৃদ্ধৌ তথান্যচ্চৌর্দ্ধদেহিকম্ ॥
মৃতাহনি চ কর্ত্তব্যমেকোদ্দিষ্টং শৃণুষ্ব তৎ ।
দৈবহীনং তথা কার্য্যং তথৈবৈকপবিত্রকম্ ॥
আবাহনং ন কর্ত্তব্যমগ্নৌকরণবর্জ্জিতম্ ।
প্রেতস্য পিণ্ডমেকঞ্চ দদ্যাদুচ্ছিষ্টসন্নিধৌ ॥
তিলোদকঞ্চাপসব্যং তন্নামস্মরণান্বিতম্ ।
অক্ষয্যমমুকস্যেতি স্থানে বিপ্রবিসর্জ্জনে ॥
অভিরম্যতামিতি ব্রূয়াদ্‌ব্রূয়ুস্তেঽভিরতাঃ স্মহে ।
প্রতিমাসং ভবেদেতৎ কার্য্যমাবৎসরং নরৈঃ ॥
অথ সম্বৎসরে পূর্ণে যদা বা ক্রিয়তে নরৈঃ ।
সপিণ্ডীকরণং কার্য্যং তস্যাপি বিধিরুচ্যতে ॥
তচ্চাপি দৈবরহিতমেকার্দ্ধৈকপবিত্রকম্ ।
নৈবাগ্নৌকরণং তত্র তচ্চাবাহনবর্জ্জিতম্ ।
অপসব্যঞ্চ তত্রাপি ভোজয়েদযুজো দ্বিজান্ ॥
বিশেষস্তত্র চান্যোঽস্তি প্রতিমাসং ক্রিয়াধিকঃ ।
তং কথ্যমানমেকাগ্রো বদন্ত্যা মে নিশাময় ॥
তিলগন্ধোদকৈর্যুক্তং তত্র পাত্রচতুষ্টয়ম্ ।
কুর্য্যাৎ পিতৄণাং ত্রিতয়মেকং প্রেতস্য পুত্রক ॥

পাত্রত্রয়ে প্রেতপাত্রমর্ঘ্যৈকেব প্রসেচয়েৎ।
যে সমানা ইতি জপন্ পূর্ব্ববচ্ছেষমাচরেৎ॥
স্ত্রীণামপ্যেবমেবৈতদেকোদ্দিষ্টমুদাহৃতম্।
সপিণ্ডীকরণং তাসাং পুত্রাভাবে ন বিদ্যতে॥
প্রতিসংবৎসরং কার্য্যমেকোদ্দিষ্টং নরৈঃ স্ত্রিয়াঃ।
মৃতাহনি যথান্যায়ং নৃণাং যদ্বদিহোদিতম্॥
পুত্রাভাবে সপিণ্ডাস্তু তদভাবে সহোদকাঃ।
মাতুঃ সপিণ্ডা যে চ স্যুর্যে চ মাতুঃ সহোদকাঃ॥
কুর্য্যুরেনং বিধিং সম্যগপুত্রস্য সুতাসুতঃ।
কুর্য্যুর্ম্মাতামহায়ৈবং পুত্রিকাতনয়াস্তথা॥
দ্ব্যামুষ্যায়ণসংজ্ঞাস্তু মাতামহপিতামহান্।
পূজয়েয়ুর্যথান্যায়ং শ্রাদ্ধৈর্নৈমিত্তিকৈরপি॥
সর্ব্বাভাবে স্ত্রিয়ঃ কুর্য্যুঃ স্বভর্তৃণামমন্ত্রকম্।
তদভাবে চ নৃপতিঃ কারয়েৎ স্বকুটুম্বিনা॥
তজ্জাতীয়ৈর্নরৈঃ সম্যগ্দাহাদ্যাঃ সকলাঃ ক্রিয়াঃ
সর্ব্বেষামেব বর্ণানাং বান্ধবো নৃপতির্যতঃ॥
এতাস্তু কথিতা বৎস নিত্যনৈমিত্তিকাস্তথা।
ক্রিয়াং শ্রাদ্ধাশ্রয়ামন্যাং নিত্যনৈমিত্তিকীং শৃণু॥
দর্শস্তত্র নিমিত্তং বৈ কালশ্চন্দ্রক্ষয়াত্মকঃ।
নিত্যতাং নিয়তঃ কালস্তস্যাঃ সংসূচয়ত্যথ॥

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণেঽলর্কানুশাসনে
নিত্যনৈমিত্তিকাদিশ্রাদ্ধকল্পো নাম
ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

—০ঃ০—

সপিণ্ডীকরণাদূর্দ্ধং পিতুর্যঃ প্রপিতামহঃ।
স তু লেপভুজো যাতি প্রলুপ্তঃ পিতৃপিণ্ডতঃ॥
তেষামন্যশ্চতুর্থো যঃ পুত্রলেপভুজান্নভুক্।
সোঽপি সম্বন্ধতো হীনমুপভোগং প্রপদ্যতে॥
পিতা পিতামহশ্চৈব তথৈব প্রপিতামহঃ।
পিণ্ডসম্বন্ধিনো হ্যেতে বিজ্ঞেয়াঃ পুরুষাস্ত্রয়ঃ॥
লেপসম্বন্ধিনশ্চান্যে পিতামহপিতামহাৎ।
প্রভৃত্যুক্তাস্ত্রয়স্তেষাং যজমানশ্চ সপ্তমঃ॥
ইত্যেষ মুনিভিঃ প্রোক্তঃ সম্বন্ধঃ সাপ্তপৌরুষঃ।
যজমানাৎ প্রভৃত্যূর্দ্ধমনুলেপভুজস্তথা॥
ততোঽন্যে পূর্ব্বজাঃ সর্ব্বে যে চান্যে নরকৌকসঃ।
যে চ তির্য্যক্ত্বমাপন্না যে চ ভূতাদিসংস্থিতাঃ॥
তান্ সর্ব্বান্ যজমানো বৈ শ্রাদ্ধং কুর্ব্বন্ যথাবিধি
সমাপ্যায়য়তে বৎস যেন যেন শৃণুষ্ব তৎ॥
অন্নপ্রকিরণং যৎ তু মনুষ্যৈঃ ক্রিয়তে ভুবি।
তেন তৃপ্তিমুপাযান্তি যে পিশাচত্বমাগতাঃ॥
যদম্বু স্নানবস্ত্রোত্থং ভূমৌ পততি পুত্রক।
তেন তে তরুতাং প্রাপ্তাস্তেষাং তৃপ্তিঃ প্রজায়তে
যাস্তু গাত্রাম্বুকণিকাঃ পতন্তি ধরণীতলে।
তাভিরাপ্যায়নং তেষাং যে দেবত্বং কুলে গতাঃ॥
উদ্ধৃতেষ্বথ পিণ্ডেষু যাশ্চান্নকণিকা ভুবি।
তাভিরাপ্যায়নং প্রাপ্তা যে তির্য্যক্ত্বং কুলে গতাঃ
যে বা দগ্ধাঃ কুলে বালাঃ ক্রিয়াযোগ্যা হ্যসংস্কৃতাঃ
বিপন্নাস্তেঽন্নবিকিরসম্মার্জ্জনজলাশিনঃ॥
ভুক্ত্বা চাচামতাং যচ্চ জলং যচ্চাঙ্ঘ্রিসেচনে।
ব্রাহ্মণানাং তথৈবান্যে তেন তৃপ্তিং প্রয়ান্তি বৈ॥
এবং যো যজমানস্য যশ্চ তেষাং দ্বিজন্মনাম্।
কশ্চিজ্জলান্নবিক্ষেপঃ শুচিরুচ্ছিষ্ট এব বা॥
তেনান্যে তৎকুলে তত্র তত্তদ্যোন্যন্তরং গতাঃ।
প্রয়ান্ত্যাপ্যায়নং বৎস সম্যক্ শ্রাদ্ধক্রিয়াবতাম্॥
অন্যায়োপার্জ্জিতৈরর্থৈর্যচ্ছ্রাদ্ধং ক্রিয়তে নরৈঃ।
তৃপ্যন্তে তেন চাণ্ডালপুক্কসাদ্যাসু যোনিষু॥
এবমাপ্যায়নং বৎস বহূনামিহ বান্ধবৈঃ।
শ্রাদ্ধং কুর্ব্বদ্ভিরন্নাম্বুবিন্দুক্ষেপেণ জায়তে॥
তস্মাচ্ছ্রাদ্ধং নরো ভক্ত্যা শাকৈরপি যথাবিধি।
কুর্ব্বীত কুর্ব্বতঃ শ্রাদ্ধং কুলে কশ্চিন্ন সীদতি॥
তস্য কালানহং বক্ষ্যে নিত্যনৈমিত্তিকাত্মকান্।
বিধিনা যেন চ নরৈঃ ক্রিয়তে তন্নিবোধ মে॥
কার্য্যং শ্রাদ্ধমমাবাস্যাং মাসি মাস্যুড়ুপক্ষয়ে।
তথাষ্টকাস্বপ্যবশ্যমিচ্ছাকালং নিবোধ মে॥
বিশিষ্টব্রাহ্মণপ্রাপ্তৌ সূর্য্যেন্দুগ্রহণেঽয়নে।
বিষুবে রবিসংক্রান্তৌ ব্যতিপাতে চ পুত্রক॥
শ্রাদ্ধার্হদ্রব্যসম্প্রাপ্তৌ তথা দুঃস্বপ্নদর্শনে।
জন্মর্ক্ষগ্রহপীড়াসু শ্রাদ্ধং কুর্ব্বীত চেচ্ছয়া।
বিশিষ্টঃ শ্রোত্রিয়ো যোগী বেদবিজ্জ্যেষ্ঠসামগঃ।
ত্রিণাচিকেতস্ত্রিমধুস্ত্রিসুপর্ণঃ ষড়ঙ্গবিৎ॥
দৌহিত্র ঋত্বিগ্জামাতৃ স্বস্রীয়াঃ শ্বশুরস্তথা॥
পঞ্চাগ্নিকর্ম্মনিষ্ঠশ্চ তপোনিষ্ঠোঽথ মাতুলঃ॥
মাতাপিতৃপরশ্চৈব শিষ্যসম্বন্ধিবান্ধবাঃ।
এতে দ্বিজোত্তমাঃ শ্রাদ্ধে সমস্তাঃ কেতনক্ষমাঃ॥
অবকীর্ণী তথা রোগী ন্যূনশ্চাঙ্গৈস্তথাধিকঃ।
পৌনর্ভবস্তথা কাণঃ কুণ্ডো গোলোঽথ পুত্রক॥
মিত্রধ্রুক্ কুনখী ক্লীবঃ শ্যাবদন্তো নিরাকৃতিঃ।

অভিশস্তস্তু তাতেন পিশুনঃ সোমবিক্রয়ী ॥
কন্যাদূষয়িতা বৈদ্যো গুরুপিত্রোস্তথোজ্ঝকঃ।
ভৃতকাধ্যাপকোঽমিত্রঃ পরপূর্ব্বাপতিস্তথা ॥
বেদোজ্ঝোঽথাগ্নিসন্ত্যাগী বৃষলীপতিদূষিতঃ।
তথান্যে চ বিকর্ম্মস্থা বর্জ্জ্যাঃ পিত্র্যেষু বৈ দ্বিজাঃ
নিমন্ত্রয়েত পূর্ব্বেদ্যুঃ পূর্ব্বোক্তান্ দ্বিজসত্তমান্।
দৈবে নিয়োগে পিত্র্যে চ তাংস্তথৈবোপকল্পয়েৎ
তৈশ্চ সংযতিভির্ভাব্যং যশ্চ শ্রাদ্ধং করিষ্যতি।
শ্রাদ্ধং দত্ত্বা চ ভুক্ত্বা চ মৈথুনং যোঽনুগচ্ছতি ॥
পিতরস্তু তয়োর্মাসং তস্মিন্ রেতসি শেরতে ॥
গত্বা চ যোষিতং শ্রাদ্ধে যো ভুঙ্‌ক্তে যশ্চ গচ্ছতি।
রেতোমূত্রকৃতাহারাস্তন্মাসং পিতরস্তয়োঃ ॥
তস্মাত্তু প্রথমং কার্য্যং প্রাজ্ঞেনোপনিমন্ত্রণম্।
অপ্রাপ্তৌ তদ্দিনে চাপি বর্জ্জ্যা যোষিৎপ্রসঙ্গিনঃ ॥
ভিক্ষার্থমাগতান্ বাপি কালে সংযমিনো যতীন্।
ভোজয়েৎ প্রণিপাতাদ্যৈঃ প্রসাদ্য যতমানসঃ ॥
যথৈব শুক্লপক্ষাদ্বৈ পিতৄণামসিতঃ প্রিয়ঃ।
তথাপরাহ্লঃ পূর্ব্বাহ্লাৎ পিতৄণামতিরিচ্যতে ॥
সম্পূজ্য স্বাগতেনৈতানভ্যুপেতান্ গৃহে দ্বিজান্।
পবিত্রপাণিরাচান্তানাসনেষূপবেশয়েৎ ॥
পিতৄণাময়ুজঃ কর্য্যাদ্যুগ্মান্ দৈবে দ্বিজোত্তমান্।
একৈকং বা পিতৄণাঞ্চ দেবানাঞ্চ স্বশক্তিতঃ ॥
তথা মাতামহানাঞ্চ তুল্যং বা বৈশ্বদেবিকম্।
পৃথক্ তয়োস্তথা চান্যে কেচিদিচ্ছন্তি মানবাঃ ॥
প্রাঙ্মুখান্ দৈবসঙ্কল্পান্ পৈত্র্যান্ কুর্য্যাদুদঙ্মুখান্
তথৈব মাতামহানাং বিধিরুক্তো মনীষিভিঃ ॥
বিষ্টরার্থে কুশান্ দত্ত্বা পূজ্য চার্ঘ্যাদিনা বুধঃ।
পবিত্রকাদি বৈ দত্ত্বা তেভ্যোঽনুজ্ঞামবাপ্য চ ॥
কুর্য্যাদাবাহনং প্রাজ্ঞো দেবানাং মন্ত্রতো দ্বিজঃ।
যবাম্ভোভিস্তথা চার্ঘ্যং দত্ত্বা বৈ বৈশ্বদেবিকম্ ॥
গন্ধমাল্যাম্বুধূপঞ্চ দত্ত্বা সম্যক্ সদীপকম্।
অপসব্যং পিতৄণাঞ্চ সর্ব্বমেবোপকল্পয়েৎ ॥
দর্ভাংশ্চ দ্বিগুণান্ দত্ত্বা তেভ্যোঽনুজ্ঞামবাপ্য চ।
মন্ত্রপূর্ব্বং পিতৄণাঞ্চ কুর্য্যাদাবাহনং বুধঃ ॥
অপসব্যং তথা চার্ঘ্যং যবার্থঞ্চ তথা তিলৈঃ।
নিষ্পাদয়েন্মহাভাগ পিতৄণাং প্রীণনে রতঃ ॥
অগ্নৌ কার্য্যমনুজ্ঞাতঃ কুরুষ্বেতি ততো দ্বিজৈঃ।
জুহুয়াদ্ব্যঞ্জনক্ষারবর্জ্জামন্নং যথাবিধি ॥
অগ্নয়ে কব্যবাহায় স্বাহেতি প্রথমাহুতিঃ।
সোমায় বৈ পিতৃমতে স্বাহেত্যন্যা তথা ভবেৎ ॥
যমায় প্রেতপতয়ে স্বাহেতি ত্রিতয়াহুতিঃ।
হুতাবশিষ্টং দদ্যাচ্চ ভাজনেষু দ্বিজন্মনাম্ ॥
ভাজনালম্ভনং কৃত্বা দদ্যাচ্চান্নং যথাবিধি।
যথাসুখং জুষধ্বং ভো ইতি বাচ্যমনিষ্ঠুরম্ ॥
ভুঞ্জীরংশ্চ ততস্তেঽপি তচ্চিত্তা মৌনিনঃ সুখম্।
যদ্যদিষ্টতমং তেষাং তৎ তদন্নমসত্বরম্।
অক্রুধ্যংশ্চ নরো দদ্যাৎ সম্ভবেন প্রলোভয়ন্ ॥
রক্ষোঘ্নাংশ্চ জপেন্মন্ত্রাংস্তিলৈশ্চ বিকিরেন্মহীম্।
সিদ্ধার্থকৈশ্চ রক্ষার্থং শ্রাদ্ধং হি প্রচুরচ্ছলম্ ॥
পৃষ্টৈস্তৃপ্তৈশ্চ তৃপ্তাঃ স্থ তৃপ্তাঃ স্ম ইতিবাদিভিঃ।
অনুজ্ঞাতো নরস্ত্বন্নং প্রকিরেদ্ভুবি সর্ব্বতঃ ॥
তদ্বদাচমনার্থায় দদ্যাদাপঃ সকৃৎ সকৃৎ।
অনুজ্ঞাঞ্চ ততঃ প্রাপ্য যতবাক্কায়মানসঃ ॥
সতিলেন ততোঽন্নেন পিণ্ডান্ সব্যেন পুত্রক।
পিতৄনুদ্দিশ্য দর্ভেষু দদ্যাদুচ্ছিষ্টসন্নিধৌ ॥
পিতৃতীর্থেন তোয়ঞ্চ দদ্যাৎ তেভ্যঃ সমাহিতঃ।
পিতৄনুদ্দিশ্য যদ্ভক্ত্যা যজমানো নৃপাত্মজ ॥
তদ্বন্মাতামহানাঞ্চ দত্ত্বা পিণ্ডান্ যথাবিধি।
গন্ধমাল্যাদিসংযুক্তং দদ্যাদাচমনং ততঃ ॥
দত্ত্বা চ দক্ষিণাং শক্ত্যা সুস্বধাস্ত্বিতি তান্ বদেৎ
তৈশ্চ তুষ্টৈস্তথেত্যুক্ত্বা বাচয়েদ্বৈশ্বদেবিকান্ ॥
প্রীয়ন্তামিতি ভদ্রং বো বিশ্বেদেবা ইতীরয়েৎ।
তথেতি চোক্তে তৈর্ব্বিপ্রৈঃ প্রার্থনীয়াস্তদাশিষঃ
বিসর্জ্জয়েৎ প্রিয়াণ্যুক্ত্বা প্রণিপত্য চ ভক্তিতঃ।
আদ্বারমনুগচ্ছেচ্চাগচ্ছেচ্চানুপ্রমোদিতঃ ॥
ততো নিত্যক্রিয়াং কুর্য্যাদ্ভোজয়েচ্চ তথাতিথীন্
নিত্যক্রিয়াং পিতৄণাঞ্চ কেচিদিচ্ছন্তি সত্তমাঃ ॥
ন পিতৄণাং তথৈবান্যে শেষং পূর্ব্ববদাচরেৎ।
পৃথক্ পাকেন নেত্যন্যে কেচিৎ পূর্ব্বঞ্চ পূর্ব্ববৎ।
ততস্তদন্নং ভুঞ্জীত সহ ভৃত্যাদিভির্নরঃ ॥
এবং কুর্ব্বীত ধর্ম্মজ্ঞঃ শ্রাদ্ধং পিত্র্যং সমাহিতঃ।
যথা বা দ্বিজমুখ্যানাং পরিতোষোঽভিজায়তে ॥
ত্রীণি শ্রাদ্ধে পবিত্রাণি দৌহিত্রং কুতপস্তিলাঃ।
বর্জ্জ্যানি চাহুর্ব্বিপ্রেন্দ্র কোপোঽধ্বগমনং ত্বরা।
রাজতঞ্চ তথা পাত্রং শস্তং শ্রাদ্ধেষু পুত্রক।
রজতস্য তথা কার্য্যং দর্শনং দানমেব বা ॥
রাজতে হি স্বধা দুগ্ধা পিতৃভিঃ শ্রূয়তে মহী।
তস্মাৎ পিতৄণাং রজতমভীষ্টং প্রীতিবর্দ্ধনম্ ॥

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে পার্ব্বণশ্রাদ্ধ-
কল্পো নামৈকত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

—০:০—

মদালসোবাচ।

অতঃ পরং শৃণুষ্বেমং পুত্র ভক্ত্যা যদাহৃতম্।
পিতৃণাং প্রীতয়ে যদ্বা বর্জ্জ্যং বাহপ্রীতিকারকম্॥
মাসং পিতৃণাং তৃপ্তিশ্চ হবিষ্যান্নেন জায়তে।
মাসদ্বয়ং মৎস্যমাংসৈস্তৃপ্তিং যান্তি পিতামহাঃ॥
ত্রীন্ মাসান্ হারিণং মাংসং বিজ্ঞেয়ং পিতৃতৃপ্তয়ে
চতুর্ম্মাসাংস্তু পুষ্ণাতি শশস্য পিশিতং পিতৄন্॥
শাকুনং পঞ্চ বৈ মাসান্ ষণ্মাসান্ শূকরামিষম্।
ছাগলং সপ্ত বৈ মাসানৈণেয়ঞ্চাষ্টমাসিকীম্॥
করোতি তৃপ্তিং নব বৈ রুরোর্মাংসং ন সংশয়ঃ।
গবয়স্যামিষং তৃপ্তিং করোতি দশমাসিকীম্॥
তথৈকাদশমাসাংস্তু ঔরভ্রং পিতৃতৃপ্তিদম্।
সম্বৎসরং তথা গব্যং পয়ঃ পায়সমেব বা॥
বাধ্রীণসামিষং লৌহং কালশাকং তথা মধু।
দৌহিত্রামিষমন্যচ্চ যচ্চান্যৎ স্বকুলোদ্ভবৈঃ॥
অনন্তাং বৈ প্রযচ্ছন্তি তৃপ্তিং গৌরীসুতস্তথা।
পিতৃণাং নাত্র সন্দেহো গয়াশ্রাদ্ধঞ্চ পুত্রক॥
শ্যামাকরাজশ্যামাকৌ তদ্বচ্চৈব প্রসাতিকাঃ।
নীবারাঃ পৌষ্কলাশ্চৈব ধান্যানাং পিতৃতৃপ্তয়ে॥
যবব্রীহিসগোধুমতিলা মুদ্গাঃ সসর্ষপাঃ।
প্রিয়ঙ্গবঃ কোবিদারা নিষ্পাবাশ্চাতিশোভনাঃ॥
বর্জ্জ্যা মর্কটকাঃ শ্রাদ্ধে রাজমাষাস্তথাণবঃ।
বিপ্রাসিকা মসূরাশ্চ শ্রাদ্ধকর্ম্মণি গর্হিতাঃ॥
লশুনং গৃঞ্জনঞ্চৈব পলাণ্ডুং পিণ্ডমূলকম্।
করম্ভং যানি চান্যানি হীনানি রসবর্ণতঃ॥
গান্ধারিকামলাবূনি লবণান্যূষরাণি চ।
আরক্তা যে চ নির্য্যাসাঃ প্রত্যক্ষলবণানি চ॥
বর্জ্জ্যান্যেতানি বৈ শ্রাদ্ধে যচ্চ বাচা ন শস্যতে।
যচ্চোৎকোচাদিনা প্রাপ্তং পতিতাদ্‌যদুপার্জ্জিতম্
অন্যায়কন্যাশুল্কোত্থং দ্রব্যঞ্চাত্র বিগর্হিতম্।
দুর্গন্ধি ফেনিলঞ্চাম্বু তথৈবাল্পতরোদকম্॥
ন লভেদ্‌যত্র গৌস্তৃপ্তিং নক্তং যচ্চাপ্যুপাহৃতম্।
যচ্চ সর্ব্বজনোৎসৃষ্টং যচ্চাভোজ্যং নিপানজম্॥
তদ্বর্জ্জ্যং সলিলং তাত সদৈব পিতৃকর্ম্মণি।
মার্গমাবিকমৌষ্ট্রঞ্চ সর্ব্বমৈকশফঞ্চ যৎ॥
মাহিষং চামরঞ্চৈব ধেন্বা গোশ্চাপ্যনির্দ্দশম্।
পিত্রর্থং মে প্রযচ্ছস্বেত্যুক্ত্বা যচ্চাপ্যুপাহৃতম্।
বর্জ্জনীয়ং সদা সদ্ভিস্তৎ পয়ঃ শ্রাদ্ধকর্ম্মণি॥
বর্জ্জ্যা জন্তুমতী রূক্ষা ক্ষিতিঃ প্লুষ্টা তথাগ্নিনা।
অনিষ্টদুষ্টশব্দোগ্রদুর্গন্ধা চাত্র কর্ম্মণি॥
কুলাপমানকাঃ শ্রাদ্ধে ব্যাযুজ্যকুলহিংসকাঃ।
নগ্নাঃ পাতকিনশ্চৈব হন্যুদৃষ্ট্যা পিতৃক্রিয়াম্॥
অপুমানপবিদ্ধশ্চ কুক্কুটো গ্রামশূকরঃ।
শ্বা চৈব হন্তি শ্রাদ্ধানি যাতুধানাশ্চ দর্শনাৎ॥
তস্মাৎ সুসংবৃতো দদ্যাৎ তিলৈশ্চাবকিরন্ মহীম্
এবং রক্ষা ভবেচ্ছ্রাদ্ধে কৃতা তাভ্যোভয়োরপি॥
শাবসূতকসংস্পৃষ্টং দীর্ঘরোগিভিরেব চ।
পতিতৈর্মলিনৈশ্চৈব ন পুষ্ণাতি পিতামহান্॥
বর্জ্জনীয়ং তথা শ্রাদ্ধে তথোদক্যাশ্চ দর্শনম্।
মুণ্ডশৌণ্ডসমাভাসো যজমানেন চাদরাৎ॥
কেশকীটাবপন্নঞ্চ তথা শ্বভিরবেক্ষিতম্।
পূতি পর্য্যুষিতঞ্চৈব বার্ত্তাক্যভিষবাংস্তথা।
বর্জ্জনীয়ানি বৈ শ্রাদ্ধে যচ্চ বস্ত্রানিলাহতম্॥
শ্রদ্ধয়া পরয়া দত্তং পিতৃণাং নামগোত্রতঃ।
যদাহারাস্তু তে জাতাস্তদাহারত্বমেতি তৎ॥
তস্মাচ্ছ্রাদ্ধবতা পাত্রে যচ্ছস্তং পিতৃকর্ম্মণি।
যথাবচ্চৈব দাতব্যং পিতৃণাং তৃপ্তিমিচ্ছতা॥
যোগিনশ্চ সদা শ্রাদ্ধে ভোজনীয়া বিপশ্চিতা।
যোগাধারা হি পিতরস্তস্মাৎ তান্ পূজয়েৎ সদা॥
ব্রাহ্মণানাং সহস্রেভ্যো যোগী ত্বগ্রাশনো যদি।
যজমানঞ্চ ভোক্তৄংশ্চ নৌরিবাম্ভসি তারয়েৎ॥
পিতৃগাথাস্তথৈবাত্র গীয়ন্তে ব্রহ্মবাদিভিঃ।
যা গীতাঃ পিতৃভিঃ পূর্ব্বমৈলস্যাসীন্মহীপতেঃ॥
কদা নঃ সন্ততাবগ্র্যঃ কস্যচিদ্ভবিতা সুতঃ।
যো যোগিভুক্তশেষান্নো ভুবি পিণ্ডং প্রদাস্যতি॥
গয়ায়ামথবা পিণ্ডং খড়্গমাংসং মহাহবিঃ।
কালশাকং তিলাঢ্যং বা কৃসরং মাসতৃপ্তয়ে॥
বৈশ্বদেবঞ্চ সৌম্যঞ্চ খড়্গমাংসং পরং হবিঃ।
বিষাণবর্জ্জ্যখড়্গাপ্ত্যা আসূর্য্যঞ্চাশ্নুবামহে॥
দদ্যাৎ শ্রাদ্ধং ত্রয়োদশ্যাং মঘাসু চ যথাবিধি।
মধুসর্পিঃসমাযুক্তং পায়সং দক্ষিণায়নে॥
তস্মাৎ সম্পূজয়েদ্ভক্ত্যা স্বপিতৄন্ পুত্র মানবঃ।
কামানভীপ্সন্ সকলান্ পাপাচ্চাত্মবিমোচনম্॥
বসূন্ রুদ্রাংস্তথাদিত্যান্ নক্ষত্রগ্রহতারকাঃ।
প্রীণয়ন্তি মনুষ্যাণাং পিতরঃ শ্রাদ্ধতর্পিতাঃ॥
আয়ুঃ প্রজ্ঞাং ধনং বিদ্যাং স্বর্গং মোক্ষং সুখানি চ
প্রযচ্ছন্তি তথা রাজ্যং পিতরঃ শ্রাদ্ধতর্পিতাঃ॥

এতৎ তে পুত্র কথিতং শ্রাদ্ধকর্ম্ম যথোদিতম্।
কাম্যানাং শ্রূয়তাং বৎস শ্রাদ্ধানাং তিথিকীর্ত্তনম্
ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে শ্রাদ্ধকল্পো
নাম দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

মদালসোবাচ।

প্রতিপদ্ধনলাভায় দ্বিতীয়া দ্বিপদপ্রদা।
বরার্থিনী তৃতীয়া তু চতুর্থী শত্রুনাশিনী ॥
শ্রিয়ং প্রাপ্নোতি পঞ্চম্যাং ষষ্ঠ্যাং পূজ্যো ভবেন্নরঃ।
গণাধিপত্যং সপ্তম্যামষ্টম্যাং বৃদ্ধিমুত্তমাম্ ॥
স্ত্রিয়ো নবম্যাং প্রাপ্নোতি দশম্যাং পূর্ণকামতাম্।
বেদাংস্তথাপ্নুয়াৎ সর্ব্বানেকাদশ্যাং ক্রিয়াপরঃ ॥
দ্বাদশ্যাং জয়লাভঞ্চ প্রাপ্নোতি পিতৃপূজকঃ।
প্রজাং মেধাং পশুং বৃদ্ধিং স্বাতন্ত্র্যং পুষ্টিমুত্তমাম্ ॥
দীর্ঘমায়ুরথৈশ্বর্য্যং কুর্ব্বাণস্তু ত্রয়োদশীম্।
অবাপ্নোতি ন সন্দেহঃ শ্রাদ্ধং শ্রদ্ধাপরো নরঃ ॥
যথাসম্ভাবিতান্নেন শ্রাদ্ধসম্পৎসমন্বিতঃ।
যুবানঃ পিতরো যস্য মৃতাঃ শস্ত্রেণ বা হতাঃ ॥
তেন কার্য্যং চতুর্দ্দশ্যাং তেষাং প্রীতিমভীপ্সতা।
শ্রাদ্ধং কুর্ব্বন্নমাবস্যাং যত্নেন পুরুষঃ শুচিঃ ॥
সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি স্বর্গঞ্চানন্তমশ্নুতে।
কৃত্তিকাসু পিতৃনর্চ্চ্য স্বর্গমাপ্নোতি মানবঃ ॥
অপত্যকামো রোহিণ্যাং সৌম্যে চৌজস্বিতাং লভেৎ।
শৌর্য্যমার্দ্রাসু চাপ্নোতি ক্ষেত্রাদি চ পুনর্ব্বসৌ ॥
পুষ্টিং পুষ্যে সদাভ্যর্চ্চ্য অশ্লেষাসু বরান্ সুতান্।
মঘাসু স্বজনশ্রৈষ্ঠ্যং সৌভাগ্যং ফল্গুনীষু চ ॥
প্রদানশীলো ভবতি সাপত্যশ্চোত্তরাসু চ।
প্রয়াতি শ্রেষ্ঠতাং সত্যং হস্তে শ্রাদ্ধপ্রদো নরঃ ॥
রূপযুক্তঞ্চ চিত্রাসু তথাপত্যান্যবাপ্নুয়াৎ।
বাণিজ্যলাভদা স্বাতির্ব্বিশাখা পুত্রকামদা ॥
কুর্ব্বতশ্চানুরাধাসু লভন্তে চক্রবর্ত্তিতাম্।
আধিপত্যঞ্চ জ্যেষ্ঠাসু মূলে চারোগ্যমুত্তমম্ ॥
আষাঢ়াসু যশঃপ্রাপ্তিরুত্তরাসু বিশোকতা।
শ্রবণে চ শুভান্ লোকান্ ধনিষ্ঠাসু ধনং মহৎ ॥
বেদবিত্ত্বমভিজিতি ভিষক্‌সিদ্ধিস্তু বারুণে।
অজাবিকং প্রৌষ্ঠপদে বিন্দেদ্গাবাংস্তথোত্তরে ॥
রেবতীষু তথা কুপ্যমশ্বিনীষু তুরঙ্গমান্।
শ্রাদ্ধং কুর্ব্বংস্তথাপ্নোতি ভরণীষ্বায়ুরুত্তমম্।
তস্মাৎ কাম্যানি কুর্ব্বীত ঋক্ষেষ্বেতেষু তত্ত্ববিৎ ॥
ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে কাম্যশ্রাদ্ধফল-
কথনং নাম ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

মদালসোবাচ।

এবং পুত্র গৃহস্থেন দেবতাঃ পিতরস্তথা।
সম্পূজ্যা হব্যকব্যাভ্যামন্নেনাতিথিবান্ধবাঃ ॥
ভূতানি ভৃত্যাঃ সকলাঃ পশুপক্ষিপিপীলিকাঃ।
ভিক্ষবো যাচমানাশ্চ যে চান্যে বসতা গৃহে ॥
সদাচারবতা তাত সাধুনা গৃহমেধিনা।
পাপং ভুঙ্ক্তে সমুল্লঙ্ঘ্য নিত্যনৈমিত্তিকীঃ ক্রিয়াঃ

অলর্ক উবাচ।

কথিতং মে ত্বয়া মাতর্নিত্যং নৈমিত্তিকঞ্চ যৎ।
নিত্যনৈমিত্তকঞ্চৈব ত্রিবিধং কর্ম্ম পৌরুষম্ ॥
সদাচারমহং শ্রোতুমিচ্ছামি কুলনন্দিনি।
যং কুর্ব্বন্ সুখমাপ্নোতি পরত্রেহ চ মানবঃ ॥

মদালসোবাচ।

গৃহস্থেন সদা কার্য্যমাচারপরিপালনম্।
ন হ্যাচারবিহীনস্য সুখমত্র পরত্র বা ॥
যজ্ঞদানতপাংসীহ পুরুষস্য ন ভূতয়ে।
ভবন্তি যঃ সদাচারং সমুল্লঙ্ঘ্য প্রবর্ত্ততে ॥
দুরাচারো হি পুরুষো নেহায়ুর্ব্বিন্দতে মহৎ।
কার্য্যো যত্নঃ সদাচারে আচারো হন্ত্যলক্ষণম্ ॥
তস্য স্বরূপং বক্ষ্যামি সদাচারস্য পুত্রক।
তন্মৈকমনাঃ শ্রুত্বা তথৈব পরিপালয় ॥
ত্রিবর্গসাধনে যত্নঃ কর্ত্তব্যো গৃহমেধিনা।
তৎসংসিদ্ধৌ গৃহস্থস্য সিদ্ধিরত্র পরত্র চ ॥
পাদেনার্থস্য পারত্র্যং কুর্য্যাৎ সঞ্চয়মাত্মবান্।
অর্দ্ধেন চাত্মভরণং নিত্যনৈমিত্তিকান্বিতম্ ॥
পাদঞ্চাত্মার্থমায়স্য মূলভূতং বিবর্দ্ধয়েৎ।
এবমাচরতঃ পুত্র অর্থঃ সাফল্যমর্হতি ॥
তদ্বৎ পাপনিষেধার্থং ধর্ম্মঃ কার্য্যো বিপশ্চিতা।
পরত্রার্থং তথৈবান্যঃ কামোঽত্রৈব ফলপ্রদঃ ॥
প্রত্যবায়ভয়াৎ কাম্যস্তথান্যশ্চাবিরোধবান্।
দ্বিধা কামোঽপি গদিতস্ত্রিবর্গস্যাবিরোধতঃ ॥

পরস্পরানুবন্ধাংশ্চ সর্ব্বানেতান্ বিচিন্তয়েৎ।
বিপরীতানুবন্ধাংশ্চ ধর্ম্মাদীংস্তান্ শৃণুষ্ব মে ॥
ধর্ম্মো ধর্ম্মানুবন্ধার্থো ধর্ম্মো নাত্মার্থবাধকঃ।
উভাভ্যাঞ্চ দ্বিধা কামস্তেন তৌ চ দ্বিধা পুনঃ ॥
ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে বুদ্ধ্যেত ধর্ম্মার্থৌ চাপি চিন্তয়েৎ।
কার্য্যক্লেশাংস্ত তন্মূলান্ বেদতত্ত্বার্থমেব চ ॥
সমুত্থায় তথাচম্য প্রাঙ্মুখো নিয়তঃ শুচিঃ।
পূর্ব্বাং সন্ধ্যাং সনক্ষত্রাং পশ্চিমাং সদিবাকরাম্।
উপাসীত যথান্যায়ং নৈনাং জহ্যাদনাপদি ॥
অসৎপ্রলাপমনৃতং বাক্পারুষ্যঞ্চ বর্জ্জয়েৎ।
অসচ্ছাস্ত্রমসদ্বাদমসৎসেবাঞ্চ পুত্রক ॥
সায়ং প্রাতস্তথা হোমং কুর্ব্বীত নিয়তাত্মবান্।
নোদয়াস্তমনে বিম্বমুদীক্ষেত বিবস্বতঃ ॥
কেশপ্রসাধনাদর্শদর্শনং দন্তধাবনম্।
পূর্ব্বাহ্ণ এব কার্য্যাণি দেবতানাঞ্চ তর্পণম্ ॥
গ্রামাবসথতীর্থানাং ক্ষেত্রাণাঞ্চৈব বর্ত্মনি।
বিণ্মূত্রং নানুতিষ্ঠেত ন কৃষ্টে ন চ গোব্রজে ॥
নগ্নাং পরস্ত্রিয়ং নেক্ষেন্ন পশ্যেদাত্মনঃ শকৃৎ।
উদক্যা দর্শনং স্পর্শো বর্জ্জ্যং সম্ভাষণং তথা ॥
নাপ্সু মূত্রং পুরীষং বা মৈথুনং বা সমাচরেৎ।
নাধিতিষ্ঠেচ্ছকৃন্মূত্রকেশভস্মকপালিকাঃ ॥
তুষাঙ্গারাস্থি শীর্ণানি রজ্জুবস্ত্রাদিকানি চ।
নাধিতিষ্ঠেৎ তথা প্রাজ্ঞঃ পথি চৈবং তথা ভুবি ॥
পিতৃদেবমনুষ্যাণাং ভূতানাঞ্চ তথার্চ্চনম্।
কৃত্বা বিভবতঃ পশ্চাদ্গৃহস্থো ভোক্তুমর্হতি ॥
প্রাঙ্মুখোদঙ্মুখো বাপি স্বাচান্তো বাগ্যতঃ শুচিঃ।
ভুঞ্জীতান্নঞ্চ তচ্চিত্তো হ্যন্তর্জ্জানুঃ সদা নরঃ ॥
উপঘাতাদৃতে দোষং নান্যস্যোদীরয়েদ্বুধঃ।
প্রত্যক্ষলবণং বর্জ্জ্যমন্নমত্যুষ্ণমেব চ ॥
ন গচ্ছন্ন চ তিষ্ঠন্ বৈ বিণ্মূত্রোৎসর্গমাত্মবান্।
কুর্ব্বীত নৈব চাচমন্ যৎ কিঞ্চিদপি ভক্ষয়েৎ ॥
উচ্ছিষ্টো নালপেৎ কিঞ্চিৎ স্বাধ্যায়ঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ।
গাং ব্রাহ্মণং তথা চাগ্নিং স্বমূর্দ্ধানঞ্চ ন স্পৃশেৎ ॥
ন চ পশ্যেদ্রবিং নেন্দুং ন নক্ষত্রাণি কামতঃ।
ভিন্নাসনং তথা শয্যাং ভাজনঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ ॥
গুরূণামাসনং দেয়মভ্যুত্থানাদিসৎকৃতম্।
অনুকূলং তথালাপমভিবাদনপূর্ব্বকম্।
তথানুগমনং কুর্য্যাৎ প্রতিকূলং ন সঞ্জপেৎ ॥
নৈকবস্ত্রশ্চ ভুঞ্জীত ন কুর্য্যাদ্দেবতার্চ্চনম্।
ন বাহয়েদ্দ্বিজান্ নাগ্নৌ মেহং কুর্ব্বীত বুদ্ধিমান্ ॥
স্নায়ীত ন নরো নগ্নো ন শয়ীত কদাচন ॥
ন পাণিভ্যামুভাভ্যাঞ্চ কণ্ডূয়েত শিরস্তথা ॥
ন চাভীক্ষ্ণং শিরঃস্নানং কার্য্যং নিষ্কারণং নরৈঃ।
শিরঃস্নাতশ্চ তৈলেন নাঙ্গং কিঞ্চিদপি স্পৃশেৎ ॥
অনধ্যায়েষু সর্ব্বেষু স্বাধ্যায়ঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ।
ব্রাহ্মণানিলগোসূর্য্যান্ ন মেহেত কদাচন ॥
উদঙ্মুখো দিবা রাত্রাবুৎসর্গং দক্ষিণামুখঃ।
অবাধাসু যথাকামং কুর্য্যান্মূত্রপুরীষয়োঃ ॥
দুষ্কৃতং ন গুরোর্ব্রূয়াৎ ক্রুদ্ধঞ্চৈনং প্রসাদয়েৎ।
পরিবাদং ন শৃণুয়াদন্যেষামপি কুর্ব্বতাম্ ॥
পন্থা দেয়ো ব্রাহ্মণানাং রাজ্ঞো দুঃখাতুরস্য চ।
বিদ্যাধিকস্য গুর্ব্বিণ্যা ভারার্ত্তস্য যবীয়সঃ ॥
মূকান্ধবধিরাণাঞ্চ মত্তস্যোন্মত্তকস্য চ।
পুংশ্চল্যাঃ কৃতবৈরস্য বালস্য পতিতস্য চ ॥
দেবালয়ং চৈত্যতরুং তথৈব চ চতুষ্পথম্।
বিদ্যাধিকং গুরুং দেবং বুধঃ কুর্য্যাৎ প্রদক্ষিণম্ ॥
উপানদ্বস্ত্রমাল্যাদি ধৃতমন্যৈর্ন ধারয়েৎ।
উপবীতমলঙ্কারং করকঞ্চৈব বর্জ্জয়েৎ ॥
চতুর্দ্দশ্যাং তথাষ্টম্যাং পঞ্চদশ্যাঞ্চ পর্ব্বসু।
তৈলাভ্যঙ্গং তথা ভোগং যোষিতশ্চ বিবর্জ্জয়েৎ ॥
ন ক্ষিপ্তপাদজঙ্ঘশ্চ প্রাজ্ঞস্তিষ্ঠেৎ কদাচন।
ন চাপি বিক্ষিপেৎ পাদৌ পাদং পাদেন নাক্রমেৎ
মর্ম্মাভিঘাতমাক্রোশং পৈশুন্যঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ।
দম্ভাভিমানতীক্ষ্ণানি ন কুর্ব্বীত বিচক্ষণঃ ॥
মূর্খোন্মত্তব্যসনিনো বিরূপান্ মায়িনস্তথা।
ন্যূনাঙ্গাংশ্চাধিকাঙ্গাংশ্চ নোপহাসৈর্বিদূষয়েৎ ॥
পরস্য দণ্ডং নোদ্যচ্ছেচ্ছিক্ষার্থং পুত্রশিষ্যয়োঃ।
তদ্বন্নোপবিশেৎ প্রাজ্ঞঃ পাদেনাক্রম্য চাসনম্ ॥
সংযাবং কৃসরং মাংসং নাত্মার্থমুপসাধয়েৎ।
সায়ং প্রাতশ্চ ভোক্তব্যং কৃত্বা চাতিথিপূজনম্ ॥
প্রাঙ্মুখোদঙ্মুখো বাপি বাগ্যতো দন্তধাবনম্।
কুর্ব্বীত সততং বৎস বর্জ্জয়েদ্বর্জ্জ্যবীরুধঃ ॥
নোদক্শিরাঃ স্বপেজ্জাতু ন চ প্রত্যক্শিরা নরঃ
শিরস্যগস্ত্যমাশায় শয়ীতাথ পুরন্দরম্ ॥
ন তু গন্ধবতীষ্বপ্সু স্নায়ীত ন তথা নিশি।
উপরাগে পরং স্নানমৃতে দিনমুদাহৃতম্ ॥
অপমৃজ্যান্ন চাস্নাতো গাত্রাণ্যম্বরপাণিভিঃ।
ন চাপি ধূনয়েৎ কেশান্ বাসসী ন চ ধূনয়েৎ ॥
নানুলেপনমাদদ্যাদস্নাতঃ কর্হিচিদ্বুধঃ।
ন চাপি রক্তবাসাঃ স্যাচ্চিত্রাসিতধরোঽপি বা ॥

ন চ কুর্য্যাদ্বিপর্য্যাসং বাসসোর্নাপি ভূষণে।
বর্জ্জ্যঞ্চ বিদশং বস্ত্রমত্যন্তোপহতঞ্চ যৎ ॥
কেশকীটাবপন্নঞ্চ ক্ষুণ্ণং শ্বভিরবেক্ষিতম্।
অবলীঢ়াবপন্নঞ্চ সারোদ্ধরণদূষিতম্ ॥
পৃষ্ঠমাংসং বৃথামাংসং বর্জ্জ্যমাংসঞ্চ পুত্রক।
ন ভক্ষয়ীত সততং প্রত্যক্ষলবণানি চ ॥
বর্জ্জ্যং চিরোষিতং পুত্র ভক্তং পর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।
পিষ্টশাকেক্ষুপয়সাং বিকারান্ নৃপনন্দন ॥
তথা মাংসবিকারাংশ্চ তে চ বর্জ্জ্যাশ্চিরোষিতাঃ
উদয়াস্তমনে ভানোঃ শয়নঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ ॥
নাস্নাতো নৈব সংবিষ্টো ন চৈবান্যমনা নরঃ।
ন চৈব শয়নে নোর্ব্ব্যামুপবিষ্টো ন শব্দবৎ ॥
ন চৈকবস্ত্রো ন বদন্ প্রেক্ষতামপ্রদায় চ।
ভুঞ্জীত পুরুষঃ স্নাতঃ সায়ং প্রাতর্যথাবিধি ॥
পরদারা ন গন্তব্যাঃ পুরুষেণ বিপশ্চিতা।
ইষ্টাপূর্ত্তায়ুষাং হন্ত্রী পরদারগতির্নৃণাম্ ॥
ন হীদৃশমনায়ুষ্যং লোকে কিঞ্চন বিদ্যতে।
যাদৃশং পুরুষস্যেহ পরদারাভিমর্ষণম্ ॥
দেবার্চ্চনাগ্নিকার্য্যাণি তথা গুর্ব্বভিবাদনম্।
কুর্ব্বীত সম্যগাচম্য তদ্বদন্নভুজিক্রিয়াম্ ॥
অফেনাভিরগন্ধাভিরদ্ভিরচ্ছাভিরাদরাৎ।
আচামেৎ পুত্র পুণ্যাভিঃ প্রাঙ্মুখোদঙ্মুখোঽপি বা
অন্তর্জ্জলাদাবসথাদ্বল্মীকান্মূষিকস্থলাৎ।
কৃতশৌচাবশিষ্টাশ্চ বর্জ্জয়েৎ পঞ্চ বৈ মৃদঃ ॥
প্রক্ষাল্য হস্তৌ পাদৌ চ সমভুক্ষ্য সমাহিতঃ।
অন্তর্জ্জানুস্তথাচামেৎ ত্রিশ্চতুর্ব্বা পিবেদপঃ ॥
পরিমৃজ্য দ্বিরাস্যান্তং খানি মূর্দ্ধানমেব চ।
সম্যগাচম্য তোয়েন ক্রিয়াং কুর্ব্বীত বৈ শুচিঃ।
দেবতানামৃষীণাঞ্চ পিতৃণাঞ্চৈব যত্নতঃ।
সমাহিতমনা ভূত্বা কুর্ব্বীত সততং নরঃ ॥
ক্ষুত্বা নিষ্ঠীব্য বাসশ্চ পরিধায়াচমেদ্বুধঃ।
ক্ষুতেঽবলিঢ়ে বান্তে চ তথা নিষ্ঠীবনাদিষু ॥
কুর্য্যাদাচমনং স্পর্শং গোপৃষ্ঠস্যার্কদর্শনম্।
কুর্ব্বীতালম্বনঞ্চাপি দক্ষিণশ্রবণস্য বৈ ॥
যথাবিভবতো হ্যেতৎ পূর্ব্বাভাবে ততঃ পরম্।
অবিদ্যমানে পূর্ব্বোক্তে উত্তরপ্রাপ্তিরিষ্যতে ॥
ন কুর্য্যাদ্দন্তসঙ্ঘর্ষং নাত্মনো দেহতাড়নম্।
স্বপ্নাধ্যয়নভোজ্যানি সন্ধ্যয়োশ্চ বিবর্জ্জয়েৎ ॥
সন্ধ্যায়াং মৈথুনঞ্চাপি তথা প্রস্থানমেব চ ॥
পূর্ব্বাহ্নে তাত দেবানাং মনুষ্যাণাঞ্চ মধ্যমে।
ভক্ত্যা তথাপরাহ্নে চ কুর্ব্বীত পিতৃপূজনম্ ॥
শিরঃস্নাতশ্চ কুর্ব্বীত দৈবং পৈত্র্যমথাপি বা।
প্রাঙ্মুখোদঙ্মুখো বাপি শ্মশ্রুকর্ম্ম চ কারয়েৎ ॥
ব্যঙ্গিনীং বর্জ্জয়েৎ কন্যাং কুলজামপি রোগিণীম্।
বিকৃতাং পিঙ্গলাঞ্চৈব বাচাটাং সর্ব্বদূষিতাম্ ॥
অব্যঙ্গীং সৌম্যনাসাঞ্চ সর্ব্বলক্ষণলক্ষিতাম্।
তাদৃশীমুদ্বহেৎ কন্যাং শ্রেয়ঃকামো নরঃ সদা ॥
উদ্বহেৎ পিতৃমাত্রোশ্চ সপ্তমীং পঞ্চমীং তথা।
রক্ষেদ্দারান্ ত্যজেদীর্ষ্যাং দিবা চ স্বপ্নমৈথুনে ॥
পরোপতাপকং কর্ম্ম জন্তুপীড়াঞ্চ বর্জ্জয়েৎ।
উদক্যা সর্ব্ববর্ণানাং বর্জ্জ্যা রাত্রিচতুষ্টয়ম্ ॥
স্ত্রীজন্মপরিহারার্থং পঞ্চমীমপি বর্জ্জয়েৎ।
ততঃ ষষ্ঠ্যাং ব্রজেদ্রাত্র্যাং শ্রেষ্ঠা যুগ্মাসু পুত্রক ॥
যুগ্মাসু পুত্রা জায়ন্তে স্ত্রিয়োঽযুগ্মাসু রাত্রিষু।
তস্মাদ্যুগ্মাসু পুত্রার্থী সংবিশেত সদা নরঃ।
বিধর্ম্মিণোঽহ্নি পূর্ব্বাখ্যে সন্ধ্যাকালে চ পুণ্ডকাঃ
ক্ষুরকর্ম্মণি বান্তে চ স্ত্রীসম্ভোগে চ পুত্রক।
স্নায়ীত চৈলবান্ প্রাজ্ঞঃ কটভূমিমুপেত্য চ ॥
দেববেদদ্বিজাতীনাং সাধুসত্যমহাত্মনাম্।
গুরোঃ পতিব্রতানাঞ্চ তথা যজ্ঞতপস্বিনাম্ ॥
পরিবাদং ন কুর্ব্বীত পরিহাসঞ্চ পুত্রক।
কুর্ব্বতামবিনীতানাং ন শ্রোতব্যং কথঞ্চন ॥
নোৎকৃষ্টশয্যাসনয়োর্নাপকৃষ্টস্য চারুহেৎ।
ন চামঙ্গল্যবেশঃ স্যান্ন চামঙ্গল্যবাগ্ভবেৎ ॥
ধবলাম্বরসংবীতঃ সিতপুষ্পবিভূষিতঃ।
নোদ্ধতোন্মত্তমূঢ়ৈশ্চ নাবিনীতৈশ্চ পণ্ডিতঃ ॥
গচ্ছেন্মৈত্রীং ন চাশীলৈর্ন চ চৌর্য্যাদিদূষিতৈঃ।
ন চাতিব্যয়শীলৈশ্চ ন লুব্ধৈর্নাপি বৈরিভিঃ ॥
ন বন্ধকীভির্ন ন্যূনৈর্বন্ধকীপতিভিস্তথা।'
সার্দ্ধং ন বলিভিঃ কুর্য্যান্ন চ ন্যূনৈর্ন নিন্দিতৈঃ ॥
ন সর্ব্বশঙ্কিভির্নিত্যং ন চ দৈবপরৈর্নরৈঃ ॥
কুর্ব্বীত সাধুভির্মৈত্রীং সদাচারাবলম্বিভিঃ।
প্রাজ্ঞৈরপিশুনৈঃ শক্তৈঃ কর্ম্মণ্যুদ্যোগভাগিভিঃ
বেদবিদ্যাব্রতস্নাতৈঃ সহাসীত সদা বুধঃ।
সুহৃদ্দীক্ষিতভূপালস্নাতকশ্বশুরৈঃ সহ ॥
ঋত্বিগাদীন্ ষড়র্ঘ্যার্হানর্চ্চয়েচ্চ গৃহাগতান্।
যথা বিভবতঃ পুত্র দ্বিজান্ সম্বৎসরোষিতান্ ॥
অর্চ্চয়েন্মধুপর্কেণ যথাকালমতন্দ্রিতঃ।
তিষ্ঠেচ্চ শাসনে তেষাং শ্রেয়স্কামো দ্বিজোত্তমঃ।
ন চ তান্ বিবদেদ্ধীমানাক্রুষ্টশ্চাপি তৈঃ সদা ॥

সম্যগ্‌গৃহার্চ্চনং কৃত্বা যথাস্থানমনুক্রমাৎ।
সম্পূজয়েৎ ততো বহ্নিং দদ্যাচ্চৈবাহুতীঃ ক্রমাৎ
প্রথমাং ব্রহ্মণে দদ্যাৎ প্রজানাং পতয়ে ততঃ।
তৃতীয়াঞ্চৈব গুহ্যেভ্যঃ কশ্যপায় তথাপরাম্॥
ততোঽনুমতয়ে দত্ত্বা দদ্যাদ্‌গৃহবলিং ততঃ।
পূর্ব্বাখ্যাতং ময়া যৎ তে নিত্যকর্ম্মক্রিয়াবিধৌ॥
বৈশ্বদেবং ততঃ কুর্য্যাদ্বলয়স্তত্র মে শৃণু।
যথাস্থানবিভাগস্তু দেবানুদ্দিশ্য বৈ পৃথক্॥
পর্জ্জন্যাপোধরিত্রীণাং দদ্যাচ্চ মানকে ত্রয়ম্।
বায়বে চ প্রতিদিশং দিগ্‌ভ্যঃ প্রাচ্যাদিতঃ ক্রমাৎ
ব্রহ্মণে চান্তরীক্ষায় সূর্য্যায় চ যথাক্রমম্।
বিশ্বেভ্যশ্চৈব দেবেভ্যো বিশ্বভূতেভ্য এব চ॥
উষসে ভূতপতয়ে দদ্যাচ্চোত্তরতস্ততঃ।
স্বধা নম ইতীত্যুক্ত্বা পিতৃভ্যশ্চাপি দক্ষিণে॥
কৃত্বাপসব্যং বায়ব্যাং যক্ষ্মৈতত্তেতি ভাজনাৎ।
অন্ন বশেষমিচ্ছন্ বৈ তোয়ং দদ্যাদ্যথাবিধি॥
ততোঽন্নাগ্রং সমুদ্ধৃত্য হন্তকারোপকল্পনম্।
যথাবিধি যথান্যায়ং ব্রাহ্মণায়োপপাদয়েৎ॥
কুর্য্যাৎ কর্ম্মাণি তীর্থেন স্বেন স্বেন যথাবিধি।
দেবাদীনাং তথা কুর্য্যাদ্ব্রাহ্মেণাচমনক্রিয়াম্॥
অঙ্গুষ্ঠোত্তরতো রেখা পাণের্যা দক্ষিণস্য তু।
এতদ্ব্রাহ্মমিতি খ্যাতং তীর্থমাচমনায় বৈ॥
তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠয়োরন্তঃ পৈত্র্যং তীর্থমুদাহৃতম্।
পিতৄণাং তেন তোয়াদি দদ্যান্নান্দীমুখাদৃতে॥
অঙ্গুল্যগ্রে তথা দৈবং তেন দেবক্রিয়াবিধিঃ।
তীর্থং কনিষ্ঠিকামূলে কায়ং তেন প্রজাপতেঃ॥
এবমেভিঃ সদা তীর্থৈর্দেবানাং পিতৃভিঃ সহ।
সদা কার্য্যাণি কুর্ব্বীত নান্যতীর্থেন কর্হিচিৎ॥
ব্রাহ্মেণাচমনং শস্তং পিত্র্যং পৈত্র্যেণ সর্ব্বদা।
দেবতীর্থেন দেবানাং প্রাজাপত্যং নিজেন চ॥
নান্দীমুখানাং কুর্ব্বীত প্রাজ্ঞঃ পিণ্ডোদকক্রিয়াম্
প্রাজাপত্যেন তীর্থেন যচ্চ কিঞ্চিৎ প্রজাপতেঃ॥
যুগপজ্জলমগ্নিঞ্চ বিভৃয়ান্ন বিচক্ষণঃ।
গুরুদেবান্ প্রতি তথা ন চ পাদৌ প্রসারয়েৎ॥
নাচক্ষীত ধয়ন্তীং গাং জলং নাঞ্জলিনা পিবেৎ॥
শৌচকালেষু সর্ব্বেষু গুরুষল্পেষু বা পুনঃ।
ন বিলম্বেত শৌচার্থং ন মুখেনানলং ধমেৎ॥
তত্র পুত্র ন বস্তব্যং যত্র নাস্তি চতুষ্টয়ম্।
ঋণপ্রদাতা বৈদ্যশ্চ শ্রোত্রিয়ঃ সজলা নদী॥
জিতামিত্রো নৃপো যত্র বলবান্ ধর্ম্মতৎপরঃ।
তত্র নিত্যং বসেৎ প্রাজ্ঞঃ কুতঃ কুনৃপতৌ সুখম্॥
যত্রাপ্রধৃষ্যো নৃপতির্যত্র শস্যবতী মহী।
পৌরাঃ সুসংযতা যত্র সততং ন্যায়বর্ত্তিনঃ।
যত্রামৎসরিণো লোকাস্তত্র বাসঃ সুখোদয়ঃ॥
যস্মিন্ কৃষীবলা রাষ্ট্রে প্রায়শো নাতিভোগিনঃ।
যত্রৌষধান্যশেষাণি বসেৎ তত্র বিচক্ষণঃ॥
তত্র পুত্র ন বস্তব্যং যত্রৈতৎ ত্রিতয়ং সদা।
জিগীষুঃ পূর্ব্ববৈরশ্চ জনশ্চ সততোৎসবঃ॥
বসেন্নিত্যং সুশীলেষু সহবাসিষু পণ্ডিতঃ।
ইত্যেতৎ কথিতং পুত্র ময়া তে হিতকাম্যয়া॥

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে অলর্কানুশাসনে
সদাচারো নাম চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

—

পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

মদালসোবাচ।

অতঃ পরং শৃণুষ্ব ত্বং বর্জ্জ্যাবর্জ্জ্যপ্রতিক্রিয়াম্।
ভোজ্যমন্নং পর্য্যুষিতং স্নেহাক্তং চিরসম্ভৃতম্॥
অস্নেহাশ্চাপি গোধূমযবগোরসবিক্রিয়াঃ।
শশকঃ কচ্ছপো গোধা শ্বাবিৎ খড়্গোঽথ পুত্রক॥
ভক্ষ্যা হ্যেতে তথা বর্জ্জ্যৌ গ্রামশূকরকুক্কুটৌ।
পিতৃদেবাদিশেষশ্চ শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণকাম্যয়া।
প্রোক্ষিতঞ্চৌষধার্থঞ্চ খাদন্ মাংসং ন দুষ্যতি॥
শঙ্খাশ্মস্বর্ণরূপ্যাণাং রজ্জূনামথ বাসসাম্।
শাকমূলফলানাঞ্চ তথা বিদলচর্ম্মণাম্॥
মণিবজ্রপ্রবালানাং তথা মুক্তাফলস্য চ।
গাত্রাণাঞ্চ মনুষ্যাণামম্বুনা শৌচমিষ্যতে॥
যথায়সানাং তোয়েন গ্রাব্ণঃ সঙ্ঘর্ষণেন চ।
সস্নেহানাঞ্চ ভাণ্ডানাং শুদ্ধিরুষ্ণেন বারিণা॥
শূর্পধান্যাজিনানাঞ্চ মুষলোলূখলস্য চ।
সংহতানাঞ্চ বস্ত্রাণাং প্রোক্ষণাৎ সঞ্চয়স্য চ॥
বল্কলানামশেষাণামম্বুমৃচ্ছৌচমিষ্যতে।
তৃণকাষ্ঠৌষধীনাঞ্চ প্রোক্ষণাচ্ছুদ্ধিরিষ্যতে॥
আবিকানাং সমস্তানাং কেশানাঞ্চাপি মেধ্যতা।
সিদ্ধার্থকানাং কল্কেন তিলকল্কেন বা পুনঃ॥
সাম্বুনা তাত ভবতি উপঘাতবতাং সদা।
তথা কার্পাসিকানাঞ্চ বিশুদ্ধির্জলভস্মনা॥
দারুদন্তাস্থিশৃঙ্গাণাং তক্ষণাচ্ছুদ্ধিরিষ্যতে।
পুনঃপাকেন ভাণ্ডানাং পার্থিবানাঞ্চ মেধ্যতা॥
শুচির্ভৈক্ষ্যং কারুহস্তঃ পণ্যং যোষিন্মুখং তথা।

রথ্যাগতমবিজ্ঞাতং দাসবর্গাদিনাহৃতম্ ॥
বাক্‌প্রশস্তং চিরাতীতমনেকান্তরিতং লঘু ।
অতিপ্রভূতং বালঞ্চ বৃদ্ধাতুরবিচেষ্টিতম্ ॥
কর্ম্মান্তাঙ্গারশালাশ্চ স্তনন্ধয়সুতাঃ স্ত্রিয়ঃ ।
শুচিন্যশ্চ তথৈবাপঃ স্রবন্ত্যোঽগন্ধবুদ্বুদাঃ ॥
ভূমির্বিশুধ্যতে কালাদ্দাহমার্জ্জনগোক্রমৈঃ ।
লেপাদুল্লেখনাৎ সেকাদ্বেশ্ম সংমার্জ্জনার্চ্চনাৎ ॥
কেশকীটাবপন্নে চ গোঘ্রাতে মক্ষিকান্বিতে ।
মৃদম্বুভস্মনা তাত প্রোক্ষিতব্যং বিশুদ্ধয়ে ॥
ঔদুম্বরাণামম্লেন ক্ষারেণ ত্রপুসীসয়োঃ ।
ভস্মাম্বুভিশ্চ কাংস্যানাং শুদ্ধিঃ প্লাবো দ্রবস্য চ ॥
অমেধ্যাক্তস্য মৃত্তোয়ৈর্গন্ধাপহরণেন চ ।
অন্যেষাঞ্চৈব তদ্দ্রব্যৈর্বর্ণগন্ধাপহারতঃ ॥
শুচি গোতৃপ্তিকৃৎ তোয়ং প্রকৃতিস্থং মহীগতম্ ।
তথা মাংসঞ্চ চণ্ডালক্রব্যাদাদিনিপাতিতম্ ॥
রথ্যাগতঞ্চ চেলাদি তাত বাতাচ্ছুচি স্মৃতম্ ॥
রজোঽগ্নিরশ্বো গৌশ্ছায়া রশ্ময়ঃ পবনো মহী ।
বিপ্রুষো মক্ষিকাদ্যাশ্চ দুষ্টসঙ্গাদদোষিণঃ ॥
অজাশ্বৌ মুখতো মেধ্যৌ ন গোবৎসস্য চাননম্ ।
মাতুঃ প্রস্রবণং মেধ্যং শকুনিঃ ফলপাতনে ॥
আসনং শয়নং যানং নাবঃ পথি তৃণানি চ ।
সোমসূর্য্যাংশুপবনাঃ শুধ্যন্তে তানি পণ্যবৎ ॥
রথ্যাবসর্পণস্নানক্ষুৎপানস্নানকর্ম্মসু ।
আচামেচ্চ যথান্যায়ং বাসো বিপরিধায় চ ॥
স্পৃষ্টানামপ্যসংসর্গৈর্বিরথ্যাকর্দ্দমাম্ভসাম্ ।
পক্কেষ্টরচিতানাঞ্চ মেধ্যতা বায়ুসঙ্গমাৎ ॥
প্রভূতোপহতাদন্নাদগ্রমুদ্ধৃত্য সন্ত্যজেৎ ।
শেষস্য প্রোক্ষণং কুর্য্যাদাচম্যাদ্ভিস্তথা মৃদা ॥
উপবাসস্ত্রিরাত্রস্তু দুষ্টভক্তাশিনো ভবেৎ ।
অজ্ঞাতে জ্ঞানপূর্ব্বন্তু তদ্দোষোপশমেন তু ॥
উদক্যাশ্বশৃগালাদীন্ সূতিকান্ত্যাবসায়িনঃ ।
স্পৃষ্ট্বা স্নায়ীত শৌচার্থং তথৈব মৃতহারিণঃ ॥
নারং স্পৃষ্ট্বাস্থি সস্নেহং স্নাতঃ শুধ্যতি মানবঃ ।
আচম্যৈব তু নিঃস্নেহং গামালভ্যার্কমীক্ষ্য বা ॥
ন লঙ্ঘয়েৎ তথৈবাসৃক্‌ষ্ঠীবনোদ্বর্ত্তনানি চ ।
নোদ্যানাদৌ বিকালেষু প্রাজ্ঞস্তিষ্ঠেৎ কদাচন ॥
ন চালপেজ্জনদ্বিষ্টাং বীরহীনাং তথা স্ত্রিয়ম্ ।
গৃহাদুচ্ছিষ্টবিণ্মূত্রপাদাম্ভাংসি ক্ষিপেদ্বহিঃ ॥
পঞ্চ পিণ্ডাননুদ্ধৃত্য ন স্নায়াৎ পরবারিণি ।
স্নায়ীত দেবখাতেষু গঙ্গাহ্রদসরিৎসু চ ॥
দেবতাপিতৃসচ্ছাস্ত্রযজ্ঞমন্ত্রাদিনিন্দকৈঃ ।
কৃত্বা তু স্পর্শনালাপং শুধ্যেতার্কাবলোকনাৎ ॥
অবলোক্য তথোদক্যামন্ত্যজং পতিতং শবম্ ।
বিধর্ম্মিসূতিকাষণ্ডবিবস্ত্রান্ত্যাবসায়িনঃ ॥
সৃতনির্যাতকাশ্চৈব পরদাররতাশ্চ যে ।
এতদেব হি কর্ত্তব্যং প্রাজ্ঞৈঃ শোধনমাত্মনঃ ॥
অভোজ্যং সূতিকাষণ্ডমার্জ্জারাখুশ্বকুক্কুটান্ ।
পতিতাবিদ্ধচণ্ডালমৃতহারাংশ্চ ধর্ম্মবিৎ ॥
সংস্পৃশ্য শুধ্যতে স্নানাদুদক্যাগ্রামশূকরৌ ।
তদ্বচ্চ সূতিকাশৌচদূষিতান্ পুরুষানপি ॥
যস্য চানুদিনং হানির্গৃহে নিত্যস্য কর্ম্মণঃ ।
যশ্চ ব্রাহ্মণসন্ত্যক্তঃ কিল্বিষী স নরাধমঃ ॥
নিত্যস্য কর্ম্মণো হানিং ন কুর্ব্বীত কদাচন ।
তস্য ত্বকরণে বন্ধঃ কেবলং মৃতজন্মসু ॥
দশাহং ব্রাহ্মণস্তিষ্ঠেদ্দানহোমাদিবর্জ্জিতঃ ।
ক্ষত্রিয়ো দ্বাদশাহঞ্চ বৈশ্যো মাসার্দ্ধমেব চ ॥
শূদ্রস্তু মাসমাসীত নিজকর্ম্মবিবর্জ্জিতঃ ।
ততঃ পরং নিজং কর্ম্ম কুর্য্যুঃ সর্ব্বে যথোদিতম্ ॥
প্রেতায় সলিলং দেয়ং বহির্দগ্ধ্বা তু গোত্রিকৈঃ ।
প্রথমেঽহ্নি চতুর্থে চ সপ্তমে নবমে তথা ॥
ভস্মাস্থিচয়নং কার্য্যং চতুর্থে গোত্রিকৈর্দ্দিনে ।
ঊর্দ্ধং সঞ্চয়নাৎ তেষামঙ্গস্পর্শো বিধীয়তে ॥
সোদকৈস্তু ক্রিয়াঃ সর্ব্বা কার্য্যাঃ সঞ্চয়নাৎ পরম্ ।
স্পর্শ এব সপিণ্ডানাং মৃতাহনি তথোভয়োঃ ॥
অন্বেকবৃক্ষনাশস্ত্রতোয়োদ্বন্ধনবহ্নিষু ।
বিষপ্রপাতাদিমৃতে প্রায়ো নাশকয়োরপি ॥
বালে দেশান্তরস্থে চ তথা প্রব্রজিতে মৃতে ।
সদ্যঃশৌচমথান্যৈশ্চ ত্র্যহমুক্তমশৌচকম্ ॥
সপিণ্ডানাং সপিণ্ডস্তু মৃতেঽন্যস্মিন্ মৃতো যদি ।
পূর্ব্বাশৌচসমাপ্ত্যৈতৈঃ কার্য্যাস্তত্র দিনৈঃ ক্রিয়াঃ
এষ এব বিধির্দৃষ্টো জন্মন্যপি হি সূতকে ।
সপিণ্ডানাং সপিণ্ডেষু যথাবৎ সোদকেষু চ ॥
জাতে পুত্রে পিতুঃ স্নানং সচেলন্তু বিধীয়তে ॥
তত্রাপি যদি চান্যস্মিন্ জাতে জায়তে চাপরঃ ।
তত্রাপি শুদ্ধিরুদ্দিষ্টা পূর্ব্বজন্মবতো দিনৈঃ ॥
দশদ্বাদশমাসার্দ্ধমাসসংখ্যৈর্দ্দিনৈর্গতৈঃ ।
স্বাঃ স্বাঃ কর্ম্মক্রিয়াঃ কুর্য্যুঃ সর্ব্বে বর্ণা যথাবিধি ॥
প্রেতমুদ্দিশ্য কর্ত্তব্যমেকোদ্দিষ্টং ততঃ পরম্ ।
দানানি চৈব দেয়ানি ব্রাহ্মণেভ্যো মনীষিভিঃ ॥
যদ্যদিষ্টতমং লোকে যচ্চাপি দয়িতং গৃহে ।

তত্তদ্‌গুণবতে দেয়ং তদেবাক্ষয়মিচ্ছতা ॥
পূর্ণৈস্তু দিবসৈঃ স্পৃষ্ট্বা সলিলং বাহনায়ুধম্।
প্রেতোদদণ্ডৌ চ তথা সম্যগ্বর্ণাঃ কৃতক্রিয়াঃ ॥
স্ববর্ণধর্ম্মনির্দ্দিষ্টমুপাদানং তথা ক্রিয়াঃ।
কুর্য্যুঃ সমস্তাঃ শুচনঃ পরত্রেহ চ ভূতিদাঃ ॥
অধ্যেতব্যা ত্রয়ী নিত্যং ভবিতব্যং বিপশ্চিতা।
ধর্ম্মতো ধনমাহার্য্যং যষ্টব্যঞ্চাপি যত্নতঃ ॥
যচ্চাপি কুর্ব্বতো নাস্মা জুগুপ্সামেতি পুত্রক।
তৎ কর্ত্তব্যমশঙ্কেন যন্ন গোপ্যং মহাজনে ॥
এবমাচরতো বৎস পুরুষস্থ গৃহে সতঃ।
ধর্ম্মার্থকামসম্প্রাপ্ত্যা পরত্রেহ চ শোভনম্ ॥

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণেঽলর্কানুশাসনে বর্জ্জ্যাবর্জ্জ্যকথনং নাম পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

—০:০—

জড় উবাচ।

স এবমনুশিষ্টঃ সন্ মাত্রা সম্প্রাপ্য যৌবনম্।
ঋতধ্বজসুতশ্চক্রে সম্যগ্দারপরিগ্রহম্ ॥
পুত্রাংশ্চোৎপাদয়ামাস যজ্ঞৈশ্চাপ্যযজদ্বিভুঃ।
পিতুশ্চ সর্ব্বকালেষু চকারাজ্ঞানুপালনম্ ॥
ততঃ কালেন মহতা সম্প্রাপ্য চরমং বয়ঃ।
চক্রেঽভিষেকং পুত্রস্থ তস্থ রাজ্যে ঋতধ্বজঃ ॥
ভার্য্যয়া সহ ধর্ম্মাত্মা যিযাসুস্তপসে বনম্।
অবতীর্ণো মহারণ্যো মহাভাগো মহীপতিঃ ॥
মদালসা চ তনয়ং প্রাহেদং পশ্চিমং বচঃ।
কামোপভোগসংসর্গপ্রহানায় সুতস্থ বৈ ॥

মদালসোবাচ।

যদা দুঃখমসহ্যং তে প্রিয়বন্ধুবিয়োগজম্।
শত্রুবাধোদ্ভবং বাপি বিত্তনাশাত্মসম্ভবম্ ॥
ভবেৎ তৎ কুর্ব্বতো রাজ্যং গৃহধর্ম্মাবলম্বিনঃ।
দুঃখায়তনভূতো হি মমত্বালম্বনো গৃহী ॥
তদস্মাৎ পুত্র নিষ্কৃষ্য মদত্তাদঙ্গুলীয়কাৎ।
বাচ্যং তে শাসনং পট্টে সূক্ষ্মাক্ষরনিবেশিতম্ ॥

জড় উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা প্রদদৌ তস্মৈ সৌবর্ণং সাঙ্গুলীয়কম্।
আশিষশ্চাপি যা যোগ্যাঃ পুরুষস্থ গৃহে সতঃ ॥
ততঃ কুবলয়াশ্বোঽসৌ সা চ দেবী মদালসা।
পুত্রায় দত্ত্বা তদ্রাজ্যং তপসে কাননং গতঃ ॥

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে মদালসোপাখ্যানং নাম ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

—০:০—

জড় উবাচ।

সোঽপ্যলর্কো যথান্যায়ং পুত্রবন্মুদিতাঃ প্রজাঃ।
পালয়ামাস ধর্ম্মাত্মা স্বে স্বে কর্ম্মণ্যবস্থিতাঃ ॥
দুষ্টেষু দণ্ডং শিষ্টেষু সম্যক্ চ পরিপালনম্।
কুর্ব্বন্ পরাং মুদং লেভে ইয়াজ চ মহামখৈঃ ॥
অজায়ন্ত সুতাশ্চাস্য মহাবলপরাক্রমাঃ।
ধর্ম্মাত্মানো মহাত্মানো বিমার্গপরিপন্থিনঃ ॥
চকার সোঽর্থং ধর্ম্মেণ ধর্ম্মমর্থেন চাত্মবান্।
তয়োশ্চৈবাবিরোধেন বুভুজে বিষয়ানপি ॥
এবং বহুনি বর্ষাণি তস্য পালয়তো মহীম্।
ধর্ম্মার্থকামসক্তস্য জগ্মুরেকমহর্যথা ॥
বৈরাগ্যং নাস্য সঞ্জজ্ঞে ভুঞ্জতো বিষয়ান্ প্রিয়ান্।
ন চাপ্যলমভূৎ তস্য ধর্ম্মার্থোপার্জ্জনং প্রতি ॥
তং তথা ভোগসংসর্গপ্রমত্তমজিতেন্দ্রিয়ম্।
সুবাহুর্নাম শুশ্রাব ভ্রাতা তস্থ বনেচরঃ ॥
তং বুবোধয়িষুঃ সোঽথ চিরং ধ্যাত্বা মহীপতিঃ।
তদ্বৈরিসংশ্রয়ং তস্থ শ্রেয়োমন্যত ভূপতেঃ ॥
ততঃ স কাশিভূপালমুদীর্ণবলবাহনম্।
স্বরাজ্যং প্রাপ্তমাগচ্ছদ্বহুশঃ শরণং কৃতী ॥
সোঽপি চক্রে বলোদ্‌যোগমলর্কং প্রতি পার্থিবঃ।
দূতঞ্চ প্রেষয়ামাস রাজ্যমস্মৈ প্রদীয়তাম্ ॥
সোঽপি নেচ্ছৎ তদা দাতুমাজ্ঞাপূর্ব্বং স্বধর্ম্মবিৎ।
প্রত্যুবাচ চ তং দূতমলর্কঃ কাশিভূভৃতঃ ॥
মামেবাভ্যেত্য হার্দ্দ্যেন যাচতাং রাজ্যমগ্রজঃ।
নাক্রান্ত্যা সম্প্রদাস্যামি ভয়েনাল্পামপি ক্ষিতিম্ ॥
সুবাহুরপি নো যাচ্ঞাং চকার মতিমাংস্তদা।
ন ধর্ম্মঃ ক্ষত্রিয়স্যেতি যাচ্ঞা বীর্য্যধনো হি সঃ ॥
ততঃ সমস্তসৈন্যেন কাশীশঃ পরিবারিতঃ।
আক্রান্তুমভ্যাগাদ্রাষ্ট্রমলর্কস্য মহীপতেঃ ॥
অনন্তরৈশ্চ সংশ্লেষমভ্যেত্য তদনন্তরম্।
তেষাঞ্চান্যতমৈর্ভৃত্যৈঃ সমাক্রম্যানয়দ্বশম্ ॥

অপীড়য়চ্চ সামন্তাংস্তস্য রাষ্ট্রোপরোধনৈঃ।
তথা দুর্গানুপালাংশ্চ চক্রে চাটবিকান্ বশে ॥
কাংশ্চিচ্চোপপ্রদানেন কাংশ্চিদ্ভেদেন পার্থিবান্।
সাম্নৈবান্যান্ বশং নিন্যে নিভৃতাস্তস্য যেঽভবন্।
ততঃ সোঽল্পবলো রাজা পরচক্রাবপীড়িতঃ।
কোষক্ষয়মবাপোচ্চৈঃ পুরঞ্চারুধ্যতারিণা ॥
ইত্থং সম্পীড্যমানস্তু ক্ষীণকোষো দিনে দিনে।
বিষাদমাগাৎ পরমং ব্যাকুলত্বঞ্চ চেতসঃ ॥
আর্ত্তিং স পরমাং প্রাপ্য তৎ সম্মারাঙ্গুরীয়কম্।
যদুদ্দিশ্য পুরা প্রাহ মাতা তস্য মদালসা ॥
ততঃ স্নাতঃ শুচির্ভূত্বা বাচয়িত্বা দ্বিজোত্তমান্।
নিষ্কৃষ্য শাসনং তস্মাদ্দদৃশে প্রস্ফুটাক্ষরম্ ॥
তত্রৈব লিখিতং মাত্রা বাচয়ামাস পার্থিবঃ।
প্রকাশপুলকাঙ্গোঽসৌ প্রহর্ষোৎফুল্ললোচনঃ ॥
সঙ্গঃ সর্ব্বাত্মনা ত্যাজ্যঃ স চেৎ ত্যক্তুং ন শক্যতে
স সদ্ভিঃ সহ কর্ত্তব্যঃ সতাং সঙ্গো হি ভেষজম্ ॥
কামঃ সর্ব্বাত্মনা হেয়ো হাতুঞ্চেচ্ছক্যতে ন সঃ।
মুমুক্ষাং প্রতি তৎ কার্য্যং সৈব তস্যাপি ভেষজম্ ॥
বাচয়িত্বা তু বহুশো নৃণাং শ্রেয়ঃ কথন্বিতি।
মুমুক্ষয়েতি নিশ্চিত্য সা চ তৎসঙ্গতো যতঃ ॥
ততঃ স সাধুসম্পর্কং চিন্তয়ন্ পৃথিবীপতিঃ।
দত্তাত্রেয়ং মহাভাগমগচ্ছৎ পরমার্ত্তিমান্ ॥
তং সমেত্য মহাত্মানমকল্মষমসঙ্গিনম্।
প্রণিপত্যাভিসম্পূজ্য যথান্যায়মভাষত ॥
ব্রহ্মন্ কুরু প্রসাদং মে শরণং শরণার্থিনাম্।
দুঃখাপহারং কুরু মে দুঃখার্ত্তস্যাতিকামিনঃ ॥

দত্তাত্রেয় উবাচ।

দুঃখাপহারমদ্যৈব করোমি তব পার্থিব।
সত্যং ব্রূহি কিমর্থং তে দুঃখং তৎ পৃথিবীপতে ॥

জড় উবাচ।

ইত্যুক্তশ্চিন্তয়ামাস স রাজা তেন ধীমতা।
ত্রিবিধস্যাপি দুঃখস্য স্থানমাত্মানমেব চ ॥
স বিমৃশ্য চিরং রাজা পুনঃ পুনরুদারধীঃ।
আত্মানমাত্মনা ধীরঃ প্রহস্যেদমথাব্রবীৎ ॥
নাহমুর্ব্বী ন সলিলং ন জ্যোতিরনিলো ন চ।
নাকাশং কিন্তু শারীরং সমেত্য সুখমিষ্যতে ॥
ন্যূনাতিরিক্ততাং যাতি পঞ্চকেঽস্মিন্ সুখাসুখম্।
যদি স্যান্মম কিং ন স্যাদন্যস্মেঽপি হিতং ময়ি ॥
নিত্যপ্রভূতসদ্ভাবে ন্যূনাধিক্যান্নতোন্নতে।
মনস্তবস্থিতং দুঃখং সুখং বা মানসঞ্চ যৎ।
যতস্ততো ন মে দুঃখং সুখং বা ন হ্যহং মনঃ ॥
নাহঙ্কারো ন চ মনো বুদ্ধির্নাহং যতস্ততঃ।
অন্তঃকরণজং দুঃখং পারক্যং মম তৎ কথম্ ॥
নাহং শরীরং ন মনো যতোঽহং
পৃথক্ শরীরান্মনসস্তথাহম্।
তৎ সন্তু চেতস্যথবাপি দেহে
সুখানি দুঃখানি চ কিং মমাত্র ॥
রাজ্যস্য বাঞ্ছাং কুরুতেঽগ্রজোঽস্য
দেহস্য চেৎ পঞ্চময়ঃ স রাশিঃ।
গুণপ্রবৃত্ত্যা মম কিং নু তত্র
তৎস্থঃ স চাহঞ্চ শরীরতোঽন্যঃ ॥
ন যস্য হস্তাদিকমপ্যশেষং
মাংসং ন চাস্থীনি শিরাবিভাগঃ।
কস্তস্য নাগাশ্বরথাদিকোষৈঃ
স্বল্পোঽপি সম্বন্ধ ইহাস্তি পুংসঃ ॥
তস্মান্ন মেঽরির্ন চ মেঽস্তি দুঃখং
ন মে সুখং নাপি পুরং ন কোষঃ।
ন চাশ্বনাগাদি বলং ন তস্য
নান্যস্য বা কস্যচিদ্বা মমাস্তি ॥
যথা ঘটীকুম্ভকমণ্ডলুস্থ-
মাকাশমেকং বহুধা হি দৃষ্টম্।
তথা সুবাহুঃ স চ কাশিপোঽহং
মন্যে চ দেবেষু শরীরভেদৈঃ ॥

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে পিতাপুত্র-
সংবাদে আত্মবিবেকো নাম
সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

—০:০—

জড় উবাচ।

দত্তাত্রেয়ং ততো বিপ্রং প্রণিপত্য স পার্থিবঃ।
প্রত্যুবাচ মহাত্মানং প্রশ্রয়াবনতো বচঃ ॥
সম্যক্ প্রপশ্যতো ব্রহ্মন্ মম দুঃখং ন কিঞ্চন।
অসম্যগ্দর্শিনো মগ্নাঃ সর্ব্বদৈবাসুখার্ণবে ॥
যস্মিন্ যস্মিন্ সমাসক্তা বুদ্ধিঃ পুংসঃ প্রজায়তে।
ততস্ততঃ সমাদায় দুঃখান্যেব প্রযচ্ছতি ॥
মার্জ্জারভক্ষিতে দুঃখং যাদৃশং গৃহকুক্কুটে।
ন তাদৃঙ্ মমতাশূন্যে কলবিঙ্কেঽথ মূষিকে ॥
সোঽহং ন দুঃখী ন সুখী যতোঽহং প্রকৃতেঃ পরঃ
যো ভূতাভিভবো ভূতৈঃ সুখদুঃখাত্মকো হি সঃ

দত্তাত্রেয় উবাচ।

এবমেতন্নরব্যাঘ্র যথৈতদ্ব্যাহৃতং ত্বয়া।
মমেতি মূলং দুঃখস্য ন মমেতি চ নির্বৃতেঃ ॥
মৎপ্রশ্নাদেব তে জ্ঞানমুৎপন্নমিদমুত্তমম্।
মমেতি প্রত্যয়ো যেন ক্ষিপ্তঃ শাল্মলিতূলবৎ ॥
অহমিত্যঙ্কুরোৎপন্নো মমেতিস্কন্ধবান্ মহান্।
গৃহক্ষেত্রোচ্চশাখশ্চ পুত্রদারাদিপল্লবঃ ॥
ধনধান্যমহাপত্রো নৈককালপ্রবর্দ্ধিতঃ।
পুণ্যাপুণ্যাগ্রপুষ্পশ্চ সুখদুঃখমহাফলঃ ॥
তত্র মুক্তিপথব্যাপী মূঢ়সম্পর্কসেচনঃ।
বিধিৎসাভৃঙ্গমালাঢ্যো হৃদ্যজ্ঞানমহাতরুঃ ॥
সংসারাধ্বপরিশ্রান্তা যে তচ্ছায়াং সমাশ্রিতাঃ।
ভ্রান্তিজ্ঞানসুখাধীনাস্তেষামাত্যন্তিকং কুতঃ ॥
যৈস্তু সৎসঙ্গপাষাণশিতেন মমতাতরুঃ।
ছিন্নো বিদ্যাকুঠারেণ তে গতাস্তেন বর্ত্মনা ॥
প্রাপ্য ব্রহ্মবনং শীতং নীরজস্কমকণ্টকম্।
প্রাপ্নুবন্তি পরাং প্রাজ্ঞা নির্বৃতিং বৃত্তিবর্জ্জিতাঃ ॥
ভূতেন্দ্রিয়ময়ং স্থূলং ন ত্বং রাজন্ ন চাপ্যহম্।
ন তন্মাত্রং ময়া বাচ্যং নৈবান্তঃকরণাত্মকৌ ॥
কং বা পশ্যামি রাজেন্দ্র প্রধানময়মাবয়োঃ।
যতঃ পরো হি ক্ষেত্রজ্ঞঃ সঙ্ঘাতো হি গুণাত্মকঃ ॥
মশকোডুম্বরেষীকামুঞ্জমৎস্যাম্ভসাং যথা।
একত্বেঽপি পৃথগ্ভাবস্তথা ক্ষেত্রাত্মনোর্নৃপ ॥

অলর্ক উবাচ।

ভগবংস্ত্বৎপ্রসাদেন মমাবির্ভূতমুত্তমম্।
জ্ঞানং প্রধানচিচ্ছক্তিবিবেককরমীদৃশম্ ॥
কিন্তত্র বিষয়াক্রান্তে স্থৈর্য্যবত্ত্বং ন চেতসি।
ন চাপি বেদ্মি মুচ্যেয়ং কথং প্রকৃতিবন্ধনাৎ ॥
কথং ন ভূয়াং ভূয়শ্চ কথং নির্গুণতামিয়াম্।
কথঞ্চ ব্রহ্মণৈকত্বং ব্রজেয়ং শাশ্বতেন বৈ ॥
তন্মে যোগং তথা ব্রহ্মন্ প্রণতায়াভিযাচতে।
সম্যগ্ব্রূহি মহাপ্রাজ্ঞ সৎসঙ্গো হ্যুপকৃন্নৃণাম্ ॥

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে পিতাপুত্রসংবাদে প্রশ্নো নামাষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

ঊনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

দত্তাত্রেয় উবাচ।

জ্ঞানপূর্ব্বো বিয়োগো যোঽজ্ঞানেন সহ যোগিনঃ।
সা মুক্তির্ব্রহ্মণা চৈক্যমনৈক্যং প্রাকৃতৈর্গুণৈঃ ॥
মুক্তির্যোগাৎ তথা যোগঃ সম্যগ্জ্ঞানান্মহীপতে।
জ্ঞানং দুঃখোদ্ভবং দুঃখং মমত্বাসক্তচেতসাম্ ॥
তস্মাৎ সঙ্গং প্রযত্নেন মুমুক্ষুঃ সন্ত্যজেন্নরঃ।
সঙ্গাভাবে মমেত্যস্যাঃ খ্যাতের্হানিঃ প্রজায়তে ॥
নির্ম্মমত্বং সুখায়ৈব বৈরাগ্যাদ্দোষদর্শনম্।
জ্ঞানাদেব চ বৈরাগ্যং জ্ঞানং বৈরাগ্যপূর্ব্বকম ॥
তদ্গৃহং যত্র বসতিস্তদ্ভোজ্যং যেন জীবতি।
যন্মুক্তয়ে তদেবোক্তং জ্ঞানমজ্ঞানমন্যথা ॥
উপভোগেন পুণ্যানামপুণ্যানাঞ্চ পার্থিব।
কর্ত্তব্যানাঞ্চ নিত্যানামকামকরণাৎ তথা ॥
অসঞ্চয়াদপূর্ব্বস্য ক্ষয়াৎ পূর্ব্বার্জ্জিতস্য চ।
কর্ম্মণো বন্ধমাপ্নোতি শরীরং ন পুনঃ পুনঃ ॥
এতৎ তে কথিতং রাজন্ যোগং চেমং নিবোধ মে
যং প্রাপ্য ব্রহ্মণো যোগী শাশ্বতান্নান্যতাং ব্রজেৎ
প্রাগেবাত্মাত্মনা জেয়ো যোগিনাং স হি দুর্জ্জয়ঃ
কুর্ব্বীত তজ্জয়ে যত্নং তস্যোপায়ং শৃণুষ্ব মে ॥
প্রাণায়ামৈর্দ্দহেদ্দোষান্ ধারণাভিশ্চ কিল্বিষম্।
প্রত্যাহারেণ বিষয়ান্ ধ্যানেনানীশ্বরান্ গুণান্ ॥
যথা পর্ব্বতধাতূনাং দোষা দহ্যন্তি ধাম্যতাম্।
তথেন্দ্রিয়কৃতা দোষা দহ্যন্তে প্রাণনিগ্রহাৎ ॥
প্রথমং সাধনং কুর্য্যাৎ প্রাণায়ামস্য যোগবিৎ।
প্রাণাপাননিরোধস্তু প্রাণায়াম উদাহৃতঃ ॥
লঘুমধ্যোত্তরীয়াখ্যঃ প্রাণায়ামস্ত্রিধোদিতঃ।
তস্য প্রমাণং বক্ষ্যামি তদলর্ক শৃণুষ্ব মে ॥
লঘুর্দ্বাদশমাত্রস্তু দ্বিগুণঃ স তু মধ্যমঃ।
ত্রিগুণাভিস্তু মাত্রাভিরুত্তমঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥
নিমেষোন্মেষণে মাত্রা-কালো লঘ্বক্ষরস্তথা।
প্রাণায়ামস্য সঙ্খ্যার্থং স্মৃতো দ্বাদশমাত্রিকঃ ॥
প্রথমেন জয়েৎ স্বেদং মধ্যমেন চ বেপথুম্।
বিষাদং হি তৃতীয়েন জয়েদ্দোষাননুক্রমাৎ ॥
মৃদুত্বং সেব্যমানাস্তু সিংহশার্দ্দূলকুঞ্জরাঃ।
যথা যান্তি তথা প্রাণো বশ্যো ভবতি যোগিনঃ ॥
বশ্যং মত্তং যথেচ্ছাতো নাগং নয়তি হস্তিপঃ।
তথৈব যোগী স্বচ্ছন্দঃ প্রাণং নয়তি সাধিতম্ ॥

যথা হি সাধিতঃ সিংহো মৃগান্ হন্তি ন মানবান্
তত্ত্বনিষিদ্ধপবনঃ কিল্বিষং ন নৃণাং তনুম্।
তস্মাদ্যুক্তঃ সদা যোগী প্রাণায়ামপরো ভবেৎ॥
শ্রূয়তাং মুক্তিফলদং তস্যাবস্থাচতুষ্টয়ম্॥
ধ্বস্তিঃ প্রাপ্তিস্তথা সম্বিৎ প্রসাদশ্চ মহীপতে।
স্বরূপং শৃণু চৈতেষাং কথ্যমানমনুক্রমাৎ॥
কর্ম্মণামিষ্টদুষ্টানাং জায়তে ফলসংক্ষয়ঃ।
চেতসোঽপকষায়ত্বং যত্র সা ধ্বস্তিরুচ্যতে॥
ঐহিকামুষ্মিকান কামান্ লোভমোহাত্মকান্ স্বয়ম্
নিরুধ্যাস্তে সদা যোগী প্রাপ্তিঃ সা সার্ব্বকালিকী॥
অতীতানাগতানর্থান্ বিপ্রকৃষ্টতিরোহিতান্।
বিজানাতীন্দুসূর্য্যর্ক্ষগ্রহাণাং জ্ঞানসম্পদা॥
তুল্যপ্রভাবস্তু যদা যোগী প্রাপ্নোতি সম্পদম্।
তদা সম্বিদিতি খ্যাতা প্রাণায়ামস্য সংস্থিতিঃ॥
যান্তি প্রসাদং যেনাস্য মনঃ পঞ্চ চ বায়বঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থাশ্চ স প্রসাদ ইতি স্মৃতঃ॥
শৃণুষ্ব চ মহীপাল প্রাণায়ামস্য লক্ষণম্।
যুঞ্জতশ্চ সদা যোগং যাদৃগ্বিহিতমাসনম্॥
পদ্মমর্দ্ধাসনঞ্চাপি তথা স্বস্তিকমাসনম্।
আস্থায় যোগং যুঞ্জীত কৃত্বা চ প্রণবং হৃদি॥
সমঃ সমাসনো ভূত্বা সংহৃত্য চরণাবুভৌ।
সংবৃতাস্যস্তথৈবোরূ সম্যগ্বিষ্টভ্য চাগ্রতঃ॥
পার্ষ্ণিভ্যাং লিঙ্গবৃষণাবস্পৃশন্ প্রযতঃ স্থিতঃ।
কিঞ্চিদুন্নামিতশিরা দন্তৈর্দন্তান্ন সংস্পৃশেৎ॥
সম্পশ্যন্ নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্।
রজসা তমসো বৃত্তিং সত্ত্বেন রজসস্তথা॥
সঞ্ছাদ্য নির্ম্মলে তত্ত্বে স্থিতো যুঞ্জীত যোগবিৎ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ প্রাণাদীন্ মন এব চ॥
নিগৃহ্য সমবায়েন প্রত্যাহারমুপক্রমেৎ।
যস্তু প্রত্যাহরেৎ কামান্ সর্ব্বাঙ্গাণীব কচ্ছপঃ॥
সদাত্মরতিরেকস্থঃ পশ্যত্যাত্মানমাত্মনি।
স বাহ্যাভ্যন্তরং শৌচং নিষ্পাদ্যাকণ্ঠনাভিতঃ॥
পূরয়িত্বা বুধো দেহং প্রত্যাহারমুপক্রমেৎ।
তথা বৈ যোগযুক্তস্য যোগিনো নিয়তাত্মনঃ॥
সর্ব্বে দোষাঃ প্রণশ্যন্তি স্বস্থশ্চৈবোপজায়তে।
বীক্ষতে চ পরং ব্রহ্ম প্রাকৃতাংশ্চ গুণান্ পৃথক্॥
ব্যোমাদিপরমাণূংশ্চ তথাত্মানমকল্মষম্।
ইত্থং যোগী যতাহারঃ প্রাণায়ামপরায়ণঃ॥
জিতাং জিতাং শনৈর্ভূমিমারোহেত যথা গৃহম্।
দোষান্ ব্যাধীংস্তথা মোহমাক্রান্তাভূরনির্জ্জিতা॥
বিবর্দ্ধয়তি নারোহেৎ তস্মাদ্ভূমিমনির্জ্জিতাম্।
প্রাণানামুপসংরোধাৎ প্রাণায়াম ইতি স্মৃতঃ॥
ধারণেত্যুচ্যতে চেয়ং ধার্য্যতে যন্মনো যয়া।
শব্দাদিভ্যঃ প্রবৃত্তানি যদক্ষাণি যতাত্মভিঃ।
প্রত্যাহ্রিয়ন্তে যোগেন প্রত্যাহারস্ততঃ স্মৃতঃ॥
উপায়শ্চাত্র কথিতো যোগিভিঃ পরমর্ষিভিঃ।
যেন ব্যাধ্যাদয়ো দোষা ন জায়ন্তে হি যোগিনঃ॥
যথা তোয়ার্থিনস্তোয়ং যন্ত্রনালাদিভিঃ শনৈঃ।
আপিবেয়ুস্তথা বায়ুং পিবেদ্যোগী জিতশ্রমঃ॥
প্রাঙ্নাভ্যাং হৃদয়ে চাত্র তৃতীয়ে চ তথোরসি।
কণ্ঠে মুখে নাসিকাগ্রে নেত্র-ভ্রূমধ্য-মূর্দ্ধসু॥
কিঞ্চ তস্মাৎ পরস্মিংশ্চ ধারণা পরমা স্মৃতা।
দশৈতা ধারণাঃ প্রাপ্য প্রাপ্নোত্যক্ষরসাম্যতাম্॥
তস্য নো জায়তে মৃত্যুর্ন জরা ন চ বৈ ক্লমঃ।
ন প্রাপ্তিরবসাদোঽপ তুরীয়ে সততং স্থিতিঃ॥
ইয়ং বৈ যোগভূমিঃ স্যাৎ সপ্তৈব পরিকীর্ত্তিতা।
যত্র স্থিতে ব্রহ্মস্থিতিং লভতে নাত্র সংশয়ঃ॥
নাধ্মাতঃ ক্ষুধিতঃ শ্রান্তো ন চ ব্যাকুলচেতনঃ।
যুঞ্জীত যোগং রাজেন্দ্র যোগী সিদ্ধ্যর্থমাদৃতঃ॥
নাতিশীতে ন চোষ্ণে বৈ ন দ্বন্দ্বে নানিলাত্মকে।
কালেষ্বেতেষু যুঞ্জীত ন যোগং ধ্যানতৎপরঃ॥
সশব্দাগ্নিজলাভ্যাসে জীর্ণগোষ্ঠে চতুষ্পথে।
শুষ্কপর্ণচয়ে নদ্যাং শ্মশানে সসরীসৃপে॥
সভয়ে কূপতীরে বা চৈত্যবল্মীকসঞ্চয়ে।
দেশেষ্বেতেষু তত্ত্বজ্ঞো যোগাভ্যাসং বিবর্জ্জয়েৎ॥
সত্ত্বস্যানুপপত্তৌ চ দেশকালং বিবর্জ্জয়েৎ।
নাসতো দর্শনং যোগে তস্মাৎ তৎ পরিবর্জ্জয়েৎ॥
দৃঢ়তা চিত্তশুদ্ধিশ্চ জায়তে নাত্র সংশয়ঃ।
স্থানকালপ্রভাবেণ নিশ্চয়ং বিদ্ধি ভূমিপ।
তন্ময়স্য কুতশ্চিন্তা দেশকালময়ী তথা॥
দেশানেতাননাদৃত্য মূঢ়ত্বাদ্যো যুনক্তি বৈ।
বিঘ্নায় তস্য বৈ দোষা জায়ন্তে তান্নিবোধ মে
বাধির্য্যং জড়তা লোপঃ স্মৃতের্মূকত্বমন্ধতা।
জ্বরশ্চ জায়তে সদ্যস্তত্তদজ্ঞানযোগিনঃ॥
প্রমাদাদ্যোগিনো দোষা যদ্যেতে স্যুশ্চিকিৎ-
সিতম্।
তেষাং নাশায় কর্ত্তব্যং যোগিনাং তন্নিবোধ মে॥
স্নিগ্ধাং যবাগূমত্যুষ্ণাং ভুক্ত্বা তত্রৈব ধারয়েৎ।
বাতগুল্মপ্রশান্ত্যর্থমুদাবর্ত্তে তথোদরে॥
যবাগূং বাপি পবনং বায়ুগ্রন্থিং প্রতিক্ষিপেৎ।

তদ্বৎ কল্পে মহাশৈলং স্থিরং মনসি ধারয়েৎ॥
বিঘাতে বচসো বাচং বাধির্য্যং শ্রবণেন্দ্রিয়ম্।
যথৈবাম্রফলং ধ্যায়েৎ তৃষ্ণার্ত্তো রসনেন্দ্রিয়ে॥
যস্মিন্ যস্মিন্ রুজা দেহে তস্মিংস্তদুপকারিণীম্।
ধারয়েদ্ধারণামুষ্ণে শীতাং শীতে চ দাহিনীম্॥
কীলং শিরসি সংস্থাপ্য কাষ্ঠং কাষ্ঠেন তাড়য়েৎ।
লুপ্তস্মৃতেঃ স্মৃতিঃ সদ্যো যোগিনস্তেন জায়তে॥
দ্যাবাপৃথিব্যৌ বায়্বগ্নী ব্যাপিনাবপি ধারয়েৎ।
অমানুষাৎ সত্ত্বজাদ্বা বাধাস্বেতাশ্চিকিৎসিতাঃ॥
অমানুষং সত্ত্বমন্তর্যোগিনং প্রবিশেদ্যদি।
বায়্বগ্নিধারণেনৈনং দেহসংস্থং বিনির্দ্দহেৎ॥
এবং সর্ব্বাত্মনা রক্ষা কার্য্যা যোগবিদা নৃপ।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং শরীরং সাধনং যতঃ॥
প্রবৃত্তিলক্ষণাখ্যানাদ্যোগিনো বিস্ময়াৎ তথা।
বিজ্ঞানং বিলয়ং যাতি তস্মাদ্গোপ্যাঃ প্রবৃত্তয়ঃ॥

আলোল্যমারোগ্যমনিষ্ঠুরত্বং
গন্ধঃ শুভো মূত্রপুরীষমল্পম্।
কান্তিঃ প্রসাদঃ স্বরসৌম্যতা চ
যোগপ্রবৃত্তেঃ প্রথমং হি চিহ্নম্॥

অনুরাগী জনো যাতি পরোক্ষে গুণকীর্ত্তনম্।
ন বিভ্যতি চ সত্ত্বানি সিদ্ধের্লক্ষণমুত্তমম্॥
শীতোষ্ণাদিভিরত্যুগ্রৈর্যস্য বাধা ন বিদ্যতে।
ন ভীতিমেতি চান্যেভ্যস্তস্য সিদ্ধিরুপস্থিতা॥

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে জড়োপাখ্যানে যোগাধ্যায়ো নামৈকোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

--০:০--

দত্তাত্রেয় উবাচ।

উপসর্গাঃ প্রবর্ত্তন্তে দৃষ্টে হ্যাত্মনি যোগিনঃ।
যে তাংস্তে সংপ্রবক্ষ্যামি সমাসেন নিবোধ মে॥
কাম্যাঃ ক্রিয়াস্তথা কামান্ মানুষানভিবাঞ্ছতি।
স্ত্রিয়ো দানফলং বিদ্যাং মায়াং কুপ্যং ধনং দিবম্
দেবত্বমমরেশত্বং রসায়নচয়ঃ ক্রিয়াঃ।
মরুৎপ্রপতনং যজ্ঞং জলাগ্ন্যাবেশনং তথা।
শ্রাদ্ধানাং সর্ব্বদানানাং ফলানি নিয়মাংস্তথা॥
তথোপবাসাৎ পূর্ত্তাচ্চ দেবতাভ্যর্চ্চনাদপি।
তেভ্যস্তেভ্যশ্চ কর্ম্মভ্য উপসৃষ্টোঽভিবাঞ্ছতি॥
চিত্তমিত্থং বর্ত্তমানং যত্নাদ্যোগী নিবর্ত্তয়েৎ।
ব্রহ্মসঙ্গি মনঃ কুর্ব্বন্নুপসর্গাৎ প্রমুচ্যতে॥
উপসর্গৈর্জিতৈরেভিরুপসর্গাস্ততঃ পুনঃ।
যোগিনঃ সম্প্রবর্ত্তন্তে সাত্ত্বরাজসতামসাঃ॥
প্রাতিভঃ শ্রাবণো দৈবো ভ্রমাবর্ত্তৌ তথাপরৌ।
পঞ্চৈতে যোগিনাং যোগবিঘ্নায় কটুকোদয়াঃ॥
বেদার্থাঃ কাব্যশাস্ত্রার্থা বিদ্যাশিল্পান্যশেষতঃ।
প্রতিভান্তি যদস্যেতি প্রাতিভঃ স তু যোগিনঃ॥
শব্দার্থানখিলান্ বেত্তি শব্দং গৃহ্লাতি চৈব যৎ।
যোজনানাং সহস্রেভ্যঃ শ্রাবণঃ সোঽভিধীয়তে॥
সমন্তাদীক্ষতে চাষ্টৌ স যদা দেবতোপমঃ।
উপসর্গং তমপ্যাহুর্দৈবমুন্মত্তবদ্বুধাঃ॥
ভ্রাম্যতে যন্নিরালম্বং মনো দোষেণ যোগিনঃ।
সমস্তাচারবিভ্রংশাদ্ভ্রমঃ স পরিকীর্ত্তিতঃ॥
আবর্ত্ত ইব তোয়স্য জ্ঞানাবর্ত্তো যদাকুলঃ।
নাশয়েচ্চিত্তমাবর্ত্ত উপসর্গঃ স উচ্যতে॥
এতৈর্নাশিতযোগাস্তু সকলা দেবযোনয়ঃ।
উপসর্গৈর্মহাঘোরৈরাবর্ত্তন্তে পুনঃ পুনঃ॥
প্রাবৃত্য কম্বলং শুক্লং যোগী তস্মান্মনোময়ম্।
চিন্তয়েৎ পরমং ব্রহ্ম কৃত্বা তৎপ্রবণং মনঃ॥
যোগযুক্তঃ সদা যোগী লঘ্বাহারো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সূক্ষ্মাস্তু ধারণাঃ সপ্ত ভূরাদ্যা মূর্দ্ধ্নি ধারয়েৎ॥
ধরিত্রীং ধারয়েদ্যোগী তৎসৌখ্যং প্রতিপদ্যতে।
আত্মানং মন্যতে চোর্ব্বীং তদ্গন্ধঞ্চ জহাতি সঃ॥
তথৈবাপ্সু রসং সূক্ষ্মং তদ্বদ্রূপঞ্চ তেজসি।
স্পর্শং বায়ৌ তথা তদ্বদ্বিভ্রতস্তস্য ধারণাম্॥
ব্যোম্নঃ সূক্ষ্মাং প্রবৃত্তিঞ্চ শব্দং তদ্বজ্জহাতি সঃ॥
মনসা সর্ব্বভূতানাং মনস্যাবিশতে যদা।
মানসীং ধারণাং বিভ্রন্মনঃ সূক্ষ্মঞ্চ জায়তে॥
তদ্বদ্বুদ্ধিমশেষাণাং সত্ত্বানামেত্য যোগবিৎ।
পরিত্যজতি সম্প্রাপ্য বুদ্ধিসৌক্ষ্ম্যমনুত্তমম্॥
পরিত্যজতি সূক্ষ্মাণি সপ্ত ত্বেতানি যোগবিৎ।
সম্যগ্বিজ্ঞায় যোঽলর্ক তস্যাবৃত্তির্ন বিদ্যতে॥
এতাসাং ধারণানাস্তু সপ্তানাং সৌক্ষ্ম্যমাত্মবান্।
দৃষ্ট্বা দৃষ্ট্বা ততঃ সিদ্ধিং ত্যক্ত্বা ত্যক্ত্বা পরাং ব্রজেৎ
যস্মিন্ যস্মিংশ্চ কুরুতে ভূতে রাগং মহীপতে।
তস্মিংস্তস্মিন্ সমাসক্তিং সম্প্রাপ্য স বিনশ্যতি॥
তস্মাদ্বিদিত্বা সূক্ষ্মাণি সংসক্তানি পরস্পরম্।
পরিত্যজতি যো দেহী স পরং প্রাপ্নুয়াৎ পদম্॥
এতান্যেব তু সন্ধায় সপ্ত সূক্ষ্মাণি পার্থিব।

ভূতাদীনাং বিরাগোঽত্র সত্ত্বাবজ্ঞস্য মুক্তয়ে॥
গন্ধাদিষু সমাসক্তিং সম্প্রাপ্য স বিনশ্যতি।
পুনরাবর্ত্ততে ভূপ স ব্রহ্মাপরমানুষম্॥
সপ্তৈতা ধারণা যোগী সমতীত্য যদিচ্ছতি।
তস্মিংস্তস্মিংল্লয়ং সূক্ষ্মে ভূতে যাতি নরেশ্বর॥
দেবানামসুরাণাং বা গন্ধর্ব্বোরগরক্ষসাম্।
দেহেষু লয়মায়াতি সঙ্গং নাপ্নোতি চ ক্বচিৎ॥
অণিমা লঘিমা চৈব মহিমা প্রাপ্তিরেব চ।
প্রাকাম্যঞ্চ তথেশিত্বং বশিত্বঞ্চ তথাপরম্॥
যত্র কামাবসায়িত্বং গুণানেতাংস্তথৈশ্বরান্।
প্রাপ্নোত্যষ্টৌ নরব্যাঘ্র পরং নির্ব্বাণসূচকান্॥
সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতমোঽণীয়ান্ শীঘ্রত্বং লঘিমা গুণঃ।
মহিমাঽশেষপূজ্যত্বাৎ প্রাপ্তির্নাপ্রাপ্যমস্য যৎ॥
প্রাকাম্যস্য চ ব্যাপিত্বাদীশিত্বঞ্চেশ্বরো যতঃ।
বশিত্বাদ্বশিমা নাম যোগিনঃ সপ্তমো গুণঃ॥
যত্রেচ্ছাস্থানমপ্যুক্তং যত্র কামাবসায়িতা।
ঐশ্বর্য্যকারণৈরেভির্যোগিনঃ প্রোক্তমষ্টধা॥
মুক্তিসংসূচকং ভূপ পরং নির্ব্বাণমাত্মনঃ।
ততো ন জায়তে নৈব বর্দ্ধতে ন বিনশ্যতি॥
নাপি ক্ষয়মবাপ্নোতি পরিণামং ন গচ্ছতি।
ছেদং ক্লেদং তথা দাহং শোষং ভূম্যাদিতো ন চ॥
ভূতবর্গাদবাপ্নোতি শব্দাদ্যৈঃ হ্রিয়তে ন চ।
ন চাস্য সন্তি শব্দাদ্যাস্তদ্ভোক্তা তৈর্ন যুজ্যতে॥
যথা হি কনকং খণ্ডমপদ্রব্যবদগ্নিনা।
দগ্ধদোষং দ্বিতীয়েন খণ্ডেনৈক্যং ব্রজেন্নৃপ॥
ন বিশেষমবাপ্নোতি তদ্বদ্যোগাগ্নিনা যতিঃ।
নির্দ্দগ্ধদোষস্তেনৈক্যং প্রযাতি ব্রহ্মণা সহ॥
যথাগ্নিরগ্নৌ সংক্ষিপ্তঃ সমানত্বমনুব্রজেৎ।
তদাখ্যস্তন্ময়ো ভূতো ন গৃহ্যেত বিশেষতঃ॥
পরেণ ব্রহ্মণা তদ্বৎ প্রাপ্যৈক্যং দগ্ধকিল্বিষঃ।
যোগী যাতি পৃথগ্‌ভাবং ন কদাচিন্মহীপতে॥
যথা জলং জলেনৈক্যং নিক্ষিপ্তমুপগচ্ছতি।
তথাত্মা সাম্যমভ্যেতি যোগিনঃ পরমাত্মনি॥

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে যোগিসিদ্ধি-
র্নাম চত্বারিংশোঽধ্যায়॥

— —

একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

অলর্ক উবাচ।

ভগবন্ যোগিনশ্চর্য্যাং শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ।
ব্রহ্মবর্ত্মন্যনুসরন্ যথা যোগী ন সীদতি॥

দত্তাত্রেয় উবাচ।

মানাপমানৌ যাবেতৌ প্রাপ্ত্যুদ্বেগকরৌ নৃণাম্
তাবেব বিপরীতার্থৌ যোগিনঃ সিদ্ধিকারকৌ॥
মানাপমানৌ যাবেতৌ তাবেবাহুর্বিষামৃতে।
অপমানোঽমৃতং তত্র মানস্তু বিষমং বিষম॥
চক্ষুঃপূতং ন্যসেৎ পাদং বস্ত্রপূতং জলং পিবেৎ।
সত্যপূতাং বদেদ্বাণীং বুদ্ধিপূতঞ্চ চিন্তয়েৎ॥
আতিথ্যশ্রাদ্ধযজ্ঞেষু দেবযাত্রোৎসবেষু চ।
মহাজনঞ্চ সিদ্ধ্যর্থং ন গচ্ছেদ্যোগবিৎ ক্বচিৎ॥
ব্যস্তে বিধূমে ব্যঙ্গারে সর্ব্বস্মিন্ ভুক্তবর্জ্জনে।
অটেত যোগবিদ্ভৈক্ষ্যং ন তু ত্রিষ্বেব নিত্যশঃ॥
যথৈবমবমন্যন্তে জনাঃ পরিভবন্তি চ।
তথা যুক্তশ্চরেদ্যোগী সতাং বর্ত্ম ন দূষয়ন্॥
ভৈক্ষ্যং চরেদ্গৃহস্থেষু যাযাবরগৃহেষু চ।
শ্রেষ্ঠা তু প্রথমা চেতি বৃত্তিরস্যোপদিশ্যতে॥
অথ নিত্যং গৃহস্থেষু শালীনেষু চরেদ্যতিঃ।
শ্রদ্দধানেষু দান্তেষু শ্রোত্রিয়েষু মহাত্মসু॥
অত ঊর্দ্ধং পুনশ্চাপি অদুষ্টাপতিতেষু চ।
ভৈক্ষ্যচর্য্যা বিবর্ণেষু জঘন্যা বৃত্তিরিষ্যতে॥
ভৈক্ষ্যং যবাগূং তক্রং বা পয়ো যাবকমেব বা।
ফলং মূলং প্রিয়ঙ্গুং বা কণপিণ্যাকশক্তবঃ॥
ইত্যেতে চ শুভাহারা যোগিনঃ সিদ্ধিকারকাঃ।
তৎ প্রযুঞ্জ্যান্মুনির্ভক্ত্যা পরমেণ সমাধিনা॥
অপঃ পূর্ব্বং সকৃৎ প্রাশ্য তূষ্ণীং ভূত্বা সমাহিতঃ।
প্রাণায়েতি ততস্তস্য প্রথমা হ্যাহুতিঃ স্মৃতা॥
অপানায় দ্বিতীয়া তু সমানায়েতি চাপরা।
উদানায় চতুর্থী স্যাদ্ব্যানায়েতি চ পঞ্চমী॥
প্রাণায়ামৈঃ পৃথক্ কৃত্বা শেষং ভুঞ্জীত কামতঃ।
অপঃ পুনঃ সকৃৎ প্রাশ্যং আচম্য হৃদয়ং স্পৃশেৎ॥
অস্তেয়ং ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ ত্যাগোঽলোভস্তথৈব চ।
ব্রতানি পঞ্চ ভিক্ষূণামহিংসাপরমাণি বৈ॥
অক্রোধো গুরুশুশ্রূষা শৌচমাহারলাঘবম্।
নিত্যস্বাধ্যায় ইত্যেতে নিয়মাঃ পঞ্চ কীর্ত্তিতাঃ॥
সারভূতমুপাসীত জ্ঞানং যৎ কার্য্যসাধকম্।

জ্ঞানানাং বহুধা যেয়ং যোগবিঘ্নকরা হি সা ॥
ইদং জ্ঞেয়মিদং জ্ঞেয়মিতি যস্তৃষিতশ্চরেৎ।
অপি কল্পসহস্রেষু নৈব জ্ঞেয়মবাপ্নুয়াৎ ॥
ত্যক্তসঙ্গো জিতক্রোধো লঘ্বাহারো জিতেন্দ্রিয়ঃ
বিধায় বুদ্ধ্যা দ্বারাণি মনো ধ্যানে নিবেশয়েৎ ॥
শূন্যেম্বেবাবকাশেষু গুহাসু চ বনেষু চ।
নিত্যযুক্তঃ সদা যোগী ধ্যানং সম্যগুপক্রমেৎ ॥
বাগ্দণ্ডঃ কর্ম্মদণ্ডশ্চ মনোদণ্ডশ্চ তে ত্রয়ঃ।
যস্যৈতে নিয়তা দণ্ডাঃ স ত্রিদণ্ডী মহাযতিঃ ॥
সর্ব্বমাত্মময়ং যস্য সদসজ্জগদীদৃশম্।
গুণাগুণময়ং তস্য কঃ প্রিয়ঃ কো নৃপাপ্রিয়ঃ ॥

বিশুদ্ধবুদ্ধিঃ সমলোষ্ট্রকাঞ্চনঃ
সমস্তভূতেষু চ তৎ সমাহিতঃ।
স্থানং পরং শাশ্বতমব্যয়ঞ্চ
পরং হি মত্বা ন পুনঃ প্রজায়তে ॥
বেদাঃ শ্রেষ্ঠাঃ সর্ব্বযজ্ঞক্রিয়াশ্চ
যজ্ঞাজ্জপ্যং জ্ঞানমার্গশ্চ জপ্যাৎ।
জ্ঞানাদ্ধ্যানং সঙ্গরাগব্যপেতং
তস্মিন্ প্রাপ্তে শাশ্বতস্যোপলব্ধিঃ ॥
সমাহিতো ব্রহ্মপরোঽপ্রমাদী
শুচিস্তথৈকান্তরতির্যতেন্দ্রিয়ঃ।
সমাপ্নুয়াদ্যোগমিমং মহাত্মা
বিমুক্তিমাপ্নোতি ততঃ স্বযোগতঃ ॥

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে যোগিচর্য্যা নামৈকচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ।

—:*:—

দত্তাত্রেয় উবাচ।

এবং যো বর্ত্ততে যোগী সম্যগ্‌যোগব্যবস্থিতঃ।
ন স ব্যাবর্ত্তিতুং শক্যো জন্মান্তরশতৈরপি ॥
দৃষ্ট্বা চ পরমাত্মানং প্রত্যক্ষং বিশ্বরূপিণম্।
বিশ্বপাদশিরোগ্রীবং বিশ্বেশং বিশ্বভাবনম্ ॥
তৎপ্রাপ্তয়ে মহৎ পুণ্যমোমিত্যেকাক্ষরং জপেৎ।
তদেবাধ্যয়নং তস্য স্বরূপং শৃণ্বতঃ পরম্।
অকারশ্চ তথোকারো মকারশ্চাক্ষরত্রয়ম্ ॥
এতা এব ত্রয়ো মাত্রাঃ সাত্ত্বরাজসতামসাঃ ॥
নির্গুণা যোগিগম্যান্যা চার্দ্ধমাত্রোর্দ্ধসংস্থিতা।
গান্ধারীতি চ বিজ্ঞেয়া গান্ধারস্বরসংশ্রয়া।
পিপীলিকাগতিস্পর্শা প্রযুক্তা মূর্দ্ধ্নি লক্ষ্যতে ॥
যথা প্রযুক্ত ওঙ্কারঃ প্রতিনির্যাতি মূর্দ্ধনি।
তথোঙ্কারময়ো যোগী ত্বক্ষরে ত্বক্ষরো ভবেৎ ॥
প্রাণো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম বেধ্যমনুত্তমম্।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ ॥
ওমিত্যেতৎ ত্রয়ো বেদাস্ত্রয়ো লোকাস্ত্রয়োঽগ্নয়ঃ।
বিষ্ণুর্ব্রহ্মা হরশ্চৈব ঋক্‌সামানি যজূংষি চ ॥
মাত্রাঃ সার্দ্ধাশ্চ তিস্রশ্চ বিজ্ঞেয়াঃ পরমার্থতঃ।
তত্র যুক্তস্তু যো যোগী স তল্লয়মবাপ্নুয়াৎ ॥
অকারস্ত্বথ ভূর্লোকঃ উকারশ্চোচ্যতে ভুবঃ।
সব্যঞ্জনো মকারশ্চ স্বর্লোকঃ পরিকল্পাতে ॥
ব্যক্তা তু প্রথমা মাত্রা দ্বিতীয়াব্যক্তসংজ্ঞিতা।
মাত্রা তৃতীয়া চিচ্ছক্তিরর্দ্ধমাত্রা পরং পদম্ ॥
অনেনৈব ক্রমেণ তা বিজ্ঞেয়া যোগভূময়ঃ।
ওমিত্যুচ্চারণাৎ সর্ব্বং গৃহীতং সদসদ্ভবেৎ ॥
হ্রস্বা তু প্রথমা মাত্রা দ্বিতীয়া দৈর্ঘ্যসংযুতা।
তৃতীয়া চ প্লুতার্দ্ধাখ্যা বচসঃ সা ন গোচরা ॥
ইত্যেতদক্ষরং ব্রহ্ম পরমোঙ্কারসংজ্ঞিতম্।
যস্তু বেদ নরঃ সম্যক্ তথা ধ্যায়তি বা পুনঃ ॥
সংসারচক্রমুৎসৃজ্য ত্যক্তত্রিবিধবন্ধনঃ।
প্রাপ্নোতি ব্রহ্মণি লয়ং পরমে পরমাত্মনি ॥
অক্ষীণকর্ম্মবন্ধশ্চ জ্ঞাত্বা মৃত্যুমরিষ্টতঃ।
উৎক্রান্তিকালে সংস্মৃত্য পুনর্যোগিত্বমৃচ্ছতি ॥
তস্মাদসিদ্ধযোগেন সিদ্ধযোগেন বা পুনঃ।
জ্ঞেয়ান্যরিষ্টানি সদা যেনোৎক্রান্তৌ ন সীদতি ॥

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে যোগধর্ম্মে ওঙ্কারস্বরূপকথনং নাম দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ।

—:*:—

দত্তাত্রেয় উবাচ।

অরিষ্টানি মহারাজ শৃণু বক্ষ্যামি তানি তে।
যেষামালোকান্মৃত্যুং নিজং জানাতি যোগবিৎ ॥
দেবমার্গং ধ্রুবং শুক্রং সোমচ্ছায়ামরুন্ধতীম্।
যো ন পশ্যেন্ন জীবেৎ স নরঃ সংবৎসরাৎ পরম্ ॥
অরশ্মি বিম্বং সূর্য্যস্য বহ্নিং চৈবাংশুমালিনম্।
দৃষ্ট্বৈকাদশমাসাৎ তু নরো নোর্দ্ধন্তু জীবতি ॥
বান্তে মূত্রপুরীষে চ যঃ স্বর্ণং রজতং তথা।
প্রত্যক্ষং কুরুতে স্বপ্নে জীবেৎ স দশমাসিকম্ ॥

দৃষ্ট্বা প্রেতপিশাচাদীন্ গন্ধর্ব্বনগরাণি চ।
সুবর্ণবর্ণান্ বৃক্ষাংশ্চ নব মাসান্ স জীবতি॥
স্থূলঃ কৃশঃ কৃশঃ স্থূলো যোঽকস্মাদেব জায়তে।
প্রকৃতেশ্চ নিবর্ত্তেত তস্যায়ুশ্চাষ্টমাসিকম্॥
খণ্ডং যস্য পদং পার্ষ্ণ্যাং পাদস্যাগ্রে চ বা ভবেৎ।
পাংশুকর্দ্দময়োর্ম্মধ্যে সপ্ত মাসান্ স জীবতি॥
গৃধ্রঃ কপোতঃ কাকোলো বায়সো বাপি মূর্দ্ধনি।
ক্রব্যাদো বা খগো নীলঃ ষণ্মাসায়ুঃপ্রদর্শকঃ॥
হন্যতে কাকপঙ্‌ক্তীভিঃ পাংশুবর্ষেণ বা নরঃ।
স্বাং ছায়ামন্যথা দৃষ্ট্বা চতুঃপঞ্চ স জীবতি॥
অনভ্রে বিদ্যুতং দৃষ্ট্বা দক্ষিণাং দিশমাশ্রিতাম্।
রাত্রাবিন্দ্রধনুশ্চাপি জীবিতং দ্বিত্রিমাসিকম্॥
ঘৃতে তৈলে তথাদর্শে তোয়ে বা নাত্মনস্তনুম্।
যঃ পশ্যেদশিরস্কাং বা মাসাদূর্দ্ধং ন জীবতি॥
যস্য বস্তসমো গন্ধো গাত্রে শবসমোঽপি বা।
তস্যার্দ্ধমাসিকং জ্ঞেয়ং যোগিনো নৃপ জীবিতম্॥
যস্য বৈ স্নাতমাত্রস্য হৃৎপাদমবশুষ্যতে।
পিবতশ্চ জলং শোষো দশাহং সোঽপি জীবতি॥
সম্ভিন্নো মারুতো যস্য মর্ম্মস্থানানি কৃন্ততি।
হৃষ্যতে নাম্বুসংস্পর্শাৎ তস্য মৃত্যুরুপস্থিতঃ॥
ঋক্ষবানরযানস্থো গায়ন্ যো দক্ষিণাং দিশম্।
স্বপ্নে প্রয়াতি তস্যাপি ন মৃত্যুঃ কালমৃচ্ছতি॥
রক্তকৃষ্ণাম্বরধরা গায়ন্তী হসতী চ যম্।
দক্ষিণাশাং নয়েন্নারী স্বপ্নে সোঽপি ন জীবতি॥
নগ্নং সম্বীক্ষ্য বল্গন্তং বিদ্যান্মৃত্যুমুপস্থিতম্॥
আমস্তকতলাদ্যস্তু নিমগ্নং পঙ্কসাগরে।
স্বপ্নে পশ্যত্যথাত্মানং স সদ্যো ম্রিয়তে নরঃ॥
কেশাঙ্গারাংস্তথা ভস্ম ভুজঙ্গান্ নির্জ্জলাং নদীম্।
দৃষ্ট্বা স্বপ্নে দশাহাং তু মৃত্যুরেকাদশে দিনে॥
করালৈর্বিকটৈঃ কৃষ্ণৈঃ পুরুষৈরুদ্যতায়ুধৈঃ।
পাষাণৈস্তাড়িতঃ স্বপ্নে সদ্যো মৃত্যুং লভেন্নরঃ॥
সূর্য্যোদয়ে যস্য শিবা ক্রোশন্তী যাতি সম্মুখম্।
বিপরীতং পরীতং বা স সদ্যো মৃত্যুমৃচ্ছতি॥
যস্য বৈ ভুক্তমাত্রস্য হৃদয়ং বাধতে ক্ষুধা।
জায়তে দন্তহর্ষশ্চ স গতায়ুর্ন সংশয়ঃ॥
দীপগন্ধং ন যো বেত্তি ত্রস্যত্যহ্নি তথা নিশি।
নাত্মানং পরনেত্রস্থং বীক্ষতে ন স জীবতি॥
শক্রায়ুধঞ্চার্দ্ধরাত্রে দিবা গ্রহগণং তথা।
দৃষ্ট্বা মন্যেত সংক্ষীণমাত্মজীবিতমাত্মবিৎ॥
নাসিকা বক্রতামেতি কর্ণয়োর্নমনোন্নতী।
নেত্রঞ্চ বামং স্রবতি যস্য তস্যায়ুরুদ্গতম্॥
আরক্ততামেতি মুখং জিহ্বা বা শ্যামতাং যদা
তদা প্রাজ্ঞো বিজানীয়ান্মৃত্যুমাসন্নমাত্মনঃ॥
উষ্ট্ররাসভযানেন যঃ স্বপ্নে দক্ষিণাং দিশম্।
প্রয়াতি তঞ্চ জানীয়াৎ সদ্যোমৃত্যুং ন সংশয়ঃ॥
পধায় কর্ণৌ নির্ঘোষং ন শৃণোত্যাত্মসম্ভবম্।
নশ্যতে চক্ষুষোর্জ্জ্যোতির্যস্য সোঽপি ন জীবতি॥
পততো যস্য বৈ গর্ত্তে স্বপ্নে দ্বারং পিধীয়তে।
ন চোত্তিষ্ঠতি যঃ শ্বভ্রাৎ তদন্তং তস্য জীবিতম্॥
ঊর্দ্ধা চ দৃষ্টির্ন চ সম্প্রতিষ্ঠা
রক্তা পুনঃ সম্পরিবর্ত্তমানা।
মুখস্য চোষ্মা শুষিরঞ্চ নাভেঃ
শংসন্তি পুংসামপরং শরীরম্॥
স্বপ্নেঽগ্নিং প্রবিশেদ্যস্তু ন চ নিষ্ক্রমতে পুনঃ।
জলপ্রবেশাদপি বা তদন্তং তস্য জীবিতম্॥
যশ্চাভিহন্যতে দুষ্টৈর্ভূতৈরাত্রাবথো দিবা।
স মৃত্যুং সপ্তরাত্রস্তু নরঃ প্রাপ্নোত্যসংশয়ম্॥
স্ববস্ত্রমমলং শুক্লং রক্তং পশ্যত্যথাসিতম্।
যঃ পুমান্ মৃত্যুমাসন্নং তস্যাপি হি বিনির্দ্দিশেৎ॥
স্বভাববৈপরীত্যন্তু প্রকৃতেশ্চ বিপর্য্যয়ঃ।
কথয়ন্তি মনুষ্যাণাং সদাসন্নৌ যমান্তকৌ॥
যেষাং বিনীতঃ সততং যেষ্য পূজ্যতমা মতা।
তানেব চাবজানাতি তানেব চ বিনিন্দতি॥
দেবান্ নার্চ্চয়তে বৃদ্ধান্ গুরূন্ বিপ্রাংশ্চ নিন্দতি।
মাতাপিত্রোর্ন সৎকারং জামাতৃণাং করোতি চ॥
যোগিনাং জ্ঞানবিদুষামন্যেষাঞ্চ মহাত্মনাম্।
প্রাপ্তে তু কালে পুরুষস্তদ্বিজ্ঞেয়ং বিচক্ষণৈঃ॥
যোগিনাং সততং যত্নাদরিষ্টান্যবনীপতে।
সম্বৎসরান্তে তজ্জ্ঞেয়ং ফলদানি দিবানিশম্॥
বিলোক্যা বিশদা চৈষাং ফলপংক্তিঃ সুভীষণা।
বিজ্ঞায় কার্য্যো মনসি স চ কালো নরেশ্বর॥
জ্ঞাত্বা কালঞ্চ তং সম্যগভয়স্থানমাশ্রিতঃ।
যুঞ্জীত যোগী কালোঽসৌ যথা নাস্যাফলো ভবেৎ
দৃষ্ট্বারিষ্টং তথা যোগী ত্যক্ত্বা মরণজং ভয়ম্।
তৎস্বভাবং তদালোক্য কালে যাবত্যুপাগতম্॥
তস্য ভাগে তথৈবাহ্নো যোগং যুঞ্জীত যোগবিৎ।
পূর্ব্বাহ্ণে চাপরাহ্ণে চ মধ্যাহ্নে চাপি তদ্দিনে॥
যত্র বা রজনীমাসে তদরিষ্টং নিরীক্ষিতম্।
তত্রৈব তাবদ্যুঞ্জীত যাবৎ প্রাপ্তং হি তদ্দিনম্॥
ততস্ত্যক্ত্বা ভয়ং সর্ব্বং জিত্বা তং কালমাত্মবান্।

তত্রৈবাবসথে স্থিত্বা যত্র বা স্থৈর্য্যমাত্মনঃ॥
যুঞ্জীত যোগং নির্জ্জিত্য ত্রীন্ গুণান্ পরমাত্মনি।
তন্ময়শ্চাত্মনা ভূত্বা চিত্তবৃত্তিমপি সন্ত্যজেৎ॥
ততঃ পরমনির্ব্বাণমতীন্দ্রিয়মগোচরম্।
যদ্বুদ্ধের্যন্ন চাখ্যাতুং শক্যতে তৎ সমশ্নুতে॥
এতৎ সর্ব্বং সমাখ্যাতং তবালর্ক যথার্থবৎ।
প্রাপ্স্যসে যেন তদ্ব্রহ্ম সংক্ষেপাৎ তন্নিবোধ মে॥
শশাঙ্করশ্মিসংযোগাচ্চন্দ্রকান্তমণিঃ পয়ঃ।
সমুৎসৃজতি নাযুক্তঃ সোপমা যোগিনঃ স্মৃতা॥
যচ্চার্করশ্মিসংযোগাদর্ককান্তো হুতাশনম্।
আবিষ্করোতি নৈকঃ সন্নুপমা সাপি যোগিনঃ॥
পিপীলিকাখুনকুলগৃহগোধাকপিঞ্জলাঃ।
বসন্তি স্বামিবদ্গেহে ধ্বস্তে যান্তি ততোঽন্যতঃ॥
দুঃখন্তু স্বামিনো ধ্বংসে তস্য তেষাং ন কিঞ্চন।
বেশ্মনো যত্র রাজেন্দ্র সোপমা যোগসিদ্ধয়ে॥
মৃদ্দেহিকাল্পদেহাপি মথাগ্রেণাপ্যণীয়সা।
করোতি মৃত্তারচয়মুপদেশঃ স যোগিনঃ॥
পশুপক্ষিমনুষ্যাদৈঃ পত্রপুষ্পফলান্বিতম্।
বৃক্ষং বিলুপ্যমানন্তু দৃষ্ট্বা সিধ্যন্তি যোগিনঃ॥
রুরুশাববিষাণাগ্রমালক্ষ্য তিলকাকৃতিম্।
সহ তেন বিবর্দ্ধন্তং যোগী বিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ॥
দ্রবপূর্ণমুপাদায় পাত্রমারোহতো ভুবঃ।
তুঙ্গমঙ্গং বিলোক্যোচ্চৈর্ব্বিজ্ঞাতং কিং ন যোগিনাম্॥
সর্ব্বস্বং জীবনায়ালং নিখাতে পুরুষস্য যা।
চেষ্টা তাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা যোগিনঃ কৃতকৃত্যতা॥
তদ্গৃহং যত্র বসতিস্তদ্ভোজ্যং যেন জীবতি।
যেন সম্পদ্যতে চার্থস্তৎ সুখং মমতাত্র কা॥
অভ্যর্থিতোঽপি তৈঃ কার্য্যং করোতি করণৈর্যথা
তথা বুদ্ধ্যাদিভির্যোগী পারক্যৈঃ সাধয়েৎ পরম্॥

পুত্র উবাচ।

ততঃ প্রণম্যাত্রিপুত্রমলর্কঃ স মহীপতিঃ।
প্রশ্রয়াবনতো বাক্যমুবাচাতিমুদান্বিতঃ॥

অলর্ক উবাচ।

দিষ্ট্যা দৈবৈরিদং ব্রহ্মন্ পরাভিভবসম্ভবম্॥
উপপাদিতমত্যুগ্রং প্রাণসন্দেহদং ভয়ম্॥
দিষ্ট্যা কাশিপতেভূর্ব্বিবলসম্পৎপরাক্রমঃ।
যদ্বুচ্ছেদাদিহায়াতঃ স যুষ্মৎসঙ্গদো মম॥
দিষ্ট্যা কোষঃ ক্ষয়ং যাতো দিষ্ট্যাহং ভীতিমাগতঃ
দিষ্ট্যা ত্বৎপাদযুগলং মম স্মৃতিপথং গতম্।
দিষ্ট্যা ত্বদুক্তয়ঃ সর্ব্বা মম চেতসি সংস্থিতাঃ॥
দিষ্ট্যা জ্ঞানং মমোৎপন্নং ভবতশ্চ সমাগমাৎ।
ভবতা চৈব কারুণ্যং দিষ্ট্যা ব্রহ্মন্ কৃতং মম॥
অনর্থোঽপ্যর্থতাং যাতি পুরুষস্য শুভোদয়ে।
যথেদমুপকারায় ব্যসনং সঙ্গমাৎ তব॥
সুবাহুরুপকারী মে স চ কাশিপতিঃ প্রভো।
যয়োঃ কৃতেঽহং সম্প্রাপ্তো যোগীশ ভবতোঽন্তিকম্
সোঽহং তব প্রসাদাগ্নিনির্দ্দগ্ধাজ্ঞানকিল্বিষঃ।
তথা যতিষ্যে যেনেদৃঙ্ন ভূয়াং দুঃখভাজনম্॥
পরিত্যক্ষ্যে গার্হস্থ্যমার্ত্তিপাদপকাননম্।
ত্বত্তোঽনুজ্ঞাং সমাসাদ্য জ্ঞানদাতুর্ম্মহাত্মনঃ॥

দত্তাত্রেয় উবাচ।

গচ্ছ রাজেন্দ্র ভদ্রং তে যথা তে কথিতং ময়া।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারস্তমা চর বিমুক্তয়ে॥

পুত্র উবাচ।

এবমুক্তঃ প্রণম্যেনমাজগাম ত্বরান্বিতঃ।
যত্র কাশিপতির্ভ্রাতা সুবাহুশ্চাস্য সোঽগ্রজঃ॥
সমুপেত্য মহাবাহুং সোঽলর্কঃ কাশিভূপতিম্।
সুবাহোরগ্রতো বীরমুবাচ প্রহসন্নিব॥
রাজ্যকামুক কাশীশ ভুজ্যতাং রাজ্যমূর্জ্জিতম্।
যথা বা রোচতে তদ্বৎ সুবাহোঃ সম্প্রযচ্ছ বা।

কাশিরাজ উবাচ।

কিমলর্ক পরিত্যক্তং রাজ্যং তে সংযুগং বিনা।
ক্ষত্রিয়স্য ন ধর্ম্মোঽয়ং ভবাংশ্চ ক্ষত্রধর্ম্মবিৎ॥
নির্জ্জিতামাত্যবর্গস্তু ত্যক্ত্বা মরণজং ভয়ম্।
সন্দধীত শরং রাজা লক্ষ্যমুদ্দিশ্য বৈরিণম্॥
তং জিত্বা নৃপতির্ভোগান্ যথাভিলষিতান্ বরান্।
ভুঞ্জীত পরমং সিদ্ধ্যৈ যজেত চ মহামখৈঃ॥

অলর্ক উবাচ।

এবমীদৃশকং বীর মমাপ্যাসীন্মনঃ পুরা।
সাম্প্রতং বিপরীতার্থং শৃণু চাপ্যত্র কারণম্॥
যথায়ং ভৌতিকঃ সঙ্ঘস্তথান্তঃকরণং নৃণাম্।
গুণাস্তু সকলাস্তদ্বদশেষেষেব জন্তুষু॥
চিচ্ছক্তিরেক এবায়ং যদা নান্যোঽস্তি কশ্চন।
তদা কা নৃপতে জ্ঞানাম্মিত্রারিপ্রভুভৃত্যতা॥
তন্ময়া দুঃখমাসাদ্য ত্বদ্ভয়োদ্ভবমুত্তমম্।
দত্তাত্রেয়প্রসাদেন জ্ঞানং প্রাপ্তং নরেশ্বর॥
নির্জ্জিতেন্দ্রিয়বর্গস্তু ত্যক্ত্বা সঙ্গমশেষতঃ।
মনো ব্রহ্মণি সন্ধায় তজ্জয়ে পরমো জয়ঃ॥

সংসাধ্যমন্তৎ তৎসিদ্ধ্যৈ যতঃ কিঞ্চিন্ন বিদ্যতে।
ইন্দ্রিয়াণি চ সংযম্য ততঃ সিদ্ধিং নিযচ্ছতি॥
সোঽহং ন তেঽরির্ন মমাসি শত্রুঃ
সুবাহুরেষো ন মমাপকারী।
দৃষ্টং ময়া সর্ব্বমিদং যথাব
দন্বিষ্যতাং ভূপ রিপুস্ত্বয়ান্যঃ॥
ইত্থং স তেনাভিহিতো নরেন্দ্রো
হৃষ্টঃ সমুত্থায় ততঃ সুবাহুঃ।
দিষ্ট্যেতি তং ভ্রাতরমাভিনন্দ্য
কাশীশ্বরং বাক্যমিদং বভাষে॥

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণেঽরিষ্টকথনং
নাম ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ॥

চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

—ঃ*ঃ—

সুবাহুরুবাচ।

যদর্থং নৃপশার্দ্দূল ত্বামহং শরণং গতঃ।
তন্ময়া সকলং প্রাপ্তং যাস্যামি ত্বং সুখী ভব॥
কাশিরাজ উবাচ।
কিং নিমিত্তং ভবান্ প্রাপ্তো নিষ্পন্নোঽর্থশ্চ কস্তব।
সুবাহো তন্মমাচক্ষ্ব পরং কৌতূহলং হি মে॥
সমাক্রান্তমলর্কেণ পিতৃপৈতামহং মহৎ।
রাজ্যং দেহীতি নির্জ্জিত্য ত্বয়াহমভিচোদিতঃ॥
ততো ময়া সমাক্রম্য রাজ্যমস্যানুজস্য তে।
এতৎ তে বশমানীতং তদ্ভুঙ্ক্ষ্ব স্বকুলোচিতম্॥
সুবাহুরুবাচ।
কাশিরাজ নিবোধ ত্বং যদর্থময়মুদ্যমঃ।
কৃতো ময়া ভবাংশ্চৈব কারিতোঽত্যন্তমুদ্যমম্॥
ভ্রাতা মমায়ং গ্রাম্যেষু শক্তো ভোগেষু তত্ত্ববিৎ।
বিমূঢ়ৌ বোধবন্তৌ চ ভ্রাতরাবগ্রজৌ মম॥
তয়োর্ম্মম চ যন্মাত্রা বাল্যে স্তন্যং যথা মুখে।
তথাববোধো বিন্যস্তঃ কর্ণয়োরবনীপতে॥
তয়োর্ম্মম চ বিজ্ঞেয়াঃ পদার্থা যে মতা নৃভিঃ।
প্রকাশ্যং মনসো নীতাস্তে মাত্রা নাস্য পার্থিব॥
যথৈকসার্থযাতানামেকস্মিন্নবসীদতি।
দুঃখং ভবতি সাধূনাং তথাস্মাকং মহীপতে॥
গার্হস্থ্যমোহমাপন্নে সীদত্যস্মিন্ নরেশ্বর।
সম্বন্ধিস্তস্য দেহস্য বিভ্রতি ভাতৃকল্পনাম্॥
ততো ময়া বিনিশ্চিত্য দুঃখাদ্বৈরাগ্যভাবনা।
ভবিষ্যতীত্যস্য ভবানিত্যুদ্যোগায় সংশ্রিতঃ॥
তদস্য দুঃখাদ্বৈরাগ্যং সম্বোধাদবনীপতে।
সমুদ্ভূতং কৃতং কার্য্যং ভদ্রং তেঽস্তু ব্রজাম্যহম্॥
উষ্ট্বা মদালসাগর্ভে পীত্বা তস্যাস্তথা স্তনম্।
নান্যনারীসুতৈর্যাতং বর্ত্ম যাস্যতি পার্থিবঃ॥
বিচার্য্য তন্ময়া সর্ব্বং যুষ্মৎসংশ্রয়পূর্ব্বকম্।
কৃতং তচ্চাপি নিষ্পন্নং প্রয়াস্যে সিদ্ধয়ে পুনঃ॥
উপেক্ষ্যতে সীদমানঃ স্বজনো বান্ধবঃ সুহৃৎ।
যৈর্নরেন্দ্র ন তান্ মন্যে সেন্দ্রিয়া বিকলা হি তে॥
সুহৃদি স্বজনে বন্ধৌ সমর্থে যোঽবসীদতি।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেভ্যো বাচ্যাস্তে তত্র ন ত্বসৌ॥
এতৎ ত্বৎসঙ্গমাদ্ভূপ ময়া কার্য্যং মহৎ কৃতম্।
স্বস্তি তেঽস্তু গমিষ্যামি জ্ঞানভাগ্‌ভব সত্তম॥
কাশিরাজ উবাচ।
উপকারস্ত্বয়া সাধোরলর্কস্য কৃতো মহান্।
মমোপকারায় কথং ন করোষি স্বমানসম্॥
ফলদায়ী সতাং সদ্ভিঃ সঙ্গমো নাফলো যতঃ।
তস্মাৎ ত্বৎসংশ্রয়াদ্যুক্তা ময়া প্রাপ্তা সমুন্নতিঃ॥
সুবাহুরুবাচ।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাখ্যং পুরুষার্থচতুষ্টয়ম্।
তত্র ধর্ম্মার্থকামাস্তে সকলা হীয়তেঽপরঃ॥
তৎ তে সংক্ষেপতো বক্ষ্যে তদিহৈকমনাঃ শৃণু।
শ্রুত্বা চ সম্যগালোচ্য যতেথাঃ শ্রেয়সে নৃপ॥
মমেতি প্রত্যয়ো ভূপ ন কার্য্যোঽহমিতি ত্বয়া।
সম্যগালোচ্যধর্ম্মো হি ধর্ম্মাভাবে নিরাশ্রয়ঃ॥
কস্যাহমিতি সংজ্ঞেয়মিত্যালোচ্য ত্বয়াত্মনা।
বাহ্যাস্তর্গতমালোচ্যমালোচ্যাপররাত্রিষু।
অব্যক্তাদিবিশেষান্তমবিকারমচেতনম্।
যথাব্যক্তং ত্বয়া জ্ঞেয়ং জ্ঞাতা কশ্চাহমিত্যত॥
এতস্মিন্নেব বিজ্ঞাতে বিজ্ঞাতমখিলং ত্বয়া।
অনাত্মন্যাত্মবিজ্ঞানমস্বে স্বমিতি মূঢ়তা॥
সোঽহং সর্ব্বগতো ভূপ লোকসংব্যবহারতঃ।
ময়েদমুচ্যতে সর্ব্বং ত্বয়া পৃষ্টো ব্রজাম্যহম্॥
এবমুক্ত্বা যযৌ ধীমান্ সুবাহুঃ কাশিভূমিপম্।
কাশিরাজোঽপি সম্পূজ্য সোঽলর্কং স্বপুরং যযৌ॥
অলর্কোঽপি সুতং জ্যেষ্ঠমভিষিচ্য নরাধিপম্।
বনং জগাম সন্ত্যক্তসর্ব্বসঙ্গঃ স্বসিদ্ধয়ে॥
ততঃ কালেন মহতা নির্দ্বন্দ্বো নিষ্পরিগ্রহঃ।
প্রাপ্য যোগর্দ্ধিমতুলাং পরং নির্ব্বাণমাপ্তবান্॥

পশ্যন্ জগদিদং সর্ব্বং সদেবাসুরমানুষম্।
পাশৈগুণময়ৈর্ব্বদ্ধং বধ্যমানঞ্চ নিত্যশঃ॥
পুত্রাদিভাতৃপুত্রাদিস্বপারক্যাদিভাবিতৈঃ।
আকৃষ্যমাণং করণৈর্দুঃখার্ত্তং ভিন্নদর্শনম্॥
অজ্ঞানপঙ্কগর্ত্তস্থমনুদ্ধারং মহামতিঃ।
আত্মানঞ্চ সমুত্তীর্ণং গাথামেতামগায়ত॥
অহো কষ্টং যদস্মাভিঃ পূর্ব্বং রাজ্যমনুষ্ঠিতম্।
ইতি পশ্চান্ময়া জ্ঞাতং যোগান্নাস্তি পরং সুখম্॥
পুত্র উবাচ।
তাতৈনং ত্বং সমাতিষ্ঠ মুক্তয়ে যোগমুত্তমম্।
প্রাপ্স্যসে যেন তদ্ব্রহ্ম যত্র গত্বা ন শোচসি॥
ততোহহমপি যাস্যামি কিং যজ্ঞৈঃ কিং জপেন মে
কৃতকৃত্যস্য করণং ব্রহ্মভাবায় কল্পতে॥
ত্বত্তোহনুজ্ঞামবাপ্যাহং নির্দ্বন্দ্বো নিষ্পরিগ্রহঃ।
প্রযতিষ্যে তথা মুক্তৌ যথা যাস্যামি নির্বৃতিম্।
পক্ষিণ ঊচুঃ।
এবমুক্ত্বা স পিতরং প্রাপ্যানুজ্ঞাং ততশ্চ সঃ।
ব্রহ্মন্ জগাম মেধাবী পরিত্যক্তপরিগ্রহঃ॥
সোপি তস্য পিতা তদ্বৎ ক্রমেণ সুমহামতিঃ।
বানপ্রস্থং সমাস্থায় চতুর্থাশ্রমমভ্যগাৎ॥
তত্রাত্মজং সমাসাদ্য হিত্বা বন্ধং গুণাদিকম্।
প্রাপ সিদ্ধিং পরাং প্রাজ্ঞস্তৎকালোপাত্তসম্মতিঃ॥
এতৎ তে কথিতং ব্রহ্মন্ যৎ পৃষ্টা ভবতা বয়ম্।
সুবিস্তরং যথাবচ্চ কিমন্যচ্ছ্রোতুমিচ্ছসি॥

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে পিতা পুত্র সম্বাদে জড়োপাখ্যানং নাম চতুশ্চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ।

পঞ্চচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ।

—:*:—

জৈমিনিরুবাচ।

সম্যগেতন্মমাখ্যাতং ভবদ্ভির্দ্বিজসত্তমাঃ।
প্রবৃত্তিশ্চ নিবৃত্তিশ্চ দ্বিবিধং কর্ম্ম বৈদিকম্॥
অহো পিতৃপ্রসাদেন ভবতাং জ্ঞানমীদৃশম্।
যেন তির্য্যক্ত্বমপ্যেতৎ প্রাপ্য মোহস্তিরস্কৃতঃ॥
ধন্যা ভবন্তঃ সংসিদ্ধ্যৈ প্রাগবস্থাস্থিতং যতঃ।
ভবতাং বিষয়োদ্ভূতৈর্ন মোহৈশ্চাল্যতে মনঃ॥
দিষ্ট্যা ভগবতা তেন মার্কণ্ডেয়েন ধীমতা।
ভবন্তো বৈ সমাখ্যাতাঃ সর্ব্বসন্দেহহৃত্তমাঃ॥
সংসারেহস্মিন্ মনুষ্যাণাং ভ্রমতামতিসঙ্কটে।
ভবদ্বিধৈঃ সমং সঙ্গো জায়তে ন তপস্বিনাম্॥
যদ্যহং সঙ্গমাসাদ্য ভবদ্ভির্জ্ঞানদৃষ্টিভিঃ।
ন স্যাং কৃতার্থস্তন্নূনং ন মেহন্যত্র কৃতার্থতা॥
প্রবৃত্তে চ নিবৃত্তে চ ভবতাং জ্ঞানকর্ম্মণি।
মতিমন্তমলাং মন্যে যথা নান্যস্য কস্যচিৎ॥
যদি ত্বনুগ্রহবতী ময়ি বুদ্ধির্দ্বিজোত্তমাঃ।
ভবতাং তৎসমাখ্যাতুমর্হতেদমশেষতঃ॥
কথমেতৎ সমুদ্ভূতং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্।
কথঞ্চ প্রলয়ং কালে পুনর্যাস্যতি সত্তমাঃ॥
কথঞ্চ বংশাদ্দেবর্ষিপিতৃভূতাদিসম্ভবাঃ।
মন্বন্তরাণি চ কথং বংশানুচরিতঞ্চ যৎ॥
যাবত্যঃ সৃষ্টয়শ্চৈব যাবন্তঃ প্রলয়াস্তথা।
যথা কল্পবিভাগশ্চ যা চ মন্বন্তরস্থিতিঃ॥
যথা চ ক্ষিতিসংস্থানং যৎ প্রমাণঞ্চ বৈ ভুবঃ।
যথাস্থিতাঃ সমুদ্রাদ্রিনিম্নগাঃ কাননানি চ॥
ভূর্লোকাদিস্বর্লোকানাং গণঃ পাতালসংশ্রয়ঃ।
গতিস্তথার্কসোমাদিগ্রহর্ক্ষজ্যোতিষামপি॥
শ্রোতুমিচ্ছাম্যহং সর্ব্বমেতদাভূতসংপ্লবম্।
উপসংহৃতে চ যচ্ছেষং জগত্যস্মিন্ ভবিষ্যতি॥

পক্ষিণ ঊচুঃ।

প্রশ্নভারোহয়মতুলো যস্ত্বয়া মুনিসত্তম।
পৃষ্টস্তং তে প্রবক্ষ্যামস্তচ্ছৃণুষ্বেহ জৈমিনে॥
মার্কণ্ডেয়েন কথিতং পুরা ক্রৌষ্টুকয়ে যথা।
দ্বিজপুত্রায় শান্তায় ব্রতস্নাতায় ধীমতে॥
মার্কণ্ডেয়ং মহাত্মানমুপাসীনং দ্বিজোত্তমৈঃ।
ক্রৌষ্টুকিঃ পরিপপ্রচ্ছ যদেতৎ পৃষ্টবান্ প্রভো॥
তস্মৈ চাকথয়ৎ প্রীত্যা যন্মুনির্ভৃগুনন্দনঃ।
তৎ তে প্রকথয়িষ্যামঃ শৃণু ত্বং দ্বিজসত্তম॥
প্রণিপত্য জগন্নাথং পদ্মযোনিং পিতামহম্।
জগদ্যোনিং স্থিতং সৃষ্টৌ স্থিতৌ বিষ্ণুস্বরূপিণম্।
প্রলয়ে চান্তকর্ত্তারং রৌদ্রং রুদ্রস্বরূপিণম্॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

উৎপন্নমাত্রস্য পুরা ব্রহ্মণোহব্যক্তজন্মনঃ।
পুরাণমেতদ্বেদাশ্চ মুখেভ্যোহনুবিনিঃসৃতাঃ॥
পুরাণসংহিতাশ্চক্রুর্ব্বহুলাঃ পরমর্ষয়ঃ।
বেদানাং প্রবিভাগশ্চ কৃতস্তৈস্তু সহস্রশঃ॥
ধর্ম্মোজ্ঞানঞ্চ বৈরাগ্যমৈশ্বর্য্যঞ্চ মহাত্মনঃ।
তস্যোপদেশেন বিনা ন হি সিদ্ধং চতুষ্টয়ম্॥

বেদান্ সপ্তর্ষয়স্তস্মাজ্জগৃহুস্তস্য মানসাঃ।
পুরাণং জগৃহুশ্চাদ্যা মুনয়স্তস্য মানসাঃ॥
ভৃগোঃ সকাশাচ্চ্যবনস্তেনোক্তঞ্চ দ্বিজন্মনাম্।
ঋষিভিশ্চাপি দক্ষায় প্রোক্তমেতন্মহাত্মভিঃ॥
দক্ষেণ চাপি কথিতমিদমাসীৎ তদা মম।
তৎ তুভ্যং কথয়াম্যদ্য কলিকল্মষনাশনম্॥
সর্ব্বমেতন্মহাভাগ শ্রূয়তাং মে সমাধিনা।
যথাশ্রুতং ময়া পূর্ব্বং দক্ষস্য গদতো মুনে॥
প্রণিপত্য জগদ্যোনিমজমব্যয়মাশ্রয়ম্।
চরাচরস্য জগতো ধাতারং পরমং পদম্॥
ব্রহ্মাণমাদিপুরুষমুৎপত্তিস্থিতিসংযমে।
যৎ কারণমনৌরসাং যত্র সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্॥
তস্মৈ হিরণ্যগর্ভায় লোকতন্ত্রায় ধীমতে।
প্রণম্য সম্যগ্বক্ষ্যামি ভূতসর্গমনুত্তমম্॥
মহদাদ্যং বিশেষান্তং সবৈরূপ্যং সলক্ষণম্।
প্রমাণৈঃ পঞ্চভির্গম্যং স্রোতোভিঃ সড্ভিরন্বিতম্॥
পুরুষাধিষ্ঠিতং নিত্যমনিত্যমিব চ স্থিতম্।
তচ্ছ্রূয়তাং মহাভাগ পরমেণ সমাধিনা॥
প্রধানং কারণং যত্তদব্যক্তাখ্যং মহর্ষয়ঃ।
যদাহুঃ প্রকৃতিং সূক্ষ্মাং নিত্যাং সদসদাত্মিকাম্॥
ধ্রুবমক্ষয্যমজরমমেয়ং নান্যসংশ্রয়ম্।
গন্ধরূপরসৈর্হীনং শব্দস্পর্শবিবর্জ্জিতম্॥
অনাদ্যন্তং জগদ্যোনিং ত্রিগুণপ্রভবাপ্যয়ম্।
অসাম্প্রতমবিজ্ঞেয়ং ব্রহ্মাগ্রে সমবর্ত্তত॥
প্রলয়স্যানু তেনেদং ব্যাপ্তমাসীদশেষতঃ।
গুণসাম্যাৎ ততস্তস্মাৎ ক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠিতান্মুনে॥
গুণভাবাৎ সৃজ্যমানাৎ সর্গকালে ততঃ পুনঃ।
প্রধানং তত্ত্বমুদ্ভূতং মহান্তং তৎ সমাবৃণোৎ॥
যথা বীজং ত্বচা তদ্বদব্যক্তেনাবৃতো মহান্।
সাত্ত্বিকো রাজসশ্চৈব তামসশ্চ ত্রিধোদিতঃ॥
ততস্তস্মাদহঙ্কারস্ত্রিবিধো বৈ ব্যজায়ত।
বৈকারিকস্তৈজসশ্চ ভূতাদিশ্চ স তামসঃ॥
মহতা চাবৃতঃ সোঽপি যথাব্যক্তেন বৈ মহান্।
ভূতাদিস্তু বিকুর্ব্বাণঃ শব্দতন্মাত্রকং ততঃ॥
সসর্জ্জ শব্দতন্মাত্রাদাকাশং শব্দলক্ষণম্।
আকাশং শব্দমাত্রন্তু ভূতাদিশ্চাবৃণোৎ ততঃ॥
স্পর্শতন্মাত্রমেবেহ জায়তে নাত্র সংশয়ঃ।
বলবান্ জায়তে বায়ুস্তস্য স্পর্শগুণো মতঃ।
আকাশং শব্দমাত্রন্তু স্পর্শমাত্রং সমাবৃণোৎ॥
বায়ুশ্চাপি বিকুর্ব্বাণো রূপমাত্রং সসর্জ্জ হ।
জ্যোতিরুৎপদ্যতে বায়োস্তদ্রূপগুণমুচ্যতে॥
স্পর্শমাত্রস্তু বৈ বায়ূ রূপমাত্রং সমাবৃণোৎ।
জ্যোতিশ্চাপি বিকুর্ব্বাণং রসমাত্রং সসর্জ্জ হ॥
সম্ভবন্তি ততো হ্যাপশ্চাসন্ বৈ তা রসাত্মিকাঃ।
রসমাত্রাস্তু তা হ্যাপো রূপমাত্রং সমাবৃণোৎ॥
আপশ্চাপি বিকুর্ব্বন্ত্যো গন্ধমাত্রং সসর্জ্জিরে।
সঙ্ঘাতো জায়তে তস্মাৎ তস্য গন্ধো গুণো মতঃ
তস্মিংস্তস্মিংস্তু তন্মাত্রং তেন তন্মাত্রতা স্মৃতা।
অবিশেষবাচকত্বাদবিশেষাস্ততশ্চ তে॥
ন শান্তা নাপি ঘোরাস্তে ন মূঢ়াশ্চাবিশেষতঃ।
ভূততন্মাত্রসর্গোঽয়মহঙ্কারাৎ তু তামসাৎ॥
বৈকারিকাদহঙ্কারাৎ সত্ত্বোদ্রিক্তাৎ তু সাত্ত্বিকাৎ
বৈকারিকঃ স সর্গস্তু যুগপৎ সম্প্রবর্ত্ততে॥
বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি পঞ্চৈব পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি চ।
তৈজসানীন্দ্রিয়াণ্যাহুর্দ্দেবা বৈকারিকাঃ স্মৃতাঃ॥
শ্রোত্রং ত্বক্ চক্ষুষী জিহ্বা নাসিকা চৈব পঞ্চমী।
শব্দাদীনামবাপ্ত্যর্থং বুদ্ধিযুক্তানি বক্ষ্যতে॥
পাদৌ পায়ুরুপস্থশ্চ হস্তৌ বাক্ পঞ্চমী ভবেৎ।
গতির্ব্বিসর্গো হ্যানন্দঃ শিল্পং বাক্যঞ্চ কর্ম্ম তৎ॥
আকাশং শব্দমাত্রন্তু স্পর্শমাত্রং সমাবিশৎ।
ত্রিগুণো জায়তে বায়ুস্তস্য স্পর্শো গুণো মত॥
রূপং তথৈবাবিশতঃ শব্দস্পর্শগুণাবুভৌ।
দ্বিগুণস্তু ততশ্চাগ্নিঃ স শব্দস্পর্শরূপবান্॥
শব্দঃ স্পর্শশ্চ রূপঞ্চ রসমাত্রং সমাবিশৎ।
তস্মাচ্চতুর্গুণা হ্যাপো বিজ্ঞেয়াস্তা রসাত্মিকাঃ॥
শব্দঃ স্পর্শঞ্চ রূপঞ্চ রসো গন্ধং সমাবিশৎ।
সংহতা গন্ধমাত্রেণ আবৃণ্বংস্তে মহীমিমাম্॥
তস্মাৎ পঞ্চগুণা ভূমিঃ স্থূলা ভূতেষু দৃশ্যতে।
শান্তা ঘোরাশ্চ মূঢ়াশ্চ বিশেষাস্তেন তে স্মৃতাঃ॥
পরস্পরানুপ্রবেশাদ্ধারয়ন্তি পরস্পরম্।
ভূমেরন্তস্ত্বিমং সর্ব্বং লোকালোকং ঘনাবৃতম্॥
বিশেষাশ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্যা নিয়তাচ্চ তে স্মৃতাঃ।
গুণং পূর্ব্বস্য পূর্ব্বস্য প্রাপ্নুবন্ত্যুত্তরোত্তরম্॥
নানাবীর্য্যাঃ পৃথগ্ভূতাঃ সপ্তৈতে সংহতিং বিনা।
নাশক্নুবন্ প্রজাঃ স্রষ্টুমসমাগম্য কৃৎস্নশঃ॥
সমেত্যান্যোন্যসংযোগমন্যোন্যাশ্রয়িণশ্চ তে।
একসঙ্ঘাতচিহ্নাশ্চ সম্প্রাপ্যৈক্যমশেষতঃ॥
পুরুষাধিষ্ঠিতত্বাচ্চ অব্যক্তানুগ্রহেণ চ।
মহদাদ্যা বিশেষান্তা হ্যণ্ডমুৎপাদয়ন্তি তে॥
জলবুদ্বুদবৎ তত্র ক্রমাদ্বৈ বৃদ্ধিমাগতম্।

ভূতেভ্যোঽণ্ডং মহাবুদ্ধে বৃহৎ তদুদকেশয়ম্ ॥
প্রাকৃতেঽণ্ডে বিবৃদ্ধঃ সন্ ক্ষেত্রজ্ঞো ব্রহ্মসংজ্ঞিতঃ
স বৈ শরীরী প্রথমঃ স বৈ পুরুষ উচ্যতে ॥
আদিকর্ত্তা চ ভূতানাং ব্রহ্মাগ্রে সমবর্ত্তত ।
তেন সর্ব্বমিদং ব্যাপ্তং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ॥
মেরুস্তস্যানুসম্ভূতো জরায়ুশ্চাপি পর্ব্বতাঃ ।
সমুদ্রা গর্ভসলিলং তস্যাণ্ডস্য মহাত্মনঃ ॥
তস্মিন্নণ্ডে জগৎ সর্ব্বং সদেবাসুরমানুষম্ ।
দ্বীপাদ্যদ্রিসমুদ্রাশ্চ সজ্যোতির্লোকসংগ্রহঃ ॥
জলানিলানলাকাশৈস্ততো ভূতাদিনা বহিঃ ।
বৃতমণ্ডং দশগুণৈরেকৈকত্বেন তৈঃ পুনঃ ॥
মহতা তৎপ্রমাণেন সহৈবানেন বেষ্টিতঃ ।
মহাংস্তৈঃ সহিতঃ সর্ব্বৈরব্যক্তেন সমাবৃতঃ ॥
এভিরাবরণৈরণ্ডং সপ্তভিঃ প্রাকৃতৈর্বৃতম্ ।
অন্যোন্যমাবৃত্য তা অষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ স্থিতাঃ ॥
এষা সা প্রকৃতির্নিত্যা তদন্তঃ পুরুষশ্চ সঃ ।
ব্রহ্মাখ্যঃ কথিতো যস্তে সমাসাচ্ছ্রূয়তাং পুনঃ ॥
যথা মগ্নো জলে কশ্চিদুন্মজ্জন্ জলসম্ভবম্ ।
জলঞ্চ ক্ষিপতি ব্রহ্মা স তথাপ্রকৃতির্বিভুঃ ॥
অব্যক্তং ক্ষেত্রমুদ্দিষ্টং ব্রহ্মা ক্ষেত্রজ্ঞ উচ্যতে ।
এতৎ সমস্তং জানীয়াৎ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞলক্ষণম্ ॥
ইত্যেষ প্রাকৃতঃ সর্গঃ ক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠিতস্তু সঃ ।
অবুদ্ধিপূর্ব্বঃ প্রথমঃ প্রাদুর্ভূতস্তড়িদযথা ॥

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে ব্রহ্মোৎপত্তি-
র্নাম পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

ষট্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ।

—০:০—

ভগবংস্ত্বণ্ডসম্ভূতির্যথাবৎ কথিতা মম ।
ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মণো জন্ম তথা চোক্তং মহাত্মনঃ ॥
এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং ত্বত্তো ভৃগুকুলোদ্ভব ।
কথং বা সৃষ্টির্ভূতানাং ভবত্যেব পুনর্ব্বিভো ।
কালে বৈ প্রলয়স্যান্তে সর্ব্বস্মিন্নুপসংহৃতে ॥
মার্কণ্ডেয় উবাচ ।
যদা তু প্রকৃতৌ যাতি লয়ং বিশ্বমিদং জগৎ ।
তদোচ্যতে প্রাকৃতোঽয়ং বিদ্বদ্ভিঃ প্রতিসঞ্চরঃ ॥
স্বাত্মন্যবস্থিতেঽব্যক্তে বিকারে প্রতিসংহৃতে ।
প্রকৃতিঃ পুরুষশ্চৈব সাধর্ম্ম্যেণাবতিষ্ঠতঃ ॥
তদা তমশ্চ সত্বঞ্চ সমত্বেন গুণৌ স্থিতৌ ।
অনুদ্রিক্তাবনূনৌ চ তৎপ্রোতৌ চ পরস্পরম্ ॥
তিলেষু বা যথা তৈলং ঘৃতং পয়সি বা স্থিতম্ ।
তথা তমসি সত্বে চ রজোঽপ্যনুসৃতং স্থিতম্ ॥
অহর্মুখে প্রবুদ্ধস্তু জগদাদিরনাদিমান্ ।
সর্ব্বহেতুরচিন্ত্যাত্মা পরঃ কোঽপ্যপরক্রিয়ঃ ॥
প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব প্রাবিশ্যাশু জগৎপতিঃ ।
ক্ষোভয়ামাস যোগেন পরেণ পরমেশ্বরঃ ॥
যথা মদো নবস্ত্রীণাং যথা বা মাধবানিলঃ ।
অনুপ্রবিষ্টঃ ক্ষোভায় তথাসৌ যোগমূর্ত্তিমান্ ॥
প্রধানে ক্ষোভ্যমাণে তু স দেবো ব্রহ্মসংজ্ঞিতঃ ।
সমুৎপন্নোঽণ্ডকোষস্থো যথা তে কথিতং ময়া ॥
স এব ক্ষোভকঃ পূর্ব্বং স ক্ষোভ্যঃ প্রকৃতেঃ পতিঃ
স সঙ্কোচবিকাশাভ্যাং প্রধানত্বেঽপি চ স্থিতঃ ॥
উৎপন্নঃ স জগদ্যোনিরগুণোঽপি রজোগুণম্ ।
ভুঞ্জন্ প্রবর্ত্ততে সর্গে ব্রহ্মত্বং সমুপাশ্রিতঃ ॥
ব্রহ্মত্বে স প্রজাঃ সৃষ্ট্বা ততঃ সত্বাতিরেকবান্ ।
বিষ্ণুত্বমেত্য ধর্ম্মেণ কুরুতে প্রতিপালনম্ ॥
ততস্তমোগুণোদ্রিক্তো রুদ্রত্বে চাখিলং জগৎ ।
উপসংহৃত্য বৈ শেতে ত্রৈকাল্যে ত্রিগুণোঽগুণঃ ॥
যথা প্রাগ্ব্যাপকঃ ক্ষেত্রী পালকো লাবকস্তথা ।
তথা স সংজ্ঞামায়াতি ব্রহ্মবিষ্ণ্বীশকারিণীম্ ॥
ব্রহ্মত্বে সৃজতে লোকান্ রুদ্রত্বে সংহরত্যপি ।
বিষ্ণুত্বে চাপ্যুদাসীনস্তিস্রোঽবস্থাঃ স্বয়ম্ভুবঃ ॥
রজো ব্রহ্মা তমো রুদ্রো বিষ্ণুঃ সত্বং জগৎপতিঃ
এত এব ত্রয়ো দেবা এত এব ত্রয়ো গুণাঃ ॥
অন্যোন্যমিথুনা হ্যেতে অন্যোন্যাশ্রয়িণস্তথা ।
ক্ষণং বিয়োগো ন হ্যেষাং ন ত্যজন্তি পরস্পরম্ ॥
এবং ব্রহ্মা জগৎপূর্ব্বো দেবদেবশ্চতুর্ম্মুখঃ ।
রজোগুণং সমাশ্রিত্য স্রষ্টৃত্বে স ব্যবস্থিতঃ ॥
হিরণ্যগর্ভো দেবাদিরনাদিরুপচারতঃ ।
ভূপদ্মকর্ণিকাসংস্থো ব্রহ্মাগ্রে সমজায়ত ॥
তস্য বর্ষশতং ত্বেকং পরমায়ুর্মহাত্মনঃ ।
ব্রাহ্মেণৈব হি মানেন তস্য সংখ্যাং নিবোধ মে ॥
নিমেষৈর্দ্দশভিঃ কাষ্ঠা তথা পঞ্চভিরুচ্যতে ।
কলাস্ত্রিংশচ্চ বৈ কাষ্ঠা মুহূর্ত্তং ত্রিংশতিঃ কলাঃ ॥
অহোরাত্রং মুহূর্ত্তানাং নৃণাং ত্রিংশত্তু বৈ স্মৃতম্ ।
অহোরাত্রৈশ্চ ত্রিংশদ্ভিঃ পক্ষৌ দ্বৌ মাস উচ্যতে
তৈঃ ষড়্ভিরয়নং বর্ষং দ্বেঽয়নে দক্ষিণোত্তরে ।
তদ্দেবানামহোরাত্রং দিনং তত্রোত্তরায়ণম্ ॥
দিব্যৈর্ব্বর্ষসহস্রৈস্তু কৃতত্রেতাদিসংজ্ঞিতম্ ।

চতুর্যুগং দ্বাদশভিস্তদ্বিভাগং শৃণুষ্ব মে ॥
চত্বারি তু সহস্রাণি বর্ষাণাং কৃতমুচ্যতে।
শতানি সন্ধ্যা চত্বারি সন্ধ্যাংশশ্চ তথাবিধঃ ॥
ত্রেতা ত্রীণি সহস্রাণি দিব্যাব্দানাং শতত্রয়ম্।
তৎসন্ধ্যা তৎসমা চৈব সন্ধ্যাংশশ্চ তথাবিধঃ ॥
দ্বাপরং দ্বে সহস্রে তু বর্ষাণাং দ্বে শতে তথা।
তস্য সন্ধ্যা সমাখ্যাতা দ্বে শতাব্দে তদংশকঃ ॥
কলিঃ সহস্রং দিব্যানামব্দানাং দ্বিজসত্তমঃ।
এষা দ্বাদশসাহস্রী যুগাখ্যা কবিভিঃ কৃতা ॥
এতৎ সহস্রগুণিতমহর্ব্রাহ্ম্যমুদাহৃতম্ ॥
ব্রহ্মণো দিবসে ব্রহ্মন্ মনবঃ স্যুশ্চতুর্দ্দশ।
ভবন্তি ভাগশস্তেষাং সহস্রং তদ্বিভজ্যতে ॥
দেবাঃ সপ্তর্ষয়ঃ সেন্দ্রা মনুস্তৎসূনবো নৃপাঃ।
মনুনা সহ সৃজ্যন্তে সংহ্রিয়ন্তে চ পূর্ব্ববৎ ॥
চতুর্যুগাণাং সংখ্যাতা সাধিকা হ্যেকসপ্ততিঃ।
মন্বন্তরং তস্য সংখ্যাং মানুষাব্দৈর্নিবোধ মে ॥
ত্রিংশৎকোট্যস্তু সম্পূর্ণাঃ সংখ্যাতাঃ সংখ্যয়া দ্বিজ
সপ্তষষ্টিস্তথান্যানি নিযুতানি চ সংখ্যয়া ॥
বিংশতিশ্চ সহস্রাণি কালোঽয়ং সাধিকং বিনা।
এতন্মন্বন্তরং প্রোক্তং দিব্যৈর্ব্বর্ষৈর্নিবোধ মে ॥
অষ্টৌ শতসহস্রাণি দিব্যয়া সংখ্যয়া যুতম্।
দ্বিপঞ্চাশৎ তথান্যানি সহস্রাণ্যধিকানি তু ॥
চতুর্দ্দশগুণো হ্যেষ কালো ব্রাহ্ম্যমহঃ স্মৃতম্।
তস্যান্তে প্রলয়ঃ প্রোক্তো ব্রহ্মন্ নৈমিত্তিকো বুধৈঃ
ভূর্লোকোঽথ ভুবর্লোকঃ স্বর্লোকশ্চ বিনাশিনঃ।
তথা বিনাশমায়াতি মহর্লোকশ্চ তিষ্ঠতি ॥
তদ্বাসিনোঽপি তাপেন জনলোকং প্রয়ান্তি বৈ।
একার্ণবে চ ত্রৈলোক্যে ব্রহ্মা স্বপিতি বৈ নিশি ॥
তৎপ্রমাণৈব সা রাত্রিস্তদন্তে সৃজ্যতে পুনঃ।
এবন্তু ব্রহ্মণো বর্ষমেকং বর্ষশতন্তু তৎ ॥
শতং হি তস্য বর্ষাণাং পরমিত্যভিধীয়তে।
পঞ্চাশদ্ভিস্তথা বর্ষৈঃ পরার্দ্ধমিতি কীর্ত্ত্যতে ॥
এবমস্য পরার্দ্ধন্তু ব্যতীতং দ্বিজসত্তমঃ।
যস্যান্তেঽভূন্মহাকল্পঃ পাদ্ম ইত্যভিবিশ্রুতঃ ॥
দ্বিতীয়স্য পরার্দ্ধস্য বর্ত্তমানস্য বৈ দ্বিজ।
বারাহ ইতি কল্পোঽয়ং প্রথমঃ পরিকল্পিতঃ ॥

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে ব্রহ্মায়ুঃপ্রমাণং নাম ষট্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

—

সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

ক্রৌষ্টুকিরুবাচ।

যথা সসর্জ্জ বৈ ব্রহ্মা ভগবানাদিকৃৎ প্রজাঃ।
প্রজাপতিপতির্দ্দেবস্তন্মে বিস্তরতো বদ ॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

কথয়াম্যেষ তে ব্রহ্মন্ সসর্জ্জ ভগবান্ যথা।
লোককৃচ্ছাশ্বতঃ কৃৎস্নং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্ ॥
পদ্মাবসানে প্রলয়ে নিশাসুপ্তোত্থিতঃ প্রভুঃ।
সত্ত্বোদ্রিক্তস্তদা ব্রহ্মা শূন্যং লোকমবৈক্ষত ॥
ইমঞ্চোদাহরন্ত্যত্র শ্লোকং নারায়ণং প্রতি।
ব্রহ্মস্বরূপিণং দেবং জগতঃ প্রভবাপ্যয়ম্ ॥
আপো নারা বৈ তনব ইত্যপাং নাম শুশ্রুম।
তাসু শেতে স যস্মাচ্চ তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ ॥
বিবুদ্ধঃ সলিলে তস্মিন্ বিজ্ঞায়ান্তর্গতাং মহীম্।
অনুমানাৎ সমুদ্ধারং কর্ত্তুকামস্তদা ক্ষিতেঃ ॥
অকরোৎ স তনূরন্যাঃ কল্পাদিষু যথা পুরা।
মৎস্যকূর্ম্মাদিকাস্তদ্বদ্বারাহং বপুরাস্থিতঃ ॥
বেদযজ্ঞময়ং দিব্যং বেদযজ্ঞময়ো বিভুঃ।
রূপং কৃত্বা বিবেশাপ্সু সর্ব্বগঃ সর্ব্বসম্ভবঃ ॥
সমুদ্ধৃত্য চ পাতালান্মুমোচ সলিলে ভুবম্।
জনলোকস্থিতৈঃ সিদ্ধৈশ্চিন্ত্যমানো জগৎপতিঃ ॥
তস্যোপরি জলৌঘস্য মহতী নৌরিব স্থিতা।
বিততত্বাৎ তু দেহস্য ন মহী যাতি সংপ্লবম্ ॥
ততঃ ক্ষিতিং সমীকৃত্য পৃথিব্যাং সোঽসৃজদ্গিরীন্
প্রাক্সর্গে দহ্যমানে তু তদা সম্বর্ত্তকাগ্নিনা।
তেনাগ্নিনা বিশীর্ণাস্তে পর্ব্বতা ভুবি সর্ব্বশঃ ॥
শৈলা একার্ণবে মগ্না বায়ুনাপস্তু সংহতাঃ।
নিষক্তা যত্র যত্রাসংস্তত্রাচলাঽভবন্ ॥
ভূবিভাগং ততঃ কৃত্বা সপ্তদ্বীপোপশোভিতম্।
ভূরাদ্যাংশ্চতুরো লোকান্ পূর্ব্ববৎ সমকল্পয়ৎ ॥
সৃষ্টিং চিন্তয়তস্তস্য কল্পাদিষু যথা পুরা।
অবুদ্ধিপূর্ব্বকস্তস্মাৎ প্রাদুর্ভূতস্তমোময়ঃ ॥
তমো মোহো মহামোহস্তামিস্রো হ্যন্ধসংজ্ঞিতঃ
অবিদ্যা পঞ্চপর্ব্বৈষা প্রাদুর্ভূতা মহাত্মনঃ ॥
পঞ্চধাবস্থিতঃ সর্গো ধ্যায়তোঽপ্রতিবোধবান্।
বহিরন্তশ্চাপ্রকাশঃ সংবৃতাত্মা নগাত্মকঃ ॥
মুখ্যা নগা যতশ্চোক্তা মুখ্যসর্গস্ততস্ত্বয়ম্।
তং দৃষ্ট্বা সাধকং সর্গমমন্যদপরং পুনঃ ॥

তস্যাভিধ্যায়তঃ সর্গ তির্য্যক্স্রোতো হ্যবর্ত্তত।
যস্মাৎ তির্য্যক্প্রবৃত্তিঃ সা তির্য্যক্স্রোতস্ততঃ স্মৃতঃ
পশ্বাদয়স্তে বিখ্যাতাস্তমঃপ্রায়া হ্যবেদিনঃ।
উৎপথগ্রাহিণশ্চৈব তেঽজ্ঞানে জ্ঞানমানিনঃ॥
অহঙ্কৃতা অহংমানা অষ্টাবিংশদ্বিধাত্মকাঃ।
অন্তঃপ্রকাশাস্তে সর্ব্বে আবৃতাস্তু পরস্পরম্॥
তমপ্যসাধকং মত্বা ধ্যায়তোঽন্যস্ততোঽভবৎ।
ঊর্দ্ধস্রোতস্তৃতীয়স্তু সাত্ত্বিকোর্দ্ধমবর্ত্তত॥
তে সুখপ্রীতিবহুলা বহিরন্তস্ত্বনাবৃতাঃ।
প্রকাশা বহিরন্তশ্চ ঊর্দ্ধস্রোতঃসমুদ্ভবাঃ॥
তুষ্টাত্মনস্তৃতীয়স্তু দেবসর্গো হি স স্মৃতঃ।
তস্মিন্ সর্গেঽভবৎ প্রীতির্নিষ্পন্নে ব্রহ্মণস্তদা॥
ততোঽন্যং স তদা দধ্যৌ সাধকং সর্গমুত্তমম্।
তথাভিধ্যায়তস্তস্য সত্যাভিধ্যায়িনস্ততঃ॥
প্রাদুর্ব্বভৌ তদাব্যক্তাদর্ব্বাক্স্রোতস্তু সাধকঃ।
যস্মাদর্ব্বাগ্ব্যবর্ত্তন্ত ততোঽর্ব্বাক্স্রোতসস্তু তে॥
তে চ প্রকাশবহুলাস্তমোদ্রিক্তা রজোঽধিকাঃ।
তস্মাৎ তে দুঃখবহুলা ভূয়োভূয়শ্চ কারিণঃ।
প্রকাশা বহিরন্তশ্চ মনুষ্যাঃ সাধকাশ্চ তে॥
পঞ্চমোঽনুগ্রহঃ সর্গঃ স চতুর্দ্ধা ব্যবস্থিতঃ।
বিপর্য্যয়েণ সিদ্ধ্যা চ শান্ত্যা তুষ্ট্যা তথৈব চ॥
নির্বৃত্তং বর্ত্তমানঞ্চ তেঽর্থং জানন্তি বৈ পুনঃ।
ভূতাদিকানাং ভূতানাং ষষ্ঠঃ সর্গঃ স উচ্যতে॥
তে পরিগ্রহিণঃ সর্ব্বে সংবিভাগরতাস্তথা।
চোদনাশ্চাপ্যশীলাশ্চ জ্ঞেয়া ভূতাদিকাশ্চ তে॥
প্রথমো মহতঃ সর্গো বিজ্ঞেয়ো ব্রহ্মণস্তু সঃ।
তন্মাত্রাণাং দ্বিতীয়স্তু ভূতসর্গঃ স উচ্যতে॥
বৈকারিকস্তৃতীয়স্তু সর্গশ্চৈন্দ্রিয়কঃ স্মৃতঃ।
ইত্যেষ প্রাকৃতঃ সর্গঃ সম্ভূতো বুদ্ধিপূর্ব্বকঃ॥
মুখ্যসর্গশ্চতুর্থস্তু মুখ্যা বৈ স্থাবরাঃ স্মৃতাঃ।
তির্য্যক্স্রোতস্তু যঃ প্রোক্তস্তির্য্যগ্‌যোন্যঃ স পঞ্চমঃ
ততোঽর্দ্ধস্রোতসাং ষষ্ঠো দেবসর্গস্তু স স্মৃতঃ।
ততোঽর্ব্বাক্স্রোতসাং সর্গঃ সপ্তমঃ স তু মানুষঃ॥
অষ্টমোঽনুগ্রহঃ সর্গঃ সাত্ত্বিকস্তামসশ্চ সঃ।
পঞ্চৈতে বৈকৃতাঃ সর্গাঃ প্রাকৃতাস্তু ত্রয়ঃ স্মৃতাঃ॥
প্রাকৃতো বৈকৃতশ্চৈব কৌমারো নবমঃ স্মৃতঃ।
ইত্যেতে বৈ সমাখ্যাতা নব সর্গাঃ প্রজাপতেঃ॥
ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে প্রাকৃতবৈকৃতসর্গো নাম সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

——

অষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

—০ঃ০—

ক্রোষ্টুকিরুবাচ।

সমাসাৎ কথিতা সৃষ্টিঃ সম্যগ্ ভগবতা মম।
দেবাদীনাং ভবং ব্রহ্মন্ বিস্তরাৎ তু ব্রবীহি মে॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

কুশলাকুশলৈর্ব্রহ্মন্ ভাবিতা পূর্ব্বকর্ম্মভিঃ।
খ্যাতা তথা হ্যনির্ম্মুক্তাঃ প্রলয়ে হ্যুপসংহৃতাঃ॥
দেবাদ্যাঃ স্থাবরান্তাশ্চ প্রজা ব্রহ্মংশ্চতুর্ব্বিধাঃ।
ব্রহ্মণঃ কুর্ব্বতঃ সৃষ্টিং জজ্ঞিরে মানসাস্তদাঃ॥
ততো দেবাসুরপিতৄন্ মানুষাংশ্চ চতুষ্টয়ম্।
সিসৃক্ষুরম্ভাংস্যেতানি স্বমাত্মানমযূযুজৎ॥
যুক্তাত্মনস্তমোমাত্রা উদ্রিক্তাভূৎ প্রজাপতেঃ।
সিসৃক্ষোর্জ্জঘনাৎ পূর্ব্বমসুরা জজ্ঞিরে ততঃ॥
উৎসসর্জ্জ ততস্তান্তু তমোমাত্রাত্মিকাং তনুম্।
সাপবিদ্ধা তনুস্তেন সদ্যো রাত্রিরজায়ত॥
অন্যাং তনুমুপাদায় সিসৃক্ষুঃ প্রীতিমাপ সঃ।
সত্ত্বোদ্রেকাস্ততো দেবা মুখতস্তস্য জজ্ঞিরে॥
উৎসসর্জ্জ চ ভূতেশস্তনুং তামপ্যসৌ বিভুঃ।
সা চাপবিদ্ধা দিবসং সত্ত্বপ্রায়মজায়ত॥
সত্ত্বমাত্রাত্মিকামেব ততোঽন্যাং জগৃহে তনুম্।
পিতৃবন্মন্যমানস্য পিতরস্তস্য জজ্ঞিরে॥
সৃষ্ট্বা পিতৄনুৎসসর্জ্জ তনুং তামপি স প্রভুঃ।
সা চোৎসৃষ্টাভবৎ সন্ধ্যা দিননক্তান্তরস্থিতা॥
রজোমাত্রাত্মিকামন্যাং তনুং ভেজেঽথ স প্রভুঃ।
ততো মনুষ্যাঃ সম্ভূতা রজোমাত্রাসমুদ্ভবাঃ॥
সৃষ্ট্বা মনুষ্যান্ স বিভুরুৎসসর্জ্জ তনুং ততঃ।
জ্যোৎস্না সমভবৎ সা চ নক্তান্তেঽহর্ম্মুখে চ যা॥
ইত্যেতাস্তনবস্তস্য দেবদেবস্য ধীমতঃ।
খ্যাতা রাত্র্যহনী চৈব সন্ধ্যা জ্যোৎস্না চ বৈ দ্বিজ॥
জ্যোৎস্না সন্ধ্যা তথৈবাহঃ সত্ত্বমাত্রাত্মকং ত্রয়ম্।
তমোমাত্রাত্মিকা রাত্রিঃ সা বৈ তস্মাৎ ত্রিযামিকা
তস্মাদ্দেবা দিবা রাত্রাবসুরাস্তু বলান্বিতাঃ।
জ্যোৎস্নাগমে চ মনুজাঃ সন্ধ্যায়াং পিতরস্তথা॥
ভবন্তি বলিনোঽধৃষ্যা বিপক্ষাণাং ন সংশয়ঃ।
তদ্বিপর্য্যয়মাসাদ্য প্রয়ান্তি চ বিপর্য্যয়ম্॥
জ্যোৎস্না রাত্র্যহনী সন্ধ্যা চত্বার্য্যেতানি বৈ প্রভোঃ
ব্রহ্মণস্তু শরীরাণি ত্রিগুণোপশ্রিতানি তু॥
চত্বার্য্যেতান্যথোৎপাদ্য তনুমন্যাং প্রজাপতিঃ।

রজস্তমোময়ীং রাত্রৌ জগৃহে ক্ষুত্তৃড়ন্বিতঃ॥
তদন্ধকারে ক্ষুৎক্ষামানসৃজন্তগবানজঃ।
বিরূপান্ শ্মশ্রুলানস্তু মারব্ধাস্তে চ তাং তনুম্॥
রক্ষাম ইতি তেভ্যোঽহস্তে য উচুস্তে তু রাক্ষসাঃ।
যক্ষাম ইতি যে চোচুস্তে যক্ষা যক্ষণাদ্দ্বিজ॥
তান্ দৃষ্ট্বা হ্যপ্রিয়েণাস্য কেশাঃ শীর্য্যন্ত বেধসঃ।
সমারোহণহীনাশ্চ শিরসো ব্রহ্মণস্তু তে।
সর্পণাৎ তেঽভবন্ সর্পা হীনত্বাদহয়ঃ স্মৃতাঃ॥
সর্পান্ দৃষ্ট্বা ততঃ ক্রোধাৎ ক্রোধাত্মানো বিনির্ম্মমে
বর্ণেন কপিলেনোগ্রাস্তে ভূতাঃ পিশিতাশনাঃ॥
ধ্যায়তো গাং ততস্তস্য গন্ধর্ব্বা জজ্ঞিরে সুতাঃ।
জজ্ঞিরে পিবতো বাচং গন্ধর্ব্বাস্তেন তে স্মৃতাঃ॥
অষ্টাস্বেতাসু সৃষ্টাসু দেবযোনিষু স প্রভুঃ॥
ততঃ স্বদেহতোঽন্যানি বয়াংসি পশবোঽসৃজৎ।
মুখতোঽজাঃ সসর্জ্জাথ বক্ষসশ্চাবয়োঽসৃজৎ।
গাবশ্চৈবোদরাদ্ব্রহ্মা পার্শ্বাভ্যাঞ্চ বিনির্ম্মমে॥
পদ্ভ্যাঞ্চাশ্বান্ সমাতঙ্গান্ রাসভাঞ্শশকান্ মৃগান্।
উষ্ট্রানশ্বতরাংশ্চৈব নানারূপাশ্চ জাতয়ঃ॥
ওষধ্যঃ ফলমূলিন্যো রোমভ্যস্তস্য জজ্ঞিরে॥
এবং পশ্বোষধীঃ সৃষ্ট্বা হ্যযজচ্চাধ্বরে বিভুঃ।
তস্মাদাদৌ তু কল্পস্য ত্রেতাযুগমুখে তদা॥
গৌরজো মহিষো মেষঃ অশ্বাশ্বতরগর্দ্দভাঃ।
এতান্ গ্রাম্যান্ পশূনাহুরারণ্যাংশ্চ নিবোধ মে॥
শ্বাপদং দ্বিখুরং হস্তী বানরাঃ পক্ষিপঞ্চমাঃ।
ঔদকাঃ পশবঃ ষষ্ঠাঃ সপ্তমাস্তু সরীসৃপাঃ॥
গায়ত্রীঞ্চ তৃচঞ্চৈব ত্রিবৃৎ সাম রথন্তরম্।
অগ্নিষ্টোমঞ্চ যজ্ঞানাং নির্ম্মমে প্রথমান্মুখাৎ॥
যজূংষি ত্রৈষ্টুভং ছন্দঃ স্তোমং পঞ্চদশং তথা।
বৃহৎসাম তথোক্‌থঞ্চ দক্ষিণাদসৃজন্মুখাৎ॥
সামানি জগতীচ্ছন্দঃ স্তোভং পঞ্চদশং তথা।
বৈরূপমতিরাত্রঞ্চ নির্ম্মমে পশ্চিমান্মুখাৎ॥
একবিংশমথর্ব্বাণমাপ্তোর্য্যামাণমেব চ।
অনুষ্টুভং সবৈরাজমুত্তরাদসৃজন্মুখাৎ॥
বিদ্যুতোঽশনিমেঘাংশ্চ রোহিতেন্দ্রধনূংষি চ।
বয়াংসি চ সসর্জ্জাদৌ কল্পস্য ভগবান্ বিভুঃ॥
উচ্চাবচানি ভূতানি গাত্রেভ্যস্তস্য জজ্ঞিরে।
সৃষ্ট্বা চতুষ্টয়ং পূর্ব্বং দেবাসুরপিতৄন্ প্রজাঃ॥
ততোঽসৃজৎ স ভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ।
যক্ষান্ পিশাচান্ গন্ধর্ব্বাংস্তথৈবাপ্সরসাংগণান্॥
নরকিন্নররক্ষাংসি বয়ঃপশুমৃগোরগান্।
অব্যয়ঞ্চ ব্যয়ঞ্চৈব যদিদং স্থাণু জঙ্গমম্॥
তেষাং যে যানি কর্ম্মাণি প্রাক্ সৃষ্টেঃ প্রতিপেদিরে।
তান্যেব প্রতিপদ্যন্তে সৃজ্যমানাঃ পুনঃ পুনঃ॥
হিংস্রাহিংস্রে মৃদুক্রূরে ধর্ম্মাধর্ম্মাবৃতানৃতে।
তদ্ভাবিতাঃ প্রপদ্যন্তে তস্মাৎ তৎ তস্য রোচতে॥
ইন্দ্রিয়ার্থেষু ভূতেষু শরীরেষু চ স প্রভুঃ।
নানাত্বং বিনিয়োগঞ্চ ধাতৈব ব্যদধাৎ স্বয়ম্॥
নাম রূপঞ্চ ভূতানাং কৃত্যানাঞ্চ প্রপঞ্চনম্।
বেদশব্দেভ্য এবাদৌ দেবাদীনাং চকার সঃ॥
ঋষীণাং নামধেয়ানি যাশ্চ দেবেষু সৃষ্টয়ঃ।
শর্ব্বর্য্যন্তে প্রসূতানামনোষাঞ্চ দদাতি সঃ॥
যথর্ত্তাবৃতুলিঙ্গানি নানারূপাণি পর্য্যয়ে।
দৃশ্যন্তে তানি তান্যেব তথা ভাবা যুগাদিষু॥
এবংবিধাঃ সৃষ্টয়স্তু ব্রহ্মণোঽব্যক্তজন্মনঃ।
শর্ব্বর্য্যন্তে প্রবুদ্ধস্য কল্পে কল্পে ভবন্তিবৈ॥

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে সৃষ্টিপ্রকরণে-
ষষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

একোনপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

—০:০—

ক্রোষ্টুকিরুবাচ।

অর্ব্বাক্স্রোতস্তু কথিতো ভবতা যস্তু মানুষঃ।
ব্রহ্মন্ বিস্তরতো ব্রূহি ব্রহ্মা সমসৃজদ্যথা॥
যথা চ বর্ণানসৃজদ্যদ্‌গুণাশ্চ মহামতে।
যচ্চ যেষাং স্মৃতং কর্ম্ম বিপ্রাদীনাং বদস্ব তৎ॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ব্রহ্মণঃ সৃজতঃ পূর্ব্বং সত্যাভিধ্যায়িনস্তথা।
মিথুনানাং সহস্রন্তু মুখাৎ সোঽথাসৃজন্মুনে॥
জাতাস্তে হ্যুপপদ্যন্তে সত্ত্বোদ্রিক্তাঃ সচেতসঃ।
সহস্রমন্যদ্বক্ষস্তো মিথুনানাং সসর্জ্জ হ॥
তে সর্ব্বে রজসোদ্রিক্তাঃ শুষ্মিণশ্চাপ্যমর্ষিণঃ।
সসর্জ্জান্যৎ সহস্রন্তু দ্বন্দ্বানামূরুতঃ পুনঃ॥
রজস্তমোভ্যামুদ্রিক্তা ঈহাশীলাস্তু তে স্মৃতাঃ।
পদ্ভ্যাং সহস্রমন্যচ্চ মিথুনানাং সসর্জ্জ হ॥
উদ্রিক্তাস্তমসা সর্ব্বে নিঃশ্রীকা হ্যল্পচেতসঃ।
ততঃ সংহর্ষমাণাস্তে দ্বন্দ্বোৎপন্নাস্তু প্রাণিনঃ॥
অন্যোন্যহৃচ্ছয়াবিষ্টা মৈথুনায়োপচক্রমুঃ।
ততঃপ্রভৃতি কল্পেঽস্মিন্ মিথুনানাং হি সম্ভবঃ॥
মাসি মাস্যার্ত্তবং যৎ তু ন তদাসীৎ তু যোষিতাম্

তস্মাৎ তদা ন স্রুবুঃ সেবিতৈরপি মৈথুনৈঃ ॥
আয়ুষোঽন্তে প্রসূয়ন্তে মিথুনান্যেব তাঃ সকৃৎ ।
ততঃ প্রভৃতি কল্পেঽস্মিন্ মিথুনানাং হি সম্ভবঃ ॥
ধ্যানেন মনসা তাসাং প্রজানাং জায়তে সকৃৎ ।
শব্দাদির্বিষয়ঃ শুদ্ধঃ প্রত্যেকং পঞ্চলক্ষণম্ ॥
ইত্যেষা মানসী সৃষ্টির্যা পূর্ব্বং বৈ প্রজাপতেঃ ।
তস্যান্ববায়সম্ভূতা যৈরিদং পূরিতং জগৎ ॥
সরিৎসরঃসমুদ্রাংশ্চ সেবন্তে পর্ব্বতানপি ।
তাস্তদা হ্যল্পশীতোষ্ণা যুগে তস্মিংশ্চরন্তি বৈ ॥
তৃপ্তিং স্বাভাবিকীং প্রাপ্তা বিষয়েষু মহামতে ।
ন তাসাং প্রতিঘাতোঽস্তি ন দ্বেষো নাপি মৎসরঃ
পর্ব্বতোদধিসেবিন্যো হ্যনিকেতাস্তু সর্ব্বশঃ ।
তা বৈ নিষ্কামচারিণ্যো নিত্যং মুদিতমানসাঃ ॥
পিশাচোরগরক্ষাংসি তথা মৎসরিণো জনাঃ ।
পশবঃ পক্ষিণশ্চৈব নক্রা মৎস্যা সরীসৃপাঃ ॥
অবারকা হ্যণ্ডজা বা তে হ্যধর্ম্মপ্রসূতয়ঃ ।
ন মূলফলপুষ্পাণি নার্ত্তবা বৎসরাণি চ ॥
সর্ব্বকালসুখঃ কালো নাত্যর্থং ঘর্ম্মশীততা ।
কালেন গচ্ছতা তেষাং চিত্রা সিদ্ধিরজায়ত ॥
ততশ্চ তেষাং পূর্ব্বাহ্ণে মধ্যাহ্নে চ বিতৃপ্ততা ।
পুনস্তথেচ্ছতাং তৃপ্তিরনায়াসেন সাভবৎ ॥
ইচ্ছতাঞ্চ তথায়াসো মনসঃ সমজায়ত ।
অপাং সৌক্ষ্ম্যাৎ ততস্তাসাং সিদ্ধির্নানা রসোল্লসা ॥
সমজায়ত চৈবান্যা সর্ব্বকামপ্রদায়িনী ।
অসংস্কার্য্যৈঃ শরীরৈশ্চ প্রজাস্তাঃ স্থিরযৌবনাঃ ॥
তাসাং বিনা তু সঙ্কল্পং জায়ন্তে মিথুনাঃ প্রজাঃ ।
সমং জন্ম চ রূপঞ্চ ম্রিয়ন্তে চৈব তাঃ সমম্ ॥
অনিচ্ছাদ্বেষসংযুক্তা বর্ত্তন্তে তু পরস্পরম্ ।
তুল্যরূপায়ুষঃ সর্ব্বা অধমোত্তমতাং বিনা ॥
চত্বারি তু সহস্রাণি বর্ষাণাং মানুষাণি তু ।
আয়ুঃপ্রমাণং জীবন্তি ন চ ক্লেশাদ্বিপত্তয়ঃ ॥
সুখাৎ সুখতরঃ কালস্তাসাং বৈ নিয়তস্থিরঃ ।
নাভাবো বিদ্যতে তেষাং নানাভাবস্তথাপি বা ॥
কালেন গচ্ছতা নাশমুপয়ান্তি যথা প্রজাঃ ॥
তথা তাঃ ক্রমশো নাশং জগ্মুঃ সর্ব্বত্র সিদ্ধয়ঃ ।
তাসু সর্ব্বাসু নষ্টাসু নভসঃ প্রচ্যুতা নরাঃ ॥
প্রায়শঃ কল্পবৃক্ষাস্তে সম্ভূতা গৃহসংজ্ঞিতাঃ ।
সর্ব্বপ্রত্যুপভোগশ্চ তাসাং তেভ্যঃ প্রজায়তে ॥
বর্ত্তয়ন্তি স্ম তেভ্যস্তাস্ত্রেতাযুগমুখে তদা ।
ততঃ কালেন বৈ রাগস্তাসামাকস্মিকোঽভবৎ ॥
মাসি মাস্যার্ত্তবোৎপত্ত্যা গর্ভোৎপত্তিঃ পুনঃ পু
রাগোৎপত্ত্যা ততস্তাসাং বৃক্ষাস্তে গৃহসংজ্ঞিতাঃ
ব্রহ্মন্নন্যপরেষান্তু পেতুঃ শাখা মহীরুহাম্ ।
বস্ত্রাণি চ প্রসূয়ন্তে ফলেম্বাভরণানি চ ॥
তেষ্বেব জায়তে তেষাং গন্ধবর্ণরসান্বিতম্ ।
অমাক্ষিকং মহাবীর্য্যং পুটকে পুটকে মধু ॥
তেন বা বর্ত্তয়ন্তি স্ম মুখে ত্রেতাযুগস্য বৈ ।
ততঃ কালান্তরেণৈব পুনর্লোভান্বিতাস্তু তাঃ ॥
বৃক্ষাংস্তাঃ পর্য্যগৃহ্নন্ত মমত্বাবিষ্টচেতসঃ ।
নেশুস্তেনাপচারেণ তেঽপি তাসাং মহীরুহাঃ ॥
ততো দ্বন্দ্বান্যজায়ন্ত শীতোষ্ণক্ষুন্মুখানি বৈ ।
তাস্তু দ্বন্দ্বোপঘাতার্থং চক্রুঃ পূর্ব্বং পুরাণি তু ॥
মরুধন্বসু দুর্গেষু পর্ব্বতেষু দরীষু চ ।
সংশ্রয়ন্তি চ দুর্গাণি বার্ক্ষং পার্ব্বতমৌদকম্ ॥
কৃত্রিমঞ্চ তথা দুর্গং মিত্বা মিত্রাত্মনোঽঙ্গুলৈঃ ।
মানার্থানি প্রমাণানি তাস্তু পূর্ব্বং প্রচক্রিরে ॥
পরমাণুঃ পরং সূক্ষ্মং ত্রসরেণুর্ম্মহীরজঃ ।
বালাগ্রঞ্চৈব নিক্ষাঞ্চ যূকাঞ্চাথ যবোদরম্ ॥
একাদশগুণং তেষাং যবমধ্যং তথাঙ্গুলম্ ।
ষড়ঙ্গুলং পদং তচ্চ বিতস্তি দ্বিগুণং স্মৃতম্ ॥
দ্বে বিতস্তী তথা হস্তো ব্রাহ্ম্যাতীর্থাদিবেষ্টনম্ ।
চতুর্হস্তং ধনুর্দ্দণ্ডো নাড়িকাযুগমেব চ ॥
ধনুষাং দ্বে সহস্রে তু গব্যূতিস্তচ্চতুর্গুণম্ ।
প্রোক্তঞ্চ যোজনং প্রাজ্ঞৈঃ সংখ্যানার্থমিদং পরম্
চতুর্ণামথ দুর্গাণাং স্বসমুত্থানি ত্রীণি তু ।
চতুর্থং কৃত্রিমং দুর্গং তচ্চ কুর্য্যাৎ সতস্তু তে ॥
পুরঞ্চ খেটকঞ্চৈব তদ্বদ্‌দ্রোণীমুখং দ্বিজঃ ।
শাখানগরকঞ্চাপি তথা কর্ব্বটকং ত্রয়ী ॥
গ্রামসজ্ঞোষবিন্যাসং তেষু চাবসথান্ পৃথক্ ।
সোৎসেধবপ্রকারঞ্চ সর্ব্বতঃ পরিখাবৃতম্ ॥
যোজনার্দ্ধার্দ্ধবিষ্কম্ভমষ্টভাগায় তং পুরম্ ।
প্রাগুদক্প্লবনং শস্তং শুদ্ধবংশবহির্গমম্ ।
তদর্দ্ধেন তথা খেটং তৎপাদেন চ কর্ব্বটম্ ।
ন্যূনং দ্রোণীমুখং তস্মাদষ্টভাগেন চোচ্যতে ॥
শাখানগরকঞ্চান্যন্মন্ত্রিসামন্তভুক্তিমৎ ॥
তথা শূদ্রজনপ্রায়াঃ স্বসমৃদ্ধিকৃষীবলাঃ ।
ক্ষেত্রোপভোগ্যভূমধ্যে বসতির্গ্রামসংজ্ঞিতা ॥
অন্যস্মান্নগরাদের্যা কার্য্যমুদ্দিশ্য মানবঃ ।
ক্রিয়তে বসতিঃ সা বৈ বিজ্ঞেয়া বসতির্নরৈঃ ॥
দুষ্টপ্রায়ো বিনা ক্ষেত্রৈঃ পরভূমিচরো বলী ।

গ্রাম এবাক্রিমীসংজ্ঞো রাজবল্লভসংশ্রয়ঃ ॥
ত এবং নগরাদীংস্তু কৃত্বা বাসার্থমাত্মনঃ।
নিকেতনানি দ্বন্দ্বানাং চক্রুরাবসথায় বৈ ॥
গৃহাকারা যথা পূর্ব্বং তেষামাসন্ মহীরুহাঃ।
তথা সংস্মৃত্য তৎ সর্ব্বং চক্রুর্বেশ্মানি তাঃ প্রজাঃ ॥
বৃক্ষস্যৈবং গতাঃ শাখাস্তথৈবঞ্চাপরা গতাঃ।
নতাশ্চৈবোন্নতাশ্চৈব তদ্বচ্ছালাঃ প্রচক্রিরে ॥
যাঃ শাখাঃ কল্পবৃক্ষাণাং পূর্ব্বমাসন্ দ্বিজোত্তম।
তা এব শাখা গেহানাং শালাত্বং তেন তাসু তৎ
কৃত্বা দ্বন্দ্বোপঘাতং তে বার্ত্তোপায়মচিন্তয়ন্।
নষ্টেষু মধুনা সার্দ্ধং কল্পবৃক্ষেষ্বশেষতঃ ॥
বিষাদব্যাকুলাস্তা বৈ প্রজাস্তৃষ্ণাক্ষুধার্দ্দিতাঃ।
ততঃ প্রাদুর্ব্বভৌ তাসাং সিদ্ধিস্ত্রেতামুখে তদা ॥
বার্ত্তাস্বসাধিতা হ্যন্যা বৃষ্টিস্তাসাং নিকামতঃ।
তাসাং বৃষ্ট্যুদকানীহ যানি নিম্নগতানি বৈ ॥
বৃষ্ট্যাবরুদ্ধৈরভবৎ স্রোতঃখাতানি নিম্নগাঃ।
যে পুরস্তাদপাং স্তোকা আপন্নাঃ পৃথিবীতলে ॥
ততো ভূমেশ্চ সংযোগাদোষধ্যস্তাস্তদাভবন্।
অফালকৃষ্টাশ্চানুপ্তা গ্রাম্যারণ্যাশ্চতুর্দ্দশ ॥
ঋতুপুষ্পফলাশ্চৈব বৃক্ষা গুল্মাশ্চ জজ্ঞিরে।
প্রাদুর্ভাবস্তু ত্রেতায়ামাদ্যোঽয়মোষধস্য তু ॥
তেনৌষধেন বর্ত্তন্তে প্রজাস্ত্রেতাযুগে মুনে।
রাগলোভৌ সমাসাদ্য প্রজাশ্চাকস্মিকৌ তদা ॥
ততস্তাঃ পর্য্যগৃহ্নন্ত নদীক্ষেত্রাণি পর্ব্বতান্।
বৃক্ষগুল্মৌষধীশ্চৈবমাত্মন্যায়াদ্যথাবলম্ ॥
তেন দোষেণ তা নেশুরোষধ্যো মিষতাং দ্বিজ।
অগ্রসন্তূর্যুগপৎ তাস্তদৌষধ্যো মহামতে ॥
পুনস্তাসু প্রনষ্টাসু বিভ্রান্তাস্তাঃ পুনঃ প্রজাঃ।
ব্রহ্মাণং শরণং জগ্মুঃ ক্ষুধার্ত্তাঃ পরমেষ্ঠিনম্ ॥
স চাপি তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা তদা গ্রস্তাং বসুন্ধরাম্।
বৎসং কৃত্বা সুমেরুন্তু দুদোহ ভগবান্ বিভুঃ ॥
দুগ্ধেয়ং গৌস্তদা তেন শস্যানি পৃথিবীতলে।
জজ্ঞিরে তানি বীজানি গ্রাম্যারণ্যাস্তু তাঃ পুনঃ
ওষধ্যঃ ফলপাকান্তা গণাঃ সপ্তদশ স্মৃতাঃ।
ব্রীহয়শ্চ যবাশ্চৈব গোধূমা অণবস্তিলাঃ ॥
প্রিয়ঙ্গবো হ্যুদারাশ্চ কোরদূষাঃ সচীনকাঃ।
মাষা মুদ্গা মসূরাশ্চ নিষ্পাবাঃ সকুলত্থকাঃ ॥
আঢ়কাশ্চণকাশ্চৈব গণাঃ সপ্তদশ স্মৃতাঃ।
ইত্যেতা ওষধীনান্তু গ্রাম্যাণাং জাতয়ঃ পুরা ॥
ওষধ্যো যজ্ঞিয়াশ্চৈব গ্রাম্যারণ্যাশ্চতুর্দ্দশ।
ব্রীহয়শ্চ যবাশ্চৈব গোধূমা অণবস্তিলাঃ ॥
প্রিয়ঙ্গুসপ্তমা হ্যেতে অষ্টমাস্তু কুলত্থকাঃ।
শ্যামাকাস্ত্বথ নীবারা যত্তিলাঃ সগবেধুকাঃ ॥
কুরুবিন্দা মর্কটকাস্তথা বেণুযবাশ্চ যে।
গ্রাম্যারণ্যাঃ স্মৃতা হ্যেত ওষধ্যশ্চ চতুর্দ্দশ ॥
যদা প্রসৃষ্টা ওষধ্যো ন প্ররোহন্তি তাঃ পুনঃ।
ততঃ স তাসাং বৃদ্ধ্যর্থং বার্ত্তোপায়ং চকার হ ॥
ব্রহ্মা স্বয়ম্ভুর্ভগবান্ হস্তসিদ্ধিঞ্চ কর্ম্মজাম্।
ততঃপ্রভৃত্যথৌষধ্যঃ কৃষ্টপচ্যাস্তু জজ্ঞিরে ॥
সংসিদ্ধায়াস্তু বার্ত্তায়াং ততস্তাসাং স্বয়ংপ্রভু।
মর্য্যাদাং স্থাপয়ামাস যথান্যায়ং যথাগুণম্ ॥
বর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ ধর্ম্মান্ ধর্ম্মভৃতাং বর।
লোকানাং সর্ব্ববর্ণানাং সম্যগ্ধর্ম্মার্থপালিনাম্ ॥
প্রাজাপত্যং ব্রাহ্মণানাং স্মৃতং স্থানং ক্রিয়াবতাম্
স্থানমৈন্দ্রং ক্ষত্রিয়াণাং সংগ্রামেষ্বপলায়িনাম্ ॥
বৈশ্যানাং মারুতং স্থানং স্বধর্ম্মমনুবর্ত্ততাম্।
গান্ধর্ব্বং শূদ্রজাতীনাং পরিচর্য্যানুবর্ত্ততাম্ ॥
অষ্টাশীতিসহস্রাণামৃষীণামূর্দ্ধরেতসাম্।
স্মৃতং তেষান্তু যৎ স্থানং তদেব গুরুবাসিনাম্ ॥
সপ্তর্ষীণান্তু যৎ স্থানং স্মৃতং তদ্বৈ বনৌকসাম্।
প্রাজাপত্যং গৃহস্থানাং ন্যাসিনাং ব্রহ্মণঃ ক্ষয়ম্।
যোগিনামমৃতং স্থানমিতি বৈ স্থানকল্পনা ॥

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে সৃষ্টিপ্রকরণে
একোনপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

—:০:—

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ততোঽভিধ্যায়তস্তস্য জজ্ঞিরে মানসীঃ প্রজাঃ।
তচ্ছরীরসমুৎপন্নৈঃ কার্য্যৈস্তৈঃ কারণৈঃ সহ ॥
ক্ষেত্রজ্ঞাঃ সমবর্ত্তন্ত গাত্রেভ্যস্তস্য ধীমতঃ।
তে সর্ব্বে সমবর্ত্তন্ত যে ময়া প্রাগুদাহৃতাঃ ॥
দেবাদ্যাঃ স্থাবরান্তাশ্চ ত্রৈগুণ্যবিষয়াঃ স্মৃতাঃ।
এবম্ভূতানি সৃষ্টানি স্থাবরাণি চরাণি চ ॥
যদাস্য তাঃ প্রজাঃ সর্ব্বা ন ব্যবর্দ্ধন্ত ধীমতঃ।
অথান্যান্ মানসান্ পুত্রান্ সদৃশানাত্মনোঽসৃজৎ
ভৃগুং পুলস্ত্যং পুলহং ক্রতুমঙ্গিরসং তথা।
মরীচিং দক্ষমত্রিঞ্চ বশিষ্ঠঞ্চৈব মানসম্ ॥
নব ব্রহ্মাণ ইত্যেতে পুরাণে নিশ্চয়ং গতাঃ।

ততোঽসৃজৎ পুনর্ব্রহ্মা রুদ্রং ক্রোধাত্মসম্ভবম্ ॥
সঙ্কল্পঞ্চৈব ধর্ম্মঞ্চ পূর্ব্বেষামপি পূর্ব্বজম্ ।
সনন্দনাদয়ো যে চ পূর্ব্বং সৃষ্টাঃ স্বয়ম্ভুবা ॥
ন তে লোকেষু সজ্জন্তে নিরপেক্ষাঃ সমাহিতাঃ
সর্ব্বে তেঽনাগতজ্ঞানা বীতরাগা বিমৎসরাঃ ॥
তেষ্বেবং নিরপেক্ষেষু লোকসৃষ্টৌ মহাত্মনঃ ।
ব্রহ্মণোঽভূন্মহাক্রোধস্তত্রোৎপন্নোঽর্কসন্নিভঃ ॥
অর্দ্ধনারীনরবপুঃ পুরুষোঽতিশরীরবান্ ।
বিভজাত্মানমিত্যুক্ত্বা স তদান্তর্দধে ততঃ ॥
স চোক্তো বৈ পৃথক্ স্ত্রীত্বং পুরুষত্বং তথাকরোৎ ।
বিভেদ পুরুষত্বঞ্চ দশধা চৈকধা তু সঃ ॥
সৌম্যাসৌম্যৈস্তথা শান্তৈঃ পুংস্ত্বং স্ত্রীত্বঞ্চ স প্রভুঃ
বিভেদ বহুধা দেবঃ পুরুষৈরসিতৈঃ সিতৈঃ ॥
ততো ব্রহ্মাত্মসম্ভূতং পূর্ব্বং স্বায়ম্ভুবং প্রভুঃ ।
আত্মনঃ সদৃশং কৃত্বা প্রজাপালো মনুং দ্বিজঃ ॥
শতরূপাঞ্চ তাং নারীং তপোনির্ধূতকল্মষাম্ ।
স্বায়ম্ভুবো মনুর্দ্দেবঃ পত্নীত্বে জগৃহে বিভুঃ ॥
তস্মাচ্চ পুরুষাৎ পুত্রৌ শতরূপা ব্যজায়ত ।
প্রিয়ব্রতোত্তানপাদৌ প্রখ্যাতাবাত্মকর্ম্মভিঃ ॥
কন্যে দ্বে চ তথা ঋদ্ধিং প্রসূতিঞ্চ ততঃ পিতা ।
দদৌ প্রসূতিং দক্ষায় তথা ঋদ্ধিং রুচেঃ পুরা ॥
প্রজাপতিঃ স জগ্রাহ তয়োর্যজ্ঞঃ সদক্ষিণঃ ।
পুত্রো জজ্ঞে মহাভাগ দম্পতী মিথুনং ততঃ ॥
যজ্ঞস্তু দক্ষিণায়ান্তু পুত্রা দ্বাদশ জজ্ঞিরে ।
যামা ইতি সমাখ্যাতা দেবাঃ স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে ॥
প্রসূত্যাঞ্চ তথা দক্ষশ্চতস্রো বিংশতিস্তথা ॥
সসর্জ্জ কন্যাস্তাসাঞ্চ সম্যঙ্ নামানি মে শৃণু ।
শ্রদ্ধা লক্ষ্মীর্ধৃতিস্তুষ্টিঃ পুষ্টির্ম্মেধা ক্রিয়া তথা ॥
বুদ্ধির্লজ্জা বপুঃ শান্তিঃ সিদ্ধিঃ কীর্ত্তিস্ত্রয়োদশী ।
পত্ন্যর্থে প্রতিজগ্রাহ ধর্ম্মো দাক্ষায়ণীঃ প্রভুঃ ॥
তাভ্যঃ শিষ্টা যবীয়স্য একাদশ সুলোচনাঃ ।
খ্যাতিঃ সত্যাথ সম্ভূতিঃ স্মৃতিঃ প্রীতিস্তথা ক্ষমা ॥
ভৃগুর্ভবো মরীচিশ্চ তথা চৈবাঙ্গিরা মুনিঃ ॥
পুলস্ত্যঃ পুলহশ্চৈব ক্রতুশ্চ ঋষয়স্তথা ।
বশিষ্ঠোঽত্রিস্তথা বহ্নিঃ পিতরশ্চ যথাক্রমম্ ॥
খ্যাত্যাদ্যা জগৃহুঃ কন্যা মুনয়ো মুনিসত্তমাঃ ।
শ্রদ্ধা কামং শ্রীশ্চ দর্পং নিয়মং ধৃতিরাত্মজম্ ॥
সন্তোষঞ্চ তথা তুষ্টির্লোভং পুষ্টিরজায়ত ।
মেধা শ্রুতং ক্রিয়া দণ্ডং নয়ং বিনয়মেব চ ॥
বোধং বুদ্ধিস্তথা লজ্জা বিনয়ং বপুরাত্মজম্ ।
ব্যবসায়ং প্রজজ্ঞে চ ক্ষেমং শান্তিরসূয়ত ॥
সুখং সিদ্ধির্যশঃ কীর্ত্তিরিত্যেতে ধর্ম্মসূনবঃ ।
কামাদ্রতিমুদং হর্ষং ধর্ম্মপৌত্রমসূয়ত ॥
হিংসা ভার্য্যা ত্বধর্ম্মস্য তস্যাং জজ্ঞে তথানৃতম্ ।
কন্যা চ নির্ঋতিস্তস্যাং সুতৌ দ্বৌ নরকং ভয়ম্ ।
মায়া চ বেদনা চৈব মিথুনং দ্বয়মেতয়োঃ ।
তয়োর্জজ্ঞেঽথ বৈ মায়া মৃত্যুং ভূতাপহারিণম্ ॥
বেদনাস্বসুতঞ্চাপি দুঃখং জজ্ঞেঽথ রৌরবাৎ ।
মৃত্যোর্ব্যাধিজরাশোকতৃষ্ণাক্রোধাশ্চ জজ্ঞিরে ।
দুঃখোত্তরাঃ স্মৃতা হ্যেতে সর্ব্বে বাধর্ম্মলক্ষণাঃ ।
নৈষাং ভার্য্যাস্তি পুত্রো বা সর্ব্বে তে হ্যূর্দ্ধরেতসঃ
নির্ঋতিশ্চ তথা চান্যা মৃত্যোর্ভার্য্যাভবন্মুনে ।
অলক্ষ্মীর্নাম তস্যাঞ্চ মৃত্যোঃ পুত্রাশ্চতুর্দ্দশ ॥
অলক্ষ্মীপুত্রকা হ্যেতে মৃত্যোরাদেশকারিণঃ ।
বিনাশকালেষু নরান্ ভজন্ত্যেতে শৃণুষ্ব তান্ ॥
ইন্দ্রিয়েষু দশস্বেতে তথা মনসি চ স্থিতাঃ ।
স্বে স্বে নরং স্ত্রিয়ং বাপি বিষয়ে যোজয়ন্তি হি ॥
অথেন্দ্রিয়াণি চাক্রম্য রাগক্রোধাদিভির্নরান্ ।
যোজয়ন্তি যথা হানিং যান্ত্যধর্ম্মাদিভির্দ্বিজ ॥
অহঙ্কারগতশ্চান্যস্তথান্যো বুদ্ধিসংস্থিতঃ ।
বিনাশায় নরাঃ স্ত্রীণাং যতন্তে মোহসংশ্রিতাঃ ॥
তথৈবান্যে গৃহে পুংসাং দুঃসহো নাম বিশ্রুতঃ ।
ক্ষুৎক্ষামোঽধোমুখো নগ্নশ্চীরী কাকসমস্বনঃ ॥
স সর্ব্বান্ খাদিতুং সৃষ্টো ব্রহ্মণা তপসো নিধিঃ ।
দংষ্ট্রাকরালমত্যর্থং বিবৃতাস্যং সুভৈরবম্ ॥
তমত্তুকামমাহেদং ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ।
সর্ব্বব্রহ্মময়ঃ শুদ্ধঃ কারণং জগতোঽব্যয়ঃ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

নাত্তব্যং তে জগদিদং জহি কোপং শমং ব্রজ ।
ত্যজৈনাং তামসীং বৃত্তিমপাস্য রজসঃ কলাম্ ॥

দুঃসহ উবাচ ।

ক্ষুৎক্ষামোঽস্মি জগন্নাথ পিপাসুশ্চাপি দুর্ব্বলঃ ।
কথং তৃপ্তিমিয়াং নাথ ভবেয়ং বলবান্ কথম্ ।
কশ্চাশ্রয়ো মমাখ্যাহি বর্ত্তেয়ং যত্র নির্বৃতঃ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

তবাশ্রয়ো গৃহং পুংসাং জনশ্চাধার্ম্মিকো বলম্ ।
পুষ্টিং নিত্যক্রিয়াহান্যা ভবান্ বৎস গমিষ্যতি ॥
বৃথা স্ফোটাশ্চ তে বস্ত্রমাহারঞ্চ দদামি তে ।
ক্ষতং কীটাবপন্নঞ্চ তথা শ্বভিরবেক্ষিতম্ ॥
ভগ্নভাণ্ডগতং তদ্বৎ মুখবাতোপশামিতম্ ।

উচ্ছিষ্টাপক্কমশ্নিন্নমবলীঢ়মসংস্কৃতম্ ॥
ভগ্নাসনস্থিতৈর্ভুক্তং সন্ধ্যয়োশ্চ বিদিঙ্মুখম্ ॥
উদক্যোপহৃতং ভুক্তমুদক্যাদৃষ্টমেব চ।
যচ্চোপঘাতবৎ কিঞ্চিত্তক্ষ্যং পেয়মথাপি বা।
এতানি তব পুষ্ট্যর্থমন্যচ্চাপি দদামি তে ॥
অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তমজ্ঞাতৈর্যদবজ্ঞয়া।
যন্নাম্বুপূর্ব্বকং ক্ষিপ্তমনর্ঘীকৃতমেব চ ॥
ত্যক্তুমাবিষ্কৃতং যৎ তু দত্তঞ্চৈবাতিবিস্ময়াৎ।
হুষ্টং ক্রুদ্ধার্ত্তদত্তঞ্চ যক্ষ তত্তাগি তৎ ফলম্ ॥
যচ্চ পৌনর্ভবঃ কিঞ্চিৎ করোত্যামুষ্মিকং ক্রমম্
যচ্চ পৌনর্ভবা যোষিৎ তৎ যক্ষ তব তৃপ্তয়ে ॥
কন্যা শুল্কোপধানায় সমুপাস্তে ধনক্রিয়াঃ।
তথৈব যক্ষ পুষ্ট্যর্থমসচ্ছাস্ত্রক্রিয়াশ্চ যাঃ ॥
যচ্চার্থং নির্বৃতং কিঞ্চিদধীতং যন্ন সত্যতঃ।
তৎ সর্ব্বং তব কালাংশ্চ দদামি তব সিদ্ধয়ে ॥
গুর্ব্বিণাভিগমে সন্ধ্যানিত্যকার্য্যব্যতিক্রমে ॥
অসচ্ছাস্ত্রক্রিয়ালাপদূষিতেষু চ দুঃসহ।
তবাভিভবসামর্থ্যং ভবিষ্যতি সদা নৃষু ॥
পংক্তিভেদে বৃথাপাকে পাকভেদে তথা ক্রিয়া।
নিত্যঞ্চ গেহকলহে ভবিতা বসতিস্তব ॥
অপোষ্যমাণে চ তথা বদ্ধে গোবাহনাদিকে।
অসন্ধ্যাভ্যুক্ষিতাগারে কালে ত্বত্তো ভয়ং নৃণাম্ ॥
নক্ষত্রগ্রহপীড়াসু ত্রিবিধোৎপাতদর্শনে।
অশান্তিকপরান্ যক্ষ নরানভিভবিষ্যসি ॥
বৃথোপবাসিনো মর্ত্ত্যা দ্যূতস্ত্রীষু সদা রতাঃ।
ত্বদ্বাযণোপকর্ত্তারো বৈড়ালব্রতিকাশ্চ যে ॥
অব্রহ্মচারিণাধীতমিজ্যা চাবিদুষা কৃতা।
তপোবনে গ্রাম্যভুজাং তথৈবানির্জ্জিতাত্মনাম্ ॥
ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ স্বকর্ম্মতঃ।
পরিচ্যুতানাং যা চেষ্টা পরলোকার্থমীপ্সতাম্ ॥
তস্যাশ্চ যৎ ফলং সর্ব্বং তৎ তে যক্ষ ভবিষ্যতি।
অন্যচ্চ তে প্রযচ্ছামি পুষ্ট্যর্থং সংনিবোধ তৎ ॥
ভবতো বৈশ্বদেবান্তে নামোচ্চারণপূর্ব্বকম্।
এতৎ তবেতি দাস্যন্তি ভবতো বলিমূর্জ্জিতম্ ॥
যঃ সংস্কৃতাশী বিধিবচ্ছুচিরন্তস্তথা বহিঃ।
অলোলুপোঽজিতস্ত্রীকস্তদ্গেহমপবর্জ্জয় ॥
পূজ্যন্তে হব্যকব্যাভ্যাং দেবতাঃ পিতরস্তথা।
যাময়োঽতিথয়শ্চাপি তদ্গেহং যক্ষ বর্জ্জয় ॥
যত্র মৈত্রী গৃহে বালবৃদ্ধযোষিন্নরেষু চ।
তথা স্বজনবর্গেষু গৃহং তচ্চাপি বর্জ্জয় ॥
যোষিতোঽভিরতা যত্র ন বহির্গমনোৎসুকাঃ।
লজ্জান্বিতাঃ সদা গেহং যক্ষ তৎ পরিবর্জ্জয় ॥
বয়ঃসম্বন্ধযোগ্যানি শয়নান্যাসনানি চ।
যত্র গেহে ত্বয়া যক্ষ তদ্বর্জ্জ্যং বচনান্মম ॥
যত্র কারুণিকা নিত্যং সাধুকর্ম্মণ্যবস্থিতাঃ।
সামান্যোপস্করৈর্যুক্তাস্ত্যজেথা যক্ষ তদ্গৃহম্ ॥
যত্রাসনস্থাস্তিষ্ঠৎসু গুরুবৃদ্ধদ্বিজাতিষু।
ন তিষ্ঠন্তি গৃহং তচ্চ বর্জ্জ্যং যক্ষ ত্বয়া সদা ॥
তরুগুল্মাদিভির্দ্বারং ন বিদ্ধং যস্য বেশ্মনঃ।
মর্ম্মভেদোঽথবা পুংসস্তচ্ছেয়ো ভবনং ন তে ॥
দেবতাপিতৃমর্ত্ত্যানামতিথীনাঞ্চ বর্ত্তনম্।
যস্যাবশিষ্টেনান্নেন পুংসস্তস্য গৃহং ত্যজ ॥
সত্যবাক্যান্ ক্ষমাশীলানহিংস্রান্ নানুতাপিনঃ।
পুরুষানীদৃশান্ যক্ষ ত্যজেথাশ্চানসূয়কান্ ॥
ভর্ত্তৃশুশ্রূষণে যুক্তামসৎস্ত্রীসঙ্গবর্জ্জিতাম্।
কুটুম্বভর্ত্তৃশেষান্নপুষ্টাঞ্চ ত্যজ যোষিতম্ ॥
যজনাধ্যয়নাভ্যাসদানাসক্তমতিং সদা।
যাজনাধ্যাপনাদানকৃতবৃত্তিং দ্বিজং ত্যজ ॥
দানাধ্যয়নযজ্ঞেষু সদোদ্যুক্তঞ্চ দুঃসহ।
ক্ষত্রিয়ং ত্যজ সচ্ছুল্কশস্ত্রাজীবাত্তবেতনম্ ॥
ত্রিভিঃ পূর্ব্বগুণৈর্যুক্তং পাশুপাল্যবণিজ্যয়োঃ।
কৃষেশ্চাবাপ্তবৃত্তিঞ্চ ত্যজ বৈশ্যমকল্মষম্ ॥
দানেজ্যাদ্বিজশুশ্রূষাতৎপরং যক্ষ সন্ত্যজ।
শূদ্রঞ্চ ব্রাহ্মণাদীনাং শুশ্রূষাবৃত্তিপোষকম্ ॥
শ্রুতিস্মৃত্যবিরোধেন কৃতবৃত্তির্গৃহে গৃহী।
যত্র তত্র চ তৎপত্নী তস্যৈবানুগতাত্মিকা ॥
যত্র পুত্রো গুরোঃ পূজাং দেবানাঞ্চ তথা পিতুঃ।
পত্নী চ ভর্ত্তুঃ কুরুতে তত্রালক্ষ্মীভয়ং কুতঃ ॥
যদানুলিপ্তং সন্ধ্যাসু গৃহমম্বুসমুক্ষিতম্।
কৃতপুষ্পবলিং যক্ষ ন ত্বং শক্নোষি বীক্ষিতুম্ ॥
ভাস্করাদৃষ্টশয্যানি নিত্যাগ্নিসলিলানি চ।
সূর্য্যাবলোকদীপানি লক্ষ্ম্যা গেহানি ভাজনম্ ॥
যত্রোক্ষা চন্দনং বীণা আদর্শো মধুসর্পিষী।
বিপ্রাশ্চ তাম্রপাত্রাণি তদ্গৃহং ন তবাশ্রয়ঃ ॥
যত্র কণ্টকিনো বৃক্ষা যত্র নিষ্পাববল্লরী।
ভার্য্যা পুনর্ভূর্ব্বল্মীকস্তদ্গৃহং তব মন্দিরম্ ॥
যস্মিন্ গৃহে নরাঃ পঞ্চ স্ত্রীত্রয়ং তাবতীশ্চ গাঃ।
অন্ধকারেন্ধনাগ্নিঞ্চ তদ্গৃহং বসতিস্তব ॥
একচ্ছাগং দ্বিবালেয়ং ত্রিগবং পঞ্চমাহিষম্।
ষড়শ্বং সপ্তমাতঙ্গং গৃহং যক্ষাশু শোষয় ॥

কুদ্দালদাত্রপিঠকং তদ্বৎ স্থাল্যাদিভাজনম্।
যত্র তত্রৈব ক্ষিপ্তানি তব দত্ত্যঃ প্রতিশ্রয়ম্ ॥
মুষলোলূখলে স্ত্রীণামাস্থা তদ্বদুদুম্বরে।
অবস্করে মন্ত্রণঞ্চ যচ্চৈতদুপকৃৎ তব ॥
লঙ্ঘ্যন্তে যত্র ধান্যানি পক্কাপক্কানি বেশ্মনি।
তদ্বচ্ছাস্ত্রাণি তত্র ত্বং যথেষ্টং চর দুঃসহ ॥
মানুষাস্থি গৃহে যত্র দিবারাত্রং মৃতস্থিতিঃ।
তত্র যক্ষ তবাবাসস্তথান্যেষাঞ্চ রক্ষসাম্ ॥
অদত্ত্বা ভুঞ্জতে যে বৈ বন্ধোঃ পিণ্ডং তথোদকম্।
সপিণ্ডান্ সোদকাংশ্চৈব তৎকালে তান্
নরান্ ভজ ॥
যত্র পদ্মমহাপদ্মো যুবতী মোদকাশিনী।
বৃষভৈরাবতো যত্র কল্প্যতে তদ্গৃহং ত্যজ ॥
অশস্ত্রা দেবতা যত্র সশস্ত্রাশ্চাহবং বিনা।
কল্প্যন্তে মনুজৈরর্চ্চাস্তৎ পরিত্যজ মন্দিরম্ ॥
শূর্পবাতঘটাম্ভোভিঃ স্নানং বস্ত্রাম্বুবিপ্রুষৈঃ।
নখাগ্রসলিলৈশ্চৈব তান্ যাহি হতলক্ষণান্ ॥
দেশাচারান্ সময়ান্ জ্ঞাতিধর্ম্মং
জপং হোমং মঙ্গলং দেবতেষ্টিম্।
সম্যক্ শৌচং বিধিবল্লোকবাদান্
পুংসস্ত্বয়া কুর্ব্বতো মাস্তু সঙ্গঃ ॥
মার্কণ্ডেয় উবাচ।
ইত্যুক্ত্বা দুঃসহং ব্রহ্মা তত্রৈবান্তরধীয়ত।
চকার শাসনং সোঽপি তথা পঙ্কজজন্মনঃ ॥

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে যক্ষানুশাসনং
নাম পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

একপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

মার্কণ্ডেয় উবাচ।
দুঃসহস্যাভবদ্ভার্য্যা নির্ম্মাষ্টির্নাম নামতঃ।
জাতা কলেস্তু ভার্য্যায়ামৃতৌ চাণ্ডালদর্শনাৎ ॥
তয়োরপত্যান্যভবন্ জগদ্ব্যাপীনি ষোড়শ।
অষ্টৌ কুমারাঃ কন্যাশ্চ তথাষ্টাবতিভীষণাঃ ॥
দন্তাকৃষ্টিস্তথোক্তিশ্চ পরিবর্ত্তস্তথাপরঃ।
অঙ্গধুক্ শকুনিশ্চৈব গণ্ডপ্রান্তরতিস্তথা ॥
গর্ভহা শস্যহা চান্যঃ কুমারাস্তনয়াস্তয়োঃ।
কন্যাশ্চান্যাস্তথৈবাষ্টৌ তাসাং নামানি মে শৃণু।
নিযোজিকা বৈ প্রথমা তথৈবান্যা বিরোধিনী
স্বয়ংহারকরী চৈব ভ্রামণী ঋতুহারিকা ॥
স্মৃতিবীজহরে চান্যে তয়োঃ কন্যেঽতিদারুণে
বিদ্বেষণ্যষ্টমী নাম কন্যা লোকভয়াবহা ॥
এতাসাং কর্ম্ম বক্ষ্যামি দোষপ্রশমনঞ্চ যৎ।
অষ্টানাঞ্চ কুমারাণাং শ্রূয়তাং দ্বিজসত্তম ॥
দন্তাকৃষ্টিঃ প্রসূতানাং বালানাং দশনস্থিতঃ।
করোতি সংহর্ষমতি চিকীর্ষুর্দুঃসহাগমম্ ॥
তস্যোপশমনং কার্য্যং সুপ্তস্য সিতসর্ষপৈঃ।
শয়নস্যোপরি ক্ষিপ্তৈর্ম্মানুষৈর্দ্দশনোপরি ॥
সুবর্চ্চসৌষধীস্নানাং তথা সচ্ছাস্ত্রকীর্ত্তনাৎ।
উষ্ট্রকণ্টকখড়্গাস্থিক্ষৌমবস্ত্রবিধারণাৎ ॥
দেবদেবো ভবো ব্রহ্মন্ কীর্ত্তনীয়ো জনার্দ্দনঃ।
চরাচরগুরুর্ব্ব্রহ্মা যা যস্য কুলদেবতা ॥
অন্যগর্ভে পরান্ গর্ভান্ সদৈব পরিবর্ত্তয়ন্।
রতিমাপ্নোতি বাক্যঞ্চ বিবক্ষোরন্যদেব যৎ ॥
পরিবর্ত্তকসংজ্ঞোঽয়ং তস্যাপি সিতসর্ষপৈঃ।
রক্ষোঘ্নমন্ত্রজাপ্যৈশ্চ রক্ষাং কুর্ব্বীত তত্ত্ববিৎ ॥
অন্যশ্চানিলবন্নৃণামঙ্গেষু স্ফুরণোদিতম্।
শুভাশুভং সমাচষ্টে কুশৈস্তস্যাঙ্গতাড়নম্ ॥
কাকাদিপক্ষিসংস্থোঽন্যঃ শ্বশৃগালগতোঽপি বা।
শুভাশুভঞ্চ কুশলৈঃ কুমারোঽন্যো ব্রবীতি বৈ ॥
তত্রাপি দুষ্টে ব্যাক্ষেপঃ প্রারম্ভত্যাগ এব চ।
শুভে দ্রুততরং কার্য্যমিতি প্রাহ প্রজাপতিঃ ॥
গণ্ডান্তেষু স্থিতশ্চান্যো মুহূর্ত্তার্দ্ধং দ্বিজোত্তম।
সর্ব্বারম্ভান্ কুমারোঽত্তি শস্ততাঞ্চানসূয়তাম্ ॥
বিপ্রোক্ত্যা দেবতাস্তুত্যা তথৈব দ্বিজসত্তম।
গোমূত্রসর্ষপস্নানৈস্তদৃক্ষগ্রহপূজনৈঃ ॥
শস্ত্রাণাং দর্শনৈশ্চৈব প্রশমং যাতি গণ্ডবান্।
গর্ভে স্ত্রীণাং তথাঽন্যস্তু ফলনাশী সুদারুণঃ।
তস্য রক্ষা সদা কার্য্যা নিত্যং শৌচনিষেবণাৎ ॥
প্রসিদ্ধমন্ত্রলিখনাচ্ছস্তমাল্যাদিধারণাৎ।
বিশুদ্ধগেহাবসথাদনায়াসাচ্চ বৈ দ্বিজ ॥
তথৈব শস্যহা চান্যঃ শস্যর্দ্ধিমুপহন্তি যঃ।
তস্যাপি রক্ষাং কুর্ব্বীত জীর্ণোপানদ্বিধারণাৎ ॥
তথাপসব্যগমনাচ্চাণ্ডালস্য প্রবেশনাৎ।
বহির্ব্বলিপ্রদানাচ্চ সোমাম্বুপরিকীর্ত্তনাৎ ॥
পরদারপরদ্রব্যাহরণাদিষু মানবান্।
নিযোজয়তি চৈবান্যান্ কন্যা সা চ নিযোজিকা ॥
তস্যাঃ পবিত্রপঠনাৎ ক্রোধলোভাদিবর্জ্জনাৎ।

নিয়োজয়তি মামেষু বিরোধাচ্চ বিবর্জনম্ ॥
আক্রুষ্টোঽন্যেন মন্যেত তাড়িতো বা নিযোজিকা
নিযোজয়ত্যেনমিতি ন গচ্ছেৎ তদ্বশং বুধঃ ॥
পরদারাদিসংসর্গে চিন্তমাত্মানমেব চ।
নিযোজয়ত্যত্র সা মামিতি প্রাজ্ঞো বিচিন্তয়েৎ ॥
বিরোধং কুরুতে চান্যা দম্পত্যোঃ প্রীয়মাণয়োঃ।
বন্ধুনাং সুহৃদাং পিত্রোঃ পুত্রৈঃ সার্বর্ণিকৈশ্চ যা ॥
বিরোধিনী সা তদ্রক্ষাং কুর্ব্বীত বলিকর্ম্মণা।
তথাভিবাদসহনাচ্ছাস্ত্রাচারনিষেবণাৎ ॥
ধান্যং খলাদ্‌গৃহাদেগাভ্যঃ পয়ঃ সর্পিস্তথাপরা।
সমৃদ্ধিমৃদ্ধিমদ্দ্রব্যাদপহন্তি চ কন্যকা ॥
সা স্বয়ংহারিকেত্যুক্তা সদান্তর্দ্ধানতৎপরা।
মহানসাদর্দ্ধসিদ্ধমন্নাগারস্থিতং তথা ॥
পরিবিশ্যমানঞ্চ সদা সার্দ্ধং ভুঙ্‌ক্তে চ ভুঞ্জতা।
উচ্ছেষণং মনুষ্যাণাং হরত্যন্নঞ্চ দুর্হরা ॥
গোস্ত্রীস্তনেভ্যশ্চ পয়ঃ ক্ষীরহারী সদৈব সা।
দধ্নো ঘৃতং তিলাৎ তৈলং সুরাগারাৎ তথা সুরাম্
রাগং কুসুম্ভকাদীনাং কার্পাসাৎ সূত্রমেব চ ॥
সা স্বয়ংহারিকা নাম হরত্যবিরতং দ্বিজ।
কুর্য্যাচ্ছিখণ্ডিনো দ্বন্দ্বং রক্ষার্থং কৃত্রিমাং স্ত্রিয়ম্ ॥
হোমাগ্নিদেবতাধূপভস্মনা চ পরিক্রিয়া।
কার্য্যা ক্ষীরাদিভাণ্ডানামেব তদ্রক্ষণং স্মৃতম্ ॥
উদ্বেগং জনয়ত্যন্যা একস্থাননিবাসিনঃ।
পুরুষস্য তু যা প্রোক্তা ভ্রামণী সা তু কন্যকা ॥
তস্যাথ রক্ষাং কুর্ব্বীত বিক্ষিপ্তৈঃ সিতসর্ষপৈঃ।
আসনে শয়নে চোর্ব্ব্যাং যত্রাস্তে স তু মানবঃ ॥
চিন্তয়েচ্চ নরঃ পাপা মামেষা দুষ্টচেতনা।
ভ্রাময়ত্যসকৃজ্জপ্যং ভুবঃ সূক্তং সমাধিনা ॥
স্ত্রীণাং পুষ্পং হরত্যন্যা প্রবৃত্তং সা তু কন্যকা।
অথ প্রবৃত্তং সা জ্ঞেয়া দোঃসহা ঋতুহারিকা ॥
কুর্ব্বীত তীর্থদেবৌকশ্চৈত্যপর্ব্বতসানুষু।
নদীসঙ্গমখাতেষু স্নপনং তৎপ্রশান্তয়ে ॥
স্মৃতিঞ্চাপহরত্যন্যা স্ত্রীণাং সা স্মৃতিহারিকা।
বিবিক্তদেশসেবিত্বাৎ তস্যাশ্চোপশমো ভবেৎ ॥
বীজাপহারিণী চান্যা স্ত্রীপুংসোরতিভীষণা।
মেধ্যান্নভোজনৈঃ স্নানৈস্তস্যাশ্চোপশমো ভবেৎ ॥
অষ্টমী দ্বেষণী নাম কন্যা লোকভয়াবহা।
যা করোতি নরদ্বিষ্টং নরং নারীমথাপি বা ॥
মধুক্ষীরঘৃতাক্তাংস্তু শান্ত্যর্থং হোময়েৎ তিলান্।
কুর্ব্বীত মিত্রবিন্দাঞ্চ তথেষ্টিং তৎপ্রশান্তয়ে ॥

এতেষান্তু কুমারাণাং কন্যানাং দ্বিজসত্তম।
অষ্টত্রিংশদপত্যানি তেষাং নামানি মে শৃণু ॥
দন্তাকৃষ্টেরভূৎ কন্যা বিজল্পা কলহা তথা।
অবজ্ঞানৃতদুষ্টোক্তির্বিজল্পা তৎপ্রশান্তয়ে ॥
তামেব চিন্তয়েৎ প্রাজ্ঞঃ প্রয়তশ্চ গৃহী ভবেৎ।
কলহা কলহং গেহে করোত্যবিরতং নৃণাম্ ॥
কুটুম্বনাশহেতুঃ সা তৎপ্রশান্তিং নিশাময়।
দূর্ব্বাঙ্কুরান্ মধুঘৃতক্ষীরাক্তান্ বলিকর্ম্মণি ॥
বিক্ষিপেজ্জুহুয়াচ্চৈবানলং মিত্রঞ্চ কীর্ত্তয়েৎ।
ভূতানাং মাতৃভিঃ সার্দ্ধং বালকানাস্তু শান্তয়ে ॥
বিদ্যানাং তপসাঞ্চৈব সংযমস্য যমস্য চ।
কৃষ্যাং বাণিজ্যলাভে চ শান্তিং কুর্ব্বন্তু মে সদা ॥
পূজিতাশ্চ যথান্যায়ং তুষ্টিং গচ্ছন্তু সর্ব্বশঃ।
কুষ্মাণ্ডা যাতুধানাশ্চ যে চান্যে গণসংজ্ঞিতাঃ ॥
মহাদেবপ্রসাদেন মহেশ্বরমতেন চ।
সর্ব্ব এতে নৃণাং নিত্যং তুষ্টিমাশু ব্রজন্তু তে ॥
তুষ্টা সর্ব্বং নিরস্যন্তু দুষ্কৃতং দুরনুষ্ঠিতম্।
মহাপাতকজং সর্ব্বং যচ্চান্যদ্বিঘ্নকারণম্ ॥
তেষামেব প্রসাদেন বিঘ্না নশ্যন্তু সর্ব্বশঃ।
উদ্বাহেষু চ সর্ব্বেষু বৃদ্ধিকর্ম্মসু চৈব হি ॥
পুণ্যানুষ্ঠানযোগেষু গুরুদেবার্চ্চনেষু চ।
জপযজ্ঞবিধানেষু যাত্রাসু চ চতুর্দ্দশ ॥
শরীরারোগ্যভোগ্যেষু সুখদানধনেষু চ।
বৃদ্ধবালাতুরেষ্বেব শান্তিং কুর্ব্বন্তু মে সদা ॥
সোমাম্বুপৌ তথাম্ভোধিঃ সবিতা চানিলানলৌ।
তথোক্তেঃ কালজিহ্বোঽভূৎ পুত্রস্তালনিকেতনঃ ॥
স যেষাং জননীসংস্থস্তানসাধূন্ বিবাধতে।
পরিবর্ত্তসুতৌ দ্বৌ তু বিরূপবিকৃতৌ দ্বিজ ॥
তৌ তু বৃক্ষাগ্রপরিখাপ্রাকারাম্ভোধিসংশ্রয়ৌ।
গুর্ব্বিণ্যাঃ পরিবর্ত্তং তৌ কুরুতঃ পাদপাদিষু ॥
ক্রোষ্টুকে পরিবর্ত্তস্যা গর্ভাক্রামো যথোদরাৎ।
ন বৃক্ষঞ্চৈব নৈবাদ্রিং ন প্রাকারং মহোদধিম্ ॥
পরিখাং বা সমাক্রামেদবলা গর্ভধারিণী।
অঙ্গধৃক্ তনয়ং লেভে পিশুনং নাম নামতঃ ॥
সোঽস্থিমজ্জাগতঃ পুংসাং বলমত্ত্যজিতাত্মনাম্।
শ্যেনকাককপোতাংশ্চ গৃধ্রোলূকৈশ্চ বৈ সুতান্ ॥
অবাপ শকুনিঃ পঞ্চ জগৃহুস্তান্ সুরাসুরাঃ।
শ্যেনং জগ্রাহ মৃত্যুশ্চ কাকং কালো গৃহীতবান্ ॥
উলূকং নির্ঋতিশ্চৈব জগ্রাহাতিভয়াবহম্।
গৃধ্রং ব্যাধিস্তদীশোঽথ কপোতঞ্চ স্বয়ং যমঃ ॥

এতেষামেব চৈবোক্তা ভূতাঃ পাপোপপাদনে।
তস্মাচ্ছ্যোনাদয়ো যস্য নিলীয়েয়ুঃ শিরস্যথ।
তেনাত্মরক্ষণায়ালং শান্তিং কুর্যাদ্দ্বিজোত্তম॥
গেহে প্রসূতিরেতেষাং তদ্বল্মীভবিবেশনম্।
নরস্তং বর্জ্জয়েদ্দেহং কপোতাক্রান্তমস্তকম্॥
শ্যেনঃ কপোতো গৃধ্রশ্চ কাকোলূকৌ গৃহে দ্বিজ।
প্রবিষ্টঃ কথয়েদন্তং বসতাং তত্র বেশ্মনি॥
ঈদৃক্ পরিত্যজেদ্গেহং শান্তিং কুর্যাচ্চ পণ্ডিতঃ।
স্বপ্নেঽপি হি কপোতস্য দর্শনং ন প্রশস্যতে॥
ষড়পত্যানি কথ্যন্তে গণ্ডক্রান্তরতেস্তথা।
স্ত্রীণাং রজস্যবস্থানং তেষাং কালাশ্চ মে শৃণু॥
চত্বার্য্যহানি পূর্ব্বাণি তথৈবান্যৎ ত্রয়োদশ।
একাদশ তথৈবান্যদপত্যং তস্য বৈ দিনে॥
অন্যদ্দিনাভিগমনে শ্রাদ্ধদানে তথাপরে।
পর্ব্বস্বথান্যৎ তস্মাৎ তু বর্জ্জ্যান্যেতানি পণ্ডিতৈঃ॥
গর্ভহন্তুঃ সুতো নিঘ্নো মোহনী চাপি কন্যকা।
প্রবিশ্য গর্ভমন্ত্যেকো ভুক্ত্বা মোহয়তেঽপরা॥
জায়ন্তে মোহনাৎ তস্যাঃ সর্ব্বমণ্ডূককচ্ছপাঃ।
সরীসৃপাণি চান্যানি পুরীষমথবা পুনঃ॥
ষণ্মাসান্ গুর্ব্বিণীমাংসমশ্নবানামসংযতাম্।
বৃক্ষচ্ছায়াশ্রয়াং রাত্রাবথবা ত্রিচতুষ্পথে॥
শ্মশানকটভূমিষ্ঠামুত্তরীয়বিবর্জ্জিতাম্।
রুদমানাং নিশীথেঽথ আবিশেৎ তামসৌ স্ত্রিয়ম্
শস্যহন্তুস্তথৈবৈকঃ ক্ষুদ্রকো নাম নামতঃ।
শস্যর্দ্ধিং স সদা হন্তি লব্ধ্বা রন্ধ্রং শৃণুষ্ব তৎ॥
অমঙ্গল্যাদিনারম্ভেম্বতৃপ্তো বপতে চ যঃ।
ক্ষেত্রেষনুপ্রবেশং বৈ করোত্যন্তোপসন্ধিষু॥
তস্মাৎ কল্যঃ সুপ্রশস্তে দিনেঽভ্যর্চ্চ্য নিশাকরম্।
কুর্য্যাদারম্ভমুপ্তিঞ্চ হৃষ্টস্তুষ্টঃ সহায়বান্॥
নিযোজিকেতি যা কন্যা দুঃসহস্য ময়োদিতা।
জাতং প্রচোদিকাসংজ্ঞং তস্যাঃ কন্যাচতুষ্টয়ম্॥
মত্তোন্মত্তপ্রমত্তাস্তু নরা নার্য্যস্তু তাঃ সদা।
সমাবিশন্তি নাশায় চোদয়ন্তীহ দারুণম্॥
অধর্ম্মং ধর্ম্মরূপেণ কামঞ্চাকামরূপিণম্।
অনর্থঞ্চার্থরূপেণ মোক্ষঞ্চামোক্ষরূপিণম্॥
দুর্ব্বিনীতা বিনা শৌচং দর্শয়ন্তি পৃথগ্ নরান্।
ভ্রাম্যন্তে তাভিরষ্টাভিঃ পুরুষার্থাৎ পৃথগ্ নরাঃ॥
তাসাং প্রবেশশ্চ গৃহে সন্ধ্যর্ক্ষেষু উদুম্বরে।
ধাত্রে বিধাত্রে চ বলির্যত্র কালে ন দীয়তে॥
ভুঞ্জতাং পিবতাং বাপি সদ্ভির্জ্জলবিপ্রুষৈঃ।
নরনারীষু সংক্রান্তিস্তাসামাম্বভিজায়তে॥
বিরোধিন্যাহ্বয়ঃ পুত্রাশ্চোদকো গ্রাহকস্তথা।
তমঃপ্রচ্ছাদকশ্চান্যস্তৎস্বরূপং শৃণুষ্ব মে॥
প্রদীপতৈলসংসর্গদূষিতে লঙ্ঘিতে তথা।
মুষলোলূখলে যত্র পাদুকে বাসনে প্রিয়ঃ॥
শূর্পদাত্রাদিকং যত্র পদাকৃষ্য তথাসনম্।
যত্রোপলিপ্তঞ্চানর্চ্চ্য বিহারঃ ক্রিয়তে গৃহে॥
দর্ব্বীমুখেণ যত্রাগ্নিরাহ্রিয়তেঽন্যত্র নীয়তে।
বিরোধিনীসুতাস্তত্র বিজৃম্ভন্তে প্রচোদিতাঃ॥
একো জিহ্বাগতঃ পুংসাং স্ত্রীণাঞ্চালীকসত্যবান্
চোদকো নাম স প্রোক্তঃ পৈশুন্যং কুরুতে গৃহে
অবধানকৃতশ্চান্যঃ শ্রবণস্থোঽতিদুর্ম্মতিঃ।
করোতি গ্রহণং তেষাং বচসাং গ্রাহকস্তু সঃ॥
আক্রম্যান্যো মনো নৃণাং তমসাচ্ছাদ্য দুর্ম্মতিঃ।
ক্রোধং জনয়তে যস্তু তমঃপ্রচ্ছাদকস্তু সঃ॥
স্বয়ংহার্য্যাস্তু চৌর্য্যেণ জনিতং তনয়ত্রয়ম্।
সর্ব্বহার্য্যর্দ্ধহারী চ বীর্য্যহারী তথৈব চ॥
অনাচান্তগৃহেষেতে মন্দাচারগৃহেষু চ।
অপ্রক্ষালিতপাদেষু প্রবিশন্তু মহানসম্॥
খলেষু গোষ্ঠেষু চ বৈ দ্রোহো যেষু গৃহেষু বৈ।
তেষু সর্ব্বে যথান্যায়ং বিহরন্তি রমন্তি চ॥
ভ্রামণ্যাস্তনয়স্ত্বেকঃ কাকজঙ্ঘ ইতি স্মৃতঃ।
তেনাবিষ্টো রতিং সর্ব্বো নৈব প্রাপ্নোতি বৈ পু
ভুঞ্জন্ যো গায়তে মৈত্রে গায়তে হসতে চ যঃ।
সন্ধ্যামৈথুনিনঞ্চৈব নরমাবিশতি দ্বিজঃ॥
কন্যাত্রয়ং প্রসূতা সা যা কন্যা ঋতুহারিণী॥
একা কুচহরা কন্যা অন্যা ব্যঞ্জনহারিকা।
তৃতীয়া তু সমাখ্যাতা কন্যকা জাতহারিণী॥
যস্যা ন ক্রিয়তে সর্ব্বঃ সম্যগ্বৈবাহিকো বিধিঃ।
কালাতীতোঽথবা তস্যা হরত্যেকা কুচদ্বয়ম্॥
সম্যক্ শ্রাদ্ধমদত্ত্বা চ তথানর্চ্চ্য চ মাতরম্।
বিবাহিতায়াঃ কন্যায়া হরতি ব্যঞ্জনং তথা॥
অগ্ন্যম্বুশূন্যে চ তথা বিধুপে সূতিকাগৃহে।
অদীপশস্ত্রমুষলে ভূতিসর্ষপবর্জ্জিতে॥
অনুপ্রবিশ্য সা জাতমপহৃত্যাত্মসম্ভবম্।
ক্ষণপ্রসবিনী বালং তত্রৈবোৎসৃজতে দ্বিজ॥
সা জাতহারিণী নাম সুঘোরা পিশিতাশনা।
তস্মাৎ সংরক্ষণং কার্য্যং যত্নতঃ সূতিকাগৃহে॥
সূতিকাপ্রসূতানাঞ্চ শূন্যাগারনিষেবণাৎ।
অপহৃন্তি সুতস্তস্যাঃ প্রচণ্ডো নাম নামতঃ॥

পৌত্রেভ্যস্তস্ত সম্ভূতা লীকাঃ শতসহস্রশঃ।
চণ্ডালযোনয়শ্চাষ্টৌ দণ্ডপাশাতিভীষণাঃ ॥
ক্ষুধাবিষ্টাস্ততো লীকাস্তাশ্চ চণ্ডালযোনয়ঃ।
অভ্যধাবন্ত চান্যোন্যমত্তুকামাঃ পরস্পরম্ ॥
প্রচণ্ডো বারয়িত্বা তু তাস্তাশ্চণ্ডালযোনয়ঃ।
সময়ে স্থাপয়ামাস যাদৃশে তাদৃশং শৃণু ॥
অদ্যপ্রভৃতি লীকানামাবাসং যো হি দাস্যতি।
দণ্ডং তস্যাহমতুলং পাতয়িষ্যে ন সংশয়ঃ ॥
চণ্ডালযোন্যাবসথে লীকা যা প্রসবিষ্যতি।
তস্যাশ্চ সন্ততিঃ সর্ব্বা সা চ সদ্যো নশিষ্যতি ॥
প্রসূতে কন্যকে দ্বে তু স্ত্রীপুংসোর্বীজহারিণী।
বাতরূপামরূপাঞ্চ তস্যাঃ প্রহরণস্তু তে ॥
বাতরূপা নিষেকান্তে সা যস্মৈ ক্ষিপতে সুতম্।
স পুমান্ বাতশুক্রত্বং প্রয়াতি বনিতাপি বা ॥
তথৈব গচ্ছতঃ সদ্যো নির্বীজত্বমরূপয়া।
অন্নাতাশী নরো যোঽসৌ তথা চাপি বিযোনিগঃ ॥
বিদ্বেষিণী তু যা কন্যা ভৃকুটীকুটিলাননা।
তস্যা দ্বৌ তনয়ৌ পুংসামপকারপ্রকাশকৌ ॥
নির্ব্বীজত্বং নরো যাতি নারী বা শৌচবর্জ্জিতা।
পৈশুন্যাভিরতং লোলমসজ্জলনেনিষেবিণম্ ॥
পুরুষদ্বেষিণঞ্চৈতৌ নরমাক্রম্য তিষ্ঠতঃ।
মাত্রা ভ্রাত্রা তথা মিত্রৈরভীষ্টৈঃ স্বজনৈঃ পরৈঃ ॥
বিদ্বিষ্টো নাশমায়াতি পুরুষো ধর্ম্মতোঽর্থতঃ।
একস্তু স্বগুণাল্লোকে প্রকাশয়তি পাপকৃৎ ॥
দ্বিতীয়স্তু গুণান্ মৈত্রীং লোকস্থামপকর্ষতি।
ইত্যেতে দোঃসহাঃ সর্ব্বে যক্ষণঃ সন্তনাবথ।
পাপাচারাঃ সমাখ্যাতা যৈর্ব্ব্যাপ্তমখিলং জগৎ ॥

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে দোঃসহোৎপত্তি-
সমাপনং নামৈকপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

দ্বিপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

—০:০—

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ইত্যেষ তামসঃ সর্গো ব্রহ্মণোঽব্যক্তজন্মনঃ।
রুদ্রসর্গং প্রবক্ষ্যামি তন্মে নিগদতঃ শৃণু ॥
কল্পাদাবাত্মনস্তুল্যং সুতং প্রধ্যায়তঃ প্রভোঃ ॥
প্রাদুরাসীদথাঙ্কেঽস্য কুমারো নীললোহিতঃ।
রুরোদ সুস্বরং সোঽথ দ্রবংশ্চ দ্বিজসত্তম ॥
কিং রোদিষীতি তং ব্রহ্মা রুদন্তং প্রত্যুবাচ হ।
নাম দেহীতি তং সোঽথ প্রত্যুবাচ জগৎপতিম্ ॥
রুদ্রস্ত্বং দেব নাম্নাসি মা রোদীর্ধৈর্য্যমাবহ।
এবমুক্তস্ততঃ সোঽথ সপ্তকৃত্বো রুরোদ হ ॥
ততোঽন্যানি দদৌ তস্মৈ সপ্ত নামানি বৈ প্রভুঃ
স্থানানি চৈষামষ্টানাং পত্নীঃ পুত্রাংশ্চ বৈ দ্বিজ ॥
ভবং সর্ব্বং তথেশানং তথা পশুপতিং প্রভুঃ।
ভীমমুগ্রং মহাদেবমুবাচ স পিতামহঃ ॥
চক্রে নামান্যথৈতানি স্থানান্যেষাং চকার হ ॥
সূর্য্যো জলং মহী বহ্নির্ব্বায়ুরাকাশমেব চ।
দীক্ষিতো ব্রাহ্মণঃ সোম ইত্যেতাস্তনবঃ ক্রমাৎ।
সুবর্চ্চলা তথৈবোমা বিকেশী চাপরা স্বধা ॥
স্বাহা দিশস্তথা দীক্ষা রোহিণী চ যথাক্রমম্।
সূর্য্যাদীনাং দ্বিজশ্রেষ্ঠ রুদ্রাদ্যৈর্নামভিঃ সহ ॥
শনৈশ্চরস্তথা শুক্রো লোহিতাঙ্গো মনোজবঃ।
স্কন্দঃ সর্গোঽথ সন্তানো বুধশ্চানুক্রমাৎ সুতঃ ॥
এবম্প্রকারো রুদ্রোঽসৌ সতীং ভার্য্যামবিন্দত।
দক্ষকোপাচ্চ তত্যাজ সা সতী স্বং কলেবরম্ ॥
হিমবদ্দুহিতা সাভুন্মেনায়াং দ্বিজসত্তম।
তস্যা ভ্রাতা তু মৈনাকঃ সখাম্ভোধেরনুত্তমঃ।
উপযেমে পুনশ্চৈনামনন্যাং ভগবান্ ভবঃ ॥
দেবৌ ধাতাবিধাতারৌ ভৃগোঃ খ্যাতিরসূয়ত।
শ্রিয়ঞ্চ দেবদেবস্য পত্নী নারায়ণস্য যা ॥
আয়তির্নিয়তিশ্চৈব মেরোঃ কন্যে মহাত্মনঃ।
ধাতাবিধাত্রোস্তে ভার্য্যে তয়োর্জ্জাতৌ সুতাবুভৌ
প্রাণশ্চৈব মৃকণ্ডুশ্চ পিতা মম মহাযশাঃ।
মনস্বিন্যামহং তস্মাৎ পুত্রো বেদশিরা মম ॥
ধূম্রবত্যাং সমভবৎ প্রাণস্যাপি নিবোধ মে।
প্রাণস্য দ্যুতিমান্ পুত্র উৎপন্নস্তস্য চাত্মজঃ ॥
অজরাশ্চ তয়োঃ পুত্রাঃ পৌত্রাশ্চ বহবোঽভবন্।
পত্নী মরীচেঃ সম্ভূতিঃ পৌর্ণমাসমসূয়ত ॥
বিরজাঃ পর্ব্বতশ্চৈব তস্য পুত্রৌ মহাত্মনঃ।
তয়োঃ পুত্রাংস্তু বক্ষ্যে বংশসংকীর্ত্তনে দ্বিজ ॥
স্মৃতিশ্চাঙ্গিরসঃ পত্নী প্রসূতা কন্যকাস্তথা।
সিনীবালী কুহূশ্চৈব রাকা চানুমতী তথা ॥
অনসূয়া তথৈবাত্রের্জজ্ঞে পুত্রানকল্মষান্।
সোমং দুর্ব্বাসসঞ্চৈব দত্তাত্রেয়ঞ্চ যোগিনম্ ॥
প্রীত্যাং পুলস্ত্যভার্য্যায়াং দত্তোলিস্তৎসু-
তোঽভবৎ।
পূর্ব্বজন্মনি সোগস্ত্যঃ স্মৃতঃ স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে ॥

কর্দ্দমশ্চার্ব্ববীরশ্চ সহিষ্ণুশ্চ সুতত্রয়ম্।
ক্ষমা তু সুষুবে ভার্য্যা পুলহস্য প্রজাপতেঃ ॥
ক্রতোস্তু সন্নতির্ভার্য্যা বালিখিল্যানসূয়ত।
ষষ্টির্যানি সহস্রাণি ঋষীণামূর্দ্ধরেতসাম্ ॥
উর্জ্জায়াস্তু বশিষ্ঠস্য সপ্তাজায়স্ত বৈ সুতাঃ।
রজোগাত্রোর্দ্ধবাহুশ্চ সবলশ্চানঘস্তথা ॥
সুতপাঃ শুক্র ইত্যেতে সর্ব্বে সপ্তর্ষয়ঃ স্মৃতাঃ।
যোহসাবগ্নিরভীমানী ব্রহ্মণস্তনয়োহগ্রজঃ ॥
তস্মাৎ স্বাহা সুতান্ লেভে ত্রীনুদারৌজসো দ্বিজ
পাবকং পবমানঞ্চ শুচিঞ্চাপি জলাশিনম্ ॥
তেষাস্তু সন্ততাবন্যে চত্বারিংশচ্চ পঞ্চ চ।
কথ্যন্তে বহুশশ্চৈতে পিতা পুত্রত্রয়ঞ্চ যৎ ॥
এবমেকোনপঞ্চাশদ্ধ্ন্যর্জ্জয়াঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
পিতরো ব্রহ্মণা সৃষ্টা যে ব্যাখ্যাতা ময়া তব ॥
অগ্নিষ্বাত্তা বর্হিষদোহনগ্নয়ঃ সাগ্নয়শ্চ যে।
তেভ্যঃ স্বধা সুতে জজ্ঞে মেনাং বৈধারিণীং তথা
তে উভে ব্রহ্মবাদিন্যৌ যোগিন্যৌ চাপ্যুভে দ্বিজঃ
উত্তমজ্ঞানসম্পন্নে সর্ব্বৈঃ সমুদিতে গুণৈঃ ॥
ইত্যেষা দক্ষকন্যানাং কথিতাপত্যসন্ততিঃ।
শ্রদ্ধাবান্ সংস্মরন্নেতানানপত্যোহভিজায়তে ॥

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে রুদ্রসর্গাভিধানো নাম দ্বিপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ।

ত্রিপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ।

—ঃ০ঃ—

ক্রোষ্টুকিরুবাচ।

স্বায়ম্ভুবং ত্বয়াখ্যাতমেতন্মন্বন্তরঞ্চ যৎ।
তদহং ভগবন্ সম্যক্ শ্রোতুমিচ্ছামি কথ্যতাম্ ॥
মন্বন্তরপ্রমাণঞ্চ দেবা দেবর্ষয়স্তথা।
যে চ ক্ষিতীশা ভগবন্ দেবেন্দ্রশ্চৈব যস্তথা ॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

মন্বন্তরাণাং সংখ্যাতা সাধিকা হ্যেকসপ্ততিঃ।
মানুষেণ প্রমাণেন শৃণু মন্বন্তরঞ্চ মে ॥
ত্রিংশৎকোট্যস্তু সংখ্যাতাঃ সহস্রাণি চ বিংশতিঃ
সপ্তষষ্টিস্তথান্যানি নিযুতানি চ সংখ্যয়া।
মন্বন্তরপ্রমাণঞ্চ ইত্যেতৎ সাধিকং বিনা ॥
অষ্টৌ শতসহস্রাণি দিব্যয়া সংখ্যয়া স্মৃতম্।
দ্বিপঞ্চাশৎ তথান্যানি সহস্রাণ্যধিকানি চ ॥
স্বায়ম্ভুবো মনুঃ পূর্ব্বং মনুঃ স্বারোচিষস্তথা।
ঔত্তমস্তামসশ্চৈব রৈবতশ্চাক্ষুষস্তথা ॥
ষড়েতে মনবোহতীতাস্তথা বৈবস্বতোহধুনা।
সাবর্ণিঃ পঞ্চ রৌচ্যাশ্চ ভৌত্যাশ্চাগমিনস্ত্বমী ॥
এতেষাং বিস্তরং ভূয়ো মন্বন্তরপরিগ্রহে।
বক্ষ্যে দেবানৃষীংশ্চৈব যক্ষেন্দ্রাঃ পিতরশ্চ যে ॥
উৎপত্তিং সংগ্রহং ব্রহ্মন্ শ্রূয়তামস্য সন্ততিঃ।
যচ্চ তেষামভূৎ ক্ষেত্রং তৎপুত্রাণাং মহাত্মনাম্ ॥
মনোঃ স্বায়ম্ভুবস্যাসন্ দশ পুত্রাস্তু তৎসমাঃ।
যৈরিয়ং পৃথিবী সর্ব্বা সপ্তদ্বীপা সপর্ব্বতা ॥
সসমুদ্রাকরবতী প্রতিবর্ষং নিবেশিতা।
স্বায়ম্ভুবেহন্তরে পূর্ব্বমাদ্যে ত্রেতাযুগে তথা ॥
প্রিয়ব্রতস্য পুত্রৈস্তৈঃ পৌত্রৈঃ স্বায়ম্ভুবস্য চ।
প্রিয়ব্রতাৎ প্রজাবত্যাং বীরাৎ কন্যা ব্যজায়ত ॥
কন্যা সা তু মহাভাগা কর্দ্দমস্য প্রজাপতেঃ।
কন্যে দ্বে দশ পুত্রাশ্চ সম্রাট্ কুক্ষী চ তে উভে ॥
তয়োর্ব্বৈ ভ্রাতরঃ শূরাঃ প্রজাপতিসমা দশ।
অগ্নীধ্রো মেধাতিথিশ্চ বপুষ্মাংশ্চ তথাপরঃ ॥
জ্যোতিষ্মান্ দ্যুতিমান্ ভব্যঃ সবনঃ সপ্ত এব তে
প্রিয়ব্রতোহভ্যষিঞ্চৎ তান্ সপ্ত সপ্তসু পার্থিবান্।
দ্বীপেষ্বেতেষু ধর্ম্মেণ দ্বীপাংশ্চৈব নিবোধ মে।
জম্বূদ্বীপে তথাগ্নীধ্রং রাজানং কৃতবান্ পিতা ॥
প্লক্ষদ্বীপেশ্বরশ্চাপি তেন মেধাতিথিঃ কৃতঃ।
শাল্মলে তু বপুষ্মন্তং জ্যোতিষ্মন্তং কুশাহ্বয়ে ॥
ক্রৌঞ্চদ্বীপে দ্যুতিমন্তং ভব্যং শাকাহ্বয়েশ্বরম্।
পুষ্করাধিপতিঞ্চাপি সবনং কৃতবান্ সুতম্ ॥
মহাবীতো ধাতকিশ্চ পুষ্করাধিপতেঃ সুতৌ।
দ্বিধা কৃত্বা তয়োর্ব্বর্ষং পুষ্করং সংন্যবেশয়ৎ ॥
ভব্যস্য পুত্রাঃ সপ্তাসন্ নামতস্তান্ নিবোধ মে।
জলদশ্চ কুমারশ্চ সুকুমারো বনীয়কঃ ॥
কুশোত্তরোহথ মেধাবী সপ্তমস্তু মহাদ্রুমঃ।
তন্নামকানি বর্ষাণি শাকদ্বীপে চকার সঃ ॥
তথা দ্যুতিমতঃ সপ্ত পুত্রাস্তাংশ্চ নিবোধ মে।
কুশলো মনুগশ্চোষ্ণঃ প্রাকারশ্চার্থকারকঃ ॥
মুনিশ্চ দুন্দুভিশ্চৈব সপ্তমঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
তেষাং স্বনামধেয়ানি ক্রৌঞ্চদ্বীপে তথাভবন্ ॥
জ্যোতিষ্মতঃ কুশদ্বীপে পুত্রনামাঙ্কিতানি বৈ।
তত্রাপি সপ্ত বর্ষাণি তেষাং নামানি মে শৃণু ॥
উদ্ভিদং বৈষ্ণবঞ্চৈব সুরথং লম্বনং তথা।
ধৃতিমৎপ্রভাকরঞ্চৈব কাপিলঞ্চাপি সপ্তমম্ ॥

বপুষ্মতঃ সুতা সপ্ত শাল্মলেশস্য চাভবন্।
শ্বেতশ্চ হরিতশ্চৈব জীমূতো রোহিতস্তথা॥
বৈদ্যুতো মানসশ্চৈব কেতুমান্ সপ্তমস্তথা।
তথৈব শাল্মলে তেষাং সমনামানি সপ্ত বৈ॥
সপ্ত মেধাতিথেঃ পুত্রাঃ প্লক্ষদ্বীপেশ্বরস্য বৈ।
যেষাং নামাঙ্কিতৈর্ব্বর্ষৈঃ প্লক্ষদ্বীপস্তু সপ্তধা॥
পূর্ব্বং শাকভবং বর্ষং শিশিরস্তু সুখোদয়ম্।
আনন্দঞ্চ শিবঞ্চৈব ক্ষেমকঞ্চ ধ্রুবং তথা॥
প্লক্ষদ্বীপাদিভূতেষু শাকদ্বীপান্তিমেষু বৈ।
জ্ঞেয়ঃ পঞ্চসু ধর্ম্মশ্চ বর্ণাশ্রমবিভাগজঃ॥
নিত্যঃ স্বাভাবিকশ্চৈব অহিংসাবিধিবর্জ্জিতঃ।
পঞ্চস্বেতেষু বর্ষেষু সর্ব্বং সাধারণং স্মৃতম্॥
অগ্নীধ্রায় পিতা পূর্ব্বং জম্বুদ্বীপং দদৌ দ্বিজঃ।
তস্য পুত্রা বভূবুর্হি প্রজাপতিসমা নব॥
জ্যেষ্ঠো নাভিরিতি খ্যাতস্তস্য কিম্পুরুষোঽনুজঃ।
হরিবর্ষস্তৃতীয়স্তু চতুর্থোঽভূদিলাবৃতঃ॥
রম্যশ্চ পঞ্চমঃ পুত্রো হিরণ্যঃ ষষ্ঠ উচ্যতে।
কুরুস্তু সপ্তমস্তেষাং ভদ্রাশ্বশ্চাষ্টমঃ স্মৃতঃ॥
নবমঃ কেতুমালশ্চ তন্নাম্না বর্ষসংস্থিতিঃ।
যানি কিম্পুরুষাখ্যানি বর্জ্জয়িত্বা হিমাহ্বয়ম্॥
তেষাং স্বভাবতঃ সিদ্ধিঃ সুখপ্রায়া হ্যযত্নতঃ।
বিপর্য্যয়ো ন তেষস্তি জরামৃত্যুভয়ং ন চ॥
ধর্ম্মাধর্ম্মৌ ন তেষ্বাস্তাং নোত্তমাধমমধ্যমাঃ।
ন বৈ চতুর্যুগাবস্থা নার্ত্তবা ঋতবো ন চ॥
অগ্নীধ্রসূনোর্নাভেস্তু ঋষভোঽভূৎ সুতো দ্বিজ।
ঋষভাদ্ভরতো জজ্ঞে বীরঃ পুত্রশতাদ্বরঃ॥
সোঽভিষিচ্যর্ষভঃ পুত্রং মহাপ্রাব্রাজ্যমাস্থিতঃ।
তপস্তেপে মহাভাগঃ পুলহাশ্রমসংশ্রয়ঃ॥
হিমাহ্বং দক্ষিণং বর্ষং ভরতায় পিতা দদৌ।
তস্মাৎ তু ভারতং বর্ষং তস্য নাম্না মহাত্মনঃ॥
ভরতস্যাপ্যভূৎ পুত্রঃ সুমতির্নাম ধার্ম্মিকঃ।
তস্মিন্ রাজ্যং সমাবেশ্য ভরতোঽপি বনং যযৌ॥
এতেষাং পুত্রপৌত্রৈস্তু সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা।
প্রিয়ব্রতস্য পুত্রৈস্তু ভুক্তা স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে॥
এষ স্বায়ম্ভুবঃ সর্গঃ কথিতস্তে দ্বিজোত্তম।
পূর্ব্বমন্বন্তরে সম্যক্ কিমন্যৎ কথয়ামি তে॥

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে মন্বন্তরকথনং নাম ত্রিপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

—

চতুঃপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

—০ঃ০—

ক্রৌষ্টুকিরুবাচ।

কতি দ্বীপাঃ সমুদ্রা বা পর্ব্বতা বা কতি দ্বিজ।
কিয়ন্তি চৈব বর্ষাণি তেষাং নদ্যশ্চ কা মুনে॥
মহাভূতপ্রমাণঞ্চ লোকালোকং তথৈব চ।
পর্য্যায়ং পরিমাণঞ্চ গতিং চন্দ্রার্কয়োরপি॥
এতৎ প্রব্রূহি মে সর্ব্বং বিস্তরেণ মহামুনে॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

শতার্দ্ধকোটিবিস্তারা পৃথিবী কৃৎস্নশো দ্বিজ।
তস্যা হি স্থানমখিলং কথয়ামি শৃণুষ্ব তৎ॥
যে তে দ্বীপা ময়া প্রোক্তা জম্বুদ্বীপাদয়ো দ্বিজ।
পুষ্করান্তা মহাভাগ শৃণ্বেষাং বিস্তরং পুনঃ॥
দ্বীপাৎ তু দ্বিগুণো দ্বীপো জম্বুঃ প্লক্ষোঽথ শাল্মলঃ।
কুশঃ ক্রৌঞ্চস্তথা শাকঃ পুষ্করদ্বীপ এব চ॥
লবণেক্ষুসুরাসর্পির্দ্দধিদুগ্ধজলাব্ধিভিঃ।
দ্বিগুণৈর্দ্বিগুণৈর্বৃদ্ধ্যা সর্ব্বতঃ পরিবেষ্টিতাঃ॥
জম্বুদ্বীপস্য সংস্থানং প্রবক্ষ্যেঽহং নিবোধ মে।
লক্ষমেকং যোজনানাং বৃত্তো বিস্তারদৈর্ঘ্যতঃ॥
হিমবান্ হেমকূটশ্চ ঋষভো মেরুরেব চ।
নীলঃ শ্বেতস্তথা শৃঙ্গী সপ্তাস্মিন্ বর্ষপর্ব্বতাঃ॥
দ্বৌ লক্ষযোজনায়ামৌ মধ্যে তত্র মহাচলৌ।
তয়োর্দ্দক্ষিণতো যৌ তু যৌ তথোত্তরতো গিরী।
দশভির্দ্দশভির্ন্যূনৈঃ সহস্রৈস্তৈঃ পরস্পরম্॥
দ্বিসাহস্রোচ্ছ্রয়াঃ সর্ব্বে তাবদ্বিস্তারিণশ্চ তে।
সমুদ্রান্তঃ প্রবিষ্টাশ্চ ষড়স্মিন্ বর্ষপর্ব্বতাঃ॥
দক্ষিণোত্তরতো নিম্না মধ্যে তুঙ্গায়তা ক্ষিতিঃ॥
বিদ্যাদ্বৈ দক্ষিণে ত্রীণি ত্রীণি বর্ষাণি চোত্তরে।
ইলাবৃতং তয়োর্মধ্যে চন্দ্রার্দ্ধাকারবৎ স্থিতম্॥
ততঃ পূর্ব্বেণ ভদ্রাশ্বং কেতুমালঞ্চ পশ্চিমে।
ইলাবৃতস্য মধ্যে তু মেরুঃ কনকপর্ব্বতঃ॥
চতুরশীতিসাহস্রস্তস্যোচ্ছ্রায়ো মহাগিরেঃ।
প্রবিষ্টঃ ষোড়শাধস্তাদ্বিস্তীর্ণং ষোড়শৈব তু॥
শরাবসংস্থিতত্বাচ্চ দ্বাত্রিংশন্মূর্দ্ধ্নি বিস্তৃতঃ।
শুক্লঃ পীতোঽসিতো রক্তঃ প্রাচ্যাদিষু যথাক্রমম্।
বিপ্রো বৈশ্যস্তথা শূদ্রঃ ক্ষত্রিয়শ্চ সবর্ণতঃ।
তস্যোপরি তথৈবাষ্টৌ পূর্ব্বাদিষু যথাক্রমম্॥
ইন্দ্রাদিলোকপালানাং তন্মধ্যে ব্রহ্মণঃ সভা।
যোজনানাং সহস্রাণি চতুর্দ্দশ সমুচ্ছ্রিতা॥

অযুতোচ্ছ্রায়স্তস্যাধস্তথা বিষ্কম্ভপর্ব্বতঃ।
প্রাচ্যাদিষু ক্রমেণৈব মন্দরো গন্ধমাদনঃ॥
বিপুলশ্চ সুপার্শ্বশ্চ কেতুপাদপশোভিতাঃ।
কদম্বো মন্দরে কেতুর্জম্বুর্বৈ গন্ধমাদনে॥
বিপুলে চ তথাশ্বত্থঃ সুপার্শ্বে চ বটো মহান্।
একাদশশতায়ামা যোজনানামিমে নগাঃ॥
জঠরো দেবকূটশ্চ পূর্ব্বস্যাং দিশি পর্ব্বতৌ।
আনীলনিষধৌ প্রাপ্তৌ পরস্পরনিরন্তরৌ॥
নিষধঃ পারিপাত্রশ্চ মেরোঃ পার্শ্বে তু পশ্চিমে।
যথা পূর্ব্বৌ তথা চৈতাবানীলনিষধায়তৌ॥
কৈলাসো হিমবাংশ্চৈব দক্ষিণেন মহাচলৌ।
পূর্ব্বপশ্চায়তাবেতাবর্ণবান্তর্ব্যবস্থিতৌ॥
শৃঙ্গবান্ জারুধিশ্চৈব তথৈবোত্তরপর্ব্বতৌ।
যথৈব দক্ষিণে তদ্বদন্তর্ব্যস্তর্ব্যবস্থিতৌ॥
মর্য্যাদাপর্ব্বতা হ্যেতে কথ্যন্তেঽষ্টৌ দ্বিজোত্তম।
হিমবদ্ধেমকূটাদিপর্ব্বতানাং পরস্পরম্॥
নব যোজনসাহস্রং প্রাগুদগ্দক্ষিণোত্তরম্।
ফলানি যানি বৈ জম্বা গন্ধমাদনপর্ব্বতে।
গজদেহপ্রমাণানি পতন্তি গিরিমূর্দ্ধনি॥
তেষাং রসাৎ প্রভবতি খ্যাতা জম্বূনদীতি বৈ।
যত্র জাম্বূনদং নাম কনকং সম্প্রজায়তে॥
সা পরিক্রম্য বৈ মেরুং জম্বূমূলং পুনর্নদী।
বিশতি দ্বিজশার্দ্দূল পীয়মানা জনৈশ্চ তৈঃ॥
ভদ্রাশ্বেঽশ্বশিরা বিষ্ণুর্ভারতে কূর্ম্মসংস্থিতিঃ।
বরাহঃ কেতুমালে চ মৎস্যরূপস্তথোত্তরে॥
তেষু নক্ষত্রবিন্যাসাদ্বিষয়াঃ সমবস্থিতাঃ।
চতুর্ষ্বপি দ্বিজশ্রেষ্ঠ গ্রহাভিভবপাঠকাঃ॥

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে ভুবনকোষে জম্বূ-
দ্বীপবর্ণনং নাম চতুঃপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

পঞ্চপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

শৈলেষু মন্দরাদ্যেষু চতুর্ষ্বেব দ্বিজোত্তম।
বনানি যানি চত্বারি সরাংসি চ নিবোধ মে॥
পূর্ব্বং চৈত্ররথং নাম দক্ষিণে নন্দনং বনম্।
বৈভ্রাজং পশ্চিমে শৈলে সাবিত্রং চোত্তরাচলে॥
অরুণোদং সরঃ পূর্ব্বং মানসং দক্ষিণে তথা।
শীতোদং পশ্চিমে মেরোর্ম্মহাভদ্রং তথোত্তরে॥
শীতার্ত্তশ্চক্রমুঞ্জশ্চ কুলীরোঽথ সুকঙ্কবান্।
মণিশৈলোঽথ বৃষবান্ মহানীলো ভবাচলঃ॥
সবিন্দুর্ম্মন্দরো বেণুস্তামসো নিষধস্তথা।
দেবশৈলশ্চ পূর্ব্বেণ মন্দরস্য মহাচলঃ॥
ত্রিকূটশিখরাদ্রিশ্চ কলিঙ্গোঽথ পতঙ্গকঃ।
রুচকঃ সানুমাংশ্চাদ্রিস্তাম্রকোঽথ বিশাখবান্॥
শ্বেতোদরঃ সমূলশ্চ বসুধারশ্চ রত্নবান্।
একশৃঙ্গো মহাশৈলো রাজশৈলঃ পিপাঠকঃ॥
পঞ্চশৈলোথ কৈলাসো হিমবাংশ্চাচলোত্তমঃ।
ইত্যেতে দক্ষিণে পার্শ্বে মেরোঃ প্রোক্তা মহাচলাঃ
সুরক্ষঃ শিশিরাক্ষশ্চ বৈদূর্য্যঃ পিঙ্গলস্তথা।
পিঞ্জরোঽথ মহাভদ্রঃ সুরসঃ কপিলো মধুঃ॥
অঞ্জনঃ কুক্কুটঃ কৃষ্ণঃ পাণ্ডুরশ্চাচলোত্তমঃ।
সহস্রশিখরশ্চাদ্রিঃ পারিপাত্রঃ সশৃঙ্গবান্॥
পশ্চিমেন তথা মেরোর্ব্বিষ্কুম্ভাৎ পশ্চিমাদ্বহিঃ।
এতেঽচলাঃ সমাখ্যাতাঃ শৃণুষান্যাংস্তথোত্তরান্।
শঙ্খকূটোঽথ বৃষভো হংসনাভস্তথাচলঃ।
কপিলেন্দ্রস্তথা শৈলঃ সানুমান্ নীল এব চ॥
স্বর্ণশৃঙ্গী শাতশৃঙ্গী পুষ্পকো মেঘপর্ব্বতঃ।
বিরজাক্ষো বরাহাদ্রির্ম্ময়ূরো জারুধিস্তথা॥
ইত্যেতে কথিতা ব্রহ্মন্ মেরোরুত্তরতো নগাঃ।
এতেষাং পর্ব্বতানান্তু দ্রোণ্যোঽতীব মনোহরাঃ।
বনৈরমলপানীয়ৈঃ সরোভিরুপশোভিতাঃ।
তাসু পুণ্যাকৃতাং জন্ম মনুষ্যাণাং দ্বিজোত্তম॥
এতে ভৌমা দ্বিজশ্রেষ্ঠ স্বর্গাঃ স্বর্গগুণাধিকাঃ।
ন তাসু পুণ্যপাপানামপূর্ব্বাণামুপার্জ্জনম্॥
পুণ্যোপভোগা এবোক্তা দেবানামপি তাস্বপি।
শীতান্তাদ্যেষু চৈতেষু শৈলেষু দ্বিজসত্তম॥
বিদ্যাধরাণাং যক্ষাণাং কিন্নরোরগরক্ষসাম্।
দেবানাঞ্চ মহাবাসা গন্ধর্ব্বাণাঞ্চ শোভনাঃ॥
মহাপুণ্যা মনোজ্ঞৈশ্চ সদেবোপবনৈর্যুতাঃ।
সরাংসি চ মনোজ্ঞানি সর্ব্বর্ত্তুসুখদোঽনিলঃ॥
ন চৈতেষু মনুষ্যাণাং বৈমনস্যানি কুত্রচিৎ।
তদেবং পার্থিবং পদ্মং চতুষ্পত্রং ময়োদিতম্॥
ভদ্রাশ্বভারতাদ্যানি পত্রাণ্যস্য চতুর্দ্দিশম্।
ভারতং নাম যদ্বর্ষং দক্ষিণেন ময়োদিতম্॥
তৎ কর্ম্মভূমির্নান্যত্র সম্প্রাপ্তিঃ পুণ্যপাপয়োঃ।
এতৎ প্রধানং বিজ্ঞেয়ং যত্র সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্॥

তস্মাৎ স্বর্গাপবর্গৌ চ মানুষ্যানারকাবপি।
তির্য্যক্ত্বমথবাপ্যন্যং নরঃ প্রাপ্নোতি বৈ দ্বিজ॥

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে ভুবনকোষে
পঞ্চপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ॥

ষট্‌পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ধ্রুবাধারং জগদ্যোনেঃ পদং নারায়ণস্য যৎ।
ততঃ প্রবৃত্তা যা দেবী গঙ্গা ত্রিপথগামিনী॥
ততঃ সম্বদ্ধামানার্করশ্মিসঙ্গতিপাবনী॥
পপাত মেরুপৃষ্ঠে চ সা চতুর্দ্ধা ততো যযৌ।
মেরুকূটতটান্তেভ্যো নিপতন্তী বিবর্ত্তিতা॥
বিকীর্য্যমাণসলিলা নিরালম্বা পপাত সা।
মন্দরাদ্যেষু পাদেষু প্রবিভক্তোদকা সমম্॥
চতুর্ষ্বপি পপাতাম্বু বিভিন্নাদ্রিশিলোচ্চয়া।
পূর্ব্বা শীতেইতিবিখ্যাতা যযৌ চৈত্ররথং বনম্॥
তৎ প্লাবয়িত্বা সা যযৌ বরুণোদং সরোবরম্।
শীতান্তঞ্চ গিরিংস্তস্মাত্ততশ্চান্যান্ গিরীন্ ক্রমাৎ॥
গত্বা ভুবং সমাসাদ্য ভদ্রাশ্বাজ্জলধিং গতা।
তথৈবালকনন্দাখ্যং দক্ষিণে গন্ধমাদনে॥
মেরুপাদবনং গত্বা নন্দনং দেবনন্দনম্।
মানসঞ্চ মহাবেগাৎ প্লাবয়িত্বা সরোবরম্॥
আসাদ্য শৈলরাজানং রম্যং হি শিখরং তথা।
তস্মাচ্চ পর্ব্বতান্ সর্ব্বান্ দক্ষিণোপক্রমোদিতান্॥
তান্ প্লাবয়িত্বা সম্প্রাপ্তা হিমবন্তং মহাগিরিম্।
দধার তত্র তাং শম্ভুর্ন মুমোচ বৃষধ্বজঃ॥
ভগীরথেনোপবাসৈঃ স্তুত্যা চারাধিতো বিভুঃ।
তত্র মুক্তা চ শর্ব্বেণ সপ্তধা দক্ষিণোদধিম্॥
প্রবিবেশ ত্রিধা প্রাচ্যাং প্লাবয়ন্তী মহানদী।
ভগীরথরথস্যানু স্রোতসৈকেন দক্ষিণাম্॥
তথৈব পশ্চিমে পাদে বিপুলে সা মহ নদী।
স্বরক্ষুরিতি বিখ্যাতা বৈভ্রাজং সাচলং যযৌ॥
শীতোদঞ্চ সরস্তস্মাৎ প্লাবয়ন্তী মহানদী।
স্বরক্ষুঃ পর্ব্বতং প্রাপ্তা ততশ্চ ত্রিশিখং গতা॥
তস্মাৎ ক্রমেণ চাদ্রীণাং শিখরেষু নিপত্য সা।
কেতুমালং সমাসাদ্য প্রবিষ্টা লবণোদধিম্॥
সুপার্শ্বস্তু তথৈবাদ্রিং মেরুপাদং হি সা গতা।
তত্র সোমেতি বিখ্যাতা সা যযৌ সবিতুর্ব্বনম্॥
তৎ প্লাবয়ন্তী সম্প্রাপ্তা মহাভদ্রং সরোবরম্।
ততশ্চ শঙ্খকূটং সা প্রয়াতা বৈ মহানদী॥
তস্মাদ্বৃষভাদীন্ সা ক্রমাৎ প্রাপ্য শিলোচ্চয়ান্।
মহার্ণবমনুপ্রাপ্তা প্লাবয়িত্বোত্তরান্ কুরূন্॥
এবমেষা ময়া গঙ্গা কথিতা তে দ্বিজর্ষভ।
জম্বুদ্বীপনিবেশাচ্চ বর্ষাণি চ যথাতথম্॥
বসন্তি তেষু সর্ব্বেষু প্রজাঃ কিম্পুরুষাদিষু।
সুখপ্রায়া নিরাতঙ্কা ন্যূনতোৎকর্ষবর্জ্জিতাঃ॥
নবস্বপি চ বর্ষেষু সপ্ত সপ্ত কুলাচলাঃ।
একৈকস্মিংস্তদা দেশে নদ্যশ্চাদ্রিবিনিঃসৃতাঃ॥
যানি কিম্পুরুষাদ্যানি বর্ষাণ্যষ্টৌ দ্বিজোত্তম।
তেষূদ্ভিদানি তোয়ানি মেঘবার্য্যত্র ভারতে॥
বার্ক্ষী স্বাভাবিকী দেশ্যা তোয়োত্থা মানসী তথা।
কর্ম্মজা চ নৃণাং সিদ্ধির্বর্ষেষ্বেতেষু চাষ্টসু॥
কামপ্রদেভ্যো বৃক্ষেভ্যো বার্ক্ষী সিদ্ধিঃ স্বভাবজা।
স্বাভাবিকী সমাখ্যাতা তৃপ্তির্দ্দেশ্যা চ দৈশিকী॥
অপাং সৌক্ষ্ম্যাচ্চ তোয়োত্থা ধ্যানোপেতা চ মানসী
উপাসনাদিকার্য্যাত্তু কর্ম্মজা সাপ্যুদাহৃতা॥
ন চৈতেষু যুগাবস্থা নাধয়ো ব্যাধয়ো ন চ।
পুণ্যাপুণ্যসমারম্ভো নৈব তেষু দ্বিজোত্তম॥

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে গঙ্গাবতারো
নাম ষট্‌পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

সপ্তপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

ক্রৌষ্টুকিরুবাচ।

ভগবন্ কথিতস্ত্বেতজ্জম্বুদ্বীপং সমাসতঃ।
যদেতদ্ভবতা প্রোক্তং কর্ম্ম নান্যত্র পুণ্যদম্॥
পাপায় বা মহাভাগ বর্জ্জয়িত্বা তু ভারতম্।
ইতঃ স্বর্গশ্চ মোক্ষশ্চ মধ্যঞ্চান্তঞ্চ গম্যতে॥
ন খল্বন্যত্র মর্ত্ত্যানাং ভূমৌ কর্ম্ম বিধীয়তে।
তস্মাদ্বিস্তরশো ব্রহ্মন্ মমৈতদ্ভারতং বদ॥
যে চাস্য ভেদা যাবন্তো যথাবৎ স্থিতিরেব চ।
বর্ষোঽয়ং দ্বিজশার্দ্দূল যে চাস্মিন্ দেশপর্ব্বতাঃ॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ভারতস্যাস্য বর্ষস্য নব ভেদান্ নিবোধ মে।
সমুদ্রান্তরিতা জ্ঞেয়াস্তে ত্বগম্যাঃ পরস্পরম্॥
ইন্দ্রদ্বীপঃ কশেরুমাংস্তাম্রবর্ণো গভস্তিমান্।
নাগদ্বীপস্তথা সৌম্যো গান্ধর্ব্বো বারুণস্তথা॥

অয়ন্তু নবমস্তেষাং দ্বীপঃ সাগরসংবৃতঃ
যোজনানাং সহস্রং বৈ দ্বীপোঽয়ং দক্ষিণোত্তরাৎ ॥
পূর্ব্বে কিরাতা যস্যান্তে পশ্চিমে যবনাস্তথা।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চান্তঃস্থিতা দ্বিজ ॥
ইজ্যাধ্যায়বণিজ্যাদ্যৈঃ কর্ম্মভিঃ কৃতপাবনাঃ।
তেষাং সংব্যবহারশ্চ এভিঃ কর্ম্মভিরিষ্যতে ॥
স্বর্গাপবর্গপ্রাপ্তিশ্চ পুণ্যং পাপঞ্চ বৈ তথা।
মহেন্দ্রো মলয়ঃ সহ্যঃ শুক্তিমানৃক্ষপর্ব্বতঃ।
বিন্ধ্যশ্চ পারিপাত্রশ্চ সপ্তৈবাত্র কুলাচলাঃ ॥
তেষাং সহস্রশশ্চান্যে ভূধরা যে সমীপগাঃ ॥
বিস্তারোচ্ছায়িণো রম্যা বিপুলাশ্চাত্র সানবঃ।
কোলাহলঃ সবৈভ্রাজো মন্দরো দর্দ্দুরাচলঃ ॥
বাতস্বনো বৈদ্যুতশ্চ মৈনাকঃ স্বরসস্তথা।
তুঙ্গপ্রস্থো নাগগিরী রোচনঃ পাণ্ডুরাচলঃ ॥
পুষ্পো গিরির্দুর্জ্জয়ন্তো রৈবতোঽর্ব্বুদ এব চ।
ঋষ্যমূকঃ সগোমন্তঃ কূটশৈলঃ কৃতস্মরঃ ॥
শ্রীপর্ব্বতশ্চ কোরশ্চ শতশোঽন্যে চ পর্ব্বতাঃ।
তৈর্ব্বিমিশ্রা জনপদা ম্লেচ্ছাশ্চার্য্যাশ্চ ভাগশঃ ॥
তৈঃ পীয়ন্তে সরিচ্ছ্রেষ্ঠা যাস্তাঃ সম্যঙ্ নিবোধ মে।
গঙ্গা সরস্বতী সিন্ধুশ্চন্দ্রভাগা তথাপরা ॥
যমুনা চ শতদ্রুশ্চ বিতস্তৈরাবতী কুহূঃ।
গোমতী ধূতপাপা চ বাহুদা সদৃশদ্বতী ॥
বিপাশা দেবিকা রঙ্কুর্নিশ্চীরা গণ্ডকী তথা।
কৌশিকী চাপগা বিপ্র হিমবৎপাদনিঃসৃতাঃ ॥
বেদস্মৃতির্বেদবতী বৃত্রঘ্নী সিন্ধুরেব চ।
বেণ্বা সানন্দনী চৈব সদানীরা মহী তথা ॥
পারা চর্ম্মণ্বতী তাপী বিদিশা বেত্রবত্যপি।
শিপ্রা হ্যবর্ণী চ তথা পারিপাত্রাশ্রয়াঃ স্মৃতাঃ
শোণো মহানদশ্চৈব নর্ম্মদা সুরথাদ্রিজা।
মন্দাকিনী দশার্ণা চ চিত্রকূটা তথাপরা ॥
চিত্রোৎপলা সতমসা করমোদা পিশাচিকা।
তথান্যা পিপ্পলিশ্রোণির্বিপাশা বঞ্জুলা নদী ॥
সুমেরুজা শুক্তিমতী শকুলী ত্রিদিবাক্রমুঃ।
ঋক্ষপাদপ্রসূতা বৈ তথান্যা বেগবাহিনী ॥
শিপ্রা পয়োষ্ণী নির্ব্বিন্ধ্যা তাপী সনিষধাবতী
বেণ্বা বৈতরণী চৈব সিনীবালী কুমদ্বতী ॥
করতোয়া মহাগৌরী দুর্গা চান্তঃশিরা তথা।
বিন্ধ্যপাদপ্রসূতাস্তা নদ্যঃ পুণ্যজলাঃ শুভাঃ ॥
গোদাবরী ভীমরথা কৃষ্ণবেণ্বা তথাপরা।
তুঙ্গভদ্রা সুপ্রয়োগা বাহ্যা কাবের্য্যথাপগা ॥
বিন্ধ্যপাদবিনিষ্ক্রান্তা ইত্যেতাঃ সরিদুত্তমাঃ।
কৃতমালা তাম্রপর্ণী পুষ্পজা সুৎপলাবতী ॥
মলয়াদ্রিসমুদ্ভূতাঃ নদ্যঃ শীতজলাস্ত্বিমাঃ।
পিতৃসোমর্ষিকুল্যা চ ইক্ষুকা ত্রিদিবা চ যা ॥
লাঙ্গলিনী বংশকরা মহেন্দ্রপ্রভবাঃ স্মৃতাঃ।
ঋষিকুল্যা কুমারী চ মন্দগা মন্দবাহিনী ॥
কৃপা পলাশিনী চৈব শুক্তিমৎপ্রভবাঃ স্মৃতাঃ।
সর্ব্বাঃ পুণ্যাঃ সরস্বত্যঃ সর্ব্বা গঙ্গাঃ সমুদ্রগাঃ ॥
বিশ্বস্য মাতরঃ সর্ব্বাঃ সর্ব্বাঃ পাপহরাঃ স্মৃতাঃ।
অন্যাঃ সহস্রশশ্চোক্তাঃ ক্ষুদ্রনদ্যো দ্বিজোত্তম ॥
প্রাবৃট্কালবহাঃ সন্তি সদাকালবহাশ্চ যাঃ।
মৎস্যাশ্বকূটাঃ কুল্যাশ্চ কুন্তলাঃ কাশিকোশলাঃ ॥
অথর্ব্বাশ্চ কলিঙ্গাশ্চ মলকাশ্চ বৃকৈঃ সহ।
মধ্যদেশ্যা জনপদাঃ প্রায়শোঽমী প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥
সহ্যস্য চোত্তরে যাস্তু যত্র গোদাবরী নদী।
পৃথিব্যামপি কৃৎস্নায়াং স প্রদেশো মনোরমঃ ॥
গোবর্দ্ধনং পুরং রম্যং ভার্গবস্য মহাত্মনঃ।
বাহ্লীকা বাটধানাশ্চ আভীরাঃ কালতোয়কাঃ ॥
অপরান্তাশ্চ শূদ্রাশ্চ পল্লবাশ্চর্ম্মখণ্ডিকাঃ।
গান্ধারা যবনাশ্চৈব সিন্ধুসৌবীরমদ্রকাঃ ॥
শতদ্রুজাঃ কলিঙ্গাশ্চ পারদা হারভূষিকাঃ।
মাঠরা বহুভদ্রাশ্চ কৈকেয়া দশমালিকাঃ ॥
ক্ষত্রিয়োপনিবেশাশ্চ বৈশ্যশূদ্রকুলানি চ।
কাম্বোজা দরদাশ্চৈব বর্ব্বরা হর্ষবর্দ্ধনাঃ ॥
চীনাশ্চৈব তু পারাশ্চ বহুলা বাহ্যতো নরাঃ।
আত্রেয়াশ্চ ভরদ্বাজাঃ পুষ্কলাশ্চ কশেরকাঃ ॥
লম্পাকাঃ শূনকারাশ্চ চুলিকা জাগুড়ৈঃ সহ।
ঔপধাশ্চানিভদ্রাশ্চ কিরাতানাঞ্চ জাতয়ঃ ॥
তামসা হংসমার্গাশ্চ কাশ্মীরাস্তঙ্গনাস্তথা।
শূলিকাঃ কুহকাশ্চৈব ঊর্ণা দর্ব্বাস্তথৈব চ ॥
এতে দেশা হ্যুদীচ্যাস্তু প্রাচ্যান্ দেশান্ নিবোধ মে।
অধ্রারকা মুদকরা অন্তর্গির্য্যা বহির্গিরাঃ ॥
যথা প্রবঙ্গা রঙ্গেয়া মানদা মানবর্ত্তিকাঃ।
ব্রহ্মোত্তরাঃ প্রবিজয়াঃ ভার্গবা জ্ঞেয়মল্লকাঃ ॥
প্রাগ্জ্যোতিষাশ্চ মদ্রাশ্চ বিদেহাস্তাম্রলিপ্তকাঃ।
মল্লা মগধগোমন্তাঃ প্রাচ্যা জনপদাঃ স্মৃতাঃ ॥
অথাপরে জনপদা দক্ষিণাপথবাসিনঃ।
পুণ্ড্রাশ্চ কেরলাশ্চৈব গোলাঙ্গূলাস্তথৈব চ ॥
শৈলূষা মূষিকাশ্চৈব কুসুমা নাম বাসকাঃ।
মহারাষ্ট্রা মাহিষকা কলিঙ্গাশ্চৈব সর্ব্বশঃ ॥

আভীরাঃ সহবৈশিক্যা আঢ়ক্যা শবরাশ্চ যে।
পুলিন্দা বিন্ধ্যমৌলেয়া বৈদর্ভা দণ্ডকৈঃ সহ॥
পৌরিকা মৌলিকাশ্চৈব অশ্মকা ভোগবৰ্দ্ধনাঃ
নৈষিকাঃ কুন্তলা অন্ধ্রা উদ্ভিদা বনদারকাঃ॥
দাক্ষিণাত্যাস্ত্বমী দেশা অপরান্তান্ নিবোধ মে
সূর্য্যারকাঃ কালিবলা দুর্গাশ্চানীকটৈঃ সহ॥
পুলিন্দাশ্চ সুমীনাশ্চ রূপপাঃ স্বাপদৈঃ সহ।
তথা কুরুমিনশ্চৈব সৰ্ব্বে চৈব কঠাক্ষরাঃ॥
নাসিক্যাবাশ্চ যে চান্যে যে চৈবোত্তরনৰ্ম্মদাঃ।
ভীরুকচ্ছাঃ সমাহেয়াঃ সহ সারস্বতৈরপি॥
কাশ্মীরাশ্চ সুরাষ্ট্রাশ্চ আবন্ত্যাশ্চার্ব্বুদৈঃ সহ।
ইত্যেতে হ্যপরান্তাশ্চ শৃণু বিন্ধ্যনিবাসিনঃ॥
সরজাশ্চ করুষাশ্চ কেরলাশ্চোৎকলৈঃ সহ।
উত্তমর্ণা দশার্ণাশ্চ ভোজ্যাঃ কিষ্কিন্ধকৈঃ সহ॥
তোশলাঃ কোশলাশ্চৈব ত্রৈপুরা বৈদিশস্তথা।
তুম্বুরাস্তুম্বুলাশ্চৈব পটবো নৈষধৈঃ সহ॥
অন্নজাস্তুষ্টিকারাশ্চ বীরহোত্রা হ্যবন্তয়ঃ।
এতে জনপদাঃ সৰ্ব্বে বিন্ধ্যপৃষ্ঠনিবাসিনঃ॥
অতো দেশান্ প্রবক্ষ্যামি পৰ্ব্বতাশ্রয়িণশ্চ যে
নীহারা হংসমার্গাশ্চ কুরবো গুর্গণাঃ খসাঃ॥
কুন্তপ্রাবরণাশ্চৈব ঊর্ণা দার্ব্বা সকৃত্রকাঃ।
ত্রিগর্ত্তা মালবাশ্চৈব কিরাতাস্তামসৈঃ সহ॥
কৃতত্রেতাদিকশ্চাত্র চতুর্যুগকৃতো বিধিঃ।
এতৎ তু ভারতং বর্ষং চতুঃসংস্থানসংস্থিতম্॥
দক্ষিণাপরতো হ্যস্য পূৰ্ব্বেণ চ মহোদধিঃ।
হিমবানুত্তরেণাস্য কাৰ্ম্মুকস্য যথা গুণঃ॥
তদেতদ্ভারতং বর্ষং সৰ্ব্ববীজং দ্বিজোত্তম।
ব্রহ্মত্বমমরেশত্বং দেবত্বং মরুতস্তথা॥
মৃগপশ্বপ্সরোযোনিস্তদ্বৎ সৰ্ব্বে সরীসৃপাঃ।
স্থাবরাণাঞ্চ সৰ্ব্বেষামিতো ব্রহ্মন শুভাশুভৈঃ॥
প্রয়াতি কৰ্ম্মভূর্ব্রহ্মন্ নান্যা লোকেষু বিদ্যতে।
দেবানামপি বিপ্রর্ষে সদৈবৈষ মনোরথঃ॥
অপি মানুষমাপ্স্যামো দেবত্বাৎ প্রচ্যুতাঃ ক্ষিতৌ
মনুষ্যঃ কুরুতে তৎ তু যন্ন শক্যং সুরাসুরৈঃ॥

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে নদাদিবর্ণনং
নাম সপ্তপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ॥

অষ্টপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ

---•:০•---

ক্রৌষ্টুকিরুবাচ।

ভগবন্ কথিতং সম্যগ্ভবতা ভারতং মম।
সরিতঃ পৰ্ব্বতা দেশা যে চ তত্র বসন্তি বৈ॥
কিন্তু কূৰ্ম্মস্ত্বয়া পূৰ্ব্বং ভারতে ভগবান্ হরিঃ।
কথিতস্তস্য সংস্থানং শ্রোতুমিচ্ছাম্যশেষতঃ॥
কথং স সংস্থিতো দেবঃ কূৰ্ম্মরূপী জনার্দ্দনঃ।
শুভাশুভং মনুষ্যাণাং ব্যজ্যতে চ ততঃ কথম্।
যথামুখং যথাপাদং তস্য তদ্ব্রূহ্যশেষতঃ॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

প্রাঙ্মুখো ভগবান্ দেবঃ কূৰ্ম্মরূপী ব্যবস্থিতঃ।
আক্রম্য ভারতং বর্ষং নবভেদমিদং দ্বিজঃ॥
নবধা সংস্থিতান্যস্য নক্ষত্রাণি সমন্ততঃ।
বিষয়াশ্চ দ্বিজশ্রেষ্ঠ যে সম্যক্ তান্ নিবোধ মে॥
বেদমন্ত্রা বিমাণ্ডব্যাঃ শাল্বনীপাস্তথা শকাঃ।
উজ্জিহানাস্তথা বৎস ঘোষসংখ্যাস্তথা খশাঃ॥
মধ্যে সারস্বতা মৎস্যাঃ শূরসেনাঃ সমাথুরাঃ।
ধৰ্ম্মারণ্যা জ্যোতিষিকা গৌরগ্রীবা গুড়াশ্মকাঃ
উদ্দেহকাঃ সপাঞ্চালাঃ সঙ্কেতাঃ কঙ্কমারুতাঃ।
কালকোটিসপাষণ্ডাঃ পারিপাত্রনিবাসিনঃ॥
কাপিঙ্গলাঃ কুরুর্ব্বাহ্যস্তথৈবোড়ুম্বরা জনাঃ।
গজাহ্বয়াশ্চ কূৰ্ম্মস্য জলমধ্যনিবাসিনঃ॥
কৃত্তিকা রোহিণী সৌম্যা এতেষাং মধ্যবাসিনাম
নক্ষত্রত্রিতয়ং বিপ্র শুভাশুভবিপাটকম্॥
বৃষধ্বজোঽঞ্জনশ্চৈব জম্ব্বাখ্যো মানবাচলঃ।
শূর্পকর্ণো ব্যাঘ্রমুখঃ খৰ্ম্মকঃ কৰ্ব্বটাশনঃ
তথা চন্দ্রেশ্বরাশ্চৈব খশাশ্চ মগধাস্তথা।
গিরয়ো মৈথিলাঃ পৌণ্ড্রাস্তথা বদনদন্তুরাঃ
প্রাগ্জ্যোতিষাঃ সলৌহিত্যাঃ সামুদ্রাঃপুরুষাদকাঃ
পূর্ণোৎকটো ভদ্রগৌরস্তথোদয়গিরির্দ্বিজ॥
কশায়া মেখলা মুষ্টাস্তাম্রলিপ্তৈকপাদপাঃ।
বৰ্দ্ধমানাঃ কোশলাশ্চ মুখে কূৰ্ম্মস্য সংস্থিতাঃ॥
রৌদ্রঃ পুনৰ্ব্বসুঃ পুষ্যো নক্ষত্রত্রিতয়ং মুখে।
পাদে তু দক্ষিণে দেশাঃ ক্রৌষ্টুকে বদতঃ শৃণু॥
কলিঙ্গবঙ্গজঠরাঃ কোশলা মূষিকাস্তথা।
চেদয়শ্চোৰ্দ্ধকর্ণাশ্চ মৎস্যাদ্যাঃ বিন্ধ্যবাসিনঃ॥
বিদর্ভা নারিকেলাশ্চ ধৰ্ম্মদ্বীপাস্তথৈলিকাঃ।
ব্যাঘ্রগ্রীবা মহাগ্রীবাস্ত্রৈপুরাঃ শ্মশ্রুধারিণঃ।

কৈষ্কিন্ধ্যা হৈমকূটাশ্চ নিষধাঃ কটকস্থলাঃ।
দর্শার্ণা হারিকা নগ্না বিষাদাঃ কাকুলালকাঃ॥
তথৈব পর্ণশবরাঃ পাদে বৈ পূর্ব্বদক্ষিণে।
অশ্লেষর্ক্ষং তথা পৈত্র্যং ফাল্গুন্যঃ প্রথমাস্তথা॥
নক্ষত্রত্রিতয়ং পাদমাশ্রিতং পূর্ব্বদক্ষিণম্।
লঙ্কা কালাজিনাশ্চৈব শৈলিকা নিকটাস্তথা॥
মহেন্দ্রমলয়াদ্রৌ চ দর্দ্দুরে চ বসন্তি যে।
কর্কোটকবনে যে চ ভৃগুকচ্ছাঃ সকোঙ্কণাঃ॥
সর্ব্বাশ্চৈব তথাভীরা বেণ্বাতীরনিবাসিনঃ।
অবন্তয়ো দাসপুরাস্তথৈবাকণিনো জনাঃ॥
মহারাষ্ট্রাঃ সকর্ণাটা গোনর্দ্দাশ্চিত্রকূটকাঃ।
চোলাঃ কোলগিরাশ্চৈব ক্রৌঞ্চদ্বীপজটাধরাঃ॥
কাবেরী ঋষ্যমূকস্থা নাসিকাশ্চৈব যে জনাঃ।
শঙ্খশুক্ত্যাদিবৈদূর্য্যশৈলপ্রান্তচরাশ্চ যে॥
তথা বারিচরাঃ কোলাশ্চর্ম্মপট্টনিবাসিনঃ।
গণবাহ্যাঃ পরাঃ কৃষ্ণা দ্বীপবাসনিবাসিনঃ॥
সূর্য্যাদ্রৌ কুমুদাদ্রৌ চ তে বসন্তি তথা জনাঃ।
ঔখবনাঃ সপিশিকাস্তথা যে কর্ম্মনায়কাঃ॥
দক্ষিণা কৌরুষা যে চ ঋষিকাস্তাপসাশ্রমাঃ।
ঋষভাঃ সিংহলাশ্চৈব তথা কাঞ্চীনিবাসিনঃ॥
তিলঙ্গাকুঞ্জরদরীকচ্ছবাসাশ্চ যে জনাঃ।
তাম্রপর্ণী তথা কুক্ষিরিতি কূর্ম্মস্য দক্ষিণঃ॥
ফল্গুন্যশ্চোত্তরা হস্তা চিত্রা চর্ক্ষত্রয়ং দ্বিজ।
কূর্ম্মস্য দক্ষিণে কুক্ষৌ বাহ্যপাদস্তথাপরম্॥
কাম্বোজাঃ পহ্লবাশ্চৈব তথৈব বড়বামুখাঃ।
সিন্ধবঃ সার্গিগাঃ শূদ্রাঃ কর্ণপ্রাধেয়বর্ব্বরাঃ।
কিরাতাঃ পারদাঃ পাণ্ড্যাস্তথা পারশবাঃ কলাঃ॥
ধূর্ত্তকা হৈমগিরিকাঃ সিন্ধুকালকবৈরতাঃ।
সৌরাষ্ট্রা দরদাশ্চৈব দ্রাবিড়াশ্চ মহার্ণবাঃ॥
এতে জনপদাঃ পাদে স্থিতা বৈ দক্ষিণেঽপরে।
স্বাত্যো বিশাখা মৈত্রঞ্চ নক্ষত্রত্রয়মেব চ॥
মণিমেঘঃ ক্ষুরাদ্রিশ্চ খঞ্জনোঽস্তগিরিস্তথা।
অপরান্তিকা হৈহয়াশ্চ শান্তিকা বিপ্রশস্তকাঃ॥
কোঙ্কণাঃ পঞ্চনদকা বমনা হ্যবরাস্তথা।
তারক্ষুরা হ্যঙ্গতকাঃ শর্করাঃ শাল্মবেশ্মকাঃ॥
গুরুস্বরাঃ ফল্গুনকা বেণুমত্যাঞ্চ যে জনাঃ।
তথা ফল্গুলুকা ঘোরা গুরুহাশ্চ কলাস্তথা॥
একেক্ষণা বাজিকেশা দীর্ঘগ্রীবাঃ সুচূলিকাঃ।
অশ্বকেশাস্তথা পুচ্ছে জনাঃ কূর্ম্মস্য সংস্থিতাঃ॥
ঐন্দ্রং মূলং তথাষাঢ়া নক্ষত্রত্রয়মেব চ।
মাণ্ডব্যাশ্চণ্ডখারাশ্চ অশ্মকা ললনাস্তথা॥
কুন্থতা লড়হাশ্চৈব স্ত্রীবাহ্যা বালিকাস্তথা।
নৃসিংহা বেণুমত্যাঞ্চ বলাবস্থাস্তথাপরে॥
ধর্ম্মবদ্ধাস্তথালূকা উরুকর্ম্মস্থিতা জনাঃ।
বামপাদে জনাঃ পার্শ্বে স্থিতাঃ কূর্ম্মস্য ভাগুরে॥
আষাঢ়াশ্রবণে চৈব ধনিষ্ঠা যত্র সংস্থিতা।
কৈলাসো হিমবাংশ্চৈব ক্ষুদ্রবীণাশ্চ যে জনাঃ।
রসালয়াঃ সকৈকেয়া ভোগপ্রস্থাঃ সযামুনাঃ॥
অন্তর্দ্বীপাস্ত্রিগর্ত্তাশ্চ অগ্নীজ্যাঃ সার্দ্দনা জনাঃ।
তথৈবাশ্বমুখাঃ প্রাপ্তাশ্চিবিড়াঃ কেশধারিণঃ॥
দাসেরকাঃ বাটধানাঃ শবধানাস্তথৈব চ।
পুষ্কলাধমকৈরাতাস্তথা তক্ষশিলাশ্রয়াঃ॥
অম্বালা মলবা মদ্রা বেণুকাঃ সবদন্তিকাঃ।
পিঙ্গলা মানকলহা হূণাঃ কোহলকাস্তথা॥
মাণ্ডব্যা ভূতিযুবকাঃ শাতকা হেমতারকাঃ।
যশোমত্যাঃ সগান্ধারাঃ স্বরসাগররাশয়ঃ॥
যৌধেয়া দাসমেয়াশ্চ রাজন্যাঃ শ্যামকাস্তথা।
ক্ষেমধূর্ত্তাশ্চ কূর্ম্মস্য বামকুক্ষিমুপাশ্রিতাঃ॥
বারুণঞ্চাত্র নক্ষত্রং তত্র প্রৌষ্ঠপদাদ্বয়ম্।
যেন কিন্নররাজ্যঞ্চ পশুপালং সকীচকম্॥
কাশ্মীরকং তথা রাষ্ট্রমভিসারজনস্তথা।
দরদাস্তঙ্গনাশ্চৈব কুলটা বনরাষ্ট্রকাঃ॥
সৈরিষ্ঠা ব্রহ্মপুরকাস্তথৈব বনবাহ্যকাঃ।
কিরাতকৌশিকানন্দা জনাঃ পহ্লবলোচনাঃ॥
দার্ব্বাদা মকরাশ্চৈব কুরটাশ্চান্নদারকাঃ।
একপাদাঃ খশা ঘোষাঃ স্বর্গভৌমানবদ্যকাঃ॥
তথা সযবনা হিঙ্গাশ্চীরপ্রাবরণাশ্চ যে।
ত্রিনেত্রাঃ পৌরবাশ্চৈব গন্ধর্ব্বাশ্চ দ্বিজোত্তম॥
পূর্ব্বোত্তরস্তু কূর্ম্মস্য পাদমেতে সমাশ্রিতাঃ।
রেবত্যাশ্চাশ্বিদৈবত্যং যাম্যঞ্চর্ক্ষমিতিত্রয়ম্॥
তত্র পাদে সমাখ্যাতং পাকায় মুনিসত্তম।
দেশেষ্বেতেষু চৈতানি নক্ষত্রাণ্যপি বৈ দ্বিজ॥
এতৎপীড়া অমী দেশাঃ পীড়ান্তে যে ক্রমোদিতাঃ
যান্তি চাভ্যুদয়ং বিপ্র গ্রহৈঃ সম্যগবস্থিতৈঃ॥
যস্যর্ক্ষস্য পতির্যো বৈ গ্রহস্তত্তাবিতো ভয়ম্।
তদ্দেশস্য মুনিশ্রেষ্ঠ তদুৎকর্ষশুভাশুভঃ॥
প্রত্যেকং দেশসামান্যং নক্ষত্রগ্রহসম্ভবম্।
ভয়ং লোকস্য ভবতি শোভনং বা দ্বিজোত্তম॥
স্বর্ক্ষৈরশোভনৈর্জ্জন্তোঃ সামান্যমিতি ভীতিদম্।
গ্রহৈর্ভবতি পীড়োত্থমল্পায়াসমশোভনম্॥

দ্রব্যে গোষ্ঠেঽথ ভৃত্যেষু সুহৃৎসু তনয়েষু বা।
ভার্য্যায়াঞ্চ গ্রহে দুঃস্থে ভয়ং পুণ্যবতাং নৃণাম্॥
আত্মন্যথাল্পপুণ্যানাং সর্ব্বত্রৈবাতিপাপিনাম্।
নৈকত্রাপি হৃপাপানাং ভয়মস্তি কদাচন॥
দিগ্‌দেশজনসামান্যং নৃপসামান্যমাত্মজম্।
নক্ষত্রগ্রহসামান্যং নরো ভুঙ্‌ক্তে শুভাশুভম্॥
যদেতৎ কূর্ম্মসংস্থানং নক্ষত্রেষু ময়োদিতম্।
এতৎ তু দেশসামান্যমশুভং শুভমেব চ॥
তস্মাদ্বিজ্ঞায় দেশর্ক্ষং গ্রহপীড়াং তথাত্মনঃ।
কুর্ব্বীত শান্তিং মেধাবী লোকবাদাংশ্চ সত্তম॥
আকাশাদ্দেবতানাঞ্চ দৈত্যাদীনাঞ্চ দোহৃদাঃ।
পৃথ্যাং পতন্তি তে লোকে লোকবাদা ইতি শ্রুতাঃ
তাং তথৈব বুধঃ কুর্য্যাল্লোকবাদান্ ন হাপয়েৎ।
তেষাং তৎকরণান্নৃণাং যুক্তো দুষ্টাগমক্ষয়ঃ॥
শুভোদয়ং প্রহানিঞ্চ পাপানাং দ্বিজসত্তম।
প্রজ্ঞাহানিং প্রকুর্য্যস্তে দ্রব্যাদীনাঞ্চ কুর্ব্বতে॥
তস্মাচ্ছান্তিপরঃ প্রাজ্ঞো লোকবাদরতস্তথা।
লোকবাদাংশ্চ শান্তীশ্চ গ্রহপীড়াসু কারয়েৎ॥
অদ্রোহানুপবাসাংশ্চ শস্তং চৈত্যাদিবন্দনম্।
জপং হোমং তথা দানং স্নানং ক্রোধাদিবর্জ্জনম্॥
অদ্রোহঃ সর্ব্বভূতেষু মৈত্রীং কুর্য্যাচ্চ পণ্ডিতঃ।
বর্জ্জয়েদসতীং বাচমতিবাদাংস্তথৈব চ॥
গ্রহপূজাঞ্চ কুর্ব্বীত সর্ব্বপীড়াসু মানবঃ।
এবং শাম্যন্ত্যশেষাণি ঘোরাণি দ্বিজসত্তম॥
প্রয়তানাং মনুষ্যাণাং গ্রহর্ক্ষোত্থান্যশেষতঃ।
এষ কূর্ম্মো ময়া খ্যাতো ভারতে ভগবান্ বিভুঃ॥
নারায়ণো হৃচিন্ত্যাত্মা যত্র সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্।
তত্র দেবাঃ স্থিতাঃ সর্ব্বে প্রতিনক্ষত্রসংশ্রয়াঃ॥
তথা মধ্যে হুতবহঃ পৃথ্বী সোমশ্চ বৈ দ্বিজ।
মেষাদয়স্ত্রয়ো মধ্যে মুখে দ্বৌ মিথুনাদিকৌ॥
প্রাগ্‌দক্ষিণে তথা পাদে কর্কিসিংহৌ ব্যবস্থিতৌ
সিংহকন্যাতুলাশ্চৈব কুক্ষৌ রাশিত্রয়ং স্থিতম্॥
তুলাথ বৃশ্চিকশ্চোভৌ পাদে দক্ষিণপশ্চিমে।
পৃষ্ঠে চ বৃশ্চিকেনৈব সহ ধন্বী ব্যবস্থিতঃ॥
বায়ব্যে চাস্য বৈ পাদে ধনুর্গ্রাহাদিকং ত্রয়ম্।
কুম্ভমীনৌ তথৈবাস্য উত্তরং কুক্ষিমাশ্রিতৌ॥
মীনমেষৌ দ্বিজশ্রেষ্ঠ পাদে পূর্ব্বোত্তরে স্থিতৌ॥
কূর্ম্মে দেশাস্তথার্ক্ষাণি দেশেম্বেতেষু বৈ দ্বিজ॥
রাশয়শ্চ তথর্ক্ষেষু গ্রহা রাশিষ্ববস্থিতাঃ।
তস্মাদ্‌গ্রহর্ক্ষপীড়াসু দেশপীড়াং বিনির্দ্দিশেৎ॥
তত্র স্নাত্বা প্রকুর্ব্বীত দানহোমাদিকং বিধিম্।
স এষ বৈষ্ণবঃ পাদো ব্রহ্মা মধ্যে গ্রহস্য যঃ।
নারায়ণাখ্যোঽচিন্ত্যাত্মা কারণং জগতঃ প্রভুঃ॥

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে কূর্ম্মনিবেশো নামাষ্টপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ॥

ঊনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

এবস্তু ভারতং বর্ষং যথাবৎ কথিতং মুনে।
কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ তথাতিষ্যং চতুর্যুগম্॥
অত্রৈবৈতদ্‌যুগানাস্তু চাতুর্ব্বর্ণ্যোঽত্র বৈ দ্বিজ।
চত্বারি ত্রীণি দ্বে চৈব তথৈকঞ্চ শরচ্ছতম্॥
জীবন্ত্যত্র নরা ব্রহ্মন্ কৃতত্রেতাদিকে ক্রমাৎ।
দেবকূটস্য পূর্ব্বস্য শৈলেন্দ্রস্য মহাত্মনঃ॥
পূর্ব্বেণ যৎ স্থিতং বর্ষং ভদ্রাশ্বং তন্নিবোধ মে।
শ্বেতপর্ণশ্চ নীলশ্চ শৈবালশ্চাচলোত্তমঃ॥
কৌরঞ্জঃ পর্ণশালাগ্রঃ পঞ্চৈতে তু কুলাচলাঃ।
তেষাং প্রসূতিরন্যে যে বহবঃ ক্ষুদ্রপর্ব্বতাঃ॥
তৈর্ব্বিশিষ্টা জনপদা নানারূপাঃ সহস্রশঃ।
ইত্যেবমাদয়োঽন্যেঽপি শতশোঽথ সহস্রশঃ।
শীতা শঙ্খাবতী ভদ্রা চক্রাবর্ত্তাদিকাস্তথা॥
নদ্যোঽথ বহ্ব্যো বিস্তীর্ণাঃ শীততোয়ৌঘবাহিকাঃ
অত্র বর্ষে নরাঃ শঙ্খশুদ্ধহেমসমপ্রভাঃ॥
দিব্যসঙ্গমিনঃ পুণ্যা দশবর্ষশতায়ুষঃ।
মন্দোত্তমৌ ন তেষু স্তঃ সর্ব্বে তে সমদর্শনাঃ॥
তিতিক্ষাদিভিরষ্টাভিঃ প্রকৃত্যা তে গুণৈর্যুতাঃ।
তত্রাপ্যশ্বশিরা দেবশ্চতুর্ব্বাহুর্জনার্দ্দনঃ॥
শিরোহৃদয়মেঢ্রাঙ্ঘ্রিহস্তৈশ্চাক্ষিত্রয়ান্বিতঃ।
তস্যাপ্যথৈবং বিষয়া বিজ্ঞেয়া জগতঃ প্রভোঃ॥
কেতুমালমতো বর্ষং নিবোধ মম পশ্চিমম্।
বিশালঃ কম্বলঃ কৃষ্ণো জয়স্তো হরিপর্ব্বতাঃ॥
বিশোকো বর্দ্ধমানশ্চ সপ্তৈতে কুলপর্ব্বতাঃ।
অন্যে সহস্রশঃ শৈলা যেষু লোকগণঃ স্থিতঃ॥
মৌলয়স্তে মহাকায়াঃ শাকপোতকরম্ভকাঃ।
অঙ্গুলপ্রমুখাশ্চাপি বসন্তি শতশো জনাঃ॥
যে পিবন্তি মহানদ্যো রংক্ষুং শ্যামাং সকম্বলাম্।
অমোঘাং কামিনীং শ্যামাং তথৈবান্যাঃ সহস্রশঃ

অত্রাপ্যাযুঃ সমং পূর্ব্বৈরত্রাপি ভগবান্ হরিঃ।
বরাহরূপী পাদাস্তস্তৎপৃষ্ঠপার্শ্বতস্তথা ॥
ত্রিনক্ষত্রযুতে দেশে নক্ষত্রাণি শুভানি চ।
ইত্যেতৎ কেতুমালং তে কথিতং মুনিসত্তম ॥
অতঃ পরং কুরূন্ বক্ষ্যে নিবোধেহ মমোত্তরান্।
তত্র বৃক্ষা মধুফলা নিত্যপুষ্পফলোপগাঃ ॥
বস্ত্রাণি চ প্রসূয়ন্তে ফলেষ্বাভরণানি চ।
সর্ব্বকামপ্রদাস্তে হি সর্ব্বকামফলপ্রদাঃ ॥
ভূমির্মণিময়ী বায়ুঃ সুগন্ধঃ সর্ব্বদাসুখঃ।
জায়ন্তে মানবাস্তত্র দেবলোকপরিচ্যুতাঃ ॥
মিথুনানি প্রসূয়ন্তে সমকালস্থিতানি বৈ।
অন্যোন্যমনুরক্তানি চক্রবাকোপমানি চ ॥
চতুর্দ্দশসহস্রাণি তেষাং সার্দ্ধানি বৈ স্থিতিঃ।
চন্দ্রকান্তশ্চ শৈলেন্দ্রঃ সূর্য্যকান্তস্তথাপরঃ ॥
তস্মিন্ কুলাচলৌ বর্ষে তন্মধ্যে চ মহানদী।
ভদ্রসোমা প্রযাত্যূর্ব্ব্যাং পুণ্যামলজলৌঘিনী ॥
সহস্রশস্তথৈবান্যা নদ্যো বর্ষেঽপি চোত্তরে।
তথান্যাঃ ক্ষীরবাহিন্যো ঘৃতবাহিন্য এব চ ॥
দধ্নো হ্রদাস্তদা তত্র তথান্যে চাম্বুপর্ব্বতাঃ।
অমৃতাস্বাদকল্পানি ফলানি বিবিধানি চ ॥
বনেষু তেষু বর্ষেষু শতশোঽথ সহস্রশঃ।
তত্রাপি ভগবান্ বিষ্ণুঃ প্রাক্শিরা মৎস্যরূপবান্ ॥
বিভক্তো নবধা বিপ্র নক্ষত্রাণাং ত্রয়ং ত্রয়ম্।
দিশস্তথাপি নবধা বিভক্তা মুনিসত্তম ॥
চন্দ্রদ্বীপঃ সমুদ্রে চ ভদ্রদ্বীপস্তথাপরঃ।
তত্রাপি পুণ্যো বিখ্যাতঃ সমুদ্রান্তর্ম্মহামুনে ॥
ইত্যেতৎ কথিতং ব্রহ্মন্ কুরুবর্ষং ময়োত্তরম্।
শৃণু কিম্পুরুষাদীনি বর্ষাণি গদতো মম ॥

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে একোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

যৎ তু কিম্পুরুষং বর্ষং তৎ প্রবক্ষ্যাম্যহং দ্বিজ।
যত্রাব্দদশসাহস্রং পুরুষাণাং বপুষ্মতাম্ ॥
অনাময়া হ্যশোকাশ্চ নরা যত্র তথা স্ত্রিয়ঃ।
প্লক্ষঃ ষণ্ডশ্চ তত্রোক্তঃ সুমহান্ নন্দনোপমঃ ॥
তস্য তে বৈ ফলরসং পিবন্তঃ পুরুষাঃ সদা।
স্থিরযৌবননিষ্পন্নাঃ স্ত্রিয়শ্চোৎপলগন্ধিকাঃ ॥
অতঃ পরং কিম্পুরুষাদ্ধরিবর্ষং প্রচক্ষ্যতে।
মহারজতসঙ্কাশা জায়ন্তে তত্র মানবাঃ ॥
দেবলোকচ্যুতাঃ সর্ব্বে দেবরূপাশ্চ সর্ব্বশঃ।
হরিবর্ষে নরাঃ সর্ব্বে পিবন্তীক্ষুরসং শুভম্ ॥
ন জরা বাধতে তত্র ন জীর্য্যন্তে চ কর্হিচিৎ।
তাবন্তমেব তে কালং জীবন্ত্যথ নিরাময়াঃ ॥
মেরুবর্ষং ময়া প্রোক্তং মধ্যমং যদিলাবৃতম্।
ন তত্র সূর্য্যস্তপতি ন তে জীর্য্যন্তি মানবাঃ ॥
লভন্তে নাত্মলাভঞ্চ রশ্ময়শ্চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ।
নক্ষত্রাণাং গ্রহাণাঞ্চ মেরোস্তত্র পরা দ্যুতিঃ ॥
পদ্মপ্রভা পদ্মগন্ধা জম্বূফলরসাশিনঃ।
পদ্মপত্রায়তাক্ষাস্তু জায়ন্তে তত্র মানবাঃ ॥
বর্ষাণান্তু সহস্রাণি তত্রাপ্যাযুস্ত্রয়োদশ।
শরাবাকারসংস্থানো মেরুমধ্যে ইলাবৃতে ॥
মেরুস্তত্র মহাশৈলস্তদাখ্যাতমিলাবৃতম্।
রম্যকং বর্ষমস্মাচ্চ কথয়িষ্যে নিবোধ তম্ ॥
বৃক্ষস্তত্রাপি চোত্তুঙ্গো ন্যগ্রোধো হরিতচ্ছদঃ।
তস্যাপি তে ফলরসং পিবন্তো বর্ত্তয়ন্তি বৈ ॥
বর্ষাযুতায়ুষস্তত্র নরাস্তৎফলভোগিনঃ।
রতিপ্রধানবিমলা জরাদৌর্গন্ধ্যবর্জ্জিতাঃ ॥
তস্মাদথোত্তরং বর্ষং নাম্না খ্যাতং হিরণ্ময়ম্।
হিরণ্বতী নদী তত্র প্রভূতকমলোজ্জ্বলা ॥
মহাবলাঃ সতেজস্কা জায়ন্তে তত্র মানবাঃ।
যক্ষরূপা মহাসত্ত্বা ধনিনঃ প্রিয়দর্শনাঃ ॥

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে ভুবনকোষবর্ণনে নাম ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

একষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

ক্রৌষ্টুকিরুবাচ।

কথিতং ভবতা সম্যক্ যৎ পৃষ্টোঽসি মহামুনে।
ভূসমুদ্রাদিসংস্থানং প্রমাণানি তথা গ্রহাঃ ॥
তেষাঞ্চৈব প্রমাণঞ্চ নক্ষত্রাণাঞ্চ সংস্থিতিঃ।
ভূরাদয়স্ত্রয়ো লোকাঃ পাতালান্যখিলান্যপি ॥
স্বায়ম্ভুবং তথা খ্যাতং মুনে মন্বন্তরং মম।
তদনন্তরাণ্যহং শ্রোতুমিচ্ছে মন্বন্তরাণি বৈ।
মন্বন্তরাধিপান্ দেবানৃষীংস্তত্তনয়ান্ নৃপান্ ॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।
মন্বন্তরং ময়াখ্যাতং তব স্বায়ম্ভুবঞ্চ যৎ ।
স্বারোচিষাখ্যমন্যৎ তু শৃণু তস্মাদনন্তরম্ ॥
কশ্চিদ্দ্বিজাতিপ্রবরঃ পুরেঽভূদরুণাস্পদে ।
বরুণায়াস্তটে বিপ্রো রূপেণাত্যশ্বিনাবপি ॥
মৃদুস্বভাবঃ সদ্বৃত্তো বেদবেদাঙ্গপারগঃ ।
সদাতিথিপ্রিয়ো রাত্রাবাগতানাং সমাশ্রয়ঃ ॥
তস্য বুদ্ধিরিয়ং ত্বাসীদহং পশ্যে বসুন্ধরাম্ ।
অতিরম্যবনোদ্যানাং নানানগরশোভিতাম্ ॥
অথাগতোঽতিথিঃ কশ্চিৎ কদাচিৎ তস্য বেশ্মনি
নানৌষধিপ্রভাবজ্ঞো মন্ত্রবিদ্যাবিশারদঃ ॥
অভ্যর্থিতস্তু তেনাসৌ শ্রদ্ধাপূতেন চেতসা ।
তস্যাচখ্যৌ স দেশাংশ্চ রম্যাণি নগরাণি চ ॥
বনানি নদ্যঃ শৈলাংশ্চ পুণ্যান্যায়তনানি চ ।
স ততো বিস্ময়াবিষ্টঃ প্রাহ তং দ্বিজসত্তমম্ ॥
অনেকদেশদর্শিত্বেনাতিশ্রমসমন্বিতঃ ।
ত্বং নাতিবৃদ্ধো বয়সা নাতিবৃত্তশ্চ যৌবনাৎ ।
কথমল্পেন কালেন পৃথিবীমটসি দ্বিজ ॥
ব্রাহ্মণ উবাচ ।
মন্ত্রৌষধিপ্রভাবেণ বিপ্রাপ্রতিহতা গতিঃ ।
যোজনানাং সহস্রং হি দিনার্দ্ধেন ব্রজাম্যহম্ ॥
মার্কণ্ডেয় উবাচ ।
ততঃ স বিপ্রস্তং ভূয়ঃ প্রত্যুবাচেদমাদরাৎ ।
শ্রদ্দধানো বচস্তস্য ব্রাহ্মণস্য বিপশ্চিতঃ ॥
মম প্রসাদং ভগবন্ কুরু মন্ত্রপ্রভাবজম্ ।
দ্রষ্টুমেতাং মম মহীমতীবেচ্ছা প্রবর্ত্ততে ॥
প্রাদাৎ স ব্রাহ্মণশ্চাস্মৈ পাদলেপমুদারধীঃ ।
অভিমন্ত্রয়ামাস দিশং তেনাখ্যাতাঞ্চ যত্নতঃ ॥
তেনানুলিপ্তপাদোঽথ স দ্বিজো দ্বিজসত্তম ।
হিমবন্তমগাদ্দ্রষ্টুং নানাপ্রস্রবণান্বিতম্ ॥
সহস্রং যোজনানাং হি দিনার্দ্ধেন ব্রজামি যৎ ।
আয়াস্যামীতি সঞ্চিন্ত্য তদর্দ্ধেনাপরেণ হি ॥
সম্প্রাপ্তো হিমবৎপৃষ্ঠং নাতিশ্রান্ততনুর্দ্বিজ ।
বিচচার ততস্তত্র তুহিনাচলভূতলে ॥
পাদাক্রান্তেন তস্যাথ তুহিনেন বিলীয়তা ।
প্রক্ষালিতঃ পাদলেপঃ পরমৌষধিসম্ভবঃ ॥
ততো জড়গতিঃ সোঽথ ইতশ্চেতশ্চ পর্য্যটন্ ।
দদর্শাতিমনোজ্ঞানি সানূনি হিমভূভৃতঃ ॥
সিদ্ধগন্ধর্ব্বজুষ্টানি কিন্নরাভিরতানি চ ।
ক্রীড়াবিহাররম্যাণি দেবাদীনামিতস্ততঃ ॥
দিব্যাপ্সরোগণশতৈরাকীর্ণান্যবলোকয়ন্ ।
নাতৃপ্যত দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ প্রোদ্ভূতপুলকো মুনে ॥
ক্বচিৎ প্রস্রবণাদ্ভ্রষ্টজলপাতমনোরমম্ ।
প্রনৃত্যচ্ছিখিকেকাভিরন্যতশ্চ নিনাদিতম্ ॥
দাত্যূহকোযষ্টিকাদ্যৈঃ ক্বচিচ্চাতিমনোহরৈঃ ।
পুংস্কোকিলকলালাপৈঃ শ্রুতিহারিভিরন্বিতম্ ॥
প্রফুল্লতরুগন্ধেন বাসিতানিলবীজিতম্ ।
মুদা যুক্তঃ স দদৃশে হিমবন্তং মহাগিরিম্ ॥
দৃষ্ট্বা চৈতং দ্বিজসুতো হিমবন্তং মহাচলম্ ।
শ্বো দ্রক্ষ্যামীতি সঞ্চিন্ত্য মতিং চক্রে গৃহং প্রতি ॥
বিভ্রষ্টপাদলেপোঽথ চিরেণ জড়িতক্রমঃ ।
চিন্তয়ামাস কিমিদং ময়াজ্ঞানাদনুষ্ঠিতম্ ॥
যদি প্রলেপো নষ্টো মে বিলীনো হিমবারিণা ।
শৈলোঽতিদুর্গমশ্চায়ং দূরঞ্চাহমিহাগতঃ ॥
প্রয়াস্যামি ক্রিয়াহানিমগ্নিশুশ্রূষণাদিকম্ ।
কথমত্র করিষ্যামি সঙ্কটং মহদাগতম্ ॥
ইদং রম্যমিদং রম্যমিত্যস্মিন্ বরপর্ব্বতে ।
সকৃদ্দৃষ্টিরহং তৃপ্তিং ন যাস্যেঽব্দশতৈরপি ॥
কিন্নরাণাং কলালাপাঃ সমন্তাচ্ছ্রোত্রহারিণঃ ।
প্রফুল্লতরুগন্ধাংশ্চ ঘ্রাণমত্যন্তমৃচ্ছতি ॥
সুখস্পর্শস্তথা বায়ুঃ ফলানি রসবন্তি চ ।
হরন্তি প্রসভং চেতো মনোজ্ঞানি সরাংসি চ ॥
এবং গতে তু পশ্যেয়ং যদি কঞ্চিৎ তপোনিধিম্ ।
স মমোপদিশেন্মার্গং গমনায় গৃহং প্রতি ॥
মার্কণ্ডেয় উবাচ ।
স এবং চিন্তয়ন্ বিপ্রো বভ্রাম চ হিমাচলে ।
ভ্রষ্টপাদৌষধিবলো বৈক্লব্যং পরমং গতঃ ॥
তং দদর্শ ভ্রমন্তঞ্চ মুনিশ্রেষ্ঠঃ বরূথিনী ।
বরাপ্সরা মহাভাগা মৌলেয়া রূপশালিনী ॥
তস্মিন্ দৃষ্টে ততঃ সাভূদ্দ্বিজবর্য্যে বরূথিনী ।
মদনাকৃষ্টহৃদয়া সানুরাগা হি তৎক্ষণাৎ ॥
চিন্তয়ামাস কো ন্বেষ রমণীয়তমাকৃতিঃ ।
সফলং মে ভবেজ্জন্ম যদি মাং নাবমন্যতে ॥
অহোঽস্য রূপমাধুর্য্যমহোঽস্য ললিতা গতিঃ ।
অহো গম্ভীরতা দৃষ্টেঃ কুতোঽস্য সদৃশো ভুবি ॥
দৃষ্টা দেবাস্তথা দৈত্যাঃ সিদ্ধগন্ধর্ব্বপন্নগাঃ ।
কথমেকোঽপি নাস্ত্যস্য তুল্যরূপো মহাত্মনঃ ॥
যথাহমস্মিন্ ময্যেষ সানুরাগস্তথা যদি ।
ভবেদত্র ময়া জ্ঞেয়ং স্তৎকৃতঃ পুণ্যসঞ্চয়ঃ ॥
যদ্যেষ ময়ি সুস্নিগ্ধাং দৃষ্টিমদ্য নিপাতয়েৎ ।-

কৃতপুণ্যা ন তত্তোঽন্যা ত্রৈলোক্যে বনিতা ততঃ
মার্কণ্ডেয় উবাচ।
এবং সঞ্চিন্তয়ন্তী সা দিব্যযোষিৎ স্মরাতুরা।
আত্মানং দর্শয়ামাস কমনীয়তরাকৃতিম্॥
তান্তু দৃষ্ট্বা দ্বিজসুতশ্চারুরূপাং বরূথিনীম্।
সোপচারং সমাগম্য বাক্যমেতদুবাচ হ॥
কা ত্বং কমলগর্ভাভে কস্য কিং বানুতিষ্ঠসি।
ব্রাহ্মণোঽহমিহায়াতো নগরাদরুণাস্পদাৎ॥
পাদলেপোঽত্র মে ধ্বস্তো বিলীনো হিমবারিণা।
যস্যানুভাবাদত্রাহমাগতো মদিরেক্ষণে॥
বরূথিন্যুবাচ।
মৌলেয়াহং মহাভাগা নাম্না খ্যাতা বরূথিনী।
বিচরামি সদৈবাত্র রমণীয়ে মহাচলে॥
সাহং ত্বদ্দর্শনাদ্বিপ্র কামবক্তব্যতাং গতা।
প্রশাধি যন্ময়া কার্য্যং ত্বদধীনাস্মি সাম্প্রতম্॥
ব্রাহ্মণ উবাচ।
যেনোপায়েন গচ্ছেয়ং নিজগেহং শুচিস্মিতে।
তন্মমাচক্ষ্ব কল্যাণি হানির্নোঽখিলকর্ম্মণাম্॥
নিত্যনৈমিত্তিকানান্তু মহাহানির্দ্বিজন্মনঃ।
ভবত্যতস্ত্বং হে ভদ্রে মামুদ্ধর হিমালয়াৎ॥
প্রশস্যতে ন প্রবাসো ব্রাহ্মণানাং কদাচন।
অপরাদ্ধং ন মে ভীরু দেশদর্শনকৌতুকম্॥
সতো গৃহে দ্বিজাগ্র্যস্য নিষ্পত্তিঃ সর্ব্বকর্ম্মণাম্।
নিত্যনৈমিত্তিকানাঞ্চ হানিরেবং প্রবাসিনঃ॥
সা ত্বং কিং বহুনোক্তেন তথা কুরু যশস্বিনি।
যথা নাস্তং গতে সূর্য্যে পশ্যামি নিজমালয়ম্॥

বরূথিন্যুবাচ।
মৈবং ব্রূহি মহাভাগ মা ভূৎ স দিবসো মম।
মাং পরিত্যজ্য যত্র ত্বং নিজগেহমুপৈষ্যসি॥
অহো রম্যতরঃ স্বর্গো ন যতো দ্বিজনন্দন।
অতো বয়ং পরিত্যজ্য তিষ্ঠামোঽত্র সুরালয়ম্॥
স ত্বং সহ ময়া কান্ত কান্তেঽত্র তুহিনাচলে।
রমমাণো ন মর্ত্ত্যানাং বান্ধবানাং স্মরিষ্যসি॥
স্রজো বস্ত্রাণ্যলঙ্কারান্ ভক্ষ্যভোজ্যানুলেপনম্।
দাস্যাম্যত্র তথাহং তে স্মরেণ বশগা কৃতা॥
বীণাবেণুস্বনং গীতং কিন্নরাণাং মনোরমম্।
অঙ্গাহ্লাদকরো বায়ুরুষ্ণান্নমুদকং শুচি॥
মনোঽভিলষিতা শয্যা সুগন্ধমনুলেপনম্।
ইহাসতো মহাভাগ গৃহে কিং তে নিজেঽধিকম্॥
ইহাসতো নৈব জরা কদাচিৎ তে ভবিষ্যতি।
ত্রিদশানামিয়ং ভূমির্যৌবনোপচয়প্রদা॥
ইত্যুক্ত্বা সানুরাগা সা সহসা কমলেক্ষণা।
আলিলিঙ্গ প্রসীদেতি বদন্তী কলমুন্মনাঃ॥
ব্রাহ্মণ উবাচ।
মা মাং স্প্রাক্ষীর্ব্রজান্যত্র দুষ্টে যঃ সদৃশস্তব।
ময়ান্যথা যাচিতা ত্বমন্যথৈবাপ্যুপৈষি মাম্॥
সায়ং প্রাতর্হুতং হব্যং লোকান্ যচ্ছতি শাশ্বতান্।
ত্রৈলোক্যমেতদখিলং মূঢ়ে হব্যে প্রতিষ্ঠিতম্।
লঘূপায়ং সমাচক্ষ্ব যেন যামি স্বমালয়ম্॥
বরূথিন্যুবাচ।
কিং তে নাহং প্রিয়া বিপ্র রমণীয়েন কিং গিরিঃ।
গন্ধর্ব্বান্ কিন্নরাদীংশ্চ ত্যক্ত্বাভীষ্টো হি কস্তব॥
নিজমালয়মপ্যস্মাত্তবান্ যাস্যত্যসংশয়ম্।
স্বল্পকালং ময়া সার্দ্ধং ভুঙ্ক্ষ ভোগান্ সুদুর্লভান্॥
ব্রাহ্মণ উবাচ।
অভীষ্টা গার্হপত্যাদ্যাঃ সততং মে ত্রয়োঽগ্নয়ঃ।
রম্যং মমাগ্নিশরণং দেবী বিস্তরণী প্রিয়া॥
বরূথিন্যুবাচ।
অষ্টাবাত্মগুণা যে হি তেষামাদৌ দয়া দ্বিজ।
তাং করোষি কথং ন ত্বং ময়ি সদ্ধর্ম্মপালক॥
ত্বদ্বিমুক্তা ন জীবামি তথা প্রীতিমতী ত্বয়ি।
নৈতদ্বদাম্যহং মিথ্যা প্রসীদ কুলনন্দন॥
ব্রাহ্মণ উবাচ।
যদি প্রীতিমতী সত্যং নোপচারাদ্ব্রবীষিমাম্।
তদুপায়ং সমাচক্ষ্ব যেন যামি স্বমালয়ম্॥
বরূথিন্যুবাচ।
নিজমালয়মপ্যস্মাত্তবান্ যাস্যত্যসংশয়ম্।
স্বল্পকালং ময়া সার্দ্ধং ভুঙ্ক্ষ ভোগান্ সুদুর্লভান্॥
ব্রাহ্মণ উবাচ।
ন ভোগার্থায় বিপ্রাণাং শস্যতে হি বরূথিনি।
ইহ ক্লেশায় বিপ্রাণাং চেষ্টা প্রেত্যাফলপ্রদা॥
বরূথিন্যুবাচ।
মম্রাণং ম্রিয়মাণায়া মম কৃত্বা পরত্র তে।
পুণ্যস্যৈব ফলং ভাবি ভোগাশ্চান্যত্র জন্মনি॥
এবঞ্চ দ্বয়মপ্যত্র তবোপচয়কারণম্।
প্রত্যাখ্যানাদহং মৃত্যুং ত্বঞ্চ পাপমবাপ্স্যসি॥

ব্রাহ্মণ উবাচ।

পরস্ত্রিয়ং নাভিলষেদিত্যূচুর্গুরবো মম।
তেন ত্বাং নাভিবাঞ্ছামি কামং বিলপ শুষ্য বা॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা স মহাভাগঃ স্পৃষ্ট্বাপঃ প্রযতঃ শুচিঃ।
প্রাহেদং প্রণিপত্যাগ্নিং গার্হপত্যমুপাংশুনা॥
ভগবন্ গার্হপত্যাগ্নে যোনিস্ত্বং সর্ব্বকর্ম্মণাম্।
ত্বত্ত আহবনীয়োঽগ্নির্দক্ষিণাগ্নিশ্চ নান্যতঃ॥
যুষ্মদাপ্যায়নাদ্দেবা বৃষ্টিশস্যাদিহেতবঃ।
ভবন্তি শস্যাদখিলং জগদ্ভবতি নান্যতঃ॥
এবং ত্বত্তো ভবত্যেতদ্যেন সত্যেন বৈ জগৎ।
তথাহমদ্য স্বং গেহং পশ্যেয়ং সতি ভাস্করে॥
যথা বৈ বৈদিকং কর্ম্ম স্বকালে নোজ্ঝিতং ময়া।
তেন সত্যেন পশ্যেয়ং গৃহস্থোঽদ্য দিবাকরম্॥
যথা চ ন পরদ্রব্যে পরদারে চ মে মতিঃ।
কদাচিৎ সাভিলাষাভূৎ তথৈতৎ সিদ্ধিমেতু মে॥

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে স্বারোচিষে
মন্বন্তরে ব্রাহ্মণবাক্যং নামৈক-
ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

এবন্তু বদতস্তস্য দ্বিজপুত্রস্য পাবকঃ।
গার্হপত্যঃ শরীরে তু সন্নিধানমথাকরোৎ॥
তেন চাধিষ্ঠিতঃ সোঽথ প্রভামণ্ডলমধ্যগঃ।
ব্যদীপয়ত তং দেশং দ্বিতীয় ইব হব্যবাট্॥
তস্যাস্তু মূর্ত্তরাং তত্র তাদৃগ্রূপে দ্বিজন্মনি।
অনুরাগোঽভবদ্বিপ্রং পশ্যন্ত্যা দেবযোষিতঃ॥
ততঃ সোঽধিষ্ঠিতস্তেন হব্যবাহেন তৎক্ষণাৎ।
যথা পূর্ব্বং তথা গন্তুং প্রবৃত্তো দ্বিজনন্দনঃ॥
জগাম চ ত্বরাযুক্তস্তয়া দেব্যা নিরীক্ষিতঃ।
আ দৃষ্টিপাতাৎ তন্বঙ্গ্যা নিশ্বাসোৎকম্পিকন্ধরম্॥
ততঃ ক্ষণেনৈব তদা নিজগেহমবাপ্য সঃ।
যথাপ্রোক্তং দ্বিজশ্রেষ্ঠশ্চকার সকলাঃ ক্রিয়াঃ॥
অথ সা চারুসর্ব্বাঙ্গী তত্রাসক্তাত্মমানসা।
নিশ্বাসপরমা নিন্যে দিনশেষং তথা নিশাম্॥
নিশ্বসত্যনবদ্যাঙ্গী হাহেতি রুদতী মুহুঃ।
মন্দভাগ্যেতি চাত্মানং নিনিন্দ মদিরেক্ষণা॥
ন বিহারে ন চাহারে রমণীয়ে ন বা বনে।
ন কন্দরেষু রম্যেষু সা ববন্ধ তদা রতিম্॥
চকার রমমাণে চ চক্রবাকযুগে স্পৃহাম্।
মুক্তা তেন বরারোহা নিনিন্দ নিজযৌবনম্॥
কাগতাহমিমং শৈলং দুষ্টদৈববলাৎকৃতা।
ক চ প্রাপ্তঃ স মে দৃষ্টের্গোচরং তাদৃশো নরঃ॥
যদ্যদ্য স মহাভাগো ন মে সঙ্গমুপৈষ্যতি।
তৎকামাগ্নিরবশ্যং মাং ক্ষপয়িষ্যতি দুঃসহঃ॥
রমণীয়মভূদ্যৎ তৎ পুংস্কোকিলনিনাদিতম্।
তেন হীনং তদেবৈতদ্দহতীবাদ্য মামলম্॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ইত্থং সা মদনাবিষ্টা জগাম মুনিসত্তমম্।
ববৃধে চ তদা রাগস্তস্যাস্তস্মিন্ প্রতিক্ষণম্॥
কলির্নাম্না তু গন্ধর্ব্বঃ সানুরাগো নিরাকৃতঃ।
তয়া পূর্ব্বমভূৎ সোঽথ তদবস্থাং দদর্শ তাম্॥
স চিন্তয়ামাস তদা কিং ন্বেষা গজগামিনী।
নিশ্বাসপবনম্লানা গিরাবত্র বরূথিনী॥
মুনিশাপকৃতা কিং নু কেনচিৎ কিং বিমানিতা।
বাষ্পবারিপরিক্লিন্নমিয়ং ধত্তে যতো মুখম্॥
ততঃ স দধ্যৌ সুচিরং তমর্থং কৌতুকাৎ কলিঃ
জ্ঞাতবাংশ্চ প্রভাবেণ সমাধেঃ স যথাতথম্॥
পুনঃ স চিন্তয়ামাস তদ্বিজ্ঞায় মুনেঃ কলিঃ।
মমোপপাদিতং সাধু ভাগ্যৈরেতৎ পুরাকৃতৈঃ॥
ময়ৈষা সানুরাগেন বহুশঃ প্রার্থিতা সতী।
নিরাকৃতবতী সেয়মদ্য প্রাপ্যা ভবিষ্যতি॥
মানুষে সানুরাগেয়ং তত্র তদ্রূপধারিণি।
রংস্যতে মধ্যসন্দিগ্ধং কিং কালেন করোমি তৎ॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

আত্মপ্রভাবেণ ততস্তচ্চ রূপং দ্বিজন্মনঃ।
কৃত্বা চচার যত্রাস্তে নিষণ্ণা সা বরূথিনী॥
সা তং দৃষ্ট্বা বরারোহা কিঞ্চিদুৎফুল্ললোচনা।
সমেত্য প্রাহ তন্বঙ্গী প্রসীদেতি পুনঃ পুনঃ॥
ত্বয়া ত্যক্তা ন সন্দেহঃ পরিত্যক্ষ্যামি জীবিতম্।
তত্রাধর্ম্মঃ কষ্টতরঃ ক্রিয়ালোপো ভবিষ্যতি॥
ময়া সমেত্য রম্যেঽস্মিন্ মহাকন্দরকন্দরে।
মৎপরিত্রাণজং ধর্ম্মমবশ্যং প্রতিপৎস্যসে॥
আয়ুষঃ সাবশেষং মে নূনমস্তি মহামতে।
নিবৃত্তস্তেন নূনং ত্বং হৃদয়াহ্লাদকারকঃ॥

কলিরুবাচ।

কিং করোমি ক্রিয়াহানির্ভবত্যত্র সতো মম।
ত্বমপ্যেবম্বিধং বাক্যং ব্রবীষি তনুমধ্যমে॥

তদহং সঙ্কটং প্রাপ্তো যদ্ব্রবীমি করোষি তৎ।
যদি স্যাৎ সঙ্গমো মেঽদ্য ভবত্যা সহ নান্যথা ॥

বরূথিন্যুবাচ।

প্রসীদ যদ্ব্রবীষি ত্বং তৎ করোমি ন তে মৃষা।
ব্রবীম্যেতদনাশঙ্ক্য যৎ তে কার্য্যং ময়াধুনা ॥

কলিরুবাচ।

নাদ্য সম্ভোগসময়ে দ্রষ্টব্যোঽহং ত্বয়া বনে।
নিমীলিতাক্ষ্যাঃ সংসর্গস্তব সুভ্রু ময়া সহ ॥

বরূথিন্যুবাচ।

এবং ভবতু ভদ্রং তে যথেচ্ছসি তথাস্তু তৎ।
ময়া সর্ব্বপ্রকারং হি বশে স্থেয়ং তবাধুনা ॥

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে স্বারোচিষে
মন্বন্তরে বরূথিনীকথা নাম
দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

—ঃ•ঃ—

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ততঃ সহ তয়া সোঽথ ররাম গিরিসানুষু।
ফুল্লকাননহৃদ্যেষু মনোজ্ঞেষু সরঃসু চ ॥
কন্দরেষু চ রম্যেষু নিম্নগাপুলিনেষু চ।
মনোজ্ঞেষু তথান্যেষু দেশেষু মুদিতো দ্বিজ ॥
বহ্নিনাধিষ্ঠিতস্যাসীদ্যদ্রূপং তস্য তেজসা।
অচিন্তয়দ্ভোগকালে নিমীলিতবিলোচনা ॥
ততঃ কালেন সা গর্ভমবাপমুনিসত্তম।
গন্ধর্ব্ববীর্য্যতো রূপং চিন্তনাচ্চ দ্বিজন্মনঃ ॥
তাং গর্ভধারিণীং সোঽথ সান্ত্বয়িত্বা বরূথিনীম্।
বিপ্ররূপধরো যাতস্তয়া প্রীত্যা বিসর্জ্জিতঃ ॥
জজ্ঞে স বালো দ্যুতিমান্ জ্বলন্নিব বিভাবসুঃ।
স্বরোচিভির্যথা সূর্য্যো ভাসয়ন্ সকলা দিশঃ ॥
স্বরোচির্ভির্যতো ভাতি ভাস্বানিব স বালকঃ।
ততঃ স্বরোচিরিত্যেবং নাম্না খ্যাতো বভূব সঃ ॥
ববৃধে চ মহাভাগো বয়সানুদিনং তথা।
গুণৌঘৈশ্চ তথা বালঃ কলাভিঃ শশলাঞ্ছনঃ ॥
স জগ্রাহ ধনুর্ব্বেদং বেদাংশ্চৈব যথাক্রমম্।
বিদ্যাশ্চৈব মহাভাগস্তদা যৌবনগোচরঃ ॥
মন্দরাদ্রৌ কদাচিৎ স বিচরংশ্চারুচেষ্টিতঃ।
দদর্শৈকাং তদা কন্যাং গিরিপ্রস্থে ভয়াতুরাম্ ॥
ত্রায়স্বেতি নিরীক্ষ্যৈনং সা তদা বাক্যমব্রবীৎ।
মা ভৈষীরিতি স প্রাহ ভয়বিপ্লুতলোচনাম্ ॥
কিমেতদিতি তেনোক্তে বীরবাক্যে মহাত্মনা।
ততঃ সা কথয়ামাস শ্বাসাক্ষেপপ্লুতাক্ষরম্ ॥

কন্যোবাচ।

অহমিন্দীবরাক্ষস্য সুতা বিদ্যাধরস্য বৈ।
নাম্না মনোরমা জাতা সুতায়াং মরুধন্বনঃ ॥
মন্দারবিদ্যাধরজা সখী মম বিভাবরী।
কলাবতী চাপ্যপরা সুতা পারস্য বৈ মুনেঃ ॥
তাভ্যাং সহ ময়া যাতং কৈলাসতটমুত্তমম্।
তত্র দৃষ্টো মুনিঃ কশ্চিৎ তপসাতিকৃশাকৃতিঃ।
ক্ষুৎক্ষামকণ্ঠো নিস্তেজা দূরপাতাক্ষিতারকঃ ॥
ময়াবহসিতঃ ক্রুদ্ধঃ স তদা মাং শশাপ হ।
ক্ষামক্ষামস্বরঃ কিঞ্চিৎ কম্পিতাধরপল্লবঃ ॥
ত্বয়াবহসিতো যস্মাদনার্য্যে দুষ্টতাপসি!
তস্মাৎ ত্বামচিরেণৈব রাক্ষসোঽভিভবিষ্যতি ॥
দত্তে শাপে মৎসখীভ্যাং স তু নির্ভৎর্সিতো মুনিঃ
ধিক্ তে ব্রাহ্মণ্যমক্ষান্ত্যা কৃতং তে নিখিলং তপঃ
অমর্ষণৈর্দ্ধর্ষিতোঽসি তপসা নাতিকর্শিতঃ।
ক্ষান্ত্যাস্পদং বৈ ব্রাহ্মণ্যং ক্রোধসংযমনং তপঃ ॥
এতচ্ছ্রুত্বা দদৌ শাপং তয়োরপ্যমিতদ্যুতিঃ।
একস্যাঃ কুষ্ঠমঙ্গেষু ভাব্যন্যস্যাস্তথা ক্ষয়ঃ ॥
তয়োস্তথৈব তজ্জাতং যথোক্তং তেন তৎক্ষণাৎ।
মমাপ্যেবং মহদ্রক্ষঃ সমুপৈতি পদানুগম্ ॥
ন শৃণোষি মহানাদং তস্যাদূরেঽপি গর্জ্জতঃ।
তৃতীয়মদ্য দিবসং যন্মে পৃষ্ঠং ন মুঞ্চতি ॥
অস্ত্রগ্রামস্য সর্ব্বস্য হৃদয়ংগ্রাহমদ্য তে।
তং প্রযচ্ছামি মাং রক্ষ রক্ষসোঽস্মান্মহামতে ॥
প্রাদাৎ স্বায়ম্ভুবস্যাদৌ স্বয়ং রুদ্রঃ পিনাকধৃক্।
স্বায়ম্ভুবো বশিষ্ঠায় সিদ্ধবর্য্যায় দত্তবান্ ॥
তেনাপি দত্তং মন্মাতুঃ পিত্রে চিত্রায়ুধায় বৈ।
প্রাদাদোদ্বাহিকং সোঽপি মৎপিত্রে শ্বশুরঃ স্বয়ম্
ময়াপি শিক্ষিতং বীর সকাশাদ্বালয়া পিতুঃ।
হৃদয়ং সকলাস্ত্রাণামশেষরিপুনাশনম্ ॥
তদিদং গৃহ্যতাং শীঘ্রমশেষাস্ত্রপরায়ণম্।
ততো জহি দুরাত্মানমেনং রাক্ষসমাগতম্ ॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

তথেত্যুক্তে ততস্তেন বার্য্যুপস্পৃশ্য তস্য তৎ।
অস্ত্রাণাং হৃদয়ং প্রাদাৎ সরহস্যনিবর্ত্তনম্ ॥
এতস্মিন্নন্তরে রক্ষস্তৎ তদা ভীষণাকৃতিঃ।

নর্দ্দমানো মহানাদমাজগাম ত্বরান্বিতঃ ॥
ময়াভিভূতা কিং ত্রাণমুপৈতীতি ক্রতমেহি মে।
তস্কায় কিং চিরেণেতি ব্রুবাণং তং দদর্শ সঃ ॥
স্বরোচিশ্চিন্তয়ামাস দৃষ্ট্বা তং সমুপাগতম্।
গৃহ্লাম্বেষ বচঃ সত্যং তস্যাস্ত্বিতি মহামুনেঃ ॥
জগ্রাহ সমুপেত্যৈনাং ত্বরয়া সোঽপি রাক্ষসঃ।
ত্রাহি ত্রাহীতি করুণং বিলপন্তীং সুমধ্যমাম্ ॥
ততঃ স্বরোচিঃ সংক্রুদ্ধশ্চ গাস্ত্রমতিভৈরবম্।
দৃষ্ট্বা নিবেশ্য তদ্রক্ষো দদর্শানিমিষেক্ষণঃ ॥
তদাভিভূতঃ স তদা তামুৎসৃজ্য নিশাচরঃ।
প্রসীদ শাম্যতামস্ত্রং শ্রূয়তাঞ্চেত্যভাষত ॥
মোক্ষিতোঽহং ত্বয়া শাপাদতিঘোরান্মহাত্যুতে।
প্রদত্তাদতিতীব্রেণ ব্রহ্মমিত্রেণ ধীমতা ॥
উপকারী ন মে ত্বত্তো মহাভাগাধিকোঽপরঃ।
যেনাহং সুমহাকষ্টান্মহাশাপাদ্বিমোক্ষিতঃ ॥

স্বরোচিরুবাচ।

ব্রহ্মমিত্রেণ মুনিনা কিং নিমিত্তং মহাত্মনা।
শপ্তস্ত্বং কীদৃশশ্চৈব শাপো দত্তোঽভবৎ পুরা ॥

রাক্ষস উবাচ।

ব্রহ্মমিত্রোঽষ্টধা চ্ছিন্নমায়ুর্ব্বেদমধীতবান্।
ত্রয়োদশাধিকারঞ্চ প্রগৃহ্যাথর্ব্বণো দ্বিজঃ ॥
অহঞ্চেন্দীবরাক্ষেতি খ্যাতোঽস্যা জনকোঽভবম্।
বিদ্যাধরপতেঃ পুত্রো নলনাভস্য খড়্গিনঃ ॥
ময়া চ যাচিতঃ পূর্ব্বং ব্রহ্মমিত্রোঽভবন্মুনিঃ।
আয়ুর্ব্বেদমশেষং মে ভগবন্ দাতুমর্হসি ॥
যদা তু বহুশো বীর প্রশ্রয়াবনতস্য মে।
ন প্রাদাদ্যাচিতো বিদ্যামায়ুর্ব্বেদাত্মিকাং মম ॥
শিষ্যেভ্যো দদতস্তস্য ময়ান্তর্দ্ধানগেন হি।
আয়ুর্ব্বেদাত্মিকা বিদ্যা গৃহীতাভূৎ তদানঘ ॥
গৃহীতায়াস্তু বিদ্যায়াং মাসৈরষ্টাভিরন্তরাৎ।
মমাতিহর্ষাদভবদ্ধাসোঽতীব পুনঃ পুনঃ ॥
প্রত্যভিজ্ঞায় মাং হাসান্মুনিঃ কোপসমন্বিতঃ।
বিকম্পিকন্ধরঃ প্রাহ মামিদং পরুষাক্ষরম্ ॥
রাক্ষসেনেব যস্মান্মে ত্বয়াদৃশ্যেন দুর্ম্মতে।
হৃতা বিদ্যাবহাসশ্চ মামবজ্ঞায় বৈ কৃতঃ ॥
তস্মাৎ ত্বং রাক্ষসঃ পাপ মচ্ছাপেন নিরাকৃতঃ।
ভবিষ্যসি ন সন্দেহঃ সপ্তরাত্রেণ দারুণঃ ॥
ইত্যুক্তে প্রণিপাতাদ্যৈরুপচারৈঃ প্রসাদিতঃ।
স মমাহ পুনর্ব্বিপ্রস্তৎক্ষণান্মৃদুমানসঃ ॥
যন্ময়োক্তমবশ্যং তদ্ভাবি গন্ধর্ব্ব মান্যথা।
কিন্তু ত্বং রাক্ষসো ভূত্বা পুনঃ স্বং প্রাপ্স্যসে বপুঃ ॥
নষ্টস্মৃতির্যদা ক্রুদ্ধঃ স্বমপত্যং চিখাদিষুঃ।
নিশাচরত্বং গন্তাসি তদস্ত্রানলতাপিতঃ ॥
পুনঃ সংজ্ঞামপাপ্য স্বামবাপ্স্যসি নিজং বপুঃ।
তথৈব স্বমধিষ্ঠানং লোকে গন্ধর্ব্বসংজ্ঞিতে ॥
সোঽহং ত্বয়া মহাভাগ মোক্ষিতোঽস্মান্মহাভয়াৎ
নিশাচরত্বাদযশ্বীর তেন মে প্রার্থনাং কুরু ॥
ইমাং তে তনয়াং ভার্য্যাং প্রযচ্ছামি প্রতীচ্ছতাম্
আয়ুর্ব্বেদশ্চ সকলস্তুষ্টাঙ্গো যো ময়া ততঃ ॥
মুনেঃ সকাশাৎ সম্প্রাপ্তস্তং গৃহ্লীষ মহামতে ॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা প্রদদৌ বিদ্যাং স চ দিব্যাম্বরোজ্জ্বলঃ।
স্রগ্‌ভূষণধরো দিব্যং পুরাণং বপুরাস্থিতঃ ॥
দত্ত্বা বিদ্যাং ততঃ কন্যাং স দাতুমুপচক্রমে।
তমাহ সা তদা কন্যা জনিতারং স্বরূপিণম্ ॥
অনুরাগো মমাপ্যত্র তাতাতীব মহাত্মনি।
দর্শনাদেব সঞ্জাতো বিশেষেণোপকারিণি ॥
কিন্ত্বেষা মে সখী সা চ মৎকৃতে দুঃখপীড়িতে।
অতো নাভিলষে ভোগান্ ভোক্তুমেতেন বৈ সমম্
পুরুষৈরপি নো শক্যা কর্ত্তুমিত্থং নৃশংসতা।
সভাবরুচিরৈর্ম্মাদৃক্ কথং যোষিৎ করিষ্যতি ॥
সাহং যথা তে দুঃখার্ত্তে মৎকৃতে কন্যকে পিতঃ।
তথা স্থাস্যামি তদ্দুঃখে তচ্ছোকানলতাপিতা ॥

স্বরোচিরুবাচ।

আয়ুর্ব্বেদপ্রসাদেন তে করিষ্যে পুনর্নবে।
সখ্যৌ তব মহাশোকং সমুৎসৃজ সুমধ্যমে ॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ততঃ পিত্রা স্বয়ং দত্তাং তাং কন্যাং স বিধানতঃ।
উপযেমে গিরৌ তস্মিন্ স্বারোচিশ্চারুলোচনাম্ ॥
দত্তাস্তু তাং তদা কন্যামভিসান্ত্ব্য চ ভাবিনীম্।
জগাম দিব্যয়া গত্যা গন্ধর্ব্বঃ স্বপুরং ততঃ ॥
স চাপি সহিতস্তস্যা তদুদ্যানং তদা যযৌ।
কন্যকাযুগলং যত্র তচ্ছাপাৎ তু গদাতুরম্ ॥
ততস্তয়োঃ স তত্ত্বজ্ঞো রোগঘ্নৈরৌষধৈ রসৈঃ।
চকার নীরুজে দেহে স্বারোচিরপরাজিতঃ ॥
ততোঽতিশোভনে কন্যে বিমুক্তে ব্যাধিতঃ শুভে
স্বকান্ত্যোদ্দ্যোতিদিগ্‌ভাগং চক্রাতে তন্মহীধরম্ ॥

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে স্বারোচিষে
মন্বন্তরে স্বারোচিঃপরিণয়ো নাম
ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

—•:•—

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

এবং বিমুক্তরোগা তু কন্যকা তং মুদান্বিতা।
স্বরোচিষমুবাচেদং শৃণুষ্ব বচনং প্রভো ॥
মন্দারবিদ্যাধরজা নাম্না খ্যাতা বিভাবরী।
উপকারিন্ সমাত্মানং প্রযচ্ছামি প্রতীচ্ছ মাম্ ॥
বিদ্যাঞ্চ তুভ্যং দাস্যামি সর্ব্বভূতরুতানি তে।
যযাভিব্যক্তিমেষ্যন্তি প্রসাদপ্রবণো ভব ॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

এবমস্ত্বিতি তেনোক্তে ধর্ম্মজ্ঞেন স্বরোচিষা।
দ্বিতীয়া তু তদা কন্যা ইদং বচনমব্রবীৎ ॥
কুমারব্রহ্মচার্য্যাসীৎ পারো নাম পিতা মম।
ব্রহ্মর্ষিঃ সুমহাভাগো বেদবেদাঙ্গপারগঃ ॥
তস্য পুংস্কোকিলালাপরমণীয়ে মধৌ পুরা।
আজগামাপ্সরাভ্যাসং প্রখ্যাতা পুঞ্জিকাস্তনা ॥
কামবক্তব্যতাং নীতঃ স তদা মুনিপুঙ্গবঃ।
তৎসংযোগেঽহমুৎপন্না তস্যামত্র মহাচলে ॥
বিহায় মাং গতা সা চ মাতাস্মিন্ নির্জ্জনে বনে।
বালামেকাং মহীপৃষ্ঠে ব্যালশ্বাপদসঙ্কুলে ॥
ততঃ কলাভিঃ সোমস্য বর্দ্ধন্তীভিরবক্ষয়ম্।
আপ্যায্যমানাহরহর্ব্বৃদ্ধিং যাতাস্মি সত্তম ॥
ততঃ কলাবতীত্যেতন্মম নাম মহাত্মনা।
গৃহীতায়াঃ কৃতং পিত্রা গন্ধর্ব্বেণ শুভাননা ॥
ন দত্তাহং তদা তেন যাচিতেন মহাত্মনা।
দেবারিণালিনা শপ্তস্ততো মে ঘাতিতঃ পিতা ॥
ততোঽহমতিনির্ব্বেদাদাত্মব্যাপাদনোদ্যতা।
নিবারিতা শম্ভুপত্ন্যা সত্যা সত্যপ্রতিশ্রবা ॥
মা শুচঃ সুভ্রু ভর্ত্তা তে মহাভাগো ভবিষ্যতি।
স্বরোচির্নাম পুত্রশ্চ মনুস্তস্য ভবিষ্যতি ॥
আজ্ঞাঞ্চ নিধয়ঃ সর্ব্বে করিষ্যন্তি তবাদৃতাঃ।
যথাভিলষিতং বিত্তং প্রদাস্যন্তি চ তে শুভে ॥
যস্যা বৎসে প্রভাবেণ বিদ্যামেতাং গৃহাণ মে।
পদ্মিনী নাম বিদ্যেয়ং সর্ব্বদেবাভিপূজিতা ॥
ইত্যাহ মাং দক্ষসুতা সতী সত্যপরায়ণা।
স্বরোচিস্ত্বং ধ্রুবং দেবী নান্যথা সা বদিষ্যতি ॥
সাহং প্রাণপ্রদায়াদ্য তাং বিদ্যাং স্বং তথা বপুঃ।
প্রযচ্ছামি প্রতীচ্ছ ত্বং প্রসাদসুমুখো মম ॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

এবমস্ত্বিতি তামাহ স তু কন্যাং কলাবতীম্।
বিভাবর্য্যাঃ কলাবত্যাঃ স্নিগ্ধদৃষ্ট্যানুমোদিতঃ ॥
জগ্রাহ চ ততঃ পাণী স তয়োরমরদ্যুতিঃ।
নদৎসু দেবতূর্য্যেষু নৃত্যৎস্বপ্সরঃসু চ ॥

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে স্বারোচিষে মন্বন্তরে চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

—

পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ততঃ স তাভিঃ সহিতঃ পত্নীভিরমরদ্যুতিঃ।
ররাম তস্মিন্ শৈলেন্দ্রে রম্যকাননির্ঝরে ॥
সর্ব্বোপভোগরত্নানি মধূনি মধুরাণি চ।
নিধয়ঃ সমুপাজহ্রুঃ পদ্মিন্যা বশবর্ত্তিনঃ ॥
স্রজো বস্ত্রাণ্যলঙ্কারান্ গন্ধাঢ্যমনুলেপনম্।
আসনান্যতিশুভ্রাণি কাঞ্চনানি যথেচ্ছয়া ॥
সৌবর্ণানি মহাভাগ করকান্ ভাজনানি চ।
তথা শয্যাশ্চ বিবিধা দিব্যৈরাস্তরণৈর্যুতাঃ ॥
এবং স তাভিঃ সহিতো দিব্যগন্ধাদিবাসিতে।
ররাম স্বরুচির্ভাভির্ভাসিতে বরপর্ব্বতে ॥
তাশ্চাপি সহ তেনেতি লেভিরে মুদমুত্তমাম্।
রমমাণা যথা স্বর্গে তথা তত্র শিলোচ্চয়ে ॥
কলহংসী জগাদৈকাং চক্রবাকীং জলে সতীম্।
তস্য তাসাঞ্চ ললিতে সম্বন্ধে চ স্পৃহাবতী ॥
ধন্যোঽয়মতিপুণ্যোঽয়ং যোঽয়ং যৌবনগোচরঃ।
দয়িতাভিঃ সহৈতাভির্ভুঙ্ক্তে ভোগানভীপ্সিতান্
সন্তি যৌবনিনঃ শ্লাঘ্যাস্তৎপত্ন্যো নাতিশোভনাঃ
জগত্যামল্পকাঃ পত্ন্যঃ পতয়শ্চাতিশোভনাঃ ॥
অভীষ্টাঃ কস্যচিৎ কান্তা কান্তঃ কস্যাশ্চিদীপ্সিতঃ
পরস্পরানুরাগাঢ্যং দাম্পত্যমতিদুর্লভম্ ॥
ধন্যোঽয়ং দয়িতাভীষ্টো হ্যেতাশ্চাস্যাতিবল্লভাঃ।
পরস্পরানুরাগো হি ধন্যানামেব জায়তে ॥
এতন্নিশম্য বচনং কলহংসীসমীরিতম্।
উবাচ চক্রবাকী তাং নাতিবিস্মিতমানসা ॥
নায়ং ধন্যো যতো লজ্জা নান্যস্ত্রীসন্নিকর্ষতঃ।
অন্যাং স্ত্রিয়মযং ভুঙ্ক্তে ন সর্ব্বাস্বস্য মানসম্ ॥
চিত্তানুরাগ একস্মিন্নধিষ্ঠানে যতঃ সখি।
ততো হি প্রীতিমানেষ ভার্য্যাসু ভবিতা কথম্ ॥

এতা ন দয়িতাঃ পত্যুর্নৈতাসাং দয়িতঃ পতিঃ ।
বিনোদমাত্রমেবৈতা যথা পরিজনোঽপরঃ ॥
এতাসাঞ্চ যদীষ্টোঽয়ং তৎ কিং প্রাণাং ন মুঞ্চতি ।
আলিঙ্গত্যপরাং কান্তাং ধ্যাতো বৈ কান্তয়ান্যয়া
বিদ্যাপ্রদানমূল্যেন বিক্রীতো হ্যেষ দাসবৎ ।
প্রবর্ত্ততে ন হি প্রেম সমং বহ্বীষু তিষ্ঠতি ॥
কলহংসি পতির্দ্ধন্যো মম ধন্যাহমেব চ ।
যস্যৈকস্যাশ্চিরং চিত্তং যস্যাশ্চৈকত্র সংস্থিতম্ ॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

সর্ব্বসত্ত্বরুতজ্ঞোঽসৌ স্বরোচিরপরাজিতঃ ।
নিশম্য লজ্জিতো দধ্যৌ সত্যমেব হি নানৃতম্ ॥
ততো বর্ষশতে যাতে রমমাণো মহাগিরৌ ।
রমমাণঃ সমং তাভির্দ্দদর্শ পুরতো মৃগম্ ॥
সুস্নিগ্ধপীনাবয়বং মৃগীযূথবিহারিণম্ ।
বাসিতাভিঃ স্বরূপাভির্মৃগীভিঃ পরিবারিতম্ ॥
আকৃষ্টঘ্রাণপুটকা জিঘ্রন্তীস্তাস্ততো মৃগীঃ ।
উবাচ স মৃগো রামা লজ্জাত্যাগেন গম্যতাম্ ॥
নাহং স্বরোচিস্তচ্ছীলো ন চৈবাহং সুলোচনাঃ ।
নির্লজ্জা বহবঃ সন্তি ত্বাদৃশাস্তত্র গচ্ছত ॥
একা হ্যনেকানুগতা তথা হাস্যাস্পদং জনে ।
অনেকাভিস্তথৈবৈকো ভোগদৃষ্ট্যা নিরীক্ষিতঃ ॥
তস্য ধর্ম্মক্রিয়াহানিরহন্যহনি জায়তে ।
সক্তোঽন্যভার্য্যয়া চান্যকামাসক্তঃ সদৈব সঃ ॥
যস্তাদৃশোঽন্যস্তচ্ছীলঃ পরলোকপরাঙ্মুখঃ ।
তং কাময়ত ভদ্রং বো নাহং তুল্যঃ স্বরোচিষা ॥

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে স্বারোচিষে
মন্বন্তরে পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ।

ষট্‌ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ।

—:*:—

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

এবং নিরস্যমানাস্তা হরিণেন মৃগাঙ্গনাঃ ।
শ্রুত্বা স্বরোচিরাত্মানং মেনে স পতিতং যথা ॥
ত্যাগে চকার চ মনঃ স তাসাং মুনিসত্তম ।
চক্রবাকীমৃগপ্রোক্তো মৃগচর্য্যাজুগুপ্সিতঃ ॥
সমেত্য তাভির্ভূয়শ্চ বর্দ্ধমানমনোভবঃ ।
আক্ষিপ্তনির্ব্বেদকথো রেমে বর্ষশতানি ষট্ ॥
কিন্তু ধর্ম্মাবিরোধেন কুর্ব্বন্ ধর্ম্মাশ্রিতাঃ ক্রিয়াঃ ।
ভুঙ্‌ক্তে স্বরোচির্বিষয়ান্ সহ তাভিরুদারধীঃ ॥
ততশ্চ জজ্ঞিরে তস্য ত্রয়ঃ পুত্রাঃ স্বরোচিষঃ ।
বিজয়ো মেরুনন্দশ্চ প্রভাবশ্চ মহাবলঃ ॥
মনোরমা চ বিজয়ং প্রাসূতেন্দীবরাত্মজা ।
বিভাবরী মেরুনন্দং প্রভাবঞ্চ কলাবতী ॥
পদ্মিনী নাম যা বিদ্যা সর্ব্বভোগোপপাদিকা ।
স তেষাং তৎপ্রভাবেণ পিতা চক্রে পুরত্রয়ম্ ॥
প্রাচ্যাস্তু বিজয়ং নাম কামরূপে নগোপরি ।
বিজয়ায় সুতায়াদৌ স দদৌ পুরমুত্তমম্ ॥
উদীচ্যাং মেরুনন্দস্য পুরীং নন্দবতীমিতি ।
খ্যাতাং চকার প্রোত্তুঙ্গবপ্রপ্রাকারমালিনীম্ ॥
কলাবতীসুতস্যাপি প্রভাবস্য নিবেশিতম্ ।
পুরং তালমিতি খ্যাতং দক্ষিণাপথমাশ্রিতম্ ॥
এবং নিবেশ্য পুত্রান্ স পুরেষু পুরুষর্ষভঃ ।
রেমে তাভিঃ সমং বিপ্র মনোজ্ঞেষ্বতিভূমিষু ॥
একদা তু গতোঽরণ্যে বিহরন্ স ধনুর্দ্ধরঃ ।
চকর্ষ ধনুরালোক্য বরাহমতিদূরগম্ ॥
অথাহ কাচিদভ্যেত্য তং তদা হরিণাঙ্গনা ।
ময্যেব পাত্যতাং বাণঃ প্রসীদেতি পুনঃ পুনঃ ॥
কিমনেন হতেনাদ্য মমাশু বিনিপাতয় ।
ত্বয়া নিপাতিতো বাণো দুঃখান্মাং মোক্ষয়িষ্যতি

স্বরোচিরুবাচ ।

ন তে শরীরং সরুজমস্মাভিরুপলক্ষ্যতে ।
কিং নু তৎকারণং যেন ত্বং প্রাণান্ হাতুমিচ্ছসি ॥

মৃগ্যুবাচ ।

অন্যাস্বাসক্তহৃদয়ে যস্মিংশ্চেতঃ কৃতাস্পদম্ ।
মম তেন বিনা মৃত্যুরৌষধং কিমিহাপরম্ ॥

স্বরোচিরুবাচ ।

কস্ত্বাং নাভিলষেদ্ভীরু সানুরাগাসি কুত্র বা ।
যদপ্রাপ্তৌ নিজান্ প্রাণান্ পরিত্যক্তুং ব্যবস্যসি

মৃগ্যুবাচ ।

ত্বামেবেচ্ছামি ভদ্রং তে ত্বয়া মেঽপহৃতং মনঃ ।
বৃণোম্যহমতো মৃত্যুং ময়ি বাণো নিপাত্যতাম্ ॥

স্বরোচিরুবাচ ।

ত্বং মৃগী চঞ্চলাপাঙ্গি নররূপধরা বয়ম্ ।
কথং ত্বয়া সমং যোগো মদ্বিধস্য ভবিষ্যতি ॥

মৃগ্যুবাচ ।

যদি সাপেক্ষিতং চিত্তং ময়ি তে মাং পরিষ্বজ ।
যদি বা সাধু চিত্তং তে করিষ্যামি যথেপ্সিতম্ ।
এতাবতাহং ভবতা ভবিষ্যাম্যতিমানিতা ॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

আলিলিঙ্গ ততস্তাং স স্বরোচির্হরিণাঙ্গনাম্ ।
তেন চালিঙ্গিতা সদ্যঃ সাভূদ্দিব্যবপুর্ধরা ॥
ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টঃ কা ত্বমিত্যভ্যভাষত ।
সা চাস্মৈ কথয়ামাস প্রেমলজ্জাজড়াক্ষরম্ ॥
অহমভ্যর্থিতা দেবৈঃ কাননস্যাস্য দেবতা ।
উৎপাদনীয়ো হি মনুস্ত্বয়া ময়ি মহামতে ॥
প্রীতিমত্যাং ময়ি সুতং ভূর্লোকপরিপালকম্ ।
তমুৎপাদয় দেবানাং ত্বামহং বচনাদ্বদে ॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

ততঃ স তস্যাং তনয়ং সর্ব্বলক্ষণলক্ষিতম্ ।
তেজস্বিনমিবাত্মানং জনয়ামাস তৎক্ষণাৎ ॥
জাতমাত্রস্য তস্যাথ দেববাদ্যা নিসস্বনুঃ ।
জগুর্গন্ধর্ব্বপতয়ো ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ ॥
সিষিচুঃ শীকরৈর্নাগা ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ ।
দেবাশ্চ পুষ্পবর্ষঞ্চ মুমুচুশ্চ সমন্ততঃ ॥
তস্য তেজঃ সমালোক্য নাম চক্রে পিতা স্বয়ম্ ।
দ্যুতিমানিতি যেনাস্য তেজসা ভাসিতা দিশঃ ॥
স বালো দ্যুতিমান্ নাম মহাবলপরাক্রমঃ ।
স্বরোচিষঃ সুতো যস্মাৎ তস্মাৎ স্বারোচিষোঽভবৎ
স চাপি বিচরন্ রম্যে কদাচিদ্গিরিনির্ঝরে ।
স্বরোচির্দদৃশে হংসং নিজপত্নীসমন্বিতম্ ॥
উবাচ স তদা হংসীং সাভিলাষাং পুনঃ পুনঃ ।
উপসংহ্রিয়তামাত্মা চিরং তে ক্রীড়িতং ময়া ॥
কিং সর্ব্বকালং ভোগৈস্তে আসন্নং চরমং বয়ঃ ।
পরিত্যাগস্য কালো মে তব চাপি জলেচরি ॥

হংস্যুবাচ ।

অকালঃ কো হি ভোগানাং সর্ব্বভোগাত্মকং জগৎ
যজ্ঞাঃ ক্রিয়ন্তে ভোগার্থং ব্রাহ্মণৈঃ সংযতাত্মভিঃ
দৃষ্টাদৃষ্টাংস্তথা ভোগান্ বাঞ্ছমানা বিবেকিনঃ ।
দানানি চ প্রযচ্ছন্তি পূর্ণধর্ম্মাংশ্চ কুর্ব্বতে ॥
স ত্বং নেচ্ছসি কিং ভোগান্ ভোগশ্চেষ্টাফলং নৃণাম্ ।
বিবেকিনাং তিরশ্চাঞ্চ কিং পুনঃ সংযতাত্মনাম্ ॥

হংস উবাচ ।

ভোগেষসক্তচিত্তানাং পরমাত্মাশ্রিতা মতিঃ ।
ভবিষ্যতি কদা সঙ্গমুপেতানাঞ্চ বন্ধুষু ॥
পুত্রমিত্রকলত্রেষু সক্তাঃ সীদন্তি জন্তবঃ ।
সরঃপঙ্কার্ণবে মগ্না জীর্ণা বনগজা ইব ॥
কিং ন পশ্যসি বা ভদ্রে জাতসঙ্গং স্বরোচিষম্ ।
আবাল্যাৎ কামসংসক্তং মগ্নং স্নেহাম্বুকর্দ্দমে ॥
যৌবনেঽতীব ভার্য্যাসু সাম্প্রতং পুত্রনপ্তৃষু ।
স্বরোচিষো মনো মগ্নমুদ্ধারং প্রাপ্যতে কুতঃ ॥
নাহং স্বরোচিষস্তুল্যঃ স্ত্রীবাধ্যো বা জলেচরি ।
বিবেকবাংশ্চ ভোগানাং নিবৃত্তোঽস্মি চ সাম্প্রতম্

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

স্বরোচিরেতদাকর্ণ্য জাতোদ্বেগঃ খগেরিতম্ ।
আদায় ভার্য্যাস্তপসে যযাবন্যৎ তপোবনম্ ॥
তত্র তপ্ত্বা তপো ঘোরং সহ তাভিরুদারধীঃ ।
জগাম লোকানমলান্ নিবৃত্তাখিলকল্মষঃ ॥

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে স্বারোচিষে মন্বন্তরে ষট্ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ।

সপ্তষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

ততঃ স্বারোচিষং নাম্না দ্যুতিমন্তং প্রজাপতিম্ ।
মনুং চকার ভগবাংস্তস্য মন্বন্তরং শৃণু ॥
তত্রান্তরে তু যে দেবা মুনয়স্তৎসুতাশ্চ যে ।
ভোপালাঃ ক্রোষ্টুকে যে তান্ গদতস্তং নিশাময়
দেবাঃ পারাবতাস্তত্র তথৈব তুষিতা দ্বিজ ।
স্বারোচিষেঽন্তরে চেন্দ্রো বিপশ্চিদিতি বিশ্রুতঃ ॥
ঊর্জ্জস্তম্বস্তথা প্রাণো দত্তোলির্ঋষভস্তথা ।
নিশ্চরশ্চার্ব্বরীবাংশ্চ তত্র সপ্তর্ষয়োঽভবন্ ॥
চৈত্রকিম্পুরুষাদ্যাশ্চ সুতাস্তস্য মহাত্মনঃ ।
সপ্তাসন্ সুমহাবীর্য্যাঃ পৃথিবীপরিপালকাঃ ॥
তস্য মন্বন্তরং যাবৎ তাবৎ তদ্বংশবিস্তরে ।
ভুক্তেয়মবনিঃ সর্ব্বা দ্বিতীয়ং বৈ তদন্তরম্ ॥
স্বরোচিষস্য চরিতং জন্ম স্বারোচিষস্য চ ।
নিশম্য মুচ্যতে পাপৈঃ শ্রদ্দধানো হি মানবঃ ॥

ইতি মার্কণ্ডেয়ে পুরাণে সপ্তষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ।

অষ্টষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ।

ক্রোষ্টুকিরুবাচ ।

ভগবন্ কথিতং সর্ব্বং বিস্তরেণ ত্বয়া মম ।
স্বরোচিষস্য চরিতং জন্ম স্বারোচিষস্য তু ॥

যা তু সা পদ্মিনী নাম্নী বিদ্যা ভোগোপপাদিকা
তৎসংশ্রয়া যে নিধয়স্তান্ মে বিস্তরতো বদ ॥
অষ্টৌ যে নিধয়স্তেষাং স্বরূপং দ্রব্যসংস্থিতিঃ।
ভবতাভিহিতং সম্যক্ শ্রোতুমিচ্ছাম্যহং গুরো ॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

পদ্মিনী নাম যা বিদ্যা লক্ষ্মীস্তস্যাশ্চ দেবতা।
তদাধারাশ্চ নিধয়স্তন্মে নিগদতঃ শৃণু ॥
যত্র পদ্মমহাপদ্মৌ তথা মকরকচ্ছপৌ।
মুকুন্দো নন্দকশ্চৈব নীলঃ শঙ্খোঽষ্টমো নিধিঃ ॥
সত্যামৃদ্ধৌ ভবন্ত্যেতে সিদ্ধিস্তেষাং হি জায়তে।
এতে হ্যষ্টৌ সমাখ্যাতা নিধয়স্তব ক্রৌষ্টুকে ॥
দেবতানাং প্রসাদেন সাধুসংসেবনেন চ।
এভিরালোকিতং বিত্তং মানুষস্য সদা মুনে ॥
যাদৃক্ স্বরূপং ভবতি তন্মে নিগদতঃ শৃণু।
পদ্মো নাম নিধিঃ পূর্ব্বং ময়স্য ভবতি দ্বিজ ॥
সুতস্য তৎসুতানাঞ্চ তৎপৌত্রাণাঞ্চ নিত্যশঃ।
দাক্ষিণ্যসারং পুরুষস্তেন চাধিষ্ঠিতো ভবেৎ ॥
সত্ত্বাধারো মহাভাগো যতোঽসৌ সাত্ত্বিকো নিধিঃ
সুবর্ণরূপ্যতাম্রাদিধাতূনাঞ্চ পরিগ্রহম্।
করোত্যতিতরাং সোঽথ তেষাঞ্চ ক্রয়বিক্রয়ম্ ॥
করোতি চ তথা যজ্ঞান্ দক্ষিণাঞ্চ প্রযচ্ছতি।
সভাং দেবনিকেতাংশ্চ স কারয়তি তন্মনাঃ ॥
সত্ত্বাধারো নিধিশ্চান্যো মহাপদ্ম ইতি শ্রুতঃ।
সত্ত্বপ্রধানো ভবতি তেন চাধিষ্ঠিতো নরঃ ॥
করোতি পদ্মরাগাদিরত্নানাঞ্চ পরিগ্রহম্।
মৌক্তিকানাং প্রবালানাং তেষাঞ্চ ক্রয়বিক্রয়ান্ ॥
দদাতি যোগিশীলেভ্যস্তেষামাবসথাংস্তথা।
স কারয়তি তচ্ছীলঃ স্বয়মেব চ জায়তে ॥
তৎপ্রসূতাস্তথাশীলাঃ পুত্রপৌত্রক্রমেণ চ।
নিধিস্তু দ্বিজ সপ্তাসৌ পুরুষাংশ্চ ন মুঞ্চতি ॥
তামসো মকরো নাম নিধিস্তেনাবলোকিতঃ।
পুরুষোঽথ তমঃপ্রায়ঃ সুশীলোঽপি হি জায়তে ॥
বাণখড়্গর্ষ্টিধনুষাং চর্ম্মণাঞ্চ পরিগ্রহম্।
রসনানাঞ্চ কুরুতে যাতি মৈত্রীঞ্চ রাজভিঃ ॥
দদাতি শৌর্য্যবৃত্তীনাং ভূভুজাং যে চ তৎপ্রিয়াঃ।
ক্রয়বিক্রয়ে চ শস্ত্রাণাং নান্যত্র প্রীতিমেতি চ ॥
একস্যৈব ভবত্যেষ ন চ তস্যানুজানুগঃ।
দ্রব্যার্থং দস্যুতো নাশং সংগ্রামে চাপি স ব্রজেৎ
কচ্ছপশ্চ নিধির্যোঽসৌ নরস্তেনাভিবীক্ষিতঃ।
তমঃপ্রধানো ভবতি যতোঽসৌ তামসো নিধিঃ ॥
ব্যবহারানশেষাংস্তু পুণ্যজাতৈঃ করোতি চ।
কর্ম্মস্থানখিলাংশ্চৈব ন বিশ্বসিতি কস্যচিৎ ॥
সমস্তানি যথাঙ্গানি সংহরত্যেব কচ্ছপঃ।
তথা বিষ্টভ্য চিত্তানি তিষ্ঠত্যায়তমানসঃ ॥
ন দদাতি ন বা ভুঙ্ক্তে তদ্বিনাশভয়াকুলঃ।
নিধানমুর্ব্ব্যাং কুরুতে নিধিঃ সোঽপ্যেকপূরুষঃ ॥
রজোগুণময়শ্চান্যো মুকুন্দো নাম যো নিধিঃ।
নরোঽবলোকিতস্তেন তদ্গুণো ভবতি দ্বিজ ॥
বীণাবেণুমৃদঙ্গানামাতোদ্যস্য পরিগ্রহম্।
করোতি গায়তাং বিত্তং নৃত্যতাঞ্চ প্রযচ্ছতি ॥
বন্দিনামথ সূতানাং বিটানাং লাস্যপাঠিনাম্।
দদাত্যহর্নিশং ভোগান্ ভুঙ্ক্তে তৈশ্চ সমং দ্বিজ ॥
কুলটাস্বরতিশ্চাস্য ভবত্যন্যৈশ্চ তদ্বিধৈঃ।
প্রযাতি সঙ্গমেকঞ্চ যং নিধির্ভজতে নরম্ ॥
রজস্তমোময়শ্চান্যো নন্দো নাম মহানিধিঃ।
উপৈতি স্তম্ভমধিকং নরস্তেনাবলোকিতঃ ॥
সমস্তধাতুরত্নানাং পুণ্যধান্যাদিকস্য চ।
পরিগ্রহং করোত্যেব তথৈব ক্রয়বিক্রয়ম্ ॥
আধারঃ স্বজনানাঞ্চ আগতাভ্যাগতস্য চ।
সহতে নাপমানোক্তিং স্বল্পামপি মহামুনে ॥
স্তূয়মানশ্চ মহতীং প্রীতিং বধ্নাতি যচ্ছতি।
যং যমিচ্ছতি বৈ কামং মৃদুত্বমুপযাতি চ ॥
বহ্ব্যো ভার্য্যা ভবন্ত্যস্য সুতিমত্যোঽতিশোভনাঃ
রতয়ে সপ্ত চ নরান্ নিধির্নন্দোঽনুবর্ত্ততে ॥
প্রবর্দ্ধমানোঽথ নরমষ্টভাগেন সপ্তম।
দীর্ঘায়ুষ্ট্বঞ্চ সর্ব্বেষাং পুরুষাণাং প্রযচ্ছতি ॥
বন্ধূনামেব ভরণং যে চ দূরাদুপাগতাঃ।
তেষাং করোতি বৈ নন্দঃ পরলোকে ন চাদৃতঃ ॥
ভবত্যস্য ন চ স্নেহঃ সহবাসিষু জায়তে।
পূর্ব্বমিত্রেষু শৈথিল্যং প্রীতিমন্যৈঃ করোতি চ ॥
তথৈব সত্ত্বরজসী যো বিভর্ত্তি মহানিধিঃ।
স নীলসংজ্ঞস্তৎসঙ্গী নরস্তচ্ছীলবান্ ভবেৎ ॥
বস্ত্রকার্পাসধান্যাদিফলপুষ্পপরিগ্রহম্।
মুক্তাবিদ্রুমশঙ্খানাং শুক্ত্যাদীনাং তথা মুনে ॥
কাষ্ঠাদীনাং করোত্যেব যচ্চান্যজ্জলসম্ভবম্।
ক্রয়বিক্রয়মন্যেষাং নান্যত্র রমতে মনঃ ॥
তড়াগান্ পুষ্করিণ্যোঽথ তথারামান্ করোতি চ
বন্ধঞ্চ সরিতাং বৃক্ষাংস্তথারোপয়তে নরঃ ॥
অনুলেপনপুষ্পাদিভোগঃ ভুক্ত্বাভিজায়তে।
ত্রিপৌরুষশ্চাপি নিধির্নীলো নামৈব জায়তে ॥

রজস্তমোময়শ্চান্যঃ শঙ্খসংজ্ঞো হি যো নিধিঃ।
তেনাপি নীয়তে বিপ্র তদ্গুণিত্বং নিধীশ্বরঃ॥
একস্যৈব ভবত্যেষ নরং নান্যমুপৈতি চ।
যস্য শঙ্খো নিধিস্তস্য স্বরূপং ক্রৌষ্টুকে শৃণু॥
এক এবাত্মনা মৃষ্টমন্নং ভুঙ্ক্তে তথাম্বরম্।
কদন্নভুক্ পরিজনো ন চ শোভনবস্ত্রধৃক্॥
ন দদাতি সুহৃদ্ভার্য্যাভ্রাতৃপুত্রস্নুষাদিষু।
স্বপোষণপরঃ শঙ্খী নরো ভবতি সর্ব্বদা॥
ইত্যেতে নিধয়ঃ খ্যাতা নরাণামর্থদেবতাঃ।
মিশ্রাবলোকনান্মিশ্রাঃ স্বভাবফলদায়িনঃ॥
যথা খ্যাতস্বভাবস্তু ভবত্যেব বিলোকনাৎ।
সর্ব্বেষামাধিপত্যে চ শ্রীরেষা দ্বিজ পদ্মিনী॥

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে নিধিনির্ণয়ো নামাষ্টষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

একোনসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

ক্রৌষ্টুকিরুবাচ।

বিস্তরাৎ কথিতং ব্রহ্মন্ মম স্বারোচিষং ত্বয়া।
মন্বন্তরং তথৈবাষ্টৌ যে পৃষ্টা নিধয়ো ময়া॥
স্বায়ম্ভুবং পূর্ব্বমেব মন্বন্তরমুদাহৃতম্।
মন্বন্তরং তৃতীয়ং মে কথয়োত্তমসংজ্ঞিতম্॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

উত্তানপাদপুত্রোঽভূত্তমো নাম নামতঃ।
সুরুচ্যাস্তনয়ঃ খ্যাতো মহাবলপরাক্রমঃ॥
ধর্ম্মাত্মা চ মহাত্মা চ পরাক্রমধনো নৃপঃ।
অতীত্য সর্ব্বভূতানি বভৌ ভানুপরাক্রমঃ॥
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ পুরে পুত্রে চ ধর্ম্মবিৎ।
দুষ্টে চ যমবৎ সাধৌ সোমবচ্চ মহামুনে॥
বাভ্রবীং বহুলাং নাম উপয়েমে স ধর্ম্মবিৎ।
উত্তানপাদতনয়ঃ শচীমিন্দ্র ইবোত্তমঃ॥
খ্যাতামতীব তস্যাসীদ্দ্বিজবর্য্য মনঃ সদা।
স্নেহবচ্ছশিনো যদ্বদ্রোহিণ্যাং নিহিতাস্পদম্॥
অন্যপ্রয়োজনাসক্তিমুপৈতি ন হি তন্মনঃ।
স্বপ্নে চৈব তদালম্বি মনোঽভূৎ তস্য ভূভৃতঃ॥
স চ তস্যাঃ সুচার্ব্বঙ্গ্যা দর্শনাদেব পার্থিবঃ।
দদাতি স্পর্শনং গাত্রে গাত্রস্পর্শে চ তন্ময়ঃ॥
শ্রোত্রাবেশকরং বাক্যং প্রিয়মপ্যবনীপতেঃ।
তস্যাপি ভূরি সম্মানং মেনে পরিভবং ততঃ॥
অবমেনে স্রজং দত্তাং ভূষণাভরণানি চ।
উত্তস্থাবজপীড়েব পিবতোঽস্য বরাসবম্॥
ভুঞ্জতা চ নরেন্দ্রেণ ক্ষণমাত্রং করে ধৃতা।
বুভুজে স্বল্পকং ভক্ষ্যং দ্বিজ নাতিমুদাবতী॥
এবং তস্যানুকূলস্য নানুকূলা মহাত্মনঃ।
প্রভূততরমত্যর্থং চক্রে রাগং মহীপতিঃ॥
অথ পানগতো ভূপঃ কদাচিৎ তাং মনস্বিনীম্।
সুরাপূতং পানপাত্রং গ্রাহয়ামাস সাদরঃ॥
পশ্যতাং ভূমিপালানাং বারমুখ্যৈঃ সমন্বিতঃ।
প্রগীয়মাণমধুরৈর্গেয়গায়নতৎপরৈঃ॥
সা তু নেচ্ছতি তৎপাত্রমাদাতুং তৎপরাঙ্মুখী।
সমক্ষমবনীশানাং ততঃ ক্রুদ্ধঃ স পার্থিবঃ॥
উবাচ দ্বাস্থমাহূয় নিশ্বসন্নুরগো যথা।
নিরাকৃতস্তয়া দেব্যা প্রিয়য়া পতিরপ্রিয়ঃ॥
দ্বাস্থৈনাং দুষ্টহৃদয়ামাদায় বিজনে বনে।
পরিত্যজাশু নৈতৎ তে বিচার্য্যং বচনং মম॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ততো নৃপস্য বচনমবিচার্য্যমবেক্ষ্য সঃ।
দ্বাঃস্থস্তত্যাজ তাং সুভ্রূমারোপ্য স্যন্দনে বনে॥
সা চ তং বিপিনে ত্যাগং নীতা তেন মহীভৃতা।
অদৃশ্যমানা তং মেনে পরং কৃতমনুগ্রহম্॥
সোঽপি তত্রানুরাগার্ত্তিদহ্যমানাত্মমানসঃ।
ঔত্তানপাদির্ভূপালো নান্যাং ভার্য্যামবিন্দত॥
সস্মার তাং সুচার্ব্বঙ্গীমহর্নিশমনির্বৃতঃ।
চকার চ নিজং রাজ্যং প্রজা ধর্ম্মেণ পালয়ন্॥
প্রজাঃ পালয়তস্তস্য পিতুঃ পুত্রানিবৌরসান্।
আগত্য ব্রাহ্মণঃ কশ্চিদিদমাহার্ত্তমানসঃ॥

ব্রাহ্মণ উবাচ।

মহারাজ ভৃশার্ত্তোঽস্মি শ্রূয়তাং গদতো মম।
নৃণামার্ত্তিপরিত্রাণমন্যতো ন নরাধিপাৎ॥
মম ভার্য্যা প্রসুপ্তস্য কেনাপ্যপহৃতা নিশি।
গৃহদ্বারমনুদ্ঘাট্য তাং সমানেতুমর্হসি॥

রাজোবাচ।

ন বেৎসি কেনাপহৃতা ক বা নীতা তু সা দ্বিজ।
যতামি বিগ্রহে কস্য কুতো বাপ্যানয়ামি তাম্॥

ব্রাহ্মণ উবাচ।

তথৈব স্থগিতে দ্বারি প্রসুপ্তস্য মহীপতে।
হৃতা হি ভার্য্যা কিং কেনেত্যেতদ্বিজ্ঞায়তে ভবান্॥
ত্বং রক্ষিতা নো নৃপতে ষড়্ভাগাদানবেতনঃ।
ধর্ম্মস্য তেন নিশ্চিন্তাঃ স্বপন্তি মনুজা নিশি॥

রাজোবাচ।
ন তে দৃষ্টা ময়া ভার্য্যা যাদৃগ্রূপা চ দেহতঃ।
যয়শ্চৈব সমাখ্যাহি কিংশীলা ব্রাহ্মণী চ তে॥
ব্রাহ্মণ উবাচ।
কঠোরনেত্রা সাত্যুচ্চা হ্রস্ববাহুঃ কৃশাননা।
বিরূপরূপা ভূপাল ন নিন্দামি তথৈব তাম্॥
বাচি ভূপাতিপরুষা ন সৌম্যা সা চ শীলতঃ।
ইত্যাখ্যাতা ময়া ভার্য্যা সাকারা দুর্নিরীক্ষণা॥
মনাগতীতং ভূপাল তস্যাশ্চ প্রথমং বয়ঃ।
তাদৃগ্রূপা হি মে ভার্য্যা সত্যমেতন্ময়োদিতম্॥
রাজোবাচ।
অলং তে ব্রাহ্মণ তয়া ভার্য্যামন্যাং দদামি তে।
সুখায় ভার্য্যা কল্যাণী দুঃখহেতুর্হি তাদৃশী॥
কল্যে সুরূপতা বিপ্র কারণং শীলমুত্তমম্।
রূপশীলবিহীনা যা ত্যাজ্যা সা তেন হেতুনা॥
ব্রাহ্মণ উবাচ।
রক্ষ্যা ভার্য্যা মহীপাল ইতি ন শ্রুতিরুত্তমা।
ভার্য্যায়াং রক্ষ্যমাণায়াং প্রজা ভবতি রক্ষিতা॥
আত্মা হি জায়তে তস্যাং সা রক্ষ্যাতো নরেশ্বর
প্রজায়াং রক্ষ্যমাণায়ামাত্মা ভবতি রক্ষিতঃ।
তস্যামরক্ষ্যমাণায়াং ভবিতা বর্ণসঙ্করঃ।
স পাতয়েন্মহীপাল পূর্ব্বান্ স্বর্গাদধঃ পিতৄন্॥
ধর্ম্মহানিশ্চাহর্দিনমভার্য্যস্য ভবেন্মম।
নিত্যক্রিয়াণাং বিভ্রংশাৎ স চাপি পতনায় মে॥
তস্যাঞ্চ পৃথিবীপাল ভবিত্রী মম সন্ততিঃ।
তব ষড়্ভাগদাত্রী সা ভবিত্রী ধর্ম্মহেতুকী॥
তদেতৎ তে ময়াখ্যাতা পত্নী যা মে হৃতা প্রভো।
তাং সমানয় রক্ষায়াং ভবানধিকৃতো যতঃ॥
মার্কণ্ডেয় উবাচ।
স তস্যৈবং বচঃ শ্রুত্বা বিমৃষ্য চ নরেশ্বরঃ।
সর্ব্বোপকরণৈর্যুক্তমারুরোহ মহারথম্॥
ইতশ্চেতশ্চ তেনাসৌ পরিবভ্রাম মেদিনীম্।
দদর্শ চ মহারণ্যে তাপসাশ্রমমুত্তমম্॥
অবতীর্য্য চ তত্রাসৌ প্রবিশ্য দদৃশে মুনিম্।
কৌশ্যাং বৃষ্যাং সমাসীনং জ্বলন্তমিব তেজসা॥
স দৃষ্ট্বা নৃপতিং প্রাপ্তং সমুত্থায় ত্বরান্বিতঃ।
সম্মান্য স্বাগতেনৈব শিষ্যমাহার্ঘমানয়॥
তমাহ শিষ্যঃ শনকৈর্দাতব্যোঽর্ঘোঽস্য কিং মুনে
তদাজ্ঞাপয় সঞ্চিন্ত্য তবাজ্ঞাং হি করোম্যহম্॥
ততোঽবগতবৃত্তান্তো ভূপতেস্তস্য স দ্বিজঃ।
সম্ভাষাসনদানেন চক্রে সম্মানমাত্মবান্॥
ঋষিরুবাচ।
কিংনিমিত্তমিহায়াতো ভবান্ কিং তে চিকীর্ষিতম্
উত্তানপাদতনয়ং বেদ্মি ত্বামুত্তমং নৃপ॥
রাজোবাচ।
ব্রাহ্মণস্য গৃহাদ্ভার্য্যা কেনাপ্যপহৃতা মুনে।
অবিজ্ঞাতস্বরূপেণ তামন্বেষ্টুমিহাগতঃ॥
পৃচ্ছামি যত্তে তন্মে ত্বং প্রণতস্যানুকম্পয়া।
অভ্যাগতস্যাথ গৃহং ভগবন্ বক্তুমর্হসি॥
ঋষিরুবাচ।
পৃচ্ছ মামবনীপাল ত্বং প্রষ্টব্যমশঙ্কিতঃ।
বক্তব্যঞ্চেৎ তব ময়া কথয়িষ্যামি তত্ত্বতঃ॥
রাজোবাচ।
গৃহাগতায় যো মহ্যং প্রথমে দর্শনে মুনে।
ত্বয়া সমুদ্যতো দাতুং কথং সোঽর্ঘো নিবর্ত্তিতঃ॥
ঋষিরুবাচ।
ত্বদ্দর্শনেন সহসাদাজ্ঞপ্তোঽয়ং ময়া নৃপ।
যদা তদাহমেতেন শিষ্যেণ প্রতিবোধিতঃ॥
এষ বেত্তি জগত্যত্র মৎপ্রসাদাদনাগতম্।
যথাহং সমতীতঞ্চ বর্ত্তমানঞ্চ সর্ব্বতঃ॥
আলোচ্যাজ্ঞাপয়েত্যুক্তে ততো জ্ঞাতং ময়াপি তৎ
ততো ন দত্তবানর্ঘমহং তুভ্যং বিধানতঃ॥
সত্যং রাজন্ ত্বমর্ঘার্হঃ কুলে স্বায়ম্ভুবস্য চ।
তথাপি নার্ঘযোগ্যং ত্বাং মন্যামো বয়মুত্তমম্॥
রাজোবাচ।
কিং কৃতং হি ময়া ব্রহ্মন্ জ্ঞানাদজ্ঞানতোঽপি বা
যেন ত্বত্তোঽর্ঘমর্হামি নাহমভ্যাগতশ্চিরাৎ॥
ঋষিরুবাচ।
কিং বিস্মৃতং তে যৎ পত্নী ত্বয়া ত্যক্তা চ কাননে
পরিত্যক্তস্তয়া সার্দ্ধং ত্বয়া ধর্ম্মো নৃপাখিলঃ॥
পক্ষেণ কর্ম্মণো হীনো প্রয়াত্যস্পর্শতাং নরঃ।
বিণ্মূত্রৈর্ব্বার্ষিকী যস্য হানিস্তে নিত্যকর্ম্মণঃ॥
পত্ন্যানুকূলয়া ভাব্যং যথাশীলেঽপি ভর্ত্তরি।
দুঃশীলাপি তথা ভার্য্যা পোষণীয়া নরেশ্বর॥
প্রতিকূলা হি সা পত্নী তস্য বিপ্রস্য যা হৃতা।
তথাপি ধর্ম্মকামোঽসৌ ত্বামুদ্যোতিতবান্ নৃপ॥
চলতঃ স্থাপয়স্যন্যান্ স্বধর্ম্মেষু মহীপতে।
ত্বাং স্বধর্ম্মাদ্বিচলিতং কোঽপরঃ স্থাপয়িষ্যতি॥
মার্কণ্ডেয় উবাচ।
বিলক্ষ্যঃ স মহীপাল ইত্যুক্তস্তেন ধীমতা।

তথেত্যুক্ত্বা চ পপ্রচ্ছ হৃতাং পত্নীং দ্বিজন্মনঃ।
ভগবন্ কেন নীতা সা পত্নী বিপ্রস্য কুত্র বা।
অতীতানাগতং বেত্তি জগত্যবিতথং ভবান্॥
ঋষিরুবাচ।
তাং জহারাদ্রিতনয়ো বলাকো নাম রাক্ষসঃ।
দ্রক্ষ্যসে চাদ্য তাং ভূপ উৎপলাবতকে বনে॥
গচ্ছ সংযোজয়াশু ত্বং ভার্য্যয়া হি দ্বিজোত্তমম্।
স পাপাস্পদতাং যাতু ত্বমিবাসৌ দিনে দিনে॥

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে একোন-
সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

অথাকরোহ স্বরথং প্রণিপত্য মহামুনিম্।
তেনাখ্যাতং বনং তচ্চ প্রযযাবুৎপলাবতম্॥
যথাখ্যাতস্বরূপাঞ্চ ভার্য্যাং ভর্ত্তা দ্বিজস্য তাম্।
ভক্ষয়ন্তীং দদর্শাথ শ্রীফলানি নরেশ্বরঃ॥
পপ্রচ্ছ চ কথং ভদ্রে ত্বমেতদ্বনমাগতা।
স্ফুটং ব্রবীহি বৈশালেরপি ভার্য্যা সুশর্ম্মণঃ॥
ব্রাহ্মণ্যুবাচ।
সুতাহমতিরাত্রস্য দ্বিজস্য বনবাসিনঃ।
পত্নী বিশালপুত্রস্য যস্য নাম ত্বয়োদিতম্॥
সাহং হৃতা বলাকেন রাক্ষসেন দুরাত্মনা।
প্রসুপ্তা ভবনস্যান্তে ভ্রাতৃমাতৃবিয়োজিতা॥
ভস্মীভবতু তদ্রক্ষো যেনাস্ম্যেবং বিয়োজিতা।
মাত্রা ভ্রাতৃভিরন্যৈশ্চ তিষ্ঠাম্যত্র সুদুঃখিতা॥
অস্মিন্ বনেঽতিগহনে তেনানীয়াহমুজ্ঝিতা।
ন বেদ্মি কারণং কিং তন্নোপভুঙ্‌ক্তে ন খাদতি॥
রাজোবাচ।
অপি তজ্জ্ঞায়তে রক্ষস্ত্বামুৎসৃজ্য ক বৈ গতম্।
অহং ভর্ত্রা তবৈবাত্র প্রেষিতো দ্বিজনন্দিনি॥
ব্রাহ্মণ্যুবাচ।
অস্যৈব কাননস্যান্তে স তিষ্ঠতি নিশাচরঃ।
প্রবিশ্য পশ্যতু ভবান্ ন বিভেতি ততো যদি॥
মার্কণ্ডেয় উবাচ।
প্রবিবেশ ততঃ সোঽথ তয়া বর্ত্মনি দর্শিতে।
দদৃশে পরিবারেণ সমবেতঞ্চ রাক্ষসম্॥

দৃষ্টমাত্রে ততস্তস্মিন্ ত্বরমাণঃ স রাক্ষসঃ।
দূরাদেব মহীং মূর্দ্ধ্না স্পৃশন্ পাদান্তিকং যযৌ॥
রাক্ষস উবাচ।
মমাত্রাগচ্ছতা গেহং প্রসাদস্তে মহান্ কৃতঃ।
প্রসাধি কিং করোম্যেষ বসামি বিষয়ে তব॥
অর্ঘঞ্চেমং প্রতীচ্ছ ত্বং স্থীয়তাঞ্চেদমাসনম্।
বয়ং ভৃত্যা ভবান্ স্বামী দৃঢ়মাজ্ঞাপয়স্ব মাম্॥
রাজোবাচ।
কৃতমেব ত্বয়া সর্ব্বং সর্ব্বামেবাতিথিক্রিয়াম্।
কিমর্থং ব্রাহ্মণবধূস্ত্বয়ানীতা নিশাচর॥
নেয়ং সুরূপা সন্ত্যন্যা ভার্য্যার্থঞ্চেৎ হৃতা ত্বয়া।
ভক্ষ্যার্থং চেৎ কথং নাত্তা ত্বয়ৈতৎ কথ্যতাং মম
রাক্ষস উবাচ।
ন বয়ং মানুষাহারা অন্যে তে নৃপ রাক্ষসাঃ।
সুকৃতস্য ফলং যৎ তু তদশ্নীমো বয়ং নৃপ॥
স্বভাবঞ্চ মনুষ্যাণাং যোষিতাঞ্চ বিমানিতাঃ।
মানিতাশ্চ সমশ্নীমো ন বয়ং জন্তুখাদকাঃ॥
তদস্মাভির্নৃণাং ক্ষান্তির্ভুক্তা ক্রুধ্যন্তি তে তদা।
ভুক্তে দুষ্টে স্বভাবে চ গুণবন্তো ভবন্তি চ॥
সন্তি নঃ প্রমদা ভূপ রূপেণাপ্সরসাং সমাঃ।
রাক্ষস্যস্তাসু তিষ্ঠৎসু মানুষীষু রতিঃ কথম্॥
রাজোবাচ।
যদ্যেষা নোপভোগায় নাহারায় নিশাচর।
গৃহং প্রবিশ্য বিপ্রস্য তৎ কিমেষা হৃতা ত্বয়া॥
রাক্ষস উবাচ।
মন্ত্রবিৎ স দ্বিজশ্রেষ্ঠো যজ্ঞে যজ্ঞে গতস্য মে।
রক্ষোঘ্নমন্ত্রপঠনাৎ করোত্যুচ্চাটনং নৃপ॥
বয়ং বুভুক্ষিতাস্তস্য মন্ত্রোচ্চাটনকর্ম্মণা।
ক যামঃ সর্ব্বযজ্ঞেষু স ঋত্বিগ্ভবতি দ্বিজ॥
ততোঽস্মাভিরিদং তস্য বৈকল্যমুপপাদিতম্।
পত্ন্যা বিনা পুমানিজ্যাকর্ম্মযোগ্যো ন জায়তে॥
মার্কণ্ডেয় উবাচ।
বৈকল্যোচ্চারণাৎ তস্য ব্রাহ্মণস্য মহামতেঃ।
ততঃ স রাজাতিভৃশং বিষণ্ণঃ সমজায়ত॥
বৈকল্যমেব বিপ্রস্য বদন্ মামেব নিন্দতি।
অনর্হমর্ঘস্য চ মাং সোঽপ্যাহ মুনিসত্তমঃ॥
বৈকল্যং তস্য বিপ্রস্য রাক্ষসোঽপ্যাহ মে যথা।
অপত্নীকতয়া সোঽহং সঙ্কটং মহদাস্থিতঃ॥
মার্কণ্ডেয় উবাচ।
এবং চিন্তয়তস্তস্য পুনরপ্যাহ রাক্ষসঃ।

প্রণামনম্রো রাজানং বদ্ধাঞ্জলিপুটো মুনে ॥
রাক্ষস উবাচ।
নরেন্দ্রাজ্ঞাপ্রদানেন প্রসাদঃ ক্রিয়তাং মম।
ভৃত্যস্য প্রণতস্য ত্বং যুষ্মদ্বিষয়বাসিনঃ ॥
রাজোবাচ।
স্বভাবং বয়মপ্যীমস্ত্বয়োক্তং যন্নিশাচর।
তদর্থিনো বয়ং যেন কার্য্যেণ শৃণু তন্মম ॥
অস্যাস্ত্বয়াদ্য ব্রাহ্মণ্যা দৌঃশীল্যমুপভুজ্যতাম্।
যেন ত্বয়াত্তদৌঃশীল্যা তদ্বিনীতা ভবেদিয়ম্ ॥
নীয়তাং যস্য ভার্য্যেয়ং তস্য বেশ্ম নিশাচর।
অস্মিন্ কৃতে কৃতং সর্ব্বং গৃহমভ্যাগতস্য মে ॥
মার্কণ্ডেয় উবাচ।
ততঃ স রাক্ষসস্তস্যাঃ প্রবিশ্যান্তঃ স্বমায়য়া।
ভক্ষয়ামাস দৌঃশীল্যং নিজশক্ত্যা নৃপাজ্ঞয়া ॥
দৌঃশীল্যেনাতিরৌদ্রেণ পত্নী তস্য দ্বিজন্মনঃ।
তেন সা সম্পরিত্যক্তা তমাহ জগতীপতিম্ ॥
স্বকর্ম্মফলপাকেন ভর্ত্তুস্তস্য মহাত্মনঃ।
বিয়োজিতাহং তদ্ধেতুরয়মাসীন্নিশাচরঃ ॥
নাস্য দোষো ন বা তস্য মম ভর্ত্তুর্মহাত্মনঃ।
মমৈব দোষো নান্যস্য স্বকৃতং হ্যপভুজ্যতে ॥
অন্যজন্মনি কস্যাপি বিপ্রয়োগঃ কৃতো ময়া।
সোঽয়ং ময়াপ্যুপগতঃ কো দোষোঽস্য মহাত্মনঃ
রাক্ষস উবাচ।
প্রাপয়ামি তবাদেশাদিমাং ভর্ত্তৃগৃহং প্রভো।
যদন্যৎ করণীয়ং তে তদাজ্ঞাপয় পার্থিব ॥
রাজোবাচ।
অস্মিন্ কৃতে কৃতং সর্ব্বং ত্বয়া মে রজনীচর।
আগন্তব্যঞ্চ তে বীর কার্য্যকালে স্মৃতেন মে ॥
মার্কণ্ডেয় উবাচ।
তথেত্যুক্ত্বা তু তদ্রক্ষস্তামাদায় দ্বিজাঙ্গনাম্।
নিন্যে ভর্ত্তৃগৃহং শুদ্ধাং দৌঃশীল্যাপগমাৎ তদা ॥

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে ঔত্তম-
মন্বন্তরে দ্বিজভার্য্যানয়নং নাম
সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

একসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

তাং প্রেষয়িত্বা রাজাপি স্বভর্ত্তৃগৃহমঙ্গনাম্।
চিন্তয়ামাস নিশ্বস্য কিমত্র সুকৃতং ভবেৎ ॥
অনর্থযোগ্যতাকষ্টং স মামাহ মহামনাঃ।
বৈকল্যং বিপ্রমুদ্দিশ্য তথাহারং নিশাচরঃ ॥
সোঽহং কথং করিষ্যামি ত্যক্তা পত্নী ময়া হি সা
অথবা জ্ঞানদৃষ্টিং তং পৃচ্ছামি মুনিসত্তমম্ ॥
সঞ্চিন্ত্যেত্থং স ভূপালঃ সমারুহ্য চ তং রথম্।
যযৌ যত্র স ধর্ম্মাত্মা ত্রিকালজ্ঞো মহামুনিঃ ॥
অবরুহ্য রথাৎ সোঽথ তং সমেত্য প্রণম্য চ।
যথাবৃত্তং সমাচখ্যৌ রাক্ষসেন সমাগমম্ ॥
ব্রাহ্মণ্যা দর্শনঞ্চৈব দৌঃশীল্যাপগমং তথা।
প্রেষণং ভর্ত্তৃগেহে চ কার্য্যমাগমনে চ যৎ ॥
ঋষিরুবাচ।
জ্ঞাতমেতন্ময়া পূর্ব্বং যৎ কৃতং তে নরাধিপ।
কার্য্যমাগমনে চৈব মৎসমীপে তবাখিলম্ ॥
পৃচ্ছ মামিহ কিং কার্য্যং ময়েত্যুদ্বিগ্নমানসঃ।
ত্বয্যাগতে মহীপাল শৃণু কার্য্যঞ্চ যৎ ত্বয়া ॥
পত্নী ধর্ম্মার্থকামানাং কারণং প্রবলং নৃণাম্।
বিশেষতশ্চ ধর্ম্মশ্চ সন্ত্যক্তস্ত্যজতা হি তাম্ ॥
অপত্নীকো নরো ভূপ ন যোগ্যো নিজকর্ম্মণাম্।
ব্রাহ্মণো ক্ষত্রিয়ো বাপি বৈশ্যঃ শূদ্রোঽপি বা নৃপ
ত্যজতা ভবতা পত্নীং ন শোভনমনুষ্ঠিতম্।
অত্যাজ্যো হি যথা ভর্ত্তা স্ত্রীণাং ভার্য্যা তথা নৃণাম্
রাজোবাচ।
ভগবন্ কিং করোম্যেষ বিপাকো মম কর্ম্মণাম্।
নানুকূলানুকূলস্য যস্মাৎ ত্যক্তা ততো ময়া ॥
যদযৎ করোতি তৎ ক্ষান্তং দহ্যমানেন চেতসা।
ভগবংস্তদ্বিয়োগার্ত্তিবিভীতেনান্তরাত্মনা ॥
সাম্প্রতন্তু বনে ত্যক্তা ন বেদ্মি ক নু সা গতা।
ভক্ষিতা বাপি বিপিনে সিংহব্যাঘ্রনিশাচরৈঃ ॥
ঋষিরুবাচ।
ন ভক্ষিতা সা ভূপাল সিংহব্যাঘ্রনিশাচরৈঃ।
সা ত্ববিপ্লুতচারিত্রা সাম্প্রতন্তু রসাতলে ॥
রাজোবাচ।
সা নীতা কেন পাতালমাস্তে সাঽদূষিতা কথম্।

অত্যদ্ভুতমিদং ব্রহ্মন্ যথাবদ্বক্তু মর্হসি ॥
ঋষিরুবাচ।
পাতালে নাগরাজোঽস্তি প্রখ্যাতশ্চ কপোতকঃ।
তেন দৃষ্টা ত্বয়া ত্যক্তা ভ্রমমাণা মহাবনে ॥
সা রূপশালিনী তেন সানুরাগেন পার্থিব।
বিদিতার্থেন পাতালং নীতা সা যুবতী তদা ॥
ততস্তস্য সুতা সুভ্রূর্নন্দা নাম মহীপতে।
ভার্য্যা মনোরমা চাস্য নাগরাজস্য ধীমতঃ ॥
তয়া মাতুঃ সপত্নীয়ং সা ভবিত্রীতি শোভনা।
দৃষ্টা স্বগেহং সা নীতা গুপ্তা চান্তঃপুরে শুভা ॥
যদা তু যাচিতা নন্দা ন দদাতি নৃপোত্তরম্।
মূকা ভবিষ্যসীত্যাহ তদা তাং তনয়াং পিতা ॥
এবং শপ্তা সুতা তেন সা চাস্তে তত্র ভূপতে।
নীতা তেনোরগেন্দ্রেণ ধৃতা তৎসুতয়া সতী ॥
মার্কণ্ডেয় উবাচ।
ততো রাজা পরং হর্ষমবাপ্য তমপৃচ্ছত।
দ্বিজবর্জ্জ্যং স্বদৌর্ভাগ্যকারণং দয়িতাং প্রতি ॥
রাজোবাচ।
ভগবন্ সর্ব্বলোকস্য ময়ি প্রীতিরনুত্তমা।
কিং নু তৎ কারণং যেন স্বপত্নী নাতিবৎসলা ॥
মম চাসাবতীবেষ্টা প্রাণেভ্যোঽপি মহামুনে।
সা চ মাং প্রতি দুঃশীলা ব্রূহি যৎ কারণং দ্বিজ ॥
ঋষিরুবাচ।
পাণিগ্রহণকালে ত্বং সূর্য্যভৌমশনৈশ্চরৈঃ।
শুক্রবাচস্পতিভ্যাঞ্চ তব ভার্য্যাবলোকিতা ॥
তন্মুহূর্ত্তেঽভবচ্চন্দ্রস্তস্যাঃ সোমসুতস্তথা।
পরস্পরবিপক্ষৌ তৌ ততঃ পার্থিব তে ভূশম্ ॥
তদ্গচ্ছ ত্বং স্বধর্ম্মেণ পরিপালয় মেদিনীম্।
পত্নীসহায়ঃ সর্ব্বাশ্চ কুরু ধর্ম্মবতীঃ ক্রিয়াঃ ॥
মার্কণ্ডেয় উবাচ।
ইত্যুক্তে প্রণিপত্যৈনমারুহ্য স্যন্দনং ততঃ।
উত্তমঃ পৃথিবীপাল আজগাম নিজং পুরম্ ॥

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে ঔত্তমমন্বন্তরে
একসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

দ্বিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

—:০:—

মার্কণ্ডেয় উবাচ।
ততঃ স্বনগরং প্রাপ্য তং দদর্শ দ্বিজং নৃপঃ।
সমেতং ভার্য্যয়া চৈব শীলবত্যা মুদা যুতম্ ॥
ব্রাহ্মণ উবাচ।
রাজবর্য্য কৃতার্থোঽস্মি যত্তো ধর্ম্মো হি রক্ষিতঃ।
ধর্ম্মজ্ঞেনেহ ভবতা ভার্য্যামানয়তা মম ॥
রাজোবাচ।
কৃতার্থস্ত্বং দ্বিজশ্রেষ্ঠ নিজধর্ম্মানুপালনাৎ।
বয়ং সঙ্কটিনো বিপ্র যেষাং পত্নী ন বেশ্মনি ॥
ব্রাহ্মণ উবাচ।
নরেন্দ্র সা হি বিপিনে ভক্ষিতা শ্বাপদৈর্যদি।
অলং তয়া কিমন্যস্যা ন পাণির্গৃহ্যতে ত্বয়া।
ক্রোধস্য বশমাগম্য ধর্ম্মো ন রক্ষিতস্ত্বয়া ॥
রাজোবাচ।
ন ভক্ষিতা মে দয়িতা শ্বাপদৈঃ সা হি জীবতি।
অবিদূষিতচারিত্রা কথমেতৎ করোম্যহম্ ॥
ব্রাহ্মণ উবাচ।
যদি জীবতি তে ভার্য্যা ন চৈব ব্যভিচারিণী।
তদপত্নীকতাজন্ম কিং পাপং ক্রিয়তে ত্বয়া ॥
রাজোবাচ।
আনীতাপি হি সা বিপ্র প্রতিকূলা সদৈব মে।
দুঃখায় ন সুখায়ালং তস্যা মৈত্রী ন বৈ ময়ি।
তথা ত্বং কুরু যত্নং মে যথা সা বশগামিনী ॥
ব্রাহ্মণ উবাচ।
তব সম্প্রীতয়ে তস্যা বরেষ্টিরুপকারিণী।
ক্রিয়তে মিত্রকামৈর্যা মিত্রবিন্দাং করোমি তাম্ ॥
অপ্রীতয়োঃ প্রীতিকরী সা হি সঞ্জননী পরম্।
ভার্য্যাপত্যোর্ম্মনুষ্যেন্দ্র তাং তবেষ্টিং করোম্যহম্ ॥
যত্র তিষ্ঠতি সা সুভ্রূস্তব ভার্য্যা মহীপতে।
তস্মাদানীয়তাং সা তে পরাং প্রীতিমুপৈষ্যতি ॥
মার্কণ্ডেয় উবাচ।
ইত্যুক্তঃ স তু সম্ভারানশেষানবনীপতিঃ।
আনিনায় চকারেষ্টিং স চ তাং দ্বিজসত্তমঃ ॥
সপ্তকৃত্বঃ স তু তদা চকারেষ্টিং পুনঃ পুনঃ।
তস্য রাজ্ঞো দ্বিজশ্রেষ্ঠো ভার্য্যাসম্পাদনায় বৈ ॥
যদারোপিতমৈত্রাং তামমন্যত মহামুনিঃ।
স্বভর্ত্তরি তদা বিপ্রস্তমুবাচ নরাধিপম্ ॥

আনীয় তাং নরশ্রেষ্ঠ যা ভবেষ্টামনোহন্তিকম্।
ভুঙ্ক্ষ্ব ভোগাংস্তয়া সার্দ্ধং যজ যজ্ঞাংস্তথাদৃতঃ॥
মার্কণ্ডেয় উবাচ।
ইত্যুক্তস্তেন বিপ্রেণ ভূপালো বিস্মিতস্তদা।
সস্মার তং মহাবীর্য্যং সত্যসন্ধং নিশাচরম্॥
স্মৃতস্তেন তদা সদ্যঃ সমুপেত্য নরাধিপম্।
কিং করোমীতি সোঽপ্যাহ প্রণিপত্য মহামুনে॥
ততস্তেন নরেন্দ্রেণ বিস্তরেণ নিবেদিতে।
গত্বা পাতালমাদায় রাজপত্নীমুপাযযৌ॥
আনীতা চাতিহার্দ্দেন সা দদর্শ তদা পতিম্।
উবাচ চ প্রসীদেতি ভূয়ো ভূয়ো মুদান্বিতা॥
ততঃ স রাজা রভসা পরিষজ্যাহ মানিনীম্।
প্রিয়ে প্রসন্ন এবাহং ভূয়োপ্যেবং ব্রবীষি কিম্॥
পত্ন্যুবাচ।
যদি প্রসাদপ্রবণং নরেন্দ্র ময়ি তে মনঃ।
তদেতদভিযাচে ত্বাং তৎ কুরুষ মমার্হণম্॥
রাজোবাচ।
নিঃশঙ্কং ব্রূহি মত্তো যত্তবত্যা কিঞ্চিদীপ্সিতম্।
তদলভ্যং ন তে ভীরু তবায়ত্তোঽস্মি নান্যথা॥
পত্ন্যুবাচ।
মদর্থং তেন নাগেন সুতা শপ্তা সখী মম।
মূকা ভবিষ্যসীত্যাহ সা চ মূকত্বমাগতা॥
তস্যাঃ প্রতিক্রিয়াং প্রীত্যা মম শক্নোতি চেদ্ভবান্
বাগ্বিঘাতপ্রশান্ত্যর্থং ততঃ কিং ন কৃতং মম॥
মার্কণ্ডেয় উবাচ।
ততঃ স রাজা তং বিপ্রমাহাস্মিন্ কীদৃশী ক্রিয়া।
তম্মূকতাপনোদায় স চ তং প্রাহ পার্থিবম্॥
ব্রাহ্মণ উবাচ।
ভূপ সারস্বতীমিষ্টিং করোমি বচনাৎ তব।
পত্নী তবেয়মানৃণ্যং যাতু তদ্বাক্প্রবর্ত্তনাৎ॥
মার্কণ্ডেয় উবাচ।
ইষ্টিং সারস্বতীং চক্রে তদর্থং স দ্বিজোত্তমঃ।
সারস্বতানি সূক্তানি জজাপ চ সমাহিতঃ॥
ততঃ প্রবৃত্তবাক্যাং তাং গর্গঃ প্রাহ রসাতলে।
উপকারঃ সখীভর্ত্রা কৃতোঽয়মতিদুষ্করঃ॥
ইত্থং জ্ঞানং সমাসাদ্য নন্দা শীঘ্রগতিঃ পুরম্।
ততো রাজ্ঞীং পরিষজ্য স্বসখীমুরগাত্মজা॥
তঞ্চ সংস্তূয় ভূপালং কল্যাণোক্ত্যা পুনঃ পুনঃ।
উবাচ মধুরং নাগী কৃতাসনপরিগ্রহা॥
উপকারঃ কৃতো বীর ভবতা যো মমাধুনা।
তেনাস্ম্যাকৃষ্টহৃদয়া যদ্ব্রবীমি শৃণুষ তৎ॥
তব পুত্রো মহাবীর্য্যো ভবিষ্যতি নরাধিপ।
তস্যাপ্রতিহতং চক্রমস্যাং ভুবি ভবিষ্যতি॥
সর্ব্বার্থশাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞো ধর্ম্মানুষ্ঠানতৎপরঃ।
মন্বন্তরেশ্বরো ধীমান্ ভবিষ্যতি স বৈ মনুঃ॥
ইতি দত্ত্বা বরং তস্মৈ নাগরাজসুতা ততঃ।
সখীং তাং সম্পরিষজ্য পাতালমগমন্মুনে॥
তত্র তস্য তয়া সার্দ্ধং রমতঃ পৃথিবীপতেঃ।
জগাম কালঃ সুমহান্ প্রজাঃ পালয়তস্তথা॥
ততঃ স তস্যাং তনয়ো জজ্ঞে রাজ্ঞো মহাত্মনঃ।
পৌর্ণমাস্যাং যথা কান্তশ্চন্দ্রঃ সম্পূর্ণমণ্ডলঃ॥
তস্মিন্ জাতে মুদং প্রাপুঃ প্রজাঃ সর্ব্বা মহাত্মনি
দেবদুন্দুভয়ো নেদুঃ পুষ্পবৃষ্টিঃ পপাত চ॥
তস্য দৃষ্ট্বা বপুঃ কান্তং ভবিষ্যং শীলমেব চ।
ঔত্তমশ্চেতি মুনয়ো নাম চক্রুঃ সমাগতাঃ॥
জাতোঽয়মুত্তমে বংশে তত্র কালে তথোত্তমে।
উত্তমাবয়বস্তেন ঔত্তমোঽয়ং ভবিষ্যতি॥
মার্কণ্ডেয় উবাচ।
উত্তমস্য সুতঃ সোঽথ নাম্না খ্যাতস্তথৌত্তমঃ।
মনুরাসীৎ তৎপ্রভাবো ভাগুরে শ্রূয়তাং মম॥
উত্তমাখ্যানমখিলং জন্ম চৈবোত্তমস্য চ।
নিত্যং-শৃণোতি বিদ্বেষং স কদাচিন্ন গচ্ছতি॥
ইষ্টৈর্দ্দারৈস্তথা পুত্রৈর্বন্ধুভির্ব্বা কদাচন।
বিয়োগো নাস্য ভবিতা শৃণ্বতঃ পঠতোঽপি বা॥
তস্য মন্বন্তরং ব্রহ্মন্ বদতো মে নিশাময়।
শ্রূয়তাং তত্র যশ্চেন্দ্রো যে চ দেবাস্তথর্ষয়ঃ॥

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে ঔত্তমমন্বন্তরে
দ্বিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ॥

ত্রিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

মার্কণ্ডেয় উবাচ।
মন্বন্তরে তৃতীয়েঽস্মিন্নৌত্তমস্য প্রজাপতেঃ।
দেবানিন্দ্রমৃষীন্ ভূপান্ নিবোধ গদতো মম॥
স্বধামানস্তথা দেবা যথানামানুকারিণঃ।
সত্যাখ্যশ্চ দ্বিতীয়োঽন্যস্ত্রিদশানাং তথা গণঃ॥
তৃতীয়ে তু গণে দেবাঃ শিবাখ্যা মুনিসত্তম।
শিবাঃ স্বরূপতস্তে তু শ্রুতাঃ পাপপ্রণাশনাঃ॥
প্রতর্দ্দনাখ্যশ্চ গণো দেবানাং মুনিসত্তম।

চতুর্থস্তত্র কথিতং ঔত্তমস্যান্তরে মনোঃ ॥
বশবর্ত্তিনঃ পঞ্চমেঽপি দেবাস্তত্র গণে দ্বিজ।
যথাখ্যাতস্বরূপাস্তু সর্ব্ব এব মহামুনে ॥
এতে দেবগণাঃ পঞ্চ স্মৃতা যজ্ঞভুজস্তথা।
মন্বন্তরে মনুশ্রেষ্ঠ সর্ব্বে দ্বাদশকা গণাঃ ॥
তেষামিন্দ্রো মহাভাগস্ত্রৈলোক্যে স গুরুর্ভবেৎ।
শতং ক্রতূনামাহৃত্য সুশান্তির্নাম নামতঃ ॥
যস্যোপসর্গনাশায় নামাক্ষরবিভূষিতা।
অদ্যাপি মানবৈর্গাথা গীয়তে তু মহীতলে ॥
সুশান্তির্দেবরাট্ কান্তঃ সুশান্তিং স প্রযচ্ছতি।
সহিতঃ শিবসত্যাদ্যৈস্তথৈব বশবর্ত্তিনঃ ॥
অজঃ পরশুচির্দ্দিব্যো মহাবলপরাক্রমাঃ।
পুত্রাস্তস্য মনোরাসন্ বিখ্যাতাস্ত্রিদশোপমাঃ ॥
তৎসূতিসম্ভবৈর্ভূমিঃ পালিতাভূন্নরেশ্বরঃ।
যাবন্মন্বন্তরং তস্য মনোরুত্তমতেজসঃ ॥
স্বতেজসা হি তপসো বরিষ্ঠস্য মহাত্মনঃ।
তনয়াশ্চান্তরে তস্মিন্ সপ্ত সপ্তর্ষয়োঽভবন্ ॥
তৃতীয়মেতৎ কথিতং তব মন্বন্তরং ময়া।
তামসস্য চতুর্থন্তু মনোরন্তরমুচ্যতে ॥
বিযোনিজন্মনো যস্য যশসা দ্যোতিতং জগৎ।
জন্ম তস্য মনোর্ব্রহ্মন্ শ্রূয়তাং গদতো মম ॥
অতীন্দ্রিয়মশেষাণামমূনাং চরিতং তথা।
তথা জন্মাপি বিজ্ঞেয়ং প্রভাবশ্চ মহাত্মনাম্ ॥

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে ঔত্তমমন্বন্তরং নাম ত্রিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

চতুঃসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

—•:•—

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

রাজাভূদ্ভুবি বিখ্যাতঃ স্বরাষ্ট্রো নাম বীর্য্যবান্।
অনেকযজ্ঞকৃৎ প্রাজ্ঞঃ সংগ্রামেষ্বপরাজিতঃ ॥
তস্যায়ুঃ সুমহৎ প্রাদাৎ মন্ত্রিণারাধিতো রবিঃ।
পত্নীনাঞ্চ শতং তস্য ধন্যানামভবৎ দ্বিজঃ ॥
তস্য দীর্ঘায়ুষঃ পত্ন্যো নাতিদীর্ঘায়ুষো মুনে।
কালেন জগ্মু র্নিধনং ভৃত্যামন্ত্রিজনাস্তথা ॥
স ভার্য্যাভিস্তথাযুক্তো ভৃত্যৈশ্চ সহজন্মভিঃ।
উদ্বিগ্নচেতাঃ সম্প্রাপ বীর্য্যহানিমহর্নিশম্ ॥
তং বীর্য্যহীনং নিভৃতৈর্ভৃত্যৈস্ত্যক্তং সুদুঃখিতম্।
অনন্তরো বিমর্দ্দাখ্যো রাজ্যাচ্চ্যাবিতবাংস্তদা ॥
রাজ্যাচ্চ্যুতং সোঽপি বনং গত্বা নির্ব্বিণ্নমানসঃ।
তপস্তেপে মহাভাগো বিতস্তাপুলিনে স্থিতঃ ॥
গ্রীষ্মে পঞ্চতপা ভূত্বা বর্ষাস্বভ্রাবকাশিকঃ।
জলশায়ী চ শিশিরে নিরাহারো যতব্রতঃ ॥
ততস্তপস্যতস্তস্য প্রাবৃট্কালে মহাপ্লবঃ।
বভূবাসুদিনং মেঘৈর্ব্বর্ষদ্ভিরনুসন্ততম্ ॥
ন দিগ্বিজ্ঞায়তে পূর্ব্বা দক্ষিণা বা ন পশ্চিমা।
নোত্তরা তমসা সর্ব্বমনুলিপ্তমিবাভবৎ ॥
ততোঽতিপ্লবনে ভূপঃ স নদ্যাঃ প্রেরিতস্তটম্।
প্রার্থয়ন্নপি নাবাপ হ্রিয়মাণোঽতিবেগিনা ॥
অথ দূরে জলৌঘেন হ্রিয়মাণো মহীপতিঃ।
আসসাদ জলে রৌহীং স পুচ্ছে জগৃহে চ তাম্ ॥
তেন প্লবেন স যথাবুহ্যমানো মহীতলে।
ইতশ্চেতশ্চান্ধকারে আসসাদ তটং ততঃ ॥
বিস্তারি পঙ্কমত্যর্থং দুস্তরং স নৃপস্তরন্।
তথৈব কৃষ্যমাণোঽন্যদ্রম্যং বনমবাপ সঃ ॥
তত্রান্ধকারে সা রৌহী চকর্ষ বসুধাধিপম্।
পুচ্ছে লগ্নং মহাভাগং কৃশং ধমনিসন্ততম্ ॥
তস্যাশ্চ স্পর্শসম্ভূতামবাপ মুদমুত্তমাম্।
সোঽন্ধকারে ভ্রমন্ ভূয়ো মদনাকৃষ্টমানসঃ ॥
বিজ্ঞায় সানুরাগং তং পৃষ্ঠস্পর্শনতৎপরম্।
নরেন্দ্রং তদ্বনস্যান্তঃ সা মৃগী তমুবাচ হ ॥
কিং পৃষ্ঠং বেপথুমতা করেণ স্পৃশসে মম।
অন্যথৈবাস্য কার্য্যস্য সঞ্জাতা নৃপতে গতিঃ ॥
নাস্থানে বো মনো যাতং নাগম্যাহং তবেশ্বর।
কিন্তু তৎসঙ্গমে বিঘ্নমেষ লোলঃ করোতি মে ॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্যা মৃগ্যাস্ত জগতীপতিঃ।
জাতকৌতূহলো রৌহীমিদং বচনমব্রবীৎ ॥

রাজোবাচ।

কা ত্বং ব্রূহি মৃগী বাক্যং কথং মানুষবদ্বদ।
কশ্চৈব লোলো যো বিঘ্নং ত্বৎসঙ্গে কুরুতে মম ॥

মৃগ্যুবাচ।

অহং তে দয়িতা ভূপ প্রাগাসমুৎপলাবতী।
ভার্য্যা শতাগ্রমহিষী দুহিতা দৃঢ়ধন্বনঃ ॥

রাজোবাচ।

কিন্ত্বয়া তৎ কৃতং কর্ম্ম যেনেমাং যোনিমাগতা।
পতিব্রতা ধর্ম্মপরা সা চেত্থং কথমীদৃশী ॥

মৃগ্যুবাচ।

অহং পিতৃগৃহে বালা সখীভিঃ সহিতা বনম্।

রন্তং গত্বা দদর্শৈকং মৃগং মৃগ্যা সমাগতম্ ॥
ততঃ সমীপবর্ত্তিন্যা ময়া সা তাড়িতা মৃগী।
ময়া ত্রস্তা গতান্তত্র ক্রুদ্ধঃ প্রাহ ততো মৃগঃ ॥
মূঢ়ে কিমেবং মত্তাসি ধিক্ তে দৌঃশীল্যমীদৃশম্।
আধানকালো যেনায়ং ত্বয়া মে বিফলীকৃতঃ ॥
বাচং শ্রুত্বা ততস্তস্য মানুষস্যেব ভাষতঃ।
ভীতা তমব্রুবং কোঽসীত্যেতাং যোনিমুপাগতঃ ॥
ততঃ স প্রাহ পুত্রোঽহমৃষের্নির্বৃতিচক্ষুষঃ।
সুতপা নাম মৃগ্যাস্তু সাভিলাষো মৃগোঽভবম্ ॥
ইমাঞ্চানুগতঃ প্রেম্না বাঞ্ছিতশ্চানয়া বনে।
ত্বয়া বিযোজিতা দুষ্টে তস্মাচ্ছাপং দদামি তে ॥
ময়া চোক্তং তবাজ্ঞানাদপরাধঃ কৃতো মুনে।
প্রসাদং কুরু শাপং মে ন ভবান্ দাতুমর্হতি ॥
ইত্যুক্তঃ প্রাহ মাং সোঽপি মুনিরিত্থং মহীপতে।
ন প্রযচ্ছামি শাপং তে যদ্যাত্মানং দদামি তে ॥
ময়া চোক্তং মৃগী নাহং মৃগরূপধরো বনে।
লপ্স্যসেঽন্যাং মৃগীং ত্বাবন্ময়ি ভাবো নিবর্ত্ত্যতাম্
ইত্যুক্তঃ কোপরক্তাক্ষঃ স প্রাহ স্ফুরিতাধরঃ।
নাহং মৃগী তথেত্যুক্তং মৃগী মূঢ়ে ভবিষ্যসি ॥
ততো ভৃশং প্রব্যথিতা প্রণম্য মুনিমব্রুবম্।
স্বরূপস্থমতিক্রুদ্ধং প্রসীদেতি পুনঃ পুনঃ ॥
বালানভিজ্ঞা বাক্যানাং ততঃ প্রোক্তমিদং ময়া।
পিতর্য্যসতি নারীভির্ব্রিয়তে হি পতিঃ স্বয়ম্ ॥
সতি তাতে কথঞ্চাহং বৃণোমি মুনিসত্তম।
সাপরাধাথবা পাদৌ প্রসীদেশ নমাম্যহম্ ॥
প্রসীদেতি প্রসীদেতি প্রণতায়া মহামতে।
ইত্থং লালপ্যমানায়াঃ স প্রাহ মুনিপুঙ্গবঃ ॥
ন ভবত্যন্যথা প্রোক্তং মম বাক্যং কদাচন।
মৃগী ভবিষ্যসি মৃতা বনেঽস্মিন্নেব জন্মনি ॥
মৃগত্বে চ মহাবাহুস্তব গর্ভমুপৈষ্যতি।
লোলো নাম মুনেঃ পুত্রঃ সিদ্ধবীর্য্যস্য ভাবিনি ॥
জাতিস্মরা ভবিত্রী ত্বং তস্মিন্ গর্ভমুপাগতে।
স্মৃতিং প্রাপ্য তথা বাচং মানুষীমীরয়িষ্যসি ॥
তস্মিন্ জাতে মৃগীত্বাৎ ত্বং বিমুক্তা পতিনার্চ্চিতা
লোকানবাপ্স্যসি প্রাপ্যা যে ন দুষ্কৃতকর্ম্মভিঃ ॥
সোঽপি লোলো মহাবীর্য্যঃ পিতৃশত্রূন্
নিপাত্য বৈ।
জিত্বা বসুন্ধরাং কৃৎস্নাং ভবিষ্যতি ততো মনুঃ ॥
এবং শাপমহং লব্ধ্বা মৃতা তির্য্যক্ত্বমাগতা।
ত্বৎসংস্পর্শাচ্চ গর্ভোঽসৌ সম্ভূতো জঠরে মম ॥

অতো ব্রবীমি নাস্থানে তব বাতং মনো ময়ি।
ন চাপ্যগম্যো গর্ভস্থো লোলো বিঘ্নং করোত্যসৌ

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

এবমুক্তস্ততঃ সোঽপি রাজা প্রাপ্য পরাং মুদম্।
পুত্রো মমারীন্ জিত্বেতি পৃথিব্যাং ভবিতা মনুঃ
ততস্তং সুষুবে পুত্রং সা মৃগী লক্ষণান্বিতম্।
তস্মিন্ জাতে চ ভূতানি সর্ব্বাণি প্রযযুর্মুদম্ ॥
বিশেষতশ্চ রাজাসৌ পুত্রে জাতে মহাবলে।
সা বিমুক্তা মৃগী শাপাৎ প্রাপ লোকাননুত্তমান্ ॥
ততস্তমৃষয়ঃ সর্ব্বে সমেত্য মুনিসত্তম।
অবেক্ষ্য ভাবিনীমৃদ্ধিং নাম চক্রুর্মহাত্মনঃ ॥
তামসীং ভজমানায়াং যোনিং মাতর্য্যজায়ত।
তমসা চাবৃতে লোকে তামসোঽয়ং ভবিষ্যতি ॥
ততঃ স তামসস্তেন পিত্রা সংবর্দ্ধিতো বনে।
জাতবুদ্ধিরুবাচেদং পিতরং মুনিসত্তম ॥
কস্ত্বং তাত কথং বাহং পুত্রো মাতা চ কা মম।
কিমর্থমাগতশ্চ ত্বমেতৎ সত্যং ব্রবীহি মে ॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ততঃ পিতা যথাবৃত্তং স্বরাজ্যচ্যাবনাদিকম্।
তস্যাচষ্টে মহাবাহুঃ পুত্রস্য জগতীপতিঃ ॥
শ্রুত্বা তৎ সকলং সোঽপি সমারাধ্য চ ভাস্করম্।
অবাপ দিব্যান্যস্ত্রাণি সসংহারাণ্যশেষতঃ ॥
কৃতাস্ত্রস্তানরীন্ জিত্বা পিতুরানীয় চান্তিকম্।
অনুজ্ঞাতান্ মুমোচাথ তেন স্বং ধর্ম্মমাস্থিতঃ ॥
পিতাপি তস্য স্বান্ লোকাংস্তপোযজ্ঞসমর্জ্জিতান্
বিসৃষ্টদেহঃ সম্প্রাপ্তো দৃষ্ট্বা পুত্রমুখং সুখম্ ॥
জিত্বা সমস্তাং পৃথিবীং তামসাখ্যঃ স পার্থিবঃ।
তামসাখ্যো মনুরভূৎ তস্য মন্বন্তরং শৃণু ॥
যে দেবা যৎপতির্যশ্চ দেবেন্দ্রো যে তথর্ষয়ঃ।
যে পুত্রাশ্চ মনোস্তস্য পৃথিবীপরিপালকাঃ ॥
সত্যাস্তথান্যে সুধিয়ঃ সুরূপা হরয়স্তথা।
এতে দেবগণাস্তত্র সপ্তবিংশতিকা মুনে ॥
মহাবলা মহাবীর্য্যাঃ শতযজ্ঞোপলক্ষিতঃ।
শিখিরিন্দ্রস্তথা তেষাং দেবানামভবদ্বিভুঃ ॥
জ্যোতির্দ্ধামা পৃথুঃ কাব্যশ্চৈত্রোঽগ্নির্বলকস্তথা।
পীবরশ্চ তথা ব্রহ্মন্ সপ্ত সপ্তর্ষয়োঽভবন্ ॥
নরঃ ক্ষান্তিঃ শান্তদান্তজানুজঙ্ঘাদয়স্তথা।
পুত্রাস্তু তামসস্যাসন্ রাজানঃ সুমহাবলাঃ ॥

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে তামসমন্বন্তরে
চতুঃসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

পঞ্চসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

—০:০—

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

পঞ্চমোঽপি মুনিব্রহ্মন্ রৈবতো নাম বিশ্রুতঃ।
তস্যোৎপত্তিং বিস্তরশঃ শৃণুষ্ব কথয়ামি তে॥
ঋষিরাসীন্মহাভাগ ঋতবাগিতি বিশ্রুতঃ।
তস্যাপুত্রস্য পুত্রোঽভূদ্রেবত্যন্তে মহাত্মনঃ॥
স তস্য বিধিবচ্চক্রে জাতকর্ম্মাদিকাঃ ক্রিয়াঃ।
তথোপনয়নাদীংশ্চ স চাশীলোঽভবন্মুনে॥
যতঃ প্রভৃতি জাতোঽসৌ ততঃ প্রভৃতি সোঽপ্যৃষিঃ
দীর্ঘরোগপরামর্শমবাপ মুনিপুঙ্গবঃ॥
মাতা তস্য পরামার্ত্তিং কুষ্ঠরোগাদিপীড়িতা।
জগাম সা পিতা চাস্য চিন্তয়ামাস দুঃখিতঃ॥
কিমেতদিতি সোঽপ্যস্য পুত্রোঽপ্যত্যন্তদুর্ম্মতিঃ।
মুনিপুত্রস্যাসম্মুখীম্ জগ্রাহ ভার্য্যামন্যস্য॥
ততো বিষণ্ণমনসা ঋতবাগিদমুক্তবান্।
অপুত্রতা মনুষ্যাণাং শ্রেয়সে ন কুপুত্রতা॥
কুপুত্রো হৃদয়ায়াসং সর্ব্বদা কুরুতে পিতুঃ।
মাতুশ্চ স্বর্গসংস্থাংশ্চ স্বপিতৄন্ পাতয়ত্যধঃ॥
সুহৃদাং নোপকারায় পিতৄণাঞ্চ ন তৃপ্তয়ে।
পিত্রোর্দুঃখায় ধিগ্জন্ম তস্য দুষ্কৃতকর্ম্মণঃ॥
ধন্যাস্তে তনয়া যেষাং সর্ব্বলোকাভিসম্মতাঃ।
পরোপকারিণঃ শান্তাঃ সাধুকর্ম্মণ্যনুব্রতাঃ॥
অনির্বৃতং তথা মন্দং পরলোকপরাঙ্মুখম্।
নরকায় ন সদ্গত্যৈ কুপুত্রালম্বি জন্ম নঃ॥
করোতি সুহৃদাং দৈন্যমহিতানাং তথা মুদম্।
অকালে চ জরাং পিত্রোঃ কুপুত্রঃ কুরুতে ধ্রুবম্॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

এবং সোঽত্যন্তদুষ্টস্য পুত্রস্য চরিতৈর্মুনিঃ।
দহ্যমানমনোবৃত্তির্বৃত্তং গর্গমপৃচ্ছত॥

ঋতবাগুবাচ।

সুব্রতেন পুরা বেদা গৃহীতা বিধিবন্ময়া।
সমাপ্য বেদান্ বিধিবৎ কৃতো দারপরিগ্রহঃ॥
সদারেণ ক্রিয়াঃ কার্য্যাঃ শ্রৌতাঃ স্মার্ত্তা বষট্ক্রিয়াঃ
ন মে ন্যূনাঃ কৃতাঃ কশ্চিদ্যাবদদ্য মহামুনে॥
গর্ভাধানবিধানেন ন কামমনুরুদ্ধতা।
পুত্রার্থং জনিতশ্চায়ং পুন্নাম্নো বিভ্যতা মুনে॥
সোঽয়ং কিমাত্মদোষেণ মম দোষেণ বা মুনে।
অস্মদ্দুঃখাবহো জাতো দৌঃশীল্যাদ্বন্ধুশোকদঃ॥

গর্গ উবাচ।

রেবত্যন্তে মুনিশ্রেষ্ঠ জাতোঽয়ং তনয়স্তব।
তেন দুঃখায় তে দুষ্টে কালে যস্মাদজায়ত॥
ন তেঽপচারো নৈবাস্য মাতুর্নায়ং কুলস্য তে।
তস্য দৌঃশীল্যহেতুস্তু রেবত্যন্তমুপাগতম্॥

ঋতবাগুবাচ।

যস্মান্মমৈকপুত্রস্য রেবত্যন্তসমুদ্ভবম্।
দৌঃশীল্যমেতৎ সা তস্মাৎ পততামাশু রেবতী।

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

তেনৈবং ব্যাহৃতে শাপে রেবত্যৃক্ষং পপাত হ।
পশ্যতঃ সর্ব্বলোকস্য বিস্ময়াবিষ্টচেতসঃ॥
ভাসয়ামাস সহসা বনকন্দরনির্ঝরম্॥
কুমুদাদ্রিশ্চ তৎপাতাৎ খ্যাতো রৈবতকোঽভবৎ
অতীবরম্যঃ সর্ব্বস্যাং পৃথিব্যাং পৃথিবীধরঃ॥
তস্যর্ক্ষস্য তু যা কান্তির্জ্জাতা পঙ্কজিনী সরঃ।
ততো জজ্ঞে তদা কন্যা রূপেণাতীব শোভনা॥
রেবতীকান্তিসম্ভূতাং তাং দৃষ্ট্বা প্রমুচো মুনিঃ।
তস্যা নাম চকারেত্থং রেবতী নাম ভাগুরে॥
পোষয়ামাস চৈবৈতাং স্বাশ্রমাভ্যাসসম্ভবাম্।
প্রমুচঃ স মহাভাগস্তস্মিন্নেব মহাচলে॥
তান্তু যৌবনিনীং দৃষ্ট্বা কন্যাকাং রূপশালিনীম্।
স মুনিশ্চিন্তয়ামাস কোঽস্যা ভর্ত্তা ভবেদিতি॥
এবং চিন্তয়তস্তস্য যযৌ কালো মহান্ মুনে।
ন চাসসাদ সদৃশং বরং তস্যা মহামুনিঃ॥
ততস্তস্যা বরং প্রষ্টুমগ্নিং স প্রমুচো মুনিঃ।
বিবেশ বহ্নিশালাং বৈ প্রষ্টারং প্রাহ হব্যভুক্॥
মহাবলো মহাবীর্য্যঃ প্রিয়বাগ্ধর্ম্মবৎসলঃ।
দুর্গমো নাম ভবিতা ভর্ত্তা হ্যস্যা মহীপতিঃ॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

অনন্তরঞ্চ মৃগয়াপ্রসঙ্গেনাগতো মুনে।
তস্যাশ্রমপদং ধীমান্ দুর্গমঃ স নরাধিপঃ॥
প্রিয়ব্রতান্বয়ভবো মহাবলপরাক্রমঃ।
পুত্রো বিক্রমশীলস্য কালিন্দীজঠরোদ্ভবঃ॥
স প্রবিশ্যাশ্রমপদং তাং তন্বীং জগতীপতিঃ।
অপশ্যমানস্তমৃষিং প্রিয়েত্যামন্ত্র্য পৃষ্টবান্॥

রাজোবাচ।

ক্ব গতো ভগবানস্মাদাশ্রমান্মুনিপুঙ্গবঃ।
তং প্রণেতুমিহেচ্ছামি তৎ ত্বং প্রব্রূহি শোভনে॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

অগ্নিশালাং গতো বিপ্রস্তৎ শ্রুত্বা তস্য ভাবিতম্

প্রিয়েত্যামন্ত্রণঞ্চৈব নিশ্চক্রাম স্বরান্বিতঃ॥
স দদর্শ মহাত্মানং রাজানং দুর্দ্দমং মুনিঃ।
নরেন্দ্রচিহ্নসহিতং প্রশ্রয়াবনতং পুরঃ॥
তস্মিন্ দৃষ্টে ততঃ শিষ্যমুবাচ স তু গৌতমম্।
গৌতমানীয়তাংশীঘ্রমর্ঘোঽস্য জগতীপতেঃ॥
একস্তাবদয়ং ভূপশ্চিরকালাদুপাগতঃ।
জামাতা চ বিশেষেণ যোগ্যোঽর্ঘস্য মতো মম॥
মার্কণ্ডেয় উবাচ।
ততঃ স চিন্তয়ামাস রাজা জামাতৃকারণম্।
বিবেদ চ ন তন্মৌনী জগৃহেঽর্ঘঞ্চ তং নৃপঃ॥
তমাসনগতং বিপ্রো গৃহীতার্ঘং মহামুনিঃ।
স্বাগতং প্রাহ রাজেন্দ্রমপি তে কুশলং গৃহে॥
কোষে বলেঽথ মিত্রেষু ভৃত্যামাত্যে নরেশ্বর।
তথাত্মনি মহাবাহো যত্র সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্॥
পত্নী চ তে কুশলিনী যত এবাত্র তিষ্ঠতি।
পৃচ্ছাম্যস্যাস্ততো নাহং কুশলিন্যোঽপরাস্তব॥
রাজোবাচ।
ত্বৎপ্রসাদাদকুশলং ন কচিন্মম সুব্রত।
জাতকৌতূহলশ্চাস্মি মম ভার্য্যাত্র কা মুনে॥
ঋষিরুবাচ।
রেবতী সুমহাভাগা ত্রৈলোক্যস্যাপি সুন্দরী।
তব ভার্য্যা বরারোহা তাং ত্বং রাজন্ ন বেৎসি কিম্॥
রাজোবাচ।
সুভদ্রাং শান্ততনয়াং কাবেরীতনয়াং বিভো।
সুরাষ্ট্রজাং সুজাতাঞ্চ কদম্বাঞ্চ বরূথজাম্॥
বিপাঠাং নন্দিনীঞ্চৈব বেদ্মি ভার্য্যাং গৃহে দ্বিজ।
তিষ্ঠন্তি মে ন ভগবন্ রেবতীং বেদ্মি কা ত্বিয়ম্।
ঋষিরুবাচ।
প্রিয়েতি সাম্প্রতং যেয়ং ত্বয়োক্তা বরবর্ণিনী।
কিং বিস্মৃতং তে ভূপাল শ্লাঘ্যেয়ং গৃহিণী তব॥
রাজোবাচ।
সত্যমুক্তং ময়া কিন্তু ভাবো দুষ্টো ন মে মুনে।
নাত্র কোপং ভবান্ কর্ত্তুমর্হত্যস্মাসু যাচিতঃ॥
ঋষিরুবাচ।
তত্ত্বং ব্রবীষি ভূপাল ন ভাবস্তব দূষিতঃ।
ব্যাজহার ভবানেতদ্বহ্নিনা নৃপ চোদিতঃ॥
ময়া পৃষ্টো হুতবহঃ কোঽস্যা ভর্ত্তেতি পার্থিব।
ভবিতা তেন চাপ্যুক্তো ভবানেবাদ্য বৈ বরঃ॥
তদ্গৃহ্যতাং ময়া দত্তা তুভ্যং কন্যা নরাধিপ।
প্রিয়েত্যামন্ত্রিতা চেয়ং বিচারং কুরুষে কথম্॥
মার্কণ্ডেয় উবাচ।
ততোঽসাবভবন্মৌনী তেনোক্তঃ পৃথিবীপতিঃ।
ঋষিস্তথোদ্যতঃ কর্ত্তুং তস্যা বৈবাহিকং বিধিম্॥
তমুদ্যতং সা পিতরং বিবাহায় মহামুনে।
উবাচ কন্যা যৎ কিঞ্চিৎ প্রশ্রয়াবনতাননা॥
যদি মে প্রীতিমাংস্তাত প্রসাদং কর্ত্তুমর্হসি।
রেবত্যৃক্ষে বিবাহং মে তৎ করোতু প্রসাদিতঃ॥
ঋষিরুবাচ।
রেবত্যৃক্ষং ন বৈ ভদ্রে চন্দ্রযোগি ব্যবস্থিতম্।
অন্যানি সন্তি ঋক্ষাণি সুভ্রু বৈবাহিকানি তে॥
কন্যোবাচ।
তাত তেন বিনা কালো বিফলঃ প্রতিভাতি মে।
বিবাহো বিফলে কালে মদ্বিধায়াঃ কথং ভবেৎ॥
ঋষিরুবাচ।
ঋতবাগিতি বিখ্যাতস্তপস্বী রেবতীং প্রতি।
চকার কোপং ক্রুদ্ধেন তেনর্ক্ষং বিনিপাতিতম্॥
ময়া চাস্মৈ প্রতিজ্ঞাতা ভার্য্যেতি মদিরেক্ষণা।
ন চেচ্ছসি বিবাহং ত্বং সঙ্কটং নঃ সমাগতম্॥
কন্যোবাচ।
ঋতবাক্ স মুনিস্তাত কিমেবং তপ্তবাংস্তপঃ।
ন ত্বয়া মম তাতেন ব্রহ্মবন্ধোঃ সুতাস্মি কিম্॥
ঋষিরুবাচ।
ব্রহ্মবন্ধোঃ সুতা ন ত্বং বালে নৈব তপস্বিনঃ।
সুতা ত্বং মম যো দেবান্ কর্ত্তুমন্যান্ সমুৎসহে॥
কন্যোবাচ।
তপস্বী যদি মে তাতস্তৎ কিমৃক্ষমিদং দিবি।
সমারোপ্য বিবাহো মে তদৃক্ষে ক্রিয়তে ন তু॥
ঋষিরুবাচ।
এবং ভবতু ভদ্রং তে ভদ্রে প্রীতিমতী ভব।
আরোপয়ামীন্দুমার্গে রেবত্যৃক্ষং কৃতে তব॥
মার্কণ্ডেয় উবাচ।
ততস্তপঃপ্রভাবেণ রেবত্যৃক্ষং মহামুনিঃ।
যথা পূর্ব্বং তথা চক্রে সোমযোগি দ্বিজোত্তম॥
বিবাহঞ্চৈব দুহিতুর্বিধিবন্মন্ত্রযোগিনম্।
নিষ্পাদ্য প্রীতিমান্ ভূয়ো জামাতারমথাব্রবীৎ॥
ঔদ্বাহিকং তে ভূপাল কথ্যতাং কিং দদাম্যহম্।
দুর্লভ্যমপি দাস্যামি মমাপ্রতিহতং তপঃ॥
রাজোবাচ।
মনোঃ স্বায়ম্ভুবস্যাহমুৎপন্নঃ সন্ততৌ মুনে।

মন্বন্তরাধিপং পুত্রং ত্বৎপ্রসাদাদ্ যথোদিতম্ ॥
ঋষিরুবাচ।
ভবিষ্যত্যেব তে কামো মনুস্ত্বত্তনয়ো মহীম্।
সকলাং ভোক্ষ্যতে ভূপ ধর্ম্মবিচ্চ ভবিষ্যতি ॥
মার্কণ্ডেয় উবাচ ॥
তামাদায় ততো ভূপঃ স্বমেব নগরং যযৌ।
তস্মাদজায়ত সুতো রেবত্যাং রৈবতো মনুঃ ॥
সমেতঃ সকলৈর্ধর্ম্মৈর্জ্ঞানৈরপরাজিতঃ।
বিজ্ঞাতাখিলশাস্ত্রার্থো বেদবিদ্যার্থশাস্ত্রবিৎ ॥
তস্য মন্বন্তরে দেবান্ মুনিদেবেন্দ্রপার্থিবান্।
কথ্যমানান্ ময়া ব্রহ্মন্ বিবোধ সুসমাহিতঃ ॥
সুমেধসস্তত্র দেবাস্তথা ভূপতয়ো দ্বিজ।
বৈকুণ্ঠাশ্চামিতাভাশ্চ চতুর্দ্দশ চতুর্দ্দশ ॥
তেষাং দেবগণানাস্ত চতুর্ণামপি চেশ্বরঃ।
নাম্না বিভুরভূদিন্দ্রঃ শতযজ্ঞোপলক্ষকঃ ॥
হিরণ্যরোমা বেদশ্রীরূর্দ্ধবাহুস্তথাপরঃ।
বেদবাহুঃ সুধামা চ পর্জ্জন্যশ্চ মহামুনিঃ ॥
বশিষ্ঠশ্চ মহাভাগো বেদবেদান্তপারগঃ।
এতে সপ্তর্ষয়শ্চাসন্ রৈবতস্যান্তরে মনোঃ ॥
বলবন্ধুর্ম্মহাবীর্য্যঃ সুযষ্টব্যস্তথাপরঃ।
সত্যকাদ্যাস্তথৈবাসন্ রৈবতস্য মনোঃ সুতাঃ ॥
রৈবতান্তাস্ত মনবঃ কথিতা যে ময়া তব।
স্বায়ম্ভুবাশ্রয়া হ্যেতে স্বারোচিষমৃতে মনুম্ ॥

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে রৈবতমন্বন্তরং নাম পঞ্চসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

ষট্সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

—:•:—

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ইত্যেতৎ কথিতং তুভ্যং পঞ্চ মন্বন্তরং ময়া।
চাক্ষুষস্য মনোঃ ষষ্ঠং শ্রূয়তামিদমন্তরম্ ॥
অন্যজন্মনি জাতোঽসৌ চক্ষুষঃ পরমেষ্ঠিনঃ।
চাক্ষুষত্বমতস্তস্য জন্মন্যস্মিন্নপি দ্বিজ ॥
অনমিত্রস্য রাজর্ষের্ভদ্রা ভার্য্যা মহাত্মনঃ।
লেভে সুতং সুবিদ্বাংসং শুচিং জাতিস্মরং বিভুম্।
ক্রোড়ং মাতা নিজোৎসঙ্গে স্থিতমুল্লাপ্য তং পুনঃ
পরিষ্বজতি হার্দ্দেন পুনরুল্লাপয়ত্যথ।
জাতিস্মরঃ স জাতো বৈ মাতুরুৎসঙ্গমাশ্রিতঃ।
জহাস তং তদা মাতা সংক্রুদ্ধা বাক্যমব্রবীৎ ॥

ভীতাস্মি কিমিদং বৎস হাসো যদ্বদনে তব।
অকালবোধঃ সঞ্জাতঃ কচ্চিৎ পশ্যসি শোভনম্ ॥
পুত্র উবাচ।
মামত্তুমিচ্ছতি পুরো মার্জ্জারী কিং ন পশ্যসি।
অন্তর্দ্ধানগতা চেয়ং দ্বিতীয়া জাতহারিণী ॥
পুত্রপ্রীত্যা চ ভবতী যদার্দ্রা মামবেক্ষতী।
উল্লাপ্যোল্লাপ্য বহুশঃ পরিষ্বজতি মাং যতঃ ॥
উদ্ভূতপুলকা স্নেহসম্ভবাস্রাবিলেক্ষণা।
ততো মমাগতো হাসঃ শৃণু চাপ্যত্র কারণম্ ॥
স্বার্থে প্রসক্তা মার্জ্জারী প্রসক্তং মামবেক্ষতে।
তথান্তর্দ্ধানগা চৈব দ্বিতীয়া জাতহারিণী ॥
স্বার্থায় স্নিগ্ধহৃদয়ে যথৈবৈতে মমোপরি।
প্রবৃত্তে স্বার্থমাস্থায় তথৈব প্রতিভাসি মে ॥
কিন্তু মত্তপভোগায় মার্জ্জারী জাতহারিণী।
ত্বন্তু ক্রমেণোপভোগ্যং মত্তঃ ফলমভীপ্সসি ॥
ন মাং জানাসি কোঽপ্যেষ ন চৈবোপকৃতং ময়া
সঙ্গতং নাতিকালীনং পঞ্চসপ্তদিনাত্মকম্ ॥
তথাপি স্নিহ্যসে সাস্রা পরিষ্বজসি চাপ্যতি।
তাতেতি বৎস ভদ্রেতি নির্ব্যলীকং ব্রবীষি মাম্ ॥
মাতোবাচ।
ন ত্বাহমুপকারার্থং বৎস প্রীত্যা পরিষ্বজে।
ন চেদেতত্ত্বৎপ্রীত্যৈ পরিত্যক্তাস্ম্যহং ত্বয়া।
স্বার্থো ময়া পরিত্যক্তো যত্তো মে ভবিষ্যতি ॥
মার্কণ্ডেয় উবাচ।
ইত্যুক্ত্বা সা তমুৎসৃজ্য নিষ্ক্রান্তা সূতিকাগৃহাৎ।
জড়াঙ্গবাহ্যকরণং শুদ্ধান্তঃকরণাত্মকম্ ॥
জহার তং পরিত্যক্তং সা তদা জাতহারিণী।
সা হৃত্বা তং তদা বালং বিক্রান্তস্য মহীভৃতঃ।
প্রসূতং পত্নীশয়নে ন্যস্য তস্যাদদে সুতম্ ॥
তমপ্যন্যগৃহে নীত্বা গৃহীত্বা তস্য চাত্মজম্।
তৃতীয়ং ভক্ষয়ামাস সা ক্রমাজ্জাতহারিণী ॥
হৃত্বা হৃত্বা তৃতীয়ন্ত ভক্ষয়ত্যতিনির্ঘৃণা।
করোত্যুদ্বর্ত্তনং সা তু পরিবর্ত্তং তথান্যয়োঃ ॥
বিক্রান্তোঽপি ততস্তস্য সুতস্যৈব মহীপতিঃ।
কারয়ামাস সংস্কারান্ রাজন্যস্য ভবন্তি যে ॥
আনন্দেতি চ নামাস্য পিতা চক্রে বিধানতঃ।
মুদা পরময়া যুক্তো বিক্রান্তঃ স নরাধিপঃ ॥
কৃতোপনয়নং তঞ্চ গুরুরাহ কুমারকম্।
জনন্যাঃ প্রাগুপস্থানং ক্রিয়তামভিবাদনম্ ॥
স গুরোস্তদ্বচঃ শ্রুত্বা বিহস্যৈবমথাব্রবীৎ।

বন্ধ্যা যে কতমা বাঽত্র জননী পালনী নু কিম্ ॥
গুরুরুবাচ।
নৃপিয়ং তে মহাভাগ জনিত্রী ক্ষারধাত্মজা।
বিক্রান্তস্যাগ্রমহিষী হৈমিনী নাম নামতঃ ॥
আনন্দ উবাচ।
ইয়ং জনিত্রী চৈত্রস্য বিশালগ্রামবাসিনম্।
বিপ্রাগ্র্যবোধপুত্রস্য যোঽস্যাং জাতোঽন্যতো কস্য ॥
গুরুরুবাচ।
কুতস্ত্বং কথয়ানন্দ চৈত্রঃ কো বা ত্বয়োচ্যতে।
সঙ্কটং মহদাভাতি ক জাতোঽত্র ব্রবীষি কিম্ ॥
আনন্দ উবাচ।
জাতোঽহমবনীন্দ্রস্য ক্ষত্রিয়স্য গৃহে দ্বিজ।
তৎপত্ন্যাং গিরিভদ্রায়ামাদদে জাতহারিণী ॥
তয়াত্র মুক্তো হৈমিন্যা গৃহীত্বা চ সুতঞ্চ সা।
বোধস্য দ্বিজমুখ্যস্য গৃহে নীতবতী পুনঃ ॥
ভক্ষয়ামাস চ সুতং তস্য বোধদ্বিজন্মনঃ।
স তত্র দ্বিজসংস্কারৈঃ সংস্কৃতো হৈমিনীসুতঃ ॥
বয়মত্র মহাভাগ সংস্কৃতা গুরুণা ত্বয়া।
ময়া তব বচঃ কার্য্যমুপৈমি কতমাং গুরো ॥
গুরুরুবাচ।
অতীব গহনং বৎস সঙ্কটং মহদাগতম্।
ন বেদ্মি কিঞ্চিন্মোহেন ভ্রমন্তীব হি বুদ্ধয়ঃ ॥
আনন্দ উবাচ।
মোহস্যাবসরঃ কোঽত্র জগত্যেবং ব্যবস্থিতে।
কঃ কস্য পুত্রো বিপ্রর্ষে কো বা কস্য ন বান্ধবঃ ॥
আরভ্য জন্মনো নৃণাং সম্বন্ধিত্বমুপৈতি যঃ।
তে চ সম্বন্ধিনো বিপ্র মৃত্যুনা সংনিবর্ত্তিতাঃ ॥
অত্রাপি জাতস্য সতঃ সম্বন্ধো যোঽস্য বান্ধবৈঃ।
সোঽপ্যন্তমন্তে দেহস্য প্রয়াত্যেষোঽখিলক্রমঃ ॥
অতো ব্রবীমি সংসারে বসতঃ কো ন বান্ধবঃ।
কো বাপি সততং বন্ধুঃ কিং বো বিভ্রাম্যতে মতিঃ ॥
পিতৃদ্বয়ং ময়া প্রাপ্তমস্মিন্নেব হি জন্মনি।
মাতৃদ্বয়ঞ্চ কিং চিত্রং যদন্যদ্দেহসম্ভবে ॥
সোঽহং তপঃ করিষ্যামি ত্বয়া যো হ্যস্য ভূপতেঃ
বিশালগ্রামতঃ পুত্রশ্চৈত্র আনীয়তামিহ ॥
মার্কণ্ডেয় উবাচ।
ততঃ স বিস্মিতো রাজা সভার্য্যঃ সহ বন্ধুভিঃ।
তস্মান্নিবর্ত্ত্য মমতামনুমেনে বনায় তম্ ॥
চৈত্রমানীয় তনয়ং রাজ্যযোগ্যং চকার সঃ।
সম্মান্য ব্রাহ্মণং যেন পুত্রবুদ্ধ্যা স পালিতঃ ॥
সোঽপ্যানন্দস্তপস্তেপে বাল এব মহাবনে।
কর্ম্মণাং ক্ষপণার্থায় বিমুক্তেঃ পরিপন্থিনাম্ ॥
তপস্যন্তং ততস্তঞ্চ প্রাহ দেবঃ প্রজাপতিঃ।
কিমর্থং তপ্যসে বৎস তপস্তীব্রং বদস্ব তৎ ॥
আনন্দ উবাচ।
আত্মনঃ শুদ্ধিকামোঽহং করোমি ভগবংস্তপঃ।
বন্ধায় মম কর্ম্মাণি যানি তৎক্ষপণোন্মুখঃ ॥
ব্রহ্মোবাচ।
ক্ষীণাধিকারো ভবতি মুক্তিযোগ্যো ন কর্ম্মবান্।
সত্ত্বাধিকারবান্ মুক্তিমবাপ্স্যতি কথং ভবান্ ॥
ভবতা মনুনা ভাব্যং ষষ্ঠেন ব্রজ তৎ কুরু।
অলং তে তপসা তস্মিন্ কৃতে মুক্তিমবাপ্স্যসি ॥
মার্কণ্ডেয় উবাচ।
ইত্যুক্তো ব্রহ্মণা সোঽপি তথেত্যুক্ত্বা মহামতিঃ
তৎকর্ম্মাভিমুখো যাতস্তপসো বিররাম হ ॥
চাক্ষুষেত্যাহ তং ব্রহ্মা তপসো বিনিবর্ত্তয়ন্।
পূর্ব্বং নাম্না বভূবাথ প্রখ্যাতশ্চাক্ষুষো মনুঃ ॥
উপযেমে বিদর্ভাং স সুতামুগ্রস্য ভূভৃতঃ।
তস্যাঞ্চোৎপাদয়ামাস পুত্রান্ প্রখ্যাতবিক্রমান্ ॥
তস্য মন্বন্তরেশস্য যেঽন্তরস্ত্রিদশা দ্বিজ।
যে চর্ষয়স্তথৈবেন্দ্রো যে সুতাশ্চাস্য তান্ শৃণু ॥
আর্য্যা নাম সুরাস্তত্র তেষামেকোঽষ্টকো গণঃ।
প্রখ্যাতকর্ম্মণাং বিপ্র যজ্ঞে হব্যভুজাময়ম্ ॥
প্রখ্যাতবলবীর্য্যাণাং প্রভামণ্ডলদুর্দ্দৃশাম্।
দ্বিতীয়শ্চ প্রসূতাখ্যো দেবানামষ্টকো গণঃ ॥
তথৈবাষ্টক এবান্যো ভব্যাখ্যো দেবতাগণঃ।
চতুর্থশ্চ গণস্তত্র যূথগাখ্যস্তথাষ্টকঃ ॥
লেখসংজ্ঞাস্তথৈবান্যে তত্র মন্বন্তরে দ্বিজ।
শতং ক্রতূনামাহৃত্য যস্তেষামধিপোঽভবৎ।
মনোজবস্তথৈবেন্দ্রঃ সংখ্যাতো যজ্ঞভাগভুক্ ॥
সুমেধা বিরজাশ্চৈব হবিষ্মানুন্নতো মধুঃ।
অতিনামা সহিষ্ণুশ্চ সপ্তাসন্নিতি চর্ষয়ঃ ॥
ঊরুপূরুশতদ্যুম্নপ্রমুখাঃ সুমহাবলাঃ।
চাক্ষুষস্য মনোঃ পুত্রাঃ পৃথিবীপতয়োঽভবন্ ॥
এতৎ তে কথিতং ষষ্ঠং ময়া মন্বন্তরং দ্বিজ।
চাক্ষুষস্য তথা জন্ম চরিতঞ্চ মহাত্মনঃ ॥
সাম্প্রতং বর্ত্ততে যোঽয়ং নাম্না বৈবস্বতো মনুঃ।
সপ্তমে যেঽন্তরে তস্য দেবাদ্যাস্তান্ শৃণুষ্ব মে ॥
ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে চাক্ষুষমন্বন্তরং
নাম ষট্সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

সপ্তসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

মার্ত্তণ্ডস্য রবের্ভার্য্যা তনয়া বিশ্বকর্ম্মণঃ।
সংজ্ঞা নাম মহাভাগ তস্যাং ভানুরজীজনৎ॥
মনুং প্রখ্যাতযশসমনেকজ্ঞানপারগম্।
বিবস্বতঃ সুতো যস্মাৎ তস্মাদ্বৈবস্বতস্তু সঃ॥
সংজ্ঞা চ রবিণা দৃষ্টা নিমীলয়তি লোচনে।
যতস্ততঃ সরোষোঽর্কঃ সংজ্ঞাং নিষ্ঠুরমব্রবীৎ॥
ময়ি দৃষ্টে সদা যস্মাৎ কুরুষে নেত্রসংযমম্।
তস্মাজ্জনিষ্যসে মূঢ়ে প্রজাসংযমনং যমম্॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ততঃ সা চপলাং দৃষ্টিং দেবী চক্রে ভয়াকুলা।
বিলোলিতদৃশং দৃষ্ট্বা পুনরাহ চ তাং রবিঃ॥
যস্মাদ্বিলোলিতা দৃষ্টির্ময়ি দৃষ্টে ত্বয়াধুনা।
তস্মাদ্বিলোলাং তনয়াং নদীং ত্বং প্রসবিষ্যসি॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ততস্তস্যাস্তু সংজজ্ঞে ভর্ত্তৃশাপেন তেন বৈ।
যমশ্চ যমুনা চৈব প্রখ্যাতা সুমহানদী॥
সাপি সংজ্ঞা রবেস্তেজঃ সেহে দুঃখেন ভাবিনী।
অসহন্তী চ সা তেজশ্চিন্তয়ামাস বৈ তদা॥
কিং করোমি ক্ব গচ্ছামি ক্ব গতায়াশ্চ নির্বৃতিঃ।
ভবেন্মম কথং ভর্ত্তা কোপমর্কশ্চ নেষ্যতি॥
ইতি সঞ্চিন্ত্য বহুধা প্রজাপতিসুতা তদা।
বহু মেনে মহাভাগা পিতৃসংশ্রয়মেব সা॥
ততঃ পিতৃগৃহে গন্তুং কৃতবুদ্ধির্যশস্বিনী।
ছায়াময়ীমাত্মতনুং নির্ম্মমে দয়িতাং রবেঃ॥
তাঞ্চোবাচ ত্বয়া বেশ্মন্যত্র ভানোর্যথা ময়া।
তথা সম্যগপত্যেষু বর্ত্তিতব্যং তথা রবৌ॥
পৃষ্টয়াপি ন বাচ্যং তে তথৈতদ্গমনং মম।
সৈবাস্মি নাম সংজ্ঞেতি বাচ্যমেতৎ সদা বচঃ॥

ছায়াসংজ্ঞোবাচ।

আকেশগ্রহণাদ্দেবি আশাপাচ্চ বচস্তব।
করিষ্যে কথয়িষ্যামি বৃত্তন্তু শাপকর্ষণাৎ॥
ইত্যুক্তা সা তদা দেবী জগাম ভবনং পিতুঃ।
দদর্শ তত্র ত্বষ্টারং তপসা ধুতকল্মষম্॥
বহুমানাচ্চ তেনাপি পূজিতা বিশ্বকর্ম্মণা।
তস্থৌ পিতৃগৃহে সা তু কঞ্চিৎ কালমনিন্দিতা॥
ততস্তাং প্রাহ চার্ব্বঙ্গীং পিতা নাতিচিরোষিতাম্।
স্তুত্বা চ তনয়াং প্রেমবহুমানপুরঃসরম্॥
ত্বান্তু মে পশ্যতো বৎসে দিনানি সুবহূন্যপি।
মুহূর্ত্তার্দ্ধসমানি স্যুঃ কিন্তু ধর্ম্মো বিলুপ্যতে॥
বান্ধবেষু চিরং বাসো নারীণাং ন যশস্করঃ।
মনোরথো বান্ধবানাং নার্য্যা ভর্ত্তৃগৃহে স্থিতিঃ॥
সা ত্বং ত্রৈলোক্যনাথেন ভর্ত্রা সূর্য্যেণ সঙ্গতা।
পিতৃগেহে চিরং কালং বস্তুং নার্হসি পুত্রিকে॥
সা ত্বং ভর্ত্তৃগৃহং গচ্ছ তুষ্টোঽহং পূজিতাসি মে।
পুনরাগমনং কার্য্যং দর্শনায় শুভে মম॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ইত্যুক্তা সা তদা পিত্রা তথেত্যুক্ত্বা চ সা মুনে।
সম্পূজয়িত্বা পিতরং জগামাথোত্তরান্ কুরূন্॥
সূর্য্যতাপমনিচ্ছন্তী তেজসস্তস্য বিভ্যতী।
তপশ্চচার তত্রাপি বড়বারূপধারিণী॥
সংজ্ঞেয়মিতি মন্বানো দ্বিতীয়ায়ামহর্পতিঃ।
জনয়ামাস তনয়ৌ কন্যাঞ্চৈকাং মনোরমাম্॥
ছায়াসংজ্ঞা স্বপত্যেষু যথা স্নেহবতী বৎসলা।
তথা ন সংজ্ঞাকন্যায়াং পুত্রয়োশ্চান্ববর্ত্তত॥
মনুস্তৎক্ষান্তবানস্যা যমস্তস্যা ন চক্ষমে।
তাড়নায় চ বৈ কোপাৎ পাদস্তেন সমুদ্যতঃ।
তস্যাঃ পুনঃ ক্ষান্তিমতা ন তু দেহে নিপাতিতঃ॥
ততঃ শশাপ তং কোপাচ্ছায়াসংজ্ঞা যমং দ্বিজ।
কিঞ্চিৎ প্রস্ফুরমাণোষ্ঠী বিচলৎপাণিপল্লবা॥
পিতুঃ পত্নীমমর্য্যাদং যস্মাৎ তর্জ্জয়সে পদা।
ভুবি তস্মাদয়ং পাদস্তবাদ্যৈব পতিষ্যতি॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ইত্যাকর্ণ্য যমঃ শাপং মাত্রা দত্তং ভয়াতুরঃ।
অভ্যেত্য পিতরং প্রাহ প্রণিপাতপুরঃসরম্॥

যম উবাচ।

তাতৈতন্মহদাশ্চর্য্যং ন দৃষ্টমিতি কেনচিৎ।
মাতা বাৎসল্যমুৎসৃজ্য শাপং পুত্রে প্রযচ্ছতি॥
যথা মনুর্মমাচষ্টে নেয়ং মাতা তথা মম।
বিগুণেষ্বপি পুত্রেষু ন মাতা বিগুণা ভবেৎ॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

যমস্য তদ্বচঃ শ্রুত্বা ভগবাংস্তিমিরাপহঃ।
ছায়াসংজ্ঞাং সমাহূয় পপ্রচ্ছ ক্ব গতেতি সা॥
সা চাহ তনয়া ত্বষ্টুরহং সংজ্ঞা বিভাবসো।
পত্নী তব ত্বয়াপত্যান্যেতানি জনিতানি মে॥
ইত্থং বিবস্বতঃ সা তু বহুশঃ পৃচ্ছতো যদা।
নাচচক্ষে ততঃ ক্রুদ্ধো ভাস্বাংস্তাং শপ্তুমুদ্যতঃ॥

ততঃ সা কথয়ামাস যথাবৃত্তং বিবস্বতঃ।
বিদিত্বার্থঞ্চ ভগবান্ জগাম ত্বষ্টুরালয়ম্॥
ততঃ স পূজয়ামাস তদা ত্রৈলোক্যপূজিতম্।
ভাস্বন্তং পরয়া ভক্ত্যা নিজগেহমুপাগতম্॥
সংজ্ঞাং পৃষ্টস্তদা তস্মৈ কথয়ামাস বিশ্বকৃৎ।
আগতৈবেহ মে বেশ্ম ভবতঃ প্রেষিতেতি বৈ॥
দিবাকরঃ সমাধিস্থো বড়বারূপধারিণীম্।
তপশ্চরন্তীং দদৃশে উত্তরেষু কুরুষ্বথ॥
সৌম্যমূর্ত্তিঃ শুভাকারো মম ভর্ত্তা ভবেদিতি।
অভিসন্ধিঞ্চ তপসো বুবুধেঽস্যা দিবাকরঃ॥
শাতনং তেজসো মেঽদ্য ক্রিয়তামিতি ভাস্করঃ।
তঞ্চাহ বিশ্বকর্ম্মাণং সংজ্ঞায়াঃ পিতরং দ্বিজ॥
সম্বৎসরভ্রমেস্তস্য বিশ্বকর্ম্মা রবেস্ততঃ।
তেজসঃ শাতনং চক্রে স্তূয়মানঞ্চ দৈবতৈঃ॥

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে বৈবস্বতমন্বন্তরে সপ্তসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

অষ্টসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ততস্তং তুষ্টুবুর্দ্দেবাস্তথা দেবর্ষয়ো রবিম্।
বাগ্ভিরীড্যমশেষস্য ত্রৈলোক্যস্য সমাগতাঃ॥

দেবা উচুঃ।

নমস্তে ঋক্স্বরূপায় সামরূপায় তে নমঃ।
যজুঃস্বরূপরূপায় সাম্নাং ধামবতে নমঃ॥
জ্ঞানৈকধামভূতায় নির্ধূততমসে নমঃ।
শুদ্ধজ্যোতিঃস্বরূপায় বিশুদ্ধায়ামলাত্মনে॥
বরিষ্ঠায় বরেণ্যায় পরস্মৈ পরমাত্মনে।
নমোঽখিলজগদ্ব্যাপিস্বরূপায়াত্মমূর্ত্তয়ে॥
সর্ব্বকারণভূতায় নিষ্ঠায়ৈ জ্ঞানচেতসাম্।
নমঃ সূর্য্যস্বরূপায় প্রকাশাত্মস্বরূপিণে॥
ভাস্করায় নমস্তুভ্যং তথা দিনকৃতে নমঃ।
শর্ব্বরীহেতবে চৈব সন্ধ্যাজ্যোৎস্নাকৃতে নমঃ॥
ত্বং সর্ব্বমেতদ্ভগবান্ জগদুদ্ভ্রমতা ত্বয়া।
ভ্রমত্যাবিদ্ধমখিলং ব্রহ্মাণ্ডং সচরাচরম্॥
ত্বদংশুভিরিদং স্পৃষ্টং সর্ব্বং সঞ্জায়তে শুচি।
ক্রিয়তে ত্বৎকরৈঃ স্পর্শাজ্জলাদীনাং পবিত্রতা॥
হোমদানাদিকো ধর্ম্মো নোপকারায় জায়তে।
তাবদ্যাবন্ন সংযোগি জগদেতৎ ত্বদংশুভিঃ॥
ঋচস্তে সকলা হ্যেতা যজূংষ্যেতানি চাপ্যতঃ।
সকলানি চ সামানি নিপতন্তি ত্বদঙ্গতঃ॥
ঋঙ্ময়স্ত্বং জগন্নাথ ত্বমেব চ যজুর্ম্ময়ঃ।
যতঃ সামময়শ্চৈব ততো নাথ ত্রয়ীময়ঃ॥
ত্বমেব ব্রহ্মণো রূপং পরঞ্চাপরমেব চ।
মূর্ত্তামূর্ত্তস্তথা সূক্ষ্মঃ স্থূলরূপস্তথা স্থিতঃ॥
নিমেষকাষ্ঠাদিময়ঃ কালরূপঃ ক্ষয়াত্মকঃ।
প্রসীদ স্বেচ্ছয়া রূপং স্বতেজঃশমনং কুরু॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

এবং সংস্তূয়মানস্তু দেবৈর্দ্দেবর্ষিভিস্তথা।
মুমোচ স্বং তদা তেজস্তেজসাং রাশিরব্যয়ঃ॥
যৎ তস্য ঋঙ্ময়ং তেজো ভবিতা তেন মেদিনী।
যজুর্ম্ময়েণাপি দিবং স্বর্গঃ সামময়ং রবেঃ॥
পাতিতাস্তেজসো ভাগা যে ত্বষ্ট্রা দশ পঞ্চ চ।
ত্বষ্টৈব তেন সর্ব্বস্য কৃতং শূলং মহাত্মনা॥
চক্রং বিষ্ণোর্ব্বসূনাঞ্চ শঙ্করস্য সুদারুণা।
পাবকস্য তথা শক্তিঃ শিবিকা ধনদস্য চ॥
অন্যেষাঞ্চ সুরারীণামস্ত্রাণ্যুগ্রাণি যানি বৈ।
যক্ষবিদ্যাধরাণাঞ্চ তানি চক্রে স বিশ্বকৃৎ॥
ততশ্চ ষোড়শং ভাগং বিভর্ত্তি ভগবান্ বিভুঃ।
তৎ তেজঃ পঞ্চদশধা শাতিতং বিশ্বকর্ম্মণা॥
ততোঽশ্বরূপধৃগ্ভানুরুত্তরানগমৎ কুরূন্।
দদৃশে তত্র সংজ্ঞাঞ্চ বড়বারূপধারিণীম্॥
সা চ দৃষ্ট্বা তমায়ান্তং পরপুংসো বিশঙ্কয়া।
জগাম সম্মুখং তস্য পৃষ্ঠরক্ষণতৎপরা॥
ততশ্চ নাসিকাযোগং তয়োস্তত্র সমেতয়োঃ।
নাসত্যদস্রৌ তনয়াবশ্বীবক্ত্রবিনির্গতৌ॥
রেতসোঽন্তে চ রেবন্তঃ খড়্গী চর্ম্মী তনুত্রধৃক্।
অশ্বারূঢ়ঃ সমুদ্ভূতো বাণতূণসমন্বিতঃ॥
ততঃ স্বরূপমতুলং দর্শয়ামাস ভানুমান্।
তস্যৈষা চ সমালোক্য স্বরূপং মুদমাদদে॥
স্বরূপধারিণীঞ্চেমামানিনায় নিজাশ্রমম্।
সংজ্ঞাং ভার্য্যাং প্রীতিমতীং ভাস্করো বারিতস্করঃ॥
ততঃ পূর্ব্বসুতো যোঽস্যাঃ সোঽভূদ্বৈবস্বতো মনুঃ।
দ্বিতীয়শ্চ যমঃ শাপাদ্ধর্ম্মদৃষ্টিরভূৎ সুতঃ॥
ক্রিময়ো মাংসমাদায় পাদতোঽস্য মহীতলে।
পতিষ্যন্তীতি শাপান্তং তস্য চক্রে পিতা স্বয়ম্॥
ধর্ম্মদৃষ্টির্যতশ্চাসৌ সমো মিত্রে তথাহিতে।
ততো নিয়োগং তং যাম্যে চকার তিমিরাপহঃ॥
যমুনা চ নদী জজ্ঞে কালিন্দান্তরবাহিনী।

আখনো দেবাভবদ্ভো ক্বতো পিত্রা মহাত্মনা ॥
গুহ্যকাধিপতিত্বে চ রেবন্তোঽপি নিযোজিতঃ।
ছায়াসংজ্ঞাসুতানাঞ্চ নিয়োগঃ শ্রূয়তাং মম ॥
পূর্ব্বজস্য মনোস্তুল্যশ্ছায়াসংজ্ঞাসুতোঽগ্রজঃ।
ততঃ সাবর্ণিকীং সংজ্ঞামবাপ তনয়ো রবেঃ ॥
ভবিষ্যতি মনুঃ সোঽপি বলিরিন্দ্রো যদা তদা।
শনৈশ্চরো গ্রহাণাঞ্চ মধ্যে পিত্রা নিয়োজিতঃ ॥
তয়োস্তৃতীয়া যা কন্যা তপতী নাম সা কুরুম্।
নৃপাৎ সম্বরণাৎ পুত্রমবাপ মনুজেশ্বরম্ ॥
তস্য বৈবস্বতস্যাহং মনোঃ সপ্তমমন্তরম্।
কথয়ামি সুতান্ ভূপানৃষীন্ দেবান্ সুরাধিপম্ ॥

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে বৈবস্বতে
মন্বন্তরে বৈবস্বতোৎপত্তির্নামাষ্ট-
সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

একোনাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

—:০:—

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

আদিত্যা বসবো রুদ্রাঃ সাধ্যা বিশ্বে মরুদ্গণাঃ।
ভৃগবোঽঙ্গিরসশ্চাষ্টৌ যত্র দেবগণাঃ স্মৃতাঃ ॥
আদিত্যা বসবো রুদ্রা বিজ্ঞেয়া কশ্যপাত্মজাঃ।
সাধ্যাশ্চ বসবো বিশ্বে ধর্ম্মপুত্রগণাস্ত্রয়ঃ ॥
উর্জ্জস্বী নাম চৈবেন্দ্রো মহাত্মা যজ্ঞভাগভুক্।
অতীতানাগতা যে চ বর্ত্তন্তে সাম্প্রতঞ্চ যে ॥
সর্ব্বে তে ত্রিদশেন্দ্রাস্তু বিজ্ঞেয়াস্তুল্যলক্ষণাঃ।
সহস্রাক্ষাঃ কুলিশিনঃ সর্ব্ব এব পুরন্দরাঃ ॥
মঘবন্তো বৃষাঃ সর্ব্বে শৃঙ্গিণো গজগামিনঃ।
তে শতক্রতবঃ সর্ব্বে ভূতাভিভবতেজসঃ ॥
ধর্ম্মাদ্যৈঃ কারণৈঃ শুদ্ধৈরাধিপত্যগুণান্বিতাঃ।
ভূতভব্যভবন্নাথাঃ শৃণু চৈতত্রয়ং দ্বিজ ॥
ভূর্লোকোঽয়ং স্মৃতা ভূমিরন্তরীক্ষং দিবং স্মৃতম্।
দিব্যাখ্যশ্চ তথা স্বর্গস্ত্রৈলোক্যমিতি গদ্যতে ॥
অত্রিশ্চৈব বশিষ্ঠশ্চ কাশ্যপশ্চ মহানৃষিঃ।
গৌতমশ্চ ভরদ্বাজো বিশ্বামিত্রোঽথ কৌশিকঃ ॥
তথৈব পুত্রো ভগবানৃচীকস্য মহাত্মনঃ।
জমদগ্নিস্তু সপ্তৈতে মুনয়োঽত্র তথান্তরে ॥
ইক্ষ্বাকুর্নাভগশ্চৈব ধৃষ্টঃ শর্য্যাতিরেব চ।
নরিষ্যন্তশ্চ বিখ্যাতো নাভগো দিষ্ট এব চ ॥
করূষশ্চ পৃষধ্রশ্চ বসুমান্ লোকবিশ্রুতঃ।
মনোর্ব্বৈবস্বতস্যৈতে নব পুত্রাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥
বৈবস্বতমিদং ব্রহ্মন্ কথিতং তেময়ান্তরম্।
অস্মিন্ শ্রুতে নরঃ সদ্যঃ পঠিতে চৈব সত্তমঃ।
মুচ্যতে পাতকৈঃ সর্ব্বৈঃ পুণ্যঞ্চ মহদশ্নুতে ॥

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে বৈবস্বতমন্বন্তরে
একোনাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

অশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

—:০:—

ক্রৌষ্টুকিরুবাচ।

স্বায়ম্ভুবাদ্যাঃ কথিতাঃ সপ্তৈতে মনবো মম।
তদন্তরেষু যে দেবা রাজানো মুনয়স্তথা ॥
অস্মিন্ কল্পে সপ্ত যেঽন্যে ভবিষ্যন্তি মহামুনে।
মনবস্তান্ সমাচক্ষ্ব যে চ দেবাদয়শ্চ যে ॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

কথিতস্তব সাবর্ণিশ্ছায়াসংজ্ঞাসুতশ্চ যঃ।
পূর্ব্বজস্য মনোস্তুল্যঃ স মনুর্ভবিতাষ্টমঃ ॥
রামো ব্যাসো গালবশ্চ দীপ্তিমান্ কৃত এব চ।
ঋষ্যশৃঙ্গস্তথা দ্রৌণিস্তত্র সপ্তর্ষয়োঽভবন্ ॥
সুতপাশ্চামিতাভাশ্চ মুখ্যাশ্চৈব ত্রিধা সুরাঃ।
বিংশকঃ কথিতশ্চৈষাং ত্রয়াণাং ত্রিগুণো গণঃ ॥
তপস্তপশ্চ শক্রশ্চ দ্যুতির্জ্জ্যোতিঃ প্রভাকরঃ।
প্রভাসো দয়িতো ধর্ম্মস্তেজোরশ্মিশ্চ বক্রতুঃ ॥
ইত্যাদিকস্তু সুতপা দেবানাং বিংশকো গণঃ ॥
প্রভুর্ব্বিভুর্ব্বিভাসাদ্যাস্তথান্যো বিংশকো গণঃ ॥
সুরাণামমিতানান্তু তৃতীয়মপি মে শৃণু।
দমো দান্তো রিতঃ সোমো বিত্তাদ্যাশ্চৈব
বিংশতিঃ ॥
মুখ্যা হ্যেতে সমাখ্যাতা দেবা মন্বন্তরাধিপাঃ।
মারীচস্যৈব তে পুত্রাঃ কাশ্যপস্য প্রজাপতেঃ।
ভবিষ্যাশ্চ ভবিষ্যন্তি সাবর্ণস্যান্তরে মনোঃ ॥
তেষামিন্দ্রো ভবিষ্যস্তু বলির্ব্বৈরোচনির্ম্মুনে।
পাতাল আস্তে যোঽদ্যাপি দৈত্যঃ সময়বন্ধনঃ ॥
বিরজাশ্চার্ব্ববীরশ্চ নির্ম্মোহঃ সত্যবাক্ কৃতিঃ।
বিষ্ণ্বাদ্যাশ্চৈব তনয়াঃ সাবর্ণস্য মনোর্নৃপাঃ ॥

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে সাবর্ণিকে মন্ব-
ন্তরেঽশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

একাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

শ্রীশ্রীদেবীমাহাত্ম্যম্।

ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

সাবর্ণিঃ সূর্য্যতনয়ো যো মনুঃ কথ্যতেঽষ্টমঃ।
নিশাময় তদুৎপত্তিং বিস্তরাদ্গদতো মম॥
মহামায়ানুভাবেন যথা মন্বন্তরাধিপঃ।
স বভূব মহাভাগঃ সাবর্ণিস্তনয়ো রবেঃ॥
স্বারোচিষেঽন্তরে পূর্ব্বং চৈত্রবংশসমুদ্ভবঃ।
সুরথো নাম রাজাঽভূৎ সমস্তে ক্ষিতিমণ্ডলে॥
তস্য পালয়তঃ সম্যক্ প্রজাঃ পুত্রানিবৌরসান্।
বভূবুঃ শত্রবো ভূপাঃ কোলাবিধ্বংসিনস্তথা॥
তস্য তৈরভবদ্যুদ্ধমতিপ্রবলদণ্ডিনঃ।
ন্যূনৈরপি স তৈর্যুদ্ধে কোলাবিধ্বংসিভির্জ্জিতঃ॥
ততঃ স্বপুরমায়াতো নিজদেশাধিপোঽভবৎ।
আক্রান্তঃ স মহাভাগস্তৈস্তদা প্রবলারিভিঃ॥
অমাত্যৈর্ব্বলিভির্দুষ্টৈর্দুর্ব্বলস্য দুরাত্মভিঃ।
কোষো বলঞ্চাপহৃতং তত্রাপি স্বপুরে ততঃ॥
ততো মৃগয়াব্যাজেন হৃতস্বাম্যঃ স ভূপতিঃ।
একাকী হয়মারুহ্য জগাম গহনং বনম্॥
স তত্রাশ্রমমদ্রাক্ষীদ্দ্বিজবর্য্যস্য মেধসঃ।
প্রশান্তশ্বাপদাকীর্ণং মুনিশিষ্যোপশোভিতম্॥
তস্থৌ কঞ্চিৎ স কালঞ্চ মুনিনা তেন সৎকৃতঃ।
ইতশ্চেতশ্চ বিচরংস্তস্মিন্ মুনিবরাশ্রমে॥
সোঽচিন্তয়ৎ তদা তত্র মমত্বাকৃষ্টচেতনঃ।
মৎপূর্ব্বৈঃ পালিতং পূর্ব্বং ময়া হীনং পুরং হি তৎ।
মদ্ভৃত্যৈস্তৈরসদ্বৃত্তৈর্ধর্ম্মতঃ পাল্যতে ন বা॥
ন জানে স প্রধানো মে শূরহস্তী সদামদঃ।
মম বৈরিবশং যাতঃ কান্ ভোগানুপলপ্স্যতে॥
যে মমানুগতা নিত্যং প্রসাদধনভোজনৈঃ।
অনুবৃত্তিং ধ্রুবং তেঽদ্য কুর্ব্বন্ত্যন্যমহীভৃতাম্॥
অসম্যগ্ব্যয়শীলৈস্তৈঃ কুর্ব্বদ্ভিঃ সততং ব্যয়ম্।
সঞ্চিতঃ সোঽতিদুঃখেন ক্ষয়ং কোষো গমিষ্যতি॥
এতচ্চান্যচ্চ সততং চিন্তয়ামাস পার্থিবঃ।
তত্র বিপ্রাশ্রমাভ্যাসে বৈশ্যমেকং দদর্শ সঃ॥
স পৃষ্টস্তেন কস্ত্বং ভো হেতুশ্চাগমনেঽত্র কঃ।
সশোক ইব কস্মাৎ ত্বং দুর্ম্মনা ইব লক্ষ্যসে॥
ইত্যাকর্ণ্য বচস্তস্য ভূপতেঃ প্রণয়োদিতম্।
প্রত্যুবাচ স তং বৈশ্যঃ প্রশ্রয়াবনতো নৃপম্॥

বৈশ্য উবাচ।

সমাধির্নাম বৈশ্যোঽহমুৎপন্নো ধনিনাং কুলে।
পুত্রদারৈর্নিরস্তশ্চ ধনলোভাদসাধুভিঃ॥
বিহীনশ্চ ধনৈর্দ্দারৈঃ পুত্রৈরাদায় মে ধনম্।
বনমভ্যাগতো দুঃখী নিরস্তশ্চাপ্তবন্ধুভিঃ॥
সোঽহং ন বেদ্মি পুত্রাণাং কুশলাকুশলাত্মিকাম্।
প্রবৃত্তিং স্বজনানাঞ্চ দারাণাঞ্চাত্র সংস্থিতঃ॥
কিং নু তেষাং গৃহে ক্ষেমমক্ষেমং কিং নু সাম্প্রতম্
কথং তে কিং নু সদ্বৃত্তাঃ দুর্ব্বৃত্তাঃ কিং নু মে সুতাঃ

রাজোবাচ।

যৈর্নিরস্তো ভবাঁল্লুব্ধৈঃ পুত্রদারাদিভির্দ্ধনৈঃ।
তেষু কিং ভবতঃ স্নেহমনুবধ্নাতি মানসম্॥

বৈশ্য উবাচ।

এবমেতদ্যথা প্রাহ ভবানস্মদ্গতং বচঃ।
কিং করোমি ন বধ্নাতি মম নিষ্ঠুরতাং মনঃ॥
যৈঃ সন্ত্যজ্য পিতৃস্নেহং ধনলুব্ধৈর্নিরাকৃতঃ।
পতিস্বজনহার্দ্দঞ্চ হার্দ্দি তেষ্বেব মে মনঃ॥
কিমেতন্নাভিজানামি জানন্নপি মহামতে।
যৎ প্রেমপ্রবণং চিত্তং বিগুণেষ্বপি বন্ধুষু॥
তেষাং কৃতে মে নিশ্বাসো দৌর্ম্মনস্যঞ্চ জায়তে।
করোমি কিং যন্ন মনস্তেষ্বপ্রীতিষু নিষ্ঠুরম্॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ততস্তৌ সহিতৌ বিপ্র তং মুনিং সমুপস্থিতৌ।
সমাধির্নাম বৈশ্যোঽসৌ স চ পার্থিবসত্তমঃ॥
কৃত্বা তু তৌ যথান্যায়ং যথার্হং তেন সংবিদম্।
উপবিষ্টৌ কথাঃ কাশ্চিচ্চক্রতুর্বৈশ্যপার্থিবৌ॥

রাজোবাচ।

ভগবংস্ত্বামহং প্রষ্টুমিচ্ছাম্যেকং বদস্ব তৎ।
দুঃখায় যন্মে মনসঃ স্বচিত্তায়ত্ততাং বিনা॥
মমত্বং মম রাজ্যস্য রাজ্যাঙ্গেষ্বখিলেষ্বপি।
জানতোঽপি যথাজ্ঞস্য কিমেতন্মুনিসত্তম॥
অয়ঞ্চ নিকৃতঃ পুত্রৈর্দ্দারৈর্ভৃত্যৈস্তথোজ্ঝিতঃ।
স্বজনেন চ সন্ত্যক্তস্তেষু হার্দ্দী তথাপ্যতি॥
এবমেষ তথাহঞ্চ দ্বাবপ্যত্যন্তদুঃখিতৌ।
দৃষ্টদোষেঽপি বিষয়ে মমত্বাকৃষ্টমানসৌ॥
তৎ কেনৈতন্মহাভাগ যন্মোহো জ্ঞানিনোরপি।
মমাস্য চ ভবত্যেষা বিবেকান্ধস্য মূঢ়তা॥

ঋষিরুবাচ।

জ্ঞানমস্তি সমস্তস্য জন্তোর্বিষয়গোচরে।

বিষয়শ্চ মহাভাগ যাতি চৈবং পৃথক্ পৃথক্ ॥
দিবান্ধাঃ প্রাণিনঃ কেচিদ্রাত্রাবন্ধাস্তথাপরে।
কেচিদ্দিবা তথা রাত্রৌ প্রাণিনস্তুল্যদৃষ্টয়ঃ ॥
জ্ঞানিনো মনুজাঃ সত্যং কিন্তু তে ন হি কেবলম্
যতো হি জ্ঞানিনঃ সর্ব্বে পশুপক্ষিমৃগাদয়ঃ ॥
জ্ঞানঞ্চ তন্মনুষ্যাণাং যৎ তেষাং মৃগপক্ষিণাম্।
মনুষ্যাণাঞ্চ যৎ তেষাং তুল্যমন্যৎ তথোভয়োঃ ॥
জ্ঞানেঽপি সতি পশ্যৈতান্ পতগাঞ্ছাবচঞ্চুষু।
কণমোক্ষাদৃতান্ মোহাৎ পীড্যমানানপি ক্ষুধা ॥
মানুষা মনুজব্যাঘ্র সাভিলাষাঃ সুতান্ প্রতি।
লোভাৎ প্রত্যুপকারায় নম্বেতে কিং ন পশ্যসি ॥
তথাপি মমতাবর্ত্তে মোহগর্ত্তে নিপাতিতাঃ।
মহামায়াপ্রভাবেণ সংসারস্থিতিকারিণঃ ॥
তন্নাত্র বিস্ময়ঃ কার্য্যো যোগনিদ্রা জগৎপতেঃ।
মহামায়া হরেশ্চৈতৎ তয়া সংমোহ্যতে জগৎ ॥
জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা।
বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি ॥
তয়া বিসৃজ্যতে বিশ্বং জগদেতচ্চরাচরম্।
সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে ॥
সা বিদ্যা পরমা মুক্তের্হেতুভূতা সনাতনী।
সংসারবন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী ॥

রাজোবাচ।

ভগবন্ কা হি সা দেবী মহামায়েতি যাং ভবান্।
ব্রবীতি কথমুৎপন্না সা কর্ম্মাস্যাশ্চ কিং দ্বিজ ॥
যৎস্বভাবা চ সা দেবী যৎস্বরূপা যদুদ্ভবা।
তৎ সর্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছামি ত্বত্তো ব্রহ্মবিদাং বর ॥

ঋষিরুবাচ।

নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তিস্তয়া সর্ব্বমিদং ততম্।
তথাপি তৎসমুৎপত্তির্ব্বহুধা শ্রূয়তাং মম ॥
দেবানাং কার্য্যসিদ্ধ্যর্থমাবির্ভবতি সা যদা।
উৎপন্নেতি তদা লোকে সা নিত্যাপ্যভিধীয়তে ॥
যোগনিদ্রাং যদা বিষ্ণুর্জ্জগত্যেকার্ণবীকৃতে।
আস্তীর্য্য শেষমভজৎ কল্পান্তে ভগবান্ প্রভুঃ ॥
তদা দ্বাবসুরৌ ঘোরৌ বিখ্যাতৌ মধুকৈটভৌ।
বিষ্ণুকর্ণমলোদ্ভূতৌ হন্তুং ব্রহ্মাণমুদ্যতৌ ॥
স নাভিকমলে বিষ্ণোঃ স্থিতো ব্রহ্মা প্রজাপতিঃ।
দৃষ্ট্বা তাবসুরৌ চোগ্রৌ প্রসুপ্তঞ্চ জনার্দ্দনম্ ॥
তুষ্টাব যোগনিদ্রাং তামেকাগ্রহৃদয়স্থিতঃ।
বিবোধনার্থায় হরের্হরিনেত্রকৃতালয়াম্ ॥
বিশ্বেশ্বরীং জগদ্ধাত্রীং স্থিতিসংহারকারিণীম্।
নিদ্রাং ভগবতীং বিষ্ণোরতুলাং তেজসঃ প্রভুঃ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা ত্বং হি বষট্কারঃ স্বরাত্মিকা।
সুধা ত্বমক্ষরে নিত্যে ত্রিধামাত্রাত্মিকা স্থিতা ॥
অর্দ্ধমাত্রা স্থিতা নিত্যা যানুচ্চার্য্যা বিশেষতঃ।
ত্বমেব সা ত্বং সাবিত্রী ত্বং দেবী জননী পরা ॥
ত্বয়ৈব ধার্য্যতে সর্ব্বং ত্বয়ৈতৎ সৃজ্যতে জগৎ।
ত্বয়ৈতৎ পাল্যতে দেবি ত্বমৎস্যন্তে চ সর্ব্বদা ॥
বিসৃষ্টৌ সৃষ্টিরূপা ত্বং স্থিতিরূপা চ পালনে।
তথা সংহৃতিরূপান্তে জগতোঽস্য জগন্ময়ে ॥
মহাবিদ্যা মহামায়া মহামেধা মহাস্মৃতিঃ।
মহামোহা চ ভবতী মহাদেবী মহাসুরী ॥
প্রকৃতিস্ত্বঞ্চ সর্ব্বস্য গুণত্রয়বিভাবিনী।
কালরাত্রির্মহারাত্রির্মোহরাত্রিশ্চ দারুণা ॥
ত্বং শ্রীস্ত্বমীশ্বরী ত্বং হ্রীস্ত্বং বুদ্ধির্বোধলক্ষণা।
লজ্জা পুষ্টিস্তথা তুষ্টিস্ত্বং শান্তিঃ ক্ষান্তিরেব চ ॥
খড়্গিনী শূলিনী ঘোরা গদিনী চক্রিণী তথা।
শঙ্খিনী চাপিনী বাণভুষুণ্ডীপরিঘায়ুধা ॥
সৌম্যা সৌম্যতরাশেষসৌম্যেভ্যস্ত্বতিসুন্দরী।
পরাপরাণাং পরমা ত্বমেব পরমেশ্বরী ॥
যচ্চ কিঞ্চিৎ ক্বচিদ্বস্তু সদসদ্বাখিলাত্মিকে।
তস্য সর্ব্বস্য যা শক্তিঃ সা ত্বং কিং স্তূয়সে তদা ॥
যয়া ত্বয়া জগৎস্রষ্টা জগৎপাতাত্তি যো জগৎ।
সোঽপি নিদ্রাবশং নীতঃ কস্ত্বাং স্তোতুমিহেশ্বরঃ ॥
বিষ্ণুঃ শরীরগ্রহণমহমীশান এব চ।
কারিতাস্তে যতোঽতস্ত্বাং কঃ স্তোতুংশক্তিমান্-
ভবেৎ ॥
সা ত্বমিত্থং প্রভাবৈঃ স্বৈরুদারৈর্দ্দেবি সংস্তুতা।
মোহয়ৈতৌ দুরাধর্ষাবসুরৌ মধুকৈটভৌ ॥
প্রবোধঞ্চ জগৎস্বামী নীয়তামচ্যুতো লঘু।
বোধশ্চ ক্রিয়তামস্য হন্তুমেতৌ মহাসুরৌ ॥

ঋষিরুবাচ।

এবং স্তুতা তদা দেবী তামসী তত্র বেধসা।
বিষ্ণোঃ প্রবোধনার্থায় নিহন্তুং মধুকৈটভৌ ॥
নেত্রাস্যনাসিকাবাহুহৃদয়েভ্যস্তথোরসঃ।
নির্গম্য দর্শনে তস্থৌ ব্রহ্মণোঽব্যক্তজন্মনঃ ॥
বিষ্ণুস্তস্থৌ চ জগন্নাথস্তয়া মুক্তো জনার্দ্দনঃ।
একার্ণবেঽহিশয়নাৎ ততঃ স দদৃশে চ তৌ ॥
মধুকৈটভৌ দুরাত্মানাবতিবীর্য্যপরাক্রমৌ।
ক্রোধরক্তেক্ষণাবত্তুং ব্রহ্মাণং জনিতোদ্যমৌ ॥

সমুত্থায় ততস্তাভ্যাং যুযুধে ভগবান্ হরিঃ।
পঞ্চ বর্ষসহস্রাণি বাহুপ্রহরণো বিভুঃ॥
তাবপ্যতিবলোন্মত্তৌ মহামায়াবিমোহিতৌ।
উক্তবন্তৌ বরোঽস্মত্তো ব্রিয়তামিতি কেশবম্॥

ভগবানুবাচ।

ভবেতামদ্য মে তুষ্টৌ মম বধ্যাবুভাবপি।
কিমন্যেন বরেণাত্র এতাবদ্ধি বৃতং মম॥

ঋষিরুবাচ।

বঞ্চিতাভ্যামিতি তদা সর্ব্বমাপোময়ং জগৎ।
বিলোক্য তাভ্যাং গদিতো ভগবান্ কমলেক্ষণঃ॥
প্রীতৌ স্বস্তব যুদ্ধেন শ্লাঘ্যস্ত্বং মৃত্যুরাবয়োঃ।
আবাং জহি ন যত্রোর্ব্বী সলিলেন পরিপ্লুতা।

ঋষিরুবাচ।

তথেত্যুক্ত্বা ভগবতা শঙ্খচক্রগদাভৃতা।
কৃত্বা চক্রেণ বৈ ছিন্নে জঘনে শিরসী তয়োঃ॥
এবমেষা সমুৎপন্না ব্রহ্মণা সংস্তুতা স্বয়ম্।
প্রভাবমস্যা দেব্যাস্তু ভূয়ঃ শৃণু বদামি তে॥

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে সার্বণিকে মন্বন্তরে শ্রীশ্রীদেবীমাহাত্ম্যে মধুকৈটভবধো নামৈকাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ॥

দ্ব্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

ঋষিরুবাচ।

দেবাসুরমভূদ্যুদ্ধং পূর্ণমব্দশতং পুরা।
মহিষেঽসুরাণামধিপে দেবানাঞ্চ পুরন্দরে॥
তত্রাসুরৈর্মহাবীর্য্যৈর্দেবসৈন্যং পরাজিতম্।
জিত্বা চ সকলান্ দেবানিন্দ্রোঽভূন্মহিষাসুরঃ॥
ততঃ পরাজিতা দেবাঃ পদ্মযোনিং প্রজাপতিম্।
পুরস্কৃত্য গতাস্তত্র যত্রেশগরুড়ধ্বজৌ॥
যথাবৃত্তং তয়োস্তদ্বন্মহিষাসুরচেষ্টিতম্।
ত্রিদশাঃ কথয়ামাসুর্দেবাভিভববিস্তরম্॥
সূর্য্যেন্দ্রাগ্ন্যনিলেন্দূনাং যমস্য বরুণস্য চ।
অন্যেষাঞ্চাধিকারান্ স স্বয়মেবাধিতিষ্ঠতি॥
স্বর্গান্নিরাকৃতাঃ সর্ব্বে তেন দেবগণা ভুবি।
বিচরন্তি যথা মর্ত্ত্যা মহিষেণ দুরাত্মনা॥
এতদ্বঃ কথিতং সর্ব্বমমরারিবিচেষ্টিতম্।
শরণঞ্চ প্রপন্নাঃ স্মো বধস্তস্য বিচিন্ত্যতাম্॥
ইত্থং নিশম্য দেবানাং বচাংসি মধুসূদনঃ।
চকার কোপং শম্ভুশ্চ ভ্রুকুটীকুটিলাননৌ॥
ততোঽতিকোপপূর্ণস্য চক্রিণো বদনাৎ ততঃ।
নিশ্চক্রাম মহৎ তেজো ব্রহ্মণঃ শঙ্করস্য চ॥
অন্যেষাঞ্চৈব দেবানাং শক্রাদীনাং শরীরতঃ।
নির্গতং সুমহৎ তেজস্তচ্চৈক্যং সমগচ্ছত॥
অতীব তেজসঃ কূটং জ্বলন্তমিব পর্ব্বতম্।
দদৃশুস্তে সুরাস্তত্র জ্বালাব্যাপ্তদিগন্তরম্॥
অতুলং তত্র তৎ তেজঃ সর্ব্বদেবশরীরজম্।
একস্থং তদভূন্নারী ব্যাপ্তলোকত্রয়ং ত্বিষা॥
যদভূচ্ছাম্ভবং তেজস্তেনাজায়ত তন্মুখম্।
যাম্যেন চাভবন্ কেশা বাহবো বিষ্ণুতেজসা॥
সৌম্যেন স্তনয়োর্যুগ্মং মধ্যঞ্চৈন্দ্রেণ চাভবৎ।
বারুণেন চ জঙ্ঘোরূ নিতম্বস্তেজসা ভুবঃ॥
ব্রহ্মণস্তেজসা পাদৌ তদঙ্গুল্যোঽর্কতেজসা।
বসূনাঞ্চ করাঙ্গুল্যঃ কৌবেরেণ চ নাসিকা॥
তস্যাস্তু দন্তাঃ সম্ভূতাঃ প্রাজাপত্যেন তেজসা॥
ভ্রুবৌ চ সন্ধ্যয়োস্তেজঃ শ্রবণাবনিলস্য চ।
অন্যেষাঞ্চৈব দেবানাং সম্ভবস্তেজসাং শিবা॥
ততঃ সমস্তদেবানাং তেজোরাশিসমুদ্ভবাম্।
তাং বিলোক্য মুদং প্রাপুরমরা মহিষার্দ্দিতাঃ॥
শূলং শূলাদ্বিনিষ্কৃষ্য দদৌ তস্যৈ পিনাকধৃক্।
চক্রঞ্চ দত্তবান্ কৃষ্ণঃ সমুৎপাদ্য স্বচক্রতঃ॥
শঙ্খঞ্চ বরুণঃ শক্তিং দদৌ তস্যৈ হুতাশনঃ।
মারুতো দত্তবাংশ্চাপং বাণপূর্ণে তথেষুধী॥
বজ্রমিন্দ্রঃ সমুৎপাদ্য কুলিশাদমরাধিপঃ।
দদৌ তস্যৈ সহস্রাক্ষো ঘণ্টামৈরাবতাদ্গজাৎ॥
কালদণ্ডাদ্যমো দণ্ডং পাশঞ্চাম্বুপতির্দদৌ।
প্রজাপতিশ্চাক্ষমালাং দদৌ ব্রহ্মা কমণ্ডলুম্॥
সমস্তরোমকূপেষু নিজরশ্মীন্ দিবাকরঃ।
কালশ্চ দত্তবান্ খড়্গং তস্যাশ্চর্ম্ম চ নির্ম্মলম্॥
ক্ষীরোদশ্চামলং হারমজরে চ তথাম্বরে।
চূড়ামণিং তথা দিব্যং কুণ্ডলে কটকানি চ॥
অর্দ্ধচন্দ্রং তথা শুভ্রং কেয়ূরান্ সর্ব্ববাহুষু।
নূপুরৌ বিমলৌ তদ্বদ্গ্রৈবেয়কমনুত্তমম্।
অঙ্গুরীয়করত্নানি সমস্তাস্বঙ্গুলীষু চ।
বিশ্বকর্ম্মা দদৌ তস্যৈ পরশুঞ্চাতিনির্ম্মলম্॥
অস্ত্রাণ্যনেকরূপাণি তথাভেদ্যঞ্চ দংশনম্।
অম্লানপঙ্কজাং মালাং শিরস্যুরসি চাপরাম্॥

অদদজ্জলধিস্তস্যৈ পঙ্কজঞ্চাতিশোভনম্ ।
হিমবান্ বাহনং সিংহং রত্নানি বিবিধানি চ ॥
দদাবশূন্যং সুরয়া পানপাত্রং ধনাধিপঃ ।
শেষশ্চ সর্ব্বনাগেশো মহামণিবিভূষিতম্ ।
নাগহারং দদৌ তস্যৈ ধত্তে যঃ পৃথিবীমিমাম্ ॥
অন্যৈরপি সুরৈর্দ্দেবী ভূষণৈরায়ুধৈস্তথা ।
সম্মানিতা ননাদোচ্চৈঃ সাট্টহাসং মুহুর্মুহুঃ ।
তস্যা নাদেন ঘোরেণ কৃৎস্নমাপূরিতং নভঃ ।
অমায়তাতিমহতা প্রতিশব্দো মহানভূৎ ॥
চুক্ষুভুঃ সকলা লোকাঃ সমুদ্রাশ্চ চকম্পিরে ।
চচাল বসুধা চেলুঃ সকলাশ্চ মহীধরাঃ ॥
জয়েতি দেবাশ্চ মুদা তামূচুঃ সিংহবাহিনীম্ ।
তুষ্টুবুর্ম্মুনয়শ্চৈনাং ভক্তিনম্রাত্মমূর্ত্তয়ঃ ॥
দৃষ্ট্বা সমস্তং সংক্ষুব্ধং ত্রৈলোক্যমমরারয়ঃ ।
সন্নদ্ধাখিলসৈন্যাস্তে সমুত্তস্থুরুদায়ুধাঃ ॥
আঃ কিমেতদিতি ক্রোধাদাভাষ্য মহিষাসুরঃ ।
অভ্যধাবত তং শব্দমশেষৈরসুরৈর্ব্বৃতঃ ॥
স দদর্শ ততো দেবীং ব্যাপ্তলোকত্রয়াং ত্বিষা ।
পাদাক্রান্ত্যা নতভুবং কিরীটোল্লিখিতাম্বরাম্ ॥
ক্ষোভিতাশেষপাতালাং ধনুর্জ্জ্যানিস্বনেন তাম্ ।
দিশো ভুজসহস্রেণ সমন্তাদ্ব্যাপ্য সংস্থিতাম্ ॥
ততঃ প্রববৃতে যুদ্ধং তয়া দেব্যা সুরদ্বিষাম্ ।
শস্ত্রাস্ত্রৈর্ব্বহুধা মুক্তৈরাদীপিতদিগন্তরম্ ॥
মহিষাসুরসেনানীশ্চিক্ষুরাখ্যো মহাসুরঃ ।
যুযুধে চামরশ্চান্যৈশ্চতুরঙ্গবলান্বিতঃ ॥
রথানামযুতৈঃ ষড়্ভিরুদগ্রাখ্যো মহাসুরঃ ।
অযুদ্ধতাযুতানাঞ্চ সহস্রেণ মহাহনুঃ ॥
পঞ্চাশদ্ভিশ্চ নিযুতৈরসিলোমা মহাসুরঃ ।
অযুতানাং শতৈঃ ষড়্ভির্ব্বাস্কলো যুযুধে রণে ॥
গজবাজিসহস্রৌঘৈরনেকৈঃ পরিবারিতঃ ।
বৃতো রথানাং কোট্যা চ যুদ্ধে তস্মিন্নযুধ্যত ॥
বিড়ালাক্ষোঽযুতানাঞ্চ পঞ্চাশদ্ভিরথাযুতৈঃ ।
যুযুধে সংযুগে তত্র রথানাং পরিবারিতঃ ॥
অন্যে চ তত্রাযুতশো রথনাগহয়ৈর্ব্বৃতাঃ ।
যুযুধুঃ সংযুগে দেব্যা সহ তত্র মহাসুরাঃ ॥
*কোটিকোটিসহস্রৈস্তু রথানাং দন্তিনাং তথা ।
হয়ানাঞ্চ বৃতো যুদ্ধে তত্রাভূন্মহিষাসুরঃ ॥
তোমরৈর্ভিন্দিপালৈশ্চ শক্তিভির্ম্মুষলৈস্তথা ।
যুযুধুঃ সংযুগে দেব্যা খড়্গৈঃ পরশুপট্টিশৈঃ ॥
কেচিচ্চ চিক্ষিপুঃ শক্তীঃ কেচিৎ পাশাংস্তথাপরে
দেবীং খড়্গপ্রহারৈস্তু তে তাং হন্তুং প্রচক্রমুঃ ॥
সাপি দেবী ততস্তানি শস্ত্রাণ্যস্ত্রাণি চণ্ডিকা ।
লীলয়ৈব প্রচিচ্ছেদ নিজশস্ত্রাস্ত্রবর্ষিণী ॥
অনায়স্তাননা দেবী স্তূয়মানা সুরর্ষিভিঃ ।
মুমোচাসুরদেহেষু শস্ত্রাণ্যস্ত্রাণি চেশ্বরী ॥
সোঽপি ক্রুদ্ধো ধুতসটো দেব্যা বাহনকেশরী ।
চচারাসুরসৈন্যেষু বনেষিব হুতাশনঃ ॥
নিশ্বাসান্মুমুচে যাংশ্চ যুধ্যমানা রণেঽম্বিকা ।
ত এব সদ্যঃ সম্ভূতা গণাঃ শতসহস্রশঃ ॥
যুযুধুস্তে পরশুভির্ভিন্দিপালাসিপট্টিশৈঃ ।
নাশয়ন্তোঽসুরগণান্ দেবীশক্ত্যুপবৃংহিতাঃ ॥
অবাদয়ন্ত পটহান্ গণাঃ শঙ্খাংস্তথাপরে ।
মৃদঙ্গাংশ্চ তথৈবান্যে তস্মিন্ যুদ্ধমহোৎসবে ॥
ততো দেবী ত্রিশূলেন গদয়া শক্তিবৃষ্টিভিঃ ।
খড়্গাদিভিশ্চ শতশো নিজঘান মহাসুরান্ ॥
পাতয়ামাস চৈবান্যান্ ঘণ্টাস্বনবিমোহিতান্ ।
অসুরান্ ভুবি পাশেন বদ্ধা চান্যানকর্ষয়ৎ ॥
কেচিদ্দ্বিধাকৃতাস্তীক্ষ্ণৈঃ খড়্গপাতৈস্তথাপরে ।
বিপোথিতা নিপাতেন গদয়া ভুবি শেরতে ॥
বেমুশ্চ কেচিদ্রুধিরং মুষলেন ভৃশং হতাঃ ।
কেচিন্নিপাতিতা ভূমৌ ভিন্নাঃ শূলেন বক্ষসি ॥
নিরন্তরাঃ শরৌঘেণ কৃতাঃ কেচিদ্রণাজিরে ।
সেনানুকারিণঃ প্রাণান্ মুমুচুস্ত্রিদশার্দ্দনাঃ ॥
কেষাঞ্চিদ্বাহবশ্ছিন্নাশ্ছিন্নগ্রীবাস্তথাপরে ।
শিরাংসি পেতুরন্যেষামন্যে মধ্যে বিদারিতাঃ ॥
বিচ্ছিন্নজঙ্ঘাস্বপরে পেতুরুর্ব্ব্যাং মহাসুরাঃ ।
একবাহ্বক্ষিচরণাঃ কেচিদ্দেব্যা দ্বিধাকৃতাঃ ॥
ছিন্নেঽপি চান্যে শিরসি পতিতাঃ পুনরুত্থিতাঃ ।
কবন্ধা যুযুধুর্দ্দেব্যা গৃহীতপরমায়ুধাঃ ॥
ননৃতুশ্চাপরে তত্র যুদ্ধে তূর্য্যলয়াশ্রিতাঃ ।
কবন্ধাশ্ছিন্নশিরসঃ খড়্গশক্ত্যৃষ্টিপাণয়ঃ ॥
তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি ভাষন্তো দেবীমন্যে মহাসুরাঃ ॥
পাতিতৈ রথনাগাশ্বৈরসুরৈশ্চ বসুন্ধরা ।
অগম্যা সাভবৎ তত্র যত্রাভূৎ স মহারণঃ ॥
শোণিতৌঘা মহানদ্যঃ সদ্যস্তত্র বিসুস্রুবুঃ ।
মধ্যে চাসুরসৈন্যস্য বারণাসুরবাজিনাম্ ॥
ক্ষণেন তন্মহাসৈন্যমসুরাণাং তথাম্বিকা ।
নিন্যে ক্ষয়ং যথা বহ্নিস্তৃণদারুমহাচয়ম্ ॥
স চ সিংহো মহানাদমুৎসৃজন্ ধুতকেশরঃ ।
শরীরেভ্যোঽমরারীণামসূনিব বিচিন্বতি ॥

দেব্যা গণৈশ্চ তৈস্তত্র কৃতং যুদ্ধং তথাসুরৈঃ ।
যথৈষাং তুতুষুর্দেবাঃ পুষ্পবৃষ্টিমুচো দিবি ॥

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্যে মহিষাসুরসৈন্যবধো নাম দ্ব্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ।

ত্র্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ।

—০ঃ০—

ঋষিরুবাচ ।

নিহন্যমানং তৎ সৈন্যমবলোক্য মহাসুরঃ ।
সেনানীশ্চিক্ষুরঃ কোপাদ্‌যযৌ যোদ্ধুমথাম্বিকাম্
স দেবীং শরবর্ষেণ ববর্ষ সমরেঽসুরঃ ।
যথা মেরুগিরেঃ শৃঙ্গং তোয়বর্ষেণ তোয়দঃ ॥
তস্য ছিত্ত্বা ততো দেবী লীলয়ৈব শরোৎকরান্ ।
জঘান তুরগান্ বাণৈর্যন্তারঞ্চৈব বাজিনাম্ ॥
চিচ্ছেদ চ ধনুঃ সদ্যো ধ্বজঞ্চাতিসমুচ্ছ্রিতম্ ।
বিব্যাধ চৈব গাত্রেষু ছিন্নধন্বানমাশুগৈঃ ॥
স ছিন্নধন্বা বিরথো হতাশ্বো হতসারথিঃ ।
অভ্যধাবত তাং দেবীং খড়্গচর্ম্মধরোঽসুরঃ ॥
সিংহমাহত্য খড়্গেন তীক্ষ্ণধারেণ মূর্দ্ধনি ।
আজঘান ভুজে সব্যে দেবীমপ্যতিবেগবান্ ॥
তস্যাঃ খড়্গো ভুজং প্রাপ্য পফাল নৃপনন্দন ।
ততো জগ্রাহ শূলং স কোপাদরুণলোচনঃ ॥
চিক্ষেপ চ ততস্তত্তু ভদ্রকাল্যাং মহাসুরঃ ।
জাজ্বল্যমানং তেজোভী রবিবিম্বমিবাম্বরাৎ ॥
দৃষ্ট্বা তদাপতচ্ছূলং দেবী শূলমমুঞ্চত ।
তচ্ছূলং শতধা তেন নীতং স চ মহাসুরঃ ॥
হতে তস্মিন্ মহাবীর্য্যে মহিষস্য চমূপতৌ ।
আজগাম গজারূঢ়শ্চামরস্ত্রিদশার্দ্দনঃ ॥
সোঽপি শক্তিং মুমোচাথ দেব্যাস্তামম্বিকা দ্রুতম্ ।
হুঙ্কারাভিহতাং ভূমৌ পাতয়ামাস নিষ্প্রভাম্ ॥
ভগ্নাং শক্তিং নিপতিতাং দৃষ্ট্বা ক্রোধসমন্বিতঃ ।
চিক্ষেপ চামরঃ শূলং বাণৈস্তদপি সাচ্ছিনৎ ॥
ততঃ সিংহঃ সমুৎপত্য গজকুম্ভান্তরস্থিতঃ ।
বাহুযুদ্ধেন যুযুধে তেনোচ্চৈস্ত্রিদশারিণা ।
যুধ্যমানৌ ততস্তৌ তু তস্মান্নাগান্মহীং গতৌ ।
যুযুধাতেঽতিসংরব্ধৌ প্রহারৈরতিদারুণৈঃ ॥
ততো বেগাৎ খমুৎপত্য নিপত্য চ মৃগারিণা ।
করপ্রহারেণ শিরশ্চামরস্য পৃথক্ কৃতম্ ॥
উদগ্রশ্চ রণে দেব্যা শিলাবৃক্ষাদিভির্হতঃ ।
দন্তমুষ্টিতলৈশ্চৈব করালশ্চ নিপাতিতঃ ॥
দেবী ক্রুদ্ধা গদাপাতৈশ্চূর্ণয়ামাস চোদ্ধতম্ ।
বাস্কলং ভিন্দিপালেন বাণৈস্তাম্রং তথান্ধকম্ ॥
উগ্রাস্যমুগ্রবীর্য্যঞ্চ তথৈব চ মহাহনুম্ ।
ত্রিনেত্রা চ ত্রিশূলেন জঘান পরমেশ্বরী ॥
বিড়ালস্যাসিনা কায়াৎ পাতয়ামাস বৈ শিরঃ ।
দুর্দ্ধরং দুর্ম্মুখঞ্চোভৌ শরৈর্নিন্যে যমক্ষয়ম্ ॥
এবং সংক্ষীয়মাণে তু স্বসৈন্যে মহিষাসুরঃ ।
মাহিষেণ স্বরূপেণ ত্রাসয়ামাস তান্ গণান্ ॥
কাংশ্চিৎ তুণ্ডপ্রহারেণ খুরক্ষেপৈস্তথাপরান্ ।
লাঙ্গূলতাড়িতাংশ্চান্যান্ শৃঙ্গাভ্যাঞ্চ বিদারিতান্
বেগেন কাংশ্চিদপরান্ নাদেন ভ্রমণেন চ ।
নিশ্বাসপবনেনান্যান্ পাতয়ামাস ভূতলে ॥
নিপাত্য প্রমথানীকমভ্যধাবত সোঽসুরঃ ।
সিংহং হন্তুং মহাদেব্যাঃ কোপং চক্রে ততোঽম্বিকা
সোঽপি কোপান্মহাবীর্য্যঃ খুরক্ষুণ্ণমহীতলঃ ।
শৃঙ্গাভ্যাং পর্ব্বতানুচ্চাংশ্চিক্ষেপ চ ননাদ চ ।
বেগভ্রমণবিক্ষুণ্ণা মহী তস্য ব্যশীর্য্যত ॥
লাঙ্গূলেনাহতশ্চাব্ধিঃ প্লাবয়ামাস সর্ব্বতঃ ॥
ধুতশৃঙ্গবিভিন্নাশ্চ খণ্ডখণ্ডং যযুর্ঘনাঃ ।
শ্বাসানিলাস্তাঃ শতশো নিপেতুর্নভসোঽচলাঃ ॥
ইতি ক্রোধসমাধ্মাতমাপতন্তং মহাসুরম্ ।
দৃষ্ট্বা সা চণ্ডিকা কোপং তদ্বধায় তদাকরোৎ ॥
সা ক্ষিপ্ত্বা তস্য বৈ পাশং তং ববন্ধ মহাসুরম্ ।
তত্যাজ মাহিষং রূপং সোঽপি বদ্ধো মহামৃধে ॥
ততঃ সিংহোঽভবৎ সদ্যো যাবৎ তস্যাম্বিকা শিরঃ
ছিনত্তি তাবৎ পুরুষঃ খড়্গপাণিরদৃশ্যত ॥
তত এবাশু পুরুষং দেবী চিচ্ছেদ সায়কৈঃ ।
তং খড়্গচর্ম্মণা সার্দ্ধং ততঃ সোঽভূন্মহাগজঃ ॥
করেণ চ মহাসিংহং তং চকর্ষ জগর্জ্জ চ ।
কর্ষতস্তু করং দেবী খড়্গেন নিরকৃন্তত ॥
ততো মহাসুরো ভূয়ো মাহিষং বপুরাস্থিতঃ ।
তথৈব ক্ষোভয়ামাস ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ॥
ততঃ ক্রুদ্ধা জগন্মাতা চণ্ডিকা পানমুত্তমম্ ।
পপৌ পুনঃ পুনশ্চৈব জহাসারুণলোচনা ॥
ননর্দ্দ চাসুরঃ সোঽপি বলবীর্য্যমদোদ্ধতঃ ।
বিষাণাভ্যাঞ্চ চিক্ষেপ চণ্ডিকাং প্রতি ভূধরান্ ॥
সা চ তান্ প্রহিতাংস্তেন চূর্ণয়ন্তী শরোৎকরৈঃ ।
উবাচ তং মদোদ্ধূতমুখরাগাকুলাক্ষরম্ ॥

দেব্যুবাচ।

গর্জ্জ গর্জ্জ ক্ষণং মূঢ় মধু যাবৎ পিবাম্যহম্।
ময়া ত্বয়ি হতেঽত্রৈব গর্জ্জিষ্যন্ত্যাশু দেবতাঃ॥

ঋষিরুবাচ।

এবমুক্ত্বা সমুৎপত্য সারূঢ়া তং মহাসুরম্।
পাদেনাক্রম্য কণ্ঠে চ শূলেনৈনমতাড়য়ৎ॥
ততঃ সোঽপি পদাক্রান্তস্তয়া নিজমুখাৎ ততঃ।
অর্দ্ধনিষ্ক্রান্ত এবাতি দেব্যা বীর্য্যেণ সংবৃতঃ॥
অর্দ্ধনিষ্ক্রান্ত এবাসৌ যুধ্যমানো মহাসুরঃ।
তয়া মহাসিনা দেব্যা শিরশ্ছিত্ত্বা নিপাতিতঃ॥
ততো হাহাকৃতং সর্ব্বং দৈত্যসৈন্যং ননাশ তৎ।
প্রহর্ষঞ্চ পরং জগ্মুঃ সকলা দেবতাগণাঃ॥
তুষ্টুবুস্তাং সুরা দেবীং সহ দিব্যৈর্ম্মহর্ষিভিঃ।
জগুর্গন্ধর্ব্বপতয়ো ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ॥

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে
দেবীমাহাত্ম্যে মহিষাসুরবধো নাম
ত্র্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

চতুরশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

ঋষিরুবাচ।

শক্রাদয়ঃ সুরগণা নিহতেঽতিবীর্য্যে
তস্মিন্ দুরাত্মনি সুরারিবলে চ দেব্যা।
তাং তুষ্টুবুঃ প্রণতিনম্রশিরোধরাংস
বাগ্‌ভিঃ প্রহর্ষপুলকোদ্গমচারুদেহাঃ॥
দেব্যা যয়া ততমিদং জগদাত্মশক্ত্যা
নিঃশেষদেবগণশক্তিসমূহমূর্ত্ত্যা।
তামম্বিকামখিলদেবমহর্ষিপূজ্যাং
ভক্ত্যা নতাঃ স্ম বিদধাতু শুভানি সা নঃ॥
যস্যাঃ প্রভাবমতুলং ভগবাননন্তো
ব্রহ্মা হরশ্চ ন হি বক্তুমলং বলঞ্চ।
সা চণ্ডিকাখিলজগৎপরিপালনায়
নাশায় চাশুভভয়স্য মতিং করোতু॥
যা শ্রীঃ স্বয়ং সুকৃতিনাং ভবনেষ্বলক্ষ্মীঃ
পাপাত্মনাং কৃতধিয়াং হৃদয়েষু বুদ্ধিঃ।
শ্রদ্ধা সতাং কুলজনপ্রভবস্য লজ্জা
তাং ত্বাং নতাঃ স্ম পরিপালয় দেবি বিশ্বম্॥
কিং বর্ণয়াম তব রূপমচিন্ত্যমেতৎ
কিঞ্চাতিবীর্য্যমসুরক্ষয়কারি ভূরি।
কিঞ্চাহবেষু চরিতানি তবাতি যানি
সর্ব্বেষু দেবাসুরদেবগণাদিকেষু॥
হেতুঃ সমস্তজগতাং ত্রিগুণাপি দোষৈ
র্ন জ্ঞায়সে হরিহরাদিভিরপ্যপারা।
সর্ব্বাশ্রয়াখিলমিদং জগদংশভূত-
মব্যাকৃতা হি পরমা প্রকৃতিস্ত্বমাদ্যা॥
যস্যাঃ সমস্তসুরতা সমুদীরণেন
তৃপ্তিং প্রয়াতি সকলেষু মখেষু দেবি।
স্বাহাসি বৈ পিতৃগণস্য চ তৃপ্তিহেতু-
রুচ্চার্য্যসে ত্বমত এব জনৈঃ স্বধা চ॥
যা মুক্তিহেতুরবিচিন্ত্যমহাব্রতা চ
অভ্যস্যসে সুনিয়তেন্দ্রিয়তত্ত্বসারৈঃ।
মোক্ষার্থিভির্ম্মুনিভিরস্তসমস্তদোষৈ-
র্বিদ্যাসি সা ভগবতী পরমা হি দেবি॥
শব্দাত্মিকা সুবিমলর্গ্যজুষাং নিধান-
মুদ্গীতরম্যপদপাঠবতাঞ্চ সাম্নাম্।
দেবী ত্রয়ী ভগবতী ভবভাবনায়
বার্ত্তা চ সর্ব্বজগতাং পরমার্ত্তিহন্ত্রী॥
মেধাসি দেবি বিদিতাখিলশাস্ত্রসারা
দুর্গাসি দুর্গভবসাগরনৌরসঙ্গা।
শ্রীঃ কৈটভারিহৃদয়ৈককৃতাধিবাসা
গৌরী ত্বমেব শশিমৌলিকৃতপ্রতিষ্ঠা॥
ঈষৎসহাসমমলং পরিপূর্ণচন্দ্র-
বিম্বানুকারি কনকোত্তমকান্তি কান্তম্।
অত্যদ্ভুতং প্রহৃতমাপ্তরুষা তথাপি
বক্ত্রং বিলোক্য সহসা মহিষাসুরেণ॥
দৃষ্ট্বা তু দেবি কুপিতং ভ্রূকুটীকরাল-
মুদ্যচ্ছশাঙ্কসদৃশচ্ছবি যন্ন সদ্যঃ।
প্রাণান্ মুমোচ মহিষস্তদতীব চিত্রং
কৈর্জ্জীব্যতে হি কুপিতান্তকদর্শনেন॥
দেবি প্রসীদ পরমা ভবতী ভবায়
সদ্যো বিনাশয়সি কোপবতী কুলানি।
বিজ্ঞাতমেতদধুনৈব যদস্তমেত-
ন্নীতং বলং সুবিপুলং মহিষাসুরস্য॥
তে সম্মতা জনপদেষু ধনানি তেষাং
তেষাং যশাংসি ন চ সীদতি ধর্ম্মবর্গঃ।
ধন্যাস্ত এব নিভৃতাত্মজভৃত্যদারা
যেষাং সদাভ্যুদয়দা ভবতী প্রসন্না॥
ধর্ম্ম্যাণি দেবি সকলানি সদৈব কর্ম্মা-
ণ্যত্যাদৃতঃ প্রতিদিনং সুকৃতী করোতি।

স্বর্গং প্রয়াতি চ ততো ভবতীপ্রসাদা-
ল্লোকত্রয়েঽপি ফলদা নমু দেবি তেন ॥
দুর্গে স্মৃতা হরসি ভীতিমশেষজন্তোঃ
স্বস্থৈঃ স্মৃতা মতিমতীব শুভাং দদাসি।
দারিদ্র্যদুঃখভয়হারিণি কা ত্বদন্যা
সর্ব্বোপকারকরণায় সদার্দ্রচিত্তা ॥
এভির্হতৈর্জ্জগদুপৈতি সুখং তথৈতে
কুর্ব্বন্তু নাম নরকায় চিরায় পাপম্।
সংগ্রামমৃত্যুমধিগম্য দিবং প্রয়ান্তু
মত্বেতি নূনমহিতান্ বিনিহংসি দেবি ॥
দৃষ্ট্বৈব কিং ন ভবতী প্রকরোতি ভস্ম
সর্ব্বাসুরানরিষু যৎ প্রহিণোষি শস্ত্রম্।
লোকান্ প্রয়ান্তু রিপবোঽপি হি শস্ত্রপূতা
ইত্থং মতির্ভবতি তেষ্বপি তেঽতিসাধ্বী ॥
খড়্গপ্রভানিকরবিস্ফুরণৈস্তথোগ্রৈঃ
শূলাগ্রকান্তিনিবহেন দৃশোঽসুরাণাম্।
যন্নাগতা বিলয়মংশুমদিন্দুখণ্ড-
যোগ্যাননং তব বিলোকয়তাং তদেতৎ ॥
দুর্ব্বৃত্তবৃত্তশমনং তব দেবি শীলং
রূপং তথৈতদবিচিন্ত্যমতুল্যমন্যৈঃ।
বীর্য্যঞ্চ হন্তৃ হৃতদেবপরাক্রমাণাং
বৈরিষ্বপি প্রকটিতৈব দয়া ত্বয়েত্থম্ ॥
কেনোপমা ভবতু তেঽস্য পরাক্রমস্য
রূপঞ্চ শত্রুভয়কার্য্যতিহারি কুত্র।
চিত্তে কৃপা সমরনিষ্ঠুরতা চ দৃষ্টা
ত্বয্যেব দেবি বরদে ভুবনত্রয়েঽপি ॥
ত্রৈলোক্যমেতদখিলং রিপুনাশনেন
ত্রাতং ত্বয়া সমরমূর্দ্ধনি তেঽপি হত্বা।
নীতা দিবং রিপুগণা ভয়মপ্যপাস্ত-
মস্মাকমুন্মদসুরারিভবং নমস্তে ॥
শূলেন পাহি নো দেবি পাহি খড়্গেন চাম্বিকে।
ঘণ্টাস্বনেন নঃ পাহি চাপজ্যানিস্বনেন চ ॥
প্রাচ্যাং রক্ষ প্রতীচ্যাঞ্চ চণ্ডিকে রক্ষ দক্ষিণে।
ভ্রামণেনাত্মশূলস্য উত্তরস্যাং তথেশ্বরি ॥
সৌম্যানি যানি রূপাণি ত্রৈলোক্যে বিচরন্তি তে।
যানি চাত্যর্থঘোরাণি তৈ রক্ষাস্মাংস্তথা ভুবম্ ॥
খড়্গশূলগদাদীনি যানি চাস্ত্রাণি তেঽম্বিকে।
করপল্লবসঙ্গীনি তৈরস্মান্ রক্ষ সর্ব্বতঃ ॥

ঋষিরুবাচ।

এবং স্তুতা সুরৈর্দ্দিব্যৈঃ কুসুমৈর্নন্দনোদ্ভবৈঃ।
অর্চ্চিতা জগতাং ধাত্রী তথা গন্ধানুলেপনৈঃ ॥
ভক্ত্যা সমস্তৈস্ত্রিদশৈর্দ্দিব্যৈর্ধূপৈস্তু ধূপিতা।
প্রাহ প্রসাদসুমুখী সমস্তান্ প্রণতান্ সুরান্ ॥

দেব্যুবাচ।

ব্রিয়তাং ত্রিদশাঃ সর্ব্বে যদস্মত্তোঽভিবাঞ্ছিতম্।
দদাম্যহমিতিপ্রীত্যা স্তবৈরেভিঃ সুপূজিতা ॥

দেবা ঊচুঃ।

ভগবত্যা কৃতং সর্ব্বং ন কিঞ্চিদবশিষ্যতে।
যদয়ং নিহতঃ শত্রুরস্মাকং মহিষাসুরঃ ॥
যদি বাপি বরো দেয়স্ত্বয়াস্মাকং মহেশ্বরি।
সংস্মৃতা সংস্মৃতা ত্বং নো হিংসেথাঃ পরমাপদঃ ॥
যশ্চ মর্ত্ত্যঃ স্তবৈরেভিস্ত্বাং স্তোষ্যত্যমলাননে।
তস্য বিত্তর্দ্ধিবিভবৈর্দ্ধনদারাদিসম্পদাম্।
বৃদ্ধয়েঽস্মৎপ্রসন্না ত্বং ভবেথাঃ সর্ব্বদাম্বিকে ॥

ঋষিরুবাচ।

ইতি প্রসাদিতা দেবৈর্জ্জগতোঽর্থে তথাত্মনঃ।
তথেত্যুক্ত্বা ভদ্রকালী বভূবান্তর্হিতা নৃপ ॥
ইত্যেতৎ কথিতং ভূপ সম্ভূতা সা যথা পুরা।
দেবী দেবশরীরেভ্যো জগত্ত্রয়হিতৈষিণী ॥
পুনশ্চ গৌরীদেহাৎ সা সমুদ্ভূতা যথাভবৎ।
বধায় দুষ্টদৈত্যানাং তথা শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ ॥
রক্ষণায় চ লোকানাং দেবানামুপকারিণী।
তচ্ছৃণুষ্ব ময়াখ্যাতং যথাবৎ কথয়ামি তে ॥

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে
দেবীমাহাত্ম্যে মহিষাসুরবধসমাপ্তির্নাম
চতুরশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

পঞ্চাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

—০:০—

ঋষিরুবাচ।

পুরা শুম্ভনিশুম্ভাভ্যামসুরাভ্যাং শচীপতেঃ।
ত্রৈলোক্যং যজ্ঞভাগাশ্চ হৃতা মদবলাশ্রয়াৎ ॥
তাবেব সূর্য্যতাং তদ্বদধিকারং তথৈন্দবম্।
কৌবেরমথ যাম্যঞ্চ চক্রাতে বরুণস্য চ ॥
তাবেব পবনর্দ্ধিঞ্চ চক্রতুর্ব্বহ্নিকর্ম্ম চ।
ততো দেবা বিনির্দ্ধূতা ভ্রষ্টরাজ্যাঃ পরাজিতাঃ ॥
হৃতাধিকারাস্ত্রিদশাস্তাভ্যাং সর্ব্বে নিরাকৃতাঃ।
মহাসুরাভ্যাং তাং দেবীং সংস্মরন্ত্যপরাজিতাম্ ॥
তয়াস্মাকং বরো দত্তো যথাপৎসু স্মৃতাখিলাঃ।

ভবতাং নাশয়িষ্যামি তৎক্ষণাৎ পরমাপদঃ ॥
ইতি কৃত্বা মতিং দেবা হিমবন্তং নগেশ্বরম্ ।
জগ্মুস্তত্র ততো দেবীং বিষ্ণুমায়াং প্রতুষ্টুবুঃ ॥

দেবা উচুঃ ।

নমো দেব্যৈ মহাদেব্যৈ শিবায়ৈ সততং নমঃ ।
নমঃ প্রকৃত্যৈ ভদ্রায়ৈ নিয়তাঃ প্রণতাঃ স্ম তাম্
রৌদ্রায়ৈ নমো নিত্যায়ৈ গৌর্য্যৈ ধাত্র্যৈ নমো নমঃ ।
জ্যোৎস্নায়ৈ চেন্দুরূপিণ্যৈ সুখায়ৈ সততং নমঃ ॥
কল্যাণ্যৈ প্রণতা বৃদ্ধ্যৈ সিদ্ধ্যৈ কুর্ম্মো নমো নমঃ
নৈর্ঋ ত্যৈ ভূভৃতাং লক্ষ্ম্যৈ সর্ব্বাণ্যৈ তে নমো নমঃ
দুর্গায়ৈ দুর্গপারায়ৈ সারায়ৈ সর্ব্বকারিণ্যৈ ।
খ্যাত্যৈ তথৈব কৃষ্ণায়ৈ ধূম্রায়ৈ সততং নমঃ ॥
অতিসৌম্যাতিরৌদ্রায়ৈ নতাস্তস্যৈ নমো নমঃ ।
নমো জগৎপ্রতিষ্ঠায়ৈ দেব্যৈ কৃত্যৈ নমো নমঃ
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বিষ্ণুমায়েতি শব্দিতাঃ ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু নিদ্রারূপেণ সংস্থিতা ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ক্ষুধারূপেণ সংস্থিতা ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ছায়ারূপেণ সংস্থিতা ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু তৃষ্ণারূপেণ সংস্থিতা ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ক্ষান্তিরূপেণ সংস্থিতা ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু জাতিরূপেণ সংস্থিতা ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু লজ্জারূপেণ সংস্থিতা ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শান্তিরূপেণ সংস্থিতা ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শ্রদ্ধারূপেণ সংস্থিতা ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু কান্তিরূপেণ সংস্থিতা ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু লক্ষ্মীরূপেণ সংস্থিতা ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বৃত্তিরূপেণ সংস্থিতা ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু স্মৃতিরূপেণ সংস্থিতা ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু দয়ারূপেণ সংস্থিতা ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু তুষ্টিরূপেণ সংস্থিতা ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ভ্রান্তিরূপেণ সংস্থিতা ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥
ইন্দ্রিয়াণামধিষ্ঠাত্রী ভূতানাঞ্চাখিলেষু যা ।
ভূতেষু সততং তস্যৈ ব্যাপ্তিদেব্যৈ নমো নমঃ ॥
চিতিরূপেণ যা কৃৎস্নমেতদ্ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥

স্তুতা সুরৈঃ পূর্ব্বমভীষ্টসংশ্রয়াৎ
তথা সুরেন্দ্রেণ দিনেষু সেবিতা ।
করোতু সা নঃ শুভহেতুরীশ্বরী
শুভানি ভদ্রাণ্যভিহন্তু চাপদঃ ॥
যা সাম্প্রতং চোদ্ধতদৈত্যতাপিতৈ-
রস্মাভিরীশা চ সুরৈর্নমস্যতে ।
যা চ স্মৃতা তৎক্ষণমেব হন্তি নঃ
সর্ব্বাপদো ভক্তিবিনম্রমূর্ত্তিভিঃ ॥

ঋষিরুবাচ ।

এবং স্তবাদিযুক্তানাং দেবানাং তত্র পার্ব্বতী ।
স্নাতুমভ্যাযযৌ তোয়ে জাহ্নব্যা নৃপনন্দন ॥
সাঽব্রবীৎ তান্ সুরান্ সুভ্রূর্ভবদ্ভিঃ স্তূয়তেঽত্র কা ।
শরীরকোষতশ্চাস্যাঃ সমুদ্ভূতাব্রবীচ্ছিবা ॥
স্তোত্রং মমৈতৎ ক্রিয়তে শুম্ভদৈত্যনিরাকৃতৈঃ ।
দেবৈঃ সমেতৈঃ সমরে নিশুম্ভেন পরাজিতৈঃ ॥
শরীরকোষাদ্যৎ তস্যাঃ পার্ব্বত্যা নিঃসৃতাম্বিকা ।
কৌষিকীতি সমস্তেষু ততো লোকেষু গীয়তে ॥
তস্যাং বিনির্গতায়ান্তু কৃষ্ণাভূৎ সাপি পার্ব্বতী ।
কালিকেতি সমাখ্যাতা হিমাচলকৃতাশ্রয়া ॥

ততোঽম্বিকাং পরং রূপং বিভ্রাণাং সুমনোহরম্ ।
দদর্শ চণ্ডো মুণ্ডশ্চ ভৃত্যৌ শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ ॥
তাভ্যাং শুম্ভায় চাখ্যাতা অতীব সুমনোহরা ।
কাপ্যাস্তে স্ত্রী মহারাজ ভাসয়ন্তী হিমাচলম্ ॥
নৈব তাদৃক্ কচিদ্রূপং দৃষ্টং কেনচিদুত্তমম্ ।
জ্ঞায়তাং কাপ্যসৌ দেবী গৃহ্যতাঞ্চাসুরেশ্বরঃ ॥
স্ত্রীরত্নমতিচার্ব্বঙ্গী দ্যোতয়ন্তী দিশস্ত্বিষা ।
সা তু তিষ্ঠতি দৈত্যেন্দ্র তাং ভবান্ দ্রষ্টুমর্হতি ॥
যানি রত্নানি মণয়ো গজাশ্বাদীনি বৈ প্রভো ।
ত্রৈলোক্যে তু সমস্তানি সাম্প্রতং ভান্তি তে গৃহে
ঐরাবতঃ সমানীতো গজরত্নং পুরন্দরাৎ ।
পারিজাততরুশ্চায়ং তথৈবোচ্চৈঃশ্রবা হয়ঃ ॥
বিমানং হংসসংযুক্তমেতৎ তিষ্ঠতি তেঽঙ্গণে ।
রত্নভূতমিহানীতং যদাসীদ্বেধসোঽদ্ভুতম্ ॥
নিধিরেষ মহাপদ্মঃ সমানীতো ধনেশ্বরাৎ ।
কিঞ্জল্কিনীং দদৌ চাব্ধির্মালামম্লানপঙ্কজাম্ ॥
ছত্রং তে বারুণং গেহে কাঞ্চনস্রাবি তিষ্ঠতি ।
তথায়ং স্যন্দনবরো যঃ পুরাসীৎ প্রজাপতেঃ ॥
মৃত্যোরুৎক্রান্তিদা নাম শক্তিরীশ ত্বয়া হৃতা ।
পাশঃ সলিলরাজস্য ভ্রাতুস্তব পরিগ্রহে ॥
নিশুম্ভস্যাব্ধিজাতাশ্চ সমস্তা রত্নজাতয়ঃ ।
বহ্নিরপি দদৌ তুভ্যমগ্নিশৌচে চ বাসসী ॥
এবং দৈত্যেন্দ্র রত্নানি সমস্তান্যাহৃতানি তে ।
স্ত্রীরত্নমেষা কল্যাণী ত্বয়া কস্মান্ন গৃহ্যতে ॥

ঋষিরুবাচ ।

নিশম্যেতি বচঃ শুম্ভঃ স তদা চণ্ডমুণ্ডয়োঃ ।
প্রেষয়ামাস সুগ্রীবং দূতং দেব্যা মহাসুরম্ ॥
ইতি চেতি চ বক্তব্যা সা গত্বা বচনান্মম ।
যথা চাভ্যেতি সম্প্রীত্যা তথা কার্য্যং ত্বয়া লঘু ॥
স তত্র গত্বা যত্রাস্তে শৈলোদ্দেশেঽতিশোভনে ।
সা দেবী তাং ততঃ প্রাহ শ্লক্ষ্ণং মধুরয়া গিরা ॥

দূত উবাচ ।

দেবি দৈত্যেশ্বরঃ শুম্ভস্ত্রৈলোক্যে পরমেশ্বরঃ ।
দূতোঽহং প্রেষিতস্তেন ত্বৎসকাশমিহাগতঃ ॥
অব্যাহতাজ্ঞঃ সর্ব্বাসু যঃ সদা দেবযোনিষু ।
নির্জ্জিতাখিলদৈত্যারিঃ স যদাহ শৃণুষ্ব তৎ ॥
মম ত্রৈলোক্যমখিলং মম দেবা বশানুগাঃ ।
যজ্ঞভাগানহং সর্ব্বানুপাশ্নামি পৃথক্ পৃথক্ ।
ত্রৈলোক্যে বররত্নানি মমবশ্যান্যশেষতঃ ॥
তথৈব গজরত্নানি হৃত্বা দেবেন্দ্রবাহনম্ ॥
ক্ষীরোদমথনোদ্ভূতমশ্বরত্নং মমামরৈঃ ।
উচ্চৈঃশ্রবসসংজ্ঞং তৎ প্রণিপত্য সমর্পিতম্ ॥
যানি চান্যানি দেবেষু গন্ধর্ব্বেষূরগেষু চ ।
রত্নভূতানি ভূতানি তানি ময্যেব শোভনে ॥
স্ত্রীরত্নভূতাং ত্বাং দেবি লোকে মন্যামহে বয়ম্ ।
মাং বা মমানুজং বাপি নিশুম্ভমুরুবিক্রমম্ ।
ভজ ত্বং চঞ্চলাপাঙ্গি রত্নভূতাসি বৈ যতঃ ॥
পরমৈশ্বর্য্যমতুলং প্রাপ্স্যসে মৎপরিগ্রহাৎ ।
এতদ্বুদ্ধ্যা সমালোচ্য মৎপরিগ্রহতাং ব্রজ ॥

ঋষিরুবাচ ।

ইত্যুক্তা সা তদা দেবী গম্ভীরান্তঃস্মিতা জগৌ ।
দুর্গা ভগবতী ভদ্রা যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥

দেব্যুবাচ ।

সত্যমুক্তং ত্বয়া নাত্র মিথ্যা কিঞ্চিৎ ত্বয়োদিতম্ ।
ত্রৈলোক্যাধিপতিঃ শুম্ভো নিশুম্ভশ্চাপি তাদৃশঃ ॥
কিন্ত্বত্র যৎ প্রতিজ্ঞাতং মিথ্যা তৎ ক্রিয়তে কথম্
শ্রূয়তামল্পবুদ্ধিত্বাৎ প্রতিজ্ঞা যা কৃতা পুরা ॥
যো মাং জয়তি সংগ্রামে যো মে দর্পং ব্যপোহতি
যো মে প্রতিবলো লোকে স মে ভর্ত্তা ভবিষ্যতি
তদাগচ্ছতু শুম্ভোঽত্র নিশুম্ভো বা মহাসুরঃ ।
মাং জিত্বা কিঞ্চিরেণাত্র পাণিং গৃহ্লাতু মে লঘু ॥

দূত উবাচ ।

অবলিপ্তাসি মৈবং ত্বং দেবি ব্রূহি মমাগ্রতঃ ।
ত্রৈলোক্যে কঃ পুমাংস্তিষ্ঠেদগ্রে শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ ॥
অন্যেষামপি দৈত্যানাং সর্ব্বে দেবা ন বৈ যুধি ।
তিষ্ঠন্তি সম্মুখে দেবি কিং পুনঃ স্ত্রী ত্বমেকিকা ॥
ইন্দ্রাদ্যাঃ সকলা দেবাস্তস্থুর্যেষাং ন সংযুগে ।
শুম্ভাদীনাং কথং তেষাং স্ত্রী প্রয়াস্যসি সম্মুখম্ ॥
সা ত্বং গচ্ছ ময়ৈবোক্তা পার্শ্বং শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ ।
কেশাকর্ষণনির্দ্ধূতগৌরবা মা গমিষ্যসি ॥

দেব্যুবাচ ।

এবমেতদ্বলী শুম্ভো নিশুম্ভশ্চাতিবীর্য্যবান্ ।
কিং করোমি প্রতিজ্ঞা মে যদনালোচিতা পুরা ॥
স ত্বং গচ্ছ ময়োক্তং তে যদেতৎ সর্ব্বমাদৃতঃ ।
তদাচক্ষ্বাসুরেন্দ্রায় স চ যুক্তং করোতু যৎ ॥

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে
দেবীমাহাত্ম্যে দেব্যা দূতসংবাদো নাম
পঞ্চাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

ষড়শীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

ঋষিরুবাচ।

ইত্যাকর্ণ্য বচো দেব্যাঃ স দূতোঽমর্ষপূরিতঃ।
সমাচষ্ট সমাগম্য দৈত্যরাজায় বিস্তরাৎ॥
তস্য দূতস্য তদ্বাক্যমাকর্ণ্যাসুররাট্ ততঃ।
সক্রোধঃ প্রাহ দৈত্যানামধিপং ধূম্রলোচনম্॥
হে ধূম্রলোচনাশু ত্বং স্বসৈন্যপরিবারিতঃ।
তামানয় বলাদ্দুষ্টাং কেশাকর্ষণবিহ্বলাম্॥
তৎপরিত্রাণদঃ কশ্চিদ্যদি বোত্তিষ্ঠতেঽপরঃ।
স হন্তব্যোঽমরো বাপি যক্ষো গন্ধর্ব্ব এব বা॥

ঋষিরুবাচ।

তেনাজ্ঞপ্তস্ততঃ শীঘ্রং স দৈত্যো ধূম্রলোচনঃ।
বৃতঃ ষষ্ট্যা সহস্রাণামসুরাণাং দ্রুতং যযৌ॥
স দৃষ্ট্বা তাং ততো দেবীং তুহিনাচলসংস্থিতাম্।
জগাদোচ্চৈঃ প্রয়াহীতি মূলং শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ॥
ন চেৎ প্রীত্যাদ্য ভবতী মদ্ভর্ত্তারমুপৈষ্যতি।
ততো বলান্নয়াম্যেষ কেশাকর্ষণবিহ্বলাম্॥

দেব্যুবাচ।

দৈত্যেশ্বরেণ প্রহিতো বলবান্ বলসংবৃতঃ।
বলান্নয়সি মামেবং ততঃ কিং তে করোম্যহম্॥

ঋষিরুবাচ।

ইত্যুক্তঃ সোঽভ্যধাবৎ তামসুরো ধূম্রলোচনঃ।
হুঙ্কারেণৈব তং ভস্ম সা চকারাম্বিকা ততঃ॥
অথ ক্রুদ্ধং মহাসৈন্যমসুরাণাং তথাম্বিকাম্।
ববর্ষ শায়কৈস্তীক্ষ্ণৈস্তথা শক্তিপরশ্বধৈঃ॥
ততো ধুতসটঃ কোপাৎ কৃত্বা নাদং সুভৈরবম্।
পপাতাসুরসেনায়াং সিংহো দেব্যাঃ স্ববাহনঃ॥
কাংশ্চিৎ করপ্রহারেণ দৈত্যানাস্যেন চাপরান্।
আক্রান্ত্যা চাধরেণান্যান্ জঘান সুমহাসুরান্॥
কেষাঞ্চিৎ পাটয়ামাস নখৈঃ কোষ্ঠানি কেশরী।
তথা তলপ্রহারেণ শিরাংসি কৃতবান্ পৃথক্॥
বিচ্ছিন্নবাহুশিরসঃ কৃতাস্তেন তথাপরে।
পপৌ চ রুধিরং কোষ্ঠাদন্যেষাং ধুতকেশরঃ॥
ক্ষণেন তদ্বলং সর্ব্বং ক্ষয়ং নীতং মহাত্মনা।
তেন কেশরিণা দেব্যা বাহনেনাতিকোপিনা॥
শ্রুত্বা তমসুরং দেব্যা নিহতং ধূম্রলোচনম্।
বলঞ্চ ক্ষয়িতং কৃৎস্নং দেবীকেশরিণা ততঃ॥
চুকোপ দৈত্যাধিপতিঃ শুম্ভঃ প্রস্ফুরিতাধরঃ।
আজ্ঞাপয়ামাস চ তৌ চণ্ডমুণ্ডৌ মহাসুরৌ॥
হে চণ্ড হে মুণ্ড বলৈর্বহুলৈঃ পরিবারিতৌ।
তত্র গচ্ছত গত্বা চ সা সমানীয়তাং লঘু॥
কেশেষ্বাকৃষ্য বদ্ধা বা যদি বঃ সংশয়ো যুধি।
তদাশেষাবুধৈঃ সর্ব্বৈরসুরৈর্ব্বিনিহন্যতাম্॥
তস্যাং হতায়াং দুষ্টায়াং সিংহে চ বিনিপাতিতে
শীঘ্রমাগম্যতাং বদ্ধা গৃহীত্বা তামথাম্বিকাম্॥

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্যে শুম্ভনিশুম্ভসেনানীধূম্রলোচনবধো নাম ষড়শীতিতমোঽধ্যায়ঃ॥

—

সপ্তাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

ঋষিরুবাচ।

আজ্ঞপ্তাস্তে ততো দৈত্যাশ্চণ্ডমুণ্ডপুরোগমাঃ।
চতুরঙ্গবলোপেতা যযুরভ্যুদ্যতায়ুধাঃ॥
দদৃশুস্তে ততো দেবীমীষদ্ধাসাং ব্যবস্থিতাম্।
সিংহস্যোপরি শৈলেন্দ্রশৃঙ্গে মহতি কাঞ্চনে॥
তে দৃষ্ট্বা তাং সমাদাতুমুদ্যমং চক্রুরুদ্যতাঃ॥
আকৃষ্টচাপাসিধরাস্তথান্যে তৎসমীপগাঃ॥
ততঃ কোপং চকারোচ্চৈরম্বিকা তানরীন্ প্রতি।
কোপেন চাস্যা বদনং মসীবর্ণমভূৎ তদা॥
ভ্রুকুটীকুটিলাৎ তস্যা ললাটফলকাদ্দ্রুতম্।
কালী করালবদনা বিনিষ্ক্রান্তাসিপাশিনী॥
বিচিত্রখট্বাঙ্গধরা নরমালাবিভূষণা।
দ্বীপিচর্ম্মপরীধানা শুষ্কমাংসাতিভৈরবা॥
অতিবিস্তারবদনা জিহ্বাললনভীষণা।
নিমগ্না রক্তনয়না নাদাপূরিতদিঙ্মুখা॥
সা বেগেনাভিপতিতা ঘাতয়ন্তী মহাসুরান্।
সৈন্যে তত্র সুরারীণামভক্ষয়ত তদ্বলম্॥
পার্ষ্ণিগ্রাহাঙ্কুশগ্রাহিযোধঘণ্টাসমন্বিতান্।
সমাদায়ৈকহস্তেন মুখে চিক্ষেপ বারণান্॥
তথৈব যোধং তুরগৈ রথং সারথিনা সহ।
নিক্ষিপ্য বক্ত্রে দশনৈশ্চর্ব্বয়ত্যতিভৈরবম্॥
একং জগ্রাহ কেশেষু গ্রীবায়ামথ চাপরান্।
পাদেনাক্রম্য চৈবান্যমুরসান্যমপোথয়ৎ॥
তৈর্মুক্তানি চ শস্ত্রাণি মহাস্ত্রাণি তথাসুরৈঃ।
মুখেন জগ্রাহ রুষা দশনৈর্ম্মথিতান্যপি॥

বলিনাং তদ্বলং সর্ব্বমসুরাণাং মহাত্মনাম্।
মমর্দ্দাভক্ষয়চ্চান্যানন্যাংশ্চাতাড়য়ৎ তথা ॥
অসিনা নিহতাঃ কেচিৎ কেচিৎ খট্বাঙ্গতাড়িতাঃ
জগ্মুর্ব্বিনাশমসুরা দন্তাগ্রাভিহতাস্তথা ॥
ক্ষণেন তদ্বলং সর্ব্বমসুরাণাং নিপাতিতম্।
দৃষ্ট্বা চণ্ডোঽভিদুদ্রাব তাং কালীমতিভীষণাম্ ॥
শরবর্ষৈর্ম্মহাভীমৈর্ভীমাক্ষীং তাং মহাসুরঃ।
ছাদয়ামাস চক্রৈশ্চ মুণ্ডঃ ক্ষিপ্তৈঃ সহস্রশঃ ॥
তানি চক্রাণ্যনেকানি বিশমানানানি তন্মুখম্।
বভুর্যথার্কবিম্বানি সুবহূনি ঘনোদরম্ ॥
ততো জহাসাতিরুষা ভীমং ভৈরবনাদিনী।
কালী করালবক্ত্রান্তর্দুর্দ্দর্শদশনোজ্জ্বলা ॥
উত্থায় চ মহাসিংহং দেবী চণ্ডমধাবত।
গৃহীত্বা চাস্যকেশেষু শিরস্তেনাসিনাচ্ছিনৎ ॥
অথ মুণ্ডোঽভ্যধাবৎ তাং দৃষ্ট্বা চণ্ডং নিপাতিতম্
তমপ্যপাতয়দ্ভূমৌ সা খড়্গাভিহতং রুষা ॥
হতশেষং ততঃ সৈন্যং দৃষ্ট্বা চণ্ডং নিপাতিতম্।
মুণ্ডঞ্চ সুমহাবীর্য্যং দিশো ভেজে ভয়াতুরম্ ॥
শিরশ্চণ্ডস্য কালী চ গৃহীত্বা মুণ্ডমেব চ ॥
প্রাহ প্রচণ্ডাট্টহাসমিশ্রমভ্যেত্য চণ্ডিকাম্ ॥
ময়া তবাত্রোপহৃতৌ চণ্ডমুণ্ডৌ মহাপশূ।
যুদ্ধযজ্ঞে স্বয়ং শুম্ভং নিশুম্ভঞ্চ হনিষ্যসি ॥

ঋষিরুবাচ।

তাবানীতৌ ততো দৃষ্ট্বা চণ্ডমুণ্ডৌ মহাসুরৌ।
উবাচ কালীং কল্যাণী ললিতং চণ্ডিকা বচঃ ॥
যস্মাচ্চণ্ডঞ্চ মুণ্ডঞ্চ গৃহীত্বা ত্বমুপাগতা।
চামুণ্ডেতি ততো লোকে খ্যাতা দেবি ভবিষ্যসি

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবীমহাত্ম্যে চণ্ডমুণ্ডবধো নাম সপ্তাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

অষ্টাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

—০:০—

ঋষিরুবাচ।

চণ্ডে চ নিহতে দৈত্যে মুণ্ডে চ বিনিপাতিতে।
বহুলেষু চ সৈন্যেষু ক্ষয়িতেষ্বসুরেশ্বরঃ ॥
ততঃ কোপপরাধীনচেতাঃ শুম্ভঃ প্রতাপবান্।
উদ্যোগং সর্ব্বসৈন্যানাং দৈত্যানামাদিদেশ হ ॥
অদ্য সর্ব্ববলৈর্দ্দৈত্যাঃ ষড়শীতিরুদায়ুধাঃ।
কম্বূনাং চতুরশীতির্নির্যান্তু স্ববলৈর্বৃতাঃ ॥
কোটিবীর্য্যাণি পঞ্চাশদসুরাণাং কুলানি বৈ।
শতং কুলানি ধৌম্রাণাং নির্গচ্ছন্তু মমাজ্ঞয়া ॥
কালকা দৌর্হৃতা মৌর্য্যাঃ কালকেয়াস্তথাসুরাঃ
যুদ্ধায় সজ্জা নির্যান্তু আজ্ঞয়া ত্বরিতা মম ॥
ইত্যাজ্ঞাপ্যাসুরপতিঃ শুম্ভো ভৈরবশাসনঃ।
নির্জ্জগাম মহাসৈন্যসহস্রৈর্ব্বহুভির্বৃতঃ ॥
আয়াতং চণ্ডিকা দৃষ্ট্বা তৎ সৈন্যমতিভীষণম্।
জ্যাস্বনৈঃ পূরয়ামাস ধরণীগগনান্তরম্ ॥
ততঃ সিংহো মহানাদমতীব কৃতবান্ নৃপ।
ঘণ্টাস্বনেন তান্ নাদানম্বিকা চোপবৃংহয়ৎ ॥
ধনুর্জ্যাসিংহঘণ্টানাং শব্দাপূরিতদিঙ্মুখা।
নিনাদৈর্ভীষণৈঃ কালী জিগ্যে বিস্তারিতাননা ॥
তং নিনাদমুপশ্রুত্য দৈত্যসৈন্যৈশ্চতুর্দ্দিশম্।
দেবী সিংহস্তথা কালী সরোষৈঃ পরিবারিতা ॥
এতস্মিন্নন্তরে ভূপ বিনাশায় সুরদ্বিষাম্।
ভবায়ামরসিংহানামতিবীর্য্যবলান্বিতাঃ ॥
ব্রহ্মেশগুহবিষ্ণূনাং তথেন্দ্রস্য চ শক্তয়ঃ।
শরীরেভ্যো বিনিষ্ক্রম্য তদ্রূপৈশ্চণ্ডিকাং যযুঃ ॥
যস্য দেবস্য যদ্রূপং যথা ভূষণবাহনম্।
তদ্বদেব হি তচ্ছক্তিরসুরান্ যোদ্ধুমাযযৌ ॥
হংসযুক্তবিমানাগ্রে সাক্ষসূত্রকমণ্ডলুঃ।
আয়াতা ব্রহ্মণঃ শক্তির্ব্রহ্মাণী সাভিধীয়তে ॥
মাহেশ্বরী বৃষারূঢ়া ত্রিশূলবরধারিণী।
মহাহিবলয়া প্রাপ্তা চন্দ্ররেখাবিভূষণা ॥
কৌমারী শক্তিহস্তা চ ময়ূরবরবাহনা।
যোদ্ধুমভ্যাযযৌ দৈত্যানম্বিকা গুহরূপিণী ॥
তথৈব বৈষ্ণবী শক্তির্গরুড়োপরি সংস্থিতা।
শঙ্খচক্রগদাশার্ঙ্গখড়্গহস্তাভ্যুপাযযৌ ॥
যজ্ঞবারাহমতুলং রূপং যা বিভ্রতো হরেঃ।
শক্তিঃ সাপ্যাযযৌ তত্র বারাহীং বিভ্রতী তনুম্ ॥
নারসিংহী নৃসিংহস্য বিভ্রতী সদৃশং বপুঃ।
প্রাপ্তা তত্র সটাক্ষেপক্ষিপ্তনক্ষত্রসংহতিঃ ॥
বজ্রহস্তা তথৈবৈন্দ্রী গজরাজোপরিস্থিতা।
প্রাপ্তা সহস্রনয়না যথা শক্রস্তথৈব সা ॥
ততঃ পরিবৃতস্তাভিরীশানো দেবশক্তিভিঃ।
হন্যন্তামসুরাঃ শীঘ্রং মম প্রীত্যাহ চণ্ডিকাম্ ॥
ততো দেবীশরীরাৎ তু বিনিষ্ক্রান্তাতিভীষণা।
চণ্ডিকাশক্তিরত্যুগ্রা শিবাশতনিনাদিনী ॥
সা চাহ ধূম্রজটিলমীশানমপরাজিতা।
দূত ত্বং গচ্ছ ভগবন্ পার্শ্বং শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ ॥

ব্রূহি শুম্ভং নিশুম্ভঞ্চ দানবাববতিগর্ব্বিতৌ।
যে চান্যে দানবাস্তত্র যুদ্ধায় সমুপস্থিতাঃ॥
ত্রৈলোক্যমিন্দ্রো লভতাং দেবাঃ সন্তু হবির্ভুজঃ।
যূয়ং প্রযাত পাতালং যদি জীবিতুমিচ্ছথ॥
বলাবলেপাদথ চেদ্ভবন্তো যুদ্ধকাঙ্ক্ষিণঃ।
তদাগচ্ছত তৃপ্যন্তু মচ্ছিবাঃ পিশিতেন বঃ॥
যতো নিযুক্তো দৌত্যেন তয়া দেব্যা শিবঃ স্বয়ম্।
শিবদূতীতি লোকেঽস্মিংস্ততঃ সা খ্যাতিমাগতা॥
তেঽপি শ্রুত্বা বচো দেব্যাঃ শর্ব্বাখ্যাতং মহাসুরাঃ।
অমর্ষাপূরিতা জগ্মুর্যতঃ কাত্যায়নী স্থিতা॥
ততঃ প্রথমমেবাগ্রে শরশক্ত্যৃষ্টিবৃষ্টিভিঃ।
ববর্ষুরুদ্ধতামর্ষাস্তাং দেবীমমরারয়ঃ॥
সা চ তান্ প্রহিতান্ বাণান্ শূলচক্রপরশ্বধান্।
চিচ্ছেদ লীলয়াধ্মাতধনুর্ম্মুক্তৈর্ম্মহেষুভিঃ॥
তস্যাগ্রতস্তথা কালী শূলপাতবিদারিতান্।
খট্বাঙ্গপোথিতাংশ্চারীন্ কুর্ব্বতী ব্যচরৎ তদা॥
কমণ্ডলুজলাক্ষেপহতবীর্য্যান্ হতৌজসঃ।
ব্রহ্মাণী চাকরোচ্ছত্রূন্ যেন যেন স্ম ধাবতি॥
মাহেশ্বরী ত্রিশূলেন তথা চক্রেণ বৈষ্ণবী।
দৈত্যান্ জঘান কৌমারী তথা শক্ত্যাতিকোপনা।
ঐন্দ্রী কুলিশপাতেন শতশো দৈত্যদানবাঃ।
পেতুর্ব্বিদারিতাঃ পৃথ্ব্যাং রুধিরৌঘপ্রবর্ষিণঃ॥
তুণ্ডপ্রহারবিধ্বস্তা দংষ্ট্রাগ্রক্ষতবক্ষসঃ।
বরাহমূর্ত্ত্যা ন্যপতংশ্চক্রেণ চ বিদারিতাঃ॥
নখৈর্ব্বিদারিতাংশ্চান্যান্ ভক্ষয়ন্তী মহাসুরান্।
নারসিংহী চচারাজৌ নাদাপূর্ণদিগম্বরা॥
চণ্ডাট্টহাসৈরসুরাঃ শিবদূত্যভিদূষিতাঃ।
পেতুঃ পৃথিব্যাং পতিতাংস্তাংশ্চখাদাথ সা তদা॥
ইতি মাতৃগণং ক্রুদ্ধং মর্দ্দয়ন্তং মহাসুরান্।
দৃষ্ট্বাভ্যুপায়ৈর্বিবিধৈর্নেশুর্দ্দেবারিসৈনিকাঃ॥
পলায়নপরান্ দৃষ্ট্বা দৈত্যান্ মাতৃগণার্দ্দিতান্।
যোদ্ধুমভ্যাযযৌ ক্রুদ্ধো রক্তবীজো মহাসুরঃ॥
রক্তবিন্দুর্যদা ভূমৌ পতত্যস্য শরীরতঃ।
সমুৎপতন্তি মেদিন্যাস্তৎপ্রমাণস্তদাসুরঃ॥
যুযুধে স গদাপাণিরিন্দ্রশক্ত্যা মহাসুরঃ।
ততশ্চৈন্দ্রী স্ববজ্রেণ রক্তবীজমতাড়য়ৎ॥
কুলিশেনাহতস্যাশু তস্য সুস্রাব শোণিতম্।
সমুত্তস্থুস্ততো যোধাস্তদ্রূপাস্তৎপরাক্রমাঃ॥
যাবন্তঃ পতিতাস্তস্য শরীরাদ্রক্তবিন্দবঃ।
তাবন্তঃ পুরুষা জাতাস্তদ্বীর্য্যবলবিক্রমাঃ॥
তে চাপি যুযুধুস্তত্র পুরুষা রক্তসম্ভবাঃ।
সমং মাতৃভিরত্যুগ্রশস্ত্রপাতাতিভীষণম্॥
পুনশ্চ বজ্রপাতেন ক্ষতমস্য শিরো যদা।
ববাহ রক্তং পুরুষাস্ততো জাতাঃ সহস্রশঃ॥
বৈষ্ণবী সমরে চৈনং চক্রেণাভিজঘান হ।
গদয়া তাড়য়ামাস ঐন্দ্রী তমসুরেশ্বরম্॥
বৈষ্ণবীচক্রভিন্নস্য রুধিরস্রাবসম্ভবৈঃ।
সহস্রশো জগদ্ব্যাপ্তং তৎপ্রমাণৈর্ম্মহাসুরৈঃ॥
শক্ত্যা জঘান কৌমারী বারাহী চ তথাসিনা।
মাহেশ্বরী ত্রিশূলেন রক্তবীজং মহাসুরম্॥
স চাপি গদয়া দৈত্যঃ সর্ব্বা এবাহনৎ পৃথক্।
মাতৃঃ কোপসমাবিষ্টো রক্তবীজো মহাসুরঃ॥
তস্যাহতস্য বহুধা শক্তিশূলাদিভির্ভুবি।
পপাত যো বৈ রক্তৌঘস্তেনাসঞ্ছতশোঽসুরাঃ॥
তৈশ্চাসুরাসৃক্সম্ভূতৈরসুরৈঃ সকলং জগৎ।
ব্যাপ্তমাসীৎ ততো দেবা ভয়মাজগ্মুরুত্তমম্॥
তান্ বিষণ্ণান্ সুরান্ দৃষ্ট্বা চণ্ডিকা প্রাহ সত্বরা।
উবাচ কালীং চামুণ্ডে বিস্তরং বদনং কুরু॥
মচ্ছস্ত্রপাতসম্ভূতান্ রক্তবিন্দূন্ মহাসুরান্।
রক্তবিন্দোঃ প্রতীচ্ছ ত্বং বক্ত্রেণানেন বেগিতা॥
ভক্ষয়ন্তী চর রণে তদুৎপন্নান্ মহাসুরান্।
এবমেষ ক্ষয়ং দৈত্যঃ ক্ষীণরক্তো গমিষ্যতি॥
ভক্ষ্যমাণাস্ত্বয়া চোগ্রা ন চোৎপৎস্যন্তি চাপরে॥
ইত্যুক্ত্বা তাং ততো দেবী শূলেনাভিজঘান তম্।
মুখেন কালী জগৃহে রক্তবীজস্য শোণিতম্॥
ততোঽসাবাজঘানাথ গদয়া তত্র চণ্ডিকাম্।
ন চাস্যা বেদনাং চক্রে গদাপাতোঽল্পিকামপি॥
তস্যাহতস্য দেহাৎ তু বহু সুস্রাব শোণিতম্।
যতস্ততস্তদ্বক্ত্রেণ চামুণ্ডা সম্প্রতীচ্ছতি॥
মুখে সমুদ্গতা যেঽস্যা রক্তপাতান্মহাসুরাঃ।
তাংশ্চখাদাথ চামুণ্ডা পপৌ তস্য চ শোণিতম্॥
দেবী শূলেন বজ্রেণ বাণৈরসিভির্ঋষ্টিভিঃ।
জঘান রক্তবীজং তং চামুণ্ডাপীতশোণিতম্॥
স পপাত মহীপৃষ্ঠে শস্ত্রসঙ্ঘসমাহতঃ।
নীরক্তশ্চ মহীপাল রক্তবীজো মহাসুরঃ॥
ততস্তে হর্ষমতুলমবাপুস্ত্রিদশা নৃপ।
তেষাং মাতৃগণো জাতো ননর্ত্তাসৃঙ্মদোদ্ধতঃ॥

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্যে রক্তবীজবধো নামাষ্টাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

একোননবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

রাজোবাচ।

বিচিত্রমিদমাখ্যাতং ভগবন্ ভবতা মম।
দেব্যাশ্চরিতমাহাত্ম্যং রক্তবীজবধাশ্রিতম্ ॥
ভূয়শ্চেচ্ছাম্যহং শ্রোতুং রক্তবীজে নিপাতিতে।
চকার শুম্ভো যৎ কর্ম্ম নিশুম্ভশ্চাতিকোপনঃ ॥

ঋষিরুবাচ।

চকার কোপমতুলং রক্তবীজে নিপাতিতে।
শুম্ভাসুরো নিশুম্ভশ্চ হতেষ্বন্যেষু চাহবে ॥
হন্যমানং মহাসৈন্যং বিলোক্যামর্ষমুদ্বহন্।
অভ্যধাবন্নিশুম্ভোঽথ মুখ্যয়াঽসুরসেনয়া ॥
তস্যাগ্রতস্তথা পৃষ্ঠে পার্শ্বয়োশ্চ মহাসুরাঃ।
সন্দষ্টৌষ্ঠপুটাঃ ক্রুদ্ধা হন্তুং দেবীমুপাযযুঃ ॥
আজগাম মহাবীর্য্যঃ শুম্ভোঽপি স্ববলৈর্বৃতঃ।
নিহন্তুং চণ্ডিকাং কোপাৎ কৃত্বা যুদ্ধন্তু মাতৃভিঃ ॥
ততো যুদ্ধমতীবাসীদ্দেব্যা শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ।
শরবর্ষমতীবোগ্রং মেঘয়োরিব বর্ষতোঃ ॥
চিচ্ছেদাস্তাঞ্ছরাংস্তাভ্যাং চণ্ডিকাশু শরোৎকরৈঃ।
তাড়য়ামাস চাঙ্গেষু শস্ত্রৌঘৈরসুরেশ্বরৌ ॥
নিশুম্ভো নিশিতং খড়্গং চর্ম্ম চাদায় সুপ্রভম্।
অতাড়য়ন্মূর্দ্ধ্নি সিংহং দেব্যা বাহনমুত্তমম্ ॥
তাড়িতে বাহনে দেবী ক্ষুরপ্রেণাসিমুত্তমম্।
নিশুম্ভস্যাশু চিচ্ছেদ চর্ম্ম চাপ্যষ্টচন্দ্রকম্ ॥
ছিন্নে চর্ম্মণি খড়্গে চ শক্তিং চিক্ষেপ সোঽসুরঃ।
তামপ্যস্য দ্বিধা চক্রে চক্রেণাভিমুখাগতাম্ ॥
কোপাধ্মাতো নিশুম্ভোঽথ শূলং জগ্রাহ দানবঃ।
আয়াতং মুষ্টিপাতেন দেবী তচ্চাপ্যচূর্ণয়ৎ ॥
আবিধ্যাথ গদাং সোঽপি চিক্ষেপ চণ্ডিকাং প্রতি।
সাপি দেব্যা ত্রিশূলেন ভিন্না ভস্মত্বমাগতা ॥
ততঃ পরশুহস্তং তমায়ান্তং দৈত্যপুঙ্গবম্।
আহত্য দেবী বাণৌঘৈরপাতয়ত ভূতলে ॥
তস্মিন্ নিপতিতে ভূমৌ নিশুম্ভে ভীমবিক্রমে।
ভ্রাতর্য্যতীবসংক্রুদ্ধঃ প্রযযৌ হন্তুমম্বিকাম্ ॥
স রথস্থস্তথাত্যুচ্চৈর্গৃহীতপরমায়ুধৈঃ।
ভুজৈরষ্টাভিরতুলৈর্ব্যাপ্যাশেষং বভৌ নভঃ ॥
তমায়ান্তং সমালোক্য দেবী শঙ্খমবাদয়ৎ।
জ্যাশব্দঞ্চাপি ধনুষশ্চকারাতীব দুঃসহম্ ॥
পূরয়ামাস ককুভো নিজঘণ্টাস্বনেন চ।
সমস্তদৈত্যসৈন্যানাং তেজোবধবিধায়িনা ॥
ততঃ সিংহো মহানাদৈস্ত্যাজিতেভমহামদৈঃ।
পূরয়ামাস গগনং গাং তথোপদিশো দশ ॥
ততঃ কালী সমুৎপত্য গগনং ক্ষ্মামতাড়য়ৎ।
করাভ্যাং তন্নিনাদেন প্রাক্স্বনাস্তে তিরোহিতাঃ ॥
অট্টাট্টহাসমশিবং শিবদূতী চকার হ।
তৈঃ শব্দৈরসুরাস্ত্রেসুঃ শুম্ভঃ কোপং পরং যযৌ ॥
দুরাত্মংস্তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি ব্যাজহারাম্বিকা যদা।
তদা জয়েত্যভিহিতং দেবৈরাকাশসংস্থিতৈঃ ॥
শুম্ভেনাগত্য যা শক্তির্ম্মুক্তা জ্বালাতিভীষণা।
আয়ান্তী বহ্নিকূটাভা সা নিরস্তা মহোল্কয়া ॥
সিংহনাদেন শুম্ভস্য ব্যাপ্তং লোকত্রয়ান্তরম্।
নির্ঘাতনিস্বনো ঘোরো জিতবানবনীপতে ॥
শুম্ভমুক্তাঞ্ছরান্ দেবী শুম্ভস্তৎপ্রহিতাঞ্ছরান্।
চিচ্ছেদ স্বশরৈরুগ্রৈঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥
ততঃ সা চণ্ডিকা ক্রুদ্ধা শূলেনাভিজঘান তম্।
স তদাভিহতো ভূমৌ মূর্চ্ছিতো নিপপাত হ ॥
ততো নিশুম্ভঃ সম্প্রাপ্য চেতনামাত্তকার্ম্মুকঃ।
আজঘান শরৈর্দ্দেবীং কালীং কেশরিণং তথা ॥
পুনশ্চ কৃত্বা বাহূনাময়ুতং দনুজেশ্বরঃ।
চক্রায়ুধেন দিতিজশ্ছাদয়ামাস চণ্ডিকাম্ ॥
ততো ভগবতী ক্রুদ্ধা দুর্গা দুর্গার্ত্তিনাশিনী।
চিচ্ছেদ তানি চক্রাণি স্বশরৈঃ সায়কাংশ্চ তান্ ॥
ততো নিশুম্ভো বেগেন গদামাদায় চণ্ডিকাম্।
অভ্যধাবত বৈ হন্তুং দৈত্যসেনাসমাবৃতঃ ॥
তস্যাপতত এবাশু গদাং চিচ্ছেদ চণ্ডিকা।
খড়্গেন শিতধারেণ স চ শূলং সমাদদে ॥
শূলহস্তং সমায়ান্তং নিশুম্ভমমরার্দ্দনম্।
হৃদি বিব্যাধ শূলেন বেগাবিদ্ধেন চণ্ডিকা ॥
ভিন্নস্য তস্য শূলেন হৃদয়ান্নিঃসৃতোঽপরঃ।
মহাবলো মহাবীর্য্যস্তিষ্ঠেতি পুরুষো বদন্ ॥
তস্য নিষ্ক্রামতো দেবী প্রহস্য স্বনবৎ তদা।
শিরশ্চিচ্ছেদ খড়্গেন ততোঽসাবপতদ্ভুবি ॥
ততঃ সিংহশ্চখাদোগ্রদংষ্ট্রাক্ষুণ্ণশিরোধরান্।
অসুরাংস্তাংস্তথা কালী শিবদূতী তথাপরান্ ॥
কৌমারীশক্তিনির্ভিন্নাঃ কেচিন্নেশুর্মহাসুরাঃ।
ব্রহ্মাণীমন্ত্রপূতেন তোয়েনান্যে নিরাকৃতাঃ ॥
মাহেশ্বরীত্রিশূলেন ভিন্নাঃ পেতুস্তথাপরে।
বারাহীতুণ্ডঘাতেন কেচিচ্চূর্ণীকৃতা ভুবি ॥
খণ্ডখণ্ডঞ্চ চক্রেণ বৈষ্ণব্যা দানবাঃ কৃতাঃ।

বজ্রেণ চৈন্দ্রীহস্তাগ্রবিমুক্তেন তথাপরে ॥
কেচিদ্বিনেশুরসুরাঃ কেচিন্নষ্টা মহাহবাৎ।
ভক্ষিতাশ্চাপরে কালীশিবদূতীমৃগাধিপৈঃ ॥

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্যে নিশুম্ভবধো নামৈকোননবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

নবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

—০:০—

ঋষিরুবাচ।

নিশুম্ভং নিহতং দৃষ্ট্বা ভ্রাতরং প্রাণসম্মিতম্।
হন্যমানং বলঞ্চৈব শুম্ভঃ ক্রুদ্ধোঽব্রবীদ্বচঃ ॥
বলাবলেপদুষ্টে ত্বং মা দুর্গে গর্ব্বমাবহ।
অন্যাসাং বলমাশ্রিত্য যুধ্যসে যাতিমানিনী ॥

দেব্যুবাচ।

একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।
পশ্যৈতা দুষ্ট ময্যেব বিশন্ত্যো মদ্বিভূতয়ঃ ॥

ঋষিরুবাচ।

ততঃ সমস্তাস্তা দেব্যো ব্রহ্মাণীপ্রমুখা লয়ম্।
তস্যা দেব্যাস্তনৌ জগ্মুরেকৈবাসীৎ তদাম্বিকা ॥

দেব্যুবাচ।

অহং বিভূত্যা বহুভিরিহ রূপৈর্যদা স্থিতা।
তৎ সংহৃতং ময়ৈকৈব তিষ্ঠাম্যাজৌ স্থিরো ভব ॥

ঋষিরুবাচ।

ততঃ প্রববৃতে যুদ্ধং দেব্যাঃ শুম্ভস্য চোভয়োঃ।
পশ্যতাং সর্ব্বদেবানামসুরাণাঞ্চ দারুণম্ ॥
শরবর্ষৈঃ শিতৈঃ শস্ত্রৈস্তথাস্ত্রৈশ্চৈব দারুণৈঃ।
তয়োর্যুদ্ধমভূদ্ভূয়ঃ সর্ব্বলোকভয়ঙ্করম্ ॥
দিব্যান্যস্ত্রাণি শতশো মুমুচে যান্যথাম্বিকা।
বভঞ্জ তানি দৈত্যেন্দ্রস্তৎপ্রতীঘাতকর্ত্তৃভিঃ ॥
মুক্তানি তেন চাস্ত্রাণি দিব্যানি পরমেশ্বরী।
বভঞ্জ লীলয়ৈবোগ্রহুঙ্কারোচ্চারণাদিভিঃ ॥
ততঃ শরশতৈর্দেবীমাচ্ছাদয়ত সোঽসুরঃ।
সাপি তৎ কুপিতা দেবী ধনুশ্চিচ্ছেদ চেষুভিঃ ॥
ছিন্নে ধনুষি দৈত্যেন্দ্রস্তথা শক্তিমথাদদে।
চিচ্ছেদ দেবী চক্রেণ তামপ্যস্য করস্থিতাম্ ॥
ততঃ খড়্গমুপাদায় শতচন্দ্রঞ্চ ভানুমৎ।
অভ্যধাবৎ তদা দেবীং দৈত্যানামধিপেশ্বরঃ ॥
তস্যাপতত এবাশু খড়্গং চিচ্ছেদ চণ্ডিকা।
ধনুর্ম্মুক্তৈঃ শিতৈর্বাণৈশ্চর্ম্ম চার্ককরামলম্ ॥
হতাশ্বঃ স তদা দৈত্যশ্ছিন্নধন্বা বিসারথিঃ।
জগ্রাহ মুদ্গরং ঘোরমম্বিকানিধনোদ্যতঃ ॥
চিচ্ছেদাপততস্তস্য মুদ্গরং নিশিতৈঃ শরৈঃ।
তথাপি সোঽভ্যধাবৎ তাং মুষ্টিমুদ্যম্য বেগবান্ ॥
স মুষ্টিং পাতয়ামাস হৃদয়ে দৈত্যপুঙ্গবঃ।
দেব্যাস্তঞ্চাপি সা দেবী তলেনোরস্যতাড়য়ৎ ॥
তলপ্রহারাভিহতো নিপপাত মহীতলে।
স দৈত্যরাজঃ সহসা পুনরেব তথোত্থিতঃ ॥
উৎপত্য চ প্রগৃহ্যোচ্চৈর্দেবীং গগনমাস্থিতঃ।
তত্রাপি সা নিরাধারা যুযুধে তেন চণ্ডিকা ॥
নিযুদ্ধং খে তদা দৈত্যশ্চণ্ডিকা চ পরস্পরম্।
চক্রতুঃ প্রথমং সিদ্ধমুনিবিস্ময়কারকম্ ॥
ততো নিযুদ্ধং সুচিরং কৃত্বা তেনাম্বিকা সহ।
উৎপাত্য ভ্রাময়ামাস চিক্ষেপ ধরণীতলে ॥
স ক্ষিপ্তো ধরণীং প্রাপ্য মুষ্টিমুদ্যম্য বেগিতঃ।
অভ্যধাবত দুষ্টাত্মা চণ্ডিকানিধনেচ্ছয়া ॥
তমায়ান্তং ততো দেবী সর্ব্বদৈত্যজনেশ্বরম্।
জগত্যাং পাতয়ামাস ভিত্ত্বা শূলেন বক্ষসি ॥
স গতাসুঃ পপাতোর্ব্ব্যাং দেবীশূলাগ্রবিক্ষতঃ।
চালয়ন্ সকলাং পৃথ্বীং সাব্ধিদ্বীপাং সপর্ব্বতাম্ ॥
ততঃ প্রসন্নমখিলং হতে তস্মিন্ দুরাত্মনি।
জগৎ স্বাস্থ্যমতীবাপ নির্ম্মলঞ্চাভবন্নভঃ ॥
উৎপাতমেঘাঃ সোল্কা যে প্রাগাসংস্তে শমং যযুঃ
সরিতো মার্গবাহিন্যস্তথাসংস্তত্র পাতিতে ॥
ততো দেবগণাঃ সর্ব্বে হর্ষনির্ভরমানসাঃ।
বভূবুর্নিহতে তস্মিন্ গন্ধর্ব্বা ললিতং জগুঃ ॥
অবাদয়ংস্তথৈবান্যে ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ।
ববুঃ পুণ্যাস্তথা বাতাঃ সুপ্রভোঽভূদ্দিবাকরঃ।
জজ্বলুশ্চাগ্নয়ঃ শান্তাঃ শান্তদিগ্জনিতস্বনাঃ ॥

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্যে শুম্ভবধো নাম নবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

একনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

—ঃ০ঃ—

ঋষিরুবাচ।

দেব্যা হতে তত্র মহাসুরেন্দ্রে
সেন্দ্রাঃ সুরা বহ্নিপুরোগমাস্তাম্।
কাত্যায়নীং তুষ্টুবুরিষ্টলম্ভা-
দ্বিকাশিবক্ত্রাব্জ বিকাশিতাশাঃ॥
দেবি প্রপন্নার্ত্তিহরে প্রসীদ
প্রসীদ মাতর্জগতোঽখিলস্য।
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্বং
ত্বমীশ্বরী দেবি চরাচরস্য॥
আধারভূতা জগতস্ত্বমেকা
মহীস্বরূপেণ যতঃ স্থিতাসি।
অপাং স্বরূপস্থিতয়া ত্বয়ৈত-
দাপ্যায্যতে কৃৎস্নমলঙ্ঘ্যবীর্য্যে॥
ত্বং বৈষ্ণবী শক্তিরনন্তবীর্য্যা
বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া।
সম্মোহিতং দেবি সমস্তমেতৎ
ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ॥
বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ
স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।
ত্বয়ৈকয়া পূরিতমম্বয়ৈতৎ
কা তে স্তুতিঃ স্তব্যপরা পরোক্তিঃ॥
সর্ব্বভূতা যদা দেবী স্বর্গমুক্তিপ্রদায়িনী।
ত্বং স্তুতা স্তুতয়ে কা বা ভবন্তু পরমোক্তয়ঃ॥
সর্ব্বস্য বুদ্ধিরূপেণ জনস্য হৃদি সংস্থিতে।
স্বর্গাপবর্গদে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥
কলাকাষ্ঠাদিরূপেণ পরিণামপ্রদায়িনী।
বিশ্বস্যোপরতৌ শক্তে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥
সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥
সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি।
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥
শরণাগতদীনার্ত্তপরিত্রাণপরায়ণে।
সর্ব্বস্যার্ত্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥
হংসযুক্তবিমানস্থে ব্রহ্মাণীরূপধারিণি।
কৌশাম্ভঃক্ষরিকে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥
ত্রিশূলচন্দ্রাহিধরে মহাবৃষভবাহিনি।
মাহেশ্বরীস্বরূপেণ নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥
ময়ূরকুক্কুটবৃতে মহাশক্তিধরেঽনঘে।
কৌমারীরূপসংস্থানে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥
শঙ্খচক্রগদাশার্ঙ্গগৃহীতপরমায়ুধে।
প্রসীদ বৈষ্ণবীরূপে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥
গৃহীতোগ্রমহাচক্রে দংষ্ট্রোদ্ধৃতবসুন্ধরে।
বরাহরূপিণি শিবে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥
নৃসিংহরূপেণোগ্রেণ হন্তুং দৈত্যান্ কৃতোদ্যমে।
ত্রৈলোক্যত্রাণসহিতে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥
কিরীটিনি মহাবজ্রে সহস্রনয়নোজ্জ্বলে।
বৃত্রপ্রাণহরে চৈন্দ্রি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥
শিবদূতীস্বরূপেণ হতদৈত্যমহাবলে।
ঘোররূপে মহারাবে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥
দংষ্ট্রাকরালবদনে শিরোমালাবিভূষণে।
চামুণ্ডে মুণ্ডমথনে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥
লক্ষ্মি লজ্জে মহাবিদ্যে শ্রদ্ধে পুষ্টি স্বধে ধ্রুবে।
মহারাত্রি মহাবিদ্যে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥
মেধে সরস্বতি বরে ভূতি বাভ্রবি তামসি।
নিয়তে ত্বং প্রসীদেশে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥
সর্ব্বস্বরূপে সর্ব্বেশে সর্ব্বশক্তিসমন্বিতে।
ভয়েভ্যস্ত্রাহি নো দেবি দুর্গে দেবি নমোঽস্তু তে॥
এতৎ তে বদনং সৌম্যং লোচনত্রয়ভূষিতম্।
পাতু নঃ সর্ব্বভূতেভ্যঃ কাত্যায়নি নমোঽস্তু তে॥
জ্বালাকরালমত্যুগ্রমশেষাসুরসূদনম্।
ত্রিশূলং পাতু নো ভীতের্ভদ্রকালি নমোঽস্তু তে॥
হিনস্তি দৈত্যতেজাংসি স্বনেনাপূর্য্য যা জগৎ।
সা ঘণ্টা পাতু নো দেবি পাপেভ্যো নঃ সুতানিব॥
অসুরাসৃগ্বসাপঙ্কচর্চ্চিতস্তে করোজ্জ্বলঃ।
শুভায় খড়্গো ভবতু চণ্ডিকে ত্বাং নতা বয়ম্॥
রোগানশেষানপহংসি তুষ্টা
রুষ্টা তু কামান্ সকলানভীষ্টান্।
ত্বামাশ্রিতানাং ন বিপন্নরাণাং
ত্বামাশ্রিতা হ্যাশ্রয়তাং প্রযান্তি॥
এতৎ কৃতং যৎ কদনং ত্বয়াদ্য
ধর্ম্মদ্বিষাং দেবি মহাসুরাণাম্।
রূপৈরনেকৈর্ব্বহুধাত্মমূর্ত্তিং
কৃত্বাম্বিকে তৎ প্রকরোতি কান্যা॥
বিদ্যাসু শাস্ত্রেষু বিবেকদীপে-
ষ্বাদ্যেষু বাক্যেষু চ কা ত্বদন্যা।
মমত্বগর্ত্তেঽতিমহান্ধকারে
বিভ্রাময়ত্যেতদতীব বিশ্বম্॥

রক্ষাংসি যত্রোগ্রবিষাশ্চ নাগা
যত্রারয়ো দস্যুবলানি যত্র।
দাবানলো যত্র তথাব্ধিমধ্যে
তত্র স্থিতা ত্বং পরিপাসি বিশ্বম্॥
বিশ্বেশ্বরি ত্বং পরিপাসি বিশ্বং
বিশ্বাত্মিকা ধারয়সীতি বিশ্বম্।
বিশ্বেশবন্দ্যা ভবতী ভবন্তি
বিশ্বাশ্রয়া যে ত্বয়ি ভক্তিনম্রাঃ॥
দেবি প্রসীদ পরিপালয় নোঽরিভীতে-
র্নিত্যং যথাসুরবধাদধুনৈব সদ্যঃ।
পাপানি সর্বজগতাঞ্চ শমং নয়াশু
উৎপাতপাকজনিতাংশ্চ মহোপসর্গান্॥
প্রণতানাং প্রসীদ ত্বং দেবি বিশ্বার্তিহারিণি।
ত্রৈলোক্যবাসিনামীড্যে লোকানাং বরদা ভব॥
দেব্যুবাচ।
বরদাহং সুরগণা বরং যং মনসেচ্ছথ।
তং বৃণুধ্বং প্রযচ্ছামি জগতামুপকারকম্॥
দেবা ঊচুঃ।
সর্বাবাধাপ্রশমনং ত্রৈলোক্যস্যাখিলেশ্বরি।
এবমেব ত্বয়া কার্য্যমস্মদ্বৈরিবিনাশনম্॥
দেব্যুবাচ।
বৈবস্বতেঽন্তরে প্রাপ্তে অষ্টাবিংশতিমে যুগে।
শুম্ভো নিশুম্ভশ্চৈবান্যাবুৎপৎস্যেতে মহাসুরৌ॥
নন্দগোপগৃহে জাতা যশোদাগর্ভসম্ভবা।
ততস্তৌ নাশয়িষ্যামি বিন্ধ্যাচলনিবাসিনী॥
পুনরপ্যতিরৌদ্রেণ রূপেণ পৃথিবীতলে।
অবতীর্য্য হনিষ্যামি বৈপ্রচিত্তাংস্তু দানবান্॥
ভক্ষয়ন্ত্যাশ্চ তানুগ্রান্ বৈপ্রচিত্তান্ মহাসুরান্।
রক্তা দন্তা ভবিষ্যন্তি দাড়িমীকুসুমোপমাঃ॥
ততো মাং দেবতাঃ স্বর্গে মর্ত্যলোকে চ মানবাঃ।
স্তুবন্তো ব্যাহরিষ্যন্তি সততং রক্তদন্তিকাম্॥
ভূয়শ্চ শতবার্ষিক্যামনাবৃষ্ট্যামনম্ভসি।
মুনিভিঃ সংস্তুতা ভূমৌ সম্ভবিষ্যাম্যযোনিজা॥
ততঃ শতেন নেত্রাণাং নিরীক্ষিষ্যামি যন্মুনীন্।
কীর্ত্তয়িষ্যন্তি মনুজাঃ শতাক্ষীমিতি মাং ততঃ॥
ততোঽহমখিলং লোকমাত্মদেহসমুদ্ভবৈঃ।
ভরিষ্যামি সুরাঃ শাকৈরাবৃষ্টেঃ প্রাণধারকৈঃ॥
শাকম্ভরীতি বিখ্যাতিং তদা যাস্যাম্যহং ভুবি।
তত্রৈব চ বধিষ্যামি দুর্গমাখ্যং মহাসুরম্॥
দুর্গা দেবীতিবিখ্যাতং তন্মে নাম ভবিষ্যতি।
পুনশ্চাহং যদা ভীমং রূপং কৃত্বা হিমাচলে।
রক্ষাংসি ক্ষয়য়িষ্যামি মুনীনাং ত্রাণকারণাৎ॥
তদা মাং মুনয়ঃ সর্ব্বে স্তোষ্যন্ত্যানম্রমূর্ত্তয়ঃ।
ভীমা দেবীতি বিখ্যাতং তন্মে নাম ভবিষ্যতি॥
যদারুণাখ্যস্ত্রৈলোক্যে মহাবাধাং করিষ্যতি।
তদাহং ভ্রামরং রূপং কৃত্বাসংখ্যেয়ষট্পদম্॥
ত্রৈলোক্যস্য হিতার্থায় বধিষ্যামি মহাসুরম্।
ভ্রামরীতি চ মাং লোকাস্তদা স্তোষ্যন্তি সর্ব্বতঃ॥
ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।
তদা তদাবতীর্য্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্॥

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্যে দেব্যাঃ স্তুতির্নামৈকনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

দ্বিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ

দেব্যুবাচ।
এভিস্তবৈশ্চ মাং নিত্যং স্তোষ্যতে যঃ সমাহিতঃ।
তস্যাহং সকলাং বাধাং শময়িষ্যাম্যসংশয়ম্॥
মধুকৈটভনাশঞ্চ মহিষাসুরঘাতনম্।
কীর্ত্তয়িষ্যন্তি যে তদ্বদ্বধং শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ॥
অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যাং নবম্যাঞ্চৈকচেতসঃ।
শ্রোষ্যন্তি চৈব যে ভক্ত্যা মম মাহাত্ম্যমুত্তমম্॥
ন তেষাং দুষ্কৃতং কিঞ্চিদ্দুষ্কৃতোত্থা ন চাপদঃ।
ভবিষ্যতি ন দারিদ্র্যং ন চৈবেষ্টবিয়োজনম্॥
শত্রুতো ন ভয়ং তস্য দস্যুতো বা ন রাজতঃ।
ন শস্ত্রানলতোয়ৌঘাৎ কদাচিৎ সম্ভবিষ্যতি॥
তস্মান্মমৈতন্মাহাত্ম্যং পঠিতব্যং সমাহিতৈঃ।
শ্রোতব্যঞ্চ সদা ভক্ত্যা পরং স্বস্ত্যয়নং হি তৎ॥
উপসর্গানশেষাংস্তু মহামারীসমুদ্ভবান্।
তথা ত্রিবিধমুৎপাতং মাহাত্ম্যং শময়েন্মম॥
যত্রৈতৎ পঠ্যতে সম্যঙ্নিত্যমায়তনে মম।
সদা ন তদ্বিমোক্ষ্যামি সান্নিধ্যং তত্র মে স্থিতম্॥
বলিপ্রদানে পূজায়ামগ্নিকার্য্যে মহোৎসবে।
সর্ব্বং মমৈতচ্চরিতমুচ্চার্য্যং শ্রাব্যমেব চ॥
জানতাজানতা বাপি বলিপূজাং তথা কৃতাম্।
প্রতীচ্ছিষ্যাম্যহং প্রীত্যা বহ্নিহোমং তথা কৃতম্॥
শরৎকালে মহাপূজা ক্রিয়তে যা চ বার্ষিকী।

তস্মাৎ মমৈতন্মাহাত্ম্যং শ্রুত্বা ভক্তিসমন্বিতঃ ॥
সর্ব্বাবাধবিনির্ম্মুক্তো ধনধান্যসুতান্বিতঃ।
মনুষ্যো মৎপ্রসাদেন ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥
শ্রুত্বা মমৈতন্মাহাত্ম্যং তথাচোৎপত্তয়ঃ শুভাঃ।
পরাক্রমঞ্চ যুদ্ধেষু জায়তে নির্ভয়ঃ পুমান্ ॥
রিপবঃ সংক্ষয়ং যান্তি কল্যাণঞ্চোপপদ্যতে।
নন্দতে চ কুলং পুংসাং মাহাত্ম্যং মম শৃণ্বতাম্ ॥
শান্তিকর্ম্মণি সর্ব্বত্র তথা দুঃস্বপ্নদর্শনে।
গ্রহপীড়াসু চোগ্রাসু মাহাত্ম্যং শৃণুয়ান্মম ॥
উপসর্গাঃ শমং যান্তি গ্রহপীড়াশ্চ দারুণাঃ।
দুঃস্বপ্নঞ্চ নৃভির্দৃষ্টং সুস্বপ্নমুপজায়তে ॥
বালগ্রহাভিভূতানাং বালানাং শান্তিকারকম্।
সঙ্ঘাতভেদে চ নৃণাং মৈত্রীকরণমুত্তমম্ ॥
দুর্বৃত্তানামশেষাণাং বলহানিকরং পরম্।
রক্ষোভূতপিশাচানাং পঠনাদেব নাশনম্ ॥
সর্ব্বং মমৈতন্মাহাত্ম্যং মম সন্নিধিকারকম্।
পশুপুষ্পার্ঘ্যধূপৈশ্চ গন্ধদীপৈস্তথোত্তমৈঃ ॥
বিপ্রাণাং ভোজনৈর্হোমৈঃ প্রোক্ষণীয়ৈরহর্নিশম্
অন্যৈশ্চ বিবিধৈর্ভোগৈঃ প্রদানৈর্বৎসরেণ যা ॥
প্রীতির্মে ক্রিয়তে সাস্মিন্ সকৃৎ সুচরিতে শ্রুতে
শ্রুতং হরতি পাপানি তথারোগ্যং প্রযচ্ছতি ॥
রক্ষাং করোতি ভূতেভ্যো জন্মনাং কীর্ত্তনং মম ॥
যুদ্ধেষু চরিতং যন্মে দুষ্টদৈত্যনিবর্হণম্।
তস্মিন্ শ্রুতে বৈরিকৃতং ভয়ং পুংসাং ন জায়তে
যুষ্মাভিঃ স্তুতয়ো যাশ্চ যাশ্চ ব্রহ্মর্ষিভিঃ কৃতাঃ।
ব্রহ্মণা চ কৃতাস্তাস্ত প্রযচ্ছন্তি শুভাং মতিম্ ॥
অরণ্যে প্রান্তরে বাপি দাবাগ্নিপরিবারিতঃ।
দস্যুভির্বাবৃতঃ শূন্যে গৃহীতো বাপি শত্রুভিঃ ॥
সিংহব্যাঘ্রানুযাতো বা বনে বা বনহস্তিভিঃ।
রাজ্ঞা ক্রুদ্ধেন বাজ্ঞপ্তো বধ্যো বন্ধগতোঽপি বা ॥
আঘূর্ণিতো বা বাতেন স্থিতঃ পোতে মহার্ণবে।
পতৎসু বাপি শস্ত্রেষু সংগ্রামে ভৃশদারুণে ॥
সর্ব্বাবাধাসু ঘোরাসু বেদনাভ্যর্দ্দিতোঽপি বা।
স্মরন্ মমৈতচ্চরিতং নরো মুচ্যেত সঙ্কটাৎ ॥
মম প্রভাবাৎ সিংহাদ্যা দস্যবো বৈরিণস্তথা।
দূরাদেব পলায়ন্তে স্মরতশ্চরিতং মম ॥

ঋষিরুবাচ।

ইত্যুক্ত্বা সা ভগবতী চণ্ডিকা চণ্ডবিক্রমা।
পশ্যতামেব দেবানাং তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥
তেঽপি দেবা নিরাতঙ্কাঃ স্বাধিকারান্ যথা পুরা
যজ্ঞভাগভুজঃ সর্ব্বে চক্রুর্বিনিহতারয়ঃ ॥
দৈত্যাশ্চ দেব্যা নিহতে শুম্ভে দেবরিপৌ যুধি
জগদ্বিধ্বংসিনি তস্মিন্ মহোগ্রেঽতুলবিক্রমে ॥
নিশুম্ভে চ মহাবীর্য্যে শেষাঃ পাতালমাযযুঃ ॥
এবং ভগবতী দেবী সা নিত্যাপি পুনঃ পুনঃ।
সম্ভূয় কুরুতে ভূপ জগতঃ পরিপালনম্ ॥
তয়ৈতন্মোহ্যতে বিশ্বংসৈব বিশ্বং প্রসূয়তে।
সা যাচিতা চ বিজ্ঞানং তুষ্টা ঋদ্ধিং প্রযচ্ছতি ॥
ব্যাপ্তং তয়ৈতৎ সকলং ব্রহ্মাণ্ডং মনুজেশ্বর।
মহাকাল্যা মহাকালে মহামারীস্বরূপয়া ॥
সৈব কালে মহামারী সৈব সৃষ্টির্ভবত্যজা।
স্থিতিং করোতি ভূতানাং সৈব কালে সনাতনী
ভবকালে নৃণাং সৈব লক্ষ্মীর্বৃদ্ধিপ্রদা গৃহে।
সৈবাভাবে তথালক্ষ্মীর্বিনাশায়োপজায়তে ॥
স্তুতা সম্পূজিতা পুষ্পৈর্ধূপগন্ধাদিভিস্তথা।
দদাতি বিত্তং পুত্রাংশ্চ মতিং ধর্ম্মে তথা শুভাম্।

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে
দেবীমাহাত্ম্যে শুম্ভনিশুম্ভবধো নাম
দ্বিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

ত্রিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

ঋষিরুবাচ।

এতৎ তে কথিতং ভূপ দেবীমাহাত্ম্যমুত্তমম্।
এবম্প্রভাবা সা দেবী যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥
বিদ্যা তথৈব ক্রিয়তে ভগবদ্বিষ্ণুমায়য়া।
তয়া ত্বমেষ বৈশ্যশ্চ তথৈবান্যে বিবেকিনঃ।
মোহ্যন্তে মোহিতাশ্চৈব মোহমেষ্যন্তি চাপরে ॥
তামুপৈহি মহারাজ শরণং পরমেশ্বরীম্।
আরাধিতা সৈব নৃণাং ভোগস্বর্গাপবর্গদা ॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা সুরথঃ স নরাধিপঃ
প্রণিপত্য মহাভাগং তমৃষিং শংসিতব্রতম্ ॥
নির্ব্বিণ্ণোঽতিমমত্বেন রাজ্যাপহরণেন চ।
জগাম সদ্যস্তপসে স চ বৈশ্যো মহামুনে ॥
সন্দর্শনার্থমম্বায়া নদীপুলিনসংস্থিতঃ।
স চ বৈশ্যস্তপস্তেপে দেবীসূক্তং পরং জপন্ ॥
তৌ তস্মিন্ পুলিনে দেব্যাঃ কৃত্বা মূর্ত্তিং মহীময়ীম্
অর্হণাং চক্রতুস্তস্যাঃ পুষ্পধূপাগ্নিতর্পণৈঃ ॥

নিরাহারৌ যতাহারৌ তন্মনস্কৌ সমাহিতৌ ।
দদতুস্তৌ বলিঞ্চৈব নিজগাত্রাসৃগুক্ষিতম্ ॥
এবং সমারাধয়তোস্ত্রিভির্বর্ষৈর্যতাত্মনোঃ ।
পরিতুষ্টা জগদ্ধাত্রী প্রত্যক্ষং প্রাহ চণ্ডিকা ॥

দেব্যুবাচ ।

যৎ প্রার্থ্যতে ত্বয়া ভূপ ত্বয়া চ কুলনন্দন ।
মত্তস্তৎ প্রাপ্যতাং সর্ব্বং পরিতুষ্টা দদামি তৎ ॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

ততো বব্রে নৃপো রাজ্যমবিভ্রংশ্যন্যজন্মনি ।
অত্র চৈব নিজং রাজ্যং হতশত্রুবলং বলাৎ ॥
সোঽপি বৈশ্যস্ততো জ্ঞানং বব্রে নির্ব্বিণ্ণমানসঃ ।
মমেত্যহমিতি প্রাজ্ঞঃ সঙ্গবিচ্যুতিকারকম্ ॥

দেব্যুবাচ ।

স্বল্পৈরহোভির্নৃপতে স্বরাজ্যং প্রাপ্স্যতে ভবান্ ।
হত্বা রিপূনস্খলিতং তব তত্র ভবিষ্যতি ॥
মৃতশ্চ ভূয়ঃ সম্প্রাপ্য জন্ম দেবাদ্বিবস্বতঃ ।
সাবর্ণিকো নাম মনুর্ভবান্ ভুবি ভবিষ্যতি ॥
বৈশ্যবর্য্য ত্বয়া যশ্চ বরোঽস্মত্তোঽভিবাঞ্ছিতঃ ।
তং প্রযচ্ছামি সংসিদ্ধ্যৈ তব জ্ঞানং ভবিষ্যতি ॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

ইতি দত্ত্বা তয়োর্দ্দেবী যথাভিলষিতং বরম্ ।
বভূবান্তর্হিতা সদ্যো ভক্ত্যা তাভ্যামভিষ্টুতা ॥
এবং দেব্যা বরং লব্ধ্বা সুরথঃ ক্ষত্রিয়র্ষভঃ ।
সূর্য্যাজ্জন্ম সমাসাদ্য সাবর্ণির্ভবিতা মনুঃ ॥
ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্যং সমাপ্তং ত্রিনবতিতমোঽধ্যায়শ্চ ।

চতুর্নবতিতমোঽধ্যায়ঃ ।

—:*:—

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

সাবর্ণিকমিদং সম্যক্ প্রোক্তং মন্বন্তরং তব ।
তত্রৈব দেবীমাহাত্ম্যং মহিষাসুরঘাতনম্ ॥
উৎপত্তয়শ্চ যা দেব্যা মাতৃণাঞ্চ মহাহবে ।
তত্রৈব সম্ভবো দেব্যাশ্চামুণ্ডায়া যথা ভবঃ ॥
শিবদূত্যাশ্চ মাহাত্ম্যং বধঃ শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ ।
রক্তবীজবধশ্চৈব সর্ব্বমেতৎ তবোদিতম্ ॥
শ্রূয়তাং মুনিশার্দ্দূল সাবর্ণিকমথাপরম্ ।
দক্ষপুত্রশ্চ সাবর্ণো ভাবী যো নবমো মনুঃ ॥
কথয়ামি মনোস্তস্য যে দেবা মুনয়ো নৃপাঃ ।
পারা মরীচিভর্গাশ্চ সুধর্ম্মাণস্তথা সুরাঃ ॥
এতে ত্রিধা ভবিষ্যন্তি সর্ব্বে দ্বাদশকা গণাঃ ।
তেষামিন্দ্রো ভবিষ্যস্তু সহস্রাক্ষো মহাবলঃ ॥
সাম্প্রতং কার্ত্তিকেয়ো যো বহ্নিপুত্রঃ ষড়াননঃ ।
অদ্ভুতো নাম শক্রোঽসৌ ভাবী তস্যান্তরে মনোঃ
মেধাতিথির্ব্বসুঃ সত্যো জ্যোতিষ্মান্ দ্যুতিমাংস্তথ
সপ্তর্ষয়োঽন্তঃ সবলস্তথান্যো হব্যবাহনঃ ॥
ধৃষ্টকেতুর্ব্বর্হকেতুঃ পঞ্চহস্তো নিরাময়ঃ ।
পৃথুশ্রবাস্তথার্চিষ্মান্ ভূদ্যুম্নো বৃহদ্ভয়ঃ ॥
এতে নৃপসুতাস্তস্য দক্ষপুত্রস্য বৈ নৃপাঃ ।
মনোস্তু দশমস্যাপ্যচ্ছৃণু মন্বন্তরং দ্বিজ ॥
মন্বন্তরে চ দশমে ব্রহ্মপুত্রস্য ধীমতঃ ।
সুখাসীনা নিরুদ্ধাশ্চ ত্রিপ্রকারাঃ সুরাঃ স্মৃতাঃ ॥
শতসংখ্যা হি তে দেবা ভবিষ্যা ভাবিনো মনোঃ
শান্তিরিন্দ্রস্তথা ভাবী সর্ব্বৈরিন্দ্রগুণৈর্যুতঃ ।
সপ্তর্ষীংস্তান্ নিবোধ ত্বং যে ভবিষ্যন্তি বৈ তদা ॥
আপোমূর্ত্তির্হবিষ্মাংশ্চ সুকৃতো সত্য এব চ ।
নাভাগোঽপ্রতিমশ্চৈব বাশিষ্ঠশ্চৈব সপ্তমঃ ॥
সুক্ষেত্রশ্চোত্তমৌজাশ্চ ভূরিসেনশ্চ বীর্য্যবান্ ।
শতানীকোঽথ বৃষভো হ্যনমিত্রো জয়দ্রথঃ ॥
ভূরিদ্যুম্নঃ সুপর্ব্বা চ তস্যৈতে তনয়া মনোঃ ।
ভবিষ্যা ধর্ম্মপুত্রস্য সাবর্ণস্যান্তরং শৃণু ॥
বিহঙ্গমাঃ কামগাশ্চ নির্ম্মাণপতয়স্তথা ।
ত্রিপ্রকারা ভবিষ্যন্তি একৈকস্ত্রিংশতো গণাঃ ॥
মাসর্ত্তুদিবসা যে তু নির্ম্মাণপতয়স্তু তে ।
বিহঙ্গমা রাত্রয়োঽথ মৌহূর্ত্তাঃ কামগা গণাঃ ॥
ইন্দ্রো বৃষাখ্যো ভবিতা তেষাং প্রখ্যাতবিক্রমঃ ।
হবিষ্মাংশ্চ বরিষ্ঠশ্চ ঋষ্টিরন্যস্তথারুণিঃ ॥
নিশ্চরশ্চানঘশ্চৈব বিষ্টিশ্চান্যো মহামুনিঃ ।
সপ্তর্ষয়োঽন্তরে তস্মিন্নগ্নিদেবশ্চ সপ্তমঃ ॥
সর্ব্বত্রগঃ সুশর্ম্মা চ দেবানীকঃ পুরূদ্বহঃ ।
হেমধন্বা দৃঢ়ায়ুশ্চ ভাবিনস্তৎসুতা নৃপাঃ ॥
দ্বাদশে রুদ্রপুত্রস্য প্রাপ্তে মন্বন্তরে মনোঃ ।
সাবর্ণাখ্যস্য যে দেবা মুনয়শ্চ শৃণুষ্ব তান্ ॥
সুধর্ম্মাণঃ সুমনসো হরিতা রোহিতাস্তথা ।
সুবর্ণাশ্চ সুরাস্তত্র পঞ্চৈতে দশকা গণাঃ ॥
তেষামিন্দ্রস্তু বিজ্ঞেয় ঋতধামা মহাবলঃ ।
সর্ব্বৈরিন্দ্রগুণৈর্যুক্তঃ সপ্তর্ষীনপি মে শৃণু ॥
দ্যুতিস্তপস্বী সুতপাস্তপোমূর্ত্তিস্তপোনিধিঃ ।

তপোরতিস্তথৈবাক্তঃ সপ্তমস্তু তপোধৃতিঃ ॥
দেববানুপদেবশ্চ দেবশ্রেষ্ঠো বিদূরথঃ।
মিত্রবান্ মিত্রবিন্দশ্চ ভাবিনস্তৎসুতা নৃপাঃ ॥
ত্রয়োদশস্তু পর্য্যায়ে রৌচ্যাখ্যস্তু মনোঃ সুতান্
সপ্তর্ষীংশ্চ নৃপাংশ্চৈব গদতো মে নিশাময় ॥
সুধর্ম্মাণঃ সুরাস্তত্র সুকর্ম্মাণস্তথাপরে।
সুশর্ম্মাণঃ সুরা হ্যেতে সমস্তা মুনিসত্তম ॥
মহাবলো মহাবীর্য্যস্তেষামিন্দ্রো দিবস্পতিঃ।
ভবিষ্যানথ সপ্তর্ষীন্ গদতো মে নিশাময় ॥
ধৃতিমানব্যয়শ্চৈব তত্ত্বদর্শী নিরুৎসুকঃ।
নির্ম্মোহঃ সুতপাশ্চান্যো নিষ্প্রকম্পশ্চ সপ্তমঃ ॥
চিত্রসেনো বিচিত্রশ্চ নয়তির্নির্ভয়ো দৃঢ়ঃ।
সুনেত্রঃ ক্ষত্রবুদ্ধিশ্চ সুব্রতশ্চৈব তৎসুতাঃ ॥

ইতি মার্কণ্ডেয়পুরাণে চতুর্নবতিতমোঽধ্যায়ঃ

পঞ্চনবতিতমোঽধ্যায়ঃ

—:*:-

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

রুচিঃ প্রজাপতিঃ পূর্ব্বং নির্ম্মমো নিরহঙ্কৃতঃ
অত্রস্তো মিতশায়ী চ চচার পৃথিবীমিমাম্ ॥
অনগ্নিমনিকেতং তমেকাহারমনাশ্রমম্।
বিমুক্তসঙ্গং তং দৃষ্ট্বা প্রোচুস্তৎপিতরো মুনিম্ ॥

পিতর ঊচুঃ

বৎস কস্মাৎ ত্বয়া পুণ্যো ন কৃতো দারসংগ্রহঃ।
স্বর্গাপবর্গহেতুত্বাদ্বন্ধস্তেনানিশং বিনা ॥
গৃহী সমস্তদেবানাং পিতৃণাঞ্চ তথার্হণাম্।
ঋষীণামতিথীনাঞ্চ কুর্ব্বন্ লোকানুপাশ্নুতে ॥
স ত্বং দৈবাদৃণাদ্বন্ধং বন্ধমস্মদৃণাদপি।
অবাপ্নোষি মনুষ্যেভ্যো ভূতেভ্যশ্চ দিনে দিনে
অনুৎপাদ্য সুতান্ দেবানসন্তর্প্য পিতৃংস্তথা।
অকৃত্বা চ কথং মৌঢ্যাৎ সুগতিং গন্তুমিচ্ছসি ॥
ক্লেশমেকৈককং পুত্র মন্যামোঽত্র ভবেৎ তব।
মৃতস্য নরকং তদ্বৎ ক্লেশমেবান্যজন্মনি ॥

রুচিরুবাচ।

পরিগ্রহোঽতিদুঃখায় পাপায়াধোগতিস্তথা।
ভবত্যতো ময়া পূর্ব্বং ন কৃতো দারসংগ্রহঃ ॥
আত্মনঃ সংযমো যোঽয়ং ক্রিয়তে সুনিযন্ত্রণাৎ।
স মুক্তিহেতুর্ন ভবত্যসাবপি পরিগ্রহাৎ ॥

প্রক্ষাল্যতেঽনুদিবসং যদাত্মা নিষ্পরিগ্রহৈঃ।
মমত্বপঙ্কদিগ্ধোঽপি চিন্তাতোভির্ব্বরং হি তৎ ॥
অনেকভবসম্ভূতকর্ম্মপঙ্কাঙ্কিতো বুধৈঃ।
আত্মা সদ্বাসনাতোয়ৈঃ প্রক্ষাল্যো নিয়তেন্দ্রিয়ৈঃ ॥

পিতর ঊচুঃ।

যুক্তং প্রক্ষালনং কর্ত্তুমাত্মনো নিয়তেন্দ্রিয়ৈঃ।
কিন্তু মোক্ষায় মার্গোঽয়ং যত্র ত্বং পুত্র বর্ত্তসে ॥
পরন্তু দানৈরশুভং সুদ্যতেঽনভিসন্ধিতৈঃ।
ফলৈস্তথোপভোগৈশ্চ পূর্ব্বকর্ম্ম শুভাশুভৈঃ ॥
এবং ন বন্ধো ভবতি কুর্ব্বতঃ করুণাত্মকম্।
ন চ বন্ধায় তৎ কর্ম্ম ভবত্যনভিসন্ধিতম ॥
পূর্ব্বকর্ম্ম কৃতং ভোগৈঃ ক্ষীয়তেঽহর্নিশং তথা।
সুখদুঃখাত্মকৈর্ব্বৎস পুণ্যাপুণ্যাত্মকং নৃণাম্ ॥
এবং প্রক্ষাল্যতে প্রাজ্ঞৈরাত্মা বন্ধেশ্চ রক্ষ্যতে।
ন ত্বেবমবিবেকেন পাপপঙ্কেন গৃহ্যতে

রুচিরুবাচ।

অবিদ্যা পঠ্যতে বেদে কর্ম্মমার্গঃ পিতামহাঃ।
তৎ কথং কর্ম্মণো মার্গে ভবন্তো যোজয়ন্তি মাম্ ॥

পিতর ঊচুঃ।

অবিদ্যা সত্যমেবৈতৎ কর্ম্মণৈতন্মৃষা বচঃ।
কিন্তু বিদ্যাপরিপ্রাপ্তিহেতুঃ কর্ম্ম ন সংশয়ঃ ॥
বিহিতাকরণাৎ পুংভিরসদ্ভিঃ ক্রিয়তে তু যঃ।
সংযমো মুক্তয়ে সোঽস্তে প্রত্যুতাধোগতিপ্রদঃ ॥
প্রক্ষালয়ামীতি ভবান্ বৎসাত্মানন্তু মন্যতে।
বিহিতাকরণোদ্ভূতৈঃ পাপৈস্তস্তু বিদহ্যসে ॥
অবিদ্যাপ্যুপকারায় বিষবজ্জায়তে নৃণাম্।
অনুষ্ঠিতাভ্যুপায়েন বন্ধায়াস্যাপি নো হি সা ॥
তস্মাদ্বৎস কুরুষ ত্বং বিধিবদ্দারসংগ্রহম্।
মা জন্ম বিফলং তেঽস্তু অসম্প্রাপ্য তু লৌকিকম্

রুচিরুবাচ।

বৃদ্ধোঽহং সাম্প্রতং কো মে পিতরঃ সম্প্রদাস্যতি।
ভার্য্যাং তথা দরিদ্রস্য দুষ্করো দারসংগ্রহঃ ॥

পিতর ঊচুঃ।

অস্মাকং পতনং বৎস ভবতশ্চাপ্যধোগতিঃ।
নূনং ভাবি ভবিত্রী চ নাভিনন্দসি নো বচঃ ॥
ইত্যুক্ত্বা পিতরস্তস্য পশ্যতো মুনিসত্তম।
বভূবুঃ সহসাদৃশ্যা দীপা বাতাহতা ইব ॥

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে রুচ্যুপাখ্যানে
পঞ্চনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

ষণ্ণবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

—•:•—

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

স তেন পিতৃবাক্যেন ভৃশমুদ্বিগ্নমানসঃ।
কন্যাভিলাষী বিপ্রর্ষিঃ পরিবভ্রাম মেদিনীম্॥
কন্যামলভমানোঽসৌ পিতৃবাক্যাগ্নিদীপিতঃ।
চিন্তামবাপ মহতীমতীবোদ্বিগ্নমানসঃ॥
কিং করোমি ক গচ্ছামি কথং মে দারসংগ্রহঃ।
ক্ষিপ্রং ভবেৎ মৎপিতৃণাং স চাভ্যুদয়কারকঃ॥
ইতি চিন্তয়তস্তস্য মতির্জ্জাতা মহাত্মনঃ।
তপসারাধয়াম্যেনং ব্রহ্মাণং কমলোদ্ভবম্॥
ততো বর্ষশতং দিব্যং তপস্তেপে স বেধসঃ।
আরাধনায় স তদা পরং নিয়মমাস্থিতঃ॥
ততঃ স্বং দর্শয়ামাস ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
উবাচ তং প্রসন্নোঽস্মীত্যুচ্যতামভিবাঞ্ছিতম্॥
ততোঽসৌ প্রণিপত্যাহ ব্রহ্মাণং জগতো গতিম্
পিতৃণাং বচনাৎ তেন যৎ কর্ত্তুমভিবাঞ্ছিতম্।
ব্রহ্মা চাহ রুচিং বিপ্রং শ্রুত্বা তস্যাভিবাঞ্ছিতম্॥

ব্রহ্মোবাচ।

প্রজাপতিস্ত্বং ভবিতা স্রষ্টব্যা ভবতা প্রজাঃ।
সৃষ্ট্বা প্রজাঃ সুতান্ বিপ্র সমুৎপাদ্য ক্রিয়াস্তথা॥
কৃত্বা কৃতাধিকারস্ত্বং ততঃ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি।
স ত্বং তথোক্তং পিতৃভিঃ কুরু দারপরিগ্রহম্॥
কামঞ্চেমমভিধ্যায় ক্রিয়তাং পিতৃপূজনম্।
ত এব তুষ্টাঃ পিতরঃ প্রদাস্যন্তি তবেপ্সিতান্।
পত্নীং সুতাংশ্চ সন্তুষ্টাঃ কিং ন দদ্যুঃ পিতামহাঃ॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ইত্যৃষির্ব্বচনং শ্রুত্বা ব্রহ্মণোঽব্যক্তজন্মনঃ।
নদ্যা বিবিক্তে পুলিনে চকার পিতৃতর্পণম্॥
তুষ্টাব চ পিতৄন্ বিপ্র স্তবৈরেভিস্তথাদৃতঃ।
একাগ্রঃ প্রযতো ভূত্বা ভক্তিনম্রাত্মকন্ধরঃ॥

রুচিরুবাচ।

নমস্যেহং পিতৄন্ শ্রাদ্ধে যে বসন্ত্যধিদেবতাঃ।
দেবৈরপি হি তর্প্যন্তে যে চ শ্রাদ্ধে স্বধোত্তরৈঃ॥
নমস্যেহং পিতৄন্ স্বর্গে যে তর্প্যন্তে মহর্ষিভিঃ।
শ্রাদ্ধৈর্মনোময়ৈর্ভক্ত্যা ভুক্তিমুক্তিমভীপ্সুভিঃ॥
নমস্যেঽহং পিতৄন্ স্বর্গে সিদ্ধাঃ সন্তর্পয়ন্তি যান্।
শ্রাদ্ধেষু দিব্যৈঃ সকলৈরুপহারৈরনুত্তমৈঃ॥
নমস্যেঽহং পিতৄন্ ভক্ত্যা যেঽর্চ্চ্যন্তে গুহ্যকৈরপি
তন্ময়ত্বেন বাঞ্ছদ্ভিরৃদ্ধিমাত্যন্তিকীং পরাম্॥
নমস্যেহং পিতৄন্ মর্ত্ত্যৈরর্চ্চ্যন্তে ভুবি যে সদা।
শ্রাদ্ধেষু শ্রদ্ধয়াভীষ্টলোকপ্রাপ্তিপ্রদায়িনঃ॥
নমস্যেঽহং পিতৄন্ বিপ্রৈরর্চ্চ্যন্তে ভুবি যে সদা।
বাঞ্ছিতাভীষ্টলাভায় প্রাজাপত্যপ্রদায়িনঃ॥
নমস্যেঽহং পিতৄন্ যে বৈ তর্প্যন্তেঽরণ্যবাসিভিঃ
বন্যৈঃ শ্রাদ্ধৈর্যতাহারৈস্তপোনির্ধূতকিল্বিষৈঃ॥
নমস্যেঽহং পিতৄন্ বিপ্রৈর্নৈষ্ঠিকব্রতচারিভিঃ।
যে সংযতাত্মভির্নিত্যং সন্তর্প্যন্তে সমাধিভিঃ॥
নমস্যেঽহং পিতৄন্ শ্রাদ্ধৈঃ রাজন্যাস্তর্পয়ন্তি যান্।
কব্যৈরশেষৈর্ব্বিধিবল্লোকত্রয়ফলপ্রদান্॥
নমস্যেঽহং পিতৄন্ বৈশ্যৈরর্চ্চ্যন্তে ভুবি যে সদা।
স্বকর্ম্মাভিরতৈর্নিত্যং পুষ্পধূপান্নবারিভিঃ॥
নমস্যেঽহং পিতৄন্ শ্রাদ্ধৈর্যে শূদ্রৈরপি ভক্তিতঃ।
সন্তর্প্যন্তে জগত্যত্র নাম্না খ্যাতাঃ সুকালিনঃ॥
নমস্যেঽহং পিতৄন্ শ্রাদ্ধৈঃ পাতালে যে মহাসুরৈঃ
সন্তর্প্যন্তে স্বধাহারাস্ত্যক্তদম্ভমদৈঃ সদা॥
নমস্যেঽহং পিতৄন্ শ্রাদ্ধৈরর্চ্চ্যন্তে যে রসাতলে।
ভোগৈরশেষৈর্ব্বিধিবন্নাগৈঃ কামানভীপ্সুভিঃ॥
নমস্যেঽহং পিতৄন্ শ্রাদ্ধৈঃ সর্পৈঃ সন্তর্পিতান্ সদা
তত্রৈব বিধিবন্মন্ত্রভোগসম্পৎসমন্বিতৈঃ॥

পিতৄন্ নমস্যে নিবসন্তি সাক্ষাদ্-
যে দেবলোকে চ তথান্তরীক্ষে।
মহীতলে যে চ সুরাদিপূজ্যা-
স্তে মে প্রতীচ্ছন্তু ময়োপনীতম্॥
পিতৄন্ নমস্যে পরমাত্মভূতা
যে বৈ বিমানে নিবসন্তি মূর্ত্তাঃ।
যজন্তি যানস্তমলৈর্ম্মনোভি-
র্যোগীশ্বরাঃ ক্লেশবিমুক্তিহেতূন্॥
পিতৄন্ নমস্যে দিবি যে চ মূর্ত্তাঃ
স্বধাভুজঃ কাম্যফলাভিসন্ধৌ।
প্রদানশক্তাঃ সকলেপ্সিতানাং
বিমুক্তিদা যেঽনভিসংহিতেষু॥
তৃপ্যন্তু তেঽস্মিন্ পিতরঃ সমস্তা
ইচ্ছাবতাং যে প্রদিশন্তি কামান্।
সুরত্বমিন্দ্রত্বমতোঽধিকং বা
সুতান্ পশূন্ স্বানি বলং গৃহাণি॥
সোমস্য যে রশ্মিষু যেঽর্কবিম্বে
শুক্লে বিমানে চ সদা বসন্তি।
তৃপ্যন্তু তেঽস্মিন্ পিতরোঽন্নতোয়ৈ-

গন্ধাদিনা পুষ্টিমিতো ব্রজন্তু ॥
যেষাং হুতেঽগ্নৌ হবিষা চ তৃপ্তি-
র্যে ভুঞ্জতে বিপ্রশরীরসংস্থাঃ।
যে পিণ্ডদানেন মুদং প্রয়ান্তি
তৃপ্যন্তু তেঽস্মিন্ পিতরোঽন্নতোয়ৈঃ ॥
যে খড়্গিমাংসেন সুরৈরভীষ্টৈঃ
কৃষ্ণৈস্তিলৈর্দ্দিব্যমনোহরৈশ্চ।
কালেন শাকেন মহর্ষিবর্য্যৈঃ
সম্প্রীণিতাস্তে মুদমত্র যান্তু ॥
কব্যান্যশেষাণি চ যান্যভীষ্টা-
ন্যতীব তেষামমরার্চ্চিতানাম্।
তেষান্তু সান্নিধ্যমিহাস্তু পুষ্প-
গন্ধান্নভোজ্যেষু ময়া কৃতেষু ॥
দিনে দিনে যে প্রতিগৃহ্নতেঽর্চ্চাং
মাসান্তপূজ্যা ভুবি যেঽষ্টকাসু।
যে বৎসরান্তেঽভ্যুদয়ে চ পূজ্যাঃ
প্রয়ান্তু তে মে পিতরোঽত্র তৃপ্তিম্ ॥
পূজ্যা দ্বিজানাং কুমুদেন্দুভাসো
যে ক্ষত্রিয়াণাঞ্চ নবার্কবর্ণাঃ।
তথা বিশাং যে কনকাবদাতা
নীলীনিভাঃ শূদ্রজনস্য যে চ ॥
তেঽস্মিন্ সমস্তা মম পুষ্পগন্ধ-
ধূপান্নতোয়াদিনিবেদনেন।
তথাগ্নিহোমেন চ যান্তু তৃপ্তিং
সদা পিতৃভ্যঃ প্রণতোঽস্মি তেভ্যঃ ॥
যে দেবপূর্ব্বাণ্যতিতৃপ্তিহেতো-
রশ্নন্তি কব্যানি শুভাহৃতানি।
তৃপ্তাশ্চ যে ভূতিসৃজো ভবন্তি
তৃপ্যন্তু তেঽস্মিন্ প্রণতোঽস্মি তেভ্যঃ ॥
রক্ষাংসি ভূতান্যসুরাংস্তথোগ্রান্
নির্ণাশয়ন্ত্বশিবং প্রজানাম্।
আদ্যাঃ সুরাণামমরেশপূজ্যা-
স্তৃপ্যন্তু তেঽস্মিন্ প্রণতোঽস্মি তেভ্যঃ ॥
অগ্নিষ্বাত্তা বর্হিষদ আজ্যপাঃ সোমপাস্তথা।
ব্রজন্তু তৃপ্তিং শ্রাদ্ধেঽস্মিন্ পিতরস্তর্পিতা ময়া ॥
অগ্নিষ্বাত্তাঃ পিতৃগণাঃ প্রাচীং রক্ষন্তু মে দিশম্।
তথা বর্হিষদঃ পান্তু যাম্যাং যে পিতরঃ স্মৃতাঃ ॥
প্রতীচীমাজ্যপাস্তদ্বদুদীচীমপি সোমপাঃ।
রক্ষোভূতপিশাচেভ্যস্তথৈবাসুরদোষতঃ ॥
সর্ব্বতশ্চাধিপস্তেষাং যমো রক্ষাং করোতু মে।
বিশ্বো বিশ্বভুগারাধ্যো ধর্ম্মো ধন্যঃ শুভাননঃ।
ভূতিদো ভূতিকৃদ্ভূতিঃ পিতৄণাং যে গণা নব ॥
কল্যাণঃ কল্যতাকর্ত্তা কল্যঃ কল্যতরাশ্রয়ঃ।
কল্যতাহেতুরনঘঃ ষড়িমে তে গণাঃ স্মৃতাঃ ॥
বরো বরেণ্যো বরদঃ পুষ্টিদস্তুষ্টিদস্তথা।
বিশ্বপাতা তথা ধাতা সপ্তৈবৈতে তথা গণাঃ ॥
মহান্ মহাত্মা মহিতো মহিমাবান্ মহাবলঃ।
গণাঃ পঞ্চ তথৈবৈতে পিতৄণাং পাপনাশনাঃ ॥
সুখদো ধনদশ্চান্যো ধর্ম্মদোঽন্যশ্চ ভূতিদঃ।
পিতৄণাং কথ্যতে চৈতৎ তথা গণচতুষ্টয়ম্ ॥
একত্রিংশৎ পিতৃগণা যৈর্ব্যাপ্তমখিলং জগৎ ॥
তে মেঽনুতৃপ্তাস্তুষ্যন্তু যচ্ছন্তু চ সদা হিতম্ ॥

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে রুচ্যুপাখ্যানে
রুচিকৃতপিতৃপুরুষস্তোত্রকথনং নাম
ষণ্ণবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

সপ্তনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

এবন্তু স্তুবতস্তস্য তেজসো রাশিরুচ্ছ্রিতঃ।
প্রাদুর্ব্বভূব সহসা গগনব্যাপ্তিকারকঃ ॥
তদ্দৃষ্ট্বা সুমহৎ তেজঃ সমাসাদ্য স্থিতং জগৎ।
জানুভ্যামবনিং গত্বা রুচিঃ স্তোত্রমিদং জগৌ ॥

রুচিরুবাচ।

অর্চ্চিতানামমূর্ত্তানাং পিতৄণাং দীপ্ততেজসাম্।
নমস্যামি সদা তেষাং ধ্যানিনাং দিব্যচক্ষুষাম্ ॥
ইন্দ্রাদীনাঞ্চ নেতারো দক্ষমারীচয়োস্তথা।
সপ্তর্ষীণাং তথান্যেষাং তান্ নমস্যামি কামদান্ ॥
মন্বাদীনাং মুনীন্দ্রাণাং সূর্য্যাচন্দ্রমসোস্তথা।
তান্ নমস্যাম্যহং সর্ব্বান্ পিতৄনপ্সূদধাবপি ॥
নক্ষত্রাণাং গ্রহাণাঞ্চ বায়্বগ্ন্যোর্নভসস্তথা।
দ্যাবাপৃথিব্যোশ্চ তথা নমস্যামি কৃতাঞ্জলিঃ ॥
দেবর্ষীণাং জনিতৄংশ্চ সর্ব্বলোকনমস্কৃতান্।
অক্ষয্যস্য সদা দাতৄন্ নমস্যেঽহং কৃতাঞ্জলিঃ ॥
প্রজাপতেঃ কশ্যপায় সোমায় বরুণায় চ।
যোগেশ্বরেভ্যশ্চ সদা নমস্যামি কৃতাঞ্জলিঃ ॥
নমো গণেভ্যঃ সপ্তভ্যস্তথা লোকেষু সপ্তসু।
স্বয়ম্ভুবে নমস্যামি ব্রহ্মণে যোগচক্ষুষে ॥
সোমাধারান্ পিতৃগণান্ যোগমূর্ত্তিধরাংস্তথা।

নমস্যামি তথা সোমং পিতরং জগতামহম্ ॥
অগ্নিরূপাংস্তথৈবান্যান্ নমস্যামি পিতৄনহম্।
অগ্নিষোমময়ং বিশ্বং যত এতদশেষতঃ ॥
যে তু তেজসি যে চৈতে সোমসূর্য্যাগ্নিমূর্ত্তয়ঃ।
জগৎস্বরূপিণশ্চৈব তথা ব্রহ্মস্বরূপিণঃ ॥
তেভ্যোঽখিলেভ্যো যোগিভ্যঃ পিতৃভ্যো যতমানসঃ।
নমো নমো নমস্তে মে প্রসীদন্তু স্বধাভুজঃ ॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

এবং স্তুতাস্ততস্তেন তেজসা মুনিসত্তম।
নিশ্চক্রমুস্তে পিতরো ভাসয়ন্তো দিশো দশ ॥
নিবেদিতঞ্চ যৎ তেন পুষ্পগন্ধানুলেপনম্।
তদ্ভূষিতানথ স তান্ দদৃশে পুরতঃ স্থিতান্ ॥
প্রণিপত্য পুনর্ভক্ত্যা পুনরেব কৃতাঞ্জলিঃ।
নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যমিত্যাহ পৃথগাদৃতঃ ॥
ততঃ প্রসন্নাঃ পিতরস্তমূচুর্ম্মুনিসত্তমম্।
বরং বৃণীষ্বেতি স তানুবাচানতকন্ধরঃ ॥

রুচিরুবাচ।

সাম্প্রতং সর্গকর্ত্তৃত্বমাদিষ্টং ব্রহ্মণা মম।
সোঽহং পত্নীমভীপ্সামি ধন্যাং দিব্যাং প্রজাবতীম্

পিতর ঊচুঃ।

অত্রৈব সদ্যঃ পত্নী তে ভবত্বতিমনোরমা।
তস্যাঞ্চ পুত্রো ভবিতা ভবতো মনুরুত্তমঃ ॥
মন্বন্তরাধিপো ধীমাংস্ত্বন্নাম্নৈবোপলক্ষিতঃ।
রুচে রৌচ্য ইতি খ্যাতিং যো যাস্যতি জগত্রয়ে
তস্যাপি বহবঃ পুত্রা মহাবলপরাক্রমাঃ।
ভবিষ্যন্তি মহাত্মানঃ পৃথিবীপরিপালকাঃ ॥
ত্বঞ্চ প্রজাপতির্ভূত্বা প্রজাঃ সৃষ্ট্বা চতুর্ব্বিধাঃ।
ক্ষীণাধিকারো ধর্ম্মজ্ঞ ততঃ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি ॥
স্তোত্রেণানেন চ নরো যোঽস্মান্ স্তোষ্যতি ভক্তিতঃ।
তস্য তুষ্টা বয়ং ভোগানাত্মজ্ঞানং তথোত্তমম্ ॥
শরীরারোগ্যমর্থঞ্চ পুত্রপৌত্রাদিকং তথা।
বাঞ্ছদ্ভিঃ সততং স্তব্যাঃ স্তোত্রেণানেন বৈ যতঃ ॥
শ্রাদ্ধে চ য ইমং ভক্ত্যা অস্মৎপ্রীতিকরং স্তবম্।
পঠিষ্যতি দ্বিজাগ্র্যাণাং ভুঞ্জতাং পুরতঃ স্থিতঃ ॥
স্তোত্রশ্রবণসম্প্রীত্যা সন্নিধানে পরে কৃতে।
অস্মাকমক্ষয়ং শ্রাদ্ধং তদ্ভবিষ্যত্যসংশয়ম্ ॥
যদ্যপ্যশ্রোত্রিয়ং শ্রাদ্ধং যদ্যপ্যুপহতং ভবেৎ।
অন্যায়োপাত্তবিত্তেন যদি বা কৃতমন্যথা ॥
অশ্রাদ্ধার্হৈরুপহতৈরুপহারৈস্তথা কৃতম্।
অকালেঽপ্যথবাদেশে বিধিহীনমথাপি বা ॥
অশ্রদ্ধয়া বা পুরুষৈর্দম্ভমাশ্রিত্য বা কৃতম্।
অস্মাকং তৃপ্তয়ে শ্রাদ্ধং তথাপ্যেতদুদীরণাৎ ॥
যত্রৈতৎ পঠ্যতে শ্রাদ্ধে স্তোত্রমস্মৎসুখাবহম্।
অস্মাকং জায়তে তৃপ্তিস্তত্র দ্বাদশবার্ষিকী।
হেমন্তে দ্বাদশাব্দানি তৃপ্তিমেতৎ প্রযচ্ছতি।
শিশিরে দ্বিগুণাব্দাংশ্চ তৃপ্তিং স্তোত্রমিদং শুভম্ ॥
বসন্তে ষোড়শ সমাস্তৃপ্তয়ে শ্রাদ্ধকর্ম্মণি।
গ্রীষ্মে চ ষোড়শৈবৈতৎ পঠিতং তৃপ্তিকারণম্ ॥
বিকলেঽপি কৃতে শ্রাদ্ধে স্তোত্রেণানেন সাধিতে
বর্ষাসু তৃপ্তিরস্মাকমক্ষয়া জায়তে রুচে ॥
শরৎকালেঽপি পঠিতং শ্রাদ্ধকালে প্রযচ্ছতি।
অস্মাকমেতৎ পুরুষৈস্তৃপ্তিং পঞ্চদশাব্দিকীম্ ॥
যস্মিন্ গৃহে চ লিখিতমেতৎ তিষ্ঠতি নিত্যদা।
সন্নিধানং কৃতে শ্রাদ্ধে তত্রাস্মাকং ভবিষ্যতি ॥
তস্মাদেতৎ ত্বয়া শ্রাদ্ধে বিপ্রাণাং ভুঞ্জতাং পুরঃ।
শ্রাবণীয়ং মহাভাগ অস্মাকং পুষ্টিহেতুকম্ ॥
যথা গয়াকৃতং শ্রাদ্ধং পুষ্করেষু তথৈব চ।
কুরুক্ষেত্রে নৈমিষে চ তথা স্তোত্রে শ্রুতে ধৃতে
ইতি দত্ত্বা বরং তস্মৈ পিতরঃ সিদ্ধিমাগতাঃ ॥

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে রৌচ্যে মন্বন্তরে পিতৃবরপ্রদানং নাম সপ্তনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

অষ্টনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ততস্তস্মান্নদীমধ্যাৎ সমুত্তস্থৌ মনোরমা।
প্রম্লোচা নাম তন্বঙ্গী তৎসমীপে বরাপ্সরাঃ ॥
সা চোবাচ মহাত্মানং রুচিং সুমধুরাক্ষরম্।
প্রশ্রয়াবনতা সুভ্রূঃ প্রম্লোচা বৈ বরাপ্সরাঃ ॥
অতীব রূপিণী কন্যা মৎসুতা তপতাং বর।
জাতা বরুণপুত্রেণ পুষ্করেণ মহাত্মনা ॥
তাং গৃহাণ ময়া দত্তাং ভার্য্যার্থে বরবর্ণিনীম্।
মনুর্ম্মহামতিস্তস্যাং সমুৎপৎস্যতি তে সুতঃ ॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

তথেতি তেন সাপ্যুক্তা তস্মাৎ তোয়াদপুস্মতীম্।
উজ্জহার ততঃ কন্যাং মালিনীং নাম নামতঃ ॥

নদ্যাশ্চ পুলিনে তস্মিন্ স কদাচিন্মুনিসত্তমঃ।
জগ্রাহ পাণিং বিধিবৎ সমামান্ত্র্য মহামুনীন্॥
তস্যাং তস্য সুতো জজ্ঞে মহাবীর্য্যো মহামতিঃ।
রৌচ্যোঽভবৎ পিতুর্নাম্না খ্যাতোঽত্র বসুধাতলে।
তস্য মন্বন্তরে দেবাস্তথা সপ্তর্ষয়শ্চ যে।
তনয়াশ্চ নৃপাশ্চৈব তে সম্যক্ কথিতাস্তব॥
ধর্ম্মবৃদ্ধিস্তথারোগ্যং ধনধান্যসুতোদ্ভবঃ।
নৃণাং ভবত্যসন্দিগ্ধমস্মিন্ মন্বন্তরে শ্রুতে॥
পিতৃস্তবং তথা শ্রুত্বা পিতৃণাঞ্চ তথা গণান্।
সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি তৎপ্রসাদান্মহামুনে॥

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে রৌচ্যমন্বন্তরে মালিনীপরিণয়ো নামাষ্টনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

নবনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ততঃ পরন্তু ভৌত্যস্য সমুৎপত্তিং নিশাময়।
দেবানৃষীংস্তথা পুত্রাংস্তথৈব বসুধাধিপান্॥
বভূবাঙ্গিরসঃ শিষ্যো ভূতির্নাম্নাতিকোপনঃ।
চণ্ডশাপপ্রদোঽল্পেঽর্থে মুনিরাগস্যসৌম্যবাক্॥
তস্যাশ্রমে মাতরিশ্বা ন ববাবতিনিষ্ঠুরম্।
নাতিতাপং রবিশ্চক্রে পর্জ্জন্যো নাতিকর্দ্দমম্॥
নাতিশীতঞ্চ শীতাংশুঃ পরিপূর্ণোঽপি রশ্মিভিঃ।
চকার ভীত্যা বৈ তস্য কোপনস্যাতিতেজসঃ॥
ঋতবশ্চ ক্রমং ত্যক্ত্বা বৃক্ষেষ্বাশ্রমজন্মসু।
তস্য পুষ্পফলং চক্রুরাজ্ঞয়া সার্ব্বকালিকম্॥
মুহুরাপশ্চ ছন্দেন তস্যাশ্রমসমীপগাঃ।
কমণ্ডলুগতাশ্চৈব ভূতের্ভীতা মহাত্মনঃ॥
নাতিক্লেশসহো বিপ্র সোঽভবৎ কোপনো ভৃশম্।
অপুত্রশ্চ মহাভাগঃ স তপস্যকরোন্মনঃ॥
পুত্রকামো যতাহারঃ শীতবাতানলাহতঃ।
তপস্যামি বিচিন্ত্যেতি তপস্যেব মনো দধে॥
তস্যেন্দুর্নাতিশীতায় নাতিতাপায় ভাস্করঃ।
অভবন্মাতরিশ্বা চ ববৌ নাতি মহামুনে॥
আপীড্যমানো দ্বন্দ্বৈশ্চ স ভূতির্মুনিসত্তমঃ।
অনবাপ্যাভিলাষং তং তপসঃ সংন্যবর্ত্তত॥
তস্য ভ্রাতা সুবর্চ্চাখ্যো যজ্ঞে তেনাভিমন্ত্রিতঃ।
যিযাসুঃ শান্তিনামানং শিষ্যমাহ মহামতিম্॥
প্রশান্তমক্ষপ্রতিমং বিনীতং গুরুকর্ম্মণি।
সদোদ্যুক্তং শুভাচারমুদারং মুনিসত্তমম্॥

ভূতিরুবাচ।

অহং যজ্ঞং গমিষ্যামি ভ্রাতুঃ শান্তে সুবর্চ্চসঃ।
তেনাহূতস্ত্বয়া চেহ যৎ কর্ত্তব্যং শৃণুষ তৎ॥
প্রতি জাগরণং বহ্নেস্ত্বয়া কার্য্যং মমাশ্রমে।
তথা তথা প্রযত্নেন যথাগ্নির্ন শমং ব্রজেৎ॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ইত্যাজ্ঞাপ্য তথেত্যুক্তো গুরুঃ শিষ্যেণ শান্তিনা।
জগাম যজ্ঞং তং ভ্রাতুরাহূতঃ স যবীয়সা॥
স চ শান্তির্বনাদ্যাবৎ সমিৎপুষ্পফলাদিকম্।
উপানয়তি ভূত্যর্থং গুরোস্তস্য মহাত্মনঃ॥
অন্যচ্চ কুরুতে কর্ম্ম গুরুভক্তিবশানুগঃ।
প্রশান্তস্তাবদনলো যোঽসৌ ভূতিপরিগ্রহঃ॥
তং দৃষ্ট্বা সোঽনলং শান্তং শান্তিরত্যন্তদুঃখিতঃ।
ভীতশ্চ ভূতের্বহুধা চিন্তামাপ মহামতিঃ॥
কিং করোমি কথং বাত্র ভবিতাগমনং গুরোঃ।
ময়াদ্য প্রতিপত্তব্যং কিং কৃতে সুকৃতং ভবেৎ॥
প্রশান্তাগ্নিমিমং ধিষ্ণ্যং যদি পশ্যতি মে গুরুঃ।
ততো মাং বিষমে হ্যদ্য ব্যসনে সন্নিযোক্ষ্যতি॥
যদ্যন্যমগ্নিমত্রাহমগ্নিস্থানে করোমি তৎ।
সর্ব্বং প্রত্যক্ষদৃগ্ভস্ম সোঽবশ্যং মাং করিষ্যতি॥
সোঽহং পাপো গুরোস্তস্য নিমিত্তং কোপশাপয়োঃ।
তথাত্মানং ন শোচামি যথা পাপং কৃতং গুরোঃ।
দৃষ্ট্বা প্রশান্তমনলং নূনং শপ্স্যতি মাং গুরুঃ।
অথবা পাবকঃ ক্রুদ্ধস্তথাবীর্য্যো হি স দ্বিজঃ॥
যস্য প্রভাবাদ্বিভ্যন্তো দেবাস্তিষ্ঠন্তি শাসনে।
কৃতাগসং স মাং যুক্ত্যা কয়া নাধর্ষয়িষ্যতি॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

বহুধৈবং বিচিন্ত্যাসৌ ভীতস্তস্য সদা গুরোঃ।
যযৌ মতিমতাং শ্রেষ্ঠঃ শরণং জাতবেদসম্॥
স চকার তদা স্তোত্রং সপ্তার্চ্চের্যতমানসঃ।
স চৈকচিত্তো মেদিন্যাং ন্যস্তজানুঃ কৃতাঞ্জলিঃ॥

শান্তিরুবাচ।

ওঁ নমঃ সর্ব্বভূতানাং সাধনায় মহাত্মনে।
একদ্বিপঞ্চধিষ্ণ্যায় রাজসূয়ে ষড়াত্মনে॥
নমঃ সমস্তদেবানাং বৃত্তিদায় সুবর্চ্চসে।
শুক্ররূপায় জগতামশেষাণাং স্থিতিপ্রদঃ॥
ত্বং মুখং সর্ব্বদেবানাং ত্বয়াত্তং ভগবান্ হবিঃ।

প্রীণয়ত্যখিলান্ দেবান্ ত্বৎপ্রাণাঃ সর্ব্বদেবতাঃ॥
হুতং হবিস্ত্বয়ামলমেধত্বমুপগচ্ছতি।
ততশ্চ জলরূপেণ পরিণামমুপৈতি যৎ॥
তেনাখিলৌষধীজন্ম ভবত্যনিলসারথে।
ওষধীভিরশেষাভিঃ সুখং জীবন্তি জন্তবঃ॥
বিতন্বতে নরা যজ্ঞান্ ত্বৎসৃষ্টাস্বোষধীষু চ।
যজ্ঞৈর্দ্দেবাস্তথা দৈত্যাস্তদ্বদ্রক্ষাংসি পাবক॥
আপ্যায়ন্তে চ তে যজ্ঞাস্ত্বদাধারা হুতাশন।
অতঃ সর্ব্বস্য যোনিস্ত্বং বহ্নে সর্ব্বময়স্তথা॥
দেবতা দানবা যক্ষা দৈত্যা গন্ধর্ব্বরাক্ষসাঃ।
মানুষাঃ পশবো বৃক্ষা মৃগপক্ষিসরীসৃপাঃ॥
আপ্যায়ন্তে ত্বয়া সর্ব্বে সংবর্ধ্যন্তে চ পাবক।
ত্বত্ত এবোদ্ভবং যান্তি ত্বয্যন্তে চ তথা লয়ম্॥
অপঃ সৃজসি দেব ত্বং ত্বমৎসি পুনরেব তাঃ।
পচ্যমানাস্ত্বয়া তাশ্চ প্রাণিনাং পুষ্টিকারণম্॥
দেবেষু তেজোরূপেণ কান্ত্যা সিদ্ধেষ্ববস্থিতঃ।
বিষরূপেণ নাগেষু বায়ুরূপঃ পতত্রিষু॥
মনুজেষু ভবান্ ক্রোধো মোহঃ পক্ষিমৃগাদিষু।
অবষ্টম্ভোঽপি তরুষু কাঠিন্যং ত্বং মহীং প্রতি॥
জলে দ্রবস্ত্বং ভগবান্ জবরূপী তথানিলে।
ব্যাপিত্বেন তথৈবাগ্নে নভস্যাত্মা ব্যবস্থিতঃ॥
ত্বমগ্নে সর্ব্বভূতানামন্তশ্চরসি পালয়ন্।
ত্বামেকমাহুঃ কবয়স্ত্বামাহুস্ত্রিবিধং পুনঃ॥
ত্বামষ্টধা কল্পয়িত্বা যজ্ঞমাদ্যমকল্পয়ন্।
ত্বয়া সৃষ্টমিদং বিশ্বং বদন্তি পরমর্ষয়ঃ॥
ত্বামৃতে হি জগৎ সর্ব্বং সদ্যো নশ্যেদ্ধুতাশন।
তুভ্যং কৃত্বা দ্বিজঃ পূজাং স্বকর্ম্মবিহিতাং গতিম্॥
প্রয়াতি হব্যকব্যাদ্যৈঃ স্বধাস্বাহাভ্যুদীরণাৎ।
পরিণামাত্মবীর্য্যা হি প্রাণিনামমরার্চ্চিত॥
দহন্তি সর্ব্বভূতানি ততো নিষ্ক্রম্য হেতয়ঃ।
জাতবেদস্তবৈবেয়ং বিশ্বসৃষ্টির্মহাত্মতে॥
তবৈব বৈদিকং কর্ম্ম সর্ব্বভূতাত্মকং জগৎ।
নমস্তেঽনল পিঙ্গাক্ষ নমস্তেঽস্তু হুতাশন॥
পাবকাদ্য নমস্তেঽস্তু নমস্তে হব্যবাহন।
ত্বমেব ভুক্তপীতানাং পাচনাদ্বিশ্বপাবকঃ॥
শস্যানাং পাককর্ত্তা ত্বং পোষ্টা ত্বং জগতস্তথা।
ত্বমেব মেঘস্ত্বং বায়ুস্ত্বং বীজং শস্যহেতুকম্॥
পোষায় সর্ব্বভূতানাং ভূতভব্যভবো হ্যসি।
ত্বং জ্যোতিঃ সর্ব্বভূতেষু ত্বমাদিত্যো বিভাবসুঃ॥
ত্বমহস্ত্বং তথা রাত্রিরুভে সন্ধ্যে তথা ভবান্।
হিরণ্যরেতাস্ত্বং বহ্নে হিরণ্যোদ্ভবকারণম্॥
হিরণ্যগর্ভশ্চ ভবান্ হিরণ্যসদৃশপ্রভঃ।
ত্বং মুহূর্ত্তং ক্ষণশ্চ ত্বং ত্বং ত্রুটিস্ত্বং তথা লবঃ॥
কলাকাষ্ঠানিমেষাদিরূপেণাসি জগৎপ্রভো।
ত্বমেতদখিলং কালঃ পরিণামাত্মকো ভবান্॥
যা জিহ্বা ভবতঃ কালী কালনিষ্ঠাকরী প্রভো।
ভয়ান্নঃ পাহি পাপেভ্য ঐহিকাচ্চ মহাভয়াৎ॥
করালী নাম যা জিহ্বা মহাপ্রলয়কারণম্।
তয়া নঃ পাহি পাপেভ্য ঐহিকাচ্চ মহাভয়াৎ॥
মনোজবা চ যা জিহ্বা লঘিমাগুণলক্ষণা।
তয়া নঃ পাহি পাপেভ্য ঐহিকাচ্চ মহাভয়াৎ॥
করোতি কামং ভূতেভ্যো যা তে জিহ্বা সুলোহিতা।
তয়া নঃ পাহি পাপেভ্য ঐহিকাচ্চ মহাভয়াৎ॥
সধূম্রবর্ণা যা জিহ্বা প্রাণিনাং রোগদাহিকা।
তয়া নঃ পাহি পাপেভ্য ঐহিকাচ্চ মহাভয়াৎ॥
স্ফুলিঙ্গিনী চ যা জিহ্বা যতঃ সকলমঙ্গলম্।
তয়া নঃ পাহি পাপেভ্য ঐহিকাচ্চ মহাভয়াৎ॥
যা তে বিশ্বা সদা জিহ্বা প্রাণিনাং শর্ম্মদায়িনী
তথা নঃ পাহি পাপেভ্য ঐহিকাচ্চ মহাভয়াৎ॥
পিঙ্গাক্ষ লোহিতগ্রীব কৃষ্ণবর্ণ হুতাশন।
ত্রাহি মাং সর্ব্বদোষেভ্যঃ সংসারাদুদ্ধরেহ মাম্॥
প্রসীদ বহ্নে সপ্তার্চ্চিঃ কৃশানো হব্যবাহন।
অগ্নিপাবকশুক্রাদিনামাষ্টভিরুদীরিতঃ॥
অগ্নেঽগ্রে সর্ব্বভূতানাং সমুদ্ভূত বিভাবসো।
প্রসীদ হব্যবাহাখ্য অভিষ্টুতময়াব্যয়॥

ত্বমক্ষয়ো বহ্নিরচিন্ত্যরূপঃ
সমৃদ্ধিমান্ দুষ্প্রসহোঽতিতীব্রঃ।
ত্বমব্যয়ং ভীমমশেষলোকং
সমুর্ত্তকো হন্ত্যথবাতিবীর্য্যঃ॥
ত্বমুত্তমঃ সত্ত্বমশেষসত্ত্ব-
হৃৎপুণ্ডরীকস্ত্বমনন্তমীড্যম্।
ত্বয়া ততং বিশ্বমিদং চরাচরং
হুতাশনৈকো বহুধা ত্বমত্র॥
ত্বমক্ষয়ঃ সগিরিবনা বসুন্ধরা
নভঃ সসোমার্কমহর্দ্দিবাখিলম্।
মহোদধের্জ্জঠরগতশ্চ বাড়বো
ভবান্ বিভূত্যা পরয়া করে স্থিতঃ॥
হুতাশনস্ত্বমিতি সদাভিপূজ্যসে
মহাক্রতৌ নিয়মপরৈর্মহর্ষিভিঃ।

অভিষ্টং তব শিরসি চ সোমমধ্বরে
বষট্কৃতাত্মপি চ হবীংষি ভূতয়ে॥
ত্বং বিপ্রৈঃ সততমিহেজ্যসে ফলার্থং
বেদাঙ্গেষথ সকলেষু গীয়সে ত্বম্।
ত্বদ্ধেতোর্যজনপরায়ণা দ্বিজেন্দ্রা
বেদাঙ্গান্যধিগময়ন্তি সর্ব্বকালে॥
ত্বং ব্রহ্মা যজনপরস্তথৈব বিষ্ণু-
ভূতেশঃ সুরপতিরর্য্যমা জলেশঃ।
সূর্য্যেন্দূ সকলসুরাসুরাশ্চ হব্যৈঃ
সন্তোষ্যাভিমতফলান্যথাপ্নুবন্তি॥
অর্চ্চির্ভিঃ পরমমহোপঘাতদুষ্টং
সংস্পৃষ্টং তব শুচি জায়তে সমস্তম্।
স্নানানাং পরমমতীব ভস্মনা সৎ
সন্ধ্যায়াং মুনিভিরতীব সেব্যসে তৎ॥
প্রসীদ বহ্নে শুচিনামধেয়
প্রসীদ বায়ো বিমলাতিদীপ্তে।
প্রসীদ মে পাবক বৈদ্যুতাদ্য
প্রসীদ হব্যাশন পাহি মাং ত্বম্॥
যৎ তে বহ্নে শিবং রূপং যে চ তে সপ্ত হেতয়ঃ।
তৈঃ পাহি নঃ স্তুতো দেব পিতা পুত্রমিবাত্মজম্॥
ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে ভৌত্যমন্বন্তরে
অগ্নিস্তোত্রং নাম নবনবতি-
তমোঽধ্যায়ঃ।

শততমোঽধ্যায়ঃ।

—०:०—

এবং স্তুতস্ততস্তেন ভগবান্ হব্যবাহনঃ।
জ্বালামালাবৃতস্তত্র তস্যাসীদগ্রতো মুনে॥
দেবো বিভাবসুঃ প্রীতস্তোত্রেণানেন বৈ দ্বিজ।
তং শান্তিমাহ প্রণতং মেঘগম্ভীরবাগথ॥
অগ্নিরুবাচ।
পরিতুষ্টোঽস্মি তে বিপ্র ভক্ত্যা যা তে স্তুতিঃ
কৃতা।
বরং দদামি ভবতে প্রার্থ্যতাং যৎ তবেপ্সিতম্॥
শান্তিরুবাচ।
ভগবন্ কৃতকৃত্যোঽস্মি যৎ ত্বাং পশ্যামি রূপিণম্।
তথাপি ভক্তিনম্রস্য ভবতা শ্রূয়তাং মম॥
ভ্রাতৃযজ্ঞং গতো দেব মমাচার্য্যো নিজাশ্রমাৎ।
আগতশ্চাশ্রমং বিষ্ট্যং স্বৎসনাথং স পশ্যতু॥
মমাপরাধাৎ সস্তাক্তং বিষ্ট্যং যৎ তে বিভাবসো।
তৎ ত্বয়াধিষ্ঠিতং সোঽদ্য পূর্ব্ববৎ পশ্যতাং দ্বিজঃ॥
তথান্যদপি মে দেব প্রসাদং কুরুষে যদি।
পুত্রো বিশিষ্টো ভবতু তদপুত্রস্য মে গুরোঃ॥
যথা চ মৈত্রীং তনয়ে স করিষ্যতি মে গুরুঃ।
তথা সমস্তসত্ত্বেষু ভবত্বস্য মনো মৃদু॥
পশ্যতাং স্তোষ্যতে যেন প্রীতিং যাতোঽসি
মেঽব্যয়।
স্তোত্রেণ তস্য বরদো ভবেথা মৎপ্রসাদিতঃ॥
মার্কণ্ডেয় উবাচ।
এতচ্ছ্রুত্বা বচস্তস্য তমাহ দ্বিজসত্তমম্।
স্তোত্রেণারাধিতো ভূয়ো গুরুভক্ত্যা চ পাবকঃ॥
অগ্নিরুবাচ।
গুরোরর্থে যতো ব্রহ্মন্ যাচিতং তে বরদ্বয়ম্।
নাত্মার্থং তেন মে প্রীতিস্ত্বয্যতীব মহামুনে॥
ভবিষ্যত্যেতদখিলং গুরোর্যৎ প্রার্থিতং ত্বয়া।
মৈত্রী সমস্তভূতেষু পুত্রশ্চাস্য ভবিষ্যতি॥
মন্বন্তরাধিপঃ পুত্রো ভৌত্যো নাম ভবিষ্যতি।
মহাবলো মহাবীর্য্যো মহাপ্রাজ্ঞো গুরুস্তব॥
অনেন যশ্চ স্তোত্রেণ স্তোষ্যতে মাং সমাহিতঃ।
তস্যাখিলষিতং সর্ব্বং পুণ্যঞ্চাস্য ভবিষ্যতি॥
যজ্ঞেষু পর্ব্বকালেষু তীর্থেজ্যাহোমকর্ম্মসু।
ধর্ম্মায় পঠতামেতন্মম পুষ্টিকরং পরম্॥
অহোরাত্রকৃতং পাপং শ্রুতমেতৎ সকৃদ্দ্বিজ।
নাশয়িষ্যত্যসন্দিগ্ধং মম তুষ্টিকরং পরম্॥
অহোমকালদোষাদীন্ নষোগৈয়্যরপি তৎকৃতৈঃ।
যে দোষাস্তানিদং সদ্যঃ শময়িষ্যতি সংশ্রুতম্॥
পৌর্ণমাস্যামমাবাস্যাং পর্ব্বস্বন্যেষু প্রস্তবঃ।
মমৈষ সংশ্রুতো মর্ত্ত্যৈর্ভবিতা পাপনাশনঃ॥
মার্কণ্ডেয় উবাচ।
ইত্যুক্ত্বা ভগবানগ্নিঃ পশ্যতস্তস্য বৈ মুনে।
বভূবাদর্শনঃ সদ্যো দীপস্থো নির্বৃতো তথা॥
স চ শান্তির্গতে বহ্নৌ পরিতুষ্টেন চেতসা।
হর্ষরোমাঞ্চিততনুঃ প্রবিবেশাশ্রমং গুরোঃ॥
জাজ্বল্যমানং তত্রাসৌ গুরুধিষ্ট্যে হুতাশনম্।
দদর্শ পূর্ব্ববৎ প্রাপ ততঃ স পরমাং মুদম্॥
এতস্মিন্নন্তরে সোঽপি গুরুস্তস্য মহাত্মনঃ।
ভ্রাতুর্যবীয়সো যজ্ঞাদাজগাম স্বমাশ্রমম্॥
তস্যাগ্রতশ্চ শিষ্যোঽসৌ চক্রে পাদাভিবন্দনম্।
গৃহীতাসনপূজশ্চ তমাহ স তদা গুরুঃ॥

বৎসাতিহার্দ্দং ত্বয়ি মে তথাম্যেষু চ জন্তুষু।
ন বেদ্মি কিমিদং যচ্চেতৎ সৈতৎ কথয়াশু মে॥
ততঃ স শান্তিস্তৎ সর্ব্বমাচার্য্যায় মহামুনে।
অগ্নিনাশাদিকং বিপ্রঃ সমাচষ্টে যথাতথম্॥
তৎ শ্রুত্বা স পরিষ্বজ্য স্নেহার্দ্রনয়নো গুরুঃ।
শিষ্যায় প্রদদৌ বেদান্ সাঙ্গোপাঙ্গান্ মহামুনে॥
ভৌত্যো নাম মনুস্তস্য পুত্রো ভূতেরজায়ত।
তস্য মন্বন্তরে দেবানৃষীন্ ভূপাংশ্চ মে শৃণু॥
ভবিষ্যস্য ভবিষ্যাংস্তু গদতো মম বিস্তরাৎ।
দেবেন্দ্রো যশ্চ ভবিতা তস্য বিখ্যাতকর্ম্মণঃ॥
চাক্ষুষাশ্চ কনিষ্ঠাশ্চ পবিত্রা ভ্রাজিরাস্তথা।
ধারাবৃকাশ্চ ইত্যেতে পঞ্চ দেবগণাঃ স্মৃতাঃ॥
শুচিরিন্দ্রস্তদা তেষাং ত্রিদশানাং ভবিষ্যতি।
মহাবলো মহাবীর্য্যঃ সর্ব্বৈরিন্দ্রগুণৈর্যুতঃ॥
অগ্নীধ্রশ্চাগ্নিবাহুশ্চ শুচির্মুক্তোঽথ মাধবঃ।
শুক্রোঽজিতশ্চ সপ্তৈতে তদা সপ্তর্ষয়ঃ স্মৃতাঃ॥
গুরুর্গভীরো ব্রধ্নশ্চ ভরতোঽনুগ্রহস্তথা।
শ্রীমানী চ প্রতীরশ্চ বিষ্ণুঃ সংক্রন্দনস্তথা॥
তেজস্বী সুবলশ্চৈব ভৌত্যস্যৈতে মনোঃ সুতাঃ।
চতুর্দ্দশ ময়ৈতৎ তে মন্বন্তরমুদাহৃতম্॥
শ্রুত্বা মন্বন্তরাণীত্থং ক্রমেণ মুনিসত্তম।
পুণ্যমাপ্নোতি মনুজস্তথাক্ষীণাঞ্চ সন্ততিম্॥
শ্রুত্বা মন্বন্তরং পূর্ব্বং ধর্ম্মমাপ্নোতি মানবঃ।
স্বারোচিষস্য শ্রবণাৎ সর্ব্বকামানবাপ্নুতে॥
ঔত্তমে ধনমাপ্নোতি জ্ঞানঞ্চাপ্নোতি তামসে।
রৈবতে চ শ্রুতে বুদ্ধিং সুরূপাং বিন্দতে স্ত্রিয়ম্॥
আরোগ্যং চাক্ষুষে পুংসাং শ্রুতে বৈবস্বতে বলম্
গুণবৎপুত্রপৌত্রস্তু সূর্য্যসাবর্ণিকে শ্রুতে॥
মাহাত্ম্যং ব্রহ্মসাবর্ণে ধর্ম্মসাবর্ণিকে শুভম্।
মতিমাপ্নোতি মনুজো রুদ্রসাবর্ণিকে জয়ম্॥
জ্ঞাতিশ্রেষ্ঠো গুণৈর্যুক্তো দক্ষসাবর্ণিকে শ্রুতে।
নিশাতয়ত্যরিবলং রৌচ্যং শ্রুত্বা নরোত্তম॥
দেবপ্রসাদমাপ্নোতি ভৌত্যে মন্বন্তরে শ্রুতে।
তথাগ্নিহোত্রং পুত্রাংশ্চ গুণযুক্তানবাপ্নুতে॥
সর্ব্বাণ্যনুক্রমাদ্যশ্চ শৃণোতি মুনিসত্তম।
মন্বন্তরাণি তস্যাপি শ্রূয়তাং ফলমুত্তমম্॥
তত্র দেবানৃষীনিন্দ্রান্ মনূংস্তত্তনয়ান্ নৃপান্।
বংশাংশ্চ শ্রুত্বা সর্ব্বেভ্যঃ পাপেভ্যো বিপ্র মুচ্যতে
দেবর্ষীন্দ্রনৃপাশ্চান্তে যে তন্মন্বন্তরাধিপাঃ।
তে প্রীয়ন্তে তথা প্রীতাঃ প্রযচ্ছন্তি শুভাং মতিম্॥
ততঃ শুভাং মতিং প্রাপ্য কৃত্বা কর্ম্ম তথা শুভম্।
শুভাং গতিমবাপ্নোতি যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ॥
সর্ব্বে স্বার্থতবঃ ক্ষেম্যাঃ সর্ব্বে সৌম্যাস্তথা গ্রহাঃ
ভবন্ত্যসংশয়ং শ্রুত্বা ক্রমান্মন্বন্তরস্থিতিম্॥

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে চতুর্দ্দশ-
মন্বন্তরকথনং নাম শত-
তমোঽধ্যায়ঃ॥

একাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

—০:০—

ক্রৌষ্টুকিরুবাচ।

ভগবন্ কথিতা সম্যক্ ত্বয়া মন্বন্তরস্থিতিঃ।
ক্রমাদ্বিস্তরতস্তত্তো ময়া চৈবাবধারিতা॥
ব্রহ্মাদ্যমখিলং বংশং ভূভুজাং দ্বিজসত্তম।
শ্রোতুং মমেচ্ছতঃ সম্যগ্‌ভগবন্ প্রব্রবীহি মে॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

শৃণু বৎস নৃপাণাং ত্বমশেষাণাং সমুদ্ভবম্।
চরিতঞ্চ জগন্মূলমাদৌ কৃত্বা প্রজাপতিম্॥
অয়ং হি বংশো ভূপালৈরনেকক্রতুকর্ত্তৃভিঃ।
সংগ্রামজিদ্ভির্দ্ধর্ম্মজ্ঞৈঃ শতসংখ্যৈরলঙ্কৃতঃ॥
শ্রুত্বা চৈষাং নরেন্দ্রাণাং চরিতানি মহাত্মনাম্।
উৎপত্তয়শ্চ পুরুষঃ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥
মনুর্যত্র তথেক্ষ্বাকুরনরণ্যো ভগীরথঃ।
অন্যে চ শতশো ভূপাঃ সম্যক্ পালিতভূময়ঃ॥
ধর্ম্মজ্ঞা যজ্বিনঃ শূরাঃ সম্যক্ পরমবেদিনঃ।
শ্রুতে তস্মিন্ পুমান্ বংশে পাপৌঘাদ্বিপ্র মুচ্যতে
তদয়ং শ্রূয়তাং বংশো যতো বংশাঃ সহস্রশঃ।
ভিদ্যন্তে মনুজেন্দ্রাণামবরোহা যথা বটাৎ॥
ব্রহ্মা প্রজাপতিঃ পূর্ব্বং সিসৃক্ষুর্ব্বিবিধাঃ প্রজাঃ।
অঙ্গুষ্ঠাদ্দক্ষিণাদ্দক্ষমসৃজদ্দ্বিজসত্তম॥
বামাঙ্গুষ্ঠাচ্চ তৎপত্নীং জগৎস্থিতিকরো বিভুঃ।
সসর্জ্জ ভগবান্ ব্রহ্মা জগতাং কারণং পরম্॥
অদিতিস্তস্য দক্ষস্য কন্যাজায়ত শোভনা।
তস্যাঞ্চ কশ্যপো দেবং মার্ত্তণ্ডং সমজীজনৎ॥
ব্রহ্মস্বরূপং জগতামশেষাণাং বরপ্রদম্।
আদিমধ্যান্তভূতঞ্চ সর্গস্থিত্যন্তকর্ম্মসু॥
যতোঽখিলমিদং যস্মিন্নশেষঞ্চ স্থিতং দ্বিজ।
যৎস্বরূপং জগচ্চেদং সদেবাসুরমানুষম্॥

যঃ সর্ব্বভূতঃ সর্ব্বাত্মা পরমাত্মা সনাতনঃ।
অদিত্যামভবত্তাস্মান্ পূর্ব্বমারাধিতস্তয়া ॥
ক্রৌষ্টুকিরুবাচ।
ভগবন্ শ্রোতুমিচ্ছামি যৎ স্বরূপং বিবস্বতঃ।
যৎকারণঞ্চাদিদেবঃ সোঽভবৎ কশ্যপাত্মজঃ ॥
যথা চারাধিতো দেব্যা সোঽদিত্যা কশ্যপেন চ।
আরাধিতেন চোক্তং যৎ তেন দেবেন ভাস্বতা ॥
প্রভাবঞ্চাবতীর্ণস্য যথাবন্মুনিসত্তম।
ভবতা কথিতং সম্যক্ শ্রোতুমিচ্ছামাশেষতঃ ॥
মার্কণ্ডেয় উবাচ।
বিস্পষ্টা পরমা বিদ্যা জ্যোতির্ভা শাশ্বতী স্ফুটা।
কৈবল্যং জ্ঞানমাবির্ভূঃ প্রাকাম্যং সংবিদেব চ ॥
বোধশ্চাবগতিশ্চৈব স্মৃতির্বিজ্ঞানমেব চ।
ইত্যেতানীহ রূপাণি তস্য রূপস্য ভাস্বতঃ ॥
শ্রূয়তাঞ্চ মহাভাগ বিস্তরাদ্গদতো মম।
যৎপৃষ্টবানসি রবেরাবির্ভাবো যথাভবৎ ॥
নিষ্প্রভেঽস্মিন্ নিরালোকে সর্ব্বতস্তমসাবৃতে।
বৃহদণ্ডমভূদেকমক্ষরং কারণং পরম্ ॥
তদ্বিভেদ তদন্তঃস্থো ভগবান্ প্রপিতামহঃ।
পদ্মযোনিঃ স্বয়ং ব্রহ্মা যঃ স্রষ্টা জগতাং প্রভুঃ ॥
তন্মুখাদোমিতি মহানভূচ্ছব্দো মহামুনে।
ততো ভূস্তু ভুবস্তস্মাৎ ততশ্চ স্বরনন্তরম্
এতা ব্যাহৃতয়স্তিস্রঃ স্বরূপং তদ্বিবস্বতঃ।
ওমিত্যস্মাৎ স্বরূপাৎ তু সূক্ষ্মরূপং রবেঃ পরম্ ॥
ততো মহরিতি স্থূলং জনং স্থূলতরং ততঃ।
ততস্তপস্ততঃ সত্যমিতি মূর্ত্তানি সপ্তধা ॥
স্থিতানি তস্য রূপাণি ভবন্তি ন ভবন্তি চ।
স্বভাবভাবয়োর্ভাবং যতো গচ্ছন্তি সংশয়ম্ ॥
আদ্যন্তং যৎ পরং সূক্ষ্মমরূপং পরমং স্থিতম্।
ওমিত্যুক্তং ময়া বিপ্র তৎ পরং ব্রহ্ম তদ্বপুঃ

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে বংশানুকীর্ত্তনং
নামৈকাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

দ্ব্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ।
তস্মাদণ্ডাদ্বিভিন্নাৎ তু ব্রহ্মণোঽব্যক্তজন্মনঃ।
ঋচো বভূবুঃ প্রথমং প্রথমাদ্বদনান্মুনে ॥
জবাপুষ্পনিভাঃ সদ্যস্তেজোরূপাস্ত্বসংহতাঃ।
পৃথক্ পৃথগ্বিভিন্নাশ্চ রজোরূপবহাস্ততঃ ॥
যজূংষি দক্ষিণাদ্বক্ত্রাদনিরুদ্ধানি কাঞ্চনম্।
যাদৃগ্বর্ণং তথা বর্ণান্যসংহতিধরাণি চ ॥
পশ্চিমং যদ্বিভোর্বক্ত্রং ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ।
আবির্ভূতানি সামানি ততশ্ছন্দাংসি তান্যথ ॥
অথর্ব্বাণমশেষঞ্চ ভৃঙ্গাঞ্জনচয়প্রভম্।
যাবদ্ঘোরস্বরূপং তদাভিচারিকশান্তিকম্ ॥
উত্তরাৎ প্রকটীভূতং বদনাৎ তস্য বেধসঃ।
সুখসত্ত্বতমঃপ্রায়ং সৌম্যাসৌম্যস্বরূপবৎ ॥
ঋচো রজোগুণাঃ সত্ত্বং যজুষাঞ্চ গুণো মুনে।
তমোগুণানি সামানি তমঃসত্ত্বমথর্ব্বসু ॥
এতানি জলমানানি তেজসাপ্রতিমেন বৈ।
পৃথক্ পৃথগবস্থানং ভাজি পূর্ব্বমিবাভবন্ ॥
ততস্তদাদ্যং যৎ তেজ ওমিত্যুক্তাভিশব্দ্যতে।
তস্য স্বভাবাদ্যৎ তেজস্তৎ সমাবৃত্য সংস্থিতম্ ॥
যথা যজুর্ম্ময়ং তেজস্তদ্বৎ সাম্নাং মহামুনে।
একত্বমুপযাতানি পরে তেজসি সংশ্রয়ে ॥
শান্তিকং পৌষ্টিকঞ্চৈব তথা চৈবাভিচারিকম্।
ঋগাদিষু লয়ং ব্রহ্মন্ ত্রিতয়ং ত্রিষথাগমৎ ॥
ততো বিশ্বমিদং সদ্যস্তমোনাশাৎ সুনির্ম্মলম্ ॥
বিভাবনীয়ং বিপ্রর্ষে তির্য্যগূর্দ্ধমধস্তথা
ততস্তন্মণ্ডলীভূতং ছান্দসং তেজ উত্তমম্।
পরেণ তেজসা ব্রহ্মন্নেকত্বমুপযাতি তৎ ॥
আদিত্যসংজ্ঞামগমদাদাবেব যতোঽভবৎ।
বিশ্বস্যাস্য মহাভাগ কারণঞ্চাব্যয়াত্মকম্ ॥
প্রাতর্মধ্যন্দিনে চৈব তথা চৈবাপরাহ্নিকে।
ত্রয়ী তপতি সা কালে ঋগ্যজুঃসামসজ্ঞিতা ॥
ঋচস্তপন্তি পূর্ব্বাহ্নে মধ্যাহ্নে চ যজূংষি বৈ।
সামানি চাপরাহ্নে বৈ তপন্তি মুনিসত্তম
শান্তিকং ঋক্ষু পূর্ব্বাহ্নে যজুঃস্বন্তরপৌষ্টিকম্।
বিন্যস্তং সাম্নি সায়াহ্নে আভিচারিকমন্ততঃ ॥
মধ্যন্দিনেঽপরাহ্নে চ সমে চৈবাভিচারিকম্।
অপরাহ্নে পিতৃণাস্তু সাম্না কার্য্যাণি তানি বৈ ॥
বিসৃষ্টৌ ঋঙ্ময়ো ব্রহ্মা স্থিতৌ বিষ্ণুর্যজুর্ম্ময়ঃ।
রুদ্রঃ সামময়োঽন্তে চ তস্মাৎ তস্যাশুচির্ধ্বনিঃ ॥
তদেবং ভগবান্ ভাস্বান্ বেদাত্মা বেদসংস্থিতঃ।
বেদবিদ্যাত্মকশ্চৈব পরঃ পুরুষ উচ্যতে ॥
সর্গস্থিত্যন্তহেতুশ্চ রজঃসত্ত্বাদিকান্ গুণান্।
আশ্রিত্য ব্রহ্মবিষ্ণ্বাদিসংজ্ঞামভ্যেতি শাশ্বতঃ ॥

দেবৈঃ সদেড্যঃ স তু বেদমূর্ত্তি-
রমূর্ত্তিরাদ্যোঽখিলমর্ত্ত্যমূর্ত্তিঃ ।
বিশ্বাশ্রয়ং জ্যোতিরবেদ্যধর্ম্মা
বেদান্তগম্যঃ পরমঃ পরেভ্যঃ ॥
ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে মার্ত্তণ্ডমাহাত্ম্যে
দ্ব্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

ত্র্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

—•:০—

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

তস্য সন্তাপ্যমানে তু তেজসোর্দ্ধমধস্তথা ।
সিসৃক্ষুশ্চিন্তয়ামাস পদ্মযোনিঃ পিতামহঃ ॥
সৃষ্টিঃ কৃতাপি মে নাশং প্রয়াস্যত্যভিতেজসঃ ।
ভাস্বতঃ সৃষ্টিসংহারস্থিতিহেতোর্ম্মহাত্মনঃ ॥
অপ্রাণাঃ প্রাণিনঃ সর্ব্বে আপঃ শুষ্যন্তি তেজসা
ন চান্তসা বিনা সৃষ্টির্ব্বিশ্বস্যাস্য ভবিষ্যতি ॥
ইতি সঞ্চিন্ত্য ভগবান্ স্তোত্রং ভগবতো রবেঃ ।
চকার তন্ময়ো ভূত্বা ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

নমস্তে যন্ময়ং সর্ব্বমেতৎসর্ব্বময়শ্চ যঃ ।
বিশ্বমূর্ত্তিঃ পরং জ্যোতির্যত্তদ্ধ্যায়ন্তি যোগিনঃ ॥
য ঋঙ্ময়ো যো যজুষাং নিধানং
সাম্নাঞ্চ যো যোনিরচিন্ত্যশক্তিঃ ।
ত্রয়ীময়ঃ স্থূলতয়ার্দ্ধমাত্রা-
পরস্বরূপো গুণপারযোগ্যঃ ॥
ত্বং সর্ব্বহেতুং পরমেড্যবেদ্য-
মাদৌ পরংজ্যোতিরবহ্নিরূপম্ ।
স্থূলঞ্চ দেবাত্মতয়া নমস্তে
ভাস্বন্তমাদ্যং পরমং পরেভ্যঃ ॥
সৃষ্টিং করোমি যদহং তব শক্তিরাদ্যা
তৎপ্রেরিতো জলমহীপবনাগ্নিরূপাম্ ।
তদ্দৈবতাদিবিষয়াং প্রণবাদ্যশেষাং
নাত্মেচ্ছয়া স্থিতিলয়াবপি তদ্বদেব ॥
বহ্নিস্ত্বমেব জলশোষণতঃ পৃথিব্যাঃ
সৃষ্টিং করোমি জগতাঞ্চ তথাদ্যপাকম্ ।
ব্যাপী ত্বমেব ভগবন্ গগনস্বরূপং
ত্বং পঞ্চধা জগদিদং পরিপাসি বিশ্বন্ ।
যজ্ঞৈর্যজন্তি পরমা অবিদোভবন্তং
বিষ্ণুস্বরূপমখিলেষ্টি ময়ং বিবস্বন্ ।
ধ্যায়ন্তি চাপি যতয়ো নিয়তাত্মচিত্তাঃ
সর্ব্বেশ্বরং পরমমাত্মবিমুক্তিকামাঃ ॥
নমস্তে দেবরূপায় যজ্ঞরূপায় তে নমঃ ।
পরব্রহ্মস্বরূপায় চিন্ত্যমানায় যোগিভিঃ ॥
উপসংহর তেজো যৎ তেজসঃ সংহতিস্তব ।
সৃষ্টের্ব্বিঘাতায় বিভো সৃষ্টৌ চাহং সমুদ্যতঃ ॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

ইত্যেবং স স্তুতো ভাস্বান্ ব্রহ্মণা সর্গকর্ত্তৃণা ।
উপসংহৃতবাংস্তেজঃ পরং স্বল্পমধারয়ৎ ॥
চকার চ ততঃ সৃষ্টিং জগতঃ পদ্মসম্ভবঃ ।
তথা তেষু মহাভাগঃ পূর্ব্বকল্পান্তরেষু বৈ ॥
দেবাসুরাদীন্ মর্ত্ত্যাংশ্চ পশ্বাদীন্ বৃক্ষবীরুধঃ ।
সসর্জ্জ পূর্ব্ববদ্‌ব্রহ্মা নরকাংশ্চ মহামুনে ॥
ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে আদিত্যস্তবো
নাম ত্র্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

চতুরধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

—:*:—

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

সৃষ্ট্বা জগদিদং ব্রহ্মা প্রবিভাগমথাকরোৎ ।
বর্ণাশ্রমসমুদ্রাদ্রিদ্বীপানাং পূর্ব্ববদ্যথা ॥
দেবদৈত্যোরগাদীনাং রূপস্থানানি পূর্ব্ববৎ ।
ব্রহ্মণস্তনয়ো যোঽভূন্মরীচিরিতি বিশ্রুতঃ ।
কশ্যপস্তস্য পুত্রোঽভূৎ কাশ্যপো নাম নামতঃ ॥
দক্ষস্য তনয়া ব্রহ্মন্ তস্য ভার্য্যাস্ত্রয়োদশ ।
বহবস্তৎসুতাশ্চাসন্ দেবদৈত্যোরগাদয়ঃ ॥
অদিতির্জ্জনয়ামাস দেবাংস্ত্রিভুবনেশ্বরান্ ।
দৈত্যান্ দিতির্দ্দনুশ্চোগ্রান্ দানবানুরুবিক্রমান্ ॥
গরুড়ারুণৌ চ বিনতা যক্ষরক্ষাংসি বৈ খগা ॥
কদ্রুঃ সুষাব নাগাংশ্চ গন্ধর্ব্বান্ সুষুবে মুনিঃ ॥
ক্রোধায়া জজ্ঞিরে কুল্যা রিষ্টায়াশ্চাপ্সরোগণাঃ ।
ঐরাবতাদীন্ মাতঙ্গানিরা চ সুষুবে দ্বিজ ॥
তাম্রা চ সুষুবে শ্যেনীপ্রমুখাঃ কন্যকা দ্বিজ ।
যাসাং প্রসূতাঃ খগমাঃ শ্যেনভাসশুকাদয়ঃ ॥
ইলায়াঃ পাদপা জাতাঃ প্রধায়াঃ পতত্রাং গণাঃ ।
অদিত্যাং যা সমুৎপন্না কশ্যপস্যেতি সন্ততিঃ ।
তস্যাশ্চ পুত্রদৌহিত্রৈঃ পৌত্রদৌহিত্রিকাদিভিঃ ।
ব্যাপ্তমেতজ্জগৎ সৃষ্ট্যা তেষাং তাসাঞ্চ বৈ মুনে

তেষাং কশ্যপপুত্রাণাং প্রধানা দেবতাগণাঃ।
সাত্ত্বিকা রাজসাশ্চৈতে তামসাশ্চ মুনে গণাঃ॥
দেবান্ যজ্ঞভুজশ্চক্রে তথা ত্রিভুবনেশ্বরান্।
ব্রহ্মা ব্রহ্মবিদাং শ্রেষ্ঠঃ পরমেষ্ঠী প্রজাপতিঃ॥
তানবাধন্ত সহিতাঃ সপত্না দৈত্যদানবাঃ।
রাক্ষসাশ্চ তথা যুদ্ধং তেষামাসীৎ সুদারুণম্॥
দিব্যং বর্ষসহস্রন্তু পরাজীয়ন্ত দেবতাঃ।
জয়িনশ্চাভবন্ বিপ্র বলিনো দৈত্যদানবাঃ॥
ততো নিরাকৃতান্ পুত্রান্ দৈতেয়ৈর্দানবৈস্তথা।
হৃতত্রিভুবনান্ দৃষ্ট্বা অদিতির্মুনিসত্তম॥
আচ্ছিন্নযজ্ঞভাগাংশ্চ শুচা সম্পীড়িতা ভৃশম্।
আরাধনায় সবিতুঃ পরং যত্নং প্রচক্রমে॥
একাগ্রা নিয়তাহারা পরং নিয়মমাস্থিতা।
তুষ্টাব তেজসাং রাশিং গগনস্থং দিবাকরম্॥

অদিতিরুবাচ।

নমস্তুভ্যং পরাং সূক্ষ্মাং সৌবর্ণীং বিভ্রতে তনুম্।
ধাম ধামবতামীশ ধামাধার শাশ্বত॥
জগতামুপকারায় তপাপস্তব গোপতে।
আদদানস্য যদ্রূপং তীব্রং তস্মৈ নমাম্যহম্॥
গ্রহীতুমষ্টমাসেন কালেনেন্দুময়ং রসম্।
বিভ্রতস্তব যদ্রূপমতিতীব্রং নতাস্মি তৎ॥
তমেব মুঞ্চতঃ সর্ব্বং রসং বৈ বর্ষণায় যৎ।
রূপমাপ্যায়কং ভাস্বংস্তস্মৈ মেঘায় তে নমঃ॥
বায়ুর্যুৎসর্গবিনিষ্পন্নমশেষঞ্চৌষধীগণম্।
পাকায় তব যদ্রূপং ভাস্করং তং নমাম্যহম্॥
যচ্চ রূপং তবাতীব হিমোৎসর্গাদিশীতলম্।
তৎকালশস্যপোষায় তরণে তস্য তে নমঃ॥
নাতিতীব্রঞ্চ যদ্রূপং নাতিশীতঞ্চ যৎ তব।
বসন্তর্ত্তৌ রবে সৌম্যং তস্মৈ দেব নমো নমঃ॥
আপ্যায়নমশেষাণাং দেবানাঞ্চ তথাপরম্।
পিতৃণাঞ্চ নমস্তস্মৈ শস্যানাং পাকহেতবে॥
যদ্রূপং জীবনায়ৈকং বীরুধামমৃতাত্মকম্।
পীয়তে দেবপিতৃভিস্তস্মৈ সোমাত্মনে নমঃ॥
আভ্যাং যদর্করূপাভ্যাং রূপং বিশ্বময়ং তব।
সমেতমগ্নীষোমাভ্যাং নমস্তস্মৈ গুণাত্মনে॥
যদ্রূপমৃগ্যজুঃ সাম্নামৈক্যেন তপতে তব।
বিশ্বমেতৎ ত্রয়ীসংজ্ঞং নমস্তস্মৈ বিভাবসো॥
যৎ তু তস্মাৎ পরং রূপমোমিত্যুক্ত্বাভিশব্দিতম্।
অস্থূলানন্তমমলং নমস্তস্মৈ সদাত্মনে॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

এবং সা নিয়তা দেবী চক্রে স্তোত্রমহর্নিশম্।
নিরাহারা বিবস্বন্তমারিরাধয়িষুর্মুনে॥
ততঃ কালেন মহতা ভগবাংস্তপনোঽব্যয়ে।
প্রত্যক্ষতামগাদস্যা দাক্ষায়ণ্যা দ্বিজোত্তম॥
সা দদর্শ মহাকূটং তেজসোঽম্বরসংশ্রিতম্।
ভূমৌ চ সংস্থিতং ভাস্বজ্জ্বালামালাতিদুর্দ্দৃশম্॥
তং দৃষ্ট্বা সা তদা দেবী সাধ্বসং পরমং গতা।
জগাদ মে প্রসীদেতি ন ত্বাং পশ্যামি গোপতে।
যথা দৃষ্টবতী পূর্ব্বমম্বরস্থং সুদুর্দ্দৃশম্।
নিরাহারা বিবস্বন্তং তপন্তং তদনন্তরম্॥
সঙ্ঘাতং তেজসাং তদ্বদিহ পশ্যামি ভূতলে।
প্রসাদং কুরু পশ্যেয়ং যদ্রূপং তে দিবাকর।
ভক্তানুকম্পক বিভো ভক্তাহং পাহি মে সুতান্॥

ত্বং ধাতা বিসৃজসি বিশ্বমেতৎ
ত্বং পাসি স্থিতিকরণায় সম্প্রবৃত্তঃ।
ত্বয্যন্তে লয়মখিলং প্রয়াতি তদ্বৎ
ত্বত্তোঽন্যা ন হি গতিরস্তি সর্ব্বলোকে॥
ত্বং ব্রহ্মা হরিরজসংজ্ঞিতস্ত্বমিন্দ্রো
বিত্তেশঃ পিতৃপতিরম্বুপতিঃ সমীরঃ।
সোমোঽগ্নির্গগনমহীধরোঽব্ধিরেব
কিং স্তব্যং তব সকলাত্মরূপ ধাম্নঃ॥
যজ্ঞেশ ত্বামনুদিনমাত্মকর্ম্মসক্তাঃ
স্তুবন্তো বিবিধপদৈর্দ্বিজা যজন্তি।
ধ্যায়ন্তো বিনিহিতচেতসো ভবন্তং
যোগস্থাঃ পরমপদং প্রযান্তি যোগমূর্ত্যা॥
তপসি পচসি বিশ্বং পাসি ভস্মীকরোষি
প্রকটয়সি ময়ূখৈর্হ্লাদয়স্যম্বুগর্ভৈঃ।
সৃজসি পুনরপি ত্বং ভাবনাস্বচ্যুতাসু
প্রণমিতসুরমর্ত্ত্যঃ পাপকৃদ্ভিস্ত্বগম্যঃ॥

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে দিবাকরস্তুতির্নাম
চতুরধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥

পঞ্চাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ততঃ স্বতেজসস্তস্মাদাবির্ভূতো বিভাবসুঃ।
অদৃশ্যত তদাদিত্যস্তপ্ততাম্রোপমঃ প্রভুঃ॥

অথ তাং প্রণতাং দেবীং প্রত্য সন্দর্শনাম্মুনে।
প্রাহ ভাস্বান্ বৃণুষ্বেষ্টং বরং মত্তো যমিচ্ছসি ॥
প্রণতা শিরসা সা চ জানুপীড়িতমেদিনী।
প্রত্যুবাচ বিবস্বন্তং বরদং সমুপস্থিতম্ ॥
দেব প্রসীদ পুত্ত্রাণাং হৃতং ত্রিভুবনং মম।
যজ্ঞভাগাশ্চ দৈত্যৈশ্চ দানবৈশ্চ বলাধিকৈঃ ॥
তন্নিমিত্তপ্রসাদং ত্বং কুরুষ্ব মম গোপতে।
অংশেন তেষাং ভ্রাতৃত্বং গত্বা নাশয় তদ্রিপূন্ ॥
যথা মে তনয়া ভূয়ো যজ্ঞভাগভুজঃ প্রভো।
ভবেযুরধিপাশ্চৈব ত্রৈলোক্যস্য দিবাকর ॥
তথানুকম্পা পুত্ত্রাণাং সুপ্রসন্নো রবে মম।
কুরু প্রপন্নার্ত্তিহর স্থিতিকর্ত্তা ত্বমুচ্যতে ॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ততস্তামাহ ভগবান্ ভাস্করো বারিতস্করঃ।
প্রণতামদিতিং বিপ্র প্রসাদসুমুখো বিভুঃ ॥
সহস্রাংশেন তে গর্ভে সম্ভূয়াহমশেষতঃ।
ত্বৎপুত্রশত্রূনদিতে নাশয়াম্যাশু নির্বৃতাঃ ॥
ইত্যুক্ত্বা ভগবান্ ভাস্বানন্তর্দ্ধানমুপাগমৎ।
নিবৃত্তা সাপি তপসঃ সম্প্রাপ্তাখিলবাঞ্ছিতা ॥
ততো রশ্মিসহস্রস্য সৌষুম্নাখ্যো রবেঃ করঃ।
বিপ্রাবতারং সঞ্চক্রে দেবমাতুরথোদরে ॥
কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদীনি সা চ চক্রে সমাহিতা।
শুচিনী ধারয়ামাস দিব্যং গর্ভমিতি দ্বিজঃ ॥
ততস্তাং কশ্যপঃ প্রাহ কিঞ্চিৎকোপপ্লুতাক্ষরম্।
কিং মারয়সি গর্ভাণ্ডমিতি নিত্যোপবাসিনী ॥
সা চ তং প্রাহ গর্ভাণ্ডমেতৎ পশ্যসি কোপন।
ন মারিতং বিপক্ষাণাং মৃত্যবে তদ্ভবিষ্যতি ॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা তং তদা গর্ভমুৎসসর্জ্জ সুরারণিঃ।
জাজ্বল্যমানং তেজোভিঃ পত্যুর্বচনকোপিতা ॥
তং দৃষ্ট্বা কশ্যপো গর্ভমুদ্যদ্ভাস্করবর্চ্চসম্।
তুষ্টাব প্রণতো ভূত্বা ঋগ্ভিরাদ্যাভিরাদরাৎ ॥
সংস্তূয়মানঃ স তদা গর্ভাণ্ডাৎ প্রকটোঽভবৎ।
পদ্মপত্রসবর্ণাভস্তেজসা ব্যাপ্তদিঙ্মুখঃ ॥
অথান্তরীক্ষাদাভাষ্য কশ্যপং মুনিসত্তমম্।
সতোয়মেঘগম্ভীরবাগুবাচাশরীরিণী ॥
মারিতং তে যতঃ প্রোক্তমেতদণ্ডং ত্বয়া মুনে।
তস্মান্মুনে সুতস্তেঽয়ং মার্ত্তণ্ডাখ্যো ভবিষ্যতি ॥
সূর্য্যাধিকারঞ্চ বিভুর্জ্জগত্যেষ করিষ্যতি।
হনিষ্যত্যসুরাংশ্চায়ং যজ্ঞভাগহরানরীন্ ॥

দেবা নিশম্যেতি বচো গগনাৎ সমুপাগমন্।
প্রহর্ষমতুলং যাতা দানবাশ্চ হতৌজসঃ ॥
ততো যুদ্ধায় দৈতেয়ানাজুহাব শতক্রতুঃ।
সহ দেবৈর্মুদা যুক্তা দানবাশ্চ সমভ্যয়ুঃ ॥
তেষাং যুদ্ধমভূদ্ঘোরং দেবানামসুরৈঃ সহ।
শস্ত্রাস্ত্রদীপ্তিসন্দীপ্তং সমস্তভুবনান্তরম্ ॥
তস্মিন্ যুদ্ধে ভগবতা মার্ত্তণ্ডেন নিরীক্ষিতাঃ ॥
তেজসা দহ্যমানাস্তে ভস্মীভূতা মহাসুরাঃ ॥
ততঃ প্রহর্ষমতুলং প্রাপ্তাঃ সর্ব্বে দিবৌকসঃ।
তুষ্টুবুস্তেজসাং যোনিং মার্ত্তণ্ডমদিতিং তথা ॥
স্বাধিকারাংস্তথা প্রাপ্তা যজ্ঞভাগাংশ্চ পূর্ব্ববৎ।
ভগবানপি মার্ত্তণ্ডঃ স্বাধিকারমথাকরোৎ ॥
কদম্বপুষ্পবদ্ভাস্বানধশ্চোর্দ্ধঞ্চ রশ্মিভিঃ।
বৃত্তাগ্নিপিণ্ডসদৃশো দধ্রে নাতিস্ফুরদ্বপুঃ ॥

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে মার্ত্তণ্ডোৎপত্তির্নাম পঞ্চাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ষড়ধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

—০ঃ০—

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

অথ তস্মৈ দদৌ কন্যাং সংজ্ঞাং নাম বিবস্বতে।
প্রসাদ্য প্রণতো ভূত্বা বিশ্বকর্ম্মা প্রজাপতিঃ ॥
বৈবস্বতস্য সম্ভূতো মনুস্তস্যাং বিবস্বতঃ।
পূর্ব্বমেব তথাখ্যাতং তৎস্বরূপং বিশেষতঃ ॥
ত্রীণ্যপত্যান্যসৌ তস্যাং জনয়ামাস গোপতিঃ।
দ্বৌ পুত্ত্রৌ সুমহাভাগৌ কন্যাঞ্চ যমুনাং মুনে ॥
মনুর্বৈবস্বতো জ্যেষ্ঠঃ শ্রাদ্ধদেবঃ প্রজাপতিঃ।
ততো যমো যমী চৈব যমলৌ সম্বভূবতুঃ ॥
যৎ তেজোঽভ্যধিকং তস্য মার্ত্তণ্ডস্য বিবস্বতঃ।
তেনাতিতাপয়ামাস ত্রীন্ লোকান্ সচরাচরান্ ॥
গোলাকারন্তু তং দৃষ্ট্বা সংজ্ঞা রূপং বিবস্বতঃ।
অসহন্তী মহৎ তেজঃ স্বচ্ছায়াং প্রেক্ষ্য সাব্রবীৎ

সংজ্ঞোবাচ।

অহং যাস্যামি ভদ্রং তে স্বমেব ভবনং পিতুঃ।
নির্ব্বিকারং ত্বয়াপ্যত্র স্থেয়ং মচ্ছাসনাচ্ছুভে ॥
ইমৌ চ বালকৌ মহ্যং কন্যা চ বরবর্ণিনী।
সম্ভাব্যো নৈব চাখ্যেয়মিদং ভগবতে ত্বয়া ॥

ছায়োবাচ।

আ কেশগ্রহণাদ্দেবি আ শাপান্নৈব কর্হিচিৎ।

আখ্যাস্যামি মতং তুভ্যং গম্যতাং যত্র বাঞ্ছিতম্ ॥
ইত্যুক্তা চ্ছায়য়া সংজ্ঞা জগাম পিতৃমন্দিরম্ ।
তত্রাবসৎ পিতুর্গেহে কঞ্চিৎ কালং শুভেক্ষণা ॥
ভর্ত্তুঃ সমীপং যাহীতি পিত্রোক্তা সা পুনঃ পুনঃ ।
অগচ্ছদ্বড়বা ভূত্বা কুরূন্ বিপ্রোত্তরাংস্ততঃ ॥
তত্র তেপে তপঃ সাধ্বী নিরাহারা মহামুনে ॥
পিতুঃ সমীপং যাতায়াঃ সংজ্ঞায়া বাক্যতৎপরা ।
তদ্রূপধারিণী চ্ছায়া ভাস্করং সমুপস্থিতা ॥
তস্যাঞ্চ ভগবান্ সূর্য্যঃ সংজ্ঞায়ামিতি চিন্তয়ন্ ।
তথৈব জনয়ামাস দ্বৌ সুতৌ কন্যকাং তথা ॥
পূর্ব্বজস্য মনোস্তুল্যঃ সাবর্ণিস্তেন সোঽভবৎ ।
যস্তয়োঃ প্রথমং জাতঃ পুত্রয়োর্দ্বিজসত্তম ॥
দ্বিতীয়ো যোঽভবচ্চান্যঃ স গ্রহোঽভূচ্ছনৈশ্চরঃ ।
কন্যাভূৎ তপতী যা তাং বব্রে সংবরণো নৃপঃ ॥
সংজ্ঞা তু পার্থিবী তেষামাত্মজানাং যথাকরোৎ ।
স্নেহান্ন পূর্ব্বজাতানাং তথা কৃতবতী সতী ॥
মনুস্তৎ ক্ষান্তবাংস্তস্যা যমশ্চাস্যা ন চক্ষমে ।
বহুশো যাচ্যমানস্তু পিতুঃ পত্ন্যা সুদুঃখিতঃ ॥
স বৈ কোপাচ্চ বাল্যাচ্চ ভাবিনোঽর্থস্য বৈ বলাৎ
পদা সন্তর্জ্জয়ামাস চ্ছায়াসংজ্ঞাং যমো মুনে ।
ততঃ শশাপ চ যমং ছায়া সামর্ষিণী ভৃশম্ ॥

ছায়োবাচ ।

পদা তর্জ্জয়সে যস্মাৎ পিতৃভার্য্যাং গরীয়সীম্ ।
তস্মাৎ তবৈব চরণঃ পতিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥
যমস্তু তেন শাপেন ভৃশং পীড়িতমানসঃ ।
মনুনা সহ ধর্ম্মাত্মা সর্ব্বং পিত্রে ন্যবেদয়ৎ ॥

যম উবাচ ।

স্নেহেন তুল্যমস্মাসু মাতা দেব ন বর্ত্ততে ।
বিসৃজ্য জ্যায়সোঽপ্যস্মান্ কনীয়াংসৌ বুভূর্ষতি ॥
তস্যাং ময়োদ্যতঃ পাদো ন তু দেহে নিপাতিতঃ
বাল্যাদ্বা যদি বা মোহাৎ তদ্ভবান্ ক্ষন্তুমর্হতি ॥
শপ্তোঽহং তাত কোপেন জনন্যা তনয়ো যতঃ ।
ততো ন মন্যে জননীমিমাং বৈ তপতাং বর ॥
বিগুণেষ্বপি পুত্রেষু ন মাতা বিগুণা পিতঃ ।
পাদস্তে পততাং পুত্র কথমেতৎ প্রবক্ষ্যতি ॥
তব প্রসাদাচ্চরণো ন পতেদ্ভগবান্ যথা ।
মাতৃশাপাদয়ং মেঽদ্য তথা চিন্তয় গোপতে ॥

রবিরুবাচ ।

অসংশয়মিদং পুত্র ভবিষ্যত্যত্র কারণম্ ।
যেন ত্বামাবিশৎ ক্রোধো ধর্ম্মজ্ঞং সত্যবাদিনম্ ॥
সর্ব্বেষামেব শাপানাং প্রতিঘাতো হি বিদ্যতে ।
ন তু মাত্রাভিশপ্তানাং কচিচ্ছাপনিবর্ত্তনম্ ॥
ন শক্যমেতন্মিথ্যা তু কর্ত্তুং মাতুর্বচস্তব ।
কিঞ্চিৎ তব বিধাস্যামি পুত্রস্নেহাদনুগ্রহম্ ॥
কৃময়ো মাংসমাদায় প্রয়াস্যন্তি মহীতলম্ ।
কৃতং তস্যা বচঃ সত্যং ত্বঞ্চ ত্রাতো ভবিষ্যসি ॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

আদিত্যস্ত্বব্রবীচ্ছায়াং কিমর্থং তনয়েষু বৈ ।
তুল্যেষ্বপ্যধিকঃ স্নেহ একত্র ক্রিয়তে ত্বয়া ॥
নূনং নৈষাং ত্বং জননী সংজ্ঞা কাপি ত্বমাগতা ।
বিগুণেষ্বপ্যপত্যেষু কথং মাতা শপেৎ সুতম্ ॥
সা তৎ পরিহরন্তী চ নাচচক্ষে বিবস্বতঃ ।
স চাত্মানং সমাধায় যুক্তস্তত্ত্বমপশ্যত ॥
তং শপ্তুমুদ্যতং দৃষ্ট্বা চ্ছায়াসংজ্ঞা দিবস্পতিম্ ।
ভয়েন কম্পতী ব্রহ্মন্ যথাবৃত্তং ন্যবেদয়ৎ ॥
বিবস্বাংস্তু ততঃ ক্রুদ্ধঃ শ্রুত্বা শ্বশুরমভ্যগাৎ ।
স চাপি তং যথান্যায়মর্চ্চয়িত্বা দিবাকরম্ ॥
নির্দ্দগ্ধুকামং রোষেণ সান্ত্বয়ামাস সুব্রতঃ ॥

বিশ্বকর্ম্মোবাচ ।

তবাতিতেজসা ব্যাপ্তমিদং রূপং সুদুঃসহম্ ।
অসহন্তী ততঃ সংজ্ঞা বনে চরতি বৈ তপঃ ॥
দ্রক্ষ্যতে তাং ভবানদ্য স্বভার্য্যাং শুভচারিণীম্ ।
রূপার্থং ভবতোঽরণ্যে চরন্তীং সুমহৎ তপঃ ॥
শ্রুতং মে ব্রহ্মণো বাক্যং যদি তে দেব রোচতে ।
রূপং নির্ব্বর্ত্তয়াম্যেতৎ তব কান্তং দিবস্পতে ॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

যতো হি ভাস্বতো রূপং প্রাগাসীৎ পরিমণ্ডলম্
ততস্তথেতি তং প্রাহ ত্বষ্টারং ভগবান্ রবিঃ ॥
বিশ্বকর্ম্মা ত্বনুজ্ঞাতঃ শাকদ্বীপে বিবস্বতঃ ।
ভ্রমিমারোপ্য তৎ তেজঃ শাতনায়োপচক্রমে ॥
ভ্রমতাশেষজগতাং নাভিভূতেন ভাস্বতা ।
সমুদ্রাদ্রিবনোপেতা সারুরোহ মহী নভঃ ॥
গগনঞ্চাখিলং ব্রহ্মন্ সচন্দ্রগ্রহতারকম্ ।
অধো গতং মহাভাগ বভূবাক্ষিপ্তমাকুলম্ ॥
বিক্ষিপ্তসলিলাঃ সর্ব্বে বভূবুশ্চ তথাব্ধয়ঃ ।
ব্যভিদ্যন্ত মহাশৈলাঃ শীর্ণসানুনিবন্ধনাঃ ॥
ধ্রুবাধারাণ্যশেষাণি ধিষ্ণ্যানি মুনিসত্তম ।
ত্রুট্যদ্রশ্মিনিবন্ধানি অধো জগ্মুঃ সহস্রশঃ ॥
বেগভ্রমণসঞ্জাতবায়ুক্ষিপ্তাঃ সমন্ততঃ ।
বাশীর্য্যন্ত মহামেঘা ঘোররাববিচারিণঃ ॥

ভাবত্ত্ৰমণবিভ্ৰান্তং ভূম্যাকাশরসাতলম্।
জগাদাকুলমত্যর্থং তদাসীন্মুনিসত্তম ॥
ত্রৈলোক্যে সকলে বিপ্র ভ্রমমাণে সুরর্ষয়ঃ।
দেবাশ্চ ব্রহ্মণা সার্দ্ধং ভাস্বন্তমভিতুষ্টুবুঃ ॥
আদিদেবোঽসি দেবানাং জাতমেতৎ স্বরূপতঃ।
সর্গস্থিত্যন্তকালেষু ত্রিধা ভেদেন তিষ্ঠসি ॥
স্বস্তি তেঽস্তু জগন্নাথ ঘর্ম্মবর্ষাহিমাকর।
জুষস্ব শান্তিং লোকানাং দেবদেব দিবাকর ॥
ইন্দ্রশ্চাগত্য তং দেবং লিখ্যমানং যথাস্তবৎ।
জয় দেব জগদ্ব্যাপিন্ জয়াশেষজগৎপতে ॥
ঋষয়শ্চ ততঃ সপ্ত বশিষ্ঠাত্রিপুরোগমাঃ।
তুষ্টুবুর্বিবিধৈঃ স্তোত্রৈঃ স্বস্তিস্বস্তীতিবাদিনঃ ॥
বেদোক্তাভিরথাগ্র্যাভির্বালিখিল্যাশ্চ তুষ্টুবুঃ।
ভাস্বন্তং ঋগ্‌ভিরাদ্যাভির্লিখ্যমানং মুদা যুতাঃ ॥
ত্বং নাথ মোক্ষিণাং মোক্ষো ধ্যেয়স্ত্বং ধ্যানিনাং পরঃ
ত্বং গতিঃ সর্ব্বভূতানাং কর্ম্মকাণ্ডেঽপি বর্ত্ততাম্ ॥
শং প্রজাভ্যোঽস্তু দেবেশ শং নোঽস্তু জগতাং পতে
শং নোঽস্তু দ্বিপদে নিত্যং শং নশ্চাস্তু চতুষ্পদে ॥
ততো বিদ্যাধরগণা যক্ষরাক্ষসপন্নগাঃ।
কৃতাঞ্জলিপুটাঃ সর্ব্বে শিরোভিঃ প্রণতা রবিম্ ॥
ঊচুরেবংবিধা বাচো মনঃশ্রোত্রসুখাবহাঃ।
সহ্যং ভবতু তে তেজো ভূতানাং ভূতভাবন ॥
ততো হাহাহুহুশ্চৈব নারদস্তুম্বুরুস্তথা।
উপগায়িতুমারব্ধা গান্ধর্ব্বকুশলা রবিম্ ॥
ষড়্‌জমধ্যমগান্ধারগ্রামত্রয়বিশারদাঃ।
মূর্চ্ছনাভিশ্চ তালৈশ্চ সপ্রয়োগৈঃ সুখপ্রদম্ ॥
বিশ্বাচী চ ঘৃতাচী চ উর্ব্বশ্যথ তিলোত্তমা।
মেনকা সহজন্যা চ রম্ভা চাপ্সরসাং বরাঃ ॥
ননৃতুর্জগতামীশে লিখ্যমানে বিভাবসৌ।
হাবভাববিলাসাঢ্যান্ কুর্ব্বন্ত্যোঽভিনয়ান্ বহূন্ ॥
প্রাবাদ্যন্ত ততস্তত্র বেণুবীণাদিদর্দ্দরাঃ।
পণবাঃ পুষ্করাশ্চৈব মৃদঙ্গাঃ পটহানকাঃ।
দেবদুন্দুভয়ঃ শঙ্খাঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥
গায়দ্ভিশ্চৈব গন্ধর্ব্বৈর্নৃত্যদ্ভিশ্চাপ্সরোগণৈঃ।
তূর্য্যবাদিত্রঘোষৈশ্চ সর্ব্বং কোলাহলীকৃতম্ ॥
ততঃ কৃতাঞ্জলিপুটা ভক্তিনম্রাত্মমূর্ত্তয়ঃ।
লিখ্যমানং সহস্রাংশুং প্রণেমুঃ সর্ব্বদেবতাঃ ॥
ততঃ কোলাহলে তস্মিন্ সর্ব্বদেবসমাগমে।
তেজসঃ শাতনং চক্রে বিশ্বকর্ম্মা শনৈঃ শনৈঃ ॥
ইতি হিমজলঘর্ম্মকালহেতো-
র্হরকমলাসনবিষ্ণুসংস্তুতস্য।
তনুপরিলিখনং নিশম্য ভানো-
র্ব্রজতি দিবাকরলোকমায়ুষোঽন্তে ॥
ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে ভানুতনুলিখনে
ষড়ধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

সপ্তাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

লিখ্যমানে ততো ভানৌ বিশ্বকর্ম্মা প্রজাপতিঃ।
উদ্ভূতপুলকঃ স্তোত্রমিদং চক্রে বিবস্বতঃ ॥
বিবস্বতে প্রণতহিতানুকম্পিনে
মহাত্মনে সমজবসপ্তসপ্তয়ে।
সুতেজসে কমলকুলাববোধিনে
নমস্তমঃপটলপটাবপাটিনে ॥
পাবনাতিশয়পুণ্যকর্ম্মণে
নৈককামবিষয়প্রদায়িনে।
ভাস্বরানলময়ূখশায়িনে
সর্ব্বলোকহিতকারিণে নমঃ ॥
অজায় লোকত্রয়কারণায়
ভূতাত্মনে গোপতয়ে বৃষায়।
নমো মহাকারুণিকোত্তমায়
সূর্য্যায় চক্ষুঃপ্রভবালয়ায় ॥
বিবস্বতে জ্ঞানভৃতান্তরাত্মনে
জগৎপ্রতিষ্ঠায় জগদ্ধিতৈষিণে।
স্বয়ম্ভুবে লোকসমস্তচক্ষুষে
সুরোত্তমায়ামিততেজসে নমঃ ॥
ক্ষণমুদয়াচলমৌলিমালঃ
সুরগণসহিতো হিতো জগতঃ।
ত্বমুরুময়ূখসহস্রবপু-
র্জগতি বিভাসি তমাংসি সূদন্ ॥
ভবতিমিরাসবপানমদাৎ
ভবতি বিলোহিতবিগ্রহাৎ।
মিহির বিভাসি যতঃ সুতরাং
ত্রিভুবনভাবনভানিকরৈঃ ॥
রথমধিরুহ্য সমাবয়বং
চারু বিকম্পিতমুক্ত কচিয়ম্।
সততমখিলহরৈর্জ্জগবন্
চরসি জগদ্ধিতায় বিভক্তম্ ॥

অমৃতসুধাংশুরসেন সদং
বিবুধ পিতৃনপি তর্পয়সে ।
অরিগণসূদন তেন তব
প্রণিপত্য লিখামি জগদ্ধিতায় ॥
শুকসমবর্ণহয় প্রথিতং
তব পদপাংশুপবিত্রতলম্ ।
নতজনবৎসল মাং প্রণতং
ত্রিভুবনপাবন পাহি রবে ॥
ইতি সকলজগৎপ্রসূতিভূতং
ত্রিভুবনপাবনধামভূতম্ ।
রবিমখিলজগৎপ্রদীপভূতং
দেবং প্রণতোঽস্মি বিশ্বকর্ম্মাণম্ ॥

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে সূর্য্যস্তবনং নাম সপ্তাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

অষ্টাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

—:*:—

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

এবং সূর্য্যস্তবং কুর্ব্বন্ বিশ্বকর্ম্মা দিবস্পতেঃ ।
তেজসঃ ষোড়শং ভাগং মণ্ডলস্থমধারয়ৎ ॥
শাতিতৈস্তেজসো ভাগৈর্দশভিঃ পঞ্চভিস্তথ ।
অতীব কান্তিমচ্চারু ভানোরাসীৎ তদা বপুঃ ॥
শাতিতঞ্চাস্য যৎ তেজস্তেন চক্রং বিনির্ম্মিতম্ ।
বিষ্ণোঃ শূলঞ্চ শর্ব্বস্য শিবিকা ধনদস্য চ ।
দণ্ডঃ প্রেতপতেঃ শক্তির্দেবসেনাপতেস্তথা ॥
অন্যেষাঞ্চৈব দেবানামায়ুধানি স বিশ্বকৃৎ ।
চকার তেজসা ভানোর্ভাসুরাণ্যরিশান্তয়ে ॥
ইতি শাতিততেজাঃ স শুশুভে নাতিতেজসা ।
বপুর্দ্দধার মার্ত্তণ্ডঃ সর্ব্বাবয়বশোভনম্ ॥
স দদর্শ সমাধিস্থঃ স্বাং ভার্য্যাং বড়বাকৃতিম্ ।
অধৃষ্যাং সর্ব্বভূতানাং তপসা নিয়মেন চ ॥
উত্তরাংশ্চ কুরূন্ গত্বা ভূত্বাশ্বো তামুপাগমৎ ।
সা চ দৃষ্ট্বা তমায়ান্তং পরপুংসো বিশঙ্কয়া ॥
জগাম সম্মুখং তস্য পৃষ্ঠরক্ষণতৎপরা ।
ততশ্চ নাসিকাযোগং তয়োস্তত্র সমেতয়োঃ ॥
বড়বায়াঞ্চ তৎ তেজো নাসিকাভ্যাং বিবস্বতঃ ।
দেবৌ তত্র সমুৎপন্নাবশ্বিনৌ ভিষজাং বরৌ ॥
নাসত্যদস্রৌ তনয়াবশ্ববক্ত্রাদ্বিনির্গতৌ ।
মার্ত্তণ্ডস্য সুতাবেতাবষ্টরূপধরস্য হি ॥
রেতসোঽন্তে চ রেবন্তঃ খড়্গী ধন্বী তনুত্রধৃক্ ।
অশ্বারূঢ়ঃ সমুদ্ভূতো বাণতূণসমন্বিতঃ ॥
ততঃ স্বরূপমমলং দর্শয়ামাস ভানুমান্ ।
তস্য শান্তং সমালোক্য সা রূপং মুদমাদদে ॥
স্বরূপধারিণীঞ্চেমাং স নিনায় নিজালয়ম্ ।
সংজ্ঞাং ভার্য্যাং প্রীতিমতীং ভাস্করো বারিতস্করঃ ॥
ততঃ পূর্ব্বসুতো যোঽস্যাঃ সোঽভূদ্বৈবস্বতো মনুঃ
দ্বিতীয়শ্চ যমঃ শাপাদ্ধর্ম্মদৃষ্টিরনুগ্রহাৎ ॥
যমস্তু তেন শাপেন ভৃশং পীড়িতমানসঃ ।
ধর্ম্মোঽভিরোচতে যস্মাদ্ধর্ম্মরাজস্ততঃ স্মৃতঃ ॥
কৃময়ো মাংসমাদায় পাদতস্তে মহীতলম্ ।
পতিষ্যন্তীতি শাপান্তং তস্য চক্রে পিতা স্বয়ম্ ॥
ধর্ম্মদৃষ্টির্যতশ্চাসৌ সমো মিত্রে তথাঽহিতে ।
ততো নিয়োগে তং যাম্যে চকার তিমিরাপহঃ ॥
তস্মৈ দদৌ পিতা বিপ্র ভগবান্ লোকপালতাম্ ।
পিতৄণামাধিপত্যঞ্চ পরিতুষ্টো দিবাকরঃ ॥
যমুনাঞ্চ নদীং চক্রে কলিন্দান্তরবাহিনীম্ ।
অশ্বিনৌ দেবভিষজৌ কৃতৌ পিত্রা মহাত্মনা ॥
গুহ্যকাধিপতিত্বে চ রেবন্তো বিনিযোজিতঃ ।
এবমপ্যাহ চ ততো ভগবাঁল্লোকভাবিতঃ ।
ত্বমপ্যশেষলোকস্য পূজ্যো বৎস ভবিষ্যসি ॥
অরণ্যাদিমহাদাববৈরিদস্যুভয়েষু চ ।
ত্বাং স্মরিষ্যন্তি যে মর্ত্ত্যা মোক্ষ্যন্তে তে মহাপদঃ ॥
ক্ষেমং বুদ্ধিং সুখং রাজ্যমারোগ্যং কীর্ত্তিমুন্নতিম্ ।
নরাণাং পরিতুষ্টস্ত্বং পূজিতঃ সম্প্রদাস্যসি ॥
ছায়াসংজ্ঞাসুতশ্চাপি সাবর্ণঃ সুমহাযশাঃ ।
ভাব্যঃ সোঽনাগতে কালে মনুঃ সাবর্ণকোঽষ্টমঃ ॥
মেরুপৃষ্ঠে তপো ঘোরমদ্যাপি চরতে প্রভুঃ ।
ভ্রাতা শনৈশ্চরস্তস্য গ্রহোঽভূচ্ছাসনাদ্রবেঃ ॥
যবীয়সী তু যা কন্যা তয়োস্তাভূদ্দ্বিজোত্তম ।
অভবৎ সা সরিচ্ছ্রেষ্ঠা যমুনা লোকপাবনী ॥
যস্তু জ্যেষ্ঠো মহাভাগঃ সর্গো যস্যেহ সাম্প্রতম্ ।
বিস্তরং তস্য বক্ষ্যামি মনোর্বৈবস্বতস্য হ ॥
ইদং যো জন্ম দেবানাং শৃণুয়াদ্বা পঠেত বা ।
বিবস্বতস্তনূজানাং রবের্মাহাত্ম্যমেব চ ॥
আপদঃ প্রাপ্য মুচ্যেত প্রাপ্নুয়াচ্চ মহাযশঃ ।
অহোরাত্রকৃতং পাপমেতচ্ছমযতে শ্রুতম্ ।
মাহাত্ম্যমাদিদেবস্য মার্ত্তণ্ডস্য মহাত্মনঃ ॥
ইতি মার্কণ্ডেয়পুরাণেঽষ্টাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

নবাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

ক্রৌষ্টুকিরুবাচ।
ভগবন্ কথিতঃ সম্যগ্‌ভানোঃ সম্ভূতিসম্ভবঃ।
মাহাত্ম্যমাদিদেবস্য স্বরূপঞ্চাতিবিস্তরাৎ॥
ভূয়োঽপি ভাস্বতঃ সম্যঙ্মাহাত্ম্যং মুনিসত্তম।
শ্রোতুমিচ্ছাম্যহং তন্মে প্রসন্নো বক্তুমর্হসি॥
মার্কণ্ডেয় উবাচ।
শ্রূয়তামাদিদেবস্য মাহাত্ম্যং কথয়ামি তে।
বিবস্বতো যচ্চকার পূর্ব্বমারাধিতো জনৈঃ॥
দমস্য পুত্রো বিখ্যাতো রাজাভূদ্রাজ্যবর্দ্ধনঃ।
স সম্যক্ পালনং চক্রে পৃথিব্যাঃ পৃথিবীপতিঃ
ধর্ম্মতঃ পাল্যমানস্য তেন রাষ্ট্রং মহাত্মনা।
ববৃধেঽনুদিনং বিপ্র জনেন চ ধনেন চ॥
হৃষ্টপুষ্টমতীবাসীৎ তস্মিন্ রাজন্যশেষতঃ।
রাজকং সকলঞ্চোর্ব্ব্যাং পৌরজানপদো জনঃ॥
নোপসর্গো ন চ ব্যাধির্ন চ ব্যালোদ্ভবং ভয়ম্।
ন চাবৃষ্টিভয়ং তত্র দমপুত্রে মহীপতৌ॥
স হেজে চ মহাযজ্ঞৈর্দ্দদৌ দানানি চার্থিনাম্।
সুধর্ম্মস্যাবিরোধেন বুভুজে বিষয়ানপি॥
তস্যৈবং কুর্ব্বতো রাজ্যং সম্যক্ পালয়তঃ প্রজাঃ।
সপ্ত বর্ষসহস্রাণি জগ্মুরেকমহর্যথা॥
বিদূরথস্য তনয়া দাক্ষিণাত্যস্য ভূভৃতঃ।
তস্য পত্নী বভূবাথ মানিনী নাম মানিনী॥
কদাচিৎ তস্য সা সুভ্রূঃ শিরসোঽভ্যঞ্জনোদ্যতা।
পশ্যতো রাজলোকস্য মুমোচাশ্রূণি মানিনী॥
তদশ্রুবিন্দবো গাত্রে যদা তস্য মহীপতেঃ।
তদা বীক্ষ্যাশ্রুবদনাং তামপৃচ্ছত মানিনীম্॥
নিঃশব্দমশ্রুমোক্ষেণ রুদতীং তাং বিলোক্য বৈ।
কিমেতদিতি পপ্রচ্ছ মানিনীং রাজ্যবর্দ্ধনঃ॥
পৃষ্টা সা তু ততস্তেন ভর্ত্রা প্রাহ যশস্বিনী।
ন কিঞ্চিদিতি তাং ভূয়ঃ পপ্রচ্ছ স মহীপতিঃ॥
বহুশঃ পৃচ্ছতস্তস্য ভূভৃতঃ সা সুমধ্যমা।
দর্শয়ামাস পলিতং কেশভারান্তরোদ্ভবম্॥
এতৎ পশ্যেতি ভূপাল কিমিদং মন্যুকারণম্।
মমাতিমন্দভাগ্যায়া জহাসাথ নৃপস্তুতঃ॥
স বিহস্যাহ তাং পত্নীং শৃণ্বতাং সর্ব্বভূভৃতাম্।
পৌরাণাঞ্চ মহীপালা যে তত্রাসন্ সমাগতাঃ॥
শোকেনালং বিশালাক্ষি রোদিতব্যং ন তে শুভে
জন্মর্দ্ধিপরিণামাদ্যা বিকারাঃ সর্ব্বজন্তুষু॥
অধীতাঃ সকলা বেদা ইষ্টা যজ্ঞাঃ সহস্রশঃ।
দত্তং দ্বিজানাং পুত্রাশ্চ সমুৎপন্না বরাননে॥
ভুক্তা ভোগাস্ত্বয়া পৃথ্বী সার্দ্ধং যে মর্ত্ত্যৈরতি-
দুর্লভাঃ।
সম্যক্ চ পালিতা সাধু যুদ্ধেষ্বনুষ্ঠিতম্॥
মিত্রৈঃ সহেষ্টৈর্হসিতং বিহৃতঞ্চ বনান্তরে।
কিমন্যন্ন কৃতং ভদ্রে পলিতেভ্যো বিভেষি যৎ॥
ভবন্তু কেশাঃ পলিতা বলয়ঃ সন্তু মে শুভে।
শৈথিল্যমেতু মে কায়ঃ কৃতকৃত্যোঽস্মি মানিনি॥
মূর্দ্ধ্নি যদ্দর্শিতং ভদ্রে ভবত্যা পলিতং মম।
চিকিৎসামেষ তস্যাহং করোমি বনসংশ্রয়াৎ॥
বাল্যে বালক্রিয়া পূর্ব্বং তদ্বৎ কৌমারকে চ যা।
যৌবনে চাপি যা যোগ্যা বার্দ্ধকে বনসংশ্রয়া॥
এবং মৎপূর্ব্বকৈর্ভদ্রে কৃতং তৎপূর্ব্বকৈশ্চ যৎ।
অতো ন তেঽশ্রুপাতস্য কিঞ্চিৎ পশ্যামি কারণম্।
অলং তে মন্যুনা ভদ্রে নন্বভ্যুদয়কারি মে।
দর্শনং পলিতস্যাস্য মারোদীর্নিষ্প্রয়োজনম্॥
মার্কণ্ডেয় উবাচ
ততঃ প্রণম্য তং ভূপাঃ পৌরাশ্চৈব সমীপগাঃ।
সাম্না প্রোচুর্ম্মহীপালা মহর্ষে রাজ্যবর্দ্ধনম্॥
ন রোদিতব্যমনয়া তব পত্ন্যা নরাধিপ।
রোদিতব্যমিহাস্মাভিরথবা সর্ব্বজন্তুভিঃ॥
ত্বং ব্রবীষি যথা নাথ বনবাসাশ্রিতং বচঃ।
পতন্তি তেন নঃ প্রাণা লালিতানাং ত্বয়া নৃপ॥
সর্ব্বে যাস্যামহে ভূপ যদি যাতি ভবান্ বনম্।
ততোঽশেষক্রিয়াহানিঃ সর্ব্বপৃথ্বীনিবাসিনাম্॥
ভবিষ্যতি ন সন্দেহস্ত্বয়িনাথ বনাশ্রয়ে।
সা চ ধর্ম্মোপঘাতায় যদি তৎ প্রবিমুচ্যতাম্॥
সপ্তবর্ষসহস্রাণি ত্বয়েয়ং পালিতা মহী।
তৎসমুত্থং মহাপুণ্যমালোকয় নরাধিপ॥
বনে বসন্ মহারাজ ত্বং করিষ্যসি যৎ তপঃ।
তন্মহীপালনস্যাস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্॥
রাজোবাচ।
সপ্তবর্ষসহস্রাণি ময়েয়ং পালিতা মহী।
ইদানীং বনবাসস্য মম কালোঽয়মাগতঃ॥
মমাপত্যানি জাতানি দৃষ্টা মেঽপত্যসন্ততীঃ।
স্বল্পৈরেব দিনৈরন্তকো ন সহিষ্যতি॥
যদেতৎ পলিতং মূর্দ্ধ্নি তদ্বিজানীত নাগরাঃ।
দূতভূতমনার্য্যস্য মৃত্যোরত্যুগ্রকর্ম্মণঃ॥

সোঽহং রাজ্যে সুতং কৃত্বা ভোগাংস্ত্যক্ত্বা বনাশ্রয়ঃ।
তপস্তপ্স্যে সমায়াস্তি ন যাবদ্‌যমসৈনিকাঃ॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ততো যিযাসুঃ স বনং দৈবজ্ঞানবনীপতিঃ।
পুত্ররাজ্যাভিষেকায় দিনলগ্নান্যপৃচ্ছত॥
শ্রুত্বা চ তে তু নৃপস্তের্ব্বচো ব্যাকুলচেতসঃ।
দিনং লগ্নঞ্চ হোরাশ্চ ন বিদুঃ শাস্ত্রদৃষ্টয়ঃ॥
ঊচুশ্চ তং মহীপালং দৈবজ্ঞা বাষ্পগদ্গদম্।
জ্ঞানানি নঃ প্রনষ্টানি শ্রুত্বৈতৎ তে বচো নৃপ॥
ততোঽন্যনগরেভ্যশ্চ ভৃত্যারাষ্ট্রেভ্য এব চ।
ততস্তস্মাচ্চ নগরাৎ প্রাচুর্য্যেণাভ্যুপাগমন্॥
সমুৎপত্য মহীপালং তং যিযাসুং মুনে বনম্।
প্রকম্পিশিরসো ভূত্বা প্রোচুর্ব্রাহ্মণসত্তমাঃ॥
প্রসীদ পাহি নো রাজন্ পালিতাঃ স্ম যথা পুরা।
সীদিষ্যত্যখিলো লোকস্ত্বয়ি ভূপ বনাশ্রয়ে॥
স কুরুষ্ব তথা রাজন্ যথা নো সীদতে জগৎ।
যাবজ্জীবামহে বীর স্বল্পকালমিমে বয়ম্।
নেচ্ছামশ্চ ভবচ্ছূন্যং দ্রষ্টুং সিংহাসনং বিভো॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ

ইত্যেবং তৈস্তথান্যৈশ্চ দ্বিজৈঃ পৌরপুরঃসরৈঃ।
ভূপৈর্ভৃত্যৈরমাত্যৈশ্চ প্রোক্তঃ প্রোক্তঃ পুনঃ পুনঃ
বনবাসবিনির্ব্বন্ধং নোপসংহরতে যদা।
ক্ষমিষ্যত্যস্তকো নেতি দদাতি চ তথোত্তরম্॥
ততোঽমাত্যাশ্চ ভৃত্যাশ্চ পৌরবৃদ্ধাস্তথা দ্বিজাঃ
সমেত্য মন্ত্রয়ামাসুঃ কিমত্র ক্রিয়তামিতি॥
তেষাং মন্ত্রয়তাং বিপ্র নিশ্চয়োঽয়মজায়ত।
অনুরাগবতাং তত্র মহীপালেঽতিধার্ম্মিকে॥
সম্যগ্ধ্যানপরা ভূত্বা প্রার্থয়ামঃ সমাহিতাঃ।
তপসারাধ্য ভাস্বন্তমায়ুরস্য মহীপতেঃ॥
তত্রৈকনিশ্চয়াঃ কার্য্যে কেচিৎ গেহেষু ভাস্করম্।
সম্যগর্ঘ্যোপচারাদ্যৈরুপহারৈরপূজয়ন্॥
অপরে মৌনিনো ভূত্বা ঋগ্‌জাপেন তথাপরে।
যজুষামথ সাম্নাঞ্চ তোষয়াঞ্চক্রিরে রবিম্॥
অপরে চ নিরাহারা নদীপুলিনশায়িনঃ।
তপসা চক্রুরাযস্তা ভাস্করারাধনং দ্বিজাঃ॥
অগ্নিহোত্রপরাশ্চান্যে রবিসূক্তান্যহর্নিশম্।
জেপুস্তত্রাপরে তস্থুর্ভাস্করে ন্যস্তদৃষ্টয়ঃ॥
ইত্যেবমতিনির্ব্বন্ধং ভাস্করারাধনং প্রতি।
বহুপ্রকারং চক্রুস্তে তং তং বিধিমুপাশ্রিতাঃ॥

তথা তু যততাং তেষাং ভাস্করারাধনং প্রতি।
সুদামা নাম গন্ধর্ব্ব উপগম্যেদমব্রবীৎ॥
যদ্যারাধনমিষ্টং বো ভাস্করস্য দ্বিজাতয়ঃ।
তদেতৎ ক্রিয়তাং যেন ভানুঃ প্রীতিমুপৈষ্যতি॥
তস্মাদ্গুরুবিশালাখ্যং বনং সিদ্ধনিষেবিতম্।
কামরূপে মহাশৈলে গম্যতাং তত্র বৈ লঘু॥
তস্মিন্নারাধনং ভানোঃ ক্রিয়তাং সুসমাহিতৈঃ।
সিদ্ধক্ষেত্রং হিতং তত্র সর্ব্বকামানবাপ্স্যথ॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ইতি তে তদ্বচঃ শ্রুত্বা গত্বা তৎ কাননং দ্বিজাঃ।
দদৃশুর্ভাস্বতস্তত্র পুণ্যমায়তনং শুভম্॥
তত্র তে নিয়তাহারা বর্ণা বিপ্রাদয়ো দ্বিজ।
ধূপপুষ্পোপহারাঢ্যাং পূজাং চক্রুরতন্দ্রিতাঃ॥
পুষ্পানুলেপনাদ্যৈশ্চ ধূপগন্ধাদিকৈস্তথা।
জপহোমান্নদীপাদ্যৈঃ পূজনং তে সমাহিতাঃ॥
কুর্ব্বন্তস্তুষ্টুবুর্ব্রহ্মন্ বিবস্বন্তং দ্বিজাতয়ঃ॥

ব্রাহ্মণা ঊচুঃ।

দেবদানবযক্ষাণাং গ্রহাণাং জ্যোতিষামপি।
তেজসাভ্যধিকং দেবং ব্রজাম শরণং রবিম্॥
দিবি স্থিতঞ্চ দেবেশং দ্যোতয়ন্তং সমন্ততঃ।
বসুধামন্তরীক্ষঞ্চ ব্যাপ্নুবন্তং মরীচিভিঃ॥
আদিত্যং ভাস্করং ভানুং সবিতারং দিবাকরম্।
পূষাণমর্য্যমাণঞ্চ স্বর্ভানুং দীপ্তদীধিতিম্॥
চতুর্যুগান্তকালাগ্নিং দুষ্প্রেক্ষ্যং প্রলয়ান্তগম্।
যোগীশ্বরমনন্তঞ্চ রক্তং পীতং সিতাসিতম্॥
ঋষীণামগ্নিহোত্রেষু যজ্ঞদেবেষ্ববস্থিতম্।
অক্ষরং পরমং গুহ্যং মোক্ষদ্বারমনুত্তমম্॥
ছন্দোভিরশ্বরূপৈশ্চ সকৃদ্‌যুক্তবিহঙ্গমম্।
উদয়াস্তমনে যুক্তং সদা মেরোঃ প্রদক্ষিণে॥
অমৃতঞ্চ ঋতঞ্চৈব পুণ্যতীর্থং পৃথগ্বিধম্।
বিশ্বস্থিতিনচিন্ত্যঞ্চ প্রপন্নাঃ স্ম প্রভাকরম্
যো ব্রহ্মা যো মহাদেবো যো বিষ্ণুর্যঃ প্রজাপতিঃ
বায়ুরাকাশমাপশ্চ পৃথিবীগিরিসাগরাঃ॥
গ্রহনক্ষত্রচন্দ্রাদ্যা বানস্পত্যং দ্রুমৌষধম্।
ব্যক্তাব্যক্তেষু ভূতে ধর্ম্মাধর্ম্মপ্রবর্ত্তকঃ॥
ব্রাহ্মী মাহেশ্বরী চৈব বৈষ্ণবী চৈব তে তনুঃ।
ত্রিধা যস্য স্বরূপস্তু ভানোর্ভাস্বান্ প্রসীদতু॥
যস্য সর্ব্বমজস্যেদমঙ্গভূতং জগৎ প্রভোঃ।
স নঃ প্রসীদতাং ভাস্বান্ জগতাং যশ্চ জীবনম্॥
যস্যৈকভাস্বরং রূপং প্রভামণ্ডলদুর্দৃশম্।

দ্বিতীয়মেদ্দবং সৌম্যং স নো ভাস্বান্ প্রসীদতু ॥
তাভ্যাঞ্চ যস্য রূপাভ্যামিদং বিশ্বং বিনির্ম্মিতম্।
অগ্নীষোমময়ং ভাস্বান্ স নো দেবঃ প্রসীদতু ॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ইত্থং স্তুত্বা তদা ভক্ত্যা সম্যক্ পূজয়তাং তথা।
তুতোষ ভগবান্ ভাস্বাংস্ত্রিভির্ম্মাসৈর্দ্বিজোত্তম ॥
ততঃ স মণ্ডলাদুদ্যন্নরূপেণ সমপ্রভঃ।
অবতীর্য্য দদৌ তেভ্যো দুর্দৃশো দর্শনং রবিঃ ॥
ততস্তে স্পষ্টরূপং তং সবিতারমজং জনাঃ।
পুলকোৎকম্পিনো বিপ্রা ভক্তিনম্রাঃ প্রণেমিরে

নমো নমস্তেঽস্তু সহস্ররশ্মে
সর্ব্বস্য হেতুস্ত্বমশেষকেতুঃ।
পাতাৎ ত্বমীড্যোঽখিলযজ্ঞধাম
ধ্যেয়স্তথা যোগবিদাং প্রসীদ ॥

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে ভানুস্তবে নবাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

দশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

—০:০—

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ততঃ প্রসন্নো ভগবান্ ভানুরাহাখিলং জনম্।
ব্রিয়তাং যদভিপ্রেতং মত্তঃ প্রাপ্তুং দ্বিজাদয়ঃ ॥
ততস্তে প্রণিপত্যোচুর্ব্বিপ্র বিপ্রাদয়ো জনাঃ।
সসাধ্বসমমীতাংশুমবলোক্য পুরঃ স্থিতম্।

প্রজা উচুঃ।

ভগবন্ যদি নো ভক্ত্যা প্রসন্নস্তিমিরাপহ।
দশবর্ষসহস্রাণি ততো নো জীবতাং নৃপঃ ॥
নিরাময়ো জিতারাতিঃ সুকোষঃ স্থিরযৌবনঃ।
দশবর্ষসহস্রাণি জীবতাং রাজ্যবর্দ্ধনঃ ॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

তথেত্যুক্ত্বা জনান্ ভাস্বান্ দুর্দ্দর্শোঽভূন্মহামুনে।
তেঽপি লব্ধবরা হৃষ্টাঃ সমাজগ্মুর্জ্জনেশ্বরম্ ॥
যথাবৃত্তঞ্চ তে তস্মৈ নরেন্দ্রায় ন্যবেদয়ন্।
বরং লব্ধ্বা সহস্রাংশোঃ সকাশাদখিলং দ্বিজ ॥
তচ্ছ্রুত্বা জজ্ঞে তস্য সা পত্নী মানিনী দ্বিজ।
স চ রাজা চিরং দধ্যৌ নাহ কিঞ্চিচ্চ তং জনম্।
ততঃ সা মানিনী ভূপং হর্ষাপূরিতমানসা।
দিষ্ট্যায়ুষা মহীপাল বর্দ্ধস্বেত্যাহ তং পতিম্ ॥
তথা তয়া মুদা ভর্ত্তা মানিন্যাথ সভাজিতঃ।
নাহ কিঞ্চিন্মহীপালশ্চিন্তাজড়মনা দ্বিজঃ ॥
সা পুনঃ প্রাহ ভর্ত্তারং চিন্তয়ানমধোমুখম্।
কস্মান্ন হর্ষমভ্যেষি পরমাভ্যুদয়ে নৃপ ॥
দশবর্ষসহস্রাণি নীরুজঃ স্থিরযৌবনঃ।
ভাবী ত্বমদ্যপ্রভৃতি কিং তথাপি ন হৃষ্যসে ॥
কিন্তু তৎকারণং ব্রূহি যচ্চিন্তাক্লিষ্টমানসঃ।
পরমাভ্যুদয়েঽপি ত্বং সম্প্রাপ্তে পৃথিবীপতে ॥

রাজোবাচ।

কথমভ্যুদয়ো ভদ্রে কিং সভাজয়সে চ মাম্।
প্রাপ্তৌ দুঃখসহস্রাণাং কিং সভাজনমিষ্যতে ॥
দশবর্ষসহস্রাণি জীবিষ্যাম্যহমেককঃ।
ন ত্বং তব বিপত্তৌ মে কিং ন দুঃখং ভবিষ্যতি ॥
ভৃত্যেষু চাতিভক্তেষু মিত্রবর্গে তথা মৃতে।
ভদ্রে দুঃখমপারং মে ভবিষ্যতি তু সন্ততম্ ॥
যৈর্ম্মদর্থং তপস্তপ্তং কৃশৈর্দ্ধমনিসন্ততৈঃ।
তে মরিষ্যন্ত্যহং ভোগী জীবামীতি ন ধিক্ কথম্ ॥
সেয়মাপদ্বরারোহে প্রাপ্তা মাভ্যুদয়ো মম।
কথং বা মন্যসে ন ত্বং যৎ সভাজয়সেঽদ্য মাম্ ॥

মানিন্যুবাচ।

মহারাজ যথাত্থ ত্বং তথৈবং নাত্র সংশয়ঃ।
ময়া পৌরৈশ্চ দোষোঽয়ং প্রীত্যা নালোকিতস্তব
এবং গতেঽত্র কিং কার্য্যং নরনাথ বিচিন্ত্যতাম্।
নান্যথা ভাবি যৎ প্রাহ প্রসন্নো ভগবান্ রবিঃ ॥

রাজোবাচ।

উপকারঃ কৃতঃ পৌরৈঃ প্রীত্যা ভৃত্যৈশ্চ যো মম্
কথং ভোক্ষ্যাম্যহং ভোগান্ গত্বা তেষামনিষ্কৃতিম্
সোঽহমদ্যপ্রভৃত্যদ্রিং গত্বা নিয়তমানসঃ।
তপস্তপ্স্যে নিরাহারো ভানোরারাধনোদ্যতঃ ॥
দশবর্ষসহস্রাণি যথাহং স্থিরযৌবনঃ।
তস্য প্রসাদাদ্দেবস্য জীবিষ্যামি নিরাময়ঃ ॥
তথা যদি প্রজাঃ সর্ব্বাঃ ভৃত্যাস্তঞ্চ সুতাশ্চ মে।
পুত্রাঃ পৌত্রাঃ প্রপৌত্রাশ্চ সুহৃদশ্চ বরাননে ॥
জীবন্ত্যেবং প্রসাদং নঃ করোতি ভগবান্ রবিঃ।
ততোঽহং ভবিতা রাজ্যে ভক্ষ্যে ভোগাংস্তথা মুদা
ন চেদেবং করোত্যর্কস্তদ্ভদ্রে তত্র মানিনি।
তপস্তপ্স্যে নিরাহারো যাবজ্জীবিতসংক্ষয়ঃ ॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ইত্যুক্তা সা তদা তেন তথেত্যাহ নরাধিপম্।
জগাম তেন চ সমং সাপি তং ধরণীধরম্ ॥

স তদায়তনং গত্বা ভার্য্যয়া সহ পার্থিবঃ।
ভানোরারাধনং চক্রে শুশ্রূষানিরতো দ্বিজ ॥
নিরাহারকৃশঃ সা চ যথাসৌ পৃথিবীপতিঃ।
তেপে তপস্তথৈবোগ্রং শীতবাতাতপক্ষমা ॥
তস্য পূজয়তো ভানুং তপ্যতশ্চ তপো মহৎ।
সাগ্রে সম্বৎসরে যাতে ততঃ প্রীতো দিবাকরঃ ॥
সমস্তভৃত্যপৌরাদিপুত্রাণাঞ্চ কৃতে দ্বিজ।
দদৌ যথাভিলষিতং বরং বীজবরোত্তম ॥
লব্ধা বরং স নৃপতিঃ সমভ্যেত্যাত্মনঃ পুরম্।
চকার মুদিতো রাজ্যং প্রজা ধর্ম্মেণ পালয়ন্ ॥
ঈজে যজ্ঞান্ স চ বহূন্ দদৌ দানান্যহর্নিশম্।
মানিন্যা সহিতো ভোগান্ বুভুজে চ স ধর্ম্মবিৎ
দশবর্ষসহস্রাণি পুত্রপৌত্রাদিভিঃ সহ।
ভৃত্যৈঃ পৌত্রৈঃ স মুদিতঃ সোঽভবৎ স্থিরযৌবনঃ
তস্যেতি চরিতং দৃষ্ট্বা প্রমতির্নাম ভার্গবঃ।
বিস্ময়াকৃষ্টহৃদয়ো গাথামেতামগায়ত ॥
ভানুভক্তেরহো শক্তির্যদ্রাজা রাজ্যবর্দ্ধনঃ।
আয়ুষো বর্দ্ধনো জাতঃ স্বজনস্য তথাত্মনঃ ॥
ইতি তে কথিতং বিপ্র যৎ পৃষ্টোঽহং ত্বয়া বিভো
আদিদেবস্য মাহাত্ম্যমাদিত্যস্য বিবস্বতঃ ॥
বিপ্রৈস্তদখিলং শ্রুত্বা ভানোর্মাহাত্ম্যমুত্তমম্।
পঠংশ্চ মুচ্যতে পাপৈঃ সপ্তরাত্রকৃতৈর্নরঃ ॥
অরোগী ধনবানাঢ্যঃ কুলে মহতি ধীমতাম্।
জায়তে চ মহাপ্রাজ্ঞো যশ্চৈতদ্ধারয়েদ্বুধঃ ॥
মন্দাশ্চ যেঽগ্রাভিহতা ভাস্বতো মুনিসত্তম।
জাপঃ প্রত্যেকমেতেষাং ত্রিসন্ধ্যং পাতকাপহঃ ॥
সমস্তমেতন্মাহাত্ম্যং যত্র চায়তনে রবেঃ।
পঠ্যতে তত্র ভগবান্ সান্নিধ্যং ন বিমুঞ্চতি ॥
তস্মাদেতৎ ত্বয়া ব্রহ্মন্ ভানোর্মাহাত্ম্যমুত্তমম্।
ধার্য্যং মনসি জাপ্যঞ্চ মহৎ পুণ্যমভীপ্সতা ॥

সুবর্ণশৃঙ্গীমতিশোভনাঙ্গীং
পয়স্বিনীং গাং প্রদদাতি যো হি।
শৃণোতি চৈতৎ ত্র্যহমাত্মবান্ নরঃ
সমং তয়োঃ পুণ্যফলং দ্বিজাগ্র্য ॥

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে ভানুমাহাত্ম্যং
নাম দশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

একাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

এবম্প্রভাবো ভগবাননাদিনিধনো রবিঃ।
যস্য ত্বং ক্রোষ্টুকে ভক্ত্যা মাহাত্ম্যং ময়ি পৃচ্ছসি ॥
পরমাত্মা স যোগীনাং যুঞ্জতাং চেতসাং লয়ম্।
ক্ষেত্রজ্ঞঃ সাংখ্যযোগানাং যজ্ঞেশো যজ্বিনামপি ॥
সূর্য্যাধিকারং বহতো বিষ্ণোরীশস্য বেধসঃ।
মনুস্তস্যাভবৎ পুত্রশ্ছিন্নসর্ব্বার্থসংশয়ঃ।
মন্বন্তরাধিপো বিপ্র যস্য সপ্তমমন্তরম্ ॥
ইক্ষ্বাকুর্নাভগো রিষ্টো মহাবলপরাক্রমাঃ।
নরিষ্যন্তোঽথ নাভাগঃ পৃষধ্রো ধৃষ্ট এব চ ॥
এতে পুত্রা মনোস্তস্য পৃথগ্রাজ্যস্য পালকাঃ।
বিখ্যাতকীর্ত্তয়ঃ সর্ব্বে সর্ব্বে শাস্ত্রাস্ত্রপারগাঃ ॥
বিশিষ্টতরমন্বিচ্ছন্ মনুঃ পুত্রং তথা পুনঃ।
মিত্রাবরুণয়োরিষ্টিং চকার কৃতিনাং বরঃ ॥
যত্র চাপহ্নুতে হোতুরপচারান্মহামুনে।
ইলা নাম সমুৎপন্না মনোঃ কন্যা সুমধ্যমা ॥
তাং দৃষ্ট্বা কন্যকাং তত্র সমুৎপন্নাং ততো মনুঃ।
তুষ্টাব মিত্রাবরুণৌ বাক্যঞ্চেদমুবাচ হ ॥
ভবৎপ্রসাদাৎ তনয়ো বিশিষ্টো মে ভবেদিতি।
কৃতে মখে সমুৎপন্না তনয়া মম ধীমতঃ ॥
যদি প্রসন্নৌ বরদৌ তদিয়ং তনয়া মম।
প্রসাদাদ্ভবতোঃ পুত্রো ভবত্বতিগুণান্বিতঃ ॥
তথেতি চাভ্যামুক্তে তু দেবাভ্যাং সৈব কন্যকা।
ইলা সমভবৎ সদ্যঃ সুদ্যুম্ন ইতি বিশ্রুতঃ ॥
পুনশ্চেশ্বরকোপেন মৃগব্যামটতা বনে।
স্ত্রীত্বমাসাদিতং তেন মনুপুত্রেণ ধীমতা ॥
পুরূরবসনামানং চক্রবর্ত্তিনমূর্জ্জিতম্।
জনয়ামাস তনয়ং যত্র সোমসুতো বুধঃ ॥
জাতে সুতে পুনঃ কৃত্বা সোঽশ্বমেধং মহাক্রতুম্।
পুরুষত্বমনুপ্রাপ্তঃ সুদ্যুম্নঃ পার্থিবোঽভবৎ ॥
সুদ্যুম্নস্য ত্রয়ঃ পুত্রা উৎকলো বিনয়ো গয়ঃ।
পুরুষত্বে মহাবীর্য্যা যজ্বিনঃ পৃথুলৌজসঃ ॥
পুরুষত্বে তু যে জাতাস্তস্য রাজ্ঞস্ত্রয়ঃ সুতাঃ।
বুভুজুস্তে মহীমেতাং ধর্ম্মে নিরতচেতসঃ ॥
স্ত্রীভূতস্য তু যো জাতস্তস্য রাজ্ঞঃ পুরূরবাঃ।
ন স লেভে মহীভাগং যতো বুধসুতো হি সঃ ॥

ততো বশিষ্ঠবচনাৎ প্রতিষ্ঠানং পুরোত্তমম্।
তস্মৈ দত্তং স রাজাভূৎ তত্রাতীবমনোহরে ॥

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে বংশানুক্রমো
নামৈকাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

দ্বাদশাধিকশততমোঽধ্যায়।

—:*:—

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

পৃষধ্রাখ্যো মনোঃ পুত্রো মৃগব্যামগমদ্বনম্।
তত্র চংক্রমমাণোঽসৌ বিপিনে নির্জ্জনে বনে ॥
নাসসাদ মৃগং কঞ্চিত্তাস্বদীধিতিতাপিতঃ।
ক্ষুত্তৃট্‌তাপপরীতাঙ্গ ইতশ্চেতশ্চ চংক্রমন্ ॥
স দদর্শ তদা তত্র হোমধেনুং মনোহরাম্।
ন তাবত্তা ন সম্বদ্ধাং ব্রাহ্মণস্যাগ্নিহোত্রিণঃ ॥
স মন্যমানো গবয়মিষুণা তামতাড়য়ৎ।
পপাত সাপি তদ্বাণবিভিন্নহৃদয়া ভুবি ॥
ততোঽগ্নিহোত্রিণঃ পুত্রো ব্রহ্মচারী তপোরতিঃ।
শপ্তবান্ স পিতুর্দৃষ্ট্বা হোমধেনুং নিপাতিতাম্ ॥
গোপালঃ প্রেষিতঃ পুত্রো বাভ্রব্যো নাম নামতঃ
কোপামর্ষপরাধীনচিত্তবৃত্তিস্ততো মুনে।
চুকোপ বিগলৎস্বেদজললোলাবিলেক্ষণঃ ॥
তং ক্রুদ্ধং প্রেক্ষ্য স নৃপঃ পৃষধ্রো মুনিদারকম্।
প্রসীদেতি জগৌ কস্মাচ্ছূদ্রবৎ কুরুষে রুষম্ ॥
ন ক্ষত্রিয়ং ন বা বৈশ্যমেবং ক্রোধ উপৈতি বৈ।
যথা ত্বং শূদ্রবজ্জাতো বিশিষ্টে ব্রহ্মণঃ কুলে ॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ইতি নির্ভৎসিতস্তেন স রাজ্ঞা মৌলিনঃ সুতঃ।
শশাপ তং দুরাত্মানং শূদ্র এব ভবিষ্যতি ॥
প্রয়াস্যতি ক্ষয়ং ব্রহ্ম যৎ তেঽধীতং গুরোর্ম্মুখাৎ।
হোমধেনুর্ম্মম গুরোর্যদিয়ং হিংসিতা ত্বয়া ॥
এবং শপ্তো নৃপঃ ক্রুদ্ধস্তচ্ছাপপেরিপীড়িতঃ।
প্রতিশাপপরো বিপ্র তোয়ং জগ্রাহ পাণিনা ॥
সোঽপি রাজ্ঞো বিনাশায় কোপং চক্রে দ্বিজোত্তমঃ
তমভ্যেত্য ত্বরাযুক্তো বারয়ামাস বৈ পিতা ॥
বৎসালমলমত্যর্থং কোপেনায়তিবৈরিণা।
ঐহিকামুষ্মিকহিতঃ শম এব দ্বিজন্মনাম্ ॥
কোপস্তপো নাশয়তি ক্রুদ্ধো ভ্রশ্যত্যথায়ুষঃ।
ক্রুদ্ধস্য গলতে জ্ঞানং ক্রুদ্ধশ্চার্থাচ্চ হীয়তে ॥
ন ধর্ম্মঃ ক্রোধশীলস্য নার্থঞ্চাপ্নোতি রোষণঃ।
নালং সুখায় কামাপ্তিঃ কোপেনাবিষ্টচেতসাম্ ॥
যদি রাজ্ঞা হতা ধেনুরিয়ং বিজ্ঞানিনা সতা।
যুক্তমত্র দয়াং কর্ত্তুমাত্মনো হিতবোধিনা ॥
অথবাঽজানতা ধেনুরিয়ং ব্যাপাদিতা মম।
তৎ কথং শাপযোগ্যোঽয়ং দুষ্টং নাস্য মনো যতঃ
আত্মনো হিতমন্বিচ্ছন্ বাধতে যোঽপরং নরঃ।
কর্ত্তব্যা মূঢ়বিজ্ঞানে দয়া তত্র দয়ালুভিঃ ॥
অজ্ঞানতঃ কৃতে দণ্ডং পাতয়ন্তি বুধা যদি।
বুধেভ্যস্তমহং মন্যে বরমজ্ঞানিনো নরাঃ ॥
নাদ্যশাপস্ত্বয়া দেয়ঃ পার্থিবস্যাস্য পুত্রক।
স্বকর্ম্মণৈব পতিতা গৌরেষা দুঃখমৃত্যুনা ॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

পৃষধ্রোঽপি মুনেঃ পুত্রং প্রণম্যানম্রকন্ধরঃ।
প্রসীদেতি জগাদোচ্চৈরজ্ঞানাদ্ঘাতিতেতি চ ॥
ময়া গবয়বুদ্ধ্যা গৌরবধ্যা ঘাতিতা মুনে।
অজ্ঞানাদ্ধোমধেনুস্তে প্রসীদ ত্বঞ্চ নো মুনে ॥

ঋষিপুত্র উবাচ।

আ জন্মনো মহীপাল ন ময়া ব্যাহৃতং মৃষা।
ক্রোধশ্চাদ্য মহাভাগ নান্যথা মে কদাচন ॥
তন্নাহমেনং শক্নোমি শাপং কর্ত্তুং নৃপান্যথা।
যস্তে সমুদ্যতঃ শাপো দ্বিতীয়ঃ স নিবর্ত্তিতঃ ॥
ইত্যুক্তবন্তং তং বালমাদায় স পিতা ততঃ।
জগাম স্বাশ্রমং সোঽপি পৃষধ্রঃ শূদ্রতামগাৎ ॥

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে পৃষধ্রোপাখ্যানে
দ্বাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

ত্রয়োদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

—:০:—

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

কারূষাঃ ক্ষত্রিয়াঃ শূরাঃ করূষস্যাভবন্ সুতাঃ।
তে তু সপ্তশতা বীরাস্তেভ্যশ্চান্যে সহস্রশঃ ॥
দিষ্টপুত্রস্তু নাভাগঃ স্থিতঃ প্রথমযৌবনে।
দদর্শ বৈশ্যতনয়ামতীব সুমনোহরাম্ ॥
তস্যাং স দৃষ্টমাত্রায়াং মদনাক্ষিপ্তমানসঃ।
বভূব ভূপতনয়ো নিশ্বাসাক্ষেপতৎপরঃ ॥
তস্যাং স গত্বা জনকং বব্রে তাং বৈশ্যকন্যকাম্।
ততোঽনঙ্গপরাধীনমনোবৃত্তিং নৃপাত্মজম্ ॥

তঞ্চাহ স পিতা তস্যা রাজপুত্রং কৃতাঞ্জলিঃ।
বিজ্ঞ্যৎ তস্ত পিতুর্ব্বিপ্র প্রশ্রয়াবনতং বচঃ॥
ভবন্তো ভূভুজো ভৃত্যা বয়ং বঃ করদায়কাঃ।
কথং সম্বন্ধমসমৈর্ব্বস্মাভিরভিবাঞ্ছসি॥

রাজপুত্র উবাচ।

সাম্যং মানুষদেহস্ত কামমোহাদিভিঃ কৃতম্।
তথাপি কালে তৈরেব যোজ্যতে মানুষং বপুঃ॥
তথৈব চোপকারায় জায়ন্তে তস্ত তান্যপি।
অন্যানি চান্যে জীবন্তি ভিন্নজাতিমতাং সতাম্॥
তথান্যান্যপ্যযোগ্যানি যোগ্যতাং যান্তি কালতঃ
যোগ্যান্যযোগ্যতাং যান্তি কালবশ্যা হি যোগ্যতা
আপ্যায্যতে যচ্ছরীরমাহারাদিভিরীপ্সিতৈঃ।
কালং জ্ঞাত্বা তথা ভুক্তং তদেব পরিশিষ্যতে॥
ইত্থং মমৈষাভিমতা তনয়া দীয়তাং ত্বয়া।
অন্যথা মচ্ছরীরস্য বিপত্তিরুপলক্ষ্যতে॥

বৈশ্য উবাচ।

পরতন্ত্রা বয়ং ত্বঞ্চ পরতন্ত্রো মহীভুজঃ।
পিত্রা তেনাভ্যনুজ্ঞাতস্ত্বং গৃহাণ দদাম্যহম্॥

রাজপুত্র উবাচ।

প্রষ্টব্যাঃ সর্ব্বকার্য্যেষু গুরবো গুরুবর্ত্তিভিঃ।
ন ত্বীদৃশেষ্বকার্য্যেষু গুরূণাং বাক্যগোচরঃ॥
ক মন্মথকথালাপো গুরূণাং শ্রবণং কথম্।
বিরুদ্ধমেতদন্যত্র প্রষ্টব্যা গুরবো নৃভিঃ॥

বৈশ্য উবাচ।

এবমেতৎ স্মরালাপস্তবায়ং পৃচ্ছতো গুরুম্।
অহং পৃচ্ছামি নালাপো মম কামকথাশ্রয়ঃ॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ইত্যুক্তঃ সোঽভবন্মৌনী রাজপুত্রঃ স চাপি তৎ।
তৎপিত্রে সর্ব্বমাচষ্ট রাজপুত্রস্য যন্মতম্॥
ততস্তস্য পিতা বিপ্রানৃচীকাদীন্ দ্বিজোত্তমান্।
প্রবেশ্য রাজপুত্রঞ্চ যথাখ্যাতং ন্যবেদয়ৎ॥
নিবেদ্য চ ততঃ প্রাহ মুনীনেবং ব্যবস্থিতঃ।
যৎ কর্ত্তব্যং তদাদেষ্টুমর্হন্তি দ্বিজসত্তমাঃ॥

ঋষয় উচুঃ।

রাজপুত্রানুরাগস্তে যদ্যস্যাং বৈশ্যসন্ততৌ।
তদস্ত ধর্ম্ম এবৈষ কিন্তু ন্যায়ক্রমেণ সঃ॥
মূর্দ্ধাভিষিক্তনয়াপাণিগ্রাহো ভবেৎ পুরা।
ভবত্বনন্তরঞ্চেয়ং তব ভার্য্যা ভবিষ্যতি॥
এবং ন দোষো ভবতি তথেমামুপভুঞ্জতঃ।
অন্যথাত্যেতি তে জাতিরুৎকৃষ্টা বালিকাং হয়ন্

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ইত্যুক্তস্তদপাস্যৈব বচস্তেষাং মহাত্মনাম্।
বিনিষ্ক্রম্য গৃহীত্বা তামুদাত্তাসিরথাব্রবীৎ॥
রাক্ষসেন বিবাহেন ময়া বৈশ্যসুতা হৃতা।
যস্য সামর্থ্যমত্রাস্তি স এতাং মোচয়ত্বিতি॥
ততঃ স বৈশ্যস্তাং দৃষ্ট্বা গৃহীতাং তনয়াং দ্রুতম্।
ত্রাহীতি পিতরং তস্য প্রযযৌ শরণং দ্বিজ॥
ততস্তস্য পিতা ক্রুদ্ধ আদিদেশ বলং মহৎ।
হন্যতাং হন্যতাং দুষ্টো নাভাগো ধর্ম্মদূষকঃ॥
ততস্তদ্যুযুধে সৈন্যং রাজপুত্রেণ ভূপতিঃ।
স্বয়মেব যযৌ যোদ্ধুং স্বসৈন্যপরিবারিতঃ॥
ততো যুদ্ধমভূৎ তস্ত ভূভুজঃ স্বসুতেন যৎ।
রাজপুত্রেণ শস্ত্রাস্ত্রৈস্তত্রাতিশয়িতঃ পিতা॥
ততোঽন্তরীক্ষাদাগত্য পরিব্রাট্ সহসা মুনিঃ।
প্রত্যুবাচ মহীপালং বিরমস্বেতি সংযুগাৎ॥
ত্বৎপুত্রস্ত মহাভাগ বিধর্ম্মোঽয়ং মহাত্মনঃ।
তবাপি বৈশ্যেন সহ ন যুদ্ধং ধর্ম্মবন্নৃপ॥
ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণীপূর্ব্বং কুর্ব্বন্ দারপরিগ্রহম্।
ব্রাহ্মণ্যাং সর্ব্ববর্ণেষু ন হানিমুপগচ্ছতি॥
তথৈব ক্ষত্রিয়সুতাং ক্ষত্রিয়ঃ পূর্ব্বমুদ্বহন্।
ইতরে চ ততো রাজংশ্চাবন্তে ন স্বধর্ম্মতঃ॥
পূর্ব্বং বৈশ্যস্তথা বৈশ্যাং পশ্চাৎ শূদ্রকুলোদ্ভবাম্।
ন হীয়তে বৈশ্যকুলাদয়ং ন্যায়ঃ ক্রমোদিতঃ॥
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ সবর্ণাপাণিসংগ্রহম্।
অকৃত্বান্যতরাপাণেঃ পতন্তি নৃপ সংগ্রহাৎ॥
পূর্ব্বং বর্ণা হি হীনায়াঃ কুরুতে পাণিসংগ্রহম্।
অকৃত্বা বর্ণসংযোগং নাপি তদ্বস্তুভাগ্‌ভবেৎ॥
সোঽয়ং বৈশ্যত্বমাপন্নস্তব পুত্রঃ স মন্দধীঃ।
নাস্যাধিকারো যুদ্ধায় ক্ষত্রিয়েণ ত্বয়া সহ॥
বয়মেতন্ন জানীমঃ কারণং নৃপনন্দন।
যথা ভবিষ্যতীদঞ্চ নিবর্ত্ত রণকর্ম্মতঃ॥

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে নাভাগচরিতং নাম ত্রয়োদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥

চতুর্দ্দশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

নিবৃত্তোঽসৌ ততো ভূপঃ সংগ্রামাৎ স্বসুতেন বৈ
উপযেমে চ তাং বৈশ্যতনয়াং সোঽপি তৎসুতঃ॥

ততঃ স বৈশ্যতাং প্রাপ্তঃ সমুৎপত্যাহ পার্থিবম্।
ভূপাল যন্ময়া কার্য্যং তৎ সমাদিশ্যতাং মম ॥
রাজোবাচ।
ধর্ম্মাধিকরণে যুক্তা যাভ্রবাদ্যাস্তপস্বিনঃ।
যদস্য কর্ম্ম ধর্ম্মায় তবদন্তু তথা চর ॥
মার্কণ্ডেয় উবাচ।
ততস্তে মুনয়স্তস্য পাশুপালাং তথা কৃষিম্।
বাণিজ্যঞ্চ পরং ধর্ম্মমাচচক্ষুঃ সভাসদঃ ॥
তথা চ চক্রে স সুতস্তস্য রাজ্ঞো যথোদিতম্।
তৈর্দ্ধর্ম্মবাদিভির্দ্ধর্ম্মং চ্যুতস্য নিজধর্ম্মতঃ ॥
তস্য পুত্রস্ততো জাতো নাম্না খ্যাতো ভনন্দনঃ।
স মাত্রা প্রহিতোঽগচ্ছদ্গোপালো ভব পুত্রক ॥
মাত্রা তথা নিযুক্তোঽথ প্রণিপত্য স্বমাতরম্।
রাজর্ষিমগমন্নীপং হিমবৎপর্ব্বতাশ্রয়ম্ ॥
তং সমেত্য স জগ্রাহ তস্য পাদৌ যথাবিধি।
প্রণিপত্যাহ চৈবৈনং রাজর্ষিং স ভনন্দনঃ ॥
আদিষ্টো ভগবন্ মাত্রা গোপালস্ত্বং ভবেতি বৈ।
ময়া চ পালনীয়া ক্ষ্মা তস্যাঃ স্বীকরণং কথম্ ॥
ময়া হি গৌঃ পালনীয়া সা যদা স্বীকৃতা ভবেৎ।
আক্রান্তা বলবদ্ভিঃ সা দায়াদৈঃ পৃথিবী মম ॥
তাং যথা প্রাপ্নুয়াং পৃথ্বীং ত্বৎপ্রসাদাদহং বিভো।
তথাদিশ করিষ্যামি তবাজ্ঞাং প্রণতোঽস্মি তে ॥
মার্কণ্ডেয় উবাচ।
ততঃ স নীপো রাজর্ষিস্তস্মৈ নিরবশেষতঃ।
ভনন্দায় দদৌ ব্রহ্মন্নস্ত্রগ্রামং মহাত্মনে ॥
প্রাপ্তাস্ত্রবিদ্যঃ স যযৌ পিতৃব্যাতনয়ান্ দ্বিজ।
বসুরাতাদিকান্ পুত্রানাদিষ্টঃ স মহাত্মনা ॥
অযাচত স রাজ্যার্দ্ধং পিতৃপৈতামহোচিতম্।
তে চোচুর্ব্বৈশ্যপুত্রস্ত্বং কথং ভোক্ষ্যসি মেদিনীম্ ॥
ততস্তৈর্যুদ্ধমভবত্তনন্দস্য স্ববংশজৈঃ।
বসুরাতাদিভিঃ ক্রুদ্ধৈঃ কৃতাস্ত্রস্যাস্ত্রবর্ষিভিঃ ॥
স জিত্বা তানশেষাংস্তু শস্ত্রবিক্ষতসৈনিকান্।
জহার পৃথিবীং তেষাং ধর্ম্মযুদ্ধেন ধর্ম্মবিৎ ॥
স নির্জ্জিতারিঃ সকলাং পৃথ্বীং রাজ্যং তথা পিতুঃ।
নিবেদয়ামাস ততস্তৎপিতা জগৃহে ন চ।
প্রত্যুবাচ চ তং পুত্রং ভার্য্যায়াঃ পুরতস্তদা ॥
নাভাগ উবাচ।
ভনন্দ রাজ্যমেতৎ তে ক্রিয়তাং পূর্ব্বজৈঃ কৃতম্।
অহং ন কৃতবান্ রাজ্যং নাসামর্থ্যযুতঃ পুরা ॥
বৈশ্যতাঞ্চ পুরস্কৃত্য তথৈবাজ্ঞাকরঃ পিতুঃ।
কৃত্বা প্রীতিং পিতুরহং বৈশ্যকন্যাপরিগ্রহাৎ ॥
ন পুণ্যলোকভাগ্রাজা যাবদাভূতসংপ্লবঃ।
উল্লঙ্ঘ্যাজ্ঞাং পুনস্তস্য পালয়ামি মহীং যদি।
নাস্তি মোক্ষস্ততো নূনং মম কল্পশতৈরপি ॥
ন চাপি যুক্তং ত্বদ্বাহুনির্জ্জিতং মম মানিনঃ।
রাজ্যং ভোক্তুমনীহস্য দুর্ব্বলস্যেহ কস্যচিৎ ॥
রাজ্যং কুরু স্বয়ং যাবদ্দায়াদেভ্যো বিমুঞ্চ বা।
মমাজ্ঞাপালনং শস্তং পিতুর্ন ক্ষিতিপালনম্ ॥
মার্কণ্ডেয় উবাচ।
ততঃ প্রহস্য তদ্ভার্য্যা সুপ্রভা নাম ভাবিনী।
প্রত্যুবাচ পতিং ভূপ গৃহ্যতাং রাজ্যমুর্জ্জিতম্ ॥
ন ত্বং বৈশ্যো ন চৈবাহং জাতা বৈশ্যকুলে নৃপ।
ক্ষত্রিয়স্ত্বং তথৈবাহং ক্ষত্রিয়াণাং কুলোদ্ভবা ॥
পূর্ব্বমাসীন্মহীপালঃ সুদেব ইতি বিশ্রুতঃ।
তস্যাভূচ্চ সখা রাজ্ঞো ধূম্রাশ্বস্য সুতো নলঃ ॥
স তেন সখ্যা সহিতো জগামাম্রবণং বনম্।
পত্নীভিঃ স সমং রন্তুং মাধবে মাসি পার্থিব ॥
ততঃ পানান্যনেকানি ভক্ষ্যাণি বুভুজে তথা।
ভার্য্যাভিঃ সহিতস্তাভিস্তেন সখ্যা সমন্বিতঃ ॥
ততঃ পুষ্করিণীতীরে দদর্শাতিমনোরমাম্।
পত্নীং চ্যবনপুত্রস্য প্রমতেঃ পার্থিবাত্মজাম্ ॥
সখা তস্য নলো মত্তো জগৃহে তাঞ্চ দুর্ম্মতিঃ।
পশ্যতস্তস্য রাজ্ঞস্তু ত্রাতস্ত্রাতেতিবাদিনীম্ ॥
আক্রন্দিতং নিশম্যৈব স তস্যাঃ প্রমতিঃ পতিঃ।
আজগাম ত্বরাযুক্তঃ কিমেতদিতি বৈ বদন্ ॥
ততো দদর্শ রাজানং সুদেবং তত্র সংস্থিতম্।
গৃহীতাঞ্চ তথা পত্নীং নলেন সুদুরাত্মনা ॥
ততঃ সুদেবং প্রমতিঃ প্রাহেদং শাম্যতামিতি।
ত্বঞ্চ শাস্তা ভবান্ রাজা দুষ্টশ্চায়ং নলো নৃপ ॥
মার্কণ্ডেয় উবাচ।
তস্যার্ত্তস্য বচঃ শ্রুত্বা সুদেবো নলগৌরবাৎ।
প্রাহ বৈশ্যোঽস্মি গচ্ছান্যং ক্ষত্রিয়ং ত্রাণকারণাৎ ॥
ততঃ স প্রমতিঃ ক্রুদ্ধস্তেজসা নির্দ্দহন্নিব।
প্রত্যুবাচাথ রাজানং বৈশ্যোঽস্মীত্যভিভাষিণম্ ॥
প্রমতিরুবাচ।
এবমস্তু ভবান্ বৈশ্যঃ ক্ষত্রিয়ঃ ক্ষতরক্ষণাৎ।
ক্ষত্রিয়ৈর্দ্ধার্য্যতে শস্ত্রং নার্ত্তশব্দো ভবেদিতি।
স ত্বং ন ক্ষত্রিয়ো ভাবী বৈশ্য এব কুলাধমঃ ॥
ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে নাভাগচরিতে
চতুর্দ্দশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

পঞ্চদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

তস্মৈ দত্ত্বা ততঃ শাপং নলং ক্রুদ্ধোঽব্রবীদ্দ্বিজ।
প্রমতির্ভার্গবঃ কোপাৎ ত্রৈলোক্যং নির্দ্দহন্নিব॥
মদোন্মত্তো যদা ভার্য্যাং ভবানত্র মমাশ্রমে।
বলাদ্গৃহ্ণাসি ভস্মত্বং তস্মাদ্ব্রজতু মা চিরম্॥
তেনোদাহৃতমাত্রে চ বাক্যে তস্মিন্ তদা নলঃ।
দেহজেনাগ্নিনা সদ্যো ভস্মপুঞ্জস্তদাভবৎ॥
দৃষ্ট্বা প্রভাবং তৎ তস্য সুদেবো বিস্ময়ন্ততঃ।
প্রণামনম্রঃ প্রাহেদং ক্ষম্যতাং ক্ষম্যতামিতি॥
যদুক্তবাংস্ত্বং ভগবন্ সুরাপানমদাকুলম্।
তৎ ক্ষম্যতাং প্রসীদ ত্বং শাপোঽয়ং বিনিবর্ত্ততাম্।
এবং প্রসাদিতস্তেন প্রমতিঃ প্রাহ ভার্গবঃ।
গতকোপো নলে দগ্ধে ভাবহীনেন চেতসা॥
নান্যথা ভাবি তদ্বাক্যং যন্ময়া সমুদীরিতম্।
তথাপি তে করিষ্যামি প্রসন্নোঽনুগ্রহং পরম্॥
ভবিতা বৈশ্যজাতীয়ো ভবান্ নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ।
ভবিতা ক্ষত্রিয়ো ভূয়স্তস্মিন্নেবাশু জন্মনি॥
গ্রহীষ্যতি বলাৎ কন্যাং যদা তে ক্ষত্রসম্ভব :
তদা ত্বং ক্ষত্রিয়ো বৈশ্য স্বগৃহীতো ভবিষ্যতি॥
এবং স বৈশ্যো ভূপাল সুদেবোঽস্মৎপিতাভবৎ।
অহঞ্চ যা মহাভাগ তৎ সর্ব্বং শ্রূয়তাং ত্বয়া॥
সুরথো নাম রাজর্ষিঃ প্রাগাসীদ্গন্ধমাদনে।
তপস্বী নিয়তাহারস্ত্যক্তসঙ্গো বনাশ্রয়ঃ॥
ততঃ শ্যেনমুখভ্রষ্টাং দৃষ্ট্বৈকাং শারিকাং ভুবি।
কৃপাভূজ্জনিতা মূর্চ্ছা তথা তস্য মহাত্মনঃ॥
ততো মূর্চ্ছাবসানেঽহং তসোৎপন্না শরীরতঃ।
স মাং দৃষ্ট্বা চ জগ্রাহ স্নিহ্যমানেন চেতসা॥
যস্মাৎ কৃপাভিভূতস্য মম জাতেয়মাত্মজা।
তস্মাৎ কৃপাবতী নাম্না ভবিষ্যতীহ স প্রভো॥
ততোঽহমাশ্রমে তস্য বর্দ্ধমানা দিবানিশম্।
সখীভিঃ সহ তুল্যাভির্ব্বিচরামি বনানি চ॥
ততো মুনেরগস্ত্যস্য ভ্রাতাগস্ত্য ইব শ্রুতঃ।
স চিন্বন্ কাননে বন্যং সখীভিঃ কোপিতোঽশপৎ।
যস্মাৎ বৈশ্যমিতি প্রাহ ভবতী তেন তে শপে।
ভবিষ্যসি বৈশ্যজা ত্বং ইত্যুক্তে চ তমব্রবম্॥
নাপরাধং কৃতবতী তবাহং দ্বিজসত্তম।
অন্যাসামপরাধেন কিমর্থং শপ্তবানসি॥

ঋষিরুবাচ।

দুষ্টত্বং দুষ্টসংসর্গাদদুষ্টমপি গচ্ছতি।
সুরাবিন্দুনিপাতেন পঞ্চগব্যঘটী যথা॥
প্রণিপত্য ন দুষ্টাসি যৎ ত্বয়াহং প্রসাদিতঃ।
তস্মাদনুগ্রহং বালে শৃণু যং তে করোম্যহম্॥
বৈশ্যযোনৌ যদা জাতা ত্বং পুত্রং বোধয়িষ্যসি।
রাজ্যায় জাতিস্মরতাং তদা ত্বং সমবাপ্স্যসি॥
ততো ভূয়ঃ ক্ষত্রজাতিং প্রাপ্তা ত্বং পতিনা সহ।
দিব্যানবাপ্স্যসে ভোগান্ গচ্ছ ভীতিরপৈতু তে।
এবং শপ্তাস্মি রাজেন্দ্র তেন পূর্ব্বং মহর্ষিণা।
পিতা চ মে পূর্ব্বমেবং শপ্তঃ প্রমতিনাভবৎ॥
এবং বৈশ্যো ন রাজংস্ত্বং ন চ বৈশ্যঃ পিতা মম।
ন ত্বং হি ময্যদুষ্টায়ামদুষ্টো দুষ্যসে কথম্॥

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে পঞ্চদশাধিক-
শততমোঽধ্যায়ঃ।

—

ষোড়শাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ইতি তস্যা বচঃ শ্রুত্বা পুত্রস্য স চ পার্থিবঃ।
পুনঃ প্রোবাচ ধর্ম্মজ্ঞস্তাং পত্নীং তনয়ং তথা॥
যন্ময়া পিতুরাদেশাৎ ত্যক্তং রাজ্যং ন তৎ পুনঃ।
গ্রহীষ্যামি বৃথোক্তেন কিমাত্মা কৃষ্যতে ত্বয়া॥
অহং তে সম্প্রদাস্যামি করং বৈশ্যব্রতে স্থিতঃ।
ভুঙ্ক্ষ রাজ্যমশেষং ত্বমিচ্ছয়া বা পরিত্যজ॥
ইত্যুক্তঃ স তদা পিত্রা রাজপুত্রো ভনন্দনঃ।
চকার রাজ্যং ধর্ম্মেণ তদ্বদ্দারপরিগ্রহম্॥
অব্যাহতং তস্য চক্রং পৃথিব্যামভবদ্দ্বিজ।
ন চাধর্ম্মে মনো ভূপাস্তস্য সর্ব্বেঽভবন্ বশে॥
তেনেষ্টো বিধিবদ্যজ্ঞঃ সম্যক্ শাস্তি বসুন্ধরম্।
স এবৈকোঽভবদ্বর্ত্তা পৃথিব্যাং ব্যাপ্তশাসনঃ॥
অজায়ত সুতস্তস্য বৎসপ্রীর্নাম নামতঃ।
পিতাভিশয়িতো যেন গুণৌঘেন মহাত্মনা॥
তস্যাপি ভার্য্যা সৌনন্দা বিদূরথসুতাভবৎ।
পতিব্রতা মহাভাগা সা প্রাপ্তা তেন বীর্য্যতঃ।
হত্বা পুরন্দররিপুং কুজৃম্ভং দিতিজেশ্বরম্॥

ক্রোষ্টুকিরুবাচ।

ভগবংস্তেন সম্প্রাপ্তা কুজৃম্ভনিধনাৎ কথম্।
এতদাখ্যানমাখ্যাহি প্রসন্নেনান্তরাত্মনা॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।
বিদূরথো নাম নৃপঃ খ্যাতকীর্ত্তিরভূদ্ভুবি।
তস্য পুত্রদ্বয়ং জাতং সুনীতিঃ সুমতিস্তথা॥
একদা তু বনং যাতো মৃগয়াং স বিদূরথঃ।
দদর্শ গর্ত্তং সুমহদ্ভূমের্ম্মুখমিবোদ্গতম্॥
তং দৃষ্ট্বা চিন্তয়ামাস কিমেতদিতি ভৈরবম্।
পাতালবিবরং মন্যে নৈতদ্ভূমেশ্চিরন্তনম্॥
চিন্তয়ন্নিতি তত্রাসৌ দদর্শ বিজনে বনে।
ব্রাহ্মণং সুব্রতং নাম তপস্বিনমুপাগতম্॥
স তং পপ্রচ্ছ চ নৃপঃ কিমেতদিতি বিস্মিতঃ।
অতিগম্ভীরমবনের্দ্দর্শিতান্তর্গতোদরম্॥
ঋষিরুবাচ।
কিং ন বেৎসি মহীপাল বাগর্থস্ত্বং হি মে মতঃ।
জ্ঞেয়ং সর্ব্বং নরেন্দ্রেণ বর্ত্ততে যন্মহীতলে॥
দানবঃ সুমহাবীর্য্যো বসত্যুগ্রো রসাতলে।
স জৃম্ভয়তি যৎ পৃথ্বীং কুজৃম্ভঃ প্রোচ্যতে ততঃ॥
ক্রিয়তে তেন যৎ কিঞ্চিদ্ভূতং ভূতং মহীতলে।
ত্রিদিবে বা নরপতে তং কথং বেত্তি নো ভবান্
সুনন্দং নাম মুষলং ত্বষ্ট্রা যন্নির্ম্মিতং পুরা।
তজ্জহার স দুষ্টাত্মা তেন হন্তি রণে রিপূন্॥
পাতালান্তর্গতস্তেন ভিনত্তি বসুধামিমাম্।
ততোঽসুরাণাং সর্ব্বেষাং দ্বারাণি কুরুতেঽসুরঃ॥
তেন ভিন্নাত্র বসুধা সুনন্দমুষলায়ুধা॥
ভোক্ষ্যতে বসুধামেতাং তমজিত্বা কথং ভবান্॥
যজ্ঞান্ বিধ্বংসয়ত্যুগ্রো দেবানামুপরোধকঃ।
আপ্যায়য়তি দৈতেয়ান্ স বলী মুষলায়ুধঃ॥
যদ্যরিং ঘাতয়স্যেনং পাতালান্তরগোচরম্।
ততঃ সমস্তবসুধাপতিস্ত্বং পরমেশ্বরঃ॥
মুষলং তস্য বলিনঃ সৌনন্দং প্রোচ্যতে জনৈঃ।
তথা বলাবলঞ্চৈব তং বদন্তি বিচক্ষণাঃ॥
তৎ তু নির্ব্বীর্য্যতাং যাতি সংস্পৃষ্টং যোষিতা নৃপ
তস্মিন্ দিনে দ্বিতীয়েঽহ্নি বীর্য্যবৎ তদুদীর্য্যতে॥
ন স বেত্তি দুরাচারঃ প্রভাবং মুষলস্য তৎ।
যোষিৎকরাগ্রসংস্পর্শে দোষং বীর্য্যবিশাতনম্॥
এবং তস্য বলং ভূপ দানবস্য দুরাত্মনঃ।
মুষলস্য চ তে প্রোক্তং যদুক্তং তৎ সমাচর॥
আসন্নমেতদ্ভবতঃ পুরস্য পৃথিবীপতে।
কৃতং তেন মহীরন্ধ্রং নিশ্চিন্তঃ কিং ভবান্ যথা॥
ইত্যুক্ত্বা তু গতে তস্মিন্ পুরং গত্বা মহীপতিঃ।
মন্ত্রয়ামাস মন্ত্রজ্ঞৈঃ পুরমধ্যে তু মন্ত্রিভিঃ॥
যথাশ্রুতমশেষং তৎ কথয়ামাস মন্ত্রিণাম্।
মুষলস্য প্রভাবঞ্চ বীর্য্যশাতনমেব চ॥
তং মন্ত্রং ক্রিয়মাণন্তু মন্ত্রিভিস্তেন ভূভৃতা।
তৎপার্শ্ববর্ত্তিনী কন্যা শুশ্রাবাথ মুদাবতী॥
ততঃ কতিপয়াহে তু তাং কন্যাং বয়সান্বিতাম্।
জহারোপবনাদ্দৈত্যঃ কুজৃম্ভঃ স সখীবৃতাম্॥
তচ্ছ্রুত্বা স মহীপালঃ ক্রোধপর্য্যাকুলেক্ষণঃ।
পুত্রাবুবাচ ত্বরিতং গচ্ছতং বনকোবিদৌ॥
নির্ব্বিন্ধ্যায়াস্তটে গর্ত্তস্তেন গত্বা রসাতলম্।
স হন্যতাং যোঽপহর্ত্তা মুদাবত্যাঃ সুদুর্ম্মতিঃ॥
মার্কণ্ডেয় উবাচ।
ততস্তৌ তৎসুতৌ প্রাপ্য তং গর্ত্তং তৎপদানুগৌ
যুযুধাতে কুজৃম্ভেণ স্বসৈন্যেনাতিকোপিতৌ॥
ততঃ পরিঘনিস্ত্রিংশশক্তিশূলপরশ্বধৈঃ।
বাণৈশ্চাবিরতং যুদ্ধং তেষামাসীৎ সুদারুণম্॥
ততো মায়াবলবতা তেন দৈত্যেন তাবুভৌ।
রাজপুত্রৌ রণে বদ্ধৌ নিহতাশেষসৈনিকৌ॥
তচ্ছ্রুত্বা স মহীপালঃ প্রাহেদং সর্ব্বসৈনিকান্।
বদ্ধপুত্রঃ পরামার্ত্তিমুপেতো মুনিসত্তম॥
যস্তাং নিহত্য দৈতেয়ং মোচয়িষ্যতি মে সুতৌ
তস্যাহং সম্প্রদাস্যামি তামেবায়তলোচনাম্॥
ইত্যেবং ঘোষয়াঞ্চক্রে স রাজা স্বপুরে তদা।
নিরাশঃ পুত্রতনয়াবন্ধমোক্ষায় বৈ মুনে॥
ততঃ শুশ্রাব বৎসপ্রীর্ভনন্দনসুতো হি তৎ।
আঘোষ্যমাণং বলবান্ কৃতাস্ত্রঃ শৌর্য্যসংযুতঃ॥
স চাগম্যাভিবাদ্যৈনং প্রাহ পার্থিবসত্তমম্।
বিনয়াবনতো ভূত্বা পিতুর্ম্মিত্রমনুত্তমম্॥
আজ্ঞাপয়াশু মামেব তনয়ৌ মোচয়ামি তে।
তবৈব তেজসা হত্বা তং দৈত্যং তনয়াঞ্চ তে॥
মার্কণ্ডেয় উবাচ।
স তং মুদা পরিষ্বজ্য প্রিয়সখ্যুস্তথাত্মজম্।
গম্যতামিতি সংসিদ্ধ্যৈ বৎসেত্যাহ স পার্থিবঃ॥
স্থানে স্থাস্যতি মে বৎসো যদ্যেবং কুরুতে বিধিম্
বৎসৈতৎ ক্রিয়তামাশু যদ্যুৎসাহি মনস্তব॥
মার্কণ্ডেয় উবাচ।
ততঃ সখড়্গঃ সধনুর্বদ্ধগোধাঙ্গুলিত্রবান্।
জগাম বীরঃ পাতালং তেন গর্ত্তেন সত্বরঃ॥
ততো জ্যাস্বনমত্যুগ্রং স চক্রে পার্থিবাত্মজঃ।
যেন পাতালমখিলমাসীদাপূরিতান্তরম্॥
ততো জ্যাস্বনমাকর্ণ্য কুজৃম্ভো দানবেশ্বরঃ।

আজগামাতিকোপেন স্বসৈন্যপরিবারিতঃ ॥
ততো যুদ্ধমভূৎ তস্য তেন পার্থিবসূনুনা।
সসৈন্যস্য সসৈন্যেন বলিনো বলশালিনা ॥
দিনানি ত্রীণি স যদা যোধিতস্তেন দানবঃ।
ততঃ কোপপরীতাত্মা মুষলায়াভ্যধাবত ॥
গন্ধৈর্মাল্যৈস্তথা ধূপৈঃ পূজ্যমানঃ স তিষ্ঠতি।
অন্তঃপুরে মহাভাগ প্রজাপতিবিনির্ম্মিতঃ ॥
ততো বিজ্ঞাতমুষলপ্রভাবা সা মুদাবতী।
পস্পর্শ মুষলশ্রেষ্ঠমতিনম্রশিরোধরা ॥
পুনর্যাবৎ স গৃহ্লাতি মুষলং তং মহাসুরঃ।
তাবৎ সা বন্দনব্যাজাৎ পস্পর্শানেকশঃ শুভা ॥
ততঃ স গত্বা যুযুধে মুষলেনাসুরেশ্বরঃ।
ব্যর্থা মুষলপাতাস্তে সংজগ্মুস্তেষু শত্রুষু ॥
পরমাস্ত্রে তু নির্ব্বীর্য্যে সৌনন্দে মুষলে মুনে।
অস্ত্রৈঃ শস্ত্রৈশ্চ দৈতেয়ঃ সোঽযুধ্যত রণেঽরিণা ॥
শস্ত্রাস্ত্রৈর্ন সমস্তস্য রাজপুত্রস্য সোঽসুরঃ।
মুষলেন বলং তস্য তচ্চ বুদ্ধ্যা নিরাকৃতম্ ॥

ততঃ পরাজিত্য স ভূপসূনু-
রস্ত্রাণি শস্ত্রাণি চ দানবস্য।
চকার সদ্যো বিরথং ততশ্চ
সচর্ম্মখড়্গঃ পুনরপ্যধাবৎ ॥
তমাপতন্তং রভসাঽভ্যুদীর্ণং
বিস্পষ্টকোপং ত্রিদশেন্দ্রশত্রুম্।
অস্ত্রেণ বহ্নের্ভুবি রাজপুত্রো
জঘান কালানলসপ্রভেণ ॥
স পাবকাস্ত্রেণ হৃদি ক্ষতো ভৃশং
তত্যাজ দেহং ত্রিদশারিরাত্মনঃ।
বভূব সদ্যশ্চ মহোরগাণাং
রসাতলান্তেষু মহানথোৎসবঃ ॥

ততোঽপতৎ পুষ্পবৃষ্টির্ম্মহীপালসুতোপরি।
জগুর্গন্ধর্ব্বপতয়ো দেববাদ্যানি সস্বনুঃ ॥
স চাপি রাজপুত্রস্তং হত্বা তৌ নৃপতেঃ সুতৌ।
মোচয়ামাস তন্বঙ্গী তাঞ্চ কন্যাং মুদাবতীম্ ॥
তঞ্চাপি মুষলং তস্মিন্ কুজৃম্ভে বিনিপাতিতে।
জগ্রাহ নাগাধিপতিরনন্তঃ শেষসংজ্ঞিতঃ ॥
তস্যাশ্চ পরিতুষ্টোঽসৌ শেষঃ সর্ব্বোরগেশ্বরঃ ॥
'সুনন্দমুষলস্পর্শং যচ্চকার পুনঃ পুনঃ।
যোষিৎকরতলস্পর্শপ্রভাবজ্ঞাতিশোভনা ॥
মুদাবত্যাস্ততো নাম নাগরাজস্তদাকরোৎ।
সুনন্দামিতি সানন্দং সৌনন্দগুণজং দ্বিজ ॥

স চাপি রাজপুত্রস্তাং ভ্রাতৃভ্যাং সহিতাং পিতুঃ।
সমীপমানিনায়াশু প্রণিপত্যাহ চৈব তম্ ॥
আনীতৌ তনয়ৌ তাত তথৈবেয়ং মুদাবতী।
তবাজ্ঞয়া ময়াস্যক্ষৎ কর্ত্তব্যং তৎ সমাদিশ ॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ততঃ প্রহর্ষসম্পূর্ণহৃদয়ঃ স মহীপতিঃ।
সাধু সাধ্বিত্যথাহোচ্চৈর্বৎস বৎসেতি শোভনম্
সভাজিতোঽস্মি ত্রিদশৈর্বৎসাহং কারণৈস্ত্রিভিঃ।
ত্বং জামাতা চ যৎ প্রাপ্তো যচ্চারির্বিনিপাতিতঃ ॥
আগতাস্যক্ষতাস্তত্র যচ্চাগত্যানি মে পুনঃ।
তদ্গৃহাণাদ্য শস্তেঽহ্নি পাণিমস্যা ময়োদিতম্ ॥
ত্বং রাজপুত্র চার্ব্বঙ্গ্যাঃ কন্যায়া দুহিতুর্মম।
মুদাবত্যা মুদা যুক্তঃ সত্যবাক্যং কুরুষ মাম্ ॥

রাজপুত্র উবাচ।

তাতস্যাজ্ঞা ময়া কার্য্যা যদ্ব্রবীষি করোমি তৎ।
ত্বমেব তাত জানীষে নৈবাত্রাবিকৃতা বয়ম্ ॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ততস্তয়োঃ স রাজেন্দ্রশ্চক্রে বৈবাহিকং ক্রমম্।
মুদাবত্যাশ্চ দুহিতুর্ভনন্দনসুতস্য বৈ ॥
ততঃ সহ তয়া রেমে বৎসপ্রীর্নবযৌবনঃ।
রমণীয়েষু দেশেষু প্রাসাদশিখরেষু চ ॥
কালেন গচ্ছতা বৃদ্ধঃ পিতা তস্য ভনন্দনঃ।
বনং জগাম বৎসপ্রীঃ স বভূব মহীপতিঃ ॥
ইয়াজ যজ্ঞান্ সততং প্রজা ধর্ম্মেণ পালয়ন্।
পুত্রবৎ পাল্যমানাস্তু প্রজাস্তেন মহাত্মনা ॥
ববৃধুর্ব্বিষয়ে তস্য ন চাভূদ্বর্ণসঙ্করঃ।
ন দস্যুব্যালদুর্বৃত্তভয়মাসীচ্চ কস্যচিৎ।
নোপসর্গভয়ঞ্চৈব তস্মিন্ শাসতি ভূপতৌ ॥
ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে ভনন্দনবৎসপ্রী-
চরিতং নাম ষোড়শাধিকশত-
তমোঽধ্যায়ঃ।

সপ্তদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

—:০:—

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

তস্য তস্যাং সুনন্দায়াং পুত্রা দ্বাদশ জজ্ঞিরে।
প্রাংশুঃ প্রবীরঃ শূরশ্চ সুচক্রো বিক্রমঃ ক্রমঃ ॥
বলো বলাকশ্চণ্ডশ্চ প্রচণ্ডশ্চ সুবিক্রমঃ।
স্বরূপশ্চ মহাভাগাঃ সর্ব্বে সংগ্রামজিত্তমাঃ।

তেষাং জ্যেষ্ঠো মহাবীর্য্যঃ প্রাংশুরাসীন্নরাধিপঃ।
ইতরে ভৃত্যবৎ তস্য বভূবুর্ব্বশবর্ত্তিনঃ॥
তস্য যজ্ঞে দ্বিজাত্যৈ্যরনেকৈর্দ্রব্যরাশিভিঃ।
ন্যূনবর্ণবিসৃষ্টৈশ্চ সত্যনামা বসুন্ধরা॥
সম্যক্ পালয়তস্তস্য প্রজাঃ পুত্ত্রানিবৌরসান্।
যোঽভূদ্ধনচয়ঃ কোষে তেন নিষ্পাদিতাস্তু যে॥
ক্রতবঃ শতসাহস্রাস্তেষাং সংখ্যা ন বিদ্যতে।
অযুতাদ্যেন কোটীভির্ন চ পদ্মাদিভির্ম্মুনে॥
প্রজাতিস্তস্য পুত্ত্রোঽভূদ্যস্য যজ্ঞে শতক্রতুঃ।
অবাপ তৃপ্তিমতুলাং যজ্ঞভাগৈঃ সুরৈঃ সহ॥
দানবানাং সুবীর্য্যাণাং জঘান নবতীর্নব।
বলঞ্চ বলিনাং শ্রেষ্ঠো জম্ভঞ্চাসুরসত্তমম্।
অন্যাংশ্চ সুমহাবীর্য্যাঞ্জঘানামরবিদ্বিষঃ॥
প্রজাতেস্তনয়াঃ পঞ্চ খনিত্রপ্রমুখা মুনে।
তেষাং খনিত্রো রাজাভূৎ প্রখ্যাতো নিজবিক্রমৈঃ
স শান্তঃ সত্যবাক্ শূরঃ সর্ব্বপ্রাণিহিতে রতঃ।
স্বধর্ম্মাভিরতো নিত্যং বৃদ্ধসেবী বহুশ্রুতঃ॥
বাগ্মী বিনয়সম্পন্নঃ কৃতাস্ত্রোঽপ্যবিকত্থনঃ।
সর্ব্বলোকপ্রিয়ো নিত্যমুবাচৈতদহর্নিশম্॥
নন্দন্তু সর্ব্বভূতানি স্নিহ্যন্তু বিজনেষ্বপি।
স্বস্ত্যস্তু সর্ব্বভূতেষু নিরাতঙ্কানি সন্তু চ॥
মা ব্যাধিরস্তু ভূতানামাধয়ো ন ভবন্তু চ।
মৈত্রীমশেষভূতানি পুষ্যন্তু সকলে জনে॥
শিবমস্তু দ্বিজাতীনাং প্রীতিরস্তু পরস্পরম্।
সমৃদ্ধিঃ সর্ব্ববর্ণানাং সিদ্ধিরস্তু চ কর্ম্মণাম্॥
হে লোকাঃ সর্ব্বভূতেষু শিবা বোঽস্তু সদা মতিঃ।
যথাত্মনি তথা পুত্ত্রে হিতমিচ্ছথ সর্ব্বদা॥
তথা সমস্তভূতেষু বর্ত্তধ্বং হিতবুদ্ধয়ঃ।
এতদ্বো হিতমত্যন্তং কো বা কস্যাপরাধ্যতে॥
যৎ করোত্যহিতং কিঞ্চিৎ কস্যচিন্মূঢ়মানসঃ।
তং সমভ্যেতি তন্নূনং কর্ত্তৃগামি ফলং যতঃ॥
ইতি মত্বা সমস্তেষু ভো লোকা হিতবুদ্ধয়ঃ।
সন্তু মা লৌকিকং পাপং লোকান্ প্রাপ্স্যথ বৈ বুধাঃ॥
যো মেঽদ্য স্নিহ্যতে তস্য শিবমস্তু সদা ভুবি।
যশ্চ মাং দ্বেষ্টি লোকেঽস্মিন্ সোঽপি ভদ্রাণি পশ্যতু॥
এবংস্বরূপঃ পুত্ত্রোঽভূৎ খনিত্রস্তস্য ভূপতেঃ।
সমস্তগুণসম্পন্নঃ শ্রীমানজদলেক্ষণঃ॥
তেন তে ভ্রাতরঃ প্রীত্যা পৃথগ্রাজ্যেষু যোজিতাঃ।
স্বয়ঞ্চ পৃথিবীমেতাং বুভুজে সাগরাম্বরাম্॥
প্রাচ্যাং তেন কৃতঃ শৌরির্দ্দক্ষিণায়ামুদাবসুঃ।
দিশি প্রতীচ্যাং সুনয় উত্তরস্যাং মহারথঃ॥
তেষাং তস্য চ ভূপস্য পৃথগ্গোত্রাঃ পুরোহিতাঃ
বভূবুর্ন্নয়শ্চৈব মন্ত্রিবংশক্রমাগতাঃ॥
শৌরেরত্রিকুলোদ্ভূতঃ সুহোত্রো নাম বৈ দ্বিজঃ
উদাবসোঃ কুশাবর্ত্তো গৌতমান্বয়জোঽভবৎ॥
কাশ্যপঃ প্রমতির্নাম সুনয়স্য পুরোহিতঃ।
মহারথস্য বাশিষ্ঠঃ পুরোধাঽভূন্মহীভৃতঃ॥
বুভুজুস্তে স্বরাজ্যানি চত্বারোঽপি নরাধিপাঃ।
খনিত্রশ্চাধিপস্তেষামশেষবসুধাধিপঃ॥
তেষু ভ্রাতৃষশেষেষু খনিত্রঃ স মহীপতিঃ।
প্রজাসু চ সমস্তাসু পুত্ত্রেষ্বিব সদা হিতঃ॥
একদা মন্ত্রিণা শৌরিঃ স প্রোক্তো বিশ্ববেদিনা
বিবিক্তে পৃথিবীপাল কিঞ্চিদ্বক্তব্যমস্তি নঃ॥
যস্যেয়ং পৃথিবী কৃৎস্না যস্য ভূপা বশানুগাঃ।
স রাজা তস্য পুত্ত্রশ্চ তৎপৌত্ত্রাশ্চান্বয়স্তত॥
ইতরে ভ্রাতরস্তস্য প্রাক্ স্বল্পবিষয়াধিপাঃ।
তৎপুত্ত্রশ্চাল্পকস্তস্মাৎ তৎপৌত্ত্রাশ্চাল্পকাল্পকাঃ॥
কালেন হ্রাসমাসাদ্য পুরুষাৎ পুরুষান্তরম্।
কৃষ্যোপজীবিনো ভূপ ভবন্তীতি তদন্বয়াঃ॥
নোদ্ধারং কুরুতে ভ্রাতা ভ্রাতৃস্নেহবলার্পণঃ।
স্নেহঃ কঃ পৃথিবীপাল পরয়োর্ভ্রাতৃপুত্ত্রয়োঃ॥
তৎপুত্ত্রয়োঃ পরতরা মতির্ভবতি পার্থিব।
তৎপুত্ত্রঃ কেন কার্য্যেণ প্রীতিযুক্তো ভবিষ্যতি॥
অথবা যেন তেনৈব সন্তোষং কুরুতে নৃপঃ।
ক্রিয়তে তৎ কিমর্থন্তু ভূপৈর্ম্মন্ত্রিপরিগ্রহঃ॥
ভুজ্যতে সকলং রাজ্যং ময়া তে মন্ত্রিণা সতা।
তৎ কিং মুধা ধারয়সে সন্তোষং কুরুতে যদি॥
কার্য্যনিষ্পাদকং রাজ্যং করণং কর্ত্তুরিষ্যতে।
রাজ্যলব্ধিশ্চ তে কার্য্যং ত্বং কর্ত্তা করণং বয়ম্॥
সোঽস্মাভিঃ করণৈ রাজ্যং পিতৃপৈতামহং কুরু।
ফলপ্রদা ভবিষ্যামঃ পরলোকে ন তে বয়ম্॥

রাজোবাচ।

জ্যেষ্ঠো রাজা মহীপাল বয়ং তস্যানুজা যতঃ।
ততঃ স ভুঙ্‌ক্তে পৃথিবীং বয়ঞ্চাল্পবসুন্ধরাম্॥
বয়ন্তু ভ্রাতরঃ পঞ্চ পৃথ্বী চৈকা মহামতে।
অতোঽস্যাঃ পৃথগৈশ্বর্য্যং কথং কৃৎস্নং ভবিষ্যতি॥

বিশ্ববেদ্যুবাচ।

এবমেতত্তবাংস্তত্র বদ্যেকা বসুধা নৃপ।

তাং ত্বমেবাত্তপদ্যস্ব জ্যেষ্ঠঃ শাস্ত্র মহাং ভবান্॥
সর্ব্বাধিপত্যঃ সর্ব্বেভ্যো ভব ত্বমখিলেশ্বরঃ।
যতস্তে চ যথাহং তে তেষামাহিতমন্ত্রিণঃ॥

রাজোবাচ।

জ্যেষ্ঠো রাজা যথা প্রীত্যা ভজতেঽস্মান্ সুতানিব
কথং তস্য করিষ্যামি মমত্বং জগতীগতম্॥

বিশ্ববেদ্যুবাচ।

রাজ্যস্থিতঃ পূজয়েথা জ্যেষ্ঠো ভূপার্হৈর্নৈবৈঃ।
কনিষ্ঠজ্যেষ্ঠতা কেয়ং রাজ্যং প্রার্থয়তাং নৃণাম্॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

তথেতি চ প্রতিজ্ঞাতে ভূভুজা তেন সত্তম।
বিশ্ববেদী ততো মন্ত্রী তদ্ভ্রাতৄননয়দ্বশম্॥
তেষাং পুরোহিতাংশ্চৈব আত্মনঃ শান্তিকাদিষু।
নিযোজয়ামাস ততঃ খনিত্রস্যাভিচারকে॥
বিভেদ তস্য নিভৃতান্ সামদানাদিভিস্তথা।
চক্রে চ পরমোদ্যোগং নিজদণ্ডপ্রসাধনে॥
আভিচারিকমত্যুগ্রমহন্যহনি কুর্ব্বতাম্।
পুরোধসাং চতুর্ণাঞ্চ জজ্ঞে কৃত্যাচতুষ্টয়ম্॥
বিকরালং মহাবক্ত্রমতিভীষণদর্শনম্।
সমুদ্যতমহাশূলং প্রভূতমতিদারুণম্॥
ততস্তদাগতং তত্র খনিত্রো যত্র পার্থিবঃ।
নিরস্তঞ্চাপ্যদুষ্টস্য তস্য পুণ্যচয়েন তৎ॥
কৃত্যাচতুষ্টয়ং তেষু নিপপাত দুরাত্মসু।
পুরোহিতেষু ভূপানাং তথা বৈ বিশ্ববেদিনি॥
ততো নিহন্ত্যা নির্দ্দগ্ধাঃ কৃত্যয়া তে পুরোহিতাঃ
বিশ্ববেদী তদা মন্ত্রী স শৌরেদুষ্টমন্ত্রদঃ॥

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে খনিত্রচরিত্রে
সপ্তদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

—

অষ্টাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

—:০:—

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ততঃ সমস্তলোকস্য বিস্ময়ঃ সোঽভবন্মহান্।
যদেককালং নেশুস্তে পৃথক্পুরনিবাসিনঃ॥
ততঃ শুশ্রাব নিধনং যাতান্ ভ্রাতৃপুরোহিতান্।
মন্ত্রিণঞ্চ তথা ভ্রাতুর্দ্দগ্ধং তং বিশ্ববেদিনম্॥
কিমেতদিতি সোঽতীব বিস্মিতো মুনিসত্তম।
খনিত্রোঽভূন্মহারাজো নাজানাৎ তচ্চ কারণম্॥
ততো বশিষ্ঠং পপ্রচ্ছ স রাজা গৃহমাগতম্।
যৎকারণং বিনেশুস্তে ভ্রাতৃমাত্রপুরোহিতাঃ॥
তেন পৃষ্টস্তদা প্রাহ যথাবৃত্তং মহামুনিঃ।
যচ্ছৌরিমন্ত্রিণা প্রোক্তং যচ্চ শৌরিরুবাচ তম্॥
যথা চানুষ্ঠিতং তেন ভ্রাতৄণাং ভেদকারি বৈ।
মন্ত্রিণা তেন দুষ্টেন যচ্চক্রুশ্চ পুরোহিতাঃ॥
যন্নিমিত্তং বিনেশুস্তে অপাপস্যাপকারিণঃ।
পুরোহিতাস্তস্য রাজ্ঞঃ শত্রাবপি দয়াপরাঃ॥
স তচ্ছ্রুত্বা ততো রাজা হা হতোঽস্মীতি বৈ বদন্
নিনিন্দাত্মানমত্যর্থং বশিষ্ঠস্যাগ্রতো দ্বিজ॥

রাজোবাচ।

ধিঙ্মামপুণ্যসংস্থানমল্পভাগ্যমশোভনম্।
দৈবদোষকৃতং পাপং সর্ব্বলোকবিগর্হিতম্॥
মন্নিমিত্তং বিনষ্টং যৎ তদ্ব্রাহ্মণচতুষ্টয়ম্।
মত্তঃ কোঽন্যঃ পাপতরো ভবিষ্যতি পুমান্ ভুবি।
নাভবিষ্যং যদি পুমানহমত্র মহীতলে।
ততস্তে ন বিনশ্যেয়ুর্মম ভ্রাতৃপুরোহিতাঃ॥
ধিগ্‌রাজ্যং ধিক্ চ মে জন্ম ভূভুজাং মহতাং কুলে
কারণত্বং গতো যোঽহং বিনাশস্য দ্বিজন্মনাম্॥
কুর্ব্বন্তঃ স্বামিনাং তেঽর্থং ভ্রাতৄণাং মম যাজকাঃ।
নাশং যযুর্ন দুষ্টাস্তে দুষ্টোঽহং নাশকারণে॥
কিং করোমি ক্ব গচ্ছামি নান্যো মত্তো হি পাপকৃৎ
পৃথিব্যামস্তি হেতুত্বং দ্বিজনাশস্য যো গতঃ॥
ইত্থমুদ্বিগ্নহৃদয়ঃ খনিত্রঃ পৃথিবীপতিঃ।
বনং যিযাসুঃ পুত্রস্য কৃতবানভিষেচনম্॥
অভিষিচ্য সুতং রাজ্যে ক্ষুপসংজ্ঞং মহীপতিঃ।
ভার্য্যাভিস্তিসৃভিঃ সার্দ্ধং তপসে স বনং যযৌ॥
তত্র গত্বা তপস্তেপে বানপ্রস্থবিধানবিৎ।
শতানি ত্রীণি বর্ষাণাং সার্দ্ধানি নৃপসত্তমঃ॥
তপসা ক্ষীণদেহস্তু রাজবর্য্যো দ্বিজোত্তম।
নিগৃহ্য সর্ব্বস্রোতাংসি তত্যাজাসূন্ বনেচরঃ॥
ততঃ পুণ্যান্ যযৌ লোকান্ সর্ব্বকামদুনক্ষয়ান্।
অশ্বমেধাদিভির্যজ্ঞৈরবাপ্যা যে নরাধিপৈঃ॥
ভার্য্যাশ্চ তস্য তাস্তিস্রঃ সমং তেনৈব তত্যজুঃ।
প্রাণান্ বাপুঃ সমালোক্যং তেনৈব সুমহাত্মনা॥
এতৎ খনিত্রচরিতং শ্রুতং কল্মষনাশনম্।
পঠতাঞ্চ মহাভাগ ক্ষুপস্যাতো নিশাময়॥

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে খনিত্র-
চরিতং নামাষ্টাদশাধিক-
শততমোঽধ্যায়ঃ॥

—

একোনবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

—০ঃ০—

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ক্ষুপঃ খনিত্রপুত্রস্তু প্রাপ্য রাজ্যং যথা পিতা।
তথৈব পালয়ামাস প্রজা ধর্ম্মেণ রঞ্জয়ন্॥
স দানশীলো যষ্টা চ যজ্ঞানামবনীপতিঃ।
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ ব্যবহারাদিবর্ত্মনি॥
একদা স মহীপালো নিজস্থানগতো মুনে।
সূতৈরুক্তো যথা পূর্ব্বং ক্ষুপো রাজা তথাভবৎ॥
ব্রহ্মণস্তনয়ঃ পূর্ব্বং ক্ষুপোঽভূৎ পৃথিবীপতিঃ।
যাদৃক্ চরিতমস্যাসীৎ তাদৃক্ তস্যৈব চেষ্টিতম্॥

রাজোবাচ।

শ্রোতুমিচ্ছামি চরিতং ক্ষুপস্য সুমহাত্মনঃ।
যদি তাদৃঙ্ময়া শক্যং চেষ্টিতুং তৎ করোম্যহম্॥

সূতা ঊচুঃ।

স চকারাকারান্ ভূপ রাজা গোব্রাহ্মণান্ পুরা।
ষষ্ঠাংশেন কৃতা চোর্ব্যামিষ্টিস্তেন মহাত্মনা॥

রাজোবাচ।

তেষাং মহাত্মনাং রাজ্ঞাং কোঽনুযাত্যুপি মদ্বিধঃ
তস্যাপ্যুৎকৃষ্টচেষ্টানাং চেষ্টাস্বুদ্যমবান্ ভবেৎ॥
তচ্ছ্রূয়তাং প্রতিজ্ঞা যা সাম্প্রতং ক্রিয়তে ময়া।
ক্ষুপস্যানুকরিষ্যামি মহারাজস্য চেষ্টিতম্॥
ত্রীংস্ত্রীন্ যজ্ঞান্ করিষ্যামি শস্যাপাতে গতাগতে
পৃথিব্যাং চতুর্ণায়াং প্রতিজ্ঞেয়ং কৃতা ময়া॥
যঞ্চ গোব্রাহ্মণাঃ পূর্ব্বমদদন্ ভূভৃতে করম্।
তমেব প্রতিদাস্যামি ব্রাহ্মণানাং তথা গবাম্॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ইতি প্রতিজ্ঞায় বচঃ ক্ষুপস্তৎ কৃতবাংস্তথা।
শস্যাপাতে স যজ্ঞাংস্ত্রীনযজদ্‌যজতাং বরঃ॥
গোব্রাহ্মণাঃ পুরা রাজ্ঞামদদন্ যঞ্চ বৈ করম্।
তাবৎসঙ্খ্যমদাদ্বিত্তমস্যৈ গোব্রাহ্মণায় সঃ॥
তস্য পুত্রোঽভবদ্বীরঃ প্রমথায়ামনিন্দিতঃ।
যস্য প্রতাপশৌর্য্যাভ্যাং কৃতা বশ্যা মহীভৃতঃ॥
তস্যাপি নন্দিনী নাম বৈদর্ভী দয়িতাভবৎ।
বিবিংশং তনয়ং তস্যাং জনয়ামাস স প্রভুঃ॥
বিবিংশে শাসতি মহীং মহীপালে মহৌজসি।
মহীতলমভূদ্ব্যাপ্তং নিরন্তরতয়া নরৈঃ॥
ববর্ষ কালে পর্জ্জন্যো মহী শস্যবতী তথা।
সুফলানি চ শস্যানি রসবন্তি ফলানি চ॥
রসাঃ পুষ্টিকরাশ্চাসন্ পুষ্টির্নোন্মাদকারিণী।
ন বিত্তনিচয়া নৃণাং প্রভূতা মদহেতবঃ॥
তৎপ্রতাপেন রিপবো ভয়মাপুর্মহামুনে।
স্বাস্থ্যঞ্চৈব সুহৃদ্বর্গো মুদমিষ্টাং তথৈব চ॥
ইষ্ট্বা স যজ্ঞান্ সুবহূন্ সম্যক্ সম্পাল্য মেদিনীম্
সংগ্রামে নিধনং প্রাপ্য শক্রলোকমিতো গতঃ॥

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে বিবিংশচরিতে
একোনবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥

—

বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

—০ঃ০—

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

তস্য পুত্রঃ খনীনেত্রো মহাবলপরাক্রমঃ।
যস্য যজ্ঞেষ্বগায়ন্ত গন্ধর্ব্বা বিস্ময়ান্বিতাঃ॥
খনীনেত্রসমো নান্যো ভুবি যজ্বা ভবিষ্যতি।
তেন যজ্ঞাযুতে পূর্ণে দত্তা পৃথ্বী সসাগরা॥
দত্ত্বা চ সকলাং পৃথ্বীং ব্রাহ্মণানাং মহাত্মনাম্।
তপসা দ্রব্যমাসাদ্য মোচয়েৎ সাধিতেন যঃ॥
যতশ্চ প্রাপ্য বিত্তর্দ্ধিমতুলাং দাতৃসত্তমাৎ।
জগৃহুর্ব্রাহ্মণা বিপ্র নান্যরাজ্ঞঃ প্রতিগ্রহম্॥
সপ্তষষ্টিঞ্চ যো যজ্ঞানযজদ্ভূরিদক্ষিণান্॥
অপুত্রঃ স মহীপালো মৃগয়ামুপচক্রমে।
পুত্রার্থং পিতৃযজ্ঞায় মাংসকামো মহামুনে॥
অশ্বারূঢ়ো বিনা সৈন্যমেক এব মহাবনে।
বদ্ধগোধাঙ্গুলিত্রাণো বাণখড়্গধনুর্দ্ধরঃ॥
তং বাহয়ন্তং তুরগমন্যতো গহনাদ্বনাৎ।
বিনিষ্ক্রম্য মৃগঃ প্রাহ মাং হত্বাভিমতং কুরু॥

রাজোবাচ।

অন্যে মৃগাঃ পলায়ন্তে মহাভীত্যা বিলোক্য মাম্
কথমাত্মপ্রদানং ত্বং মৃত্যবে কর্ত্তুমিচ্ছসি॥

মৃগ উবাচ।

অপুত্রোঽহং মহারাজ বৃথা জন্মপ্রয়োজনম্।
বিচারয়ন্ ন পশ্যামি প্রাণানামিহ ধারণম্॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

অথান্যোত্য মৃগঃ প্রাহ তমন্যো বসুধাধিপম্।
মৃগস্য তস্য প্রত্যক্ষমলমেতেন পার্থিব॥
ঘাতয়স্বেতি মাং মাংসৈর্ম্মম কর্ম্ম সমাচর।
যথা কৃতার্থতা তে স্যান্মম চাপ্যুপকারি তৎ॥
পুত্রার্থং ত্বং মহারাজ স্বপিতৄন্ যষ্টুমিচ্ছসি।

অপুত্রস্তাস্ত মাংসেন লপ্স্যসে বাঞ্ছিতং কথম্॥
যাদৃক্ কর্ম্ম বিনিষ্পাদ্যং তাদৃগদ্রব্যমুপাহরেৎ।
দুর্গন্ধৈর্ন সুগন্ধানাং গন্ধজ্ঞানবিনির্ণয়ঃ॥

রাজোবাচ।

বৈরাগ্যকারণং প্রোক্তমনেনাপুত্রতা মম।
কথ্যতাং প্রাণসন্ত্যাগে যৎ তে বৈরাগ্যকারণম্॥

মৃগ উবাচ।

বহবো মে সুতা ভূপ বহ্ব্যো দুহিতরস্তথা।
যচ্চিন্তাদুঃখদাবাগ্নিজ্বালামধ্যে বসাম্যহম্॥
সর্ব্বসাধ্যা নরেন্দ্রেয়ং মৃগজাতিঃ সুকাতরা।
তেষপত্যেষু মে চাতিমমত্বং তেন দুঃখিতঃ॥
মনুষ্যসিংহশার্দ্দূলবৃকাদিভ্যো বিভেম্যহম্।
হীনাদ্যৎ সর্ব্বসত্ত্বেভ্যঃ শৃগালাদপি প্রভো॥
সোঽহং নিমিত্তং বন্ধূনামিমাং শূন্যাং বসুন্ধরাম্।
নৃসিংহাদিভয়াৎ সর্ব্বামিচ্ছামি সুভৃশং সকৃৎ॥
তৃণান্যন্তেঽপি খাদন্তি গোঽজাবিতুরগাদিকাঃ।
তাংস্তেষাং পোষণায়াহমিচ্ছামি নিধনং গতান্॥
নিষ্ক্রান্তেষু ততস্তেষু মমাপত্যেষু বৈ পৃথক্।
ভবন্তি চিন্তাঃ শতশো মমত্বাবৃতচেতসঃ॥
কিং কূটপাশং কিং বজ্রং বাগুরাং কিং সুতো মম
প্রাপ্তশ্চরন্ বনে কিং বা নৃসিংহাদিবশং গতঃ॥
প্রাপ্তোঽয়মেকঃ সম্প্রাপ্তাস্তেঽবস্থাং কীদৃশীং মম
সাম্প্রতং বিচরন্তো বৈ যে গতাঃ সুমহাবনম্॥
দৃষ্ট্বা প্রাপ্তান্ মমাভ্যাসমহং তানাত্মজান্ নৃপ।
ঈষদুচ্ছ্বসিতঃ ক্ষেমমিচ্ছামি রজনীং পুনঃ॥
প্রভাতে দিবসং ক্ষেমমস্তগেঽর্কে নিশামপি।
বাঞ্ছাম্যহং কদা ক্ষেমং সর্ব্বকালং ভবিষ্যতি॥
এতৎ তে কথিতং ভূপ মমোদ্বেগস্য কারণম্।
অতঃ প্রসাদং কুরু মে বাণোঽয়ং পাত্যতাং ময়ি
ইতি দুঃখশতাবিষ্টঃ প্রাণানপি ত্যজামি যৎ।
তৎকারণং নিবোধ ত্বং ব্রুবতো মম পার্থিব॥
অসূর্য্যা নাম তে লোকা যান্ গচ্ছন্ত্যাত্মঘাতকাঃ
যজ্ঞোপযুক্তাঃ পশবঃ সম্প্রয়ান্ত্যচ্ছ্রিতীঃ প্রভো॥
অগ্নিঃ পশুরভূৎ পূর্ব্বং পশুরাসীজ্জলাধিপঃ।
ভাস্বানথোচ্ছ্রিতীঃ প্রাপ্তো যজ্ঞে নিষ্ঠামুপাগতঃ
তস্মাদেতাং কৃপাং কৃত্বা নয় মামুচ্ছ্রিতিং নৃপ।
আত্মনশ্চেপ্সিতং কামং পুত্রলাভাদবাপ্স্যসি॥

পূর্ব্বমৃগ উবাচ।

রাজেন্দ্র নৈব হন্তব্যো ধন্যোঽহমং সুকৃতী মৃগঃ।
বহবস্তনয়া যস্য হন্তব্যোঽহমসন্ততিঃ॥

উত্তরমৃগ উবাচ।

একদেহভবং যস্য দুঃখং ধন্যঃ স বৈ ভবান্।
বহূনি যস্য দেহানি তস্য দুঃখান্যনেকধা॥
একো যদাহমাসন্তু প্রাক্ তদৈক দেহজং মম।
দুঃখমাসীন্মমত্বে তু ভার্য্যায়াস্তদভূদ্দ্বিধা॥
যদা যাতান্যপত্যানি তদা যাবন্তি তানি বৈ।
তাবচ্ছরীরভূমীণি মম দুঃখান্যথাভবন্॥
ন কৃতার্থো ভবান্ যস্য নাতিদুঃখায় সম্ভবঃ।
ইহ দুঃখায় মৎসূতিঃ পরত্র চ বিরোধিনী॥
যতো রক্ষণপোষার্থমপত্যানাং করোমি তৎ।
চিন্তয়ামি চ সন্তুতিস্তেন মে নরকে ধ্রুবা॥

রাজোবাচ।

ন বেদ্মি কিং সন্ততিমান্ ধন্যোঽপুত্রোঽত্র
কিং মৃগ।
পুত্রার্থঞ্চায়মারম্ভো মম দোলায়তে মনঃ॥
দুঃখায় সন্ততিঃ সত্যমৈহিকামুষ্মিকায় তৎ।
তথাপ্যতনয়ান্ যান্তি ঋণানীতি শ্রুতং ময়া॥
সোঽহং যতিষ্যে পুত্রার্থমৃতে প্রাণিবধং মৃগ।
তপসৈব প্রচণ্ডেন যথা পূর্ব্বং মহীপতিঃ॥

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে খনীনেত্রচরিতং নাম বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

একবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

—:০:—

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ততঃ স নৃপতির্গত্বা গোমতীং পাপনাশিনীম্।
তত্র তুষ্টাব নিয়তো ভূত্বা দেবং পুরন্দরম্॥
তপ্যমানস্তপশ্চোগ্রং যতবাক্কায়মানসঃ।
তুষ্টাব প্রয়তঃ শক্রমপত্যার্থং মহীপতিঃ॥
তস্য স্তোত্রেণ তপসা ভক্ত্যা চাপি সুরেশ্বরঃ।
তুতোষ ভগবানিন্দ্রঃ প্রাহ চৈনং মহামুনে॥
অনেন তপসা ভক্ত্যা স্তোত্রেণোচ্চারিতেন চ।
পরিতুষ্টোঽস্মি তে ভূপ ব্রিয়তাং ভবতা বরঃ॥

রাজোবাচ।

অপুত্রস্য সুতো মেঽস্তু সর্ব্বশস্ত্রভৃতাং বরঃ।
সদা চাব্যাহতৈশ্বর্য্যো ধর্ম্মকর্ম্মবিৎ কৃতী॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

তথেতি চোক্তঃ শক্রেণ রাজা প্রাপ্তমনোরথঃ।
প্রজাঃ পালয়িতুং ভূপ আজগাম নিজং পুরম্॥
তত্রাস্য কুর্ব্বতো যজ্ঞং সম্যক্ পালয়তঃ প্রজাঃ।
অজায়ত সুতো বিপ্র তদা শক্রপ্রসাদতঃ॥
তস্য নাম পিতা চক্রে বলাশ্ব ইতি ভূপতিঃ।
অস্ত্রগ্রামমশেষঞ্চ গ্রাহয়ামাস তং সুতম্॥
পিতর্য্যুপরতে বিপ্র সোঽধিরাজ্যে স্থিতো নৃপঃ
স বলাশ্বো বশং নিন্যে ভুবি সর্ব্বমহীক্ষিতঃ॥
করঞ্চ দাপয়ামাস সারগ্রহণপূর্ব্বকম্।
স সর্ব্বভূমিপান্ রাজা পালয়ামাস চ প্রজাঃ॥
অথাখিলনরেন্দ্রাস্তে দায়াদাস্তস্য দুর্ম্মদাঃ।
ন চাভ্যুত্থায় সততং তে চাস্মৈ প্রদদুঃ করান্॥
ব্যুত্থিতাঃ স্বেষু রাষ্ট্রেষু ন সন্তোষপরাস্ততঃ।
ভুবং তস্য নরেন্দ্রস্য জগৃহুস্তে নরাধিপাঃ॥
স গৃহীত্বা স্বকং রাজ্যং পৃথিবীশোঽবলো মুনে।
তস্থৌ স্বনগরে ভূপৈর্ব্বিরোধো বহুভিঃ কৃতঃ॥
সমেত্য সুমহাবীর্য্যাঃ সসাধনধনাস্ততঃ।
রুরুধুস্তং মহীপালং পুরে তত্র নরেশ্বরাঃ॥
পুররোধেন তেনাথ কুপিতঃ স মহীপতিঃ।
স্বল্পকোষোঽল্পদণ্ডশ্চ বৈক্লব্যং পরমং গতঃ॥
অপশ্যমানঃ শরণং সবলো দ্বিজসত্তম।
করৌ মুখাগ্রতঃ কৃত্বা নিশশ্বাসার্ত্তমানসঃ॥
ততোঽস্য হস্তবিবরান্মুখানিলসমাহিতাঃ।
নির্জ্জগ্মুঃ শতশো যোধা রথনাগতুরঙ্গমাঃ॥
ততঃ ক্ষণেন তৎ সর্ব্বং নগরং তস্য ভূপতেঃ।
ব্যাপ্তমাসীদ্বলৌঘেন সারেণাতিবলান্মুনে॥
অথ সোঽতিবলৌঘেন মহতা তেন সংবৃতঃ।
নির্গম্য নগরাৎ তস্মাৎ তান্ বিজিগ্যে নরাধিপঃ॥
জিত্বা চ বশমানীয় চকার করদান্ পুনঃ।
যথা পূর্ব্বং মহাভাগ মহাভাগ্যো নরেশ্বরঃ॥
ধূতয়োঃ করয়োর্জজ্ঞে যতস্তস্যারিদাহদম্।
বলং করন্ধমস্তস্মাৎ স বলাশ্বোঽভিধীয়তে॥
স ধর্ম্মাত্মা মহাত্মা চ স মৈত্রঃ সর্ব্বজন্তুষু।
করন্ধমোঽভবত্তু পৃথ্বিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ॥
সম্প্রাপ্তস্য পরামার্ত্তিং দদাবরিবিনাশনম্।
বলং ধর্ম্মেণ চাক্ষিণুমভ্যুপেত্য স্বয়ং নৃপঃ॥

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে করন্ধম-
চরিতং নাম একবিংশত্যধিকশত-
তমোঽধ্যায়ঃ।

দ্বাবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

—:০:—

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

বীর্য্যচন্দ্রসুতা সুভ্রূর্ব্বীরা নাম শুভব্রতা।
স্বয়ংবরে সা জগৃহে মহারাজং করন্ধমম্॥
তস্যাং পুত্রং স রাজেন্দ্রো জনয়ামাস বীর্য্যবান্।
অবীক্ষিতমিতি খ্যাতিমুপেতং জগতীতলে॥
জাতে তস্মিন্ সুতে রাজা স দৈবজ্ঞানপৃচ্ছত।
কচ্চিৎ প্রশস্তনক্ষত্রে শস্তলগ্নে সুতো মম॥
কচ্চিচ্ছালোকিতং জন্ম মম পুত্রস্য শোভনৈঃ।
গ্রহৈঃ কচ্চিন্ন দুষ্টানাং গ্রহাণাং দৃক্পথং গতম্॥
ইত্যুক্তাস্তেন দৈবজ্ঞাস্তমূচুর্নৃপতিং ততঃ।
শস্তে মুহূর্ত্তে নক্ষত্রে লগ্নে চৈব সুতস্তব॥
সমুৎপন্নো মহাবীর্য্যো মহাভাগো মহাবলঃ।
ভবিষ্যতি মহারাজ মহারাজস্তবাত্মজঃ॥
অবৈক্ষতেমং দেবানাং গুরুঃ শুক্রশ্চ সপ্তমঃ।
সোমশ্চতুর্থস্তনয়ং তবৈনং সমবেক্ষতে॥
উপান্তসংস্থিতশ্চৈব সোমপুত্রোঽপ্যবেক্ষতে।
নাবৈক্ষতেমং সবিতা ন ভৌমো ন শনৈশ্চরঃ॥
তব পুত্রং মহারাজ ধন্যোঽয়ং তনয়স্তব।
সর্ব্বকল্যাণসম্পত্তিসমবেতো ভবিষ্যতি॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ইতি দৈবজ্ঞবচনং নিশম্য বসুধাধিপঃ।
হর্ষপূর্ণমনাঃ প্রাহ নিজস্থানগতস্তদা॥
অবৈক্ষতেমং দেবানাং গুরুঃ সোমসুতো বুধঃ।
নাবৈক্ষতৈনমাদিত্যো নার্কসূনুর্ন ভূমিজঃ॥
অবৈক্ষতেতি যৎ প্রোক্তং ভবদ্ভির্ব্বহুশো বচঃ।
অবীক্ষিতেতি তেনাস্য খ্যাতং নাম ভবিষ্যতি॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

অবীক্ষিতঃ সুতস্তস্য বেদবেদাঙ্গপারগঃ।
অস্ত্রগ্রামমশেষং স কণ্বপুত্রাদথাগ্রহীৎ॥
স রূপেণাতি ভিষজৌ দেবানাং পার্থিবাত্মজঃ।
বুদ্ধ্যা বাচস্পতিং কান্ত্যা শশাঙ্কং তেজসা রবিম্।
ধৈর্য্যেণাব্ধিং তথোর্ব্বীঞ্চ সহিষ্ণুত্বেন বীর্য্যবান্।
শৌর্য্যেণ ন সমস্তস্য কশ্চিদাসীন্মহাত্মনঃ॥
স্বয়ংবরে তং জগৃহে হেমধর্ম্মাত্মজা বরা॥
সুদেবতনয়া গৌরী সুভদ্রা বলিনঃ সুতা॥
লীলাবতী বীরসুতা বীরভদ্রসুতা নিভা।
ভীমাত্মজা মান্যবতী দম্ভপুত্রী কুমুদ্বতী॥

যাশ্চৈবং নাভিনন্দন্তি স্বয়ম্বরকৃতক্ষণাঃ।
তাশ্চাপি স বলাদ্বীরো জগ্রাহ নৃপতেঃ সুতঃ॥
নিরাকৃত্য নৃপান্ সর্ব্বাংস্তাসাং পিতৃকুলানি চ।
স্বকং হি বীর্য্যমাশ্রিত্য বলবান্ স বলোদ্ধতঃ॥
একদা তু বিশালস্য বৈদিশাধিপতেঃ সুতাম্।
বৈশালিনীং স সুদতীং স্বয়ম্বরকৃতক্ষণাম্॥
পরিভূয়াখিলান্ ভূপান্ স্বেচ্ছয়া ন বৃতস্তয়া।
বলাজ্জগ্রাহ বিপ্রর্ষে যথান্যা বলগর্ব্বিতঃ॥
ততস্তে ভূভৃতঃ সর্ব্বে বহুশস্তেন মানিনা।
নিরাকৃতাঃ সুনির্ব্বিণ্ণা প্রোচুরন্যোন্যমাকুলাঃ॥
ক্ষমতাং ললনামেতামেকস্মাদ্বলশালিনাম্।
বহূনামেকবর্ণানাং জন্ম ধিগ্বো মহীভৃতাম্॥
ক্ষত্রিয়ো যঃ ক্ষতত্রাণং বধ্যমানস্য দুর্ম্মদৈঃ।
করোতি তস্য তন্নাম বৃথৈবান্যে হি বিভ্রতি॥
আত্মনোঽপি ক্ষতত্রাণং দুষ্টাদস্মাদকুর্ব্বতাম্।
ভবতাং ক্ষত্রিয়কুলে জাতানাং কীদৃশী মতিঃ॥
উচ্চার্য্যতে স্তুতির্যা চ সূতমাগধবন্দিভিঃ।
সা সত্যা মা বৃথা বীরা ভবত্বরিবিনাশনাৎ॥
চরতাং মা বৃথৈবৈষাং ভূপশব্দো দিগন্তরে।
পৌরুষাশ্রয়িণঃ শ্রেষ্ঠাঃ বিশিষ্টকুলসম্ভবাৎ॥
বিভেতি কো ন মরণাৎ কো যুদ্ধেন বিনামরঃ।
বিচিন্ত্যৈতন্ন হাতব্যং পৌরুষং শস্ত্রবৃত্তিভিঃ॥
এতন্নিশম্য তে ভূপা বিস্পষ্টামর্ষপূরিতাঃ।
ঊচুঃ পরস্পর সর্ব্বে সমুত্তস্থুশ্চ সায়ুধাঃ॥
কেচিদ্রথানারুরুহুঃ কেচিন্নাগাংস্তথা হয়ান্।
অন্যেঽমর্ষপরাধীনাস্তমুপেতাঃ পদাতয়ঃ॥

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণেঽবীক্ষিত-
চরিতে দ্বাবিংশত্যধিক-
তমোঽধ্যায়ঃ॥

ত্রয়োবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

—০:০—

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ইতি সংগ্রামসজ্জাস্তে ভূপা ভূপসুতাস্তথা।
নিরাকৃতা সুবহুশস্তৎকালঞ্চাপ্যবীক্ষিতা॥
ততো বভূব সংগ্রামস্তস্য তৈঃ সহ দারুণঃ।
একস্য বহুভির্ভূপৈর্ভূপপুত্রবরৈর্ম্মুনে॥
তেঽসিশক্তিগদাবাণপাণয়স্তং সুদুর্ম্মদাঃ।
অভিয়স্তো যুযুধিরে তৈঃ সমস্তৈরসাবপি॥
স তান্ শরশতৈস্তীক্ষ্ণৈর্ব্বিভেদ নৃপনন্দনঃ।
কৃতাস্ত্রো বলবান্ বাণৈস্তে চ তং বিভিদুঃ শিতৈঃ
কস্যচিচ্চিচ্ছেদে বাহুমন্যস্য চ শিরোধরম্।
হৃদি বিব্যাধ চৈবান্যমন্যং বক্ষস্যতাড়য়ৎ॥
করং চিচ্ছেদ করিণস্তুরগস্য তথা শিরঃ।
তথান্যেষাং তথৈবাশ্বান্ রথস্যান্যস্য সারথিম্॥
বাণানাপততশ্চক্রে দ্বিধা বাণৈস্তথা দ্বিষাম্।
চিচ্ছেদান্যস্য খড়্গঞ্চ ধনুরন্যস্য লাঘবাৎ॥
তনুত্রেঽপহৃতে তেন ননাশান্যো নৃপাত্মজঃ।
অবীক্ষিতাহতশ্চান্যঃ পদাতিঃ প্রজহৌ রণম্॥
ইত্যাকুলীকৃতে তস্মিন্ সমগ্রে রাজমণ্ডলে।
তস্থুঃ সপ্তশতা বীরা মরণে কৃতনিশ্চয়াঃ॥
আভিজাত্যবয়ঃ শৌর্য্যলজ্জাভারসমন্বিতাঃ।
নির্জ্জিতে সকলে সৈন্যে পলায়নপরায়ণে॥
তৈঃ সমেত্য মহীপালৈঃ স তু পুত্রো মহীভৃতঃ।
যুযুধে ধর্ম্মযুদ্ধেন তেন তেনাতিকোপিতঃ॥
বিচ্ছিন্নযন্ত্রকবচান্ স তানপি মহাবলঃ।
কর্ত্তুং ব্যবস্থিতস্তে চ ততঃ ক্রুদ্ধা মহামুনে॥
ধর্ম্মমুৎসৃজ্য যুযুধুর্যুধ্যমানেম ধর্ম্মতঃ।
নরেন্দ্রপুত্রাঃ প্রস্বেদজলক্লিন্নাননাঃ সমম্॥
বিব্যাধ কশ্চিদ্বাণৌঘৈঃ কশ্চিচ্চিচ্ছেদ কার্ম্মুকম্
ধ্বজমন্যাপরো বাণৈশ্ছিত্বা ভূমাবপাতয়ৎ॥
জঘ্নুরন্যে তথৈবাশ্বান্ বভঞ্জুশ্চাপরে রথম্।
গদাপাতেনাথ বান্যে বাণৈঃ পৃষ্ঠমতাড়য়ন্॥
ছিন্নে ধনুষি সক্রোধঃ স তদা নৃপতেঃ সুতঃ।
জগ্রাহাসিং তথা চর্ম্ম তদপ্যন্যোঽপাতয়ৎ॥
ছিন্নাসিচর্ম্মা জগ্রাহ স গদাং গদিনাং বরঃ।
তামপ্যন্যঃ ক্ষুরপ্রেণ চিচ্ছেদ কৃতহস্তবৎ॥
অন্যে শরসহস্রেণ শতেনান্যে নরাধিপাঃ।
বিভিদুঃ কোষ্ঠকীকৃত্য ধর্ম্মযুদ্ধপরাঙ্মুখাঃ॥
স বিহ্বলঃ পপাতোর্ব্ব্যামেকো বহুভিরর্দ্দিতঃ॥
রাজপুত্রা মহাভাগা ববন্ধুস্তে চ তং ততঃ॥
তমধর্ম্মেণ তে সর্ব্বে গৃহীত্বা নৃপতেঃ সুতম্।
বিশালেন সমং রাজ্ঞা বৈদিশং বিবিশুঃ পুরম্॥
হৃষ্টাঃ প্রমুদিতা বদ্ধং তমাদায় নৃপাত্মজম্।
স্বয়ংবরা চ সা কন্যা ন্যস্তা তেন ততঃ পুরঃ॥
পুনঃ পুনশ্চ পিত্রোক্তা তথাপি চ পুরোধসা।
আলম্ব্যতামিতি বরো যস্তে রাজস্য রোচতে॥
যদা সা মানিনী কঞ্চিন্ন জগ্রাহ বরং শুভে।
তদা পপ্রচ্ছ দৈবজ্ঞং বিবাহার্থং নরেশ্বরঃ॥

বিশিষ্টতরমেতস্যা বিবাহায় দিনং বদ।
অদ্যোতদীদৃক্ সঞ্জাতং যুদ্ধং বিঘ্নোপপাদকম্॥
মার্কণ্ডেয় উবাচ।
ইতি পৃষ্টো নরেন্দ্রেণ স দৈবজ্ঞো বিমৃষ্য তং।
দুর্ম্মনাঃ প্রাহ বিজ্ঞাতপরমার্থো মহীপতিম্॥
ভবিষ্যন্ত্যপরাণীহ দিনানি পৃথিবীপতে।
প্রশস্তলগ্নযুক্তানি শোভনান্যচিরেণ চ॥
করিষ্যতি বিবাহার্থং তেষু প্রাপ্তেষু মানদ।
অলমেতেন যত্রায়ং মহাবিঘ্ন উপস্থিতঃ॥

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণেঽবীক্ষিত-
চরিতে ত্রয়োবিংশত্যধিকশত-
তমোঽধ্যায়ঃ।

চতুর্ব্বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ততঃ শুশ্রাব তং বদ্ধং তনয়ং স করন্ধমঃ।
তস্য পত্নী তথা বীরা অন্যে চাপি মহীভৃতঃ॥
তমধর্ম্মেণ তনয়ং বদ্ধং শ্রুত্বা মহীপতিঃ।
সমন্তৈঃ পৃথিবীপালৈশ্চিরং দধ্যৌ মহামুনে॥
কেচিদূচুর্ম্মহীপালা বধ্যাঃ সর্ব্বে মহীভৃতঃ।
যৈরেকঃ সংযুগে বদ্ধঃ সমস্তৈস্তৈরধর্ম্মতঃ॥
যুজ্যতাং বাহিনী শীঘ্রমূচুরন্যৈঃ কিমাস্যতে।
বিশালো বধ্যতাং দুষ্টস্তত্র যেঽন্যে সমাগতাঃ॥
অন্যে তথোচুর্ধর্ম্মোঽত্র ত্যক্তঃ পূর্ব্বমবীক্ষিতঃ।
অন্যায়েন বলাদ্যেন গৃহীতা তমবাঞ্ছতী॥
স্বয়ংবরেষ্বশেষেষু তেন রাজসুতাস্তদা।
খলীকৃতাস্ততঃ সর্ব্বে সমেত্য স বশীকৃতঃ॥
তেষামেতদ্বচঃ শ্রুত্বা বীরা বীরপ্রজাবতী।
বীরগোত্রসমুদ্ভূতা বীরপত্নী প্রহর্ষিতা।
উবাচ ভর্ত্তুঃ প্রত্যক্ষমন্যেষাঞ্চ মহীক্ষিতাম্॥
ভদ্রং কৃতং ভদ্রভুজা মম পুত্রেণ পার্থিবাঃ।
গৃহীতা যদ্বলাৎ কন্যা জিত্বা সর্ব্বমহীক্ষিতঃ॥
তদর্থং যুধ্যমানোঽয়ং যুদ্ধ একো ন ধর্ম্মতঃ।
তদপ্যস্মৎসুতস্যাজৌ মন্যে নাপচয়প্রদম্॥
এতদেব হি পৌরুষ্যং মদধর্ম্মবশানুগঃ।
নীতিং ন গণয়ত্যেবং জিঘাংসুরিব কেশরী॥
স্বয়ংবরায় বিন্যস্তা মম পুত্রেণ কন্যকাঃ।
বহ্ব্যো গৃহীতা ভূপানাং পশ্যতামতিমানিনাম্॥
ক ক্ষত্রিয়কুলে জন্ম ক যাচ্ঞা হীনসেবিতা।
বলাদেব সমাদত্তে ক্ষত্রিয়ো বলিনাং পুরঃ॥
লোহশৃঙ্খলবদ্ধা বা ন বশং যান্তি কাতরাঃ।
প্রসহ্যকারিণো যান্তি রাজানো ধর্ম্মশালিনঃ॥
তদলং দৌর্ম্মনস্যেন শ্লাঘ্যমেবাস্য বন্ধনম্।
যুষ্মাকমপ্যায়ুধানামঙ্গ মূর্দ্ধসু পাতনম্॥
হৃত্বৈব পৃথিবীশানাং পৃথ্বী পুত্রাদিকং বসু।
ভার্য্যা চার্য্যনিমিত্তানি ততো যাতানি গৌরবম্॥
তৎ ত্বর্য্যতাং রণায়াশু স্যন্দনান্যধিরোহত।
সজ্জীকুরুত নাগাশ্বমচিরেণ সসারথিম্॥
মন্যধ্বং কিং মহীপালৈর্ব্বহুভিঃ সহ বিগ্রহম্।
প্রভূতা এব তোষায় শূরস্যাল্পরণে ক্রিয়াঃ॥
কস্য নাল্পেষু সামর্থং নরেন্দ্রাদিষু জায়তে।
যেভ্যো ন বিদ্যতে ভীতিঃ কাতরস্যাপি শত্রুষু॥
ব্যাপ্তলোকান্ সমস্তান্ যো হ্যভিভূয় যতো নরঃ।
ব্যরোচতেতি শূরঃ স তমাংসীব দিবাকরঃ॥
মার্কণ্ডেয় উবাচ।
ইত্থমুদ্ধর্ষিতো রাজানয়া পত্ন্যা করন্ধমঃ।
চকার স বলোদ্যোগং হন্তুং পুত্রাহিতান্ মুনে॥
ততস্তস্য সমং ভূপৈর্বিশালেন চ সঙ্গরঃ।
বভূব বদ্ধপুত্রস্য তৈরশেষৈর্ম্মহামুনে॥
দিনত্রয়মভূদ্যুদ্ধং তেন রাজ্ঞা সমং তদা।
করন্ধমেন ভূপানাং বিশালস্যানুকুর্ব্বতাম্॥
যদা পরাজয়প্রায়ং তং সর্ব্বং ভূপমণ্ডলম্।
তদা বিশালোঽর্ঘ্যকরঃ করন্ধমমুপাস্থিতঃ॥
করন্ধমোঽপি সম্প্রীত্যা তেন রাজ্ঞাভিপূজিতঃ।
বিমুক্তে তনয়ে তত্র নিশাং তাং সুখমাবসৎ॥
তাঞ্চ কন্যামুপাদায় বিশালে সমুপস্থিতে।
অবীক্ষিৎ প্রাহ বিপ্রর্ষে বিবাহার্থং পিতুঃ পুরঃ॥
নাহমেতাং গ্রহীষ্যামি ন চান্যাং যোষিতং নৃপ।
পরৈর্যস্যা নিরীক্ষন্ত্যাঃ সংগ্রামেঽহং পরাজিতঃ॥
অস্যৈ সম্প্রযচ্ছেমামিয়ঞ্চান্যং বৃণোতু তম্।
অখণ্ডিতযশোবীর্য্যো যঃ পরৈর্নাপমানিতঃ॥
পরৈঃ পরাজিতোঽহং যৎ কাতরেয়ং যথাবলা।
কিমত্র মানুষত্বং মে ন তস্যা মম চান্তরম্॥
স্বতন্ত্রতা মনুষ্যাণাং পরতন্ত্রা সদাবলা।
নরোঽপি পরতন্ত্রো যস্তস্য কীদৃঙ্মনুষ্যতা॥
সোঽহমস্যা মুখং ভূয়ো দৃষ্টং দর্শয়িতা কথম্।
যোঽহমস্যাঃ পুরো ভূমৌ পরৈর্ভূপৈঃ খিলীকৃতঃ॥
ইত্যুক্তে তেন তনয়মুবাচ জগতীপতিঃ।

শ্রুতং তে বচনং বৎসে বদতোঽস্ত মহাত্মনঃ॥
বরয়ান্যং পতিং তত্র মনস্তে রমতে শুভে।
বয়ং বাসং প্রযচ্ছামো যস্মিংস্তস্মিংস্তবাদৃতাঃ।
এতয়োর্দ্ধ্বেকমাতিষ্ঠ মার্গয়োঃ রুচিরাননে॥

কন্যোবাচ।

পরাজিতোঽয়ং বহুভির্ন সম্যক্ সম্যগাচরন্।
সংগ্রামে যদযশোবীর্য্যহানিকারিণি পার্থিব॥
একো বহূনাং যুদ্ধায় গতানামিব কেশরী।
যৎ সংস্থিতঃ পরং শৌর্য্যং তেনাস্ত প্রকটীকৃতম্॥
ন কেবলময়ং তস্থৌ যুদ্ধে তেঽপ্যখিলা জিতাঃ।
বহুশোঽনেন যৎ তেন বিক্রমোঽপি প্রকাশিতঃ॥
শৌর্য্যবিক্রমসংযুক্তমিমং সর্ব্বমহীক্ষিতঃ।
ধর্ম্মযুদ্ধমধর্ম্মেণ জিতবন্তোঽত্র কা ত্রপা॥
ন চাপি রূপমাত্রেঽহং লোভমস্য গতা পিতঃ।
শৌর্য্যবিক্রমধৈর্য্যাণি হরন্ত্যস্য মনো মম॥
তৎ কিমুক্তেন বহুনা যাচ্যতাং মৎকৃতে নৃপঃ।
ত্বয়া মহানুভাবোঽয়ং নান্যো মে ভবিতা পতিঃ॥

বিশাল উবাচ।

রাজপুত্র সুতা প্রাহ মমৈতচ্ছোভনং বচঃ।
এবঞ্চৈব ত্বয়া তুল্যঃ কুমারো ন মহীতলে॥
অবিসম্বাদি তে শৌর্য্যমতীব চ পরাক্রমঃ।
পাবয়াস্মৎকুলং বীর দুহিতুর্ম্মে পরিগ্রহাৎ॥

রাজপুত্র উবাচ।

নাহমেতাং গ্রহীষ্যামি ন চান্যাং যোষিতং নৃপ।
আত্মন্যেব হি মে বুদ্ধিঃ স্ত্রীময়ী মনুজেশ্বর॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ততঃ করন্ধমঃ প্রাহ পুত্রেয়ং গৃহ্যতাং ত্বয়া।
বিশালতনয়া সুভ্রূস্ত্বয়ি হার্দ্দবতী দৃঢ়ম্॥

রাজপুত্র উবাচ।

নাজ্ঞাভঙ্গঃ কদাচিৎ তে কৃতপূর্ব্বো ময়া প্রভো।
তথাজ্ঞাপয় মাং তাত যথাজ্ঞাং করবাণি তে॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

অত্যন্তনিশ্চিতমতৌ তস্মিন্ রাজসুতে সুতাম্।
তামুবাচ বিশালোঽপি ব্যাকুলীকৃতমানসঃ॥
নিবর্ত্ত্যতাং মনঃ পুত্রি এতস্মাচ্চ প্রয়োজনাৎ।
অন্যং বরয় ভর্ত্তারং সন্ত্যনেকে নৃপাত্মজাঃ॥

কন্যোবাচ।

বরং বৃণোম্যহং তাত মামেষ যদি নেচ্ছতি।
তপসোঽন্যো ন মে ভর্ত্তা জন্মন্যস্মিন্ ভবিষ্যতি॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ততঃ করন্ধমো রাজা বিশালেন সমং মুদা।
স্থিত্বা দিনত্রয়ং তত্র নিজমভ্যাযযৌ পুরম্॥
অবীক্ষিতোঽপি তেনৈব পিত্রান্যৈশ্চ নরাধিপৈঃ
নিদর্শনৈঃ পুরাবৃত্তৈঃ সান্ত্বিতোঽভ্যাগমৎ পুরম্॥
সাপি কন্যা বনং গত্বা নিস্পৃষ্টা নিজবান্ধবৈঃ।
তপস্তেপে নিরাহারা বৈরাগ্যং পরমাস্থিতা।
নিরাহারা যদা সা তু মাসত্রয়মবস্থিতা।
সম্প্রাপ পরমামার্ত্তিং কৃশা ধমনিসন্ততা॥
মন্দোৎসাহাতিতন্বঙ্গী মুমূর্ষুরপি বালিকা।
দেহত্যাগায় সা চক্রে তদা বুদ্ধিং নৃপাত্মজা॥
আত্মত্যাগায় তাং জ্ঞাত্বা কৃতবুদ্ধিং সুরাস্ততঃ।
সমেত্য প্রেষয়ামাসুর্দ্দেবদূতং তদন্তিকম্॥
সমুপেত্য স তাং প্রাহ দূতোঽহং পার্থিবাত্মজে।
প্রেষিতস্ত্রিদশৈস্তুভ্যং যৎ কার্য্যং তন্নিশাময়॥
ন ভবত্যা পরিত্যাজ্যং শরীরমতিদুর্লভম্।
ত্বং ভবিষ্যসি কল্যাণি জননী চক্রবর্ত্তিনঃ॥
পুত্রেণ চ মহাভাগে ভোক্তব্যা নিহতারিণা।
অব্যাহতাজ্ঞেন চিরং সপ্তদ্বীপবতী মহী॥
হন্তব্যাস্তেন তরুজিদ্দেবানাং পুরতো রিপুঃ।
অয়ঃশঙ্কুস্তথা ক্রূরো ধর্ম্মে স্থাপ্যাস্ততঃ প্রজাঃ॥
পরিপালনীয়মখিলং চাতুর্ব্বর্ণ্যং স্বধর্ম্মতঃ।
হন্তব্যা দস্যবো ম্লেচ্ছা যে চান্যে দুষ্টচেষ্টিতাঃ॥
যষ্টব্যং বিবিধৈর্যজ্ঞৈঃ সমাপ্তবরদক্ষিণৈঃ।
বাজিমেধাদিভির্ভদ্রে ষট্ সহস্রৈশ্চ সংখ্যয়া॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

তং দৃষ্ট্বা সান্তরীক্ষস্থং দিব্যস্রগনুলেপনম্।
দেবদূতমুবাচেদং রাজপুত্রী ততো মৃদু॥
সত্যং ত্বমাগতঃ স্বর্গাদ্দেবদূতো ন সংশয়ঃ।
কিন্তু ভর্ত্রা বিনা পুত্রঃ স কথং মে ভবিষ্যতি॥
অবীক্ষিতমৃতে ভর্ত্তা মম নান্যোঽত্র জন্মনি।
ভবিতেতি প্রতিজ্ঞাতং মমৈতৎ সন্নিধৌ পিতুঃ॥
স চ নেচ্ছতি মাং প্রোক্তো মৎপিত্রা জনকেন চ
করন্ধমেনাথ সম্যগুপযাচিতশ্চ ময়া তথা॥

দেবদূত উবাচ।

কিমনেন মহাভাগে বহুনোক্তেন তে সুতঃ।
সমুৎপৎস্যতি মা ত্যাক্ষীস্ত্বমাত্মানমধর্ম্মতঃ॥
অত্রৈব কাননে তিষ্ঠ স্বম্বং ক্ষীণাঙ্গ পোষয়।
তপঃপ্রভাবাদেতৎ তে সর্ব্বং সাধু ভবিষ্যতি॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা দেবদূতোঽসৌ যথাগতমগচ্ছত।
চকারাহুদিনং সুভ্রুঃ সাপ্যাস্মতমুপোষণম্ ॥

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণেঽবীক্ষিতচরিতে
চতুর্ব্বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

পঞ্চবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

—•:•—

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

অথ সাবীক্ষিতো মাতা বীরা বীরপ্রজাবতী।
পুণ্যেঽহনি সমাহুয় প্রাহ পুত্রমবীক্ষিতম্ ॥
পুত্রাহমভ্যনুজ্ঞাতা তব পিত্রা মহাত্মনা।
উপবাসং করিষ্যামি দুষ্করোঽয়ং কিমিচ্ছকঃ ॥
স চায়ত্তস্তব পিতুস্ত্বয়া সাধ্যো ময়াপি চ।
প্রতিজ্ঞাতে ত্বয়া পুত্র ততস্তত্র যতাম্যহম্ ॥
দ্রব্যস্যার্দ্ধং মহাকোষাৎ তব দাস্যামাহং পিতুঃ।
ধনং তে পিতুরায়ত্তমনুজ্ঞাতাস্মি তেন চ ॥
ক্লেশসাধ্যো মদায়ত্তঃ স হি শ্রেয়ো ভবিষ্যতি।
সাধ্যো ভবেদ্বা যদি তে কশ্চিদ্বলপরাক্রমে ॥
স তেসাধ্যো হ্যন্যথা বা দুঃখসাধ্যো ভবিষ্যতি।
তৎ ত্বং প্রতিজ্ঞাং কুরুষে যদি পুত্রাত্র চৈব তে ॥
তদেতদহমাবাপ্স্যে কথ্যতাং যন্মতং তব ॥

অবীক্ষিত উবাচ।

বিত্তং মে পিতুরায়ত্তং মৎস্বামিত্বং ন তত্র বৈ।
যন্মচ্ছরীরনিষ্পাদ্যং তৎ করিষ্যে ত্বয়োদিতম্ ॥
কিমিচ্ছকং ব্রতং মাতর্নিশ্চিন্তা বব নির্ব্ব্যথা।
রাজ্ঞা পিত্রাভ্যনুজ্ঞাতং যদি বিত্তেশ্বরেণ মে ॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ততঃ সা রাজমহিষী তদ্ব্রতং সমুপোষিতা।
যথোক্তাং সাকরোৎ পূজাং রাজরাজস্য সংযতা ॥
নিধীনামপ্যশেষাণাং নিধিপালগণস্য চ।
লক্ষ্ম্যাশ্চ পরয়া ভক্ত্যা যতবাক্কায়মানসা ॥
বিবিক্তে তু গৃহস্থোঽয়মথ রাজা করন্ধমঃ।
আসীন উক্তঃ সচিবৈর্নীতিশাস্ত্রবিশারদৈঃ ॥

সচিবা ঊচুঃ।

রাজন্ বয়ঃ পরিণতং তবৈতচ্ছাসতো মহীম্।
একস্তে তনয়োঽবীক্ষিৎ ত্যক্তদারপরিগ্রহঃ ॥
অপুত্রঃ স চ তে নিষ্ঠাং যদা ভূপ গমিষ্যতি।
তদারিপক্ষং পৃথিবী নিশ্চিতং তব যাস্যতি ॥
বংশক্ষয়স্তে ভবিতা পিতৃপিণ্ডোদকক্ষয়ঃ।
এতস্মহৎ তেঽরিভয়ং ক্রিয়াহান্যা ভবিষ্যতি ॥
তস্মাৎ কুরু তথা ভূপ যথা তে তনয়ঃ পুনঃ।
করোতি সততং বুদ্ধিং পিতৃণামুপকারিণীম্ ॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

এতস্মিন্নন্তরে শব্দং শুশ্রাব জগতীপতিঃ।
পুরোহিতস্য বীরায়া গদতো হ্যর্থিনং প্রতি ॥
কঃ কিমিচ্ছতি দুঃসাধ্যং কস্য কিং সাধ্যতামিতি
করন্ধমস্য মহিষী কিমিচ্ছকমুপোষিতা ॥
রাজপুত্রোঽপ্যবীক্ষিৎ তু শ্রুত্বা পৌরোহিতং বচঃ
প্রত্যুবাচার্থিনঃ সর্ব্বান্ রাজদ্বারমুপাগতান্ ॥
ময়া সাধ্যং শরীরেণ যস্য কিঞ্চিদ্ব্রবীতু সঃ।
মম মাতা মহাভাগা কিমিচ্ছকমুপোষিতা ॥
শৃণ্বন্তু মেঽর্থিনঃ সর্ব্বে প্রতিজ্ঞাতং ময়া তদা।
কিমিচ্ছথ দদাম্যেষ ক্রিয়মাণে কিমিচ্ছকে ॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ততো রাজা নিশম্যৈতদ্বাক্যং পুত্রমুখাচ্চ্যুতম্।
সমুৎপত্যাব্রবীৎ পুত্রমহমর্থী প্রযচ্ছ মে ॥

অবীক্ষিদুবাচ।

দাতব্যং যন্ময়া তাত ভবতে তদ্ব্রবীহি মাম্।
কর্ত্তব্যং দুষ্করং বাপি সাধ্যং দুঃসাধ্যমেব বা ॥

রাজোবাচ।

যদি সত্যপ্রতিজ্ঞস্ত্বং দদাসি চ কিমিচ্ছকম্।
পৌত্রস্য দর্শয় মুখং মমোৎসঙ্গগতস্য তৎ ॥

অবীক্ষিদুবাচ।

অহং তবৈকস্তনয়ো ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ মে নৃপ।
ন মে পুত্রোঽস্তি পৌত্রস্য দর্শয়ামি কথং মুখম্ ॥

রাজোবাচ।

পাপায় ব্রহ্মচর্য্যং তে যদিদং ধার্য্যতে ত্বয়া।
তস্মাৎ ত্বং মোচয়াত্মানং মম পৌত্রঞ্চ দর্শয় ॥

অবীক্ষিদুবাচ।

বিষমং ত্বাম্মহারাজ যদন্যৎ তৎ সমাদিশ।
বৈরাগ্যেণ ময়া ত্যক্তঃ স্ত্রীসম্ভোগস্তথাস্তু সঃ ॥

রাজোবাচ।

বহুভির্যুধ্যমানানাং দৃষ্টো বৈ বৈরিণাং জয়ঃ।
তত্রাপি যদি বৈরাগ্যমুপৈষি তদপণ্ডিতঃ ॥
কিং বা নো বহুনোক্তেন ব্রহ্মচর্য্যং পরিত্যজ।
মাতুস্ত্বমিচ্ছয়া বক্ত্রং পৌত্রস্য মম দর্শয় ॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

যদা স বহুভিস্তেন প্রোক্তঃ পুত্রেণ পার্থিবঃ।

নাস্তুৎ প্রার্থয়তে কিঞ্চিৎ তদা পুত্রোঽব্রবীৎ পুনঃ
দত্ত্বা কিমিচ্ছকং তুভ্যং প্রাপ্তোঽহং তাত সঙ্কটম্।
তৎ করিষ্যামি নির্লজ্জো ভূয়ো দারপরিগ্রহম্॥
রিপুঃ সমক্ষং বিজিতঃ পাতিতো ধরণীতলে।
স্ত্রী পতির্ভবিতা ভূয়স্তাতৈতদপিচ্ছিদ্রকরম্॥
তথাপি কিং করোম্যেষ সত্যপাশবশং গতঃ।
করিষ্যামি যথাত্থং ত্বং ভুক্তাতাং নিজশাসনম্॥

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণেঽবীক্ষিতচরিতে
পঞ্চবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ষড়্বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

কদাচিদ্রাজপুত্রোঽসৌ মৃগয়ামচরদ্বনে।
মৃগান্ বিধ্যন্ বরাহাংশ্চ শার্দ্দূলাদীংশ্চ দংষ্ট্রিণঃ॥
শুশ্রাব সহসা শব্দং ত্রাহি ত্রাহীতি যোষিতঃ।
বিক্রোশন্ত্যাঃ সুবহুশো ভয়গদ্গদমুচ্চকৈঃ॥
মা ভৈর্মা ভৈরিতি বদন্ রাজপুত্রঃ স বেগিতঃ
চোদয়ামাস তুরগং যতঃ শব্দঃ সমাগতঃ॥
ততশ্চ সাপি চুক্রোশ কন্যকা বিজনে বনে।
গৃহীতা দনুপুত্রেণ দৃঢ়কেশেন মানিনী॥
করন্ধমসুতস্যাহং ভার্য্যা চাহমবীক্ষিতঃ।
হরত্যনার্য্যো বিপিনে পৃথিবীশস্য ধীমতঃ॥
যস্য মৃত্যোরিব ক্রোধঃ শক্রস্যেব পরাক্রমঃ।
করন্ধমসুতস্যৈষা তস্য ভার্য্যা হৃতাপ্যহম্॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ইত্যাকর্ণ্য মহীপালতনয়ঃ স শরাসনী।
চিন্তয়ামাস কিমিদং মম ভার্য্যাত্র কাননে॥
মায়েয়ং রক্ষসাং নূনং দুষ্টানাং কাননৌকসাম্।
অথবাগত এবাহং সর্ব্বং বেৎস্যামি কারণম্॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ত্বরিতঃ স ততো গত্বা দদর্শাতিমনোরমাম্।
কাননে কন্যকামেকাং সর্ব্বালঙ্কারভূষিতাম্॥
গৃহীতাং দনুপুত্রেণ দৃঢ়কেশেন দণ্ডিনা।
ত্রাহি ত্রাহীতিকরুণং বিক্রোশন্তীং পুনঃ পুনঃ॥
মা ভৈরিতি স তামাহ হতোঽসীতি চ তং বদন্।
শাসতীমাং মহীং দুষ্টঃ কো ভূপেঽত্র করন্ধমে।
যস্য প্রতাপাবনতা ভুবি সর্ব্বে মহীক্ষিতঃ॥
ততস্তমাগতং দৃষ্ট্বা গৃহীতবরকার্ম্মুকম্।

মাং জহীত্যাহ তন্বঙ্গী হৃতাস্ম্যেষেতি চাসকৃৎ।
রাজ্ঞঃ করন্ধমস্যাহং স্নুষা ভার্য্যাপ্যবীক্ষিতঃ।
হৃতাস্ম্যেতেন দুষ্টেন সনাথানাথবদ্বনে॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ততো বিস্ময়ে বাক্যমবীক্ষিৎ স তথোদিতম্।
কথমেষা হি মে ভার্য্যা স্নুষা তাতস্য বা কথম্॥
অথ বা মোচয়াম্যেতাং তন্বীং বেৎস্যামি তৎ পুনঃ
ক্ষত্রিয়ৈর্দ্ধার্য্যতে শস্ত্রমার্ত্তানাং ত্রাণকারণাৎ॥
ততঃ ক্রুদ্ধোঽব্রবীদ্বীরো দানবং তং সুদুর্ম্মতিম্।
জীবন্ গচ্ছ বিমুচ্যৈনামন্যথা ন ভবিষ্যসি॥
ততঃ স তাং বিহায়োচ্চৈর্দণ্ডমুৎক্ষিপ্য দানবঃ।
তমপ্যধাবৎ সোঽপ্যেনং শরবর্ষৈরবাকিরৎ॥
স বার্য্যমাণো বাণৌঘৈর্দানবোঽতিমদান্বিতঃ।
রাজপুত্রায় চিক্ষেপ দণ্ডং শঙ্কুশতাবৃতম্॥
তমাপতন্তং চিচ্ছেদ শরৈর্ভূপসুতস্ততঃ।
সোঽপ্যাসন্নং গৃহীত্বোচ্চৈর্দ্রুমমাজৌ ব্যবস্থিতঃ॥
সুতঃ শরবর্ষাণি তং চিক্ষেপ ততো ক্রমম্।
স চ তং তিলশশ্চক্রে ভল্লৈঃ কার্ম্মুকমোচিতৈঃ॥
ততশ্চিক্ষেপ চ শিলাং রাজপুত্রায় দানবঃ।
সাপি মোঘা পপাতোর্ব্ব্যামুজ্ঝিতা তেন লাঘবাৎ
রাজপুত্রায় কুপিতো যদ্যচ্চিক্ষেপ দানবঃ।
তৎ তচ্চিচ্ছেদ বাণৌঘৈর্ভূভৃৎসূনুঃ স লীলয়া॥
ততো বিচ্ছিন্নদণ্ডোঽসৌ বিচ্ছিন্নসকলায়ুধঃ।
মুষ্টিমুদ্যম্য সক্রোধো রাজপুত্রমধাবত॥
তস্যাপতত এবাসৌ করন্ধমসুতঃ শিরঃ।
ছিত্ত্বা বেতসপত্রেণ পাতয়ামাস বৈ ভুবি॥
তস্মিন্ বিনিহতে দেবৈর্দ্দানবে দুষ্টচেষ্টিতে।
করন্ধমসুতঃ সর্ব্বৈঃ সাধু সাধ্বিতি ভাষিতঃ॥
বরং বৃণীষ্বেতি তদা দেবৈরুক্তো নৃপাত্মজঃ।
বব্রে পুত্রং মহাবীর্য্যং পিতুঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া॥

দেবা উচুঃ।

ভবিষ্যতি হি তে পুত্রশ্চক্রবর্ত্তী মহাবলঃ।
অস্যামেব হি কন্যায়াং মোক্ষিতায়াং ত্বয়ানঘ॥

রাজপুত্র উবাচ।

পিত্রাহং সত্যপাশেন বদ্ধ ইচ্ছাম্যহং সুতম্।
রাজভির্নির্জ্জিতেনাজৌ ত্যক্তো মে দারসংগ্রহঃ॥
সা চ মে যাবতা ত্যক্তা বিশালনৃপতেঃ সুতা।
তয়া চ মৎকৃতে ত্যক্তো মামৃতে নরসঙ্গমঃ॥
তৎ কথং তামপাস্যাদ্য বিশালতনয়ামহম্।
নৃশংসাত্মা করিষ্যামি অন্যনারীপরিগ্রহম্॥

দেব্য ঊচুঃ।

ইয়মেব হি তে ভার্য্যা শ্লাঘ্যতে যা ত্বয়া সদা।
বিশালস্য সুতা সুভ্রূস্তৎকৃতে যাশ্রিতা তপঃ॥
তস্যামুৎপৎস্যতে বীরঃ সপ্তদ্বীপপ্রসাধকঃ।
ষষ্ঠো যজ্ঞসহস্রাণাং চক্রবর্ত্তী সুতস্তব॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ইত্যুচ্চার্য্য যযুর্দ্দেব্যা করন্ধমসুতং দ্বিজ।
সোঽপ্যাহ তাং তদা পত্নীং কথ্যতাং ভীরু কিং ত্বিদম্
সা চাস্মৈ কথয়ামাস ত্যক্তাহং ভবতা যদা।
ত্যক্তবন্ধুজনারণ্যং নির্ব্বেদাৎ সমুপাগতা॥
তত্রাহং তপসা বীর ক্ষীণপ্রায়ং কলেবরম্।
ত্যক্তুকামা সমভ্যেত্য দেবদূতেন বারিতা॥
ভবিষ্যতি চ পুত্রস্তে চক্রবর্ত্তী মহাবলঃ।
প্রীণয়িষ্যতি যো দেবানসুরাংশ্চ হনিষ্যতি॥
ইতি দেবাজ্ঞয়া তেন দেবদূতেন বারিতা।
ন সন্ত্যক্তবতী দেহং ত্বৎসঙ্গমমনোরথা॥
পরশ্বশ্চ মহাভাগ স্নাতুং গঙ্গাহ্রদং গতা।
অবতীর্ণা বিকৃষ্টাস্মি বৃদ্ধনাগেন কেনচিৎ॥
ততো রসাতলং নীতা তেন তত্র চ মে পুরঃ।
নাগাঃ সহস্রশস্তস্থুর্নাগপত্ন্যঃ কুমারকাঃ॥
তুষ্টুবুর্মাং সমভ্যেত্য মামন্যেঽপূজয়ংস্তথা।
যযাচিরে সবিনয়ং নাগা মামঙ্গনাস্তথা॥
প্রসাদং কুরু সর্ব্বেষাং ত্বমস্মাকং সুতস্ত্বয়া।
অপরাধমুপেতানাং সন্নিবার্য্যো বধোন্মুখঃ॥
অপরাধং করিষ্যন্তি ত্বৎপুত্রস্যানিলাশনাঃ।
তন্নিমিত্তং নিবার্য্যোঽসৌ প্রসাদঃ ক্রিয়তামিতি
তথেতি চ ময়া প্রোক্তে দিব্যৈঃ পাতালভূষণৈঃ।
ভূষিতাহং তথা পুষ্পৈর্গন্ধৈর্ব্বাসোভিরুত্তমৈঃ॥
সমানীতা তথালোকমিমং তেনানিলাশিনা।
পুরা যথা কান্তিমতী পূর্ব্ববদ্রূপশালিনী॥
ইতি রূপবতীং দৃষ্ট্বা সর্ব্বালঙ্কারভূষিতাম্।
জগ্রাহ দৃঢ়কেশোঽয়ং হর্ত্তুকামঃ সুদুর্ম্মতিঃ॥
যুষ্মদ্বাহুবলেনাহং রাজপুত্র বিমোক্ষিতা।
তৎ প্রসীদ মহাবাহো মাং প্রতীচ্ছ ত্বয়া সমঃ।
ভূর্লোকে রাজপুত্রোঽন্যো নাস্তি সত্যং ব্রবীম্যহম্

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণেঽবীক্ষিত-
চরিতং নাম ষড়্বিংশত্যধিক-
শততমোঽধ্যায়ঃ॥

ইতি তস্যা বচঃ শ্রুত্বা স্মৃত্বা পিতুর্ব্বচঃ শুভম্।
কিমিচ্ছকে প্রতিজ্ঞাতে যদুক্তং তেন ভূভৃতা॥
প্রত্যুবাচ স তাং কন্যামবীক্ষিন্নৃপতেঃ সুতঃ।
সানুরাগমনাঃ কন্যাং ত্যক্তভোগাঞ্চ তৎকৃতে॥
যদাহং ত্যক্তবাংস্তন্বীং স্বামরাতিপরাজিতঃ।
বিজিত্য শত্রূন্ সম্প্রাপ্তো ত্বং ময়াত্র করোমি কিম্

কন্যোবাচ।

মম পাণিং গৃহাণ ত্বং রমণীয়েঽত্র কাননে।
সকামায়াঃ সকামেন সঙ্গমো গুণবান্ ভবেৎ॥

রাজপুত্রোবাচ।

এবং ভবতু ভদ্রং তে বিধিরেবাত্র কারণম্।
অন্যথা কথমন্যত্র ত্বমহঞ্চ সমাগতঃ॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

এতস্মিন্নন্তরে প্রাপ্তো গন্ধর্ব্বস্তনয়ো মুনে।
বরাপ্সরোভিঃ সহিতো গন্ধর্ব্বৈরপরৈর্বৃতঃ॥

গন্ধর্ব্ব উবাচ।

রাজপুত্র সুতেয়ং মে ভামিনী নাম মানিনী।
অভিশাপাদগস্ত্যস্য বিশালতনয়াভবৎ॥
বালভাবেন যোঽগস্ত্যঃ কোপিতঃ ক্রীড়মানয়া।
ততস্তেন তদা শপ্তা মানুষী ত্বং ভবিষ্যসি॥
প্রসাদিতঃ স চাস্মাভির্ব্বালেয়মবিবেকিনী।
তবাপরাধাদ্বিপ্রর্ষে প্রসাদঃ ক্রিয়তামিতি॥
প্রসাদ্যমানঃ সোঽস্মাভিরিদমাহ মহামুনিঃ।
বালেতি মত্বা শাপোঽল্পো দত্তোঽস্যা
নান্যথৈব তৎ॥
ইতি শাপাদগস্ত্যস্য বিশালভবনে শুভাঃ।
জাতেয়ং মৎসুতা সুভ্রূর্ভামিনী নাম নামতঃ॥
তদস্যাহং কৃতে প্রাপ্তো গৃহাণেমাং নৃপাত্মজাম্
মমাত্মজাং সুতস্তেঽত্র চক্রবর্ত্তী ভবিষ্যতি॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

তথেত্যুক্তেক্তি তস্যাশ্চ স পাণিং পার্থিবাত্মজঃ।
জগ্রাহ বিধিবদ্ধোমং চক্রে তত্র চ তুম্বুরুঃ॥
প্রজগুর্দ্দেবগন্ধর্ব্বা ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ।
পুষ্পাণি সসৃজুর্ম্মেঘা দেববাদ্যানি সস্বনুঃ॥
বিবাহে রাজপুত্রস্য তয়া তত্র সমেয়ুষঃ।
সমস্তবসুধাত্রাণকর্তৃকারণভূতয়া॥
ততো গন্ধর্ব্বলোকং তে সহ তেন মহাত্মনা।
নিঃশেষেণ যযুঃ সা চ স চ রাজসুতো মুনে॥
ভামিন্যা মুমুদে সার্দ্ধমবীক্ষিন্নৃপনন্দনঃ।
সা চ তেন সমং তত্র ভোগসম্পৎসমন্বিতা॥

সপ্তবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

—•:•—

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

কদাচিদতিরম্যোঽসৌ নগরোপবনে তয়া।
বিক্রীড়তি সমং তন্ব্যা কদাচিত্তূপপর্ব্বতে॥
কদাচিৎ পুলিনে নদ্যা হংসসারসশোভিতে।
কদাচিত্তবনস্থান্তে প্রাসাদে চাতিশোভনে॥
বিহারদেশেষ্বন্যেষু রমণীয়েম্বহর্নিশম্।
স রেমে সহিতস্তন্ব্যা সা চ তেন মহাত্মনা॥
ভক্ষ্যাম্বুলেপনং বস্ত্রং স্রকৃপানাদিকমুত্তমম্।
উপজহ্রুস্তয়োস্তত্র মুনিগন্ধর্ব্বকিন্নরাঃ॥
তথা চ রমতস্তস্য ভামিন্যা সহ দুর্লভে।
গন্ধর্ব্বলোকে বীরস্য পুত্রং সা সুষুবে শুভা॥
তস্মিন্ জাতে মহাবীর্য্যে গন্ধর্ব্বাণাং মহোৎসবঃ।
বভূব মনুজব্যাঘ্র তেন কার্য্যমবেক্ষতাম্॥
জগুঃ কেচিৎ তথৈবান্যে মৃদঙ্গপটহানকান্।
অবাদয়ন্ত চৈবান্যে বেণুবীণাদিকাংস্তথা॥
ননৃতুশ্চ তথা তত্র বহবোঽপ্সরসাং গণাঃ।
পুষ্পবৃষ্টিমুচো মেঘা জগর্জ্জুর্মৃদুনিস্বনাঃ॥
তথা কোলাহলে তস্মিন্ বর্ত্তমানেঽথ তুম্বুরুঃ।
তুনয়েন স্থিতোঽভ্যেত্য জাতকর্ম্মাকরোন্মুনে॥
দেবাঃ সমাযযুঃ সর্ব্বে তথা দেবর্ষয়োঽমলাঃ।
পাতালাৎ পন্নগেন্দ্রাশ্চ শেষবাসুকিতক্ষকাঃ॥
তথা দেবাসুরাণাঞ্চ যে প্রধানা দ্বিজোত্তম।
যক্ষাণাং গুহ্যকানাঞ্চ বায়বশ্চ তথাখিলাঃ॥
তদাগতৈরশেষর্ষিদেবদানবপন্নগৈঃ।
মুনিভিশ্চাকুলমভূদ্গন্ধর্ব্বাণাং মহাপুরম্॥
ততঃ স তুম্বুরুঃ কৃত্বা জাতকর্ম্মাদিকাং ক্রিয়াম্।
চক্রে স্বস্ত্যয়নং তস্য বালস্য স্তুতিপূর্ব্বকম্॥
চক্রবর্ত্তী মহাবীর্য্যো মহাবাহুর্ম্মহাবলঃ।
মহাত্বং কালমীশিত্বমশেষায়াঃ ক্ষিতেঃ কুরু॥
ইমে শক্রাদয়ঃ সর্ব্বে লোকপালাস্তথর্ষয়ঃ।
স্বস্তি কুর্ব্বন্তু তে বীর বীর্য্যক্ষারিবিনাশনম্॥
মরুৎ তব শিরাস্যস্তু বাতি পূর্ব্বো ন যো রজঃ।
মরুৎ তে বিমলোঽক্ষীণোঽবৈষম্যায়াস্তু দক্ষিণঃ॥
পশ্চিমস্তে মরুদ্বীর্য্যমুত্তমং তে প্রযচ্ছতু।
বলং যচ্ছতু চোৎকৃষ্টং মরুৎ তে চ তথোত্তরঃ॥
ইতি স্বস্ত্যয়নস্যান্তে বাগুবাচাশরীরিণী।
মরুৎ তবেতি বহুশো যদিদং গুরুরব্রবীৎ।
মরুত্ত ইতি তেনায়ং ভুবি খ্যাতো ভবিষ্যতি॥
ভুবি চাস্য মহীপালা যাস্যন্ত্যাজ্ঞাবশা যতঃ।
এষ সর্ব্বক্ষিতীশানাং বীরঃ স্থাস্যতি মূর্দ্ধনি॥
চক্রবর্ত্তী মহাবীর্য্যঃ সপ্তদ্বীপবতীং মহীম্।
আক্রম্য পৃথিবীপালানয়ং ভোক্ষ্যত্যবারিতঃ॥
প্রধানঃ পৃথিবীশানাং ভবিষ্যত্যেষ যজ্বিনাম্।
আধিক্যং শৌর্য্যবীর্য্যেণ ভবিষ্যত্যস্য রাজসু॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ইত্যাকর্ণ্য বচঃ সর্ব্বে কেনাপ্যুক্তং দিবৌকসাম্।
তুতুষুর্ব্বিপ্রগন্ধর্ব্বাশ্চাস্য মাতা তথা পিতা॥

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে অবীক্ষিতচরিতে মরুত্তজন্মকথনং নাম সপ্তবিংশত্যধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ॥

অষ্টাবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

—•:•—

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ততঃ স রাজপুত্রস্তমাদায় দয়িতং সুতম্।
পত্ন্যাশ্চানুগতো বিপ্র গন্ধর্ব্বৈরাযযৌ পুরম্॥
স পিতুর্ভবনং প্রাপ্য ববন্দে পিতুরাদরাৎ।
চরণৌ সা চ তন্বঙ্গী হ্রীমতী নৃপতেঃ সুতা॥
তথাহ রাজপুত্রোঽসৌ গৃহীত্বা বালকং সুতম্।
ধর্ম্মাসনগতং ভূপং রাজ্ঞাং মধ্যে করন্ধমম্॥
মুখং পৌত্রস্য পশ্যেতত্তৎসঙ্কল্পস্য যন্ময়া।
কিমিচ্ছকে প্রতিজ্ঞাতং তুভ্যং মাতুঃ কৃতে পুরা।
ইত্যুক্ত্বা পিতুরুৎসঙ্গে তং কৃত্বা তনয়ং ততঃ।
যথাবৃত্তমশেষং স কথয়ামাস তস্য তৎ॥
স পরিষ্বজ্য তং পৌত্রমানন্দাস্রাবিলেক্ষণঃ।
সভাগ্যোঽস্মীত্যথাত্মানং প্রশশংস পুনঃ পুনঃ॥
ততঃ সোঽর্ঘ্যাদিনা সম্যগ্গন্ধর্ব্বান্ সমুপাগতান্।
সম্মানয়ামাস মুদা বিস্মৃতান্যপ্রয়োজনঃ॥
ততঃ পুরে মহানাসীদানন্দঃ পৌরবেশ্মসু।
অস্মাকং সন্ততির্জ্জাতা নাথস্যেতি মহামুনে॥
হৃষ্টপুষ্টে পুরে তস্মিন্ গীতবাদ্যৈর্ব্বরাঙ্গনে।
বিলাসিন্যোঽতিচার্ব্বঙ্গ্যো ননৃতুর্লাস্যমুত্তমম্॥
রাজা চ দ্বিজমুখ্যেভ্যো রত্নানি চ বসূনি চ।
গাবো বস্ত্রাণ্যলঙ্কারানদদদ্ধৃষ্টমানসঃ॥
ততঃ স বালো ববৃধে শুক্লপক্ষে যথা শশী।
পিতৄণাং প্রীতিজননো জনস্যৈষ্ট সোঽভবৎ॥

আচার্য্যাণাং সকাশাৎ স প্রাপ্তবেদান্ জগৃহে মুনে
ততঃ শাস্ত্রাণ্যশেষাণি ধনুর্ব্বেদং ততঃ পরম্ ॥
কৃতোদ্যোগো যথা সোঽভূৎ খড়্গকার্ম্মুককর্ম্মণি ।
অন্যেষু চ তথা বীরঃ শস্ত্রেষু বিজিতশ্রমঃ ॥
ততোঽস্ত্রাণি স জগ্রাহ ভার্গবাদ্ভৃগুসম্ভবাৎ ।
বিনয়াবনতো বিপ্র গুরোঃ প্রীতিপরায়ণঃ ॥
গৃহীতাস্ত্রঃ কৃতী বেদে ধনুর্ব্বেদস্য পারগঃ ।
নিষ্ণাতঃ সর্ব্ববিদ্যাসু ন বভূব ততঃ পরঃ ॥
বিশালোঽপি সুতাবার্ত্তামুপলভ্যাখিলামিমাম্ ।
হর্ষনির্ভরচিত্তোঽভূদ্দৌহিত্রস্য চ যোগ্যতাম্ ॥
অথ রাজা সুতসুতং দৃষ্ট্বা প্রাপ্তমনোরথঃ ।
যজ্ঞাননেকান্ নিষ্পাদ্য দত্ত্বা দানানি চার্থিবান্ ॥
কৃতাশেষক্রিয়ো যুক্তঃ সবর্ণৈর্দ্ধর্ম্মতো মহীম্ ।
পরিপাল্যারিবিজয়ী বলবুদ্ধিসমন্বিতঃ ॥
স বিবাসু বনং পুত্রমবীক্ষিতমভাষত ।
পুত্র বৃদ্ধোঽস্মি গচ্ছামি বনং রাজ্যং গৃহাণ মে ॥
কৃতকৃত্যোঽস্মি নাস্ত্যন্যৎ কিঞ্চিৎ ত্বদভিষেচনাৎ
সুনিষ্পন্নমতো রাজ্যং ত্বং গৃহাণ ময়ার্পিতম্ ॥
ইত্যুক্তঃ পিতরং প্রাহ সোঽবীক্ষির্নৃপনন্দনঃ ।
প্রশ্রয়াবনতো ভূত্বা বিবাসুস্তপসে বনম্ ॥
নাহং তাত করিষ্যামি পৃথিব্যাঃ পরিপালনম্ ।
নাপৈতি হ্রীর্মে মনসো রাজ্যেঽন্যং ত্বং নিযোজয়
তাতেন মোক্ষিতো বদ্ধো ন স্ববীর্য্যাদহং যতঃ ।
ততঃ কিয়ৎ পৌরুষং মেপুরুষৈঃ পাল্যতে মহী ॥
যোঽহং ন পালনায়ালমাত্মনোঽপি বসুন্ধরাম্ ।
স কথং পালয়িষ্যামি রাজ্যমন্যত্র বিক্ষিপ ॥
মন্ত্রী সধর্ম্মঃ পুরুষো যশ্চান্যেনাবক্রম্যতে ।
আত্মমোহায় ভবতো বন্ধনাদ্যেন মোক্ষিতঃ ।
সোঽহং কথং ভবিষ্যামি স্ত্রীসধর্ম্মা মহীপতিঃ ॥

পিতোবাচ ।

ন ভিন্ন এব পুত্রস্য পিতা পুত্রস্তথা পিতুঃ ।
নান্যেন মোক্ষিতো বীর বদ্ধঃ পিত্রা বিমোক্ষিতঃ

পুত্র উবাচ ।

হৃদয়ং নান্যথা নেতুং ময়া শক্যং নরেশ্বর ।
হৃদয়ে হ্রীর্ম্মমাতীব যদ্বহং মোক্ষিতস্ত্বয়া ॥
পিত্রোপাত্তাং শ্রিয়ং ভুঙ্‌ক্তে পিত্রা কৃচ্ছ্রাৎ সমুদ্ধৃতঃ ।
বিজ্ঞায়তে চ যঃ পিত্রা মানবঃ সোঽস্তু মা কুলে
স্বয়মর্জ্জিতবিত্তানাং খ্যাতিং স্বয়মুপেয়ুষাম্ ।
স্বয়ং নিস্তীর্ণকৃচ্ছ্রাণাং যা গতিঃ সাস্তু মে গতিঃ ॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

ইত্যাহ বহুশঃ পিত্রা যদ্যপ্যুক্তোঽপ্যসৌ মুনে ।
তদা তস্য সুতং রাজ্যে মরুত্তমকরোন্নৃপম্ ॥
স পিত্রা সমনুজ্ঞাতঃ রাজ্যং প্রাপ্য পিতামহাৎ ।
চকার সম্যক্ সুহৃদামানন্দমুপপাদয়ন্ ॥
রাজা করন্ধমশ্চাপি বীরমাদায় তাং তথা ।
বনং জগাম তপসে যতবাক্কায়মানসঃ ॥
তত্র বর্ষসহস্রং স তপস্তপ্ত্বা সুদুশ্চরম্ ।
বিহায় দেহং নৃপতিঃ শক্রস্যাপ সলোকতাম্ ॥
সাস্য পত্নী তদা বীরা বর্ষাণাঞ্চ তথা শতম্ ।
ততশ্চচার বিপ্রর্ষে জটিলা মলপঙ্কিনী ॥
সালোক্যমিচ্ছতী ভর্ত্তুঃ স্বর্গতস্য মহাত্মনঃ ।
ফলমূলকৃতাহারা ভার্গবাশ্রমসংশ্রয়া ।
দ্বিজাতিপত্নীমধ্যস্থা দ্বিজশুশ্রূষণারতা ॥

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণেঽবীক্ষিত-
চরিতং নামাষ্টাবিংশত্যধিক-
শততমোঽধ্যায়ঃ ।

——

ঊনত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

—:*:—

ক্রৌষ্টুকিরুবাচ ।

ভগবন্ বিস্তরাৎ সর্ব্বং মমৈতৎ কথিতং ত্বয়া ।
করন্ধমস্য চরিতমবীক্ষিচ্চরিতঞ্চ যৎ ॥
আবীক্ষিতস্য নৃপতের্ম্মরুত্তস্য মহাত্মনঃ ।
শ্রোতুমিচ্ছামি চরিতং শ্রূয়তে সোঽতিচেষ্টিতঃ ॥
চক্রবর্ত্তী মহাভাগঃ শূরঃ কান্তো মহামতিঃ ।
ধর্ম্মবিদ্ধর্ম্মকৃচ্চৈব সম্যক্ পালয়িতা ভুবঃ ॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

স পিত্রা সমনুজ্ঞাতঃ রাজ্যং প্রাপ্য পিতামহাৎ ।
ধর্ম্মতঃ পালয়ামাস পিতা পুত্রানিবৌরসান্ ॥
ইয়াজ সুবহূন্ যজ্ঞান্ যথাবৎ স্বাপ্তদক্ষিণান্ ।
ঋত্বিক্পুরোহিতাদেশরমাচিত্তো মহীপতিঃ ॥
তস্যাপ্রতিহতং চক্রমাসীদ্দ্বীপেষু সপ্তসু ।
গতিশ্চাপ্যনবচ্ছিন্না খপাতালজলাদিষু ॥
ততঃ প্রাপ্য ধনং বিপ্র যথাবৎ স্বক্রিয়াপরঃ ।
অযজৎ স মহাযজ্ঞৈর্দ্দেবানিন্দ্রপুরোগমান্ ॥
ইতরে চ যথা বর্ণাঃ স্বে স্বে কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতাঃ ।
তদুপাত্তধনাশ্চক্রুরিষ্টাপূর্ত্তাদিকাঃ ক্রিয়াঃ ॥
পাল্যমানা মহী তেন মরুত্তেন মহাত্মনা ।

পস্পর্দ্ধ ত্রিদশাবাসমাসিভির্দ্বিজসত্তম ॥
তেনাতিশায়িতাঃ সর্ব্বে কেবলং ন মহীক্ষিতঃ।
যজ্বিনা দেবরাজোঽপি শতযজ্ঞাভিসন্ধিভিঃ ॥
ঋত্বিক্ তস্য তু সংবর্ত্তো বভূবাঙ্গিরসঃ সুতঃ।
ভ্রাতা বৃহস্পতের্ব্বিপ্র মহাত্মা তপসাং নিধিঃ ॥
সৌবর্ণো মুঞ্জবান্ নাম পর্ব্বতঃ সুরসেবিতঃ।
পাতিতং তেন তচ্ছৃঙ্গং হুতং তস্য মহীপতেঃ ॥
তেন যস্যাখিলং যজ্ঞে ভূমিভাগাদিকং দ্বিজ।
প্রাসাদাশ্চ কৃতাঃ শুভ্রাস্তপসা সর্ব্বকাঞ্চনাঃ ॥
গাথাশ্চাপ্যত্র গায়ন্তি মরুত্তচরিতাশ্রয়াঃ।
সান্ততোনর্যয়ঃ সর্ব্বে কুর্ব্বন্তোঽধ্যয়নং যথা ॥
মরুত্তেন সমো নাভূদ্যজমানো মহীতলে।
সদঃ সমস্তং যদ্যজ্ঞে প্রাসাদাশ্চৈব কাঞ্চনাঃ ॥
অমাদ্যিন্দ্রঃ সোমেন দক্ষিণাভির্দ্বিজাতয়ঃ।
বিপ্রাণাং পরিবেষ্টারঃ শক্রাদ্যাস্ত্রিদশোত্তমাঃ ॥
যথা যজ্ঞে মরুত্তস্য তথা কস্য মহীপতেঃ।
সুবর্ণমখিলং ত্যক্তং রত্নপূর্ণগৃহে দ্বিজঃ ॥
প্রাসাদাদি সমস্তঞ্চ সৌবর্ণং তস্য যৎ ক্রতৌ।
ত্রয়ো বর্ণা হ্যলভাস্ত তস্মাৎ কেচিৎ তথা দদুঃ ॥
তেন ত্যক্তেন শিষ্টা যে জনাঃ পূর্ণমনোরথাঃ।
তে চ যজ্ঞান্ যজন্ত্যেব দেশে দেশে পৃথক্ পৃথক্
তস্যৈবং কুর্ব্বতো রাজ্যং সম্যক্ পালয়তঃ প্রজাঃ
তপস্বী কশ্চিদভ্যেত্য তমাহ মুনিসত্তম ॥
পিতুর্ম্মাতা তবাহেদং দৃষ্ট্বা তাপসমণ্ডলম্।
বিষাভিভূতমুরগৈর্ম্মদোন্মত্তৈর্নরেশ্বর।
পিতামহস্তে স্বর্গতঃ সম্যক্ সম্পাল্য মেদিনীম্।
তপশ্চরণশক্তাহমিহ চৌর্ব্বাশ্রমে স্থিতা ॥
সাহং পশ্যামি বৈকল্যং তব রাজ্যং প্রশাসতঃ।
পিতামহস্য তে মাভূদ্যৎ পূর্ব্বেষাঞ্চ তে নৃপ ॥
নূনং প্রমত্তো ভোগেষু সক্তো বাবিজিতেন্দ্রিয়ঃ
চারান্ধতা যতস্তেষাং দুষ্টাদুষ্টং ন বেৎসি যৎ ॥
পাতালাদভ্যুপেতৈস্তু ভুজগৈর্দ্দংশশালিভিঃ।
দষ্টা মুনিসুতাঃ সপ্ত দূষিতাশ্চ জলাশয়াঃ ॥
স্বেদমূত্রপুরীষেণ দূষিতঞ্চ হুতং হবিঃ।
অপরাধং সমুদ্দিশ্য দত্তো নাগবলিশ্চিরাৎ ॥
এতে সমর্থা মুনয়ো ভস্মীকর্ত্তুং ভুজঙ্গমান্।
কিন্ত্বেষাং নাধিকারোঽত্র ত্বমেবাত্রাধিকারবান্ ॥
তাবৎ সুখং ভূপতিভির্জ্জৈর্ভোগজং প্রাপ্যতে নৃপ।
অভিষেকজলং যাবন্ন মূর্দ্ধ্নি বিনিপাত্যতে ॥
কানি মিত্রাণি কঃ শত্রুর্ম্মম শত্রোর্ব্বলং কিয়ৎ।
কোঽহং কে মন্ত্রিণঃ পক্ষে কে বা ভূপতয়ো মম
বিরক্তো পরৈর্ভিন্নঃ পরেষামপি কীদৃশঃ।
কঃ সম্যগত্র নগরে বিষয়ে বা জনো মম ॥
ধর্ম্মকর্ম্মাশ্রয়ী মূঢ়ঃ কঃ সম্যগপিবর্ত্ততে।
কো দণ্ড্যঃ পরিপাল্যঃ কঃ কে বা প্রেক্ষ্যা নরা।
মম্যা ॥
সন্ধিভেদভয়াদত্র দেশকালমবেক্ষতা।
চারাংশ্চ চারয়েদন্যৈরজ্ঞাতান্ ভূপতিশ্চরৈঃ ॥
সচিবাদিষু সর্ব্বেষু চরান্ দদ্যান্মহীপতিঃ ॥
ইত্যাদৌ ভূপতির্নিত্যং কর্ম্মণ্যাসক্তমানসঃ।
নয়েদ্দিনং তথা রাত্রিং ন তু ভোগপরায়ণঃ ॥
রাজ্ঞাং শরীরগ্রহণং ন ভোগায় মহীপতে।
ক্লেশায় মহতে পৃথ্বীস্বধর্ম্মপরিপালনে ॥
সম্যক্ পালয়তঃ পৃথ্বীং স্বধর্ম্মঞ্চ মহীপতেঃ।
ইহ ক্লেশো মহান্ স্বর্গে পরমং সুখমক্ষয়ম্ ॥
তদেতদববুধ্য ত্বং হিত্বা ভোগান্ নরেশ্বর।
পালনায় ক্ষিতেঃ ক্লেশমঙ্গীকর্ত্তুমিহার্হসি ॥
ইতি বৃত্তমৃষীণাং যদ্ব্যসনং ত্বয়ি শাসতি।
ভুজঙ্গহেতুকং ভূপ চারান্ধো নাপি বেৎসি তৎ ॥
বহুনাত্র কিমুক্তেন দুষ্টে দণ্ডো নিপাত্যতাম্।
শিষ্টান্ পালয় রাজংস্ত্বং ধর্ম্মষড়্ভাগমাপ্স্যসি ॥
অরক্ষন্ পাপমখিলং দুষ্টৈরবিনয়াৎ কৃতম্।
সমবাপ্স্যস্যসন্দিগ্ধং যদিচ্ছসি কুরুষ্ব তৎ ॥
এতন্ময়োক্তং সকলং যৎ ত্বাহং পিতামহী।
কুরুষ্বৈবং স্থিতে যৎ তে রোচতে বসুধাধিপ ॥

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে মরুত্তচরিতে
উনত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ইতি তাপসবাক্যং স শ্রুত্বা লজ্জাপরো নৃপঃ।
ধিঙ্মাং চারান্ধমিত্যুক্ত্বা নিশ্বস্য জগৃহে ধনুঃ ॥
ততঃ স ত্বরিতং গত্বা তমৌর্ব্বাশ্রমং প্রতি।
ববন্দে শিরসা বীরাং মাতরং পিতুরাত্মনঃ ॥
তাপসাংশ্চ যথান্যায়ং তৈশ্চাশীর্ভিরভিষ্টুতঃ।
দৃষ্ট্বা চ তাপসান্ সপ্ত নাগৈর্দ্দষ্টান্ সুতান্ ভুবি ॥
নিনিন্দাত্মানমসকৃৎ পুরস্তেষাং মহীপতিঃ।
উবাচ চৈতদদ্যাহং যদ্বীর্য্যামবমস্ততাম্ ॥

বধং করোমি ভুজঙ্গানাং দুষ্টানাং ব্রহ্মণাদ্বিষাম্।
তৎ পশ্যন্তু জগৎ সর্ব্বং সদেবাসুরমানুষম্॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা স্বগৃহে কোপাদস্ত্রং সংবর্ত্তকং নৃপঃ।
নাশায়াশেষনাগানাং পাতালোর্ব্বীবিচারিণাম্॥
ততো জজ্বাল সহসা নাগলোকং সমস্ততঃ।
মহাস্ত্রতেজসা বিপ্র দহ্যমানোঽনিবারিতঃ॥
হা হা তাতেতি হা মাতর্হা হা বৎসেতি সম্ভ্রমে।
তস্মিন্নস্ত্রকৃতে বাচঃ পন্নগানামথাভবন্॥
কেচিৎ জ্বলদ্ভিঃ পুচ্ছাগ্রৈঃ ফণৈরন্যে ভুজঙ্গমাঃ।
গৃহীতপুত্রদারাশ্চ ত্যক্তাভরণবাসসঃ॥
পাতালমুৎসৃজ্য যযুঃ শরণং ভামিনীং তদা।
মরুত্তমাতরং পূর্ব্বং যয়া দত্তং তদাভয়ম্॥
তামুপেত্যোরগাঃ সর্ব্বে সপ্রণামং ভয়াতুরাঃ।
সগদ্গদমিদং প্রোচুঃ স্মর্য্যতাং নঃ পুরোদিতম্॥
প্রণমাভ্যর্চ্চিতং পূর্ব্বং যদস্মাভী রসাতলে।
তস্য কালোঽয়মায়াতস্ত্রাহি বীরপ্রজায়িনি॥
পুত্রো নিবার্য্যতাং রাজ্ঞি প্রাণৈঃ সংযোজ্যতাম্ত নঃ
দহ্যতে সকলো লোকো নাগানামস্ত্রবহ্নিনা॥
এবং সন্দহ্যমানানামস্মাকং তনয়েন তে।
ত্বামৃতে শরণং নান্যৎ কৃপাং কুরু যশস্বিনি॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ইতি শ্রুত্বা বচস্তেষাং সংস্মৃত্যাদৌ চ ভাষিতম্।
ভর্ত্তারমাহ সা সাধ্বী সসম্ভ্রমমিদং বচঃ॥

ভামিন্যুবাচ।

পূর্ব্বমেব তবাখ্যাতং পাতালে যদ্ভুজঙ্গমৈঃ।
প্রোক্তমভ্যর্থনাপূর্ব্বং মমাসীৎ তনয়ং প্রতি॥
ত ইমেঽভ্যাগতা ভীতা দহ্যন্তে তস্য তেজসা।
মামেতে শরণং পূর্ব্বং দত্তমেভ্যো ময়াভয়ম্॥
যে মাং শরণমাপন্নাস্তে ত্বাং শরণমাগতাঃ।
অপৃথগ্ধর্ম্মচরণা যাতাহং শরণং তব॥
তন্নিবারয় পুত্রং স্বং মরুত্তং বচনাৎ তব।
ময়া চাভ্যর্থিতোঽবশ্যং শমমভ্যুপযাস্যতি॥

অবীক্ষিদুবাচ।

মহাপরাধে নিয়তং মরুত্তঃ ক্রোধমাগতঃ।
দুর্নিবর্ত্ত্যমহং মন্যে তস্য ক্রোধং সুতস্য তে॥

নাগা উচুঃ।

শরণাগতাস্তব বয়ং প্রসাদঃ ক্রিয়তাং নৃপ।
ক্ষত্রভার্ত্তপরিত্রাণনিমিত্তং শস্ত্রধারণম্॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

নাগানাং তদ্বচঃ শ্রুত্বা ভূতানাং শরণৈষিণাম্।
তয়া চাভ্যর্থিতঃ পত্ন্যা প্রাহাবীক্ষিন্মহাযশাঃ॥
গত্বা ব্রবীমি তং ভদ্রে তনয়ং ত্বরয়া তব।
পরিত্রাণায় নাগানাং ন ত্যাজ্যাঃ শরণাগতাঃ॥
নোপসংহরতে শস্ত্রং যদি মদ্বচনান্নৃপঃ।
তদস্ত্রৈর্ব্বারয়িষ্যামি তস্যাস্ত্রং তনয়স্য তে॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ততো গৃহীত্বা স ধনুরবীক্ষিৎ ক্ষত্রিয়োত্তমঃ।
ভার্য্যয়া সহিতঃ প্রায়াৎ ত্বরাবান্ ভার্গবাশ্রমম্॥

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে মরুত্তচরিতে
ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

একত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

—০:০—

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

স তু তস্যাঃ সুতং দৃষ্ট্বা গৃহীতবরকার্ম্মুকম্।
ধনুঃশরঞ্চ তস্যোগ্রং জ্বালাব্যাপ্তদিগন্তরম্॥
উদ্গিরন্তং মহাবহ্নিং দীপিতাখিলভূতলম্।
পাতালান্তর্গতং প্রাপ্তমসহ্যং ঘোরভীষণম্॥
স তং দৃষ্ট্বা মহীপালং ভ্রূকুটীকুটিলাননম্।
মা ক্রুধস্ত্বং মরুত্তাস্ত্রমুপসংহ্রিয়তামিতি॥
প্রহাসকৃৎ ত্বরালুপ্তবর্ণক্রমমুদারধীঃ।
স নিশম্য গুরোর্ব্বাক্যং দৃষ্ট্বা তঞ্চ পুনঃ পুনঃ॥
গৃহীতকার্ম্মুকঃ পিত্রোঃ প্রণিপত্য সগৌরবম্।
প্রত্যুবাচাপরাদ্ধা মে সুভৃশং পন্নগাঃ পিতঃ॥
শাসতীমাং ময়ি মহীং পরিভূয় বলং মম।
সপ্তাশ্রমমুপাগম্য দষ্টা মুনিকুমারকাঃ॥
ঋষীণামাশ্রমস্থানামমীষামবনীপতে।
ময়ি শাসতি দুর্বৃত্তৈর্দূষিতানি হবীংষি চ॥
জলাশয়াস্তথাপ্যেতৈঃ সর্ব্ব এব হি দূষিতাঃ।
তদেতৎ কারণং কিঞ্চিন্ন বক্তব্যং ত্বয়া পিতঃ।
ন নিবারয়িতব্যোঽহং ব্রহ্মঘ্নান্ প্রতি পন্নগান্॥

অবীক্ষিদুবাচ।

যদ্যোভির্নিহতা বিপ্রা যাস্যন্তি নরকং মৃতাঃ।
মমৈতৎ ক্রিয়তাং বাক্যং বিরমাস্ত্রপ্রয়োগতঃ॥

মরুত্ত উবাচ।

অহমেব গমিষ্যামি নরকং যদি পাপিনাম্।
ন নিগ্রহে বর্ত্তাম্যেষাং মাং নিবারয় মা পিতঃ॥

অবীক্ষিদুবাচ।

মামেতে শরণং প্রাপ্তাঃ পন্নগা মম গৌরবাৎ।
উপসংহ্রিয়তামস্ত্রমলং কোপেন তে নৃপ॥

মরুত্ত উবাচ।

নাহমেষাং ক্ষমিষ্যামি দুষ্টানামপরাধিনাম্।
স্বধর্ম্মমুল্লঙ্ঘ্য কথং করিষ্যামি বচস্তব॥
দণ্ড্যো নিপাতয়ন্ দণ্ডং ভূপঃ শিষ্টাংশ্চ পালয়ন্
পুণ্যালোকানবাপ্নোতি নরকাংশ্চাপ্যুপেক্ষকঃ॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

এবং স বহুশঃ পিত্রা বার্য্যমাণো যদা সুতঃ।
নোপসংহরতে সোঽস্ত্রং ততোঽসৌ পুনরব্রবীৎ॥

অবীক্ষিদুবাচ।

হিংসসে পন্নগান্ ভীতান্ ময্যেতান্ শরণং গতান্
বার্য্যমাণোঽপি তস্মাৎ তে করিষ্যামি প্রতিক্রিয়াম্
ময়াপ্যস্ত্রাণ্যবাপ্তানি ন ত্বমেকোঽস্ত্রবিদ্ভুবি।
মমাগ্রতঃ সুদুর্বৃত্ত পৌরুষঞ্চ কিয়ৎ তব॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ততঃ কার্ম্মুকমারোপ্য কোপতাম্রবিলোচনঃ
অবীক্ষিদস্ত্রং জগ্রাহ কালস্য মুনিপুঙ্গব॥
ততো জ্বালাপরীবারমরিসঙ্ঘঘ্নমুত্তমম্।
কালাস্ত্রন্তু মহাবীর্য্যং যোজয়ামাস কার্ম্মুকে
ততশ্চক্ষোভ জগতী সম্বর্ত্তাস্ত্রপ্রতাপিতা।
সাব্ধিশৈলাখিলা বিপ্র কালস্যাস্ত্রে সমুদ্যতে॥
কালাস্ত্রমুদ্যতং পিত্রা মরুত্তঃ সোঽপি বীক্ষ্য তৎ
প্রাহোচ্চৈরস্ত্রমেতন্মে দুষ্টশাস্তিসমুদ্যতম্॥
ন ত্বধার্য্য কালাস্ত্রং ময়ি মুঞ্চতি কিং ভবান্।
সদ্ধর্ম্মচারিণি সুতে সদৈবাজ্ঞাকরে তব॥
ময়া কার্য্যং মহাভাগ প্রজানাং পরিপালনম্।
ত্বয়ৈবং ক্রিয়তে কস্মান্মদ্বধায়াস্ত্রমুদ্যতম্॥

অবীক্ষিদুবাচ।

শরণাগতসন্ত্রাণং কর্ত্তুং ব্যবসিতা বয়ম্।
তস্য ব্যাঘাতকর্ত্তা ত্বং ন মে জীবন্ বিমোক্ষ্যসে
মাং বা হত্বাস্ত্রবীর্য্যেণ জহি দুষ্টা মহোরগান্।
ত্বাং বা হত্বাহমস্ত্রেণ রক্ষিষ্যামি মহোরগান্॥
ধিক্ তস্য জীবিতং পুংসঃ শরণার্থিনমাগতম্॥
যো নার্ত্তমনুগৃহ্ণাতি বৈরিপক্ষমপি ধ্রুবম্॥
ক্ষত্রিয়োঽহমিমে ভীতাঃ শরণং মামুপাগতাঃ।
অপকর্ত্তা ত্বমেবৈষাং কথং বধ্যো ন মে ভবান্॥

মরুত্ত উবাচ।

মিত্রং বা বান্ধবো বাপি পিতা বা যদি বা গুরুঃ
প্রজাপালনবিঘ্নায় যো হন্তব্যঃ স ভূভৃতা॥
সোঽহং তে প্রহরিষ্যামি ন ক্রোদ্ধব্যং ত্বয়া পিতঃ
স্বধর্ম্মঃ পরিপাল্যো মে ন মে ক্রোধস্তবোপরি॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ততস্তৌ নিশ্চিতৌ দৃষ্ট্বা পরস্পরবধং প্রতি।
সমুৎপত্যান্তরে তস্থুর্মুনয়ো ভার্গবাদয়ঃ॥
ঊচুশ্চৈনং ন মোক্তব্যং ত্বয়াস্ত্রং পিতরং প্রতি।
ত্বয়া চ নায়ং হন্তব্যঃ পুত্রঃ প্রখ্যাতচেষ্টিতঃ॥

মরুত্ত উবাচ।

ময়া দুষ্টা নিহন্তব্যাঃ সন্তো রক্ষ্যা মহীক্ষিতা।
ইমে চ দুষ্টা ভুজগাঃ কোঽপরাধোঽত্র মে দ্বিজাঃ

অবীক্ষিদুবাচ।

শরণাগতসন্ত্রাণং ময়া কার্য্যময়ঞ্চ মে।
অপরাধ্যঃ সুতো বিপ্রা যো হন্তি শরণাগতান্॥

ঋষয় ঊচুঃ।

ইমে বদন্তি ভুজগাস্ত্রাসলোলবিলোচনাঃ।
সঞ্জীবয়ামস্তান্ বিপ্রান্ যে দষ্টা দুষ্টপন্নগৈঃ॥
তদলং বিগ্রহেণোভৌ রাজবর্য্যৌ প্রসীদতাম্।
উভাবপি বিনির্মূঢ়প্রতিজ্ঞৌ ধর্ম্মকোবিদৌ॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

সা তু বীরা সমভ্যেত্য পুত্রমেতদভাষত।
মদ্বাক্যাদেব তে পুত্রো হন্তুং নাগান্ কৃতোদ্যমঃ॥
তন্নিষ্পন্নং যদা বিপ্রাস্তে জীবন্তি তথা মৃতাঃ।
সঞ্জীবন্তশ্চ মুচ্যন্তে যদ্যুস্মচ্ছরণং গতাঃ॥

ভামিন্যুবাচ।

অহমভ্যর্থিতা পূর্ব্বমেভিঃ পাতালসংশ্রয়ৈঃ
তন্নিমিত্তময়ং ভর্ত্তা ময়াত্র বিনিযোজিতঃ
তদেতদার্য্যনির্বৃত্তমুভয়োরপি শোভনম্।
মম ভর্ত্তুশ্চ পুত্রস্য ত্বৎপৌত্রস্যাত্মজস্য চ

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ততঃ সঞ্জীবয়ামাসুস্তান্ বিপ্রাংস্তে ভুজঙ্গমাঃ।
দিব্যৈরোষধিজাতৈশ্চ বিষসংহরণেন চ॥
পিতুর্ননাম চরণৌ স ততো জগতীপতিঃ।
মরুত্তঞ্চ স তং প্রীত্যা পরিষ্বজ্যেদমব্রবীৎ॥
মানহা ভব শত্রূণাং চিরং পালয় মেদিনীম্।
পুত্রপৌত্রৈশ্চ মোদস্ব মা চ তে সন্তু বিদ্বিষঃ॥
ততো দ্বিজৈরনুজ্ঞাতৌ বীরয়া চ নরেশ্বরৌ।
সমারূঢ়ৌ রথং সা চ ভামিনী স্বপুরং গতা॥
বীরাপি কৃত্বা সুমহৎ তপো ধর্ম্মভৃতাং বরা।
ভর্ত্তুঃ সলোকতাং প্রাপ্তা মহাভাগা পতিব্রতা॥

মরুত্তোঽপি চকারোর্ব্ব্যা ধর্ম্মতঃ পরিপালনম্।
বিনির্জ্জিতারিষড়্বর্গো ভোগাংশ্চ বুভুজে নৃপঃ॥
তস্য পত্নী মহাভাগা বিদর্ভতনয়া তথা।
প্রভাবতী সুবীরস্য সৌবীরো চাভবৎ সুতা॥
সুকেশী কেতুবীর্য্যস্য মাগধস্যাত্মজাভবৎ।
সুতা চ সিন্ধুবীর্য্যস্য মদ্ররাজস্য কেকয়ী॥
কেকয়স্য চ সৌরিন্ধ্রী সিন্ধুভর্ত্তুর্বপুষ্মতী।
চেদিরাজসুতা চাভূদ্ভার্য্যা তস্য সুশোভনা॥
তাসাং পুত্রাস্তস্য চাসন্ ভূভৃতোঽষ্টাদশ দ্বিজ।
তেষাং প্রধানো জ্যেষ্ঠশ্চ নরিষ্যন্তঃ সুতোঽভবৎ
এবংবীর্য্যো মরুত্তোঽভূন্মহারাজো মহাবলঃ।
তস্যাপ্রতিহতং চক্রমাসীদ্দ্বীপেষু সপ্তসু॥
যস্য তুল্যোঽপরো রাজা ন ভূতো ন ভবিষ্যতি।
সত্ত্ববিক্রমযুক্তস্য রাজর্ষেরমিতৌজসঃ॥
তস্যৈতচ্চরিতং শ্রুত্বা মরুত্তস্য মহাত্মনঃ।
জন্ম চাগ্র্যং দ্বিজশ্রেষ্ঠ মুচ্যতে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ॥

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে মরুত্তচরিতং নাম একত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥

দ্বাত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

ক্রোষ্টুকিরুবাচ।

মরুত্তচরিতং কৃৎস্নং ভগবন্ কথিতং ত্বয়া।
তৎসন্ততিমশেষেণ শ্রোতুমিচ্ছা প্রবর্ত্ততে॥
তৎসন্ততৌ ক্ষিতীশা যে রাজ্যার্হা বীর্য্যশালিনঃ।
তানহং শ্রোতুমিচ্ছামি ত্বয়াখ্যাতান্ মহামুনে॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

নরিষ্যন্ত ইতি খ্যাতো মরুত্তস্যাভবৎ সুতঃ।
অষ্টাদশানাং পুত্রাণাং স জ্যেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠ এব চ॥
বর্ষাণাঞ্চ সহস্রাণি সপ্ততিং দশ পঞ্চ চ।
বুভুজে পৃথিবীং কৃৎস্নাং মরুত্তঃ ক্ষত্রিয়র্ষভঃ॥
কৃত্বা রাজ্যং স্বধর্ম্মেণ ইষ্ট্বা যজ্ঞানমুত্তমান্।
নরিষ্যন্তং সুতং জ্যেষ্ঠমভিষিচ্য যযৌ বনম্॥
একাগ্রচিত্তঃ স নৃপস্তপ্ত্বা তত্র তপো মহৎ।
আরুরোহ দিবং বিপ্র যশসাবৃত্য রোদসী॥
নরিষ্যন্তঃ সুতঃ সোঽস্য চিন্তয়ামাস বুদ্ধিমান্।
পিতুর্বৃত্তং সমালোক্য তথান্যেষাঞ্চ ভূভৃতাম্॥
অত্র বংশে মহাত্মানো রাজানো মম পূর্ব্বজাঃ।
যজ্বিনো ধর্ম্মতঃ পৃথ্বীং পালয়ামাসুরর্জ্জিতাঃ॥
দাতারশ্চাপি বিত্তানাং সংগ্রামেষ্বনিবর্ত্তিনঃ।
তেষাং কশ্চরিতং শক্তস্ত্বনুযাতুং মহাত্মনাম্॥
কিন্তু তৈর্ন কৃতং কর্ম্ম ধর্ম্ম্যমাহবনাদিভিঃ।
তদহং কর্ত্তুমিচ্ছামি তচ্চ নাস্তি করোমি কিম্॥
ধর্ম্মতঃ পাল্যতে পৃথ্বী কো গুণোঽত্র মহীপতেঃ।
অসম্যক্পালনাৎ পাপী নরেন্দ্রো নরকং ব্রজেৎ॥
সতি বিত্তে মহাযজ্ঞাঃ কর্ত্তব্যা এব ভূভৃতা।
দাতব্যঞ্চাত্র কিং চিহ্নং সীদতামীশ্বরো গতিঃ॥
আভিজাত্যং তথা লজ্জা কোপশ্চারিজনাশ্রয়ঃ।
কারয়ন্তি স্বধর্ম্মাশ্চ সংগ্রামাদপলায়নম্॥
এতৎ সর্ব্বং যথা সম্যক্ভূমৎপূর্ব্বৈঃ পুরুষৈঃ কৃতম্।
পিত্রা চ মে মরুত্তেন যথা তৎ কেন শক্যতে॥
তদহং কিং করিষ্যামি যন্ন তৈঃ পূর্ব্বজৈঃ কৃতম্।
যে যজ্বিনো বরা দাতাঃ সংগ্রামাচ্চানিবর্ত্তিনঃ॥
মহৎসংগ্রামসংসর্গাবিসংবাদিতপৌরুষাঃ।
কর্ম্মণাহং করিষ্যামি কর্ম্ম চানভিসন্ধিতম্॥
অথবা তৈঃ স্বয়ং যজ্ঞাঃ কৃতাঃ পূর্ব্বজনেশ্বরৈঃ।
অবিশ্রমন্তির্নানৈস্তৈস্তু কারিতাস্তৎ করোম্যহম্॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ইতি সঞ্চিন্ত্য যজ্ঞং স চকারৈকং নরেশ্বরঃ।
যাদৃশং ন চকারান্যো বিত্তোৎসর্গোপশোভিতম্॥
দ্বিজানাং জীবনায়ালং দত্ত্বা তু সুমহাধনম্।
তস্তঃ শতগুণং তেষাং যজ্ঞেঽন্নমদদন্নৃপঃ॥
গাবো বস্ত্রাণ্যলঙ্কারং ধান্যাগারাদিকং তথা।
তথা প্রত্যেকমমদৎ তেষাং পৃথ্বীনিবাসিনাম্॥
ততস্তেন যদা যজ্ঞঃ প্রারব্ধো ভূভুজা পুনঃ।
প্রারব্ধে স মখে যষ্টুং ততো নালভত দ্বিজান্॥
যান্ যান্ বৃণোতি স নৃপো বিপ্রানার্ত্বিজ্যকর্ম্মণি।
তে তে তমূচুর্যজ্ঞায় বয়মন্যত্র দীক্ষিতাঃ॥
অন্যং বরয় যদ্বিত্তং ত্বয়াস্মাকং বিবর্জ্জিতম্।
অসাত্যন্তো নাস্তি যজ্ঞেষু দদ্যাস্ত নৃপতে ধনম্॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ন চাপ ঋত্বিজো বিপ্রাংস্তদাশেষক্ষিতীশ্বরঃ।
বহির্ব্বেদ্যাং তদা দানং স দাতুমুপচক্রমে॥
তথাপি জগৃহুর্নৈব ধনসম্পূর্ণমন্দিরাঃ।
দ্বিজায় দাতুং ভূয়োঽসৌ নির্ব্বিন্ন ইদমব্রবীৎ॥
অহোঽতিশোভনং পৃথ্ব্যাং বদ্বিপ্রো নাধনঃ কচিৎ
অশোভনঞ্চ যৎ কোষো বিফলোঽয়মযজ্বিনঃ॥
নার্ত্বিজ্যং কুরুতে কশ্চিদযজমানোঽখিলো জনঃ।
দ্বিজানাং ন চ নো দানং দদতাং সম্প্রতীচ্ছতে॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ততঃ কশ্চিদ্বিদ্বান্ ভক্ত্যা প্রণিপত্য পুনঃ পুনঃ।
স্বযজ্ঞে ঋত্বিজশ্চক্রে তে প্রচক্রুর্মহামখম্ ॥
অত্যদ্ভুতমিদঞ্চাসীদ্যদা তস্য মহীপতেঃ।
স যজ্ঞোঽভূৎ তদা পৃথ্ব্যাং যজমানোঽখিলো জনঃ
দ্বিজন্মনামভূন্নাসীৎ সদস্যস্তত্র কশ্চনঃ।
যজমানা দ্বিজাঃ কেচিৎ কেচিৎ তেষান্তু যাজকাঃ
নরিষ্যন্তো নরপতির্যিযাজ স যদা তদা।
তৎপ্রদত্তৈর্দ্ধনৈর্যাগং কুর্য্যুঃ পৃথ্ব্যামশেষতঃ ॥
প্রাচ্যাং কোট্যস্তু যজ্ঞানামাসন্নষ্টাদশাধিকাঃ।
প্রতীচ্যাং সপ্ত বৈ কোট্যো দক্ষিণায়াং চতুর্দ্দশ ॥
উত্তরস্যাঞ্চ পঞ্চাশদেককালং তদাভবন্।
মুনে ব্রাহ্মণযজ্ঞানাং নরিষ্যন্তো যদাযজৎ ॥
এবং স রাজা ধর্ম্মাত্মা নরিষ্যন্তোঽভবৎ পুরা।
মরুত্তস্তনয়ো বিপ্র বিখ্যাতবলপৌরুষঃ ॥

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে নরিষ্যন্ত-
চরিতং নাম দ্বাত্রিংশদধিকশত-
তমোঽধ্যায়ঃ ॥

ত্রয়স্ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

নরিষ্যন্তস্য তনয়ো দুষ্টারিদমনো দমঃ।
শক্রস্যেব বলং তস্য দয়া শীলং মুনেরিব ॥
বাভ্রব্যামিন্দ্রসেনায়াং স জজ্ঞে তস্য ভূভৃতঃ।
নব বর্ষাণি জঠরে স্থিত্বা মাতুর্মহাযশাঃ ॥
যদ্‌গ্রাহয়ামাস দমং মাতরং জঠরে স্থিতঃ।
দমশীলশ্চ ভবিতা যতশ্চায়ং নৃপাত্মজঃ ॥
ততস্ত্রিকালবিজ্ঞানঃ স হি তস্য পুরোহিতঃ।
দম ইত্যকরোন্নাম নরিষ্যন্তসুতস্য তু ॥
স দমো রাজপুত্রস্তু ধনুর্ব্বেদমশেষতঃ।
জগৃহে নররাজস্য সকাশাদ্বৃষপর্ব্বণঃ ॥
দুন্দুভের্দ্দৈত্যবর্য্যস্য তপোবননিবাসিনঃ।
সকাশাজ্জগৃহে কৃৎস্নমস্ত্রগ্রামঞ্চ তত্ত্বতঃ ॥
শক্তেঃ সকাশাদ্বেদাংশ্চ বেদাঙ্গান্যখিলানি চ।
তথার্ষ্টিষেণাদ্রাজর্ষের্জগৃহে যোগমাত্মবান্ ॥
তং স্বরূপমহাত্মানং গৃহীতাস্ত্রং মহাবলম্।
স্বয়ংবরে কৃতা পিত্রা জগৃহে সুমনা পতিম্ ॥
সুতা দশার্ণাধিপতের্ব্বলিনশ্চারুকর্ম্মণঃ।
পশ্যতাং সর্ব্বভূতানাং যে তদর্থমুপাগতাঃ ॥
তস্যাঞ্চ সানুরাগোঽভূন্মদ্ররাজস্য বৈ সুতঃ।
সুমনায়াং মহানন্দো মহাবলপরাক্রমঃ ॥
তথা বিদর্ভাধিপতেঃ পুত্রঃ সংক্রন্দনস্য চ।
বপুষ্মান্ রাজপুত্রশ্চ মহাধনুরুদারধীঃ ॥
তেঽথ তয়া বৃতং দৃষ্ট্বা দুষ্টারিদমনং দমম্।
মন্ত্রয়ামাসুরন্যোন্যং তত্রানঙ্গবিমোহিতাঃ ॥
এতামস্য বলাৎ কন্যাং গৃহীত্বা রূপশালিনীম্।
গৃহং প্রয়ামস্তসোয়মস্মাকং যং গ্রহীষ্যতি ॥
ভর্তৃবুদ্ধ্যা বরারোহা স্বয়ংবরবিধানতঃ।
তস্যেচ্ছয়া নো ভবিত্রী ভার্য্যা ধর্ম্মোপপাদিতা ॥
অথ নেচ্ছতি সা কঞ্চিদস্মাকং মদিরেক্ষণাঃ।
ততস্তস্য ভবিত্রী সা যো দমং ঘাতয়িষ্যতি ॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ইতি তে নিশ্চয়ং কৃত্বা ত্রয়ঃ পার্থিবনন্দনাঃ।
জগৃহুস্তাং সুচার্ব্বঙ্গীং দমপার্শ্বানুবর্ত্তিনীম্ ॥
ততঃ কেচিন্নৃপাস্তেষাং যে তৎপক্ষা বিচুক্রুশুঃ।
চুক্রুশুশ্চাপরে ভূপাঃ কেচিন্মধ্যস্থতাং গতাঃ ॥
ততো দমস্তান্ ভূপালানবলোক্য সমন্ততঃ।
অনাকুলমনা বাক্যমিদমাহ মহামুনে ॥

দম উবাচ।

ভো ভূপা ধর্ম্মকৃত্যেষু যদ্বদন্তি স্বয়ংবরম্।
অধর্ম্মো বাথবা ধর্ম্মো যদেভির্গৃহ্যতে বলাৎ ॥
যদাধর্ম্মো ন মে কার্য্যমন্যভার্য্যা ভবিষ্যতি।
ধর্ম্মো বা তদলং প্রাণৈর্যৈ রক্ষ্যস্তেঽরিলঙ্ঘনে ॥
ততো দশার্ণাধিপতিশ্চারুধর্ম্মা নরাধিপঃ।
নিঃশব্দং কারয়িত্বা তৎ সদঃ প্রাহ মহামুনে ॥
দমেন যদিদং প্রোক্তং ধর্ম্মাধর্ম্মাশ্রিতং নৃপাঃ।
তদ্বদধ্বং যথা ধর্ম্মো মমাস্তু চ ন লুপ্যতে ॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ততঃ কেচিন্মহীপালাস্তমূচুর্ব্বসুধাধিপম্।
পরস্পরানুরাগেণ গান্ধর্ব্বো বিহিতো বিধিঃ ॥
ক্ষত্রিয়াণাং পরময়ং ন বিট্‌শূদ্রদ্বিজন্মনাম্।
দমমাশ্রিত্য নিষ্পন্নঃ স চাস্যা দুহিতুস্তব ॥
ইতি ধর্ম্মাদ্দমস্যৈষা দুহিতা তব পার্থিব।
যোঽন্যথা বর্ত্ততে মোহাৎ কামাত্মা সম্প্রবর্ত্ততে ॥
তথাপরে তদা প্রোচুর্মহাত্মানো হি ভূভৃতাম্।
পক্ষে যে ভূভৃতো বিপ্র দশার্ণাধিপতের্ব্বচঃ ॥
মোহাৎ কিমাহর্দ্ধর্ম্মোঽয়ং গান্ধর্ব্বঃ ক্ষত্রজন্মনঃ ॥

ন ত্বেষ শস্তো নান্যো হি রাক্ষসঃ শস্ত্রজীবিনাম্ ॥
বলাদিমাং যো হরতি হত্বা তু পরিপন্থিনঃ।
তস্যৈবাপ্তৌ রাক্ষসেন বিবাহেনাবনীশ্বরাঃ ॥
প্রধানতর এবোঽত্র বিবাহদ্বিতয়ে মতঃ।
ক্ষত্রিয়াণামতো ধর্ম্মো মহানন্দাদিভিঃ কৃতঃ ॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

অথৈং প্রোচুঃ পুনর্ভূপা যৈঃ পূর্ব্বমুদিতা নৃপাঃ।
পরম্পরানুরাগেণ জাতিধর্ম্মাশ্রিতং বচঃ ॥
সত্যং শস্তো রাক্ষসোঽপি ক্ষত্রিয়াণাং পরো বিধিঃ
কিন্ত্বসৌ জনকস্যান্যে কুমার্য্যানুমতো বরঃ ॥
হত্বা তু পিতৃসম্বন্ধং বলেন হ্রিয়তে হি যা।
স রাক্ষসো বিধিঃ প্রোক্তো নান্যভর্ত্তৃকরে স্থিতা ॥
পশ্যতাং সর্ব্বভূপানামনয়া যদ্বৃতো দমঃ।
গান্ধর্ব্বোঽহ নিষ্পন্নৌ বিবাহো রাক্ষসোঽত্র কঃ ॥
বিবাহিতায়াঃ কন্যায়াঃ কন্যাত্বং নৈব বিদ্যতে।
কন্যায়াশ্চ বিবাহেন সম্বন্ধঃ পৃথিবীশ্বরাঃ ॥
ত ইমে যে বলাদেনাং দমাদাদাতুমুদ্যতাঃ।
বলিনস্তে যদি ততঃ কুর্ব্বন্তু ন তু সাধু তৎ ॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

তৎ শ্রুত্বাসৌ দমঃ কোপকষায়ীকৃতলোচনঃ।
আরোপয়ামাস ধনুর্ব্বচনঞ্চেদমব্রবীৎ ॥
মমাপি ভার্য্যা বলিভিঃ পশ্যতো হ্রিয়তে যদি।
তৎকুলেন ভুজাভ্যাং বা কো গুণঃ ক্লীবজন্মনঃ ॥
ধিঙ্মমাস্ত্রাণি ধিক্ শৌর্য্যং ধিক্ শরান্ ধিক্ শরাসনম্ ॥
ধিগ্ব্যর্থং মে কুলে জন্ম মরুত্তস্য মহাত্মনঃ ॥
যদি ভার্য্যামিমে মূঢ়াঃ সমাদায় বলান্বিতাঃ।
প্রয়ান্তি জীবতো ধিক্ তাং মম ব্যর্থধনুষ্মতাম্ ॥
ইত্যুক্ত্বা তান্ মহীপালান্ মহানন্দমুখান্ বলী।
অথাব্রবীৎ তদা সর্ব্বান্ মহারিদমনো দমঃ ॥

দম উবাচ।

এষাতিশোভনা বালা চার্ব্বঙ্গী মদিরেক্ষণা।
কিং তস্য জন্মনা ভার্য্যা ন যস্যেয়ং কুলোদ্ভবা ॥
ইতি সঞ্চিন্ত্য ভূপালাস্তথা যতত সংযুগে।
যথা নির্জ্জিত্য মামেতাং পত্নীং কুরুত মানিনঃ ॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ইত্যাভাষ্য ততস্তত্র শরবর্ষমমুঞ্চত।
ছাদয়ন্ পৃথিবীপালাংস্তমসেব মহীরুহান্ ॥
তেঽপি বীরা মহীপালাঃ শরশক্ত্যৃষ্টিমুদ্গরান্।
মুমুচুস্তৎপ্রযুক্তাংশ্চ দমশ্চিচ্ছেদ লীলয়া ॥
তেঽপি তৎপ্রহিতান্ বাণাংস্তেষ্বাশ্বাসৌ শরোৎকরান্।
চিচ্ছেদ পৃথিবীশানাং নরিষ্যন্তাত্মজো মুনে ॥
বর্ত্তমানে তদা যুদ্ধে দমস্য ক্ষিতিপাত্মজৈঃ।
প্রবিবেশ মহানন্দঃ খড়্গপাণির্যতো দমঃ ॥
তমায়ান্তং দমো দৃষ্ট্বা খড়্গপাণিং মহামৃধে।
মুমোচ শরবর্ষাণি বর্ষাণীব পুরন্দরঃ ॥
তদস্ত্রাণি ততস্তানি শরজালানি তৎক্ষণাৎ।
মহানন্দঃ প্রচিচ্ছেদ খড়্গেনাস্থানবঞ্চয়ৎ ॥
ততো রোষাৎ সমারুহ্য তং দমস্য তদা রথম্।
মহানন্দো মহাবীর্য্যো দমেন যুযুধে সহ ॥
বহুধা যুধ্যমানস্য মহানন্দস্য লাঘবাৎ।
দমো মুমোচ হৃদয়ে শরং কালানলপ্রভম্ ॥
তং লগ্নমাত্মনোৎকৃষ্য বিভিন্নেন ততো হৃদি।
দমং প্রতি বিচিক্ষেপ মহানন্দোঽসিমুজ্জ্বলম্ ॥
পতন্তঞ্চৈনমুল্কাভং শক্ত্যা চিচ্ছেদ তং দমঃ।
শিরো বেতসপত্রেণ মহানন্দস্য চাচ্ছিনৎ ॥
তস্মিন্ হতে মহানন্দে প্রাচুর্য্যেণ পরাঙ্মুখাঃ।
বভূবুঃ পার্থিবাস্তস্থৌ বপুষ্মান্ কুণ্ডিনাধিপঃ ॥
দমেন যুযুধে চাসৌ বলগর্ব্বমদান্বিতঃ।
দাক্ষিণাত্যমহীপালতনয়ো রণগোচরঃ ॥
যুধ্যমানস্য তস্যোগ্রং করবালং স বৈ লঘু।
চিচ্ছেদ সারথেশ্চৈব শিরঃ সংখ্যে তথা ধ্বজম্ ॥
ছিন্নখড়্গো গদাং সোঽথ জগ্রাহ বহুকণ্টকাম্।
তামপাস্য স চিচ্ছেদ করস্থামেব সত্বরঃ ॥
যাবদন্যৎ সমাদত্তে স বপুষ্মান্ বরায়ুধম্।
তাবচ্ছরেণ তং বিদ্ধ্বা দমো ভূমাবপাতয়ৎ ॥
স পাতিতস্ততো ভূমৌ বিহ্বলাঙ্গঃ সবেপথুঃ।
বিনির্বৃত্তমতির্যুদ্ধাদ্বভূব ক্ষিতিপাত্মজঃ ॥
তমালোক্য তথাভূতমযুদ্ধমতিমাত্মবান্।
উৎসৃজ্যাদায় সুমনাং সুমনাঃ প্রযযৌ দমঃ ॥
ততো দশার্ণাধিপতিঃ প্রীতিমানকরোৎ তয়োঃ।
দমস্য সুমনায়াশ্চ বিবাহং বিধিপূর্ব্বকম্ ॥
কৃতদারো দমস্তত্র দশার্ণাধিপতেঃ পুরে।
স্থিত্বাল্পকালং প্রযযৌ সভার্য্যো নিজমন্দিরম্ ॥
দশার্ণাধিপতিশ্চাস্মৈ দত্ত্বা নাগাংস্তুরঙ্গমান্।
রথাংশ্চোষ্ট্রখরোষ্ট্রাংশ্চ দাসীদাসাংস্তথা বহূন্ ॥
বস্ত্রালঙ্কারচাপাদি বরোপস্করমাত্মনঃ।
অন্যৈস্তৈশ্চ তথা জাতৈঃ পরিপূর্ণং ব্যসর্জ্জয়ৎ ॥

ইতি ত্রয়স্ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

চতুস্ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়।

—০:০—

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

স তাং লব্ধ্বা তথা পত্নীং সুমনাং সুমহামুনে।
প্রণম্য স পিতুঃ পাদৌ মাতুশ্চ ক্ষিতিপাত্মজঃ॥
সা চ তৌ শ্বশুরৌ সুভ্রূর্ননাম সুমনা তদা।
তাভ্যাং তৌ চ তদা বিপ্র আশীর্ভিরভিনন্দিতৌ॥
মহোৎসবশ্চ সঞ্জজ্ঞে নরিষ্যন্তস্য বৈ পুরে।
কৃতদারে চ সম্প্রাপ্তে দশার্ণাধিপতেঃ পুরাৎ॥
সম্বন্ধিনং দশার্ণেশং জিতাংশ্চ পৃথিবীশ্বরান্।
শ্রুত্বা পুত্রেণ মুমুদে নরিষ্যন্তো মহীপতিঃ॥
সোঽপি রেমে সুমনয়া মহারাজসুতো দমঃ।
বরোদ্যানবনোদ্দেশপ্রাসাদগিরিসানুষু॥
অথ কালেন মহতা রমমাণা দমেন সা।
অবাপ গর্ভং সুমনা দশার্ণাধিপতেঃ সুতা॥
সোঽপি রাজা নরিষ্যন্তো ভুক্তভোগো মহীপতিঃ
বয়ঃপরিণতিং প্রাপ্য দমং রাজ্যেঽভিষিচ্য চ॥
বনং জগামেন্দ্রসেনা পত্নী চাস্য যশস্বিনী।
বানপ্রস্থবিধানেন স তত্র সমতিষ্ঠত॥
দাক্ষিণাত্যঃ সুদুর্বৃত্তঃ সংক্রন্দনসুতো বনে।
বপুষ্মান্ স মৃগান্ হন্তুং যযাবল্পপদানুগঃ॥
স তং দৃষ্ট্বা নরিষ্যন্তং তাপসং মলপঙ্কিলম্।
ইন্দ্রসেনাঞ্চ তৎপত্নীং তপসাতিসুদুর্ব্বলাম্।
পপ্রচ্ছ কস্ত্বং ভো বিপ্রঃ ক্ষত্রিয়ো বা বনেচরঃ।
বানপ্রস্থমনুপ্রাপ্তো বৈশ্যো বা মম কথ্যতাম্॥
ততো মৌনব্রতী ভূপো ন হি তস্যোত্তরং দদৌ।
ইন্দ্রসেনা চ তৎ সর্ব্বমাচষ্টাস্মৈ যথাতথম্॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

জ্ঞাত্বা তঞ্চ নরিষ্যন্তং বপুষ্মান্ পিতরং রিপোঃ।
প্রাপ্তোঽস্মীতি বদন্ কোপাৎ জটাসু পরিগৃহ্য চ॥
হা হেতি চেন্দ্রসেনায়াং ক্রন্দন্ত্যাং বাষ্পগদ্গদম্।
নির্জ্জিতঃ সমরে যেন যেন মে সুমনা হৃতা।
দমস্য তস্য পিতরং হনিষ্যেঽদ্য তু তং দমঃ॥
যেনাখিলমহীপালপুত্রাঃ কন্যার্থমাগতাঃ।
অবধূতা হনিষ্যেঽহং পিতরং তস্য দুর্ম্মতেঃ॥
যোধনেষু স্বরূপেণ দমো যস্তু দুরাত্মনঃ।
স দমো বারয়ত্বেষ হন্মি তস্য রিপোর্গুরুম্॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা স দুরাচারো বপুষ্মানবনীপতিঃ।
ক্রন্দন্ত্যামিন্দ্রসেনায়াং শিরশ্চিচ্ছেদ সত্য চ॥
ততো ধিগ্ধিগ্মুনিজনা অন্যে চ বনবাসিনঃ।
তমূচুঃ স চ তং দৃষ্ট্বা জগাম স্বপুরং বনাৎ॥
গতে তস্মিন্ বিনিশ্বস্য সেন্দ্রসেনা বপুষ্মতি।
প্রেষয়ামাস পুত্রস্য সমীপং শূদ্রতাপসম্॥
গচ্ছেথা আশু মে পুত্রং দমং ব্রূহি বচো মম।
অভিজ্ঞোঽসি চ মদ্ভর্ত্তুর্বৃত্তান্তং প্রোচ্যতেঽত্র কিম্
তথাপি বাচ্যঃ পুত্রো মে যদ্বদীম্যতিদুঃখিতা।
লজ্জনামীদৃশীং প্রাপ্তাং বিলোক্যৈতাং মহীপতেঃ
স ভর্ত্তাধিকৃতো রাজ্ঞা চতুর্ণাং পরিপালকঃ।
ত্বমাশ্রমাণাং কিং যুক্তং তাপসান্ যন্ন রক্ষসি॥
ভর্ত্তা মম নরিষ্যন্তস্তাপসস্তপসি স্থিতঃ।
বিলপন্ত্যাস্তথানাথো যথা নাস্ত তথা ত্বয়ি॥
আকৃষ্য কেশেষু বলাদপরাধং বিনা ততঃ।
হতো বপুষ্মতা ধ্যাতিমিতি তে ভূপতির্গতঃ॥
এবং স্থিতে তৎ ক্রিয়তাং যথা ধর্ম্মো ন লুপ্যতে।
তথা চ নৈব বক্তব্যমতোঽস্মাৎ তাপসী হ্যহম্॥
পিতা বৃদ্ধস্তপস্বী চ নাপরাধেন দূষিতঃ।
নিহতো যেন যৎ তস্য কর্ত্তব্যং তদ্বিচিন্ত্যতাম্॥
সন্তি তে মন্ত্রিণো বীরাঃ সর্ব্বশাস্ত্রার্থকোবিদাঃ।
তৈঃ সহালোচ্য যৎ কার্য্যমেবম্ভূতে কুরুষ তৎ॥
নাস্মাকমধিকারোঽত্র তাপসানাং নরাধিপ।
কুরুষ্বৈতদিতীত্থং ত্বমেবং ভূপতিভাষিতম্॥
বিদূরথস্য জনকো যবনেন যথা হতঃ।
তথায়ং তব পুত্রস্য কুলং তেন বিনাশিতম্॥
জম্ভস্যাসুররাজস্য পিতা দষ্টো ভুজঙ্গমৈঃ।
তেনাপ্যখিলপাতালবাসিনঃ পন্নগা হতাঃ॥
পরাশরেণ পিতরং শক্তিঞ্চ রক্ষসা হতম্।
শ্রুত্বাগ্নৌ পাতিতং কৃৎস্নং রক্ষসামভবৎ কুলম্॥
অন্যস্যাপি স্ববংশস্য লজ্জনা ক্রিয়তে হি যা।
তাং নালং ক্ষত্রিয়ঃ সোঢ়ুং কিং পুনঃ পিতৃমারণম্
নায়ং পিতা তে নিহতো নাস্মিন্ শস্ত্রং
নিপাতিতম্।
ত্বামত্র নিহতং মন্যে ত্বয়ি শস্ত্রং নিপাতিতম্॥
বিভেত্যস্য হি কঃ শস্ত্রং ন্যস্তং যেন বনৌকসাম্।
তব ভূপস্য পুত্রস্য মারিতে তু বিভেতু বা॥
তবেয়ং লজ্জনা যুক্তা যদস্মিংস্তৎ সমাচর।
বপুষ্মতি মহারাজ সভৃত্যজ্ঞাতিবান্ধবে॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ইতি সংক্রান্তসন্দেশমিন্দ্রদাসং বিসৃজ্য তম্।

পতিদেহমুপাশ্লিষ্য বিবেশাগ্নিং মনস্বিনী ॥
ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে দমচরিতে
চতুস্ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

পঞ্চত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ইন্দ্রসেনাসমাক্রুষ্টঃ স গত্বা শূদ্রতাপসঃ।
সমাচষ্টে যথাপ্রোক্তং দমায় নিধনং পিতুঃ ॥
তাপসেন সমাখ্যাতে দমস্তেন পিতুর্ব্বধে।
ক্রোধেনাতীব জজ্বাল হবিষেবাগ্নিরুক্ষতঃ ॥
স তু ক্রোধাগ্নিনা ধীরো দহ্যমানো মহামুনে।
করং করেণ নিষ্পিষ্য বাক্যমেতদুবাচ হ ॥
অনাথ ইব মে তাতো ময়ি পুত্রে তু জীবতি।
ঘাতিতঃ সুনৃশংসেন পরিভূয় কুলং মম ॥
স্তায়বাদো জনে তস্যাপ্যেষ ক্লৈব্যাৎ ক্ষমাম্যহম্
দুর্ব্বৃত্তশাস্তৌ শিষ্টানাং পালনেঽধিকৃতা বয়ম্।
পিতরঞ্চাপি নিহতং দৃষ্ট্বা জীবন্তি শত্রবঃ ॥
তৎ কিমেতেন বহুনা হা তাতেতি চ কিং পুনঃ।
বিলাপেনাত্র যৎ কৃত্যং তদেষোঽত্র করোম্যহম্ ॥
যদ্যহং তস্য রক্তেন দেহোত্থেন বপুষ্মতঃ।
ন করোমি গুরোস্তৃপ্তিং তৎ প্রবেক্ষ্যে হুতাশনম্ ॥
তচ্ছোণিতেনোদককর্ম্ম তস্য
তাতস্য সংখ্যে বিনিপাতিতস্য।
মাংসেন সম্যগ্ দ্বিজভোজনঞ্চ
ন চেৎ প্রবেক্ষ্যামি হুতাশনং তৎ ॥
সাহায্যমস্যাসুরদেবযক্ষ-
গন্ধর্ব্ববিদ্যাধরসিদ্ধসঙ্ঘাঃ।
কুর্ব্বন্তি চেৎ তানপি চাস্ত্রপূগৈ-
র্ভস্মীকরোম্যেষ রুষা সমেতঃ ॥
নিঃশূরমাধর্ম্মিকমপ্রশস্তং
তং দাক্ষিণাত্যং সমরে নিহত্য।
ভোক্ষ্যে ততোঽহং পৃথিবীঞ্চ কৃৎস্নাং
বহ্নিং প্রবেক্ষ্যাম্যনিহত্য তং বা ॥
সুহৃন্মতিং তাপসবৃদ্ধমৌনিনং
বনস্থিতং শাস্ত্রবচোবিবিগ্নম্।
হত্বাহমদ্যাখিলবন্ধুমিত্র-
পদাতিহস্ত্যশ্বরথৈঃ সমেতম্ ॥
এবোঽহমাদায় ধনুঃ সখড়্গো
রথী ভথৈবাশ্বিবলং সমেত্য।

করোমি বৈ যৎ কদনং সমস্তাঃ
পশ্যন্তু মে দেবগণাঃ সমেতাঃ ॥
যো যঃ সহায়ো ভবিতাদ্য তস্য
ময়া সমেতস্য রণায় ভূয়ঃ।
তস্যাশু নিঃশেষকুলক্ষয়ায়
সমুদ্যতোঽহং নিজবাহুসৈন্যঃ ॥
যদি কুলিশকরোঽস্মিন্ সংযুগে দেবরাজঃ
পিতৃপতিরথ চোগ্রং দণ্ডমুদ্যম্য কোপাৎ।
ধনপতিবরুণার্কা রক্ষিতুং তং যতন্তে
নিশিতশরবরৌঘৈর্ঘাতয়িষ্যে তথাপি ॥
নিয়তমতিরদোষঃ কাননাথণ্ডলোকো-
নিপতিতফলভক্ষঃ সর্ব্বভূতেষু মৈত্রঃ।
প্রভবতি ময়ি পুত্রে হিংসিতো যেন তাতঃ
পিশিতরুধিরতৃপ্তাস্তস্য সন্তদ্য গৃধ্রাঃ ॥
ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে দমচরিতে পঞ্চ-
ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ষট্‌ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ইতি প্রতিজ্ঞায় তদা নরিষ্যন্তসুতো দমঃ।
কোপামর্ষবিবৃত্তাক্ষঃ শ্মশ্রুমাবৃত্য পাণিনা ॥
হা হতোঽস্মীতি পিতরং ধ্যাত্বা দৈবং বিনিন্দ্য চ
প্রোবাচ মন্ত্রিণঃ সর্ব্বানানিনায় পুরোহিতম্ ॥
দম উবাচ।
যদদা যুক্তং তদ্ভূত তাতে প্রাপ্তে সুরালয়ম্।
শ্রুতং ভবদ্ভির্যৎ প্রোক্তং তেন শূদ্রতপস্বিনা ॥
বৃদ্ধস্তপস্বী স নৃপো বানপ্রস্থে ব্রতে স্থিতঃ ॥
মৌনব্রতধরঃ শস্তা মন্মাত্রা চেন্দ্রসেনয়া ॥
প্রোক্তং সংপৃষ্টয়া সর্ব্বং তথা তথং বপুষ্মতে।
স চ খড়্গং সমাকৃষ্য যথাসব্যেন পাণিনা ॥
কৃত্বা জঘান দুষ্টাত্মা লোকনাথমনাথবৎ।
মাতা চ মাং সমুদ্দিশ্য ধিক্‌শব্দং কুর্ব্বতী সতী ॥
মন্দভাগং গতশ্রীকং প্রবিষ্টা হব্যবাহনম্।
সমালিঙ্গ্য নরিষ্যন্তং প্রবিষ্টা ত্রিদশালয়ম্ ॥
সোঽহমদ্য করিষ্যামি যন্মে মাতুরুদীরিতম্।
হস্ত্যশ্বরথপাদাতং সৈন্যঞ্চ পরিকল্পতাম্ ॥
অনিবার্য্য পিতুর্বৈরমহত্বা পিতৃঘাতকম্।
অকৃত্বা চ বচো মাতুর্জীবিতুং কিমিহোৎসহে ॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

মন্ত্রিণস্তদ্বচঃ শ্রুত্বা হা হেত্যুক্ত্বা তথা চ তৎ।
কৃতবস্তো বিমনসঃ সভৃত্যবলবাহনাঃ॥
নির্যযুঃ সপরীবারাঃ খড়্গশক্ত্যৃষ্টিপাণয়ঃ।
গৃহীত্বা চাশিষো বিপ্রাৎ ত্রিকালজ্ঞাৎ পুরোধসঃ
অহিরাড়িব নিশ্বস্য দমঃ প্রায়াদ্বপুষ্মতম্।
সীমাপালাদি সামন্তান্ নিঘ্নন্ যাম্যাদিশি ত্বরন্॥
সংক্রন্দনসুতেনাপি দমো জ্ঞাতো বপুষ্মতা।
আয়াতঃ সপরীবারঃ সামাত্যঃ সপরিচ্ছদঃ॥
অকম্পিতেন মনসা স্বসৈন্যান্যাদিদেশ হ।
দূতঞ্চ প্রেষয়ামাস নির্গম্য নগরাদ্বহিঃ॥
ত্বং শীঘ্রতরমাগচ্ছ নরিষ্যন্তস্তঃ প্রতীক্ষতে।
সভার্য্যঃ ক্ষত্রবন্ধো ত্বং সমায়াহি মমান্তিকম্॥
এতে মদ্বাহুনির্ম্মুক্তাঃ পীতা বাণাঃ শিলাশিতাঃ।
ভিত্ত্বা শরীরং সংগ্রামে পাস্যন্তি রুধিরং তব॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

শ্রুত্বা দমস্তু তৎ সর্ব্বং দূতপ্রোক্তং যযৌ ত্বরন্।
স্মৃত্বা প্রতিজ্ঞাং পূর্ব্বোক্তাং নিশ্বসন্নুরগো যথা॥
আহূয় সমরে চৈনং পুমান্ স ন বিকথতে।
ততো যুদ্ধমতীবাসীদ্দমস্য চ বপুষ্মতঃ॥
রথী চ রথিনা নাগো হস্তিনা হয়িনা হয়ী।
অযুযুধ্যত বিপ্রর্ষে স যুদ্ধস্তুমুলোঽভবৎ॥
পশ্যতাং সর্ব্বদেবানাং সিদ্ধগন্ধর্ব্বযজিনাম্।
চকম্পে বসুধা ব্রহ্মন্ যুধ্যমানে দমে ক্রুধা॥
ন গজো ন রথী নাশ্বস্তস্য বাণসহস্ত যঃ।
ততো দমেন যুযুধে সেনাধ্যক্ষো বপুষ্মতঃ॥
হৃদি বিব্যাধ চ দম ইষুণা গাঢ়মস্থিকে।
তস্মিন্ নিপতিতে সৈন্যং পলায়নপরং যযৌ।
সস্বামিকং ততঃ প্রাহ দমঃ শক্রদমস্তথা॥

দম উবাচ।

ক যাহি দুষ্ট পিতরং ঘাতয়িত্বা তপস্বিনম্।
অশস্ত্রঞ্চ তপস্যন্তং ক্ষত্রিয়োঽসি নিবর্ত্ততাম্॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ততো নিবর্ত্ত্য সদন্তো যোধয়ামাস সানুজঃ।
সপুত্রঃ সহ সর্ব্বন্ধিবান্ধবৈর্যুযুধে রথী॥
ততঃ শরাসনামুক্তৈর্ব্বাণৈর্ব্ব্যাপ্তং নভো দিশঃ।
দমঞ্চ সরথং সাশ্বং বাণজালৈরপূরয়ৎ॥
ততঃ পিতৃবধোত্থেন কোপেন স দমস্তথা।
চিচ্ছেদ তান্ শরাংস্তেষাং বিব্যাধাঙ্গেষু তানপি॥
একৈনৈকেন বাণেন সপ্ত পুত্রাংস্তথাত্মজান্।
সম্বন্ধিনস্তথা মিত্রাণ্যনয়দ্যমসাদনম্॥
বপুষ্মান্ স রথী ক্রোধান্নিহতাত্মজবান্ধবঃ।
যুযুধে চ দমেনাজৌ শরৈরাশীবিষোপমৈঃ॥
চিচ্ছেদ তস্য তান্ বাণান্ স চাস্য চ মহামুনে।
যুযুধাতেঽতিসংরব্ধৌ পরস্পরবধৈষিণৌ॥
পরস্পরশরাঘাতবিচ্ছিন্নধনুষৌ তথা।
গৃহীতখড়্গাবুত্তীর্য্য চিক্রীড়াতে মহাবলৌ॥
দমঃ ক্ষণং নৃপং ধ্যাত্বা নিহতং পিতরং বনে।
কেশেষ্বাকৃষ্য চাক্রম্য নিপাত্য ধরণীতলে।
শিরোধরায়াং পাদেন ভুজমুদ্যম্য চাব্রবীৎ॥

দম উবাচ।

পশ্যন্তু দেবতাঃ সর্ব্বা মানুষাঃ সিদ্ধপন্নগাঃ।
পাট্যমানং হি হৃদয়ং ক্ষত্রবন্ধোর্ব্বপুষ্মতঃ॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

এবমুক্ত্বা চ স দমো হৃদয়ং পাট্য চাসিনা।
স্নাতুকামশ্চ স সুরৈঃ ক্ষত্তজেন নিবারিতঃ॥
ততশ্চ কারিতস্তস্য রক্তেনৈবোদকক্রিয়াম্।
বপুষ্মতশ্চ মাংসেন পিণ্ডদানং চকার হ॥
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়ামাস রক্ষঃকুলসমুদ্ভবান্।
আনৃণ্যং প্রাপ্য স পিতুঃ পুনঃ প্রায়াৎ স্বকং পুরম্॥
এবম্বিধা হি রাজানো বভূবুঃ সূর্য্যবংশজাঃ।
অন্যেঽপি সুধিয়ঃ সুরা যজ্বানো ধর্ম্মকোবিদাঃ॥
বেদান্তপারগাংস্তাংশ্চ ন সংখ্যাতুমিহোৎসহে।
এতেষাং চরিতং শ্রুত্বা নরঃ পাপাদ্বিমুচ্যতে॥

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে ষট্‌ত্রিংশদধিক-
শততমোঽধ্যায়ঃ।

সপ্তত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

—:০:—

পক্ষিণ ঊচুঃ।

ইত্যেবমুক্ত্বা স মুনির্ম্মার্কণ্ডেয়ো মহাতপাঃ।
বিসৃজ্য ক্রৌষ্টুকিঞ্চাপি চক্রে মাধ্যাহ্নিকীঃ ক্রিয়াঃ॥
অস্মাভিশ্চ শ্রুতং তস্মাদ্যৎ তে প্রোক্তং মহামুনে
অনাদিসিদ্ধমেতদ্ধি পুরা প্রোক্তং স্বয়ম্ভুবা॥
মার্কণ্ডেয়ায় মুনয়ে যদুক্তং কথিতং তব।
পুণ্যং পবিত্রমায়ুষ্যং সর্ব্বকামার্থসিদ্ধিদম্॥
পঠতাং শৃণ্বতাঞ্চাপি সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।

আদাবেব কৃতা যে চ প্রশ্না হি চতুরস্ত্বয়া ॥
পিতাপুত্রস্য সংবাদস্তথা সৃষ্টিঃ স্বয়ম্ভুবঃ।
তথা মনূনামুৎপত্তীঃ রাজ্ঞাঞ্চ চরিতং মুনে ॥
অস্মাভিরেতৎ তে প্রোক্তং কিমন্যৎ শ্রোতুমিচ্ছসি।
এতান্ সর্ব্বান্ নরঃ শৃণ্বন্ পঠন্নপি সভাসু চ।
বিধূয় সর্ব্বপাপানি ব্রহ্মণ্যেব লয়ং ব্রজেৎ ॥
অষ্টাদশ পুরাণানি যানি প্রাহ পিতামহঃ।
তেষান্তু সপ্তমং জ্ঞেয়ং মার্কণ্ডেয়ং সুবিশ্রুতম্ ॥
ব্রাহ্মং পাদ্মং বৈষ্ণবঞ্চ শৈবং ভাগবতং তথা।
তথান্যন্নারদীয়ঞ্চ মার্কণ্ডেয়ঞ্চ সপ্তমম্ ॥
আগ্নেয়মষ্টমং প্রোক্তং ভবিষ্যং নবমং স্মৃতম্।
দশমং ব্রহ্মবৈবর্ত্তং নৃসিংহৈকাদশং তথা ॥
বারাহং দ্বাদশং প্রোক্তং স্কান্দমত্র ত্রয়োদশম্।
চতুর্দ্দশং বামনকং কৌর্ম্মং পঞ্চদশং তথা ॥
মাৎস্যঞ্চ গারুড়ঞ্চৈব ব্রহ্মাণ্ডঞ্চ ততঃ পরম্।
অষ্টাদশপুরাণানাং নামধেয়ানি যঃ পঠেৎ ॥
ত্রিসন্ধ্যং জপতে নিত্যং সোঽশ্বমেধফলং লভেৎ।
চতুঃপ্রশ্নসমাযুক্তং পুরাণং মার্কণ্ডসংজ্ঞকম্ ॥
শ্রুতেন নশ্যতে পাপং কল্পকোটিশতৈঃ কৃতম্।
ব্রহ্মহত্যাদিপাপানি তথান্যান্যশুভানি চ ॥
তানি সর্ব্বাণি নশ্যন্তি তূলং বাতাহতং যথা।
পুষ্করস্নানজং পুণ্যং শ্রবণাদস্য জায়তে ॥
বন্ধ্যা বা মৃতবৎসা বা শৃণোতি যদি তত্ত্বতঃ।
সাপি বৈ লভতে পুত্রং সর্ব্বলক্ষণসংযুতম্।
ধনধান্যমবাপ্নোতি স্বর্গলোকং তথাক্ষয়ম্ ॥
সুরাপশ্চোগ্রকর্ম্মা চ শ্রুত্বৈতৎ সকলং নরঃ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥
আয়ুরারোগ্যমৈশ্বর্য্যং ধনধান্যসুতাদিকম্।
বংশশ্চৈব হ্যবচ্ছেদী প্রাপ্নোতি দ্বিজসত্তম ॥
শ্রুত্বৈতৎ সকলং বিপ্র যৎ কুর্য্যাৎ তন্নিশাময়।
অগ্নিং সমাধায় ততো হোমং কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ ॥
ধ্যাত্বা পুরাণং গোবিন্দং হৃৎপদ্মে মুনিসত্তম।
পূজাং বপুষ্মতৈর্ব্বৈদ্যৈর্গন্ধমাল্যাম্বরৈস্তথা ॥
বাচকন্তু সপত্নীকং পূজয়েন্মুনিসত্তম।
বাচকায় ততো দেয়া গৌঃ সবৎসা পয়স্বিনী ॥
ভূমিঃ শস্যবতী বিপ্র হিরণ্যং রজতং তথা।
যথাশক্ত্যা চ দাতব্যং নৃপৈর্গ্রামাদিবাহনম্ ॥
বাচকং তোষয়িত্বা তু স্বস্তীতি সমুদীরয়েৎ।
অপূজ্য বাচকং যস্তু শ্লোকমেকং শৃণোতি হি ॥
নাসৌ পুণ্যমবাপ্নোতি শাস্ত্রচৌরঃ স্মৃতো বুধৈঃ।
ন তস্য দেবাঃ প্রীণন্তি পিতরো নৈব পুত্রকান্ ॥
দত্তং শ্রাদ্ধং ন চেচ্ছন্তি স্নানতীর্থফলং ন চ।
লভতে শাস্ত্রচৌরোঽসৌ নিন্দিতো বেদপাঠকৈঃ
মার্কণ্ডেয়সমাপ্তৌ তু হ্যুৎসবং কারয়েদ্বুধঃ।
ধেনুং পয়স্বিনীং দদ্যাৎ সর্ব্বপাপবিমুক্তয়ে ॥
বসনানি চ রত্নানি সপত্নীকদ্বিজাতয়ে।
কুণ্ডলে কঞ্চুকোষ্ণীষং শয্যাং সোপস্করামপি ॥
সোপানৎ করকং স্বর্ণমুদ্রিকাং সপ্তধান্যকম্ ॥
কাংস্যপাত্রং ভোজনার্থং ঘৃতপাত্রসমন্বিতম্ ॥
এবং কৃতে দ্বিজশ্রেষ্ঠ কৃতকৃত্যো ভবেন্নরঃ।
অশ্বমেধসহস্রস্য রাজসূয়শতস্য চ ॥
ফলং বৈ সমবাপ্নোতি শ্রুত্বা সম্যগ্বিধানতঃ।
ন চৈব যমভীতিঃ স্যান্ন তস্য নরকান্তরম্ ॥
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ পুনাত্যেকোত্তরং কুলম্।
অবিচ্ছিন্নঃ সদা বংশো ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥
স গচ্ছেদিন্দ্রলোকঞ্চ ব্রহ্মলোকং সনাতনম্।
চ্যুতস্ততঃ পুনর্নৈব স ভবিষ্যতি মানবঃ ॥
পুরাণশ্রবণাদেব পরং যোগমবাপ্নুয়াৎ।
নাস্তিকায় ন দাতব্যং বৃষলে বেদনিন্দকে ॥
গুরুবিদ্বেষকে চৈব তথা ভগ্নব্রতেষু চ।
পিতৃমাতৃপরিত্যাগে সুবর্ণস্তেয়িনে তথা ॥
ভিন্নমর্য্যাদকে চৈব তথৈব জ্ঞাতিদূষকে।
এতেষাং নৈব দাতব্যং প্রাণৈঃ কণ্ঠগতৈরপি ॥
লোভাদ্বা যদি বা মোহাত্তয়াদ্বাপি বিশেষতঃ।
পঠেদ্বা পাঠয়েদ্বাপি স গচ্ছেন্নরকং ধ্রুবম্ ॥

জৈমিনিরুবাচ।

ভারতে নাভবদ্যন্মে সন্দেহস্ফোটনং দ্বিজাঃ।
তদ্ভবদ্ভিঃ কৃতং মৈত্রাৎ কশ্চিদন্যঃ করিষ্যতি ॥
যূয়ং দীর্ঘায়ুষঃ স্তোচ্চৈর্নীরোগা বৃত্তিসংযুতাঃ।
সাংখ্যযোগে তথা চাস্তু বুদ্ধিরব্যভিচারিণী ॥
পিতৃশাপকৃতাদ্দোষাদ্দৌর্ম্মনস্যং ব্যপৈতু বঃ।
এতাবদুক্তা বচনং স জগাম স্বমাশ্রমম্ ॥
চিন্তয়ন্ পরমোদারং পক্ষিণাং বাক্যমীরিতম্।
জৈমিনিঃ সুমহাভাগঃ পূজয়িত্বা দ্বিজোত্তমান্ ॥

ইতি মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে সপ্তত্রিংশদধিক-
শততমোঽধ্যায়ঃ।

সমাপ্তমিদং পুরাণম্।

ওঁ শং সর্ব্বেভ্যঃ।

ওঁ

নমঃ ভগবতে বাসুদেবায় ॥

মার্কণ্ডেয়পুরাণ

প্রথম অধ্যায়।

যোগিগণ ভক্তিপবিত্র হৃদয়ে যাহার বন্দনা করেন, যাহা আবির্ভূত হইয়াই বিক্ষেপ সহকারে ভূর্লোক, ভুবর্লোক ও স্বর্লোক অতিক্রম করিয়াছিল এবং যাহা নিশ্চয়ই ভবভয়ার্ত্তি বিনাশ করে, সেই হরিপদকমলযুগল তোমাদের পবিত্রতা বিধান করুন।

যিনি ক্ষীরসাগরগর্ভে অনন্তের ফণমণ্ডলে শয়ন করিয়া থাকেন, যিনি নিখিল পাপ তাপ একবারেই বিনাশ করিতে পারেন এবং যাঁহার নিশ্বাসে সলিলরাশি প্রবলবেগে আন্দোলিত ও তৎপ্রভাবে জলবিন্দু সকল ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হওয়াতে, সরিৎপতি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, যেন সবেগে নৃত্য করে, সেই ভগবান্ মধুসূদন তোমাদের সকলকে পালন করুন।

নারায়ণ, নর, নরোত্তম ও দেবী সরস্বতীকে নমস্কার করিয়া, পরে জয় উচ্চারণ করিবে।

ব্যাসের শিষ্য পরমতেজস্বী জৈমিনি তপঃস্বাধ্যায়নিরত মহামুনি মার্কণ্ডেয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! মহাত্মা ব্যাস যে ভারতকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন, উহা যেমন জাতিশুদ্ধিসম্পন্ন ও সাধুশব্দসমূহে অলঙ্কৃত, সেইরূপ বিবিধ অমল শাস্ত্রসমুচ্চয়ে পরিপূর্ণ। উহাতে পূর্ব্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষ উভয়ই আছে। বিষ্ণু যেমন দেবগণের ও ব্রাহ্মণ যেমন দ্বিপদসমূহের প্রধান এবং ভূষণের মধ্যে চূড়ামণি, আয়ুধের মধ্যে বজ্র ও ইন্দ্রিয়ের মধ্যে মন যেমন শ্রেষ্ঠ, মহাভারতও তেমনি সমুদয় শাস্ত্রের মধ্যে উৎকৃষ্ট। উহাতে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এবং তাহাদের পরস্পরের অব্যাঘাতে যথাযথ প্রয়োগবিধিও বর্ণিত আছে। এইজন্য এই মহাভারতই উৎকৃষ্ট ধর্ম্মশাস্ত্র, অনুত্তম অর্থশাস্ত্র, অত্যুত্তম কামশাস্ত্র ও উৎকৃষ্ট মোক্ষশাস্ত্র। ফলতঃ, ধীমান্ ব্যাসদেব ইহাকে চতুর্ব্বিধ আশ্রমধর্ম্মেরই আচার ও স্থিতির সাধনরূপে প্রণয়ন করিয়াছেন। এই মহাশাস্ত্র ভারত বহুল বিস্তৃত হইলেও, উদারবুদ্ধি বেদব্যাস ইহাকে এরূপে রচনা করিয়াছেন যে, কোনরূপ বিরোধ ইহাকে অভিভূত করিতে পারে না। বেদব্যাসের বাক্যরূপ সলিলরাশি বেদরূপ অত্যুচ্চ পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া, কুতর্করূপ পাদপপরম্পরা নির্ম্মূলন করত সমগ্র বসুধার পবিত্রতা বিধান করিয়াছে। কৃষ্ণদ্বৈপায়নপ্রণীত এই পঞ্চম বেদ মহাহ্রদ স্বরূপ। সুমধুর শব্দ সকল উহার মহাহংস, বিবিধ মহাখ্যান উহার উৎকৃষ্ট পদ্ম এবং কথা সকল উহার বিপুল সলিলসংগ্রহ।

ভগবন্! আমি এই ভারতাখ্যান যথাযথ বিদিত হইবার মানসে আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি। ভগবান্ জনার্দ্দন নির্গুণ হইলেও, কিজন্য মানুষরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন? সেই একা দ্রৌপদীই বা কিজন্য পঞ্চ পাণ্ডবের মহিষী হইয়াছিলেন? এ বিষয়ে আমার অতিমাত্র সন্দেহ জন্মিয়াছে। বলদেব স্বয়ং পাপের প্রশমন কর্ত্তা হইলেও, কিজন্য তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে ব্রহ্মহত্যাপাতকের পরিহার করিয়াছিলেন? পাণ্ডবগণ যাহাদের নাথ, সেই মহারথ দ্রৌপদীর পুত্রগণই বা কিজন্য অনাথের ন্যায় অবিবাহিত দশায় নিহত হইলেন? আপনারা মাদৃশমূঢ়বুদ্ধি জনগণের সর্ব্বদাই জ্ঞান বিজ্ঞান বিধান করেন। অতএব উল্লিখিত ঘটনা সকল বিস্তারপূর্ব্বক কীর্ত্তন করুন।

অষ্টাদশদোষবিরহিত মহামুনি মার্কণ্ডেয় জৈমিনির এই কথা শুনিয়া বলিতে লাগিলেন, সম্প্রতি আমাদের ক্রিয়াকাল উপস্থিত। বিস্তারপূর্ব্বক বলিবার এ সময় নহে। যাহারা বিস্তার

পূর্ব্বক বলিয়া, তোমার সন্দেহ দূর করিবে, সেই পক্ষীগণের বৃত্তান্ত বলিতেছি, শ্রবণ কর। পিঙ্গাক্ষ, বিবোধ, সুপুত্র ও সুমুখ, দ্রোণের এই চারি পুত্রই শাস্ত্রচিন্তক ও তত্ত্বজ্ঞ। তুমি বিন্ধ্য-পর্ব্বতের কন্দরমধ্যে তাহাদের নিকট গমন করিয়া, উক্ত বিষয় জিজ্ঞাসা কর। মার্কণ্ডেয় এইরূপ কহিলে, জৈমিনি বিস্ময়োৎফুল্ল লোচনে প্রত্যুত্তর করিলেন, ব্রহ্মন্! পক্ষী মানুষের ন্যায় কথা বলিতে পারে, ইহা নিরতিশয় বিস্ময়ের বিষয়। তাহারা পক্ষিযোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াও, কিরূপে ঐরূপ জ্ঞান সম্পন্ন হইল? তাহাদিগকে দ্রোণপুত্রই বা কিজন্য কহিয়া থাকে? দ্রোণই বা কে, যাহার চারি পুত্রেরই ঐরূপ ধর্ম্মজ্ঞান সমুৎপন্ন হইয়াছে?

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, পূর্ব্বে নন্দনকাননে যাহা ঘটিয়াছিল, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর।

দেবর্ষি নারদ নন্দনে গমন করিয়া, অবলোকন করিলেন, দেবরাজ ইন্দ্র পুংশ্চলীগণের মধ্য-বর্ত্তী হইয়া, তাহাদের মুখের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন। ঋষির দর্শনমাত্র শচীপতি তৎ-ক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিয়া, স্বকীয় আসন তাঁহাকে প্রদান করিলেন। ইন্দ্রকে উঠিতে দেখিয়া, সেই দেবাঙ্গনাগণও বিনয়াবনত হইয়া, দেবর্ষিকে প্রণাম করিলেন। দেবর্ষি যথাযথ অভ্যর্চ্চিত হইয়া, দেবরাজ উপবেশন করিলে, মনোহারিণী কথা সকল বলিতে আরম্ভ করিলেন।

দেবরাজ কথান্তরে সেই মহামুনিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এখানে রম্ভা, মিশ্রকেশী, উর্ব্বশী, তিলোত্তমা, ঘৃতাচী, মেনকা প্রভৃতি সকলেই উপস্থিত আছে। ইহাদের মধ্যে যাহাকে আপনার পছন্দ হয়, নৃত্য করিতে আজ্ঞা করুন।

দেবরাজের কথা শুনিয়া, দেবর্ষি সবিশেষ চিন্তা করত, অপ্সরাদিগের সকলকেই কহিলেন, তোমাদের মধ্যে আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক রূপ, গুণ ও ঔদার্য্যশালিনী বলিয়া যাহার জ্ঞান আছে, সেই আমার সমক্ষে নৃত্য করুক। কেননা, গুণরূপবিহীনা রমণীর কোন বিষয়েই সিদ্ধিলাভ সম্ভব নহে। সুন্দর অনুষ্ঠান সম্পন্ন নৃত্যই নৃত্য বলিয়া পরিগণিত, তদিতর নৃত্য বিড়ম্বনা মাত্র।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, দেবর্ষির বাক্যসমকালেই তাহারা সকলে পরস্পর বলিতে লাগিল, আমিই গুণাধিকা, তুমি নহ, তুমি নহ। তাহাদের এইপ্রকার সম্ভ্রম সন্দর্শন করিয়া, ভগবান্ পাকশাসন বলিতে লাগিলেন, তোমরা এই দেবর্ষিকে জিজ্ঞাসা কর। ইনিই তোমাদের মধ্যে গুণাধিকার নির্ব্বাচন করিবেন। অপ্সরারা ইন্দ্রের ছন্দোনুবর্ত্তিনী হইয়া, নারদকে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, মহর্ষি দুর্ব্বাসা হিমাচলে তপস্যা করিতেছেন। তোমাদের মধ্যে যে তাঁহাকে বলপূর্ব্বক ক্ষুভিত করিতে পারিবে, সেই আমার মতে সকল অপেক্ষায় সমধিকগুণশালিনী।

তাঁহার এই কথা শুনিয়া, সকলেরই কলেবর কম্পিত হইয়া উঠিল। তখন সকলেই পরস্পর বলিতে লাগিল, আমাদের ইহা সাধ্য হইবে না। তাহাদের মধ্যে বপুনাম্নী অপ্সরা পূর্ব্বে বহুবার মুনিগণের বিক্ষোভ সম্পাদন করিয়াছিল। তজ্জন্য গর্ব্বিতা হইয়া কহিল, আমি অদ্য সেই হিমাচলে গমন করিয়া, দেহরথের যন্তা দুর্ব্বাসাকে স্মররূপ শস্ত্রের আঘাতে ছিন্নরশ্মি করিয়া, তদীয় বুদ্ধিরূপ সারথিকে বিপথে আনয়ন করিব। তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু বা স্বয়ং মহাদেবই হউন অদ্য কামবাণে তাঁহার অন্তর ক্ষতাকুলিত করিব। এই বলিয়াই সে হিমাচলে প্রস্থান করিল। মহর্ষির তপঃপ্রভাবে সিংহ ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু সকলও শান্তস্বভাব অবলম্বনপূর্ব্বক তত্রত্য আশ্রমে অবস্থিতি করিতেছে। বপু, মহর্ষির আশ্রম হইতে ক্রোশমাত্র ব্যবধানে অবস্থিতি করিয়া, পুংস্কোকিলের ন্যায়, সুমধুর স্বরলহরী বিস্তার সহকারে গান করিতে লাগিল। তাহা শুনিয়া মহর্ষির অন্তরে বিস্ময়রসের সঞ্চার হইলে, তিনি তাহার সমীপে গমন করিলেন। অনন্তর তাহাকে দর্শন করিয়াই, তাহার দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া, আত্মাকে সংযত করত, রোষামর্ষের বশীভূত হইয়া, কহিতে লাগিলেন, অয়ি আকাশবিহারিণি! তুমি মদোন্মত্তা হইয়াছ, সেইজন্যই আমার অতিকষ্টে অর্জ্জিত তপস্যার বিঘ্ন-সাধনপুরঃসর আমাকে দুঃখ দিতে আসিয়াছ। বুঝিলাম, তোমার মতিচ্ছন্ন ঘটিয়াছে। অতএব আমার ক্রোধ কলুষীকৃতা হইয়া, তোমাকে পক্ষিযোনিতে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক ষোল বৎসর অতি-

বাহন করিতে হইবে। পক্ষিণীরূপধারিণী তোমার গর্ভে পুত্রচতুষ্টয়ের জন্ম হইবে। কিন্তু তাহাদের লালনপালনাদিজনিত কোনরূপ প্রীতি ভোগ না করিয়াই, শস্ত্রপূতা হইয়া, পুনরায় স্বর্গে সমাগতা হইবে। যাহা বলিলাম, ইহাতে আর দ্বিরুক্তি করিও না।

মহর্ষি দুর্ব্বাসা ক্রোধলোহিত লোচনে সেই মানিনীকে এইপ্রকার অসহ্য বাক্য শ্রবণ করাইয়াই, সেইস্থল ত্যাগ করত মন্দাকিনীতে গমন করিলেন।

ইতি বপুশাপ নাম প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, অরিষ্টনেমির পুত্র পক্ষিরাজ গরুড়। গরুড়ের পুত্র সম্পাতি। সম্পাতির পুত্র সুপার্শ্ব। সুপার্শ্বের পুত্র কুন্তি। কুন্তির পুত্র প্রলোলুপ। প্রলোলুপের দুই পুত্র, কঙ্ক ও কন্ধর। তন্মধ্যে কঙ্ক কৈলাসশিখরে গমন করিয়া, অবলোকন করিল, কুবেরের অনুচর নিশাচর বিদ্যুদ্রূপ ভার্য্যাসহায় হইয়া, সুনির্ম্মল মাল্যাম্বর পরিধান করিয়া, মদ্যপানপুরঃসর অমলশোভন শিলাপট্টে আসীন রহিয়াছে। দর্শনমাত্র নিশাচর ক্রোধভরে কহিল, রে বিহগাধম! তুমি কিজন্য এখানে আসিলে? দেখ, আমি স্ত্রীসান্নিধ্যে অবস্থিতি করিতেছি। সুবুদ্ধি ব্যক্তিরা এইরূপ মৈথুনসময়ে কখনই কাহার নিকট আগমন করে না।

কঙ্ক কহিল, এই হিমাচল সাধারণের সত্বাস্পদীভূত; সুতরাং ইহাতে তোমারও যেমন, আমারও তেমন, অধিকার আছে।

আবার, তুমি আমি ভিন্ন অন্যান্য প্রাণিগণেরও ইহার উপর সমান প্রভুতা আছে। অতএব তোমার ইহাতে আমার বলিয়া অভিমান করিবার বিষয় কি?

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, কঙ্ক এইপ্রকার কহিবামাত্র, রাক্ষস তৎক্ষণাৎ তাহাকে খড়্গাঘাতে ছিন্ন করিয়া ফেলিল। কন্ধর ভ্রাতার নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া, বিদ্যুদ্রূপের নিধনসাধন মানস করিল। তখন কৈলাসশিখরে গমন করিয়া, প্রথমে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অন্ত্যেষ্টি সমাধান করিল। অনন্তর ক্রোধে ও অমর্ষে বিবৃত্তলোচন হইয়া, ভুজঙ্গরাজের ন্যায়, নিশ্বাসভার পরিহার-পুরঃসর প্রবল পক্ষপবনে পর্ব্বতচয় প্রচালিত ও বেগবশে বারিদপ্রততী বিপর্য্যস্ত করিয়া, ক্ষণমধ্যেই পক্ষদ্বয়সহায়ে হিমাচল লঙ্ঘন ও রাক্ষসের অধিষ্ঠিত প্রদেশে গমন করিয়া, অবলোকন করিল, সে পানাসক্ত চিত্তে স্বর্ণময় পর্য্যঙ্কে অবস্থিতি করিতেছে। তদীয় আয়তলোচনা ভার্য্যা তাহার বাম উরু আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। তাহার নাম মদনিকা। তাহার কণ্ঠধ্বনি পুংস্কোকিলের ন্যায়, অতীব মাধুর্য্য-বিশিষ্ট। তদ্দর্শনে কন্ধর রোষপরীত চিত্তে সেই কন্দরস্থিত রাক্ষসকে কহিতে লাগিল, রে সুদুষ্টাত্মন্! আইস, আমার সহিত যুদ্ধ কর। যেহেতু, তুমি আমার ভ্রাতাকে বিশ্রব্ধ অবস্থায় বিনাশ করিয়াছ, সেই হেতু আমি মদসংসক্ত তোমাকে যমালয়ে প্রেরণ করিব। বিশ্বাসঘাতকতা করিলে অথবা স্ত্রী ও বালক বিনাশ করিলে, যে যে লোক বা যে যে নরক লাভ হয়, অদ্য মৎকর্ত্তৃক নিহত হইয়া তুমি তথায় গমন করিবে।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, পতগপতি কন্ধর স্ত্রীর সান্নিধ্যে এইপ্রকার বাক্য প্রয়োগ করিলে, নিশাচর রোষাবিষ্ট হইয়া, প্রত্যুত্তর করিল, আমি তোমার ভ্রাতাকে সংহার করিয়া, পুরুষকার প্রদর্শন করিয়াছি। অদ্য তোমাকেও এই খড়্গের দ্বারা নিহত করিব। রে বিহগাধম! ক্ষণকাল অবস্থিতি কর, প্রাণ থাকিতে আমার নিকট হইতে যাইতে পারিবে না। এই বলিয়াই সে অঞ্জনপুঞ্জসন্নিভ সুবিমল খড়্গ গ্রহণ করিল। তখন উভয়ের, গরুড় ও ইন্দ্রের ন্যায়, অতুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। অনন্তর নিশাচর ক্রোধভরে সবেগে খড়্গ উত্তোলন করিয়া, পতগেন্দ্রের উদ্দেশে

নিক্ষেপ করিল। পতগেন্দ্র ভূতল হইতে কিঞ্চিৎ উৎপ্লুত হইয়া, তুণ্ড দ্বারা গরুড় যেমন সর্পকে, তদ্বৎ সেই খড়্গকে গ্রহণ করিয়া, বক্ত্র ও পাদতল দ্বারা তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিল। খড়্গ ভগ্ন হইলে, উভয়ে বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। তখন পক্ষিরাজ রাক্ষসের বক্ষস্থল আক্রমণ করিয়া, তাহার পক্ষ, পদ, অস্ত্র ও মস্তক তৎক্ষণাৎ ছিন্ন করিয়া ফেলিল। রাক্ষস বিনষ্ট হইলে, তদীয় পত্নী পক্ষিরাজের শরণাপন্ন হইয়া, কিয়ৎপরিমাণে ত্রাসপ্রকাশপুরঃসর কহিতে লাগিল, আমি তোমার ভার্য্যা হইব। তখন খগশ্রেষ্ঠ কন্ধর তাহাকে গ্রহণ করিয়া, স্বকীয় গৃহে প্রত্যাগত হইল। রাক্ষসকে বিনাশ করিয়া, তাহার ভ্রাতৃঋণ পরিশোধ হইল।

মেনকার পুত্রী সেই মদনিকা ইচ্ছামাত্রে বিবিধ রূপ ধারণ করিতে পারিত। কন্ধরের গৃহে সমাগতা হইয়া, পক্ষিরূপ ধারণ করিল। তদবস্থায় তাহার গর্ভে কন্ধরের ঔরসে তার্ক্ষী নামে কন্যার জন্ম হইল। দুর্ব্বাসার শাপানলে দগ্ধদেহা সেই অপ্সরা বপু এই কন্যারূপে জন্ম গ্রহণ করিল।

মন্দপালের চারি পুত্র। তাহাদের নাম জরিতারি, দ্রোণ ইত্যাদি। তাহাদের মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ বেদবেদাঙ্গপারগ ও ধর্ম্মাত্মা। সে কন্ধরের অনুমত্যনুসারে তার্ক্ষীকে পরিগ্রহ করিল। কিয়ৎকাল পর্য্যবসানে তার্ক্ষীর গর্ভ হইল। তদবস্থায় সপ্ত পক্ষ অতীত হইলে, তার্ক্ষী কুরুক্ষেত্রে গমন করিল। তৎকালে কুরু পাণ্ডবগণ দারুণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ভবিতব্যতাবশতঃ তার্ক্ষী সেই রণমধ্যে প্রবেশ করিয়া, অবলোকন করিল, ভগদত্ত ও অর্জ্জুন গদাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের শরপরম্পরা, শলভপংক্তির ন্যায়, একবারেই আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে।

ঐ সময়ে অর্জ্জুনের কার্ম্মুক হইতে অতীববেগবিশিষ্ট ভুজঙ্গশ্যামল এক ভল্ল বিমুক্ত হইয়াই, তার্ক্ষীর জঠরত্বক্ ছিন্ন করিয়া ফেলিল। তাহাতে গর্ভাশয় বিদীর্ণ হইলে, শশাঙ্কসন্নিভ অণ্ডচতুষ্টয়, পরমায়ুর তখনও ক্ষয় না হওয়াতে, যেন তুলরাশির ন্যায়, ভূমিতে পতিত হইল। সেই অণ্ডচতুষ্টয়ের পতনসমকালেই ভগদত্তের সুপ্রতীকনামক গজরাজের কণ্ঠবিলম্বিনী সুবিশাল ঘণ্টা অর্জ্জুনের শরপ্রহারে ছিন্নবন্ধনা হইয়া, ধরাতল আশ্রয় এবং তাহা সমন্তাৎ সমভাবে বিদারণ করিয়া, পিশিতের উপরি অধিষ্ঠিত সেই অণ্ডচতুষ্টয়কে আচ্ছাদন পূর্ব্বক অবস্থিতি করিল।

এদিকে, ভগদত্ত নিহত হইলেও, বহুদিন কুরু পাণ্ডব উভয়পক্ষীয় সৈন্যের যুদ্ধ হইল। অনন্তর যুদ্ধ শেষ হইলে, যুধিষ্ঠির মহাত্মা ভীষ্মের নিকট অশেষধর্ম্মশ্রবণার্থ গমন করিলে, শমীক নামে প্রসিদ্ধ সংযমী ব্রাহ্মণ সেই ঘণ্টামধ্যগত অণ্ডচতুষ্টয়ের অধিষ্ঠিত প্রদেশে পদার্পণ করিলেন। বাল্যকালবশতঃ সেই অণ্ডচতুষ্টয়ের তৎকালপর্য্যন্ত বাক্‌স্ফূর্ত্তি হয় নাই। সুতরাং বিশিষ্টরূপ বিজ্ঞান সমুৎপন্ন হইলেও, তাহারা চিচীকুচী শব্দ করিতেছিল। সশিষ্য শমীক সেই শব্দ শুনিতে পাইলেন। শুনিতে পাইয়া, বিস্ময়াপন্ন হইয়া, ঘণ্টা সমুৎপাটিত করিয়া, মাতা পিতা ও পক্ষবিহীন উল্লিখিত শিশুচতুষ্টয়কে দর্শন করিলেন। তদ্দর্শনে তিনি বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া, অনুগত দ্বিজদিগকে কহিতে লাগিলেন, দ্বিজশ্রেষ্ঠ উশনা অসুরবাহিনীকে সুরগণের নিপীড়নযন্ত্রণায় পলায়মান অবলোকন করিয়া, যথার্থই বলিয়াছিলেন, তোমরা পলাইও না, নিবৃত্ত হও। কিজন্য কাতর হইয়া, শৌর্য্য ও যশ ত্যাগ করিয়া, গমন করিতেছ? কোথায় গেলেই বা মরিবে না? বিধাতা যাবৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, মনে মনে মৃত্যু কল্পনা করেন নাই, তাবৎ, পলায়নই করুক, আর যুদ্ধই করুক, অবশ্যই বাঁচিয়া থাকিবে। দেখ, কেহ স্বকীয় গৃহে থাকিয়াই, মৃত্যুমুখে নিপাতিত হয়; কেহ বা পলায়ন করিয়াও মরিয়া থাকে; কেহ কেহ আবার অন্ন পান ভোগ করিতে করিতেও মরিয়া যায়; কেহ কেহ বা বিলাসীপরায়ণ হইয়াও, মৃত্যুর ক্রোড়শায়ী হয়; কেহ কেহ আবার কামভোগসম্পন্ন ও সর্ব্বপ্রকার রোগশোকশূন্য এবং শস্ত্রাঘাতে অবিক্ষতাঙ্গ হইয়াও, প্রেতরাজের বশ্যতা স্বীকার করিয়া থাকে; কেহ কেহ বা তপস্যা করিতে করিতে

মরিয়া যায়; কেহ কেহ বা যোগাভ্যাসে নিরত থাকিয়াও, মৃত্যুর হস্ত অতিক্রম করিতে পারে না। পূর্ব্বে দেবরাজ ইন্দ্র, শম্বর অসুরের উদ্দেশে বজ্র প্রয়োগ করিয়াছিলেন। তাহাতে অসুরের হৃদয়ে আঘাত লাগিলেও, তাহার মৃত্যু হয় নাই। কিন্তু কাল পূর্ণ হওয়াতে, সেই ইন্দ্রই আবার সেই বজ্রের আঘাতে দৈত্যদিগকে নিহত করেন। এই সকল অবধারণ করিয়া, তোমরা নিবৃত্ত হও; কোনমতেই ভয়ের বশীভূত হইও না। তখন দৈত্যেরা মৃত্যুভয় ত্যাগ করিয়া বিনিবৃত্ত হইল।

এই পক্ষিশ্রেষ্ঠেরাও শুক্রের সেই কথা সত্য করিয়াছে। দেখ, ইহারা তাদৃশ অতিমানুষ যুদ্ধেও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয় নাই। অয়ি দ্বিজাতিবর্গ! এই অণ্ডচতুষ্টয়ের পতনই বা কোথা; আর সমকালেই ঘণ্টারও বা পতন কোথায় এবং মাংস, বসা ও রক্তরাশি দ্বারা ভূমিরই বা আস্তরণ-ক্রিয়া কোথা? ইহারা সর্ব্বথা কোন অসাধারণ প্রাণী হইবে, কখনই সামান্য পক্ষী নহে। সংসারে দৈবের অনুকূলতা মহাভাগ্যের পরিচয় প্রদর্শন করিয়া থাকে।

এই বলিয়া তিনি অণ্ডচতুষ্টয়ের প্রতি দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া, পুনরায় বলিতে লাগিলেন, সকলে নিবৃত্ত হও; এই পক্ষিশাবকদিগকে লইয়া আশ্রমে যাও। যেখানে ইন্দুর, বিড়াল, শ্যেন বা নকুলের ভয় নাই, এরূপ স্থানে ইহাদিগকে স্থাপন করিবে। অথবা, যত্নাতিশয়প্রদর্শনে প্রয়োজন কি? জীবগণ স্বকীয় কর্ম্মবশেই মরিয়া থাকে, আবার বাঁচিয়া রহে। এই পক্ষিগণই এ বিষয়ের নিদর্শন। তথাপি, লোকমাত্রেরই সকল বিষয়ে যত্নপর হওয়া বিধেয়। কেননা, পুরুষকার প্রয়োগ করিলে, সাধুগণের নিন্দনীয় হইতে হয় না।

মহর্ষি শমীকের এইপ্রকার আদেশানুসারে সেই মুনিতনয়গণ উল্লিখিত পক্ষিশাবকদিগকে যত্নপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া, আপনাদের রমণীয় তাপস আশ্রমে সমাগত হইলেন। তখন মহর্ষি শমীকও আপনার মনোমত বন্য ফল, মূল, কুশ ও কুসুমসমূহ সংগ্রহ করিয়া, যথাক্রমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ইন্দ্র, যম, অগ্নি, কুবের, বরুণ, বৃহস্পতি, বায়ু, ধাতা, বিধাতা ও বিশ্বদেবগণের বেদবিধি অনুসারে বিবিধ সৎক্রিয়া সমাহিত করিলেন।

ইতি চটকোৎপত্তি নাম দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, বিপ্রেন্দ্র! মুনিসত্তম শমীক প্রতিদিন আহার, পানীয় ও যথাযথ রক্ষা-বিধি বিধানপূর্ব্বক সেই পক্ষিবালকগণের পোষণ করিতে লাগিলেন। তাহারা একমাসমধ্যেই সূর্য্যের স্যন্দনবর্ত্মে গমন করিতে আরম্ভ করিল। মুনিকুমারগণ তৎকালে কৌতূহলবশে বিলোল-দৃষ্টি হইয়া, তাহাদিগকে দর্শন করিয়া থাকেন। তাহারা সরিৎ, সাগর ও নগরসমূহে বেষ্টিত, রথচক্রাকৃতি পৃথিবী পরিদর্শনপূর্ব্বক পুনরায় আশ্রমে সমাগত হয়। তৎকালে তাহাদের অন্তরাত্মা শ্রমবশে ক্লান্ত হইয়া উঠে।

এইরূপে তথায় থাকিতে থাকিতে, স্বভাবসিদ্ধ প্রভাববশে তাহাদের জ্ঞান প্রকটীভূত হইল। তখন তাহারা, মহর্ষি শমীক শিষ্যগণের প্রতি অনুকম্পাপ্রদর্শনার্থ ধর্ম্মের যথার্থ তত্ত্ব নির্ব্বাচনে প্রবৃত্ত হইলে, তদীয় চরণযুগল প্রদক্ষিণ পুরঃসর সকলেই অভিবাদন করিয়া, বলিতে লাগিল, আপনি ভয়ঙ্কর মৃত্যু হইতে আমাদের রক্ষা করিয়াছেন। আপনিই আমাদের পিতা ও গুরু। দেখুন, আপনি আমাদিগকে আবাস, ভক্ষ্য ও পানীয় প্রদান করিয়া থাকেন। মাতা আমাদের গর্ভস্থ অবস্থায় মরিয়া যান। পিতাও আমাদের পালন করেন নাই। কেবল আপনিই আমাদের জীবনদান করিয়াছেন। কেননা, শৈশবে আপনিই আমাদের রক্ষা করিয়াছেন। আমরা ভূমি-

গর্ভে কৃমিকুলের ন্যায়, শুষ্ক হইতে ছিলাম। আপনার তেজ অক্ষত। আপনি তৎপ্রভাবেই ঘণ্টা-সমুৎপাটন-পুরঃসর আমাদের দুঃখ মোচন করিয়াছেন। আবার, কবে কিরূপে এই অবল পক্ষি-বালকসমূহ বর্দ্ধিত হইয়া, আকাশে আমার সমক্ষে বিচরণ করিবে; কবেই বা আমি ইহাদিগকে ভূমি হইতে বৃক্ষে আরোহণ করিয়া, তথা হইতে অপর বৃক্ষে উত্থান করিতে দেখিব; কবেই বা আমার এই স্বাভাবিকী কান্তি ইহাদের পক্ষপবনে সমুত্থাপিত পাংশু দ্বারা প্রচ্ছাদিত হইবে; ইত্যাকার নানাপ্রকার চিন্তা প্রসঙ্গে আপনি আমাদের প্রতিপালন করিয়াছেন। সেই আমরা সম্প্রতি প্রাপ্তবয়স্ক ও তৎসহকারে বিশিষ্টরূপ-জ্ঞানযোগবিশিষ্ট হইয়া উঠিয়াছি। অতএব আপনার কি করিব, আজ্ঞা করুন।

মহর্ষি শমীক তাহাদের এবম্বিধ সংস্কারসম্পন্ন স্ফুট বাক্য শ্রবণ করিয়া, পুত্র শৃঙ্গী ও শিষ্যগণে পরিবৃত হইয়া, কুতূহলিত হৃদয়ে রোমাঞ্চিত কলেবরে বলিতে লাগিলেন, তোমাদের বাক্স্ফূর্ত্তির প্রতি কারণ কি? কাহার শাপে তোমাদের এইপ্রকার বিক্রিয়ার সঞ্চার হইয়াছে? সমুদায় যথা-যথ বলিতে হইবে।

পক্ষিরা কহিল, পূর্ব্বে বিপুলস্বান নামে বিখ্যাত মুনিসত্তম ছিলেন। সুকৃষ ও তুম্বুরুনামে তাঁহার দুই পুত্র জন্মেন। আমরা চারি জনে সেই সংযতাত্মা সুকৃষের আত্মজ। আমরা বিনয়, আচার ও ভক্তিবশে সর্ব্বদাই পিতার নিকট নম্র হইয়াছিলাম। তিনি ইন্দ্রিয়গ্রামসংযমনপূর্ব্বক তপশ্চরণে সংসক্ত হইলে, আমরা তৎকালে তাঁহার অভিলাষানুরূপ সমিৎ, পুষ্প ও অন্যান্য যাবতীয় অভ্যব-হারিক আহরণ করিতাম। এইরূপে আমরা অরণ্যবাসে নিরত হইলে, দেবরাজ ইন্দ্র জরাজীর্ণ-পক্ষিমূর্ত্তি-পরিগ্রহ-পুরঃসর তথায় আগমন করিলেন। তাঁহার পক্ষদ্বয় ভগ্ন হইয়া গিয়াছে, আকার অতি প্রকাণ্ড, নয়নযুগল ঈষৎতাম্রবর্ণ এবং তাঁহার আত্মা শিথিলভাবাপন্ন। তিনি ঐরূপ পক্ষি-বেশে আমাদের সত্য, শৌচ, ক্ষমা ও আচারসম্পন্ন এবং অতীব উদারচিত্ত পিতৃদেবের পরীক্ষা ও আমাদের শাপ সঙ্ঘটন মানসে তথায় আগমন করিলেন।

তিনি আসিয়াই পিতৃদেবকে কহিলেন, দ্বিজেন্দ্র! আমি ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছি; আমাকে পরিত্রাণ করিতে হইবে। মহাভাগ! আমি ভক্ষণার্থী, তুমি আমার একমাত্র আশ্রয়স্বরূপ হও। বিন্ধ্যগিরির কন্দরদেশে অবস্থিতি করিতেছিলাম। তথা হইতে পক্ষি-পক্ষসমুত্থিত প্রবল পবনে ভূমিতে পতিত ও মোহাবিষ্ট হইয়া, সপ্তাহ স্মৃতিশক্তিশূন্য হইয়াছিলাম। অষ্টম দিবসে চেতনা প্রাপ্ত হইলে, মনঃশক্তির সঞ্চারবশতঃ ক্ষুধাবিষ্ট ও আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি। খাদ্য প্রার্থনা করিতেছি। মন অতিমাত্র ক্লিষ্ট হওয়াতে, আনন্দের লেশমাত্র নাই। অতএব অমলমতে! আমার পরিত্রাণ জন্য অবিচলিত মতি নিয়োগ কর। বিপ্রর্ষে! যাহাতে আমার জীবনযাত্রানির্ব্বাহ হইতে পারে, তদনুরূপ খাদ্য প্রদান কর।

পিতা এইপ্রকার উক্ত হইয়া, সেই পক্ষিরূপধর বজ্রধরকে কহিলেন, আমি আপনার প্রাণ-ধারণ জন্য অভিলষিত খাদ্য প্রদান করিব। এই বলিয়া পুনরায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার জন্য আমাকে কিরূপ আহারের আয়োজন করিতে হইবে? তিনি কহিলেন, মনুষ্য-মাংসেই আমার পরম তৃপ্তি জন্মিয়া থাকে।

পিতৃদেব কহিলেন, তোমার কুমারকাল অতিক্রান্ত ও যৌবনও বিগত হইয়াছে। অয়ি অণ্ডজ! তুমি নিশ্চয়ই এখন বার্দ্ধক্যদশায় পদার্পণ করিয়াছ। দেখ, এই বৃদ্ধদশায় লোকমাত্রেরই সমুদায় বাসনাজাল বিগলিত হইয়া থাকে। তবে তুমি ঈদৃশ অবস্থাতেও কিজন্য নিরতিশয় নৃশংসাত্মা হইয়াছ? মনুষ্যমাংস কোথা, আর তোমার এই চরম বয়সই বা কোথায়? বুঝিলাম, সর্ব্বথা দুষ্টস্বভাব ব্যক্তিগণের শান্তিলাভ কোন মতেই সম্ভব নহে। অথবা, আমার এ কথা বলি-য়াই বা প্রয়োজন কি? অঙ্গীকার করিয়া, প্রদান করা সর্ব্বদাই কর্ত্তব্য। ইহাই আমাদের এক-মাত্র ধারণা।

পিতৃদেব পক্ষিরূপী ইন্দ্রকে এইপ্রকার কহিয়া, নরমাংসপ্রদানে কৃতসঙ্কল্প হইয়া, শীঘ্র আমাদিগকে আহ্বান ও গুণানুরূপে অনুপ্রশাসন করিয়া, ক্ষুব্ধ হৃদয়ে অতিনিষ্ঠুর বাক্যে বলিতে আরম্ভ করিলেন। আমরা ভক্তিযুক্ত ও বিনয়াবনত হইয়া, অঞ্জলিবন্ধন করত অবস্থিত রহিলাম। তিনি কহিলেন, অয়ি দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! তোমরা সকলেই আমার সহিত আপ্তকাম ও ঋণমুক্ত হইয়াছ। যেহেতু তোমরা যেমন আমার পুত্র, সেইরূপ তোমাদের সন্তানরত্ন সমুৎপন্ন হইয়াছে। পিতা যদি পরম গুরু বলিয়া তোমাদের পূজনীয় বোধ হয়, তাহাহইলে অকপট হৃদয়ে মদীয় আদেশ প্রতিপালন কর।

তাঁহার বাক্যসমকালেই আমরা আদরসহকারে কহিলাম, আপনি যাহা আজ্ঞা করিবেন, তাহা প্রতিপালিত হইয়াছে, বলিয়াই, অবধারণ করুন।

তখন পিতৃদেব কহিলেন, এই বিহগ ক্ষুৎপিপাসায় অভিভূত হইয়া, আমার শরণ গ্রহণ করিয়াছে। তোমাদের মাংসে ইহার ক্ষণকাল তৃপ্তি সমুদ্ভূত হউক এবং তোমরা স্বকীয়-রুধির-প্রদান-পুরঃসর ইহার পিপাসা শান্তি কর।

আমরা এই কথায় অতিগাত্র ব্যথিত ও সাতিশয় কম্পিত হইয়া উঠিলাম। আমাদের মনে নিরতিশয় ত্রাসেরও সঞ্চার হইল। তখন আমরা, হায় কি কষ্ট! হায় কি কষ্ট! এইপ্রকার বাক্যোচ্চারণ সহকারে বলিতে লাগিলাম, এ কার্য্য কখনই হইবে না। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি পরদেহের জন্য নিজদেহ কি রূপে বিনষ্ট বা নিহত করিতে পারে ভাবিয়া দেখুন, আত্মা ও পুত্র উভয়ে কোনরূপ পার্থক্য নাই। পিতৃগণ, দেবগণ ও মনুষ্যগণ ইহাদের যে ঋণ কথিত হইয়াছে, পুত্র সেই ঋণেরই অপাকরণ করে; কখন দেহদান করে না। অতএব আমরা দেহদান করিব না। পূর্ব্বেও কেহ কখন এইরূপ দেহদান করে নাই। জীবিত থাকিলে, বিবিধ ভদ্র লাভ হয় ও পুণ্য সঞ্চিত হইয়া থাকে। মরিয়া গেলে, দেহনাশের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মাদিরও উপশম হয়। ধর্ম্মবিৎ ব্যক্তিগণ বলিয়া থাকেন, আপনাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিবে।

আমাদের এই কথা শুনিয়া, পিতৃদেব ক্রোধে যেন জ্বলিয়া উঠিলেন এবং দৃষ্টিপাতে আমাদিগকে যেন নিঃশেষে দগ্ধ করিয়া, পুনরায় বলিতে লাগিলেন, আমার প্রতিশ্রুত বাক্য তোমরা লঙ্ঘন করিলে, সেইজন্য মদীয় শাপে নির্দ্দগ্ধ হইয়া, তির্য্যগ্‌যোনিতে পতিত হইবে।

তিনি আমাদিগকে এইপ্রকার কহিয়াই, শাস্ত্রানুসারে আপনার অন্ত্যেষ্টি ও ঔর্দ্ধদেহিক বিধি সমধানানন্তর সেই বিহগরূপী ইন্দ্রকে বলিলেন, অয়ি দ্বিজসত্তম! তুমি বিশ্বস্ত হইয়া, আমাকে ভক্ষণ কর। আমি এই আপন দেহ তোমার ভক্ষ্যদ্রব্য হইলাম। অয়ি পতগশ্রেষ্ঠ! একমাত্র সত্যপরিপালনই ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব বলিয়া থাকে। সত্যপরিপালন করিলে, যে ফললাভ হয়, দক্ষিণাসহ ভূরি ভূরি যজ্ঞানুষ্ঠান বা অন্যান্য অশেষবিধ কর্ম্মসংবিধান করিলেও, তদনুরূপ ফলপ্রাপ্তি সংঘটিত হয় না।

পক্ষিরূপধর বজ্রধর তদীয় এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, অন্তর্বিস্ময়ে নির্ভর হইয়া প্রত্যুত্তর করিলেন, বিপ্রেন্দ্র! আমি জীবিত জন্তু কখন ভক্ষণ করি না। অতএব যোগাবলম্বনপূর্ব্বক স্বকীয় এই কলেবর পরিহার কর।

পিতৃদেব পক্ষীর এই কথা কর্ণগোচর করিয়া, তৎক্ষণাৎ যোগ আশ্রয় করিলেন। ইন্দ্র তাঁহার তাদৃশ নিশ্চয় অবগত হইয়া, নিজমূর্ত্তি ধারণ করিয়া, বলিতে লাগিলেন, অয়ি বিপ্রেন্দ্র! বুঝিলাম, তুমি জ্ঞানময়বিগ্রহ হইয়াছ। অধুনা, বুদ্ধি দ্বারা বোধ্য বিষয় বোধ কর। অনঘ! আমি তোমার পরীক্ষামানসে ঈদৃশ অপরাধ করিয়াছি। তোমার মতি সর্ব্বথা পরমপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অতএব আমাকে এ বিষয়ে ক্ষমা কর। এক্ষণে তোমার অভিলাষ কি, বল, আমি তাহা পূর্ণ করিব। সত্য বাক্যের পরিপালন করাতে, তোমার প্রতি আমার পরম প্রীতির সঞ্চার হইয়াছে। অদ্য হইতে তোমার ঐন্দ্রজ্ঞান প্রাদুর্ভূত হইবে। তপস্যা অথবা ধর্ম্ম, কিছুতেই কখন তোমার বিঘ্ন ঘটিবে না

ইন্দ্র এই বলিয়া, প্রস্থান করিলে, আমরা রোষাবিষ্ট পিতৃদেবকে মস্তক দ্বারা প্রণাম করিয়া, কহিলাম, তাত! আমরা জীবিতপ্রিয়; এইজন্য মরণভয়ে ভীত হইয়াছিলাম। আপনি মহামতি। অতএব আমাদিগকে ক্ষমা করুন। এই দেহ ত্বক্, অস্থি ও মাংসের সমষ্টি এবং পূয ও শোণিতে পরিপূর্ণ। ইহাতে আসক্ত হওয়া বিধেয় নহে। কিন্তু আমরা এইরূপে আসক্ত হইয়াছিলাম। মহাভাগ! লোকে প্রবল শত্রুস্বরূপ কাম ক্রোধাদি দোষের বশ হইয়া, যেরূপে মোহাচ্ছন্ন হয়, শ্রবণ করুন। এই পুর (দেহ) অতিবিশাল। প্রজ্ঞা ইহার প্রাকার, অস্থিসমূহ ইহার স্থূণা, অর্থাৎ অবলম্বন কাষ্ঠ। ধর্ম্ম ইহার ভিত্তি। মাংস ও শোণিত ইহার লেপন। ইহার নয় দ্বার। ইহা সর্ব্বতোভাবে স্নায়ুমণ্ডলে বেষ্টিত। চৈতন্যবিশিষ্ট পুরুষরূপী রাজা ইহাতে অবস্থিতি করেন। তাঁহার দুই মন্ত্রী। উহাদের নাম বুদ্ধি ও মন। ইহাদের পরস্পরের মিলন নাই। ইহারা পরস্পর বৈরনির্যাতন জন্য সর্ব্বদাই যত্ন করিয়া থাকে। রাজার চারিজন শত্রু। ইহারা সর্ব্বদাই তাঁহার বিনাশ কামনা করে। ইহাদের নাম কাম, ক্রোধ, লোভ ও মোহ। রাজা যখন উল্লিখিত নবদ্বার রোধ করিয়া অবস্থিতি করেন, তখন সুস্থবল ও নিরাতঙ্ক হইয়া থাকেন এবং তখন শত্রুপক্ষও তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারে না। কিন্তু যখন সমুদায় দ্বার বিবৃত করিয়া, পরিত্যাগ করেন, তখন রাগনামক শত্রু নেত্রাদিদ্বারে প্রবেশ করিয়া থাকে। এই রাগ সর্ব্বব্যাপী, বিপুলবিস্তৃত এবং পঞ্চদ্বারে প্রবেশ করিতে সমর্থ। ইহা এইরূপে নেত্রাদিদ্বারে প্রবেশ করিলে, অন্যান্য ভয়ঙ্কর শত্রু তাহার অনুমার্গে প্রবিষ্ট হয়। রাগ ইন্দ্রিয়নামক দ্বার সকলে প্রবেশ করিয়া, মনঃ ও অন্যান্য সকলের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া থাকে। অনন্তর মন ও ইন্দ্রিয়দিগকে বশীকৃত করিয়া, দুরাক্রম্য হইয়া দ্বার সকল আয়ত্ত করত প্রাকার বিনাশ করে। মন তাহার আশ্রয় লইয়াছে, দেখিয়া বুদ্ধি তৎক্ষণাৎ পলায়মান হয়। তখন অমাত্যবিরহিত, পৌরবর্গ কর্ত্তৃক পরিবর্জ্জিত ও শত্রুগণ কর্ত্তৃক লব্ধছিদ্র হওয়াতে, রাজার বিনাশ হইয়া থাকে। এইরূপে রাগ, লোভ, মোহ ও ক্রোধ এই সকল দুরাত্মা স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া, মনুষ্যের স্মৃতি বিনাশ করে। রাগ হইতে ক্রোধের উৎপত্তি হয়, ক্রোধ হইতে লোভের জন্ম হয়, লোভ হইতে সম্মোহের উদ্ভব হয়, সম্মোহ হইতে স্মৃতির বিলোপ হয়; স্মৃতির বিলোপ হইতে বুদ্ধির নাশ হয়, বুদ্ধির নাশ হইতে একবারেই লোকে নষ্ট হইয়া থাকে। এইরূপে আমাদের বুদ্ধি বিনষ্ট ও তৎসহকারে আমরা রাগ লোভের অনুবর্ত্তী হইয়া, জীবিতলিপ্সার বশীভূত হইয়াছিলাম। ইহাই ভাবিয়া আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন। দেখুন, আপনি সৎপুরুষগণের অগ্রগণ্য। অতএব আমাদিগকে যে শাপ দিয়াছেন, তাহা যেন সংঘটিত না হয়; আমরা যেন নিরবচ্ছিন্ন ক্লেশময় তামসী গতি প্রাপ্ত না হই।

পিতৃদেব কহিলেন, আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা কদাচ মিথ্যা হইবে না। বলিতে কি, অদ্য পর্য্যন্ত কখন আমি মিথ্যা বলি নাই। দৈবই এবিষয়ে প্রধান, বোধ হইতেছে। পৌরুষে ধিক্! উহাতে কোন ইষ্টাপত্তিই সাধিত হয় না। দেখ, এই দৈবই বলপূর্ব্বক আমাকে ঈদৃশ অবিতর্কিতপূর্ব্ব অকার্য্যের অনুষ্ঠান করাইল। যাহা হউক, তোমরা আমাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক প্রসন্ন করিলে; সেইহেতু তির্য্যক্ যোনি লাভ করিলেও, পরমজ্ঞানী হইবে এবং সেই জ্ঞানবলে প্রকৃত পন্থা পরিদর্শনপূর্ব্বক ক্লেশ ও কল্মষরাশি নিঃশেষিত করিয়া, আমার প্রসাদে বিগতসন্দেহ হইয়া, চরমসিদ্ধি লাভ করিবে। তোমরা আমার পরমস্নেহময় পুত্র। জৈমিনির প্রশ্নসন্দেহ বলিবামাত্র তোমরা আমার এই শাপ হইতে মুক্ত হইবে। আমি তোমাদের প্রতি এই অনুগ্রহ করিলাম।

ভগবন্! পূর্ব্বে পিতৃদেব দৈববশতঃ এইরূপে আমাদিগকে অভিশপ্ত করেন। অনন্তর দীর্ঘকালাবসানে আমরা যোন্যন্তর প্রাপ্ত ও রণমধ্যে সমুৎপন্ন হইলে, আপনি আমাদের পরিপালন করেন। এইরূপে আমরা এই পক্ষিযোনি প্রাপ্ত হইয়াছি। সংসারে এমন কেহ নাই, যাহাকে দৈবের আয়ত্ত হইতে না হয়। জন্মমাত্রেই দৈবের পরতন্ত্র হইয়া, সংসারপথে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহাভাগ ভগবান্ শমীক তাহাদের এই কথা শুনিয়া, সমীপস্থিত দ্বিজাতি-

দিগকে বলিতে লাগিলেন, আমি পূর্ব্বেই নির্দ্দেশ করিয়াছি, ইহারা সামান্য পক্ষী নহে, কোন অসাধারণ প্রাণী হইবে। কেননা, অতিমানুষ যুদ্ধেও ইহাদের পঞ্চত্ব হয় নাই।

অনন্তর মহাত্মা শমীক প্রীতিমান্ হইয়া, অনুজ্ঞা করিলে, তাহারা চারি জনে লতাপাদপাদি-সম্পন্ন পর্ব্বতাগ্রগণ্য বিন্ধ্যভূধরে গমন করিল। সেই ধর্ম্মপক্ষিরা আজিও তথায় অবস্থিতি করিতেছে। তপস্যা, স্বাধ্যায় ও সমাধি এই সকলে তাহাদের আসক্তির সীমা নাই।

ইতি বিদ্যাপ্রাপ্তি নাম তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, দ্রোণের পুত্র সেই সকল পক্ষী এইরূপে জ্ঞানী হইয়াছে। তাহারা বিন্ধ্যাচলে বাস করিতেছে। তাহাদের উপাসনা ও জিজ্ঞাসা কর।

জৈমিনি মার্কণ্ডেয়ের এই কথা শুনিয়া, বিন্ধ্যপর্ব্বতে সেই ধর্ম্মপক্ষীগণের সান্নিধ্যে গমন করিলেন। পর্ব্বতের নিকটস্থ হইয়া, তাহাদের পঠনধ্বনি শুনিতে পাইলেন। শ্রবণ করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া, চিন্তা করিতে লাগিলেন, এই পক্ষীসত্তমগণ শ্বাসজয়পুরঃসর স্থানসৌষ্ঠবসহকারে অবিশ্রামে অতিস্পষ্টরূপে পাঠ করিতেছে; কোনরূপ দোষের সম্পর্ক নাই। আমার ইহাই আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে, যে, ইহারা তির্য্যক্ যোনিতে সমুৎপন্ন হইলেও, সরস্বতী ইহাদিগকে পরিত্যাগ করেন নাই। বন্ধুবর্গ, মিত্র এবং অন্যান্য যাবতীয় অভীষ্ট বিষয় সকলেই অনায়াসে ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করে; সরস্বতী কেবল ত্যাগ করেন না। এইপ্রকার চিন্তা করিতে করিতে তিনি গিরিকন্দরে প্রবিষ্ট হইলেন। প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, পক্ষীরা শিলাপট্টে আসীন হইয়া, মুখদোষ-বিসর্জ্জনপুরঃসর পাঠ করিতেছে। তদ্দর্শনে তিনি যুগপৎ শোক ও হর্ষের মধ্যগত হইয়া, তাহাদের সকলকেই অভিবাদন করিয়া কহিলেন, আপনাদের স্বস্তিসংঘটন হউক; আমি ব্যাসের শিষ্য জৈমিনি আপনাদের দর্শনবাসনাবশম্বদ হইয়া, আসিয়াছি, জানিবেন। পিতৃদেব অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া, শাপ দেওয়াতে, আপনাদের যে পক্ষিযোনিলাভ হইয়াছে, ইহাতে দুঃখ করিবেন না। কেন না, উহা সর্ব্বথা দৈবেরই ঘটনা। দেখুন, কেহ সুসমৃদ্ধ বংশে সমুৎপন্ন ও মনস্বী হইয়া, সমৃদ্ধি বিনষ্ট হইলে, শবর কর্ত্তৃক প্রবোধিত হইয়া থাকে। যে দাতা, সে ভিক্ষু হইয়া থাকে; যে হন্তা সে নিহত হয়; যে পাতয়িতা, সে পাতিত হইয়া থাকে; তপস্যার ক্ষয় হইলেই, এইরূপ ঘটনা হয়। আমি এইরূপ বিপরীত কাণ্ড সকল ভূরি ভূরি দর্শন করিয়াছি। এই জগতে নিয়তই ভাব, অভাব ও ক্ষয় বিনাশ সংঘটিত হইতেছে। ক্ষণমাত্রও উহার বিরাম নাই। এই সকল সবিশেষ চিন্তা করিয়া, আপনারা কোন অংশেই শোক করিবেন না। শোক ও হর্ষের আয়ত্ত না হওয়াই জ্ঞানের সাক্ষাৎ ফল।

অনন্তর তাঁহারা সকলে জৈমিনিকে পাদ্য ও অর্ঘ্য দ্বারা অভিবাদন করিয়া, প্রণিপাতপুরঃসর অনাময় জিজ্ঞাসা করিলেন। পরে ব্যাসশিষ্য তপোনিধি জৈমিনি তাহাদের পক্ষপবনে বিগতক্লম হইয়া, শ্রান্তি দূর করিয়া, সুখে উপবিষ্ট হইলে, তাহারা বলিতে লাগিল, অদ্য আমাদের জন্ম সফল। অদ্য আমাদের জীবনও সার্থক হইল। যেহেতু, অদ্য আমরা আপনার অমরবন্দিত চরণারবিন্দযুগল দেখিতে পাইলাম। পিতৃকোপ রূপ যে অনল উদ্ভূত হইয়া, আমাদের দেহে বর্ত্তমান রহিয়াছে, অদ্য আপনার দর্শনবারিসেচনে তাহারও শান্তি হইল। ব্রহ্মন্! আপনার কুশল? আপনার আশ্রমস্থ মৃগ পক্ষিগণেরও কুশল? আপনার সেই আশ্রমে যে সকল লতা, গুল্ম, ত্বক্‌সার ও তৃণজাতীয় বৃক্ষ আছে, তাহারাও সকলে কুশলে আছে? অথবা, আমরা আদর সহকারে এই যে কথা বলিলাম, ইহা সর্ব্বথা সঙ্গত নহে। কেন না, আপনার

সহিত যাহাদের একত্র বাস, তাহাদের আবার অকুশল কোথায়? অধুনা, প্রসাদবিতরণপুরঃসর স্বকীয় আগমনকারণ নির্ব্বাচন করুন। দেবগণের ন্যায় আপনার সন্দর্শন সাক্ষাৎ মহান্ অভ্যুদয়। জানি না, আমাদের কোন্ ভাগ্যগুরু আপনাকে আমাদের দৃষ্টিগোচরে আনয়ন করিলেন!

জৈমিনি কহিলেন, অয়ি বিহগশ্রেষ্ঠগণ! শ্রবণ করুন, যেজন্য এই কন্দরে আসিয়াছি। ভারত-শাস্ত্রে আমার বিবিধ সন্দেহ সমুপস্থিত হইয়াছে। তাহাই জিজ্ঞাসিবার জন্য আমি আসিয়াছি। আমি পূর্ব্বে ভৃগুকুলোদ্বহ মহাত্মা মার্কণ্ডেয়কে এবিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনিই আমাকে আপনাদের কথা বলিয়া দিলেন। অধুনা, তদীয় আদেশ বশম্বদ হইয়া, এই মহাগিরিতে সমাগত হইয়াছি। আমার সন্দেহ সকল একে একে শ্রবণ করুন। শ্রবণ করিয়া, তাহাদের ব্যাখ্যা করুন।

পক্ষীরা কহিল, আমাদের জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইলে, তৎসমস্ত নির্ব্বাচন করিব। আপনি নির্ব্বি-শঙ্ক হইয়া, শ্রবণ করুন। যাহা আমাদের বুদ্ধিগোচর, কিজন্য তাহা বলিব না? অয়ি ব্রাহ্মণসত্তম! চারি বেদ, সমুদায় ধর্ম্মশাস্ত্র, যাবতীয় বেদাঙ্গ, এবং অন্যান্য বেদসম্মিত বিষয় সমস্ত, কিছুই আমা-দের বুদ্ধির বহির্ভূত নহে। এই রূপে যদিও আমরা সকল বুঝিয়া থাকি; তথাপি প্রতিজ্ঞা করিতে আমাদের শক্তি নাই। অতএব ভারতশাস্ত্রে যে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা বিশ্বস্তচিত্তে বলুন। ধর্ম্মজ্ঞ! আমরা তাহার নির্ব্বাচন করিব। যদি না করি, তাহা হইলে, আমাদের মোহ উপস্থিত হইবে।

জৈমিনি কহিলেন, আপনাদের আত্মশুদ্ধি সমুদ্ভাবিত হইয়াছে। অতএব ভারতশাস্ত্র-সংক্রান্ত মদীয় সন্দিগ্ধ বিষয় সমস্ত শ্রবণ করুন। শ্রবণ করিয়া, অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহার মীমাংসা করিয়া দিন। আমার সন্দেহ সকল এই; যিনি সকল কারণের কারণ ও যিনি সকলের আধার, সেই ভগবান্ বাসুদেব নির্গুণ হইলেও, কিজন্য মানুষবিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়া ছিলেন?

একা দ্রৌপদনন্দিনীই বা কিজন্য পঞ্চপাণ্ডবের মহিষী হইয়াছিলেন? এবিষয়ে আমার অতি-মাত্র সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে।

মহাবল বলদেবই বা কিজন্য তীর্থযাত্রা করিয়া, ব্রহ্মহত্যার পাতক নিরাকৃত করিলেন? পাণ্ডবগণ যাহাদের নাথ, দ্রৌপদীর সেই পুত্রগণই বা কিজন্য অকৃতদার অবস্থায় অনাথের ন্যায় নিধন প্রাপ্ত হইলেন?

ভারতের প্রতি আমার এই সকল সন্দেহ সমাগত হইয়াছে। আপনাদিগকে ইহার নিরা-করণ করিতে হইবে। তাহা হইলেই, আমি কৃতার্থ হইয়া, স্বকীয় আশ্রমে গমন করিতে পারি।

পক্ষিরা কহিল, যিনি যাবতীয় অমরগণের একমাত্র নিয়ন্তা, যাঁহার কোনপ্রকার ইয়ত্তা বা অবধারণ নাই, যিনি সদাকাল বিরাজমান, যাঁহার কোনরূপ ক্ষয়োদয় নাই, যিনি সকল দেহেই আত্মারূপে, অন্তর্যামীরূপে, চেতনা বা চৈতন্যরূপে শয়ন করিয়া আছেন, যিনি অনিরুদ্ধাদি চতুর্ব্যূহে পরিচ্ছিন্ন, যিনি ত্রিগুণ আবার কোন গুণেরই বিষয়ীভূত নহেন, যিনি সকলের বরিষ্ঠ, গরিষ্ঠ ও বরণীয়, যিনি সাক্ষাৎ অমৃতস্বরূপ, যাঁহা হইতে অণুতর কেহই নাই, আবার যাঁহা হইতে বৃহত্তরও দ্বিতীয় নাই, যিনি জগতের আদি ও জন্মরহিত, যিনি সমুদায় বিশ্ব ব্যাপ্ত করিয়া আছেন, যিনি আবি-র্ভাব, তিরোভাব, দৃষ্ট, অদৃষ্ট সমুদায় হইতেই সম্পূর্ণ বিভিন্ন, এই জগৎ যাঁহার সৃষ্টি এবং অন্তে যাঁহাতে সংহৃত হয় বলিয়া থাকে, সেই প্রভবিষ্ণু বিষ্ণুকে নমস্কার করিয়া এবং যিনি বদনচতুষ্টয় সহায়ে ঋক্ ও সাম সমস্ত উদ্গিরণ করিয়া, জগত্ত্রয়ের পবিত্রতা বিধান করেন, সেই আদিদেব ব্রহ্মাকেও সমাধি সহকারে নমস্কার করিয়া এবং অসুরগণ যাহাঁর একমাত্র বাণে বিনির্জ্জিত হইয়া, যাগশীল ব্যক্তিগণের অনুষ্ঠিত যজ্ঞ সমস্ত আর বিলুপ্ত করিতে পারে নাই, সেই মহাদেবকেও প্রণি-পাত করিয়া, অদ্ভুতকর্ম্মা ব্যাসের মত সমস্ত নির্ব্বাচন করিব; সেই ব্যাসদেব ভারত উপলক্ষ করিয়া, ধর্ম্মাদ্য বিষয় সকল প্রকটীকৃত করিয়াছেন।

তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ জলকে নার নামে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে সেই নার বিষ্ণুর অয়ন, অর্থাৎ আশ্রয় হইয়াছিল, সেইজন্য তাঁহার নাম নারায়ণ হইয়াছে। সেই সর্ব্বশক্তি ভগবান নারায়ণ আপনাকে সগুণ ও নির্গুণ ভেদে চারি অংশে বিভক্ত করিয়া, তৎসহায়ে সমুদায় ব্যাপ্ত করত বিরাজমান হইতেছেন। তন্মধ্যে তাঁহার একতর মূর্ত্তির কোনপ্রকার নির্দ্দেশ হয় না। বুধগণ সেই মূর্ত্তিকে নিরবচ্ছিন্ন শুক্লবর্ণা দেখিয়া থাকেন। ঐ মূর্ত্তির সর্ব্বাঙ্গ সর্ব্বভুবনোদ্ভাসিনী জ্যোতিঃপরম্পরায় পরিব্যাপ্ত। উহাই যোগিগণের চরম বা একমাত্র নিষ্ঠা স্বরূপ। ঐ মূর্ত্তি ত্রিগুণের অতীত এবং দূরস্থ, আবার অন্তিকস্থ, জানিবে; উহার নাম বাসুদেব। মমত্বহীন না হইলে, উহার দর্শনলাভ কোনমতে সম্ভব হয় না। ঐ মূর্ত্তির রূপ ও শ্রবণাদি কোনপ্রকার কল্পনাময় স্বরূপ বা সংস্থান নাই। ঐ শুদ্ধমূর্ত্তি সর্ব্বদাই সর্ব্বতোভাবে প্রতিষ্ঠিতা হইয়া, বিরাজ করিতেছেন। দ্বিতীয় মূর্ত্তি শেষ নামে বিখ্যাতা হইয়া, মস্তক দ্বারা এই ধরা ধারণ করিয়া আছেন। উহা তামসী বলিয়া পরিগণিতা হইয়া থাকেন। যেহেতু, উহা তির্য্যগযোনি আশ্রয় করিয়াছেন। তৃতীয় মূর্ত্তি প্রজাপালনতৎপরা হইয়া, কর্ম্মানুষ্ঠানে ব্যাপৃতা আছেন। ঐ মূর্ত্তি সত্ত্বগুণবহুলা ও ধর্ম্মসংস্থাপনকারিণী, জানিবে।

চতুর্থী মূর্ত্তি জলমধ্যে অবস্থান ও পন্নগশয্যা আশ্রয় করিয়া, শয়ন করিয়া আছেন। রজঃ উহার গুণ। ঐ মূর্ত্তি সর্ব্বদা সৃষ্টি করিয়া থাকেন। হরির যে তৃতীয় মূর্ত্তি প্রজাপালনে তৎপরা হইয়া আছেন, তাহাই পৃথিবীতে নিয়ত ধর্ম্মের ব্যবস্থাপন করেন; তাহাই ধর্ম্মবিচ্ছেদের হেতুভূত, অত্যুচ্ছ্রিত অসুরদিগকে সংহার করেন; তাহাই দেবগণ, সাধুগণ ও অন্যান্য ধর্ম্মরক্ষাপরায়ণ পুরুষগণের পালন করেন। জৈমিনে! যে যে সময়ে ধর্ম্মের অবনতি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থিতি সংঘটিত হয়, সেই সেই সময়েই ঐ মূর্ত্তি আপনাকে সৃজন করিয়া থাকেন। ঐ মূর্ত্তিই পূর্ব্বে বরাহ হইয়া তুণ্ড সহায়ে সমুদায় সলিল নিরাকৃত করিয়া, একমাত্র দংষ্ট্রা দ্বারা পৃথিবীকে, পদ্মিনীর ন্যায়, উৎখাত করিয়াছিলেন। ঐ মূর্ত্তিই আবার নৃসিংহরূপে আবির্ভূতা হইয়া হিরণ্যকশিপুকে নিহত ও বিপ্রচিত্তিপ্রমুখ অন্যান্য দানবদিগকে নিপাতিত করিয়াছিলেন। ঐ মূর্ত্তির আবার বামনাদি অন্যান্য অবতারপরম্পরা সংখ্যা করিতে সাহস বা সামর্থ্য হয় না। সম্প্রতি ঐ মূর্ত্তির মাথুরনামক অবতার প্রাদুর্ভূত হইয়াছে।

এইরূপে ঐ সাত্ত্বিকী মূর্ত্তিই বিবিধ অবতারবিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়া থাকেন। উহা প্রদ্যুম্ন নামে বিখ্যাতা হইয়া, রক্ষাকার্য্যে ব্যাপৃতা আছেন। দেবত্ব, মনুষ্যত্ব অথবা তির্য্যকত্ব, যাহাতেই থাকুন, ঐ মূর্ত্তি বাসুদেবের ইচ্ছাক্রমে সর্ব্বদাই তত্তৎ স্বভাব পরিগ্রহ করেন। এই আপনার নিকট বিশেষরূপে ব্যাখ্যা করিলাম। অধুনা, সকলের প্রভু বিষ্ণু কৃতকৃত্য হইলেও যে, মানুষ বিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়াছেন, তাহার উত্তর পুনরায় শ্রবণ করুন।

ইতি চতুর্ব্যূহাবতার নাম চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চম অধ্যায়।

পক্ষিরা কহিল, পূর্ব্বে প্রজাপতি ত্বষ্টার ত্রিশিরা নামে যে পুত্র ছিলেন, তিনি অধোমুখ হইয়া তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলে, দেবরাজ ইন্দ্র শঙ্কাপ্রযুক্ত তাঁহাকে নিহত করেন। তন্নিবন্ধন ব্রহ্মহত্যার পাতকে অভিভূত হওয়াতে, ইন্দ্রের তেজের অতিমাত্র হানি হইল। তাদৃশ অতিবিগর্হিত অনুষ্ঠান বশতঃ ইন্দ্রের তেজঃ ধর্ম্মে প্রবেশ করিল। তজ্জন্য দেবরাজ নিস্তেজ হইয়া পড়িলেন।

এ দিকে পুত্র নিহত হইয়াছেন, শ্রবণ করিয়া, প্রজাপতি ত্বষ্টা ক্রোধান্বিত হইয়া, একগাছ জটা অবলুঞ্চিত করত বলিতে লাগিলেন, অদ্য দেবগণ সহিত তিন লোক আমার বীর্য্য অবলোকন

করুন। সেই ব্রহ্মহত্যাকারী দুর্ব্বুদ্ধি ইন্দ্রও সঙ্গে সঙ্গে আমার বীর্য্য দেখুক। আমার পুত্র স্বকীয় কার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত হইলে, ইন্দ্র তাহাকে নিপাতিত করিয়াছে। এই বলিয়া রোষারুণ লোচনে সেই জটা অগ্নিতে আহুত করিলেন। তৎক্ষণাৎ তাহা হইতে জ্বালামালী মহাসুর বৃত্র প্রাদুর্ভূত হইল। উহার শরীর অতি প্রকাণ্ড; দংষ্ট্রা অতি বিশাল এবং উহার প্রতিভা দলিত অঞ্জন-পুঞ্জ সদৃশী। ইন্দ্রের শত্রু, মহাবল, অমেয়াত্মা বৃত্র ত্বষ্টার তেজে উপবৃংহিত হইয়া, একটী শর নিক্ষেপ করিলে যতদূর যায়, সেই পরিমাণে প্রতিদিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

ইন্দ্র মহাসুর বৃত্রকে আপনার সংহার জন্য প্রাদুর্ভূত দেখিয়া, ভয়াতুর হইয়া, সন্ধিকামনায় সপ্তর্ষিমণ্ডলকে প্রেরণ করিলেন। সর্ব্বভূতহিতব্রত ঋষিগণ প্রীতিমান্ চিত্তে বৃত্রের সহিত ইন্দ্রের কতিপয় নিয়মবন্ধনসহকারে সখ্য সংঘটিত করিলেন। ইন্দ্র সেই নিয়মবন্ধন ছেদন পূর্ব্বক, বৃত্রকে সংহার করিয়া, তৎপ্রভাবে অভিভূত হইলে, তাঁহার বল বিভ্রষ্ট হইয়া গেল। তদীয় দেহবিভ্রষ্ট সেই বল বলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, সর্ব্বব্যাপী, অব্যক্তস্বরূপ বায়ুতে প্রবেশ করিল। ইন্দ্র যে সময়ে গৌতমের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, অহল্যাকে ধর্ষিত করেন, তৎকালে তাঁহার রূপের বৈলক্ষণ্য হইয়াছিল। তাঁহার যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গলাবণ্য অতীব মনোরম ছিল, তাহা দোষাশ্রিত হওয়াতে, তাঁহাকে পরিহার করিয়া অশ্বিনীকুমারে আবিষ্ট হয়। দেবরাজ ঐরূপে ধর্ম্মহীন, তেজোহীন, বলহীন ও রূপবিহীন হইয়াছেন, জানিতে পারিয়া, দৈত্যগণ তদীয় জয়ে কৃতোদ্যম হইল। তাহারা ইন্দ্রের পরাজয়সাধনবাঞ্ছাবশম্বদ হইয়া, উদ্রিক্তবীর্য্যশালী নরপতিগণের বংশে জন্ম গ্রহণ করিতে লাগিল।

কিয়ৎকালপর্য্যবসানে পৃথিবী তাহাদের ভারে অবসন্না হইয়া, যেখানে দেবগণের সভা বিরাজমান, সেই মেরুশেখরে সমাগতা হইলেন। তিনি গুরুভারে একান্ত পীড়িতা হইয়াছিলেন। দৈত্য ও দানবগণ যে তাঁহার এই দুঃখের হেতু সমুদ্ভাবিত করিয়াছে, তাহা তাঁহাদের গোচর করিয়া কহিলেন, এই সকল বিপুলতেজা অসুর আপনাদের হস্তে নিহত হইয়া, মর্ত্তলোকে নরপতিগণের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তাহাদের বহুল অক্ষৌহিণীভারে অবসন্না হইয়া, আমি পাতালতলে নীয়মানা হইতেছি। দেবগণ! যাহাতে আমার শান্তি বিহিত হয়, তদনুরূপ অনুষ্ঠান করুন।

তখন দেবগণ প্রজালোকের উপকার ও ভূমির ভার হরণ মানসে স্বস্ব তেজের অংশে স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যপ্রদেশে অবতরণ করিতে লাগিলেন। স্বয়ং ধর্ম্ম ইন্দ্রের দেহসমুদ্ভূত তেজ কুন্তীর গর্ভে মোচন করিলেন। তাহাতে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের জন্ম হইল। অনন্তর পবন বল মোচন করিলে, ভীম জন্মিলেন। পরে ইন্দ্রের বীর্য্যার্দ্ধ হইতে ধনঞ্জয়ের এবং মাদ্রীর গর্ভে ইন্দ্রের রূপাংশে যমজ-যুগলের উদ্ভব হইল। ইহারা উভয়েই মহাদ্যুতিসম্পন্ন। এইরূপে ভগবান্ ইন্দ্র পঞ্চপাণ্ডবরূপে অবতরণ করিলেন। তাঁহার পত্নী শচী অগ্নি হইতে দ্রৌপদীরূপে আবির্ভূতা হইলেন। এই দ্রৌপদী একমাত্র ইন্দ্রের পত্নী, আর কাহারই নহে। যোগীশ্বরগণ বহুল দেহ ধারণ করেন। কিরূপে পাঁচজনের এক পত্নী হয়, তাহা বলিলাম। এক্ষণে বলদেবের বৃত্তান্ত শ্রবণ কর।

ইতি ইন্দ্রবিক্রিয়া নাম পঞ্চম অধ্যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

পক্ষীরা কহিলেন, বাসুদেব অর্জ্জুনকে অতিমাত্র প্রীতি করেন, জানিয়া, কি করিলে, সকল দিক্ রক্ষা হইতে পারে, বলরাম বারম্বার ইহাই ভাবিতে লাগিলেন। কৃষ্ণকে ছাড়িয়া আমি দুর্য্যোধনের নিকট যাইতে পারিব না। আর, দুর্য্যোধন শিষ্য, রাজা ও জামাতা। কিরূপেই বা পাণ্ডবপক্ষ হইয়া, তাহাকে সংহার করিব; সুতরাং কোন পক্ষই অবলম্বন করিব না। যত-দিন না কুরুপাণ্ডবযুদ্ধের শেষ হয়, তাবৎ আত্মা দ্বারা আত্মাকে তীর্থসলিলে প্লাবিত করিব।

এইপ্রকার চিন্তানন্তর তিনি কৃষ্ণ, অর্জ্জুন ও দুর্য্যোধন সকলকে আমন্ত্রণ করিয়া, স্বকীয় সৈন্যে বেষ্টিত হইয়া, দ্বারকায় গমন করিলেন। তথায় সমাগত হইয়া, তীর্থগমন করিবার পূর্ব্ব দিবস মধুপান ও অপ্সরাসদৃশী রেবতীর হস্ত ধারণ করিয়া, রৈবতোদ্যানে প্রস্থান করিলেন। তৎকালে মধুপানে মত্ত হওয়াতে, তাঁহার পদস্খলন হইতে লাগিল। ক্রমে রমণীয় রৈবতকানন তাঁহার দৃষ্টিবিষয়ে পতিত হইল। উহাতে সকল ঋতুর ফল কুসুম সমুদ্ভূত হইয়া থাকে এবং পল্বল সহিত মহাবন ও পদ্মকানন বিরাজ করিতেছে। বিবিধজাতীয় বিহঙ্গম মদমত্ত হইয়া, শ্রুতিমনোহর মধুর স্বরে শব্দ করত সঞ্চরমাণ হইতেছে। তিনি তাহা শুনিতে লাগিলেন। ঐ কানন সকল ঋতুতেই ফলভারে অবনত, কুসুমসমূহে বিদ্যোতিত ও বিহঙ্গমগণে প্রতিনাদিত। তিনি তথায় আম্র, আম্রাতক, বীজপূরক, দাড়িম্ব, আবিল্বক, ভব্য, তিন্দক, নারিকেল, পারাবত, পনস, কক্কোল, নলিন, অম্লবেতস, নীপ, মোচ, লকুচ, ভল্লাতক, তিন্দুক, ইঙ্গুদ, করমর্দ্দ, আমলক, হরিতক, বিভীতক ও অন্যান্য পাদপ সকল দর্শন করিলেন। তদ্ভিন্ন, অশোক, কেতকী, বকুল, পুন্নাগ, সপ্তপর্ণ, চম্পক, কর্ণিকার, মালতী, পারিজাত, কোবিদার, মন্দার, বদর, পাটল, দেবদারু, শাল, তাল, তমাল, কিংশুক প্রভৃতি বৃক্ষ সকলও তাঁহার নয়নবিষয়ে পতিত হইল। চকোর, ভৃঙ্গরাজ, শুক, কলবিঙ্ক, হারীত, জীবঞ্জীবক, প্রিয়পুত্র চাতক ও অন্যান্য পক্ষী সকল শ্রুতিমনোহর মধুর নিনাদ পুরঃসর তথায় বিচরণ করিতেছে। তথায় সুনির্ম্মল-সলিলসম্পন্ন সরোবর সকলও তাঁহার দৃষ্টিবিষয়ে পতিত হইল। তত্তৎ সরোবরের চতুর্দ্দিকেই কুমুদ, পুণ্ডরীক, নীলোৎপল, কহ্লার ও কমল সকল বিকসিত রহিয়াছে এবং কাদম্ব, চক্রবাক, জলকুক্কুট, কারণ্ডব, প্লব, হংস, কূর্ম্ম, মদ্গু ও অন্যান্য জলচর জন্তুসমূহ বিচরণ করিতেছে।

মহাবল বলদেব, স্ত্রীগণে পরিবৃত হইয়া, মনোহর কানন দর্শন করিতে করিতে অত্যুৎকৃষ্ট লতাগৃহে সমাগত হইলেন। তথায় কৌশিক, ভার্গব ও ভারদ্বাজ প্রভৃতি বিবিধ বংশীয় ব্রাহ্মণবর্গ কথাশ্রবণসমুৎসুক হইয়া, কুশ, বৃষী প্রভৃতি আসনসমূহে আসীন রহিয়াছেন। সূত তাঁহাদের মধ্যস্থল আশ্রয় করিয়া, আদ্য সুরর্ষিগণের চরিতবিষয়িণী পৌরাণিকী কথা কীর্ত্তন করিতেছেন। মধুপানে অরুণলোচন বলদেবকে দর্শন করিয়া, মত্ত মনে করিয়া, সমুদায় দ্বিজাতি তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থানপূর্ব্বক তাঁহাকে পূজা করিতে লাগিলেন। সূতই কেবল উঠিলেন না এবং পূজাও করিলেন না। তদ্দর্শনে বলদেব রোষান্বিত হইয়া, ঘূর্ণিত লোচনে সূতকে সংহার করিলেন। ব্রাহ্মপদে প্রতিষ্ঠিত সূতকে নিপাতিত করাতে, ব্রাহ্মণগণ সকলেই কানন হইতে বিনিক্রান্ত হইলেন। তখন বলদেব আত্মাকে পাপপঙ্কিল ও তন্নিবন্ধন স্বপদভ্রষ্ট মনে করিয়া, চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি অতি গুরুতর পাতক অনুষ্ঠিত করিয়াছি। যেহেতু ব্রাহ্মপদে প্রতিষ্ঠিত সূতকে হত্যা করিলাম এবং এই সকল ব্রাহ্মণও আমাকে অবলোকন করিয়া, বহির্গত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গেই আমার দেহের গন্ধ, লোহগন্ধের ন্যায়, অসুখাবহ হইয়া উঠিতেছে। আত্মাকেও আমার ব্রহ্মঘ্নের ন্যায়, নিতান্ত কলুষিত বোধ হইতেছে। ধিক্ মদ্যপানে! ধিক্ অমর্ষে! ধিক্ অভিমানে! ধিক্ অভীরুতাতে! আমি এই সকলে আবিষ্ট হইয়াই, এই গুরুতর পাতক অনুষ্ঠিত করিলাম। এই পাতক পরিহারার্থ দ্বাদশবার্ষিক ব্রতচর্য্যায় প্রবৃত্ত হইব এবং যে মহাপাতক করিয়াছি, তাহা সকলের নিকট বলিয়া বেড়াইব। তাহা হইলে, প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত হইবে। আমি এই যে, তীর্থযাত্রার পূর্ব্বসূচনা করিয়াছি, এই উপলক্ষেই প্রতিলোমবাহিনী সরস্বতীতে গমন করিব।

এই কারণেই বলরাম প্রতিলোমা সরস্বতীতে প্রয়াণ করেন। অতঃপর দ্রৌপদীর পুত্রগণের চরিতাশ্রয় কথা শ্রবণ করুন।

ইতি বলদেবের ব্রহ্মহত্যা নাম ষষ্ঠ অধ্যায়।

সপ্তম অধ্যায়।

ধর্ম্মপক্ষীরা কহিলেন, পূর্ব্বে ত্রেতাযুগে হরিশ্চন্দ্র নামে রাজর্ষি ছিলেন। তিনি সকলের শ্রেষ্ঠ, ধর্ম্মিষ্ঠ ও সমুজ্জ্বল-কীর্ত্তিবিশিষ্ট। তাঁহার অধিকারে দুর্ভিক্ষ, ব্যাধি, অকালমৃত্যু ও পৌরবর্গের অধর্ম্মে অভিরুচি ছিল না। কেহই বল, বীর্য্য, ধন ও তপোমদে মত্ত ছিল না। স্ত্রীলোকেরা যৌবন না হইলে প্রসব করিত না।

মহাবাহু হরিশ্চন্দ্র কোন সময়ে অরণ্যে মৃগের অনুসরণপ্রসঙ্গে শুনিতে পাইলেন, কতিপয় স্ত্রী বারম্বার বলিতেছে, আমাদিগকে পরিত্রাণ কর। তখন তিনি মৃগকে ত্যাগ করিয়া, বলিয়া উঠিলেন, তোমাদের ভয় নাই। আমি শাসনকর্ত্তা থাকিতে, কোন্ দুর্ম্মতি ঈদৃশ অন্যায় অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

ঐ সময়ে সকল কার্য্যের বিঘ্নবিধাতা অতীব প্রচণ্ডপ্রকৃতি বিঘ্নরাজ বামাগণের সেই রোদন-ধ্বনির অনুসরণপূর্ব্বক চিন্তা করিতে লাগিলেন, বীর্য্যবান্ বিশ্বামিত্র অতুল তপোনুষ্ঠান সহকারে, পূর্ব্বে যাহাদের সাধন করিতে পারেন নাই, সেই ভবাদি বিদ্যার সাধনা করিতেছেন। তজ্জন্য ইনি নিয়মী হইয়া, বাক্য, মন ও ক্রোধের সংযম করিয়াছেন। সেই বিদ্যা সকলই ভয়ার্ত্তা হইয়া ক্রন্দন করিতেছে। আমি এখন কি করিব? বিশ্বামিত্র স্বভাবতঃ সাতিশয় তেজীয়ান্। আমরা ইহাঁর নিকট একান্ত বলহীন। বিদ্যা সকলও ভয়ার্ত্তা হইয়া চীৎকার করিতেছে। কোনরূপে কিছু করা আমার সুসাধ্য বোধ হইতেছে না। অথবা, এই রাজর্ষি হরিশ্চন্দ্র বারম্বার অভয়দান-পুরঃসর এই দিকেই উপস্থিত হইয়াছেন। ইহাঁরই শরীরে প্রবেশ করিয়া, যথাভিলষিত সাধন করিব।

প্রচণ্ডপ্রকৃতি বিঘ্নরাজ এইপ্রকার চিন্তা করিয়া, রাজদেহে অনুপ্রবেশ করিলেন। তখন নরপতি সকোপে বলিতে লাগিলেন, কোন্ পাপাত্মা বস্ত্রাঞ্চলে পাবকবন্ধন করিতেছে। সে জানে না, আমি বল, প্রতাপ ও তেজঃ প্রভাবে প্রদীপ্ত হইয়া, সকলের পালনকর্ত্তারূপে এখানে উপস্থিত রহিয়াছি। অদ্য আমার শর সকল শরাসনের আক্ষেপবশে সমস্ত দিগন্তর প্রজ্বলিত প্রায় করিয়া, সর্ব্ব শরীর ছিন্ন ভিন্ন করিলে, সেই পাপাত্মার দীর্ঘ নিদ্রা উপস্থিত হইবে।

রাজার এই কথা শুনিয়া, বিশ্বামিত্র জাতক্রোধ হইলেন। ক্রোধের উদয়মাত্র তৎক্ষণাৎ বিদ্যা সকল অন্তর্দ্ধান করিলেন। রাজাও ঐ সময়ে মহাতপা বিশ্বামিত্রকে সহসা দর্শন করিয়া, ভীত ও অশ্বত্থপত্রের ন্যায় অতিমাত্র কম্পিত হইয়া উঠিলেন। বিশ্বামিত্র কহিলেন, রে দুরাত্মন্! থাক। রাজা তৎক্ষণাৎ প্রণিপাতপূর্ব্বক সবিনয়ে কহিলেন, ভগবন্! আর্ত্তের রক্ষা করাই আমাদের ধর্ম্ম; সুতরাং আমি অপরাধ করি নাই, স্বধর্ম্ম পালন করিয়াছি। অতএব ক্রোধ পরিহার করুন। ধর্ম্মজ্ঞ নরপতি শরাসন সমুদ্যত করিয়া, ধর্ম্মানুসারে যুদ্ধ করিবেন, দান করিবেন ও রক্ষা করিবেন।

বিশ্বামিত্র কহিলেন, যদি তোমার অধর্ম্মে ভয় থাকে, তাহা হইলে, শীঘ্র বিশেষ করিয়া বল, কাহাকে দান, কাহাকে রক্ষা ও কাহার সহিতই বা যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য।

রাজা কহিলেন, যাহারা ব্রাহ্মণগণের মধ্যে প্রধানস্থানীয় এবং যাহারা ক্ষীণবৃত্তি, তাহা-দিগকেই দান করিবে। আর যাহারা ভীত, তাহাদিগকে রক্ষা এবং যাহারা প্রতিদ্বন্দ্বী বা বিপক্ষ তাহাদিগেরই সহিত যুদ্ধ করিবে।

ঋষি কহিলেন, তুমি রাজা; রাজধর্ম্মে তোমার যদি সম্যগ্রূপ শ্রদ্ধা থাকে, তাহা হইলে, ব্রাহ্মণ আমি যজ্ঞ করিয়া, ঐশ্বর্য্যভোগে উৎসুক হইয়াছি, আমাকে মনোমত দক্ষিণা প্রদান কর।

পক্ষীরা কহিল, এই কথা শুনিয়া, রাজা অতিমাত্র আহ্লাদিত অন্তঃকরণে আপনাকে পুনর্জ্জাত বোধ করিয়া বলিতে লাগিলেন, ভগবন্! যাহা আপনাকে দিতে হইবে, শঙ্কাত্যাগপূর্ব্বক বলুন। নিতান্ত দুর্লভ হইলেও, তাহা দেওয়া হইয়াছে, জানিবেন। সুবর্ণ বা হিরণ্য; পুত্র বা কলত্র, দেহ বা প্রাণ; রাজ্য বা পুর অথবা লক্ষ্মী, যাহা আপনার অভিপ্রেত, তাহাই দিব।

বিশ্বামিত্র কহিলেন, রাজন্! আমি তোমার প্রদত্ত বস্তু প্রতিগ্রহ করিলাম। প্রথমে আমায় রাজসূয় যজ্ঞের দক্ষিণা দাও।

রাজা কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি আপনাকে তাহাই দিব। অধুনা আপনার অভীষ্ট প্রতিগ্রহ বরণ করুন।

ঋষি কহিলেন, বীর! আমি তোমার পুত্র, কলত্র, দেহ ও মরিলে যাহা সঙ্গে যায়, সেই ধর্ম্মও চাহি না। অথবা অধিক কথায় আবশ্যকতা নাই, আমাকে সাগর, পর্ব্বত, গ্রাম ও পত্তন সমেত পৃথিবী; অশ্ব, গজ ও রথপূর্ণ সমগ্র রাজ্য; কোষ্ঠাগার, কোষ ও অন্যান্য যাবতীয় বস্তু প্রদান কর।

পক্ষিরা কহিলেন, ঋষির এই কথায় রাজা কৃতাঞ্জলি হইয়া, প্রহৃষ্ট অন্তঃকরণে ও অম্লান বদনে তাহাই হইবে, বলিলেন। তখন ঋষি কহিলেন, যদি তুমি রাজ্য, বল, পৃথিবী ও ধন সর্ব্বস্বই আমাকে দিলে, তাহা হইলে, তপস্বী আমি রাজা হইলাম; অতএব কোন্ ব্যক্তি এখন প্রভু?

রাজা কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি যে কালে আপনাকে সমগ্র পৃথিবী দান করিয়াছি, সেই কাল হইতেই আপনি প্রভু হইয়াছেন। এখন রাজা হইয়াছেন; তাহাতে আর কথা কি?

ঋষি কহিলেন, রাজন্! যদি তুমি আমাকে সমগ্র বসুধা দান করিয়া থাক, তাহা হইলে, যে স্থলে আমার প্রভুতা আছে, সেখান হইতে পত্নী ও পুত্রের সহিত বহির্গত হও এবং এই শ্রোণিসূত্রাদি ভূষণসংগ্রহ পরিত্যাগ ও বল্কল পরিধান কর।

রাজা, যে আজ্ঞা বলিয়া, ভূষণত্যাগপূর্ব্বক ভার্য্যা ও পুত্রের সহিত প্রস্থান করিলে, বিশ্বামিত্র পথরোধ করিয়া বলিলেন, আমাকে রাজসূয়যজ্ঞের দক্ষিণা না দিয়া কোথায় যাইতেছ?

রাজা কহিলেন, আমি আপনাকে এই অকণ্টক রাজ্য দিয়াছি, আমার আর কি আছে? অদ্য কেবল এই দেহত্রয় অবশিষ্ট আছে।

ঋষি কহিলেন, আমাকে যজ্ঞদক্ষিণা দিতেই হইবে। বিশেষতঃ, ব্রাহ্মণকে অঙ্গীকৃত বস্তু দান না করিলে, বিনষ্ট হইতে হয়। যাহাতে ব্রাহ্মণবর্গ পরিতুষ্ট হইতে পারেন, তদনুরূপে রাজসূয়যজ্ঞদক্ষিণা প্রদান কর। তুমিই নিজে প্রথমে প্রতিশ্রুত হইয়াছ যে, অঙ্গীকার করিয়া দান করিবে, শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিবে ও আর্ত্তের রক্ষা করিবে।

রাজা কহিলেন, ভগবন্! সম্প্রতি আমার কিছুই নাই। কালক্রমে দান করিব, আমি অকপটেই ইহা বলিতেছি; ইহা ভাবিয়া প্রসন্ন হউন।

ঋষি কহিলেন, আমাকে কত দিন অপেক্ষা করিতে হইবে, শীঘ্র বল। নতুবা কোপানলে দগ্ধ হইতে হইবে।

রাজা কহিলেন, বিপ্রর্ষে! এক মাস মধ্যে আপনার দক্ষিণাধন প্রদান করিব। সম্প্রতি আমি ধনহীন হইয়াছি। অতএব গমনে অনুজ্ঞা প্রদান করুন।

ঋষি কহিলেন, নৃপশ্রেষ্ঠ! যাও যাও; স্বধর্ম্ম রক্ষা করিও। তোমার পথে যেন কোন বিপদ না ঘটে এবং তোমার বিপক্ষপক্ষেরও যেন ক্ষয় হয়।

পক্ষিরা কহিলেন, ঋষির অনুজ্ঞা পাইয়া রাজা গমন করিলেন। যিনি পদব্রজগমনের কোনমতেই উপযুক্তা নহেন, সেই শৈব্যা তাঁহার অনুগমন করিলেন। পৌরবর্গ পত্নী ও পুত্র সমভিব্যাহারে তাঁহারে পুরের বাহির হইতে দেখিয়া, তাঁহার অনুগমন ও এই বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল, হা নাথ! আমাদিগকে কিজন্য ত্যাগ করিতেছেন! দেখুন, আমরা নিত্যই আর্ত্তভাবাপন্ন। রাজন্! আপনি যেমন ধর্ম্মতৎপর, সেইরূপ পৌরদিগকে অনুগ্রহ করিয়া থাকেন। ধর্ম্মে

যদি শ্রদ্ধা থাকে, তাহা হইলে আমাদিগকেও সঙ্গে লউন। রাজেন্দ্র! মুহূর্ত্তমাত্র অপেক্ষা করুন। আমরা ভবদীয় মুখারবিন্দ নেত্রভ্রমরসহায়ে পান করিয়া লইব। পুনরায় কত দিনে আর উহা দেখিতে পাইব! যিনি প্রস্থান করিলে, রাজা সকল অগ্রে ও পশ্চাতে গমন করেন, এখন এই ভার্য্যা বালক পুত্রের সহিত তাঁহার অনুগামিনী হইয়াছেন! যিনি প্রস্থান করিলে, ভৃত্য সকল হস্তীতে আরোহণ করিয়া অগ্রে অগ্রে ধাবমান হয়, সেই রাজেন্দ্র হরিশ্চন্দ্র আজি পদচারে গমন করিতেছেন! হা রাজন্! তোমার এই সুন্দর ভ্রূ, সুশোভন ত্বক্ ও সমুন্নত নাসিকা সম্পন্ন সুকুমার মুখ পথিমধ্যে পাংশুভারে মলিন হইলে, নিতান্ত শোচনীয় মূর্ত্তি ধারণ করিবে। অতএব নৃপশ্রেষ্ঠ! থাকুন, থাকুন, আপনার ধর্ম্মপালন করুন। সকল বর্ণের, বিশেষতঃ ক্ষত্রিয়গণের অনৃশংসতাই পরম ধর্ম্ম। নাথ! আমাদের এই স্ত্রী, পুত্র, ধন, ধান্য কিছুতেই আর প্রয়োজন নাই। আমরা সমস্তই ত্যাগ করিয়া ছায়ার ন্যায়, আপনার অনুগামী হইব। হা নাথ! হা মহারাজ! হা স্বামিন্! কিজন্য আমাদিগকে ত্যাগ করিতেছেন! আপনি যেখানে, সেইখানেই আমরা। অধিক কি, যেখানে আপনি, সেইখানেই সুখ, সেইখানেই স্বর্গ ও সেইখানেই নগর।

পৌরবর্গের এই কথা শুনিয়া, রাজা শোকসমাচ্ছন্ন হইয়া, তৎক্ষণাৎ তাহাদের প্রতি অনুকম্পা-বশতঃ পথিমধ্যে অবস্থিতি করিলেন। রাজাকে পৌরগণের বাক্যে আকুলীকৃত অবলোকন করিয়া, বিশ্বামিত্র রোষ ও অমর্ষবশে বিবৃত্তলোচন হইয়া, তৎক্ষণাৎ তথায় আগমনপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, তুমি মিথ্যাবাদী, দুর্ব্বৃত্ত ও জিহ্মভাষী, তোমাকে ধিক্! দেখ, তুমি আমাকে রাজ্য দান করিয়া, প্রত্যাহরণে প্রবৃত্ত হইয়াছ।

ঋষির এইরূপ পরুষ বাক্যে কম্পান্বিত হইয়া, রাজা, যাইতেছি, বলিয়া, প্রিয়ার হস্ত আকর্ষণ করিয়া, ত্বরিত পদে প্রস্থান করিলেন। তদীয় ভার্য্যা অতিমাত্র কোমলাঙ্গী; সুতরাং পরিশ্রমে অতিমাত্র কাতরা হইয়া উঠিয়াছিলেন। রাজা সেইরূপে তাহার উপর আবার আকর্ষণ করিলে, বিশ্বামিত্র সহসা দণ্ডকাষ্ঠ দ্বারা তাঁহাকে প্রহার করিলেন। মহীপতি হরিশ্চন্দ্র ভার্য্যাকে প্রহার করিতে দেখিয়া, দ্বিরুক্তি করিলেন না, দুঃখার্ত্ত হইয়া, যাইতেছি, এইমাত্র বাক্য প্রয়োগ করিলেন।

ঐ সময়ে পাঁচজন বিশ্বদেবতা রাজা হরিশ্চন্দ্রকে তদবস্থ দর্শন করিয়া, কৃপারসবশংবদ হইয়া, পরস্পর বলিতে লাগিলেন, এই অতীব পাপিষ্ঠ বিশ্বামিত্র কোন্ লোকে গমন করিবে, জানি না। দেখ, এই পাপাত্মা যাজ্ঞিকগণের শ্রেষ্ঠ মহারাজ হরিশ্চন্দ্রকে স্বকীয় রাজ্য হইতে অবরোপিত করিল। আমরা আর কাহারই বা মহাযজ্ঞে শ্রদ্ধাসহকারে অভিষুত পরমপবিত্র মন্ত্রপূত সোমরস পান করিয়া, আহ্লাদ অনুভব করিব?

পক্ষিরা কহিল, তাঁহাদের এই কথায় বিশ্বামিত্র অতিমাত্র জাতক্রোধ হইয়া, তাঁহাদের সকলকেই শাপ দিলেন, তোমাদিগকে মনুষ্য হইয়া জন্মিতে হইবে। অনন্তর তাঁহারা প্রসন্ন করিলে, মহামুনি বিশ্বামিত্র পুনরায় বলিলেন, মনুষ্যযোনিতে পতিত হইলেও, তোমাদের সন্তান সমুৎপন্ন হইবে না। তোমাদের দারপরিগ্রহ ও মৎসরেরও উদ্রেক হইবে না। তোমরা পুনরায় কামক্রোধবিহীন দেবতা হইবে। অনন্তর বিশ্বদেবগণ স্ব স্ব অংশে কুরুভবনে অবতরণ করিয়া, দ্রৌপদীর গর্ভে সম্ভূত ও পাণ্ডবগণের পুত্র হইলেন। এই কারণ প্রযুক্তই দ্রৌপদীর সেই পঞ্চ মহারথ পুত্র মহামুনি বিশ্বামিত্রের শাপে দারসংগ্রহ প্রাপ্ত হন নাই। এই আমি তোমার নিকট দ্রৌপদীর পুত্রগণের কথাঘটিত সমস্ত বৃত্তান্তই বর্ণন করিলাম। আর কি শুনিতে ইচ্ছা হয়, বলুন।

ইতি দ্রৌপদীর পুত্রোৎপত্তি নাম সপ্তম অধ্যায়।

মৎসরেরও উদ্রেক হইবে না। তোমরা পুনরায় কামক্রোধবিহীন বিশ্বদেব হইবে। অনন্তর বিশ্বদেবগণ স্বস্ব অংশে কুরুভবনে অবতরণ করিয়া, দ্রৌপদীর গর্ভে সম্ভূত ও পাণ্ডবগণের পুত্র হইলেন। এই কারণ প্রযুক্তই দ্রৌপদীর সেই পঞ্চ মহারথ পুত্র মহামুনি বিশ্বামিত্রের শাপে দার-সংগ্রহ প্রাপ্ত হন নাই। এই আমি তোমার নিকট দ্রৌপদীর পুত্রগণের কথাঘটিত সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম। তুমি যে চারিটী প্রশ্ন করিয়াছিলে, তাহা বলিলাম। আর কি শুনিতে ইচ্ছা হয়, বলুন।

ইতি দ্রৌপদীর পুত্রোৎপত্তি নাম সপ্তম অধ্যায়।

অষ্টম অধ্যায়।

জৈমিনি কহিলেন, আপনারা মদীয় প্রশ্নের অনুরূপে ক্রমানুসারে সমস্তই বলিলেন। এক্ষণে রাজা হরিশ্চন্দ্রের কথা শুনিবার জন্য আমার অতিমাত্র কৌতূহল উদ্বুদ্ধ হইয়াছে। আহা, তিনি মহাত্মা হইয়াও, অতিমাত্র কষ্ট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন! দ্বিজোত্তমগণ! তিনি কি পরিণামে তাদৃশ অতিমাত্র সুখও ভোগ করিয়াছিলেন?

পক্ষিরা কহিল, রাজা হরিশ্চন্দ্র বিশ্বামিত্রের কথা শুনিয়া, দুঃখিত হইয়া, ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন। বালপুত্রা সহধর্ম্মিণী শৈব্যা তাঁহার অনুগামিনী হইলেন। তিনি ক্রমে ক্রমে দিব্য বারাণসীপুরীতে গমন করিলেন। কিন্তু এই পুরী স্বয়ং মহাদেবের পরিগ্রহ; ইহাতে মনুষ্যের অধিকার নাই, ভাবিয়া দুঃখার্ত্ত হইয়া, অনুকূলা পত্নীর সহিত তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। পুরীতে প্রবেশ করিবার সময়ে বিশ্বামিত্রকে উপস্থিত দেখিলেন। তাঁহাকে সমাগত দর্শন করিয়া বিনয়াবনত হইয়া, অঞ্জলি বন্ধনপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, মুনে! আমার এই পুত্র, ভার্য্যা ও প্রাণমাত্র অবশিষ্ট আছে। ইহার মধ্যে যাহাতে আপনার প্রকৃষ্টরূপে কার্য্যসিদ্ধি হইতে পারে, গ্রহণ করুন। অথবা, অন্য কোনরূপ কার্য্য আমাদের দ্বারা সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা থাকিলে, তদ্বিষয়েও অনুজ্ঞা করুন।

ঋষি কহিলেন, রাজর্ষে! সেই প্রতিশ্রুত এক মাস পূর্ণ হইয়াছে। অতএব নিজের অঙ্গীকার যদি ভুলিয়া না যাইয়া থাক, তাহা হইলে, আমাকে রাজসূয়যজ্ঞের দক্ষিণা দাও।

রাজা কহিলেন, ভগবন্! অদ্য মাস পূর্ণ হইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও দিনের অর্দ্ধেক আছে। অন্ততঃ, এই সময় অপেক্ষা করুন। আর আপনাকে প্রতীক্ষা করিতে হইবে না।

ঋষি কহিলেন, মহারাজ! আচ্ছা, তাহাই হইবে, আমি পুনরায় আসিব। যদি আজি না দাও, তাহা হইলে শাপ দিব।

পক্ষিরা কহিল, বিশ্বামিত্র এই কথা কহিয়া, প্রস্থান করিলে, রাজা চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি কিরূপে ইঁহাকে প্রতিশ্রুত দক্ষিণা প্রদান করিব? আমার সমৃদ্ধিমান্ মিত্রই বা কোথায়? এবং আমার নিজের অর্থই বা সম্প্রতি কোথায়? কি করিলেই বা প্রতিগ্রহ দূষিত হইতে না পারে এবং তজ্জন্য আমার অধঃপাতও সংঘটিত না হয়? আমার ত কিছুই নাই। অতএব প্রাণ-ত্যাগ করিব, কি, কোনদিকে পলাইয়া যাইব? অথবা প্রতিশ্রুত পূরণ না করিয়া যদি বিনষ্ট হই, তাহা হইলে, ব্রহ্মস্ব হরণ করিয়া, পাপে লিপ্ত হইয়া, আমাকে অধমের ও অধম কৃমি হইতে হইবে। অথবা কাহারও দাসত্ব স্বীকার করিব, না হয়, আত্মবিক্রয় করিব।

পক্ষিরা কহিল, রাজাকে ব্যাকুল হইয়া, অধোমুখে কাতর হৃদয়ে চিন্তা করিতে দেখিয়া, তদীয় পত্নী তৎক্ষণাৎ বাষ্পগদ্গদ বচনে বলিতে লাগিলেন, মহারাজ! চিন্তাত্যাগ করিয়া, স্বকীয় সত্য পালন করুন। মানুষ সত্যবহিষ্কৃত হইলে, শ্মশানের ন্যায় বর্জ্জনীয় হইয়া থাকে। অয়ি পুরুষব্যাঘ্র! স্বসত্যপরিপালন পুরুষের যাদৃশ পরমধর্ম্ম। এমন আর কিছুই নাই, বলিয়া থাকে।

যাহার বাক্য মিথ্যা হয়, অগ্নিহোত্র, অধ্যয়ন বা দানাদ্য নিখিল ক্রিয়া সমস্ত তাহার বিফল হইয়া থাকে। ধর্ম্মশাস্ত্রে সত্যকেই ধীমান্ পুরুষগণের উদ্ধারের একমাত্র উপায় ও মিথ্যাকেই অকৃতাত্মগণের পতনের হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। রাজা কৃতি সপ্ত অশ্বমেধ ও রাজসূয় যজ্ঞ করিয়াও, একবার মাত্র মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করাতে, স্বর্গবিচ্যুত হইয়াছিলেন। রাজন্! আমার পুত্র হইয়াছে। এই বলিয়াই তিনি উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। বাষ্প-সলিলে তদীয় নেত্রাস্ত পরিপ্লুত হইয়া গেল।

মহীপতি তদবস্থা তাঁহাকে সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন, ভদ্রে! এই বালক কাছে রহিয়াছে। অতএব সন্তাপ ত্যাগ কর। অয়ি গজগামিনি! যাহা বলিতে উৎসুকা হইয়াছিলে, তাহা বল।

পত্নী কহিলেন, রাজন্! আমার পুত্র জন্মিয়াছে। সাধুগণ পুত্রের জন্যই দার পরিগ্রহ করেন। অতএব আপনি আমাকে বিক্রয় করিয়া, তল্লব্ধ ধন দ্বারা ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা প্রদান করুন।

পক্ষিরা কহিল, এই কথা শ্রবণ করিয়াই, রাজার মোহ উপস্থিত হইল। অনন্তর সংজ্ঞালাভ করিয়া, অতিমাত্র দুঃখিত হইয়া, বিলাপ করিতে লাগিলেন, ভদ্রে! ইহাই আমার মহাদুঃখ, তুমি আমাকে ঐরূপ বলিতেছ। আমি পাপাত্মা হইলেও, তোমার সেই স্মিতপূর্ব্ব বাক্য সকল কি ভুলিতে পারিব! হায়, হায়, অয়ি শুচিস্মিতে! তুমিই বা কিরূপে এইরূপ বলিতে সমর্থ হইলে! এ কথা যখন বলিতেও কষ্ট হয়, তখন আমি কিরূপে করিতে পারিব! এই বলিয়া সেই নরশ্রেষ্ঠ আত্মাকে বারংবার ধিক্কার প্রদানপুরঃসর মূর্চ্ছাবেগে অভিভূত হইয়া, মহীপৃষ্ঠে নিপতিত হইলেন।

মহীপতি হরিশ্চন্দ্রকে তদবস্থ দর্শন করিয়া, রাজপত্নী নিতান্ত দুঃখিতা হইয়া, করুণ বাক্যে বলিতে লাগিলেন, হা মহারাজ! কাহার শাপে এইপ্রকার ঘটিল যে, আপনি রাঙ্কব আস্তরণের উপযুক্ত হইয়া, ভূপৃষ্ঠে নিপতিত হইলেন! যিনি ব্রাহ্মণদিগকে কোটি কোটি গো ও বিত্ত দান করিয়াছেন, আমার পতি সেই পৃথ্বীনাথ ভূমিতে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। হায়! কি কষ্ট! হা দেব! এই রাজা তোমার কি করিয়াছেন যে, ইনি ইন্দ্র ও উপেন্দ্রের সমান হইয়াও, ঈদৃশী প্রস্থাপনী দশা প্রাপ্ত হইলেন!

এই বলিয়া সেই সুশ্রোণী অসহনীয় ভর্ত্তৃদুঃখমহাভারে নিপীড়িতা ও মূর্চ্ছিতা হইয়া, নিপতিতা হইলেন। পিতা মাতা উভয়কেই অনাথ হইয়া, ভূমিতে পতিত হইতে দেখিয়া, শিশু অত্যন্ত ক্ষুধাবিষ্ট ও নিতান্ত দুঃখিত হইয়া, বলিতে লাগিলেন, তাত! তাত! আমাকে খাইতে দাও; মাতঃ! মাতঃ! আমাকে ভোজন প্রদান কর। আমার বলবতী ক্ষুধা হইয়াছে; জিহ্বাগ্র শুষ্ক হইতেছে।

পক্ষিরা কহিল, এই অবসরে মহাতপা বিশ্বামিত্র উপস্থিত হইলেন। তিনি রাজাকে মূর্চ্ছিত ও ভূপতিত অবলোকন করিয়া, সলিল-সমভ্যুক্ষণপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, রাজেন্দ্র! উঠ উঠ; আমাকে অভীষ্ট দক্ষিণা দাও। ঋণ শোধ না করিলে, দিন দিন দুঃখ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

হিমের ন্যায়, সুশীতল সলিলে তদ্রূপে আপ্যায়িত হওয়াতে, তৎক্ষণাৎ সংজ্ঞালাভ ও ঋষিকে অবলোকন করিয়া, রাজা পুনরায় মোহাচ্ছন্ন ও সেই ঋষিও ক্রোধসমাপন্ন হইলেন। তখন তিনি রাজাকে সবিশেষ আশ্বাসিত করিয়া বলিতে লাগিলেন, যদি ধর্ম্মে অবেক্ষা থাকে, তাহা হইলে, আমার সেই দক্ষিণা দাও। দেখ, সূর্য্য সত্যবলেই তাপ দান করেন; মেদিনী সত্যেই প্রতিষ্ঠিত আছেন; সত্যই পরম ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে এবং একমাত্র সত্যই স্বর্গের অধিষ্ঠান। সহস্র সহস্র অশ্বমেধ ও সত্য এই উভয় তুলায় ধারণ করিলে, অশ্বমেধসহস্র অপেক্ষা সত্যের ভার অধিক হইয়া থাকে। অথবা তুমি যেরূপ অনার্য্য, পাপাশয়, ক্রূর, মিথ্যাবাদী প্রভাবশালী রাজা, তাহাতে আমার আর এইরূপ সামবাদপ্রয়োগে প্রয়োজন কি? ভাল কথায় সহমানে বলিতেছি, শ্রবণ কর, রাজন্! যদি অদ্য আমায় দক্ষিণা না দাও, তাহাহইলে, সূর্য্যাস্তের পরই তোমাকে শাপ দিব।

এই বলিয়া ঋষি প্রস্থান করিলে, রাজা ভয়াতুর হইয়া, ভাবিতে লাগিলেন, আমি নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছি; ধনীও নির্দ্দয় হইয়া, নিতান্ত পীড়ন করিতেছেন। এরূপ অবস্থায় অধম আমি কোন্ দিকে পলায়ন করিব?

তখন তদীয় ভার্য্যা পুনরায় বলিতে লাগিলেন, আমি যাহা বলিলাম, তাহাই করুন; শাপানলে নিঃশেষে দগ্ধ হইয়া, পঞ্চত্ব লাভ করিবেন না।

পত্নী বারম্বার এইরূপে প্রণোদিত করিলে, রাজা কহিলেন, ভদ্রে! আমার আর ঘৃণা নাই। অতএব তোমাকেই বিক্রয় করিব। অতিনির্দ্দয় পুরুষগণও যাহা করিতে পারে না, আমি তাহা করিব। যদি আমার রসনা এইরূপ নিতান্ত দুর্ব্বাক্য বলিতে সমর্থ হয়, তাহাহইলে, করিতে পারিব।

ভার্য্যাকে এইরূপ বলিয়া, পরে তিনি নগরে গমন করিয়া, নিতান্ত ব্যাকুল অন্তঃকরণে বাষ্পাকুল লোচনে ও বচনে কহিতে লাগিলেন, নগরবাসী সকলে আমার কথা শ্রবণ কর। তোমরা কি জিজ্ঞাসা করিতেছ, তুমি কে? আমি অতি নির্দ্দয় ও অমানুষ। অথবা আমি অতিকঠিনস্বভাব রাক্ষস, কিম্বা তাহা অপেক্ষাও সমধিক পাপাত্মা। সেইজন্যই পরমপ্রিয়তমা ভার্য্যাকে বিক্রয় করিতে আসিয়াছি; নিজের প্রাণত্যাগ করিতে পারিলাম না। আমার এই প্রাণ অপেক্ষাও পরম অভিলাষের পাত্রীকে দাসী করিতে যদি তোমাদের মধ্যে কাহারও প্রয়োজন হয়, সে আমার প্রাণ থাকিতে থাকিতে শীঘ্র বলুক।

পক্ষিরা কহিল, অনন্তর কোন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আগমন করিয়া, রাজাকে বলিলেন, আমাকে দাসী প্রদান কর। আমি ধন দিয়া ক্রয় করিব, আমার প্রচুর অর্থ আছে। আমার প্রিয়া অতীব কোমলপ্রাণা। গৃহকর্ম্ম করিতে পারেন না। এই কারণে আমাকে প্রদান কর। তোমার স্ত্রীর কার্য্যদক্ষতা, বয়স, রূপ ও সৎস্বভাবের অনুরূপ এই অর্থ গ্রহণ করিয়া, উহাকে আমায় দাও।

ব্রাহ্মণ এইপ্রকার বাক্য প্রয়োগ করিলে, রাজার হৃদয় বিদীর্ণ হইল। তিনি দুঃখের উদ্রেক বশতঃ কিছুই আর বলিতে পারিলেন না। তখন সেই ব্রাহ্মণ রাজার বল্কলান্তে দৃঢ়রূপে ধনবর্দ্ধনপূর্ব্বক তদীয় পত্নীর কেশপাশ আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। জননীকে আকর্ষণ করিতে দেখিয়া, কাকপক্ষধর বালক রোহিতাশ্বও হস্ত দ্বারা তদীয় বস্ত্র আকর্ষণ করত রোদন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

তখন রাজপত্নী ব্রাহ্মণকে কহিলেন, আর্য্য! আমাকে ছাড়িয়া দিন, ছাড়িয়া দিন। আমি রোহিতাশ্বকে দেখিয়া লই। তাত! আর ইহাকে দেখিতে পাইব, কি না, সন্দেহ। বৎস! এস, দেখ, আমি তোমার জননী হইয়া, দাসীত্ব প্রাপ্ত হইলাম। তুমি রাজপুত্র। আমি এখন তোমার অস্পৃশ্যা হইয়াছি। অতএব আমাকে আর স্পর্শ করিও না।

অনন্তর সেই বালক জননীকে আকৃষ্টা হইতে দেখিয়া, মা মা বলিয়া, রোদন করিতে করিতে অশ্রুপূর্ণ লোচনে তৎক্ষণাৎ সমভিধাবনে প্রবৃত্ত হইলেন। ব্রাহ্মণ তদবস্থ তাঁহাকে ক্রোধভরে পাদপ্রহার করিলেন। তথাপি তিনি মা মা বলিতে লাগিলেন, কোন মতেই জননীকে ত্যাগ করিলেন না।

তখন রাজপত্নী ব্রাহ্মণকে কহিলেন, আপনি অধুনা আমার রক্ষাকর্ত্তা। অতএব এই বালককেও ক্রয় করুন। কেন না, আমাকে ক্রয় করিয়াছেন, সত্য; কিন্তু এই বালকব্যতিরেকে আমি কখন আপনার কার্য্যসাধনে সমর্থা হইব না। মন্দভাগিনী আমার প্রতি এই অনুগ্রহ বিতরণে উদ্যত হউন। বৎসের সহিত পয়স্বিনী ধেনুকে যেমন, এই বালকের সহিত আমাকেও তেমন সংযোজিত করুন।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, এই ধন গ্রহণ কর, বালক আমায় দাও। ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণ স্ত্রীপুরুষেরই কেবল শতসহস্র, লক্ষ বা কোটিমূল্য বেতন নিরূপিত করিয়াছেন, বালকের নহে।

পক্ষীরা কহিল, অনন্তর ব্রাহ্মণ সেইরূপে বালকেরও সেই বিত্ত রাজার উত্তরপটে বন্ধন ও মাতার সহিত সেই বালককে গ্রহণ করিয়া, একত্রে বদ্ধ করিলেন। তখন নরপতি স্ত্রী পুত্র উভয়কেই লইয়া যাইতে দেখিয়া, অতিমাত্র দুঃখিত হইয়া, বারংবার নিশ্বাস পরিহার পুরঃসর বিলাপ করিতে লাগিলেন, যাহাঁকে পূর্ব্বে বায়ু, তপন, চন্দ্র ও আমি ভিন্ন অপর ব্যক্তি কখন দেখিতে পায় নাই, সেই এই মদীয় পত্নী দাসীত্ব প্রাপ্ত হইলেন! এই বালকও সূর্য্যবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া, অপরের নিকট বিক্রীত হইলেন! আমার নিতান্তই মতিচ্ছন্ন ঘটিয়াছে। সর্ব্বথা আমাকে ধিক্! হা প্রিয়ে! হা বৎস! অনার্য্য আমার দুর্নীতি বশতঃ তোমরা দৈবাধীন দশা প্রাপ্ত হইলে! তথাপি আমার মৃত্যু হইল না। আমাকে ধিক্!

পক্ষিরা কহিল, রাজা এইরূপ বিলাপ করিতে লাগিলে, সেই বিপ্র তাঁহার পত্নী পুত্র উভয়কেই গ্রহণ করিয়া, ত্বরান্বিত হইয়া, অত্যুচ্চ গেহ ও বৃক্ষাদি অতিক্রম করত একবারেই অদৃশ্য হইয়া পড়িলেন। ঐ সময়ে বিশ্বামিত্রও উপস্থিত হইয়া, ধন যাচ্ঞা করিলেন। রাজাও তাঁহাকে পত্নীপুত্রের বিক্রয়লব্ধ সেই ধন দান করিলেন এবং শোকে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিলেন। বিশ্বামিত্র সেই ধন অল্প দেখিয়া, কুপিত হইয়া, রাজাকে কহিলেন, ক্ষত্রিয়াধম! তুমি কি ইহাকেই আমার সদৃশী যজ্ঞদক্ষিণা মনে করিতেছ? যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে, এখনই আমার সুতপ্ত তপস্যার, অমল ব্রাহ্মণ্যের, বিশুদ্ধ অধ্যয়নের ও উগ্র প্রভাবের অতিমাত্র বল অবলোকন কর।

রাজা কহিলেন, ভগবন্! আর কিয়ৎকাল অপেক্ষা করুন; অবশিষ্ট ধন দান করিব। সম্প্রতি আর কিছুই নাই; পত্নী ও পুত্র পর্য্যন্তও বিক্রয় করিয়াছি।

ঋষি কহিলেন, রাজন্! দিবসের আর চতুর্ভাগ অবশিষ্ট আছে। আমি এতাবৎকাল প্রতীক্ষা করিতে পারিব। এ বিষয়ে আর কোন উত্তর করিতে পারিবে না।

পক্ষিরা কহিলেন, রাজাকে এইরূপ নিষ্ঘৃণ ও নিষ্ঠুর বাক্য কহিয়া, কৌশিক কোপভরে সেই ধন গ্রহণ করিয়া, প্রস্থান করিলেন। বিশ্বামিত্র গমন করিলে, রাজা ভয়শোকসাগরের মধ্যগামী হইয়া, সর্ব্বাকারবিনিশ্চয়পূর্ব্বক অধোমুখে উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, যাহার আমাকে ধন দিয়া ক্রীতদাস করিবার প্রয়োজন আছে, সে সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই শীঘ্র বলুক। তখন ধর্ম্ম চণ্ডালবেশ ধারণ করিয়া, ত্বরিত পদে আগমন করিলেন। তাঁহার শরীর দুর্গন্ধে পূর্ণ, রুক্ষ ও বিকৃত ভাবাপন্ন; শ্মশ্রু ও দশনপংক্তি অতিমাত্র দীর্ঘ ও বিপুলায়ত; মনে ঘৃণার লেশ নাই; বর্ণ কৃষ্ণ, উদর লম্বিত, অক্ষিযুগল পিঙ্গলবর্ণ ও রূক্ষ, বাক্য অতি কর্কশ, গলদেশে শবমাল্য শোভমান, হস্তে কপাল, বদনমণ্ডল বিস্তৃত, হস্তে যষ্টি ও পক্ষিপুঞ্জ, দেহ অতি কৃশ, চতুর্দ্দিক কুক্কুরগণে বেষ্টিত এবং তাঁহার আকার প্রকার সমুদায়ই অতীব ভয়ঙ্কর ও প্রচণ্ড। তবস্থায় তিনি বারম্বার অতিবাদপ্রয়োগে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তিনি আসিয়া রাজাকে কহিলেন, তোমাকে আমার প্রয়োজন আছে। অল্প বা অধিক যাহা দিলে, তোমাকে পাওয়া যাইতে পারে, আপনার সেই মূল্য শীঘ্র নির্দ্দেশ কর।

পক্ষিরা কহিল, তাদৃশ অতিনিষ্ঠুর, অতিদুঃশীল ও অতিবাদপ্রবৃত্ত ক্রূরদৃষ্টি পুরুষকে লক্ষ্য করিয়া রাজা বলিলেন, তুমি কে?

চণ্ডাল কহিল, আমি এই পুরোত্তমে প্রবীরনামে বিখ্যাত চণ্ডাল। সকলেই জানে, আমি বধ্যের বধ ও শবের কম্বল সংগ্রহ করিয়া, জীবিকা নির্ব্বাহ করি।

রাজা কহিলেন, চণ্ডালের দাসত্ব নিতান্ত জুগুপ্সিত। তাহাতে আমার ইচ্ছা নাই। বরং বিশ্বামিত্রের শাপানলে দগ্ধ হইব, তথাপি, চণ্ডালের বশ্যতা স্বীকার করিব না।

পক্ষিরা কহিল, তিনি এইরূপ বলিতেছেন, এমন সময়ে বিশ্বামিত্র তথায় সমাগত হইয়া, রোষ ও অমর্ষ বশে লোচনদ্বয় ঘূর্ণিত করিয়া, কহিতে লাগিলেন, এই চণ্ডাল তোমাকে ভূরিপ্রমাণ ধন দান করিতে উপস্থিত হইয়াছে। তবে তুমি কিজন্য আমার যজ্ঞদক্ষিণা শোধ করিতেছ না?

রাজা কহিলেন, ভগবন্! আমি আত্মাকে সূর্য্যবংশসমুদ্ভূত জানি। কিরূপে সামান্য ধনের লোভে চণ্ডালের দাস হইতে পারি?

ঋষি কহিলেন, যদি তুমি এই চণ্ডালের নিকট আপনাকে বিক্রয় করিয়া, সেই ধন যথাকালে আমাকে না দাও, তাহা হইলে, নিশ্চয়ই তোমাকে অভিশপ্ত করিব।

এই কথায় হরিশ্চন্দ্রের প্রাণ চিন্তামাত্রে প্রতিষ্ঠিত হইল। তখন তিনি, ভগবন্! প্রসন্ন হউন, বলিয়া বিহ্বল হৃদয়ে ঋষির পদযুগল ধারণ করিলেন। এবং বলিতে লাগিলেন, আমি আপনার দাস, তাহার উপর একান্ত ব্যাকুল ও ভয়প্রাপ্ত হইয়াছি; বিশেষতঃ আমি আপনার একমাত্র ভক্ত। অতএব প্রসন্ন হউন; চণ্ডালসম্পর্ক যাহার পর নাই ক্লেশজনক।

ঋষি কহিলেন, যদি তুমি আমার দাস, তাহা হইলে, আমি আমার দাসভাবপ্রাপ্ত তোমাকে অর্ব্বুদবিত্তে চণ্ডালহস্তে সম্প্রদান করিলাম।

পক্ষিরা কহিল, তিনি এইপ্রকার বলিলে, চণ্ডাল হৃষ্টচিত্ত হইয়া, তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে অর্ব্বুদবিত্ত প্রদান ও রাজাকে বন্ধন করিয়া, নিজ পত্তনে লইয়া গেল। একে ইষ্টবন্ধুবিয়োগজন্য রাজার ক্লেশের সীমা ছিল না; তাহার উপর চণ্ডাল দণ্ডের আঘাত করাতে, অত্যন্ত সন্ত্রান্ত হইয়া উঠিলেন এবং তাঁহার মনও ব্যাকুলভাবাপন্ন হইল। তিনি চণ্ডালপত্তনে অবস্থিতি করত প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন, সায়ং, এই তিন সময়েই এইরূপ গান করিয়া থাকেন, সেই বালা, দীনমুখ বালককে আপনার পুরোভাগে অবলোকন করিয়া, দীনমুখীও অসুখাবিষ্টা হইয়া, আমাকে এই ভাবিয়া, স্মরণ করিয়া থাকেন যে, রাজা ধন সংগ্রহ করিয়া, ঋষিকে তাঁহার প্রার্থনাধিক বিত্ত প্রদানপূর্ব্বক আমাদের উভয়কেই উদ্ধার করিবেন। কিন্তু সেই মৃগশাবাক্ষী জানিতেছেন না যে, আমি আরও পাপতর হইয়া উঠিয়াছি। রাজ্যনাশ, সুহৃত্ত্যাগ, কন্যাপুত্রবিক্রয়, অবশেষে এই চণ্ডালতা প্রাপ্তি, আহা, আমার দুঃখের উপরি দুঃখ সমুদ্ভাবিত হইয়াছে!

এই রূপে তিনি হৃতসর্ব্বস্ব ও আতুরভাবাপন্ন হইয়া, চণ্ডালপত্তনে অবস্থিতি করত নিত্য পরম প্রিয়তম পুত্র ও তদ্গতপ্রাণা সহধর্ম্মিণীকে স্মরণ করিয়া থাকেন। কিয়ৎকালাবসানে, তাঁহাকে চণ্ডালের বশানুগত হওয়াতে, শ্মশানে শববস্ত্রের আহরণকার্য্যে নিযুক্ত হইতে হইল। শববস্ত্রের আহরণব্যবসায়ী তদীয় প্রভু সেই চণ্ডাল তাঁহাকে অনুশাসন করিলেন, তুমি শবের আগমন অনুসন্ধান করত এই শ্মশানে দিবানিশ অবস্থিতি কর। প্রত্যেক শবে রাজাকে ষড়্ভাগ দিতে হইবে। অবশিষ্ট তিন ভাগ আমার এবং অপর দুই ভাগ তোমার বেতনস্বরূপ নির্দ্ধারিত রহিল।

চণ্ডাল এইপ্রকার অনুশাসন করিলে, রাজা তদনুসারে দক্ষিণদিকে বারাণসীপ্রান্তে প্রতিষ্ঠিত শবমন্দিরে তৎক্ষণে আগমন করিলেন। ঐ শ্মশানে নিয়ত ভয়ঙ্কর উচ্চধ্বনি সমুত্থিত হইতেছে। শত শত শিবা উহাকে আচ্ছন্ন করিয়া আছে। শব সকলের মৌলিপরম্পরায় উহা একবারেই পরিপূর্ণ। উহাতে রাশি রাশি ধূম ও দুর্গন্ধ উত্থিত হইতেছে। পিশাচ, ভূত, বেতাল, ডাকিনী ও যক্ষগণে উহা পরিব্যাপ্ত, গৃধ্র ও গোমায়ুসমূহে আচ্ছন্ন, কুক্কুরনিকরে পরিবেষ্টিত, অস্থিসংঘাতে আকীর্ণ ও মহাদুর্গন্ধে পরিপূর্ণ। মৃতগণের বন্ধুরা উহাতে নানাপ্রকার আর্ত্তনাদ করিতেছে। তদ্ব্যতীত অযুত অযুত ভয়ঙ্কর কোলাহল সমুত্থিত হইতেছে। হা পুত্র! হা মিত্র! হা বন্ধো! হা ভ্রাতঃ! হা বৎস! হা প্রিয়ে! হা পিতঃ! হা মাতঃ! হা পতে! হা ভগিনি! হা মাতুল! হা পিতামহ! হা মাতামহ! হা পৌত্র! হা বান্ধব! অদ্য তুমি কোথায় গেলে! আইস! এইপ্রকার বাক্য প্রয়োগে প্রবৃত্ত লোক সকলের তুমুল ধ্বনি তথায় শ্রূয়মাণ হইতেছে। জ্বলমান মাংস, মেদ ও বসারাশির ছমচ্ছমিত শব্দে উহার চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত। অর্দ্ধদগ্ধ শ্যামবর্ণ শব সকল চিতাগ্নির মধ্যস্থল আশ্রয় করিয়া, দশনপংক্তি বিকসিত করত, এই বলিয়াই যেন হাস্য করিতেছে, শরীরের এই দশা! অগ্নির চটচটাশব্দ, অস্থিরাশিতে পতমান পক্ষীগণের শন্ শন্ শব্দ, বান্ধবগণের চীৎকারশব্দ, চণ্ডালগণের

হর্ষজনিত শব্দ এবং লীয়মান ভূত, বেতাল, পিশাচ ও রাক্ষসগণের শব্দ একত্র মিলিত হইয়া, প্রলয়সময়সমুদ্ভূত সর্ব্বলোকভয়াবহ সুমহান্ শব্দের ন্যায়, তথায় শ্রূয়মাণ হইতেছে। মহিষ ও গোগণের রাশি রাশি কারীষে উহার সকল স্থল পরিপূর্ণ রহিয়াছে। তত্তৎ-কারীষরাশি দগ্ধ করিয়া সমুত্থাপিত রাশি রাশি ভস্ম ও সমুন্নত অস্থিস্তূপ একত্র মিলিত হইয়া, উহাকে আবৃত করিয়াছে। রাশি রাশি উপহারমাল্য ও প্রদীপ উহার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। কাকপংক্তি অনবরত তত্রত্য কৃষ্ণচন্দন বৃক্ষ সকল বিক্ষিপ্ত করিতেছে। উহাতে নানাপ্রকার শব্দ প্রায়ই সমুত্থিত হইতেছে। এই সকলের সান্নিধ্যে ঐ শ্মশান সাক্ষাৎ নরক হইয়া উঠিয়াছে। রাজা তাদৃশ ভয়ঙ্কর শ্মশানে পদার্পণমাত্র দুঃখিত হইয়া, এই বলিয়া শোক করিতে লাগিলেন, হা বিধে! আমার ভৃত্যগণ, মন্ত্রিবর্গ ও ব্রাহ্মণসমূহ এবং সেই সুবিপুল রাজ্যই বা কোথায় গেল! হা শৈব্যে! হা পুত্র। তোমরাই বা বিশ্বামিত্রের দোষে হতভাগ্য আমাকে ত্যাগ করিয়া কোথায় গেলে! এইপ্রকার পরিদেবন পুরঃসর তিনি চণ্ডালের আদেশবাক্য পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিয়া, ইতস্ততঃ ধাবমান হইতে লাগিলেন। তাঁহার দেহ মলভারে আচ্ছন্ন, সর্ব্বাঙ্গ রূক্ষভাবাপন্ন, শরীরে অতিমাত্র দুর্গন্ধ, হস্তে ধ্বজ, পরিধান লকুটমাত্র এবং মস্তক ও চিবুক ইত্যাদিতে রাশি রাশি কেশ। এই সকলে তিনি সাক্ষাৎ কালের ন্যায় ও তন্নিবন্ধন জীবিত সত্ত্বেও যোন্যন্তর প্রাপ্ত হইয়াছেন। তদবস্থায়, এই শবে এই মূল্য পাওয়া গিয়াছে, আমি এই মূল্য প্রাপ্ত হইব, ইহা আমার, ইহা রাজার, ইহা প্রভু চণ্ডালকে দিতে হইবে, এই প্রকার বলিতে বলিতে চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইতে লাগিলেন। জীর্ণবস্ত্রে গ্রন্থি দিয়া, তাহারই কাঁথা করিয়া গায়ে ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার মুখ, বাহু, উদর ও পদ সমুদায়ই চিতাভস্মে ও শ্মশানধূলিতে পরিপূর্ণ। তাঁহার হস্তের অঙ্গুলি সকলও রাশি রাশি মেদ, বসা ও মজ্জাতে লিপ্ত হইয়াছে। বিবিধ শবান্ন আহার করিয়া, তাহাতেই উদরতৃপ্তি করিয়া থাকেন। শবমাল্য সংগ্রহ করিয়া, তাহাতেই মস্তক মণ্ডিত করেন। তাঁহার দীর্ঘ নিশ্বাসের একবারও বিরাম নাই। কি দিবা, কি রাত্রি, নিদ্রার সম্পর্ক নাই। বারম্বার কেবল উচ্চৈঃস্বরে হাহাকার করিতেছেন।

এইরূপ অবস্থায় দ্বাদশমাস, শত শত বৎসরের ন্যায়, অতিবাহিত হইলে, সেই বন্ধুবিয়োগবিধুর রূক্ষাঙ্গ নরপতি কোন সময়ে শ্রান্ত ও তন্নিবন্ধন নিদ্রায় অভিভূত ও নিশ্চেষ্ট হইয়া, শয়ন করিলেন। শয়ন করিয়াই, অত্যাশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখিলেন; তিনি যেন দৈবের বলবত্তা বশে ও শ্মশানাভ্যাসযোগের সাহায্যে অন্য দেহ ধারণ করিয়া, গুরুকে গুরুদক্ষিণা প্রদান করিয়াছেন। তাহাতে দ্বাদশ বর্ষ দুঃখদান হইতে তাঁহার নিষ্কৃতি হইয়াছে। তিনি আরও দেখিলেন, যেন পুক্কসীগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তিনি সেই গর্ভে থাকিয়া যেন চিন্তা করিলেন, এই গর্ভ হইতে নিস্ক্রান্ত হইয়াই, দানধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিব। অনন্তর তিনি যেন তৎক্ষণাৎ পুক্কসবালক রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া, শ্মশানে মৃতসংস্কারকরণে সর্ব্বদা ব্যাপৃত রহিলেন। তদবস্থায় সপ্তম বর্ষ সমাগত হইলে, কোন গুণী ব্রাহ্মণ বন্ধু কর্ত্তৃক মৃত অবস্থায় শ্মশানে আনীত হইলেন। তাঁহার ধন নাই। তজ্জন্য, তিনি যেন মূল্যার্থী হইয়া, ব্রাহ্মণদিগকে পরিভূত করিলেন। তখন ব্রাহ্মণেরা বিশ্বামিত্রের আচরিত উল্লেখ করিয়া, তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, তুমি পাপকারী। তোমাকে নিতান্ত পাপময় অশুভ কর্ম্মই করিতে হইবে। পূর্ব্বে রাজা হরিশ্চন্দ্র ব্রহ্মস্ব হরণ করিয়া, পুণ্য বিনাশ বশতঃ বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক পুক্কসযোনিতে নিপাতিত হইয়াছেন। ইহাতেও যখন তিনি তাঁহাদিগকে ক্ষমা করিলেন না, তখন তাঁহারা তাঁহাকে রোষভরে এই শাপ দিলেন, নরাধম! তুমি এখনই ঘোর নরকে গমন কর।

এইপ্রকার বাক্য প্রযোজিত হইবামাত্র, তিনি সেই স্বপ্নস্থ অবস্থায় তৎক্ষণাৎ অতীব ভয়ঙ্কর যমদূতদিগকে পাশহস্তে সমাগত দর্শন করিলেন। পরক্ষণেই দেখিলেন, তাহারা তাঁহাকে বলপূর্ব্বক দৃঢ় করে গ্রহণ করিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। তখন তিনি খিন্ন হইয়া, হা মাতঃ! হা

পিতঃ! তোমরা এখন কোথায়! এইপ্রকার বাক্য প্রয়োগে প্রবৃত্ত হইলে, তাহারা তাহাঁকে তৈল-দ্রোণীতে নিপাতিত করিল। অনন্তর ক্রকচ ও ক্ষুরধার দ্বারা অধোভাগে পাটিত করিয়া, অন্ধতমসে নিক্ষেপ করিলে, তিনি ক্ষুৎপিপাসার্ত্ত হইয়া পূয ও শোণিত ভোজন করিতে লাগিলেন। অনন্তর সপ্ত-বর্ষ মৃতাত্মাকে পুক্কসযোনিতে দর্শন করিলেন। প্রতিদিন নরকের পর নরকে দগ্ধ ও পচিত, খেদিত ও ক্ষোভিত, মারিত ও পাটিত, ক্ষারিত ও দীপিত এবং শীত ও বাতে আহত হইতে লাগিলেন। তাঁহার নরকে এক এক দিন এক শত বর্ষের সমান হইল। যমদূতেরা তাঁহাকে ঐরূপে শতবর্ষ নরকে মগ্ন করিয়া রাখিল।

অনন্তর নরক হইতে পৃথিবীতে নিপতিত হইয়া, তিনি বিষ্ঠাভোজী কুক্কুর হইয়া, জন্মগ্রহণ করিলেন। তদবস্থায় বমি ভক্ষণ করত জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া, অবশেষে শীতে দগ্ধ হইয়া, একমাস মধ্যেই মরিয়া গেলেন। পরে আপনাকে গো, গর্দ্দভ, হস্তী, বানর, ছাগ, বিড়াল, কঙ্ক, মেষ, পক্ষী, কৃমি, মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, শ্বাবিধ, কুক্কুট, শুক, সারিকা ও সর্প এবং অন্যবিধ দেহ ও স্থাবর যোনি সকল ভোগ করিতে দেখিলেন। অনন্তর দিন দিন বিবিধ প্রাণিরূপে জন্মিতে লাগিলেন।

এইরূপে বর্ষশত তত্তৎ কুযোনিতে গমন করিয়া, পূর্ণ হইলে, রাজা একদা আপনাকে স্বকীয় বংশে সমুদ্ভূত অবলোকন করিলেন। সেই বংশে থাকিয়া, তাঁহার রাজ্য দ্যূতে অপহারিত হইল। এবং ভার্য্যা ও পুত্রও তৎসঙ্গে হৃত হওয়াতে, তিনি একাকী বনগমন করিলেন। সেই বনে গিয়া দেখিলেন, ভয়াবহ সিংহ বদনব্যাদান করিয়া শরভের সহিত মিলিত হইয়া, তাঁহাকে ভক্ষণ করি-বার জন্য উপস্থিত হইয়াছে। অনন্তর সিংহ ভক্ষণ করিলে, তিনি পুনরায় পত্নীর উদ্দেশে শোক করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, হা শৈব্যে! আমি দুঃখে অভিভূত হইয়াছি, তুমি আমাকে এখানে ত্যাগ করিয়া কোথায় গেলে! অনন্তর পুনরায় পুত্রের সহিত স্বকীয় ভার্য্যাকে অবলোকন করিলেন। তিনি যেন বলিতে লাগিলেন, মহারাজ! দ্যূতক্রীড়ায় প্রয়োজন কি? আমাদিকে পরিত্রাণ করুন; ত্বদীয় পুত্র ভার্য্যা [illegible]ার সহিত শোচনীয় অবস্থায় উপস্থিত হই-য়াছে। তখন তিনি বারম্বার ধাবমান হইয়াও, তাঁহাদিগকে যেন আর দেখিতে পাইলেন না। অন-ন্তর তিনি যেন স্বর্গে থাকিয়া, অবলোকন করিলেন, তদীয় ভার্য্যাকে বলপূর্ব্বক লইয়া যাইতেছে। তিনি তদবস্থায় মুক্তকেশে দীনবেশে হীনবাসে হাহাকার পরিহার পুরঃসর বারম্বার বলিতেছেন, আমাকে ত্রাণ করুন, ত্রাণ করুন। অনন্তর তিনি অবলোকন করিলেন, তদীয় মহিষী যেন অন্তরীক্ষে থাকিয়া, ধর্ম্মরাজের আদেশবশবর্ত্তিনী হইয়া, ক্রন্দন করিতে করিতে বলিতেছেন, মহারাজ! বিশ্বামিত্র তোমার জন্য যমকে জানাইয়াছেন। আপনি এখানে আসুন। এই বলি-য়াই তাঁহাকে যেন সর্পপাশে বদ্ধ করিয়া, বলপূর্ব্বক লইয়া যাইতে লাগিলেন। স্বয়ং যম তাঁহার নিকট বিশ্বামিত্রের অনুষ্ঠিত কার্য্য কীর্ত্তন করিলেন। তথাপি তাঁহার অধর্ম্মজনিত কোনরূপ বিকৃতি বৰ্দ্ধিত হইল না।

এইরূপে স্বপ্নে যে যে দশা অবলোকন করিলেন, দ্বাদশ বর্ষ যাবৎ তত্তৎ দশা তাঁহার বিশেষরূপে ভোগ করিতে হইল। দ্বাদশ-বর্ষ পর্য্যবসানে যমদূতেরা বলপূর্ব্বক লইয়া গেলে, তিনি সাক্ষাৎ যমকে দর্শন করিলেন। তখন যম তাঁহাকে কহিলেন, মহারাজ! বিশ্বামিত্রের কোপ নিরা-কৃত করা সহজ নহে। এমন কি, কেই ঋষি তোমার পুত্রেরও মৃত্যু সংঘটিত করিবেন। অত-এব তুমি মানুষলোকে গমন করিয়া দুঃখশেষ ভোগ কর। সেখানে গেলে, দ্বাদশ বর্ষের অবসানে দুঃখের শেষ ও শ্রেয় লাভ করিবে।

অনন্তর তিনি যমদূতগণ কর্ত্তৃক প্রণোদিত হইয়া, অন্তরীক্ষ হইতে পতিত হইলেন। যমলোক হইতে পতিত হইলে, ভয় ও সম্ভ্রমবশতঃ তাঁহার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। তখন তিনি সমুদায় চিন্তা করিয়া, বলিতে লাগিলেন, হায়, কি কষ্ট! ক্ষতে ক্ষারসেচন হইল! স্বপ্নেও মহাদুঃখ দর্শন করিলাম, যাহার অন্ত নাই! অনন্তর তিনি পুক্কসদিগকে সম্ভ্রমসহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি

স্বপ্নে যে দ্বাদশ বর্ষ দেখিলাম, বাস্তবিকই তাহা অতীত হইয়াছে কি? তাহাদের মধ্যে কেহ বলিল, না; অন্যান্যেরা কহিল, তাহাই বটে।

রাজা শুনিয়া দুঃখিত হইয়া, দেবগণের শরণ গ্রহণ করিলেন এবং কহিলেন, তাঁহারা আমার, শৈব্যার ও বালকের কল্যাণ বিধান করুন। যিনি সকলের শ্রেষ্ঠ, সেই ধর্ম্মকে নমস্কার; যিনি সকলের বিধাতা, সেই কৃষ্ণকে নমস্কার; বৃহস্পতি! তোমাকে নমস্কার; ইন্দ্র! তোমাকেও নমস্কার। এই বলিয়া তিনি শব সকলের মূল্যকরণরূপ চণ্ডালের কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। তৎসহকারে তাঁহার স্মৃতিরও বিলোপ হইল। তাঁহার কলেবর মলভারে পরিপূরিত, মস্তকে জটা, শরীর কৃষ্ণবর্ণ, পরিধান লকুট এবং জ্ঞানের লেশমাত্র নাই। তদবস্থায় ভার্য্যা পুত্র সকলকেই ভুলিয়া গেলেন। রাজ্যনাশবশতঃ তাঁহার উৎসাহেরও লেশমাত্র নাই; শ্মশানেই অনবরত অবস্থিতি করেন।

ঐ সময়ে তদীয় বালক পুত্রকে সর্প দংশন করাতে, তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার ভার্য্যা সেই মৃত পুত্রকে গ্রহণ করিয়া, বিলাপ করিতে করিতে তথায় গমন করিলেন। তিনি বারম্বার, হা পুত্র! হা বৎস! হা শিশো! এইপ্রকার বলিতেছেন। তাঁহার মনে আর মন নাই; তাঁহার কেশপাশ ধূলিভারে আচ্ছন্ন হইয়াছে; শরীর কৃশ ও বিবর্ণ। তদবস্থায় তিনি বলিতে লাগিলেন, হা রাজন্! তুমি পূর্ব্বে যাহাকে রমমাণ দেখিয়াছিলে, আজি তাহাকে দুষ্ট সর্পদংশনে প্রাণত্যাগ করিয়া, মহীপৃষ্ঠে শয়ন করিতে দেখিতেছ!

তাঁহার সেই বিলাপ বাক্য শ্রবণ করিয়া, মৃতকম্বল লাভ হইবে, ভাবিয়া, রাজা ত্বরিত পদে তথায় আগমন করিলেন। স্মৃতিশক্তির লোপ হওয়াতে, ভার্য্যাকে তিনি চিনিতেই পারিলেন না। বহু দিন বিপ্রযোগবশতঃ তিনি সতত সন্তাপ ভোগ করিতেছেন এবং যেন তাঁহার পুনর্জ্জন্ম হইয়াছে। এই কারণেও তাঁহাকে রাজা চিনিতে পারিলেন না। তিনিও পূর্ব্বে রাজাকে চারুকেশান্ত দেখিয়াছিলেন। অধুনা, জটাচ্ছন্ন ও তন্নিবন্ধন শুষ্ক বৃক্ষের ন্যায় হইয়াছেন, দেখিয়া, কোনমতেই চিনিতে পারিলেন না। অনন্তর রাজা আশীবিষপীড়িত ও কৃষ্ণপট্টে সমাচ্ছন্ন সেই বালককে রাজেন্দ্রলক্ষণসম্পন্ন দর্শন করিয়া, চিন্তা করিতে লাগিলেন, হায় কি কষ্ট! কোন রাজার গৃহে এই শিশুর জন্ম হইয়াছিল; দুরাত্মা কৃতান্ত ইহাকে কোন্ দিকে লইয়া গিয়াছে। এইরূপে মাতার উৎসঙ্গশায়ী এই বালককে দর্শন করিয়া, আমার সেই পদ্মপলাশলোচন বালক রোহিতাশ্বকে আজি মনে পড়িয়া গেল। যদি ক্রূর কৃতান্ত আপনার বশে আনিয়া না থাকে, তাহাহইলে আমারও সেই বৎস এতাবতী বয়োবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ঐ সময়ে রাজপত্নী বিলাপ করিতে লাগিলেন, হা বৎস! কোন্ পাপের অপধ্যানবশতঃ আমার ঈদৃশ অতীব ভয়ঙ্কর মহৎ দুঃখ উপস্থিত হইল, যাহার অন্ত দেখিতেছি না! হা নাথ! হা রাজন্! আমি দারুণ দুঃখে পতিত হইয়াছি। তুমিও আমাকে আশ্বাস না দিয়া, কোন্ স্থানে অবস্থিতি করিতেছ! কিরূপেই বা তথায় বিশ্বস্তচিত্তে আছ! রে বিধে! তুমি হরিশ্চন্দ্রের কি না করিলে! তাঁহার রাজ্য বিনষ্ট হইল, বন্ধু বান্ধবের সহিত বিপ্রয়োগ ঘটিল, অবশেষে ভার্য্যা ও পুত্রও বিক্রীত হইল!

তাঁহার এই কথা শুনিয়া, রাজা স্বস্থান হইতে তৎক্ষণাৎ চ্যুত হইলেন। তখন দয়িতা ও মৃতপুত্র উভয়কেই চিনিতে পারিয়া, দুঃখে অতিমাত্র সন্তপ্ত হইয়া, এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন, হায় কি কষ্ট! আমার সেই শৈব্যা এবং আমার সেই এই বালক! বলিতে বলিতে তাঁহার মূর্চ্ছা হইল। তখন শৈব্যা তদবস্থ রাজাকে চিনিতে পারিয়া, সবিশেষ অভিভূতা ও মূর্চ্ছিতা হইয়া, ধরাতল আশ্রয় করিলেন। তাঁহার স্পন্দনশক্তি রহিত হইল। অনন্তর রাজা ও রাজপত্নী উভয়েই সমকালে চেতনা লাভ করিয়া নিরতিশয় সন্তাপগ্রস্ত ও শোকভারে অবপীড়িত হইয়া, বিলাপ করিতে লাগিলেন।

রাজা কহিলেন, হা বৎস! তোমার সেই সুন্দর লোচন, সুন্দর ভ্রূ, সুন্দর নাসিকা ও সুন্দর অলকারাজি বিরাজিত সর্ব্বসুন্দর মুখ একবারেই ম্লানভাবাপন্ন হইয়াছে, দেখিয়াও আমার হৃদয় কেন

বিদীর্ণ হইতেছে না! হায়! কে আর মধুর স্বরে, তাত! তাত! বলিয়া স্বয়ং সমাগত হইবে! আমিও সৌহৃদ্যভরে গাঢ় করে আর কাহারে আলিঙ্গন করিয়া, বৎস! বৎস! বলিয়া সম্বোধন করিব! হায়, আর কাহার জানুপ্রেরিত পিঙ্গলবর্ণ ক্ষিতিরেণু দ্বারা আমার উৎসঙ্গ, অঙ্গ, উত্তরীয়, সমুদায়ই মলিন হইয়া উঠিবে! হা বৎস! তুমি আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হইতে সম্ভূত হইয়াছ এবং মনও হৃদয় উভয়েরই আনন্দ বিধান করিয়া থাক; কিন্তু আমি তোমার এমনি কুপিতা যে, তোমাকে সামান্য বস্তুর ন্যায়, বিক্রয় করিলাম! দৈবরূপ সর্প নির্দ্দয় হইয়া, ধন ও সাধন সহিত আমার সুবিপুল রাজ্য নিঃশেষে হরণ করিয়া, অবশেষে আমার পুত্ররত্নকে দংশন করিল! অধুনা আমি দৈবাহিদষ্ট পুত্রের বদনপদ্ম নিরীক্ষণ করিয়া, ভয়ঙ্কর বিষে অন্ধীকৃত হইলাম! এই বলিয়া, বাষ্পগদ্‌গদ হইয়া, পুত্রকে যেমন আলিঙ্গন করিলেন, তৎক্ষণাৎ স্পন্দহীন ও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

তদ্দর্শনে রাজপত্নী কহিতে লাগিলেন, ইনিই সেই বিদ্বজ্জনের মনশ্চন্দ্র পুরুষসিংহ হরিশ্চন্দ্র. স্বর দ্বারা চিনিতে পারা যাইতেছে। ইহাঁরও এই নাসিকা সেইরূপ উন্নত ও অগ্রভাগে অধো-মুখীন এবং দন্ত সকলও মুকুলসদৃশ। এই নরেশ্বর অদ্য কিজন্য শ্মশানে আসিলেন? এই বলিয়া তিনি পুত্রশোক ত্যাগ করিয়া, ভূপতিত পতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। তিনি যেমন পতিপুত্রশোকে নিতান্ত নিপীড়িতা, দীনভাবাপন্না ও একান্ত কর্শিতা হইয়াছিলেন, সেইরূপ সমুদায় দেখিয়া শুনিয়া, বিস্ময়রসের বশবর্ত্তিনী হইলেন। অনন্তর তিনি দেখিতে দেখিতে স্বামীর সেই জুগুপ্সিত দণ্ড দর্শন করিলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁহার মোহ উপস্থিত হইল। ধীরে ধীরে চেতন লাভ করিয়া, গদ্‌গদ বাক্যে বলিতে লাগিলেন, রে দৈব! তোমাকে ধিক্! তুমি অতি নির্দ্দয়, মর্য্যাদাহীন ও জুগুপ্সিত। সেইজন্যই এই দেবসদৃশ রাজাকে চণ্ডালযোনিতে নিপাতিত করিয়াছ! রাজ্যনাশ, সুহৃত্ত্যাগ ও স্ত্রীপুত্রবিক্রয় করাইয়াও তুমি ইহাঁকে ছাড় নাই; অবশেষে চণ্ডাল করিয়াছ! হা রাজন্! আমি সন্তপ্তা হইয়া ধরাতল আশ্রয় করিয়াছি! কিজন্য আমাকে উত্থাপিতা করিয়া, পর্য্যঙ্কে আরোহণ কর, বলিতেছ না! হায়! বিধাতার এ কি বিড়ম্বনা! আজি আর আপনার সেই ছত্র, ভৃঙ্গার, চামর ও বীজন কিছুই দেখিতেছি না! যিনি পূর্ব্বে গমন করিলে; শত শত রাজা ভৃত্যত্ব স্বীকার করিয়া, আপনাদের উত্তরীয় দ্বারা অগ্রে অগ্রে পৃথিবীর ধূলি অপসারিত করিয়া যাইতেন, তিনি আজি দুঃখপীড়িত হইয়া, মৃতকপালসংলগ্ন ঘটী ও ঘটসমূহে স্থানশূন্যপ্রায়, এই অতীব অপবিত্র ও নিতান্ত দারুণ ভাবাপন্ন শ্মশানে বিচরণ করিতেছেন! গৃধ্র ও গোমায়ুগণের চীৎকারে ক্ষুদ্র বিহঙ্গম সকল এখান হইতে পলায়ন করিতেছে। মৃতগণের মাংসাদি আহার করিয়া, নিশাচরগণ সানন্দে এখানে সঞ্চরণ করিতেছে। রাশি রাশি ভস্ম, অঙ্গার, অর্দ্ধদগ্ধ অস্থি ও মজ্জা এই সকলের সংঘট্ট বশতঃ ইহা সকলেরই ভয়াবহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। রাশি রাশি চিতাধূম উত্থিত হইয়া, সমুদায় দিগন্তর নীলীকৃত করিয়াছে। নৃপনন্দিনী শৈব্যা এই বলিয়াই স্বামীর কণ্ঠসমাশ্লেষপুরঃসর ক্লেশ ও শোকভারের মধ্যবর্ত্তিনী হইয়া, আর্ত্তবচনে বিলাপ করিতে লাগিলেন, রাজন্! ইহা স্বপ্ন অথবা সত্য ঘটনা; যাহা আপনার মনে হয়, বলুন। মহাভাগ! আমার মন মোহে একান্ত আচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছে। অয়ি ধর্ম্মজ্ঞ! যদি ইহা প্রকৃত ঘটনাই হয়, তাহা হইলে, ধর্ম্মে সহায়তা নাই এবং ব্রাহ্মণ ও দেবাদির পূজাতেও কোন ফল নাই এবং পৃথিবী পালন করিয়াও, কোনরূপ ইষ্টাপত্তির সম্ভাবনা নাই। বুঝিলাম, সংসারে আর ধর্ম্ম নাই। ধর্ম্ম যখন নাই, তখন সত্য, সরলতা ও অনৃশংসতাও কিরূপে থাকিবে? যদি থাকিত, তাহা হইলে, সেই ধর্ম্মের নিতান্ত অনুগত বা একমাত্র আশ্রিত হইয়াও, তোমাকে স্বকীয় রাজ্য হইতে অবরোপিত হইতে হইত না!

রাজ্ঞীর এই কথা শুনিয়া, রাজা উষ্ণ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, গদ্‌গদ বাক্যে, যেরূপে চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার নিকট তাহা বলিলেন। তিনিও দুঃখিতা হইয়া, উষ্ণ নিশ্বাস ত্যাগ ও রোদন করিয়া, স্বকীয় পুত্রের মরণবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিলেন।

রাজা শুনিয়া কহিলেন, প্রিয়ে! আর দীর্ঘকাল কেবল ক্লেশেরই উপাসনা করিতে ভাল লাগিতেছে না। এদিকে আমার আত্মাও আয়ত্ত নহে। আমার এই হতভাগ্যতা প্রত্যক্ষ কর। চণ্ডালকর্ত্তৃক অননুজ্ঞাত হইয়া, অগ্নিতে যদি প্রবেশ করি, তাহা হইলে, পুনরায় পর জন্মে চণ্ডালেরই দাস হইতে হইবে। অনন্তর মৃত্যুর অবসানে ক্ষুদ্রকীট ও কৃমিভোজী হইয়া, রাশি রাশি পূয, বসা, শোণিত ও স্নায়ু পিচ্ছিল বৈতরণীনরকে পতিত হইব। পরে অসিপত্রবনে দারুণ ছেদ প্রাপ্ত হইয়া, তথা হইতে রৌরব ও মহারৌরব, এই দুই নরকে যথাক্রমে গমন করিয়া, সন্তাপ ভোগ করিব। দুঃখরূপ সাগরে মগ্ন হইয়াছি; প্রাণপরিহারই ইহার সাক্ষাৎ পার প্রাপ্তি। একমাত্র বংশধর এই যে বালক ছিল, আমার দৈবরূপ অম্বুবেগ বলবান্ হইয়া, ইহাকেও মগ্ন করিল! আমি পরের অধীন হইয়া, নিতান্ত ক্লেশ ভোগ করিতেছি; কিরূপে প্রাণ পরিহার করিব! অথবা, আর্ত্তিক্লিষ্ট লোকে পাপ অবেক্ষা করে না। পুত্রের বিয়োগে যেরূপ দুঃখ, তির্য্যগ্‌যোনিতেও সেরূপ দুঃখ নাই; রৌরবনরকেও সেরূপ ক্লেশ হয় না; বৈতরণীতেও তাদৃশ দুঃখের সম্ভাবনা কোথায়? অতএব অগ্নি প্রজ্বলিত হইলেই, আমি এই পুত্রদেহ সহিত তাহাতে পতিত হইব। অয়ি তন্বঙ্গি! যদি কোন অপরাধ করিয়া থাকি, ক্ষমা করিবে। অয়ি শুচিস্মিতে! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি, তুমি বিপ্রভবনে গমন কর। আমি যাহা বলিতেছি, আদর সহকারে তাহা শ্রবণ কর। যদি আমি দান করিয়া থাকি; অথবা যদি হোম করিয়া থাকি; কিম্বা যদি গুরুদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া থাকি; তাহা হইলে, পরলোকে পুনরায় পুত্রের ও তোমার সহিত সংমিলিত হইব। তোমার সহিত পুত্রের অনুসন্ধানে গমন করা যদিও আমার পক্ষে প্রশস্ত কল্প; কিন্তু ইহলোকে আমার এই অভিপ্রেতসিদ্ধির সম্ভাবনা কোথায়? অয়ি শুচিস্মিতে! আমি হাস্য বা রহস্য করিতে করিতেও, যদি কিছু অশিষ্ট কথা বলিয়া থাকি, ক্ষমা করিবে; ইহাই আমার একমাত্র প্রার্থনা। তুমি আপনাকে রাজপত্নী ভাবিয়া, গর্ব্ববশতঃ সেই ব্রাহ্মণকে অবজ্ঞা করিও না। শুভে! তুমি তাঁহাকে সর্ব্বপ্রযত্নে স্বামী ও দেবতার ন্যায়, সন্তুষ্ট রাখিবে।

রাজপত্নী কহিলেন, আমিও আর দুঃখভার বহন করিতে পারি না। অতএব আপনার সহিত অদ্যই প্রজ্বলিত পাবকে প্রবেশ করিব।

পক্ষিরা কহিল, তখন রাজা চিতা প্রস্তুত ও তাহাতে পুত্রকে আরোপিত করিয়া, ভার্য্যার সহিত বদ্ধাঞ্জলিপুটে, যিনি পরমাত্মা ও সকলের ঈশ্বর; যিনি নারায়ণ ও হরি; যিনি সকলের হৃৎকোটরগুহায় শয়ন করিয়া আছেন; যিনি সুরগণেরও ঈশ্বর; যিনি অনাদিনিধন ব্রহ্মস্বরূপ; যিনি কৃষ্ণ ও পীতাম্বর, সেই সত্বস্বরূপ বাসুদেবের চিন্তা করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে ইন্দ্রাদি যাবতীয় অমরবর্গ ধর্ম্মকে পুরোবর্ত্তী করিয়া, সত্বরে তথায় সমাগত হইলেন। সমাগত হইয়া, সকলেই বলিতে লাগিলেন, রাজন্! শ্রবণ কর, এই সাক্ষাৎ পিতামহ, এই স্বয়ং ভগবান্ ধর্ম্ম, এই সাধ্য ও বিশ্বদেবগণ, মরুৎ ও লোকপালগণ; নাগ ও সিদ্ধগণ; গন্ধর্ব্ব ও রুদ্রগণ, অশ্বিনীকুমারযুগল ও অন্যান্য অনেক দেবতা, সকলেই উপস্থিত হইয়াছেন। অধিক কি, এই বিশ্বামিত্র; বিশ্বত্রয় যাঁহাকে পূর্ব্বে মিত্র করিতে পারে নাই; তিনিও তোমার সহিত মৈত্রীকরণে ও তোমার অভীষ্টপূরণে উৎসুক হইয়াছেন।

অনন্তর ধর্ম্ম, ইন্দ্র ও বিশ্বামিত্র তৎক্ষণাৎ তথায় অবতরণ করিলেন। তন্মধ্যে ধর্ম্ম কহিলেন, রাজন্! দুঃসাহসে প্রবৃত্ত হইও না; আমি ধর্ম্ম; তোমার সকাশে সমাগত হইয়াছি। তুমি তিতিক্ষা, দম ও সত্যাদি স্বকীয় গুণপরম্পরায় আমারে সবিশেষ তুষ্ট করিয়াছ।

ইন্দ্র কহিলেন, অয়ি মহাভাগ হরিশ্চন্দ্র! আমি ইন্দ্র, তোমার অন্তিকে আসিয়াছি। তুমি আপনার ভার্য্যা ও পুত্রের সহিত সনাতন লোক সকল জয় করিয়াছ। অধুনা, স্ত্রী ও পুত্রের সহিত স্বর্গে আরোহণ কর। সেই স্বর্গ অন্য লোকের অতীব দুষ্প্রাপ্য হইলেও, তুমি আত্মীয় কর্ম্মপরম্পরায় তাহা জয় করিয়াছ।

পক্ষিরা কহিল, অনন্তর প্রভু ইন্দ্র চিতাস্থানগত হইয়া, আকাশ হইতে অপমৃত্যুবিনাশন অমৃতময় বর্ষ এবং তৎসহকারে পুষ্পবৃষ্টি ও দেবদুন্দুভিনিস্বন প্রণয়ন করিলেন। ঐ সময়ে দেবগণে পরিপূর্ণ সভা সমস্ত যেখানে সেখানে বিরাজমান হইল। তখন মহাত্মা হরিশ্চন্দ্রের মৃত পুত্র পূর্ব্বের ন্যায় সুকুমার কলেবরে, সুস্থদেহে, প্রসন্নচিত্তে ও প্রসন্ন ইন্দ্রিয়ে তৎক্ষণাৎ উত্থান করিলেন। রাজা হরিশ্চন্দ্রও ভার্য্যার সহিত ক্ষণমধ্যেই দিব্যবস্ত্র ও দিব্যমাল্য ধারণ করিয়া, দিব্যশ্রীযুক্ত হইয়া, পুত্রকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক সুস্থ, সম্পূর্ণচিত্ত ও অতিমাত্র আমোদযুক্ত হইলে, ইন্দ্র পুনরায় তাঁহারে কহিলেন, তুমি পত্নী ও পুত্রের সহিত পরম সদগতিলাভ করিবে। অধুনা, স্বকীয় কর্ম্মফল সহায়ে স্বর্গে সমারূঢ় হও।

হরিশ্চন্দ্র কহিলেন, স্বীয় প্রভু চণ্ডাল আমাকে নিষ্কৃতি ও অনুমতি না দিলে, আমি স্বর্গে যাইতে পারিব না।

ধর্ম্ম কহিলেন, তোমার এইপ্রকার ক্লেশ অবশ্য ঘটিবে, আত্মমায়াবলে অবগত হইয়া, আমিই নিজে চণ্ডাল হইয়া, তাদৃশ চপলতা প্রদর্শন করিয়াছি।

ইন্দ্র কহিলেন, পৃথিবীর সমুদয় লোক যে স্থানের প্রার্থনা করে, তুমি সেই পুণ্যশীল সাধুগণের স্থানে অধিরোহণ কর।

রাজা কহিলেন, দেবরাজ! আপনাকে নমস্কার। আপনি প্রসন্ন হইয়াছেন। সেইজন্যই আমি প্রশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া বলিতেছি, অনুগ্রহপূর্ব্বক শ্রবণ করুন। কোশলানগরের অধিবাসীরা মদীয় শোকে মগ্নমানস হইয়া আছে। তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া, আজি আমি কিরূপে যাইব? ব্রহ্মহত্যা, গুরুত্যাগ, গোবধ ও স্ত্রীবধ করিলে, যে মহাপাপ সঞ্চিত হয়, ভক্তত্যাগেও সেই পাপ, কথিত হইয়াছে। ভজনশীল ও অদুষ্ট ভক্তকে ত্যাগ করিতে নাই। ত্যাগ করিলে, ইহলোক বা পরলোক কুত্রাপি সুখ উপলব্ধ হয় না; সুতরাং আমি স্বর্গে গমন করিব না। সুরেশ্বর! যদি তাহাদের সহিত স্বর্গে যাইতে পারি, তাহা হইলেই যাইব। অধিক কি, তাহাদের সহিত আমি নরকেও গমন করিতে পারি।

ইন্দ্র কহিলেন, তাহাদের বহুতর পৃথক্ পৃথক্ পাপ পুণ্য আছে; সুতরাং তাহাদের সহিত একত্রে তুমি কিরূপে স্বর্গভোগ করিবে?

রাজা কহিলেন, দেবরাজ! রাজা কুটুম্বিগণের প্রভাবেই রাজ্যভোগ করিয়া, বিবিধ মহাযজ্ঞ দ্বারা যজন ও পৌর্ত্তকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন। আমিও তাহাদের প্রভাবে তত্তৎ কার্য্য সকল সম্পাদন করিয়াছি; সুতরাং তাহারা আমার উপকারী। তাহাদিগকে স্বর্গকামনায় ত্যাগ করিতে পারিব না। অতএব দেবরাজ! আমার যে কিছু সুকৃতি বা পুণ্য আছে, অথবা আমি যে দান করিয়াছি, যজ্ঞ করিয়াছি ও জপ করিয়াছি, তৎসমস্ত আমার সহিত তাহারা সমানে ভোগ করুক। আমার যে কর্ম্মের ফল বহুকালে ভোগ হইবে, আপনার প্রসাদে একদিনেই তাহাদের সহিত আমার তাহা ভোগ হউক। আমি ঐরূপ বহুকাল ভোগ করিতে চাই না।

পক্ষীরা কহিল, আচ্ছা, তাহাই হইবে, বলিয়া ত্রিভুবনেশ্বর ইন্দ্র, ধর্ম্ম ও স্বয়ং বিশ্বামিত্র প্রসন্ন হৃদয়ে স্বর্গলোক হইতে মহীতলে অবরোহণ করিলেন। তৎক্ষণাৎ কোটি কোটি দিব্যবিমানে তাহা পূর্ণ হইয়া গেল। অনন্তর তাঁহারা সকলে অযোধ্যায় গমন করিয়া, তত্রত্য অধিবাসীদিগকে কহিতে লাগিলেন, তোমরা সকলে স্বর্গে আরোহণ কর। অনন্তর মহাতপা বিশ্বামিত্র ইন্দ্রের সেই কথা শ্রবণ করিয়া, রাজার প্রতি প্রীতিমান্ হইয়া, রোহিতাশ্বকে আনয়নপূর্ব্বক অযোধ্যার সিংহাসনে অধিরোহিত করিলেন। তখন অযোধ্যার লোক সকল দেবগণ, মুনিগণ ও সিদ্ধগণের সহিত একযোগে রোহিতাশ্বকে রাজা করিয়া, হরিশ্চন্দ্রের সহিত মিলিত ও হৃষ্ট পুষ্ট সুহৃজ্জনে বেষ্টিত হইয়া, স্ত্রী, পুত্র ও ভৃত্যবর্গের সমভিব্যাবহারে স্বর্গে সমারূঢ় হইল। তাহারা প্রতিপদেই তৎকালে বিমান হইতে বিমানান্তরে গমন করিতে আরম্ভ করিলে, হরিশ্চন্দ্রের হর্ষের সীমা রহিল

না। অনন্তর নরপতি বিমানপরম্পরার সহায়তায় স্বর্গে সমারূঢ় হইয়া, প্রাকারপরিবেষ্টিত পুরাকারে অবস্থিতি করিলেন। সর্ব্বশাস্ত্রার্থতত্ত্ববিৎ দৈত্যগুরু মহাভাগ শুক্র তাঁহার তাদৃশী সমৃদ্ধি সন্দর্শন করিয়া, তদুপলক্ষে বক্ষ্যমাণ গাথা গান করিলেন, হরিশ্চন্দ্রের সমান রাজা হয় নাই, হইবেও না। যে ব্যক্তি ইহার চরিতকথা শ্রবণ করে, সে নিতান্ত দুঃখার্ত্ত হইলেও, অতীব সুখ প্রাপ্ত হয়; এমনকি, স্বর্গার্থীর স্বর্গলাভ হয়, পুত্রার্থী পুত্রপ্রাপ্ত হয়, ভার্য্যার্থীর ভার্য্যালাভ হয়, রাজ্যার্থীর রাজ্যপ্রাপ্তি হয়। অহো! দানের কি মাহাত্ম্য! তিতিক্ষার কি মহিমা! এই উভয়ের সহায়েই হরিশ্চন্দ্রের স্বর্গ ও ইন্দ্রপদ প্রাপ্তি হইল!

পক্ষিরা কহিল, হরিশ্চন্দ্রের চরিতকথা আপনার নিকট আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিলাম। অতঃপর রাজসূয়যজ্ঞবিপাকবশতঃ পৃথিবীর ক্ষয় ও সেই বিপাক নিমিত্ত যে তুমুল আড়িবকযুদ্ধ হইয়াছিল, সেই কথা শেষ করুন।

ইতি হরিশ্চন্দ্রোপাখ্যান নাম অষ্টম অধ্যায়।

নবম অধ্যায়।

পক্ষিরা কহিল, রাজা হরিশ্চন্দ্র রাজ্যচ্যুত ও স্বর্গে সমাগত হইলে, তদীয় পুরোহিত মহাতেজা বিশ্বামিত্র জলবাস হইতে বহির্গত হইলেন। তিনি দ্বাদশবর্ষ ঐরূপে গঙ্গাবাস করিয়াছিলেন। সর্ব্বদাই জলের ভিতরেই থাকিতেন। জল হইতে বাহিরে আসিয়া বিশ্বামিত্রের আচরিত ও উদারকর্ম্মা রাজা হরিশ্চন্দ্রের বিনাশঘটনা এবং তৎসহকারে তাঁহার চাণ্ডালসংক্রমণ ও ভার্য্যাতনয়বিক্রয় সমস্তই শুনিলেন। শুনিয়া, তিনি রাজার প্রতি যেরূপ প্রীতিমান হইলেন, বিশ্বামিত্রের উপরি সেইরূপ জাতক্রোধ হইয়া বলিতে লাগিলেন, সেই বিশ্বামিত্র আমার শতপুত্রের প্রাণ সংহরণ করিয়াছে। তাহাতেও তাহার উপর আমার তাদৃশ ক্রোধ উদ্ভূত হয় নাই, অদ্য রাজাকে স্বরাজ্য হইতে অবরোপিত করিতে শুনিয়া যাদৃশ ক্রোধের সঞ্চার হইতেছে। দেখ, এই রাজা মহাত্মা, মহাভাগ এবং দেব ও দ্বিজগণের পূজক, সত্যবাদী, শান্তস্বভাব, শত্রুর প্রতিও মৎসরবিহীন, সর্ব্বথা নিষ্পাপ, ধর্ম্মমাত্রপরায়ণ, অপ্রমত্ত ও আমারই আশ্রিত। যেহেতু, সেই বিশ্বামিত্র ঈদৃশগুণবিশিষ্ট রাজাকেও ভৃত্য, পুত্র ও স্ত্রীর সহিত অন্ত্যদশায় নিপাতিত ও রাজ্য হইতে পরিচ্যুত এবং অন্যান্য বহুপ্রকারে নিগৃহীত করিয়াছে, সেইহেতু সেই ব্রহ্মদ্বেষী, দুরাত্মা ও প্রাজ্ঞগণের পরিত্যক্ত মূঢ় বিশ্বামিত্র আমার শাপে কলুষীকৃত ও বকযোনি প্রাপ্ত হইবে।

পক্ষিরা কহিল, এই শাপ শ্রবণ করিয়া, মহাতেজা বিশ্বামিত্রও প্রতিশাপ প্রদান করিয়া কহিলেন, তুমিও আড়ি হইয়া জন্মিবে। তাঁহারা ব্রহ্মতেজসম্পন্ন হইলেও, পরস্পরের শাপে তির্য্যগ্‌যোনিতে পতিত হইলেন। উভয়েই পরমতেজীয়ান্। যোন্যন্তর লাভ করিলেও, তাঁহাদের সেই তেজের বৃদ্ধি ভিন্ন ক্ষয় হইল না। উভয়েই মহাবল-পরাক্রম হইয়া, অতীব রোষসহকারে তুমুল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। আড়ি পরিমাণে দুই সহস্র যোজন এবং বক ষণ্নবত্যধিক তিনসহস্র যোজন সমুচ্ছ্রিত। উভয়েই গুরুতরবিক্রমপ্রকাশপুরঃসর পক্ষপ্রহার সহায়ে পরস্পরকে আহত করিয়া, প্রজালোকের অতীব ভয় সমুদ্ভাবনে প্রবৃত্ত হইলেন। বক পক্ষসমস্ত বিধুনিত করিয়া, রক্তবর্ণ ঘূর্ণিত লোচনে আড়িকে আঘাত করিলেন। আড়িও গ্রীবা উন্নমিত করিয়া, পদদ্বয় সহায়ে বককে প্রতিঘাত করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহাঁদের পক্ষপবনে প্রক্ষিপ্ত হইয়া, পর্ব্বতপ্রচয় পৃথিবীতে বেগে পতিত হইল। তাহাদের পতনে আহত হইয়া, বসুন্ধরা কম্পিতা হইয়া উঠিলেন। তাঁহার কম্পবশতঃ জলধি সকলের জলরাশি উদ্বৃত্ত হইতে লাগিল। অনন্তর পৃথিবী

পাতালগমনোন্মুখী হইয়া, একপার্শ্বে নত হইয়া পড়িলেন। ঐ সময়ে কেহ গিরিনিপাতে, কেহ সাগরসলিলে, কেহ বা বহ্নিসঙ্কলনে প্রাণত্যাগ করিল।

এইরূপে সমস্ত জগৎ অতিমাত্র ত্রস্ত, হাহাকারে পূর্ণ, অচেতন ও নিরতি সম্ভ্রমগ্রস্ত এবং সমুদায় মেদিনীমণ্ডল পর্য্যস্ত হইয়া উঠিলে এবং লোক সকল আকুলীকৃত ও সন্ত্রাসবিমুখ হইয়া, হা বৎস! হা কান্ত! হা শিশো! প্রস্থান কর, আগমন কর, এই আমি এখানে রহিয়াছি; হা প্রিয়ে! হা কান্ত! ঐ পর্ব্বত পতিত হইতেছে, শীঘ্র পলায়ন কর, ইত্যাকার বাক্য প্রয়োগে প্রবৃত্ত হইলে, পিতামহ যাবতীয় বৃন্দারকবৃন্দে পরিবৃত হইয়া, তথায় আগমনপূর্ব্বক অতিমাত্র রোষপরায়ণ তাঁহাদের উভয়কেই কহিলেন, তোমরা যুদ্ধ হইতে ক্ষান্ত হও, লোক সকল সুস্থ হউক।

তাঁহারা উভয়ে অব্যক্তযোনি পিতামহের বাক্য শ্রবণ করিয়াও, রোষামর্ষে সমাবিষ্ট হইয়া, যুদ্ধ করিতে লাগিলেন; নিবৃত্ত হইলেন না। তখন পিতামহ লোক সকলের ক্ষয়দশা দর্শন করিয়া, তাঁহাদের উভয়ের হিতান্বেষণতৎপর হইয়া, তির্য্যগ্‌ভাব অপাকৃত করিলেন। অনন্তর উভয়ে পূর্ব্ব স্বরূপ প্রাপ্ত হইলে, তাঁহাদিগকে কহিলেন, বৎস বশিষ্ঠ! তুমি যুদ্ধ ত্যাগ কর; বৎস বিশ্বামিত্র! তুমিও যুদ্ধ করিও না। তামসভাবের সমাবেশ হওয়াতেই, তোমরা এইরূপ যুদ্ধ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলে।

রাজা হরিশ্চন্দ্রের এই রাজসূয়যজ্ঞবিপাক এবং তোমাদের উভয়ের যুদ্ধ পৃথিবীর ক্ষয়দশা উপস্থিত করিয়াছে। দেখ, এই কৌশিকশ্রেষ্ঠ, রাজা হরিশ্চন্দ্রের কেবল অপকারই করেন নাই। বরং উপকারপদেই প্রতিষ্ঠিত হইয়া, তাঁহার স্বর্গপ্রাপ্তি সমাহিত করিয়াছেন। তোমরা তপস্যার মূর্ত্তিমান্ বিঘ্ন কামক্রোধের বশীভূত হইয়াছ। এক্ষণে উহা ত্যাগ কর। তোমাদের কল্যাণ হউক। ব্রহ্মই প্রচুর বল।

পিতামহ এইপ্রকার কহিলে, উভয়েই লজ্জিত হইয়া, প্রীতিভরে পরস্পর আলিঙ্গন করিয়া, ক্ষমা করিলেন। অনন্তর পিতামহ দেবগণ কর্ত্তৃক বন্দিত হইয়া, স্বকীয় লোকে গমন করিলে, বশিষ্ঠও আত্মস্থানে প্রস্থান এবং কৌশিকও স্বীয় আশ্রমপদে গমন করিলেন।

যে সকল মনুষ্য এই আড়িবকযুদ্ধ ও এই হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান সম্যক্ বিধানে কীর্ত্তন ও শ্রবণ করিবে, শ্রুতমাত্রই তাহাদের পাপাপনোদন হইবে এবং কস্মিন্ কালে কোনরূপ বিঘ্নকার্য্যও ঘটিবে না।

ইতি আড়িবকযুদ্ধ নাম নবম অধ্যায়।

দশম অধ্যায়।

জৈমিনি কহিলেন, অয়ি দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, আমার সংশয় নিরাকরণ করুন, কিরূপে জন্তুর আবির্ভাব ও তিরোভাব হইয়া থাকে? কিরূপে সে জন্মগ্রহণ ও বৃদ্ধিলাভ করে? কিরূপেই বা উদরমধ্যস্থ ও অঙ্গনিপীড়িত হইয়া, অবস্থিতি করে? উদর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াই বা কিরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়? মৃত্যুসময়েই বা কিরূপে তাহার চেতনার পরিহার হইয়া থাকে? সকল জন্তুই মৃত্যুর পর পাপপুণ্যফল ভোগ করে। কিরূপেই বা তাহাদের তত্তৎ ফলভোগ সম্পন্ন হইয়া থাকে? দেখ, যে স্ত্রীকোষ্ঠে অতিমাত্র গুরুদ্রব্য সমস্তও ভুক্তমাত্র জীর্ণ হয়, সেই গর্ভাশয়ে পিণ্ডীকৃতের ন্যায় অবস্থিতি করিয়াই বা কিরূপে সে জীর্ণ হয় না? রাশি রাশি ভক্ষ্যও ঐ স্ত্রীর কোষ্ঠে জীর্ণ হয়। সে নিতান্ত ক্ষুদ্রভাবাপন্ন হইলেও, কিজন্যই বা জীর্ণ হয় না? আপনারা আমাকে এই সকল বলুন। এরূপ ভাবে বলিবেন, যেন আর কোনরূপ সন্দেহবাদ না থাকে? জন্তুমাত্রেই এই পরম গুহ্য বিষয়ে মোহিত হয়।

পক্ষিরা কহিলেন. আপনি জন্মমৃত্যুঘটিত এই যে প্রশ্নভার নিবেশিত করিলেন, ইহার যেমন তুলনাই হয় না, সেইরূপ ইহা সহজে নির্ণয় করাও দুর্ঘট। পূর্ব্বে সুমতিনামে পরম ধর্ম্মাত্মা পুত্র পিতার নিকট যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করুন। ভৃগুবংশীয় কোন মহামতি ব্রাহ্মণ আপনার কৃতোপনয়ন, শান্তস্বভাব, পরমবুদ্ধিমান্, জড়রূপী পুত্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, অয়ি সুমতে! তুমি আদি হইতে যথানুক্রমে যাবতীয় বেদ অধ্যয়ন কর এবং গুরুশুশ্রূষায় ব্যগ্র হইয়া, ভিক্ষালব্ধ অন্নে উদর পূরণ ও পরে গার্হস্থ্য আশ্রম অবলম্বন, উৎকৃষ্ট যজ্ঞ সকলের সম্পাদন এবং অভীষ্ট পুত্র সমুৎপাদন পূর্ব্বক অরণ্যবাসী হও। অনন্তর বৎস! বনবাসী হইয়া, পরিব্রাজকবৃত্তি অবলম্বন ও পরিগ্রহত্যাগ করিলে, পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হইবে; যাঁহাকে লাভ করিলে, আর তোমাকে শোক করিতে হইবে না।

পক্ষিরা কহিলেন, পিতা বারম্বার এইপ্রকার কহিলে, পুত্র জড়ত্ববশতঃ হাঁ, কি, না, কিছুই বলিলেন না। পিতাও কিন্তু নিবৃত্ত না হইয়া, পুনঃ পুনঃ অনেক বার ঐপ্রকার কহিতে লাগিলেন। পিতা পুত্রপ্রীতির পরতন্ত্রতাপ্রযুক্ত মধুরাক্ষরসম্পন্ন পরমমনোহারী বাক্যে ঐরূপে বারম্বার প্রণোদিত করিলে, পুত্র উচ্চস্বরে হাস্য করিয়া, উত্তর করিলেন, তাত! আপনি অদ্য যাহা উপদেশ করিতেছেন, তাহা অনেকবার অভ্যাস করা গিয়াছে। এতদ্ভিন্ন, অন্যান্য বহুবিধ শাস্ত্র ও নানাপ্রকার শিল্পও অনেক বার শিক্ষা করিয়াছি। আমি যে ইতিপূর্ব্বে অযুত অযুত বার জন্মিয়াছি, তাহাও অদ্য মনে পড়িয়া গেল। তত্তৎ জন্মে ক্ষয় ও বৃদ্ধি বশতঃ কতই নির্ব্বেদ ও কতই পরিতোষ ভোগ করিয়াছি; শত্রু, মিত্র ও কলত্রের কতই বিয়োগ ও কতই সঙ্গম অনুভব করিয়াছি; কত মাতা ও কত পিতাই দর্শন করিয়াছি; কত সুখ ও কত দুঃখই বা অনুভব করিয়াছি! কতই বান্ধব ও কতই বা পিতা প্রাপ্ত হইয়াছি। কতবারই কত স্ত্রীর বিষ্ঠা-মূত্রে পিচ্ছিলভাবাপন্ন গর্ভাশয়ে বাস করিয়াছি; কতবার কত রোগই ভোগ ও কত পীড়াই সহ্য করিয়াছি; কতবারই গর্ভযন্ত্রণা ভোগ এবং বাল্যে, যৌবনে ও বার্দ্ধক্যেই বা কতবার কত ক্লেশ সহ্য করিয়াছি! একে একে তৎসমস্তই মনে পড়িতেছে। আমার এই এক জন্ম নহে, শত শত বার ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি; পশু, পক্ষী, কীট ও মৃগ-যোনিতে উদ্ভূত হইয়াছি; সহস্র সহস্র বার আহবশালী রাজা, আবার তাহাদের ভৃত্য হইয়াও জন্মিয়াছি। আবার, কত শত বার আপনার এই গৃহে আমার এইরূপে জন্ম হইয়া গিয়াছে। কত সহস্রবার কত লোকের ভৃত্য হইয়াছি, দাস হইয়াছি, স্বামী হইয়াছি ও দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা হইয়াছি। আবার, কত শত বার দরিদ্র হইতে হইয়াছে। কত শত বার হত্যা করিয়াছি, আবার স্বয়ং হত হইয়াছি এবং অন্য দ্বারা অন্যকে নিপাতিত করিয়াছি। আবার কত শত বার লোক-দিগকে দান করিয়াছি এবং তাহাদের দান লইয়াছি। আবার, কত শত বার পিতা, মাতা, সুহৃৎ, ভ্রাতা ও কলত্রাদিজনিত সন্তোষ ভোগ করিয়াছি, আবার, অসন্তোষও ভোগ করিয়া, অশ্রু-সলিলে আমার বদনমণ্ডল প্রক্ষালিত হইয়া গিয়াছে।

তাত! এই রূপে এই সাক্ষাৎ সঙ্কটস্বরূপ, সংসারচক্রে ভ্রমণ করিতে করিতে আমার ঈদৃশ মুক্তিজনক জ্ঞানলাভ হইয়াছে। ইহা লাভ হওয়াতে, ঋক্, যজু ও সামনামক ক্রিয়াকলাপ সর্ব্বথা বিফল ও অসম্যক্ বলিয়া, আমার প্রতীত হইতেছে। আমার যখন জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে, তৎসহকারে বিশ্বগুরু পরমাত্মাকে অবগত হইয়া, যখন কামনাশান্তিরূপ তৃপ্তিরও সঞ্চার হই-য়াছে এবং মায়া মোহ তিরোহিত হওয়াতে, যখন আত্মা সর্ব্বতোভাবে শুদ্ধিলাভ করিয়াছেন ও তৎপ্রভাবে যখন আর কোন বিষয়ে কোনরূপ চেষ্টা নাই, তখন বেদে প্রয়োজন কি? ষট্প্রকার ক্রিয়া, দুঃখ, সুখ, হর্ষ, রস ও গুণপরম্পরা এই সকলের যাহাতে সম্পর্ক নাই, আমি এখন সেই ব্রহ্ম-রূপ পরমপদ প্রাপ্ত হইব। আমি বিশেষরূপে জানিয়াছি, এই সংসার দুঃখের পরম্পরামাত্র এবং হর্ষ, রস, ভয়, উদ্বেগ, অমর্ষ ও জরা ইত্যাদি দোষে আতুরভাবাপন্ন। যাহাতে আত্মারূপ মৃগ বদ্ধ

হইয়া থাকে, তাদৃশ আসক্তিরূপ শত শত পাশে ইহা পরিব্যাপ্ত। এই কারণে আমি ইহা ত্যাগ করিয়া, পরব্রহ্মের আশ্রয় গ্রহণ করিব। বৈদিক ধর্ম্ম অধর্ম্মে পরিপূর্ণ এবং অতীবক্লগুম্ফিত পাপফল সন্নিভ; সঙ্গে সঙ্গে উহাও ত্যাগ করিব।

পক্ষিরা কহিলেন, পিতা পুত্রের এইপ্রকার কথা কর্ণগোচর করিয়া, হর্ষ ও বিস্ময়ে গদগদ হইয়া, প্রহৃষ্ট চিত্তে বলিতে লাগিলেন, বৎস! তুমি এ কি বলিতেছ? কোথা হইতে তোমার জ্ঞান জন্মিল? পূর্ব্বে তুমি কেনই বা জড় ছিলে? এখনই বা কিরূপে প্রবোধ লাভ করিলে? তোমার কি কোন মুনির বা দেবতার শাপে এইপ্রকার বিকৃতদশার সঞ্চার হইয়াছিল? কেন না, এত দিন তোমার জ্ঞান প্রচ্ছন্ন ছিল; সম্প্রতি প্রকটভাব প্রাপ্ত হইল। পুত্র কহিলেন, তাত! আমি অন্য জন্মে যে ছিলাম এবং ইহার পর আবার যাহা হইব, সেই সুখদুঃখজনক বৃত্তান্ত যথাবৃত্ত শ্রবণ করুন। আমি পূর্ব্বজন্মে ব্রাহ্মণ ছিলাম। পরমাত্মাতেই আমার আত্মা সন্নিবিষ্ট ছিল। আমার আত্মবিদ্যাবিচারে পরম নিষ্ঠা সমুৎপন্ন হয়। সতত অভ্যাসসঙ্গম, সৎসঙ্গ, বিচারবিধির শোধন ও স্বস্বভাব এই সকল উপায়ে সতত যোগযুক্ত থাকিয়া, পরমাত্মাতে মন সন্নিবিষ্ট করাতে, তাঁহাতেই আমার পরম প্রীতির সঞ্চার হইয়াছিল। ঐ সময়ে আমি আচার্য্যতা প্রাপ্ত হই। শিষ্যগণের সন্দেহনিরাকরণবিষয়ে আমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রাধান্য জন্মিয়াছিল।

অনন্তর দীর্ঘকালাবসানে, আমি ঐকান্তিক হইয়া উঠিলে, আমার গুণে দোষের উৎপত্তি হইল। তন্নিবন্ধন, অজ্ঞানের আবির্ভাবে আমার সৎপ্রবৃত্তি সমুদায় বিগলিত ও প্রমাদবশতঃ অপমৃত্যু উপস্থিত হইল। প্রথম অবস্থায় ব্রহ্মজ্ঞানের আলোচনা করাতে, মৃত্যুকাল হইতেই আমি জাতিস্মর হইলাম। সেইজন্য এ পর্য্যন্ত বারম্বার জন্মগ্রহণ করিয়া, যত বৎসর অতীত হইয়াছে, সমস্ত মনে পড়িতেছে। অধিক কি, পূর্ব্বাভ্যাসবশেই আমি এইরূপ জিতেন্দ্রিয় হইয়াছি। পুনরায় আর যাহাতে জন্মিতে না হয়, এইরূপ যত্ন করিব। আমি যে জাতিস্মর হইয়াছি, তাহা জ্ঞানদানের সাক্ষাৎ ফল। তাত! বৈদিক ধর্ম্মের আশ্রয় করিলে, কখনই এইরূপ জাতিস্মর হওয়া যাইতে পারে না। আমি সেই পূর্ব্বাশ্রমবশতই ঈদৃশ নিষ্ঠাধর্ম্ম লাভ করিয়াছি। অধুনা, এই অবস্থায় ঐকান্তিকতা সহকারে আত্মার উদ্ধারসাধনে যত্ন করিব। অতএব মহাভাগ! আপনি বলুন, আপনার হৃদয়ে যে সন্দেহবিষয় উপস্থিত হইয়াছে। আমি আপনার সন্দেহ নিরাকরণ করিয়া, প্রীতি উৎপাদনপূর্ব্বক আপনার ঋণ শোধ করিব।

পক্ষিরা কহিলেন, পিতা তখন তদীয় বাক্যে বিশ্বাস করিয়া, আপনি আমাদিগকে সংসার-গ্রহণসংক্রান্ত যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তাঁহাকে তাহাই বলিলেন।

পুত্র উত্তর করিলেন, তাত! আমি বারবার যাহা অনুভব করিয়াছি, যথাযথ বলিতেছি, শ্রবণ করুন। এই সংসারচক্র জীর্ণ হয় না। ইহার স্থিতিও নাই। পিতঃ! আমি আপনার অনুজ্ঞাক্রমে সমুদায় সবিশেষ কহিতেছি। কেন না, মৃত্যুকাল হইতে আর কেহই বলিতে পারে না। বলবান্ বায়ু বশে উষ্মা সঞ্চারিত ও বিনা ইন্ধনেই শরীরে প্রদীপিত ও প্রকুপিত হইয়া, মর্ম্মস্থান সকল ভেদ করে। তখন উদাননামক পবন ঊর্দ্ধে প্রবর্ত্তিত হয়। তাহাতে ভুক্ত জলীয় ভক্ষ্য সকলের অধোগতিরোধ হইয়া যায়। যাহারা জলদান, অন্নদান ও রসদান করিয়াছে, তাহারা সেই মৃত্যুসময়ে আহ্লাদ অনুভব করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাপূত চিত্তে অন্নদান করে, সে তৎকালে অন্নবিনাও তৃপ্তি অনুভব করিয়া থাকে।

যে ব্যক্তি মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ বা কাহারও প্রীতিভেদ করে নাই এবং যে ব্যক্তি আস্তিক ও শ্রদ্ধাবান্, সে সুখমৃত্যু প্রাপ্ত হয়।

যাহারা দেবদ্বিজপূজায় একান্ত সংসক্ত ও অসূয়ারহিত এবং যাহারা শুক্লহৃদয়, বদান্য ও শ্রীমান্, তাহারাও সুখমৃত্যুপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি কামবশতঃ, ক্রোধবশতঃ, অথবা দ্বেষবশতঃ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করে না, যে ব্যক্তি যথোক্তকারী ও সৌম্যপ্রকৃতি, তাহারও সুখমৃত্যু লাভ হয়।

জলদান না করিলে, তৎকালে দগ্ধ হইতে হয় ও অন্নদান না করিলে, ক্ষুধা আক্রমণ করে। ইন্ধনদাতারা শীতজয়ী হইয়া থাকে, চন্দনদায়ীরা তাপ জয় করে এবং কাহারও উদ্বেগ সমুৎপাদন না করিলে, প্রাণান্তিক কষ্ট বেদনা সহ্য করিতে হয় না।

যাহারা লোকের মোহ ও অজ্ঞান সমুদ্ভাবন করে, তাহারা মহৎ ভয় প্রাপ্ত হয় এবং সেই সকল নরাধম অত্যুগ্র বেদনায় নিযন্ত্রিত হইয়া থাকে। কূট সাক্ষ্য প্রদান, মিথ্যা কথা প্রয়োগ, অসৎ অনুশাসন ও বেদের নিন্দা করিলে, মোহমৃত্যু লাভ হয়। তৎকালে অতীবভীষণ, পূতিগন্ধ-বিশিষ্ট, দুরাত্মা যমপুরুষগণ কূটমুদ্গর হস্তে সমাগত হইয়া থাকে। তাহারা দৃষ্টিপথে পতিত হইবামাত্র তাহার কম্প উপস্থিত হয়। তখন সে ভ্রাতা, মাতা ও পুত্র প্রভৃতিকে উদ্দেশ করিয়া, অবিরত ক্রন্দন করে। তাত! তৎকালে তাহার বাক্য একমাত্র বর্ণবিশিষ্ট‘ও তন্নিবন্ধন অস্ফুট হইয়া যায়। তাহার দৃষ্টিও ভয়বশতঃ ঘূর্ণিত এবং বদনমণ্ডলও উচ্ছ্বাসবশতঃ শুষ্ক ভাবে পরিণত হয়। অনন্তর তাহার ঊর্দ্ধশ্বাস উপস্থিত হয়; দৃষ্টি ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং তীব্র বেদনার সঞ্চার হয়। তদবস্থায় তাহার কলেবরপরিহার হইয়া থাকে। দেহান্তে আবার বায়ুর অগ্রসারী হইয়া, তদ্রূপ অন্য দেহ পরিগ্রহ করে। ঐ দেহ কর্ম্মজনিত; কেবল যাতনা ভোগ করিবার জন্যই সমুদ্ভূত, পিতা মাতা হইতে উদ্ভূত নহে।

অনন্তর যমের দূত আশু তাহাকে দারুণ পাশে বদ্ধ ও দণ্ডপ্রহারে সবিশেষ উদ্ভ্রান্ত করিয়া, দক্ষিণদিকে আকর্ষণ করে। যে পথ দিয়া লইয়া যায়, তাহা কুশ, কণ্টক, বল্মীক, শঙ্কু ও পাষাণ সংসর্গে কর্কশভাবাপন্ন। উহাতে নিরন্তর অগ্নি জ্বলিতেছে। কোথাও শত শত গভীর গর্ত্ত রহিয়াছে। আদিত্য প্রদীপ্ত হইয়া, সতত উহাতে তাপদান করিতেছেন। তাঁহার প্রখর কিরণে উহা দহ্যমান হইতেছে। যমদূত অমঙ্গল ধ্বনি করত ভয়াবহ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া, তাহাকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। তদবস্থায় শত শত শিবা তাহাকে আকর্ষণ ও বিকর্ষণপূর্ব্বক ভক্ষণ করে। পাপকর্ম্ম করিলে, ঈদৃশ দারুণ পথে যমলোকে গমন করিতে হয়।

যাহারা ছত্র ও উপানৎ প্রদান, বস্ত্রদান ও অন্ন প্রদান করে, তাহারা সুখমার্গে গমন করিয়া থাকে।

এইরূপে পাপপীড়িত ও তন্নিবন্ধন দারুণ ক্লেশ অনুভব করত অবশ হইয়া দ্বাদশদিনে যমরাজ-ভবনে উপস্থিত হইয়া থাকে। কলেবর দহ্যমান হওয়াতে, মহাদাহ যেমন ভোগ করিতে হয়, যমদূতেরা তাড়ন ও ছেদন করাতে সেইরূপ দারুণ বেদনা অনুভূত হইয়া থাকে। আবার, ক্লিদ্যমান হওয়াতে, চিরতর দুঃখ ভোগ করিতে হয়। স্বকীয় কর্ম্মবিপাক বশে দেহান্তর গমন করিলেও, ঐরূপ যন্ত্রণা সকল অনুভূত হইয়া থাকে।

তন্মধ্যে, যাহার বান্ধববর্গ তিল সহিত জলদান করে, অথবা যে পিণ্ডদান করিয়া থাকে, তাহাই তদবস্থায় ভোগ করিতে পারা যায়। আবার, বান্ধবেরা অশৌচান্তে যে তৈলাভ্যঙ্গ, অঙ্গসংবাহন ও একত্রে ভোজন করে, তাহাতেই সে আপ্যায়িত হইয়া থাকে। বান্ধবেরা অশৌচ-সময়ে ভূমিতে শয়ন করিলেও, তাহার আত্যন্তিক ক্লেশ উপস্থিত হয় না। বান্ধবেরা দান করি-লেও, মৃতব্যক্তি আপ্যায়িত হইয়া থাকে।

মৃতব্যক্তি যমদূত কর্ত্তৃক নীয়মান হইয়া, আপনার সেই যাতনাগৃহ দ্বাদশাহে দর্শন ও তথায় বান্ধবগণের প্রদত্ত জল ও পিণ্ডাদি ভক্ষণ করে। দ্বাদশদিনপর্য্যবসানে সে কৃষ্যমাণ হইয়া, যমের সেই ভয়ঙ্কর ভীষণাকৃতি লৌহময় পুর অবলোকন করিয়া থাকে। তথায় গতমাত্র মৃত্যু ও কালান্ত-কাদির মধ্যগত, অতীব-লোহিত-লোচন-সম্পন্ন ও ভিন্নাঞ্জন-চয়-সন্নিভ যমকে দেখিতে পায়। তাঁহার বদন দংষ্ট্রাকরাল, আকৃতি ভ্রূকুটিসংসর্গে দারুণভাবাপন্ন এবং বিরূপ, ভীষণ ও বক্রস্বভাব শত শত ব্যাধি তাঁহার চারিদিক বেষ্টন করিয়া আছে। তাঁহার হস্তে পাশ ও দণ্ড, বাহুযুগল বিশাল, দৃশ্য অতি ভীষণ।

অনন্তর মৃত ব্যক্তি তাঁহারই নির্দ্দিষ্ট শুভাশুভ গতি লাভ করে। কূট সাক্ষ্য প্রদান ও মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করিলে, রৌরবে গমন করিতে হয়। রৌরবের স্বরূপ বলিতেছি, শ্রবণ করুন। রৌরবের প্রমাণ দুই যোজন। তাহাতে জানুমাত্র-প্রমাণ সুদুস্তর গর্ত্ত আছে। সেই গর্ত্তকে অঙ্গাররাশিতে পূর্ণ করিয়া, ধরণীর সহিত সমান করা হইয়াছে। সেই তীব্র তাপিত অঙ্গারভূমি দ্বারা জাজ্বল্যমান হইতে হয়। যমকিঙ্করেরা পাপীকে তন্মধ্যে ছাড়িয়া দেয়। সে সেই তীব্র অনলে দহ্যমান হইয়া, তথায় ধাবমান হয়। পদে পদেই তাহার পাদদ্বয় শীর্ণ ও পুনরায় জীর্ণ হইয়া থাকে। একবার পাদ বিক্ষেপ করিয়া, তাহা উত্তোলন করিতে এক অহোরাত্র অতীত হইয়া যায়। এইরূপে সহস্র যোজন উত্তীর্ণ হইলে, বিমুক্ত হইয়া, তথা হইতে পাপশুদ্ধির জন্য তাদৃশ অন্যবিধ নরকে গমন করিতে হয়। অনন্তর সকল নরক ভোগ হইলে, পাপী তির্য্যগ্‌যোনিতে গমন করে। তদবস্থায় কৃমি, কীট, পতঙ্গ, শ্বাপদ, মশকাদি, গজ ও দ্রুমাদি, গো, অশ্ব এবং অন্যান্য দুঃখজনক পাপযোনিতে সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। মনুষ্যযোনি প্রাপ্ত হইয়া, কুব্জ, কুৎসিত ও বামন এবং চণ্ডাল ও পুক্কসাদিযোনিতে জন্মগ্রহণ করে। পাপ বা পুণ্যের অবশেষ থাকিলে, তৎপ্রভাবে যথাক্রমে শূদ্র, বৈশ্য ও ক্ষত্রাদি উচ্চ জাতি লাভ করিয়া থাকে এবং ব্রাহ্মণ ও দেবতা হইয়াও জন্মে। আবার, কখন বা নীচ জাতিতে সমুদ্ভূত হয়। এইরূপে পাপকর্ম্মিরা নরকে গমন ও অধঃপতিত অবস্থা অনুভব করে।

অধুনা, পুণ্যানুষ্ঠান করিলে, যেরূপে যমলোকে গমন করিয়া থাকে, বলিতেছি, শ্রবণ করুন। পুণ্যাত্মারা ধর্ম্মরাজের বিনির্দ্দিষ্ট শুভগতি লাভ করে। তাহাদের অগ্রে গন্ধর্ব্বগণ গান ও অপ্সরোগণ নৃত্য করিয়া থাকে। তাহারা তদবস্থায় বিবিধ দিব্য মাল্যে সমুজ্জ্বল হইয়া, হার ও নূপুর মাধুর্য্যে সুশোভিত অনুত্তম বিমানসমূহে আরোহণপূর্ব্বক গমন করে। সেই বিমান হইতে প্রচ্যুত হইয়া, নরপতিগণের ও অন্যান্য মহাপুরুষসমূহের বংশে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক সতত সদ্‌বৃত্তিসেবায় যাপন করিয়া থাকে। অনন্তর বিবিধ উৎকৃষ্ট ভোগ সকল সম্ভোগ করিয়া, পুণ্যের যোগ থাকিলে, তাহা অপেক্ষাও আবার ঊর্দ্ধে গমন, নতুবা, পূর্ব্বোক্ত বিধানে নীচদশায় আরোহণ করে।

এই আমি আপনার নিকট প্রাণিগণের মৃত্যুঘটিত যাবতীয় বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম। অধুনা, তাহার গর্ভলাভকথা শ্রবণ করুন।

ইতি জীববিপত্তিবর্ণন নাম দশম অধ্যায়।

একাদশ অধ্যায়।

পুত্র কহিলেন, মনুষ্য স্ত্রীর রজে যে বীজ নিক্ষিপ্ত করে, স্বর্গ বা নরক হইতে বিমুক্তমাত্র জীবের তাহাতে প্রবেশ হইয়া থাকে। পিতঃ! জীবের অনুপ্রবেশবশতঃ ঐ বীজদ্বয় স্থিরভাব প্রাপ্ত হইয়া, যথাক্রমে বিন্দু, বুদ্বুদ ও পেষির আকার ধারণ করে। পেষিতে যে অণুবীজের আবির্ভাব হয়, তাহাকেই অঙ্কুর বলিয়া থাকে। কেন না, এই অণুবীজ হইতেই পঞ্চ অঙ্গের ভাগক্রমে উদ্ভব হয়। পরে তাহা হইতে অঙ্গুলী, নেত্র, নাসা, শ্রবণ ও মুখ এই সকল উপাঙ্গের জন্ম হয়। তাহা হইতে আবার নখাদির জন্ম হইয়া থাকে। তৎপরে ত্বকে রোম ও কেশ সকল উৎপন্ন হয়। উদ্ভবকোষ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির সমানে সম্বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। নারিকেলফল যেমন কোষ সমেত বর্দ্ধিত হয়, তদ্বৎ ঐ কোষও অধোমুখে অবস্থিতি করিয়া, বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তৎকালে তাহার করদ্বয় জানু ও পার্শ্বের তলদেশে, অঙ্গুষ্ঠদ্বয় তাহার উপরি, অঙ্গুলী সকল তাহার সম্মুখে, নেত্রদ্বয় জানুর পৃষ্ঠে, নাসিকা জানুর মধ্যে, স্ফিচ্‌দ্বয় পশ্চাদ্ভাগে

এবং বহির্ভাগে বাহু ও জঙ্ঘা সংস্থাপিত হয়। তদবস্থায় সে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। এই-রূপ অন্যান্য জন্তুর উদরেও, তাহাদের যেমন আকৃতি, তদনুরূপে অবস্থিতি করে।

জঠর অগ্নি দ্বারা তাহার কাঠিন্য সম্পন্ন হয় এবং জননীর ভুক্তপীত অন্নরস দ্বারা জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। যে যেমন পাপ পুণ্য করে, তদনুসারেই তাহার গর্ভবাসসঙ্ঘটিত হয়। তাহার নাভিতে আপ্যায়নী নামে নাড়ী নিবদ্ধ থাকে। স্ত্রীদিগের অন্ত্রগহ্বরে সংবদ্ধ থাকিয়া ঐ নাড়ীর উৎপত্তি হয়। তদ্দ্বারা প্রসূতির ভুক্তপীত অন্নরসাদি গর্ভস্থ জীবের উদরস্থ হইয়া থাকে। তাহাতে তাহার দেহ আপ্যায়িত ও ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হয়। ঐ সময়ে তাহার প্রাক্তন জন্মপরম্পরা স্মৃতিপথে সমুদিত হইয়া থাকে। তখন ইতস্ততঃ পীড্যমান হওয়াতে, তত্তৎ জন্মযন্ত্রণা স্মরণ করিয়া, নির্ব্বেদগ্রস্ত হইয়া, মনে মনে এইপ্রকার বলিয়া থাকে, আর কখন এরূপ করিব না। প্রত্যুত, গর্ভ হইতে বিনিষ্ক্রান্তমাত্র এরূপ যত্ন করিব, যাহাতে আর পুনরায় গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না।

অনন্তর জীব কালক্রমে অধোমুখে পরিবর্ত্তিত হইয়া, নবম বা দশম মাসে ভূমিষ্ঠ হয়। তৎকালে প্রসববায়ুর সংঘর্ষবশতঃ অতিমাত্র পীড্যমান হইয়া, বহির্গত হইয়া থাকে। আন্তরিক দুঃখভারে অভিভূত হইয়া, গর্ভ হইতে বিনির্গমন করে। উদর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, অসহ্য মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হয়। অনন্তর বাহ্যবায়ুর সংস্পর্শে পুনরায় চেতনা লাভ করে। তখন সর্ব্বলোক-মোহিনী বৈষ্ণবী মায়া বলপূর্ব্বক তাহাকে আক্রমণ করিয়া থাকে। তাহাতেই সে সমুদায় ভুলিয়া যায় এবং তাহাতেই তাহার আত্মজ্ঞান ভ্রষ্ট হইয়া থাকে। এইরূপে জ্ঞান ভ্রষ্ট হইলে, বাল্যভাব প্রাপ্ত হয়। পরে যথাক্রমে কৌমার, যৌবন ও বার্দ্ধক্যে উপনীত এবং পুনরায় মৃত্যুমুখে পতিত ও জন্মান্তর লাভ করিয়া থাকে। অনন্তর এই সংসারচক্রে ঘটিযন্ত্রবৎ পরিভ্রামিত হইয়া, কদাচিৎ স্বর্গ ও কখন বা নরক লাভ করে; কখন বা পুনরায় জন্মগ্রহণ করিয়া, স্বকীয় কর্ম্ম ভোগ করিয়া থাকে; কখন বা কর্ম্মভোগের অবসানে মৃত্যুমুখে নিপতিত হয় এবং কখন বা স্বল্পমাত্র শুভাশুভ দ্বারা ইহলোকে পুনরায় জন্মগ্রহণ করে। অয়ি দ্বিজোত্তম! স্বর্গে ও নরকে তাহার কর্ম্মফলের প্রায় ভোগ হইয়া থাকে। নরকে ইহাই মহাদুঃখ যে, স্বর্গবাসিরা তথায় যে আমোদ অনুভব করে, নরকপতনসময়ে পাপীরা তাহা দেখিতে পায়। স্বর্গেও আবার অতুল দুঃখ ভোগ করিতে হয়। কেন না, স্বর্গে আরোহণ করিয়া অবধি সদাই এই মনে হয়, আমাকে অবশ্যই একদিন স্বর্গ হইতে পতিত হইতে হইবে। তৎকালে নারকীদিগকে অবলোকন করিয়াও, মহাদুঃখ ভোগ করিতে হয়। কেন না, কেবলই মনে হয়, আমাকেও এক দিন এইরূপ দশা ভোগ করিতে হইবে। ইহাই ভাবিয়া, মনে অশান্তির উদয় হইয়া থাকে।

গর্ভবাসে যেমন দারুণ দুঃখ, যোনি হইতে ভূমিষ্ঠ হইবার সময়েও সেইরূপ মহাক্লেশ উপস্থিত হয়। আবার জন্মিবার পর বাল্য ও বার্দ্ধক্যদশাতেও অসুখের একশেষ ঘটিয়া থাকে। তদ্ভিন্ন, যৌবনেও অতীব দুঃসহ কাম, ক্রোধ ও ঈর্ষ্যাজনিত দারুণ কষ্ট ভোগ করিতে হয়। বার্দ্ধক্যও দুঃখে পরিপূর্ণ এবং মরণেও ক্লেশের শেষ থাকে না। আবার, যমদূতেরা যখন আকর্ষণ করিয়া, নরকে ফেলিয়া দেয়, তৎকালীন কষ্ট অনির্ব্বার্য্য। নরকাবসানে পুনরায় যথাক্রমে গর্ভযন্ত্রণা, জন্ম-যন্ত্রণা ও মরণযন্ত্রণা ভোগ হইয়া থাকে। এইরূপে প্রাণিমাত্রেই এই সংসারচক্রে প্রাকৃতবন্ধনে বদ্ধ হইয়া, পুনঃ পুনঃ ঘটিযন্ত্রের ন্যায়, ভ্রামিত ও বন্ধনের পর বন্ধনগ্রস্ত হয়। তাত! এই দুঃখ-সঙ্কুল সংসার-সঙ্কটে কিছুমাত্র সুখ নাই। সেইজন্যই আমি মোক্ষকামনায় যত্ন করিতেছি। কিরূপে আর বৈদিক ধর্ম্মের অনুসরণ করিতে পারি?

ইতি গর্ভোৎপত্তিক্রম নাম একাদশ অধ্যায়।

দ্বাদশ অধ্যায়।

পিতা কহিলেন, সাধু বৎস! তুমি জ্ঞানবিতরণ করিয়া, তৎপ্রভাবে যে দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়াছ সেই জ্ঞানবলে সংসারগহন সুন্দররূপে কীর্ত্তন করিলে। অধুনা, তৎপ্রসঙ্গে যে সমুদায় নরকের কথা উল্লেখ করিয়াছ, রৌরবের ন্যায়, তাহাদেরও বৃত্তান্ত সবিস্তার বর্ণনা কর।

পুত্র কহিলেন, আমি আপনার নিকট প্রথমে রৌরবনরক বর্ণন করিয়াছি। অধুনা, মহা-রৌরবনামক নরকের কথা শ্রবণ করুন। ঐ নরক চতুর্দ্দিকে সপ্তপঞ্চসহস্র-যোজন। উহার ভূমি তাম্রময়ী। তাহার অধোভাগে অগ্নি। উহার তাপে সকল দিক্ দগ্ধ হইতেছে। এইজন্য ঐ ভূমির প্রভা উদীয়মান ইন্দুর সমান এবং এইজন্য উহাকে দর্শন ও স্পর্শনাদি করিতেও অতীব ভয় হইয়া থাকে। যমদূতেরা পাপীকে হস্তপদে বন্ধন করিয়া, তাহার মধ্যে ছাড়িয়া দেয়। সে বিলুণ্ঠিত হইয়া, গমন করে। পথিমধ্যে তাহাকে কাক, বক, বৃক, উলূক, বৃশ্চিক ও মশক সকল ভক্ষণ ও গৃধ্রসকল সবেগে আকর্ষণ করিয়া থাকে। সে দহ্যমান ও ব্যাকুল হইয়া, হা মাতঃ! হা পিতঃ! হা ভ্রাতঃ! বলিয়া বারম্বার বিলাপ করে। উদ্বেগবশতঃ তাহার শান্তি দূর হইয়া যায়। যাহারা দুষ্টবুদ্ধির পরতন্ত্র হইয়া, পাপ করে, তাহারা অযুতাযুত-বর্ষ-পর্য্যবসানে নরক হইতে মুক্ত হয়।

ইহার পর তমোনামক নরক স্বভাবতঃ অতিশয় শীতে পরিপূর্ণ ও মহারৌরবের ন্যায় দীর্ঘভাবাপন্ন এবং অন্ধকারে আচ্ছন্ন। পাপাত্মারা সেই অতি শীতে অভিভূত হইয়া, অন্ধকার মধ্যে ধাবমান হয়। তৎকালে পরস্পর সমাসন্ন হইয়া আলিঙ্গন ও আশ্রয় করিয়া থাকে। তাহাদের দশন-পংক্তি শীতার্ত্তিপ্রযুক্ত অতিমাত্র কম্পিত ও ভগ্ন হইয়া যায়। তথায় ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও অন্যান্য উপদ্রব সকল সতত প্রবল হইয়া পাপীকে আক্রমণ করে। এবং বায়ু হিমখণ্ড বহন করিয়া, অতীব ভয়ঙ্কর হইয়া, অস্থিসকল ভেদ করিয়া থাকে। পাপীরা ক্ষুধান্বিত হইয়া, তাহা হইতে গলিত মজ্জা ও শোণিত ভক্ষণ করে। পরস্পর সংমিলিত হইলে, পরস্পরকে লেহন করিয়া, ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া থাকে। অয়ি বিপ্রসত্তম! সেখানে যাবৎ দুষ্কৃতির ক্ষয় না হয়, তাবৎ অন্ধকারে থাকিয়া, অতীব ক্লেশ সহ্য করিতে হয়।

তাহার পর নিকৃন্তন নামে আর এক অতি বিশাল ও অতীব ভয়ঙ্কর নরক প্রতিষ্ঠিত আছে। পিতঃ! তাহাতে শত শত কুলালচক্র অবিরত পরিভ্রামিত হইতেছে। পাপাত্মাদিগকে তাহাতে আরোহণ করাইয়া, যমকিঙ্করগণের অঙ্গুলিস্থিত কালসূত্র দ্বারা আপাদমস্তক কর্ত্তিত করা হয়। তাহাতেও তাহাদের প্রাণ বিনষ্ট হয় না। তাহাদের ছিন্ন খণ্ড সকল তৎক্ষণে একীভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এইরূপে বর্ষসহস্র পাপাত্মাদিগকে ছেদন করা হয়। যাবৎ সমস্ত পাপের ক্ষয় না হয়, তাবৎ ঐরূপ করা হইয়া থাকে। পাপীরা যাহাতে আরোহণ করিয়া অসহ্য ক্লেশ অনুভব করে, তাদৃশ চক্র ও ঘটীযন্ত্র সকল তথায় প্রতিষ্ঠিত আছে। তৎসমস্ত পাপকর্মী প্রাণিগণের দুঃখের কারণ। কোন কোন পাপীকে তৎসমস্ত চক্রে আরোপিত করিয়া ভ্রামিত করা হয়। বর্ষসহস্রেও তাহাদের এইরূপ ঘূর্ণনের অন্ত হয় না। কাহাকেও, জলমধ্যে ঘটীর ন্যায়, ঘটীযন্ত্রে বদ্ধ করিয়া, ভ্রমণ করান হয়। তাহারা ভ্রমণবেগে বারম্বার রক্ত বমন করত অশ্রুপূরিত লোচনে অসহ্য দুঃখ ভোগ করে।

অনন্তর অসিপত্রবননামক অপর নরকের কথা শ্রবণ করুন। উহা যোজনসহস্র বিস্তৃত। তাহার সমুদায় অংশই প্রজ্বলিত অনলে আচ্ছন্ন। তাহার উপর আবার অতীব সুদারুণ প্রচণ্ড সূর্য্যকিরণে উহা সন্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। নরকনিবাসী প্রাণীরা তাহাতে সর্ব্বদাই দারুণ দাহজ্বালা অনুভব

করিয়া থাকে। তন্মধ্যে স্নিগ্ধপত্রসম্পন্ন রমণীয় বন দেখিতে পাওয়া যায়। খড়্গসমূহের ফলকসমূহ ঐ বনের পত্র। তথায় অযুত অযুত সুন্দর কুক্কুর অনবরত চীৎকার করিতেছে। উহারা সবল এবং ব্যাঘ্রের ন্যায় ভয়ানক এবং বৃহৎ বদন ও বিশাল দশনসম্পন্ন। অগ্রভাগে সুশীতল ছায়াশালী উল্লিখিত অরণ্য অবলোকন করিয়া, তীব্র তৃষ্ণায় নিপীড়িত নারকীরা তদভিমুখে ধাবমান হয়। তৎকালে হা মাতঃ! হা পিতঃ! বলিয়া, অতীব দুঃখে ক্রন্দন করিয়া থাকে। ভূমিতলস্থিত সেই বহ্নি দ্বারা তাহাদের পদযুগল দহ্যমান হয়। তথায় গমন করিলে, সমীরণ অসিপত্র সকল পাতিত করিয়া, প্রবাহিত হয়। এবং তৎসহকারে তৎসমস্ত খড়্গ তাহাদের উপরি নিপাতিত করে। তখন তাহারা ভূমির উপরে সেই প্রজ্বলিত পাবককুণ্ডে পতিত হইয়া থাকে। ঐ পাবক সমস্ত পৃথিবীতল ব্যাপ্ত করিয়া, লক লক করিতেছে। উক্ত কুক্কুর সকল তৎকালে সত্বর হইয়া, তাহাদের শরীরের সমুদায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কর্ত্তন করিয়া থাকে। তাহাতে তাহারা রোদন করে। তাত! এই অসিপত্র নরকের কথা বলিলাম। অতঃপর অতীব ভয়ঙ্কর তপ্তকুম্ভনামক নরকের কথা আমার নিকট শ্রবণ করুন।

চতুর্দ্দিকে বহ্নিশিখাপরিবৃত তপ্তকুম্ভ সকল সন্নিবিষ্ট আছে। তৎসমস্ত প্রজ্বলিত পাবক প্রভাবে সমুদ্বর্ত্তিত তৈল ও লৌহচূর্ণে পরিপূর্ণ। যমপুরুষেরা পাপকর্ম্মাদিগকে অধোমুখে তাহাতে নিক্ষেপ করে। তাহারা তদবস্থায় ক্বাথিত হইয়া থাকে। তৎকালে তাহাদের গাত্র বিস্ফুটিত হওয়াতে, রাশি রাশি মজ্জাসলিল বিনির্গলিত হইয়া, তাহাদিগকে প্লাবিত করে। তাহাদের কপাল, নেত্র ও অস্থি সমস্তও স্ফুটিত হয়। তখন অতীবভয়ঙ্কর যমদূতগণ তাহাদিগকে ছেদন করিতে আরম্ভ করিলে, প্রচণ্ডাকৃতি গৃধ্র সকল তাহাদিগকে উত্তোলিত করিয়া, পুনরায় সবেগে তৎসমস্ত কুম্ভে মোচন করে। পুনরায় তাহাদিগকে তৈলের সহিত একত্রে পাক করা হয়। তাহাতে তাহাদের শির, গাত্র, স্নায়ু, মাংস, ত্বক ও অস্থি সমস্তই দ্রবীভূত হইয়া থাকে। তখন যমদূতেরা শীঘ্র দর্ব্বী দ্বারা ঘট্টনপূর্ব্বক তাহাদিগকে ঘট্টিত ও অগ্নিবেগে আবর্ত্তপূর্ণ জ্বলন্ত তৈল-রাশিতে মথিত করে। পিতঃ! এই আমি আপনার নিকট তপ্তকুম্ভ নরকের কথা সবিস্তার বর্ণনা করিলাম।

ইতি নরকাখ্যান নাম দ্বাদশ অধ্যায়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

পুত্র কহিলেন, তাত! আমি এই জন্মের পূর্ব্বে সপ্তম জন্ম অতীত হইলে, বৈশ্যবংশে জন্মিয়া, পানভূমিতে গোগণের রোধ করিয়াছিলাম। তাহাদিগকে জল খাইতে দি নাই। সেই কর্ম্মের বিপাকবশতঃ আমার অতীব দারুণ নরক সংঘটিত হয়। ঐ নরক অনলশিখার সংযোগপ্রযুক্ত নিতান্ত ভয়াবহ এবং লৌহমুখ বিহগগণে পরিপূর্ণ। অনবরত যন্ত্রপীড়ন প্রযুক্ত পাপীগণের গাত্র হইতে রক্ত বিগলিত হওয়াতে, উহাতে কর্দ্দম উদ্ভূত হইয়াছে এবং ছিন্নদেহ দুষ্কর্ম্মিগণের নিপাতন বশতঃ তথায় অনবরত শব্দ সমুত্থিত হইয়াছে। এই নরকে নিপাতিত হইয়া, আমি মহাতাপার্ত্তি ও তৃষ্ণাদাহ অনুভব করত কিঞ্চিদধিক একশত বৎসর অতিবাহিত করিলে, একদা উত্তপ্ত-বালুকা-কুম্ভমধ্যস্থ সুখশীতল সমীরণ সহসা আমার আহ্লাদ উদ্ভাবন করিয়া, প্রবাহিত হইল। তাহার সম্পর্কমাত্রে তত্রত্য নারকীগণের সকলেরই যাতনা দূর হইয়া গেল; আমিও স্বর্গস্থিতের ন্যায়, পরমশান্তি অনুভব করিলাম। পরে, ইহা কি, এইপ্রকার চিন্তা করিয়া, আমরা সকলে আহ্লাদে

বিস্ফারিত ও স্তিমিত লোচন হইয়া, সমীপদেশে এক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষপ্রবরকে দর্শন করিলাম। অতীবভয়ঙ্কর, এক যমপুরুষ বজ্রসদৃশ-দণ্ডহস্তে অগ্রে অগ্রে পথ দেখাইয়া, তাঁহাকে বলিতেছে, এদিকে আসুন। আমরা তাহার এ কথাও শুনিতে পাইলাম। তৎকালে সেই পুরুষ যাতনাশত-সঙ্কুল নরক দর্শন করিয়া, কৃপাবিষ্ট হইয়া, সেই যমদূতকে কহিলেন, অয়ি যমপুরুষ! আমি এমন কি দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি, বল, যাহার প্রভাবে ঈদৃশ যাতনাভীষণ নরক প্রাপ্ত হইলাম? আমি জনকবংশে বিপশ্চিৎ নামে বিখ্যাত রাজা হইয়া জন্মিয়াছিলাম। অনেক যজ্ঞানুষ্ঠান ও ধর্ম্মানুসারে পৃথিবী পালন করিয়াছিলাম। কখন সংগ্রামে বিমুখ হই নাই। অতিথিকে বিমুখ করি নাই। পিতৃগণ, দেবগণ, ঋষিগণ ও ভৃত্যগণ ইহাদের প্রতিও অত্যাচার করি নাই। পরস্ত্রী ও পরধনেও কখন লোভ করি নাই। পর্ব্বকালে পিতৃগণ ও তিথিকালে দেবগণ স্বয়ং, পানভূমিতে ধেনুর ন্যায়, লোকের নিকট আগমন করেন। তৎকালে তাঁহারা যদি নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, বিমুখ হইয়া যান, তাহাহইলে সেই গৃহস্থের ইষ্টাপূর্ত্ত একবারেই ভ্রষ্ট হইয়া থাকে। পিতৃগণের নিশ্বাসে সাতজন্মের পুণ্য বিধ্বস্ত ও দেবগণের নিশ্বাসে তিন জন্মের সুকৃত নষ্ট হইয়া যায়, ইহাতে সন্দেহ নাই। সেইজন্য দৈব ও পিত্র উভয় বিষয়েই আমি নিত্য যথাবিহিত ব্যবহার করিয়াছি। তবে আমার কেন এইপ্রকার অতিদারুণ নরক লাভ হইল?

ইতি বৈদেহবাক্য নাম ত্রয়োদশ অধ্যায়।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

পুত্র কহিলেন, আমাদের সকলের সমক্ষে তিনি এইপ্রকার জিজ্ঞাসা করিলে, যমপুরুষ ভয়ঙ্করপ্রকৃতি হইলেও, বিনীত বাক্যে কহিল, মহারাজ! আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা তাহাই, সন্দেহমাত্র নাই। কিন্তু আপনি অল্পমাত্র পাপ করিয়াছেন, তাহা মনে করিয়া দিতেছি। আপনার পত্নী বিদর্ভরাজতনয়া পীবরী নামে বিখ্যাতা। তিনি ঋতুমতী হইলে, আপনি তাঁহার ঋতুরক্ষা করেন নাই। আপনি দ্বিতীয় পত্নী পরমসুন্দরী কৈকেয়ীতে তৎকালে অতিমাত্র আসক্ত ছিলেন। ঋতুর ব্যতিক্রম করাতেই ঈদৃশ ঘোর নরকগ্রস্ত হইয়াছেন। হোমকালে অগ্নি যেমন ঘৃতবিক্ষেপের অপেক্ষা করে, ঋতুকালেও প্রজাপতি তদ্বৎ শুক্রপাতের অপেক্ষা করিয়া থাকেন। যে ধর্ম্মাত্মা তাহা অতিক্রম করিয়া কামে আসক্তিমান্ হয়, সে পিতৃঋণে বদ্ধ ও তজ্জন্য পাতকগ্রস্ত হইয়া, নরকে গমন করে। আপনার এইমাত্রই পাপ, অন্য আর কিছুই নাই। অতএব আসুন, পুণ্যফল ভোগ করিবেন, চলুন।

রাজা কহিলেন, অয়ি দেবানুচর! তুমি যেখানে লইয়া যাইবে, সেখানেই আমি যাইব। কিছু জিজ্ঞাসা আছে, অনুগ্রহপূর্ব্বক যথাযথ বলিতে হইবে। এই বজ্রতুণ্ড কাক সকল পাপীদের নয়ন সকল যেমন উৎপাটন করিতেছে, অমনি তৎসমস্ত বারম্বার আবার উদ্ভূত হইতেছে। ইহারা কিরূপ জুগুপ্সিত অনুষ্ঠান করিয়াছে, বলুন। ইহাদের ঐরূপে পুনঃ পুনঃ উদ্ভূত জিহ্বাও হরণ করিতেছে।

কিজন্যই বা ইহাদিগকে করপত্রে বিদীর্ণ ও তপ্ত বালুকা মধ্যে তৈলে মগ্ন করিয়া, অতীব ক্লেশ দান পূর্ব্বক পাক করা হইতেছে? এই লৌহমুখ পক্ষী সকল ইহাদিগকে আকর্ষণ করিতেছে। ইহারাই বা কি করিয়াছে, বল? ইহাদের দেহবন্ধন শিথিল হইয়াছে, তজ্জন্য নিরতিশয় যাতনাবশে উচ্চৈঃশব্দে চীৎকার করিতেছে। লৌহবৎ চঞ্চুর আঘাতে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ হওয়াতে, ইহাদের দুঃখের আতিশয্য উপস্থিত হইয়াছে। ইহারা এমন কি অনিষ্ট করিয়াছে, যাহার প্রভাবে

দিবা নিশ এইরূপ ও অন্যরূপ বিবিধ যাতনা ভোগ করিতেছে? ইহাদের সেই কর্ম্মবিপাক যথাযথ কীর্ত্তন করুন।

যমপুরুষ কহিল, মহারাজ! আপনি আমাকে যে পাপকর্ম্মের ফলোদয় জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তাহা আমি সংক্ষেপে সম্যক্ রূপে যথাতথ্ বলিব।

পুরুষমাত্রেরই পর্য্যায়ক্রমে পাপ পুণ্য ভোগ হইয়া থাকে। এইপ্রকার ভোগ দ্বারাই পাপ বা পুণ্যের ক্ষয় হইয়া থাকে। ভোগ ব্যতিরেকে পাপ বা পুণ্য কোন কর্ম্মই পুরুষের শুদ্ধি সাধন করিতে পারে না। ভোগবশেই কর্ম্মের ক্ষয় হইয়া থাকে এবং তাহার পরিহারও হয়, জানিবেন।

পাপকর্ম্মিরা ক্লেশের পর ক্লেশ, দুর্ভিক্ষের পর দুর্ভিক্ষ, মৃত্যুর পর মৃত্যু ও ভয়ের পর ভয় লাভ করে এবং দরিদ্র হইয়া থাকে। এইরূপে কর্ম্মবন্ধনবশতঃ প্রাণীর নানাবিধ গতি লাভ হয়। পুণ্যকর্ম্মিরা উৎসবের পর উৎসব, স্বর্গের পর স্বর্গ, সুখের পর সুখ লাভ করিয়া থাকে।

ধনদান করিলে এবং শান্তস্বভাব ও শ্রদ্ধাবান হইলেও, ঐরূপ সদগতি লাভ হয়। পাপকর্ম্মিরা পাপবশে হত হইয়া, হিংস্র-হস্তীতে দুর্গম ও সর্পচৌরভয়বিশিষ্ট স্থান সকল অধিকার করে। ইহা ভিন্ন তাহাদের আর কি হইতে পারে? পুণ্যানুষ্ঠান করিলে, তৎপ্রভাবে সুগন্ধি মাল্য, সুন্দর বস্ত্র, সুন্দর যান ও সুন্দর ভোজন সম্ভোগানন্তর সর্ব্বদা স্তূয়মান হইয়া, পুণ্যাটবীসমূহে গমন করিতে পারা যায়।

মনুষ্য অনেক শত সহস্র জন্মপরম্পরা পরিগ্রহ করিয়া, যে পাপ পুণ্য সঞ্চয় করে, তাহাই তাহার সুখ দুঃখের অঙ্কুর উদ্ভাবন করিয়া থাকে। রাজন্! বীজ যেমন জলের অপেক্ষা করে, পাপ পুণ্যও তেমনি দেশ, কাল ও পাত্রের অপেক্ষা করিয়া থাকে। লোকে ঐরূপ দেশ-কাল-সঙ্গত স্বল্প পাপ করিলে, তাহাকে নরকে গমন করিয়া, প্রত্যেক পদবিক্ষেপে কণ্টকবিদ্ধের ন্যায়, স্বল্পমাত্র যাতনা ভোগ করিতে হয়। আবার, সেই পাপ প্রভূততর হইলে, স্থূল শূল ও কীলকবিদ্ধবৎ অতি দারুণ দুঃখ ও অসহ্য শিরোরোগাদি ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। পাপ সকল ফলকালে পরস্পর প্রতীক্ষা করিয়া থাকে। তাহাতে অপথ্য খাদ্য, শীত, গ্রীষ্ম, শ্রম ও তাপাদি-জনক দুঃখ ভোগ করিতে হয়। এইরূপে মহাপাতক সমস্ত দীর্ঘ রোগাদিবিক্রিয়া সমুদ্ভাবন ও শস্ত্র, অগ্নি, অতিকষ্ট, অতিব্যামোহ ও বন্ধন প্রভৃতি ফল সজ্ঘটন করে।

অল্পমাত্র পুণ্যানুষ্ঠান করিলে, সুগন্ধ, সুখময় স্পর্শ, শ্রুতিমধুর শব্দ, সুমিষ্ট রস ও সুশোভন রূপ অনায়াসেই লাভ করা যায়। সেইরূপ, গুরুতর পুণ্যানুষ্ঠান করিলে, কালক্রমে ঐ সকলের আধিক্যলাভ হইয়া থাকে। এইরূপে লোকের সুখ দুঃখ একমাত্র পুণ্য পাপ হইতেই সমুদ্ভূত হয়। লোকে অনেকবার সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া, জ্ঞান ও অজ্ঞানের ফল স্বরূপ, জাতিদেশা-সারে তত্তৎ সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। এমন কি, তত্তৎ সুখদুঃখসকল আত্মাতে সূক্ষ্মভাবে সংযুক্ত হইয়া থাকে। ভোগ না হইলে, কোনমতেই তাহাদের বিয়োগ সংঘটিত হয় না।

যে কোন ব্যক্তি বাক্য, মন, বা কর্ম্ম দ্বারা কখন কোনরূপ পাপ বা পুণ্য কর্ম্ম করিয়া, যে যে দুঃখ বা সুখ প্রাপ্ত হয়, তাহা প্রভূত হউক, আর স্বল্পই বা হউক, মনের বিকার অবশ্য সম্পাদন করিয়া থাকে। ভক্ষণ করিলে অন্ন যেমন নিঃশেষ হয়, সেইরূপ ভোগ করিলে, তত্তৎ সুখ দুঃখের ক্ষয় হইয়া থাকে। এইরূপে এই সকল মহাপাপী নরকমধ্যে অহর্নিশ বদ্ধ থাকিয়া, যাতনাপরম্পরা ভোগ করিয়া, আপনাদের সেই ঘোর মহাপাপের ক্ষয় করিতেছে। রাজন্! সেইরূপ পুণ্যাত্মারা স্বর্গে থাকিয়া, দেবগণের সহিত মিলিত হইয়া, গন্ধর্ব্ব সিদ্ধ ও অপ্সরোগণের গীতাদিসহকারে স্ব স্ব পুণ্য ভোগ করেন। দেবত্ব, মনুষ্যত্ব অথবা তির্য্যগ্‌যোনিত্ব এই সকলে যে সুখদুঃখোপলক্ষিত শুভা-শুভ উপলব্ধ হয়, একমাত্র পুণ্য পাপই তাহার উদ্ভবক্ষেত্র। রাজন্! আপনি যে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পাপকর্ম্মীরা কোন্ কোন্ পাপে এই সকল যাতনা ভোগ করিয়া থাকে, তাহা সম্যক্ রূপে বলিতেছি, শ্রবণ করুন।

যে নরাধমেরা দুষ্ট চক্ষুতে পরস্ত্রীকে দর্শন ও দুষ্টমানসে পরধনে লোভ করিয়াছে, বজ্রতুণ্ড বিহগগণ ঐ তাহাদের নয়নপরম্পরা হরণ করিতেছে। তৎসমস্ত আবার পুনঃপুনঃ উদ্ভূত হইতেছে। এই সকল লোক যাবৎ চক্ষুর নিমেষ পাপ করিয়াছে, তত বর্ষসহস্র ইহারা নেত্রপীড়া ভোগ করিবে।

যাহারা শত্রুগণের সম্যগ্‌দৃষ্টি বিনাশ জন্য অসৎ শাস্ত্রের উপদেশ, বা অসৎ মন্ত্রণা দান অথবা যাহারা শাস্ত্রের বিপরীত ব্যাখ্যা বা যাহারা অসৎ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছে, অথবা যাহারা দেব, দ্বিজ, গুরু ও বেদের নিন্দা করিয়াছে, ঐ দেখ, তাহাদেরই পুনঃ পুনঃ জায়মান জিহ্বা হরণ করিতেছে। তাহারা যতবার ঐরূপ পাপ করিয়াছে, তত হাজার বৎসর এইরূপ হরণ করিবে।

রাজন্! ঐ দেখুন, যে সকল নরাধম সুহৃদ্‌ভেদ, পিতাপুত্রভেদ, স্বজনভেদ, যাজ্যযাজকভেদ, মাতাপুত্রভেদ, সহচারিভেদ ও পতিপত্নীভেদ অথবা অন্যবিধ ভেদ সাধন করিয়াছিল, তাহাদিগকে ঐ করপত্র দ্বারা বিদীর্ণ করা হইতেছে।

যাহারা পরের সন্তাপসংঘটন করে, যাহারা আহ্লাদ নষ্ট করিয়া থাকে, যাহারা তালবৃন্ত, অনিলস্থান, চন্দন ও উষীর হরণ করে, যাহারা সাধুগণের প্রাণান্তিক দুঃখ সমুদ্ভাবিত করে, তাহাদিগকে ঐ তপ্তবালুকাগর্ত্তে প্রোথিত করিয়া রাখিয়াছে।

যে ব্যক্তি অন্যকর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া, আর এক জনের শ্রাদ্ধে ভোজন করে, ঐ বজ্রতুণ্ড পক্ষী সকল তাহাকে দুই খণ্ড করিয়া থাকে।

অসৎবাক্যপ্রয়োগপূর্ব্বক সাধুগণের মর্ম্মচ্ছেদ করিলে, এই সকল বিহঙ্গম নিরবচ্ছিন্ন যাতনা প্রদান করে। কোনরূপেই তাহার প্রতিষেধ নাই।

যে ব্যক্তি মুখে এক, মনে আর এক করিয়া, শঠতা প্রদর্শন করে, তাহার জিহ্বা ঐ রূপে নিশিত শস্ত্রসমূহ দ্বারা দ্বিধা ছেদন করা হয়।

যাহারা উচ্ছিষ্ট অবস্থায় ইচ্ছা করিয়া সূর্য্য, চন্দ্র ও তারা দর্শন করিয়াছিল, যমদূতেরা ঐ তাহাদের চক্ষুতে অগ্নি ন্যস্ত করিয়া, প্রজ্বলিত করিতেছে।

যাহারা গো, অগ্নি, জননী, ব্রাহ্মণ, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, পিতা, মাতা, ভগিনী, গুরু ও বৃদ্ধদিগকে পদ দ্বারা স্পর্শ করিয়াছিল, তাহাদিগের পদদ্বয় ঐ অগ্নিতে প্রতাপিত লৌহনিগড়ে বদ্ধ করিয়া, অঙ্গাররাশি মধ্যে নিক্ষেপ করিতেছে। তাহাদের জানুপর্য্যন্ত দগ্ধ হইয়া গিয়াছে।

যাহারা অসংস্কৃত পায়স, কৃশর, ছাগ ও দেবান্ন ভক্ষণ করিয়াছিল, তাহাদিগকে ঐ ভূমিতে নিপাতিত করিয়া, সন্দংশ দ্বারা বদন হইতে নয়নদ্বয় আকর্ষণ করিতেছে। তাহারা উদ্‌বৃত্তলোচনে পড়িয়া রহিয়াছে।

যাহারা পাপাত্মাদের প্ররোচনায় গুরু, দেব, দ্বিজাতি ও বেদের নিন্দা করিয়াছিল, ঐ দেখ, এই যমপুরুষগণ তাহাদের কর্ণে লৌহময় অগ্নিবর্ণ কীলক সকল পুনঃ পুনঃ প্রেরিত ও তাহারা বিলাপ করিতেছে।

যাহারা ক্রোধ ও লোভের বশবর্ত্তী হইয়া জলপানস্থান, দেবস্থান, ব্রহ্মক্ষেত্র, দেবালয় ও সভা সকল ভগ্ন ও ধ্বংস করিয়াছে, ঐ দেখ, অতিদারুণ যমপুরুষেরা সুশাণিত শস্ত্রে তাহাদের শরীরের ত্বক্ খণ্ড খণ্ড ও তাহারাও বিলাপ করিতেছে।

যাহারা গো, ব্রাহ্মণ ও সূর্য্যমার্গে মলমূত্র বিসর্জ্জন করে, বায়সগণ ঐ রূপে তাহাদের গুহ্যদ্বার দিয়া অন্ত্র সকল বহির্গত করিয়া থাকে।

দত্তা কন্যাকে পুনরায় অন্য পাত্রে ন্যস্ত করিলে, ঐ রূপে তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া, এই ক্ষারনদীতে ভাসাইয়া দেয়।

যাহারা আত্মম্ভরি হইয়া, অনন্যাশ্রয় পুত্র, কলত্র, ভৃত্য ও বন্ধুদিগকে দুর্ভিক্ষ বা অন্যবিধ বিপৎ সময়ে বর্জ্জন করে, যমদূতেরা ঐরূপে তাহাদের মাংস কাটিয়া, তাহাদিগকে খাইতে দেয়। তাহারাও ক্ষুধাবশতঃ তাহাই ভক্ষণ করে।

লোভের বশীভূত হইয়া, শরণাগত বা বৃত্ত্যুপজীবীকে ত্যাগ করিলে, তাহাকে ঐরূপে যন্ত্রপীড়ায় নিপীড়িত করিয়া থাকে।

যাবজ্জন্মার্জ্জিত পুণ্য প্রদান করিলে, ঐ সকল পাপাত্মার ন্যায় শিলাদ্বারা নিষ্পিষ্ট হইতে হয়।

গচ্ছিত দ্রব্য হরণ করিলে, যমদূতেরা সর্ব্বাঙ্গ পাশে বদ্ধ ও তদবস্থায় কৃমি, বৃশ্চিক ও কাকোলগণ তাহা ভক্ষণ করিয়া থাকে। দিবসে মৈথুন ও পরস্ত্রী হরণ করিলে, ক্ষুধায় কৃশ, তৃষ্ণায় শুষ্কতালু ও শুষ্কজিহ্ব এবং বেদনায় আকুল হইতে হয়। ঐ দেখ, তাহাদিগকে ঐ লৌহময়-দীর্ঘ-কণ্টকপরিবৃত শাল্মলীতে আরোপিত করিয়াছে। তাহাদের সর্ব্বশরীর ক্ষতবিক্ষত ও শোণিতে পরিপ্লুত হইয়াছে। ঐ দেখুন, আবার যমদূতেরা ঐ সকল পরদারমর্ষীকে মূষায় সন্নিবিষ্ট করিয়া বিনাশ করিতেছে।

মোহাচ্ছন্ন হইয়া, উপাধ্যায়ের অবমাননা করিয়া, অধ্যয়ন বা শিল্পগ্রহণ করিলে, এইরূপে শিরোদেশে শিলাবহন করিয়া, জনমার্গে অতিমাত্র পীড়া অনুভব করত, দিবানিশ ক্লেশভোগ করিতে হয়। তৎকালে ক্ষুধাবশে শরীর অতিমাত্র কৃশ ও মস্তকও ভারপীড়ায় ব্যথিত হইয়া উঠে।

জলমধ্যে মূত্র, বিষ্ঠা ও শ্লেষ্মা ত্যাগ করিয়া, ঐ দেখুন, ঐ সকল পাপাত্মা তত্তৎসম্পর্কে দুর্গন্ধিপূর্ণ নরকে পতিত রহিয়াছে।

ঐ দেখুন, ইহারা পূর্ব্বে পরস্পর আতিথ্য বিধানে ভোজন করে নাই, এইজন্য ক্ষুধান্বিত হইয়া, পরস্পরের মাংস ভক্ষণ করিতেছে।

যাহারা অগ্নিহোত্রী হইয়াও বেদের ও বহ্নির অবমাননা করিয়াছে, ঐ দেখুন, তাহাদিগকে শৈলশৃঙ্গ হইতে বারম্বার অধঃপাতিত করিতেছে।

ইহারা পুনর্ভূর পতি ও তদবস্থায় জরাজীর্ণ হইয়া, জীবন যাপন করিয়াছে, সেইজন্য কৃমিকীটত্ব প্রাপ্ত হইয়া, ঐ সকল পিপীলিকা কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইতেছে।

পতিতের প্রতিগ্রহ গ্রহণ এবং তাহার যাজন ও নিত্য সেবা করিলে, পাষাণমধ্যস্থ কীট হইয়া, সর্ব্বদা ক্লেশভোগ করিতে হয়।

ভৃত্যগণ, মিত্রবর্গ ও অতিথির সাক্ষাতে একাকী মিষ্টান্ন ভোজন করিলে, ঐরূপ প্রজ্বলিত অঙ্গাররাশি ভোজন করিতে হয়।

রাজন্! ঐ ব্যক্তি লোকের পৃষ্ঠমাংস নিয়ত ভক্ষণ করিয়াছে। তজ্জন্য ভয়ঙ্কর বৃক সকল ইহারও পৃষ্ঠমাংস ভক্ষণ করিতেছে।

ঐ দেখুন, উপকারীর উপকার স্বীকার না করাতে, ঐ নরাধম অন্ধ, বধির, মূক ও ক্ষুধাতুর হইয়া, ভ্রামিত হইতেছে।

ঐ ব্যক্তি নিতান্ত দুর্ম্মতি ও কৃতঘ্ন এবং মিত্রগণের অপকার করিয়াছে। সেই পাপে তপ্তকুম্ভে নিপতিত হইয়াছে। ইহার পর আবার পেষিত হইয়া, তপ্তবালুকায় দহ্যমান হইবে। তথা হইতে আবার যথাক্রমে যন্ত্রাবপীড়ন, অসিপত্রবন, করপত্রবিপাটন, কালসূত্রে ছেদন ইত্যাদি অনেকবিধ যাতনা ভোগ করিয়া, জানি না, কিরূপে ইহা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবে।

ঐ সকল ব্রাহ্মণ পরস্পর সংমিলিত হইয়া, শ্রাদ্ধে ভোজন করিয়াছিল। এইজন্য সর্ব্বাঙ্গ হইতে বিনিঃসৃত ফেন পান করিতেছে।

ঐ দেখুন, ইহারা স্বর্ণচুরি, ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান ও গুরুপত্নীগমন করিয়াছিল। সেইজন্য অধ ও ঊর্দ্ধ সকল দিকেই প্রজ্বলিত দহনে দহ্যমান হইতেছে। ইহারা এইরূপে বহু বহু অব্দসহস্র নরকে থাকিয়া, পরে পুনরায় কুষ্ঠ ও ক্ষয়রোগাদি চিহ্নিত হইয়া, জন্মগ্রহণ করিবে। অনন্তর পুনরায় মরিয়া আবার নরকে যাইবে। পরে আবার জন্মিয়া, ঐরূপ আধিব্যাধি ভোগ করিবে। কল্পান্তপরিমাণ এইরূপ হইবে।

গোহত্যা করিলে, তিনজন্ম ন্যূনতর নরক লাভ হইয়া থাকে। সমস্ত উপপাতকেও এই

প্রকার নরক সংঘটন হয়। নরক হইতে মুক্ত হইয়া, যে যে পাপ করিলে, যে যে যোনি লাভ হয়, বলিতেছি, শ্রবণ করুন।

ইতি বিবিধ নরকদুঃখবর্ণন নাম চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

যমকিঙ্কর কহিল, পতিতের প্রতিগ্রহ গ্রহণ করিলে, দ্বিজাতির গর্দ্দভযোনি লাভ হয়। পতিতের যাজন করিলে, নরকমুক্তির পর কৃমি হইয়া থাকে।

উপাধ্যায়ের প্রতি কপটব্যবহার করিলে, দ্বিজাতি কুক্কুর হইয়া থাকে। উপাধ্যায়ের পত্নীকে মনে মনে কামনা করিলে, অথবা তাঁহার দ্রব্যে মনে মনেও বাঞ্ছা করিলে এবং পিতামাতার অবমাননা করিলে, গর্দ্দভযোনি প্রাপ্ত হইতে হয়।

মাতাপিতার প্রতি আক্রোশ প্রকাশ করিলে, শারিকাযোনি লাভ হয়।

ভ্রাতার পত্নীকে অবমাননা করিলে, কপোত হইয়া থাকে। তাঁহাকে পীড়ন করিলে, কচ্ছপ হইতে হয়।

প্রভুর পিণ্ডে পুষ্ট হইয়া, যে ব্যক্তি তাহার অভীষ্টসাধনে বিমুখ হয়, সে মরণান্তে মোহাচ্ছন্ন ও বানর হইয়া থাকে।

গচ্ছিৎ দ্রব্য হরণ করিলে, নরকবিমুক্তির পর কৃমিজন্ম লাভ হয়। অসূয়াপর হইলে, নরক ভোগের পর রাক্ষস হইয়া থাকে।

বিশ্বাসঘাতকতা করিলে, মীনযোনি লাভ হয়। ধান্য, যব, তিল, মাষ, কুলত্থ, সর্ষপ, চণক, কলায়, কলম, মুদ্গ, গোধূম, অতসী ও অন্যান্য শস্য হরণ করিলে, মোহের আবির্ভাবপ্রযুক্ত চেতনাশূন্য ও বৃহদ্বদনবিশিষ্ট মূষিক হইয়া জন্মিতে হয়।

পরদার হরণ করিলে, ভয়ঙ্কর বৃক হইয়া থাকে। অনন্তর যথাক্রমে শ্বা, শৃগাল, বক, গৃধ্র, ব্যাড় ও কঙ্ক হইয়া জন্মগ্রহণ করে।

যে পাপাত্মা দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ ভ্রাতৃভার্য্যাকে অবমানিত করে, সে নরকচ্যুতির পর পুংস্কোকিল হইয়া থাকে।

বন্ধুপত্নী, গুরুপত্নী ও রাজপত্নীকে কামাত্মা হইয়া ধর্ষণা করিলে, পরজন্মে শূকর হইতে হয়।

যজ্ঞ, দান ও বিবাহের বিঘ্ন করিলে, কৃমি হইতে হয়। দত্তা কন্যার পুনর্দ্দান করিলেও, কৃমিজন্ম লাভ হয়।

দেব, দ্বিজ ও পিতৃগণকে নিবেদন না করিয়া, ভোজন করিলে, নরকভোগের পর বায়স হইতে হয়।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতার সমান। তাঁহার অবমাননা করিলে, নরকাবসানে ক্রৌঞ্চযোনিতে পতন হয়। শূদ্র ব্রাহ্মণী গমন করিলে, কৃমি হইয়া থাকে। তাহার গর্ভে অপত্য উৎপাদন করিলে, কাষ্ঠমধ্যবর্ত্তী কীট হইয়া জন্মে। পরে শূকর, কৃমি, মদ্গু ও চণ্ডাল হইয়া থাকে।

অকৃতজ্ঞ ও কৃতঘ্ন হইলে, সেই নরাধমকে নরকবিমুক্তির পরই কৃমি, কীট, পতঙ্গ, বৃশ্চিক, মৎস্য, বায়স, কূর্ম্ম ও পুক্কস হইয়া জন্মিতে হয়।

শস্ত্রহীন পুরুষকে বধ করিলে, গর্দ্দভ; স্ত্রীহত্যা ও শিশুহত্যা করিলে কৃমি ও খাদ্য হরণ করিলে মক্ষিকা হইয়া থাকে। তন্মধ্যে খাদ্যের বিশেষ আছে, শ্রবণ করুন। অন্ন হরণ করিলে, মার্জ্জার হইতে হয়।

তিলপিণ্যাকমিশ্রিত অন্ন হরণ করিলে, মূষিকযোনি প্রাপ্তি হয়। ঘৃতহরণে নকুল ও ছাগ-

মাংসহরণে মদ্গুযোনিলাভ হইয়া থাকে। মৎস্য হরণ করিলে কাক ও মৃগমাংস হরণে শ্যেনযোনিতে পতন হয়। লবণ হরিলে জলকাক ও দধি হরিলে কৃমি হইয়া থাকে। দুগ্ধহরণে বকযোনি প্রাপ্তি হয়। তৈল হরণ করিলে, তৈলপায়ী কীট, মধু হরণ করিলে দংশ, পূপ হরণ করিলে পিপীলিকা, নিষ্পাব হরণ করিলে জেঠী ও আসন হরণ করিলে তিত্তির যোনি গমন করে। লৌহহর্ত্তা কাক হয়, কাংসহর্ত্তা হারীত হয়, রৌপ্যহর্ত্তা কপোত হয়, স্বুবর্ণ-ভাণ্ডহর্ত্তা কৃমি হয়, ধৌত-কৌশেয়-হর্ত্তা ক্রকর হয়, কৌশেয়হর্ত্তা কোষকার কীট হয়, আর সূক্ষ্ম বস্ত্র, মৃগলোমজ বস্ত্র, বা অজরোমজাত বস্ত্র অথবা পট্টবস্ত্র হরণ করিলে শুক হইতে হয়। কার্পাস বস্ত্র হরিলে ক্রৌঞ্চ হয়, বল্কল হরিলে বক হয়, বর্ণক ও শোভাঞ্জন হরিলে ময়ূর হয়। সুগন্ধ দ্রব্য হরিলে ছুচ্ছুন্দরী হয়, পরিচ্ছদ হরিলে শশক হয়। আর ফলহর্ত্তা ষণ্ড হইয়া থাকে, কাষ্ঠহর্ত্তা ঘুণ হইয়া থাকে, পুষ্পহর্ত্তা দরিদ্র হইয়া থাকে, যানহর্ত্তা পঙ্গু হইয়া থাকে। শাকহরণে হারীত ও জলহরণে চাতক হইতে হয়। ভূমি হরণ করিলে রৌরবাদি যাবতীয় নরক ভোগের পর যথাক্রমে তৃণ, গুল্ম, লতা, বল্লী ও ত্বক্‌সার বৃক্ষ হইতে হয়। এইরূপে পাপের অনেক পরিহার হইলে, মনুষ্যযোনিলাভ হইয়া থাকে। অনন্তর আবার ক্রমে ক্রমে কৃমি, কীট, পতঙ্গ, জলবিহঙ্গ, মৃগ, গো, চণ্ডাল ও পুক্কসাদি বিবিধ যোনি লাভ হয়। তত্তৎ যোনিতেও আবার বধির বা পঙ্গু হইয়া জন্মিতে হয়। কিম্বা, কুষ্ঠ, যক্ষ্মা, মুখরোগ, চক্ষুরোগ, বায়ুরোগ ও অপস্মারাদি অন্যান্য বিবিধ রোগ ও শূদ্রযোনিতে আবার জন্মগ্রহণ করিতে হয়। রাজন্! গো ও সুবর্ণ হরণ করিলেও, উল্লিখিত ক্রমে জন্ম হইয়া থাকে।

পরকীয় ভার্য্যাকে উপভোগার্থ অপরের হস্তে অর্পণ করিলে, নরকমুক্তির পর ষণ্ড হইয়া থাকে।

অপ্রজ্বলিত হুতাশনে হোম করিলে, অজীর্ণরোগগ্রস্ত হইয়া, মন্দাগ্নি জন্য দুঃসহ যাতনা ভোগ করিতে হয়।

পরের নিন্দা ও মর্ম্ম পীড়ন করিলে, কৃতঘ্ন হইলে, পরদার ও পরস্ব হরণ করিলে, নিষ্ঠুর ও নির্লজ্জ হইলে, আচার পরিহার ও দেবগণের নিন্দা করিলে, বঞ্চক ও কৃপণ হইলে, নরহত্যা ও অন্যান্য নিষিদ্ধ কার্য্য করিলে এবং তত্তৎ কার্য্যে প্রবৃত্তি দেখিলে, বুঝিতে হইবে, নরকভোগের পরই তাহাদের পৃথিবীতে জন্ম হইয়াছে। আর যেখানে সর্ব্বভূতে দয়া, সৎকথন, পরলোকে শুভ উদ্দেশে কার্য্যানুষ্ঠান, সত্য, ভূতগণের হিতার্থ বাক্যপ্রয়োগ, বেদের প্রামাণ্যস্বীকরণ, গুরু দেব ঋষি ও সিদ্ধগণের পূজা, সাধুসঙ্গ, সৎকার্য্যসংসেবন, মৈত্রী এবং অন্যান্য সাধু ধর্ম্ম ও সাধু অনুষ্ঠান, সেই স্থানেই বুঝিতে হইবে যে, স্বর্গভোগান্তে জন্ম হইয়াছে।

রাজন্! আমি সংক্ষেপে আপনার নিকট পাপাত্মা ও পুণ্যাত্মাগণের স্ব স্ব ফলভোগের বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম। আপনিও সমস্ত দেখিলেন। এক্ষণে আসুন, অন্যত্র যাই। আপনার নরকদর্শন হইল। অতএব আসুন, অন্যত্র গমন করিবেন।

পুত্র কহিলেন, অনন্তর সেই মহাপুরুষ যমদূতকে অগ্রে করিয়া গমনে উদ্যত হইলে, তৎক্ষণাৎ তত্তৎ নরকনিবাসী ব্যক্তিগণ সকলেই একবারে আর্ত্তনাদ করিয়া কহিতে লাগিল, মহারাজ! প্রসন্ন হইয়া, আর মুহূর্ত্তমাত্র অপেক্ষা করুন। আপনার অঙ্গসঙ্গী বায়ুস্পর্শে আমাদের মন প্রফুল্ল ও সর্ব্বাঙ্গ হইতে পরিতাপ ও পীড়াবাধাও সর্ব্বতোভাবে অপহৃত হইয়াছে। অতএব মহীপতে! আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন।

রাজা তাহাদের এই কথা শুনিয়া, যমদূতকে কহিলেন, আমি থাকাতে, কিজন্য ইহাদের আহ্লাদ উপস্থিত হইতেছে? আমি মর্ত্ত্যলোকে এমন কি মহৎ পুণ্য করিয়াছিলাম, যাহার প্রভাবে আমাকে দেখিয়া ইহাদের এইপ্রকার আহ্লাদ অনুভূত হইতেছে?

যমদূত কহিল, আপনি অগ্রে পিতৃগণ, দেবগণ, অতিথিগণ ও পোষ্যগণকে প্রদান করিয়া,

তাহার অবশিষ্ট অন্নে স্বকীয় শরীর পোষণ করিয়াছেন এবং সর্ব্বদাই তদ্গতচিত্ত হইয়া ছিলেন। এইজন্য আপনার গাত্রসংসর্গী পবন আহ্লাদজনক হইয়াছে এবং এইজন্য পাপাত্মাদের যাতনাও দূর হইয়া গিয়াছে। আপনি বিহিত বিধানে অশ্বমেধাদি যজ্ঞ সকলের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। সেই-জন্যই আপনাকে দেখিয়া যমের অধিকৃত এই সকল যন্ত্র, শস্ত্র ও বায়সগণ স্বভাবতঃ পীড়ন, ছেদন ও দহন প্রভৃতি মহাদুঃখের হেতুভূত হইলেও, আপনার তেজে পরাহত ও মৃদুত্বপ্রাপ্ত হইয়াছে।

রাজা কহিলেন, আমার ধারণাই এইরূপ যে, আর্ত্তগণের যাতনা দূর করিলে, যে সুখ হয়, স্বর্গ বা ব্রহ্মলোকেও সে সুখ লাভ হয় না। অয়ি ভদ্রমুখ! যদি আমার সান্নিধ্যে থাকিলে, ইহা-দের যাতনা দূর হয়, তাহা হইলে, আমি এই স্থানেই স্থাণুর ন্যায় অবিচলিত অবস্থান করিব।

যমদূত কহিল, রাজন্! আসুন, গমন করিব; নিজ পুণ্যবলে অর্জ্জিত ভোগ সকল ভোগ করিবেন। এই নরকে থাকিয়া আর প্রয়োজন নাই।

রাজা কহিলেন, এই নরকবাসীরা অতিমাত্র দুঃখিত হইয়াছে। ইহারা আমার সান্নিধ্যে থাকিয়া, যতক্ষণ এইরূপ সুখ ভোগ করে, তাবৎ আমি যাইতেছি না। সেই পুরুষের জীবনে ধিক্, যে ব্যক্তি শরণার্থী, আতুর ও আর্ত্তভাবাপন্ন শত্রুকেও অনুগ্রহপ্রদানে পরাঙ্মুখ হইয়া থাকে। আর্ত্তের পরিত্রাণে যাহার প্রবৃত্তি হয় না, যজ্ঞ, দান ও তপস্যাও তাহার কোন লোকেই সুখদান করে না। বালক, বৃদ্ধ ও আতুরাদির প্রতি কঠিনচিত্ত পুরুষ আমার মতে মানুষ নহে, রাক্ষস। এই পাপীগণের সন্নিকটে থাকিয়া, যদি অগ্নিপরিতাপ, উৎকট গন্ধ, বা অন্যবিধ নরক-জনিত দুঃখ ভোগ করিতে হয়, কিম্বা ক্ষুৎপিপাসাসম্ভূত অতিমাত্র ক্লেশে মূর্চ্ছা সংঘটিত হয়, তাহাও আমার স্বীকার। কেন না, ইহাদের পরিত্রাণ করিলে, যে সুখ হইবে, তাহা স্বর্গসুখ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, বোধ করি। অধিক কি, একমাত্র আমি দুঃখ ভোগ করিলে, যদি শত শত আর্ত্তের সুখসংঘটন হয়, তাহা হইলে, আমার কি না প্রাপ্তি হইল? অতএব তুমি অবিলম্বেই এখান হইতে চলিয়া যাও।

যমদূত কহিল, এই ধর্ম্ম ও ইন্দ্র আপনাকে লইতে আসিয়াছেন। অবশ্য আপনাকে এস্থান হইতে যাইতে হইবে। সেইজন্যই বলিতেছি, গমন করুন।

তখন ধর্ম্ম কহিলেন, তুমি সম্যগ্রূপে আমার উপাসনা করিয়াছ। সেইজন্য তোমাকে স্বর্গে লইয়া যাইব। এই বিমানে আরোহণ করিয়া, গমন কর, আর বিলম্ব করিও না।

রাজা কহিলেন, ধর্ম্ম! নরকে এই সকল লোক সহস্র সহস্র যাতনা সহ্য করিতেছে এবং তজ্জন্য নিতান্ত কাতর হইয়া, আমাকে ত্রাণ কর, বলিতেছে। এইজন্য আমি যাইব না।

ইন্দ্র কহিলেন, ইহারা পাপ করিয়াই, তৎপ্রভাবে নরক লাভ করিয়াছে। সেইরূপ, তুমি পুণ্যকর্ম্মবলে স্বর্গে গমন করিবে।

রাজা কহিলেন, ধর্ম্ম! আপনি যদি জানেন; ইন্দ্র! আপনিও যদি জানেন, তাহাহইলে, বলুন, আমি কিপ্রমাণ পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছি।

ধর্ম্ম কহিলেন, রাজন্! সাগরের জলবিন্দু, আকাশের তারকা, বর্ষার ধারা, গঙ্গার সিকতা যেমন অসংখ্যেয়, তোমার পুণ্যেরও সেইরূপ সংখ্যা করা যায় না। অদ্য আবার এই নারকিদিগকে অনুকম্পা করাতে, সেই পুণ্য শত সহস্র সংখ্যা প্রাপ্ত হইল। অতএব তুমি এখন স্বর্গভোগের জন্য গমন কর। ইহারা নরকে থাকিয়া, স্বকর্ম্মজ পাপের ক্ষয় করুক।

রাজা কহিলেন, যদি আমার সংসর্গে ইহাদের উৎকর্ষলাভ না হয়, তাহাহইলে, লোকে আর কিরূপে আমার সহবাসে উৎসুক হইবে? অতএব ত্রিদশাধিপ! আমার যে কিছু পুণ্য আছে, তাহার প্রভাবে এই যাতনাগ্রস্ত পাপিগণ নরক হইতে মুক্তিলাভ করুক।

ইন্দ্র কহিলেন, রাজন্! এই কার্য্য করাতে তোমার স্বর্গ অপেক্ষাও উচ্চতর লোকলাভ হইল। এই সকল পাপীও নরক হইতে মুক্তিলাভ করিল, অবলোকন কর।

পুত্র কহিলেন, তখন রাজার উপরি পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। এবং ইন্দ্র তাঁহাকে বিমানে করিয়া, স্বর্গে লইয়া গেলেন। ঐ সময়ে আমি অন্যান্য নারকীর সহিত নরকযাতনা হইতে মুক্ত হইয়া, স্ব স্ব কর্ম্মের ফলানুসারে ভিন্ন ভিন্ন যোনিতে সমুৎপন্ন হইলাম।

দ্বিজসত্তম! এইরূপে এই আমি আপনার নিকট সমুদায় নরক বর্ণনা করিলাম। যে যে পাপে যে যে যোনিপ্রাপ্তি হয়, যাহা পূর্ব্বে আমি স্বয়ং দেখিয়াছি, তাহাও আপনাকে বলিলাম। আমার এই জ্ঞান দিব্য-প্রভাব-সমুদ্ভাবিত; সুতরাং কোন মতেই মিথ্যা নহে। অতঃপর আপনার নিকট আর কি বলিব, আদেশ করুন।

ইতি নরকবর্ণন নাম পঞ্চদশ অধ্যায়।

ষোড়শ অধ্যায়।

পিতা কহিলেন, বৎস! তুমি আমার নিকট সংসারের প্রকৃত অবস্থা কীর্ত্তন করিলে। এই সংসার ঘটীযন্ত্রের ন্যায় এবং অতীব হেয়। ইহা যে এইরূপ, তাহা বিলক্ষণ জানিলাম। এখন জিজ্ঞাসা করি, সংসারের যখন এইরূপ ব্যবস্থা, আমার কিরূপ অনুষ্ঠান করা বিধেয়? পুত্র কহিলেন, যদি কোনরূপ সন্দেহ না করিয়া, আমার কথায় শ্রদ্ধা করেন, তাহাহইলে, গার্হস্থ্য ত্যাগ করিয়া বানপ্রস্থপরায়ণ হউন। বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া, অগ্নিহোত্র পরিত্যাগ ও আত্মাতে আত্মাকে সন্নিহিত করত দ্বন্দ্বহীন, পরিগ্রহহীন, জিতাত্ম, ভিক্ষু ও অতন্দ্রিত হইয়া, একদিন অন্তর ভোজন করুন। তদবস্থায় যোগপরায়ণ হইয়া, বাহ্যজ্ঞানবিবর্জ্জিত হইলে, যাহা দুঃখরূপ মহারোগের মহৌষধ, যাহা মুক্তির হেতু, যাহার উপমা ও নির্দ্দেশ হয় না এবং যাহা সর্ব্বসঙ্গবিবর্জ্জিত, সেই ব্রহ্মযোগ লাভ করিবেন। যাহার সংযোগ হইলে, পুনরায় ভূতের সহিত আর আপনার যোগ হইবে না।

পিতা কহিলেন, বৎস! অতঃপর, যাহা মুক্তির হেতু, সেই যোগ বর্ণনা কর। উহা প্রাপ্ত হইলে, পুনরায় ভূতের সহিত সংযোগ বশতঃ ঈদৃশ ক্লেশ আমাকে ভোগ করিতে হইবে না। দেখ, আমি ঐ যোগে যুক্তচিত্ত হইলে, আমার আত্মা আর সংসারবন্ধনে বদ্ধ হইবে না। অধুনা তুমি সেই যোগ কীর্ত্তন কর। বৎস! বলিতে কি, সংসাররূপ সূর্য্যের প্রখর কিরণদাহে আমার দেহ মন উভয়ই দগ্ধ হইয়াছে। ব্রহ্মজ্ঞানরূপ সলিলসংযোগে সুশীতল বাক্যবারি দ্বারা আমারে অভিষিক্ত কর। অবিদ্যারূপ কৃষ্ণসর্প দংশন করিয়া, বিষবেগে আমাকে অভিভূত ও আমার মৃত্যু সংঘটিত করিয়াছে। তুমি এখন স্ববাক্যরূপ অমৃত পান করাইয়া, আমারে পুনর্জ্জীবিত কর। আমি পুত্র, কলত্র, গৃহ, ক্ষেত্র ও মমত্বরূপ নিগড়ে সাতিশয় ক্লিষ্ট হইয়াছি। ত্বরা করিয়া, সকল লোকের প্রার্থনীয় সদ্ভাববিজ্ঞান সমুদ্‌ঘাটন দ্বারা আমাকে মুক্ত কর।

পুত্র কহিলেন, পূর্ব্বে অলর্ক জিজ্ঞাসা করিলে, ধীমান্ দত্তাত্রেয় তাঁহাকে সম্যগ্‌রূপে যে যোগ উপদেশ করেন, বিস্তারপূর্ব্বক বলিতেছি, শ্রবণ করুন।

পিতা কহিলেন, দত্তাত্রেয় কাহার পুত্র? কিরূপেই বা যোগ উপদেশ করেন? আর অলর্কই বা কে, যিনি তাঁহাকে যোগ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন?

পুত্র কহিলেন, কুশিকবংশীয় কোন ব্রাহ্মণ পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠাননামকপুরে বাস করিতেন। তিনি অন্য-জন্মকৃত পাপে কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত ও অভিভূত হন। তদীয় পত্নী তাদৃশ অস্পৃশ্য রোগাতুর স্বামীকে পাদাভ্যঙ্গ, অঙ্গসংবাহন, স্নান, আচ্ছাদন ও ভোজন, শ্লেষ্মামূত্রপরিকরণ, পুরীষপ্রক্ষালন ও শোণিতপ্রবাহসংশোধন, নির্জ্জনে উপচরণ, প্রিয়সম্ভাষণ, ইত্যাদি বিবিধ উপায়ে সর্ব্বপ্রকারে দেববৎ অর্চ্চনা করিতেন। তিনি অতীব বিনীতভাবে সর্ব্বদা ঐরূপ সেবা করিলেও, ব্রাহ্মণ নিষ্ঠু-

রক্তা ও অতীবপ্রচণ্ড-কোপনস্বভাব বশতঃ তাঁহাকে নিরন্তর অনুযোগ করিতেন। পত্নী তাহাতে কোনরূপে বীতরাগা না হইয়া, প্রণতিবিধানপুরঃসর সাক্ষাৎ দেবতা জ্ঞান করিতেন। এমন কি, কুষ্ঠরোগসংসর্গে অতীব বীভৎসাকৃতি হইলেও, তাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ভাবিতেন।

চলৎশক্তি না থাকিলেও, একদা সেই ব্রাহ্মণ স্ত্রীকে কহিলেন, আমি রাজমার্গে সেই গৃহস্থিতা যে বেশ্যাকে সে দিন দেখিয়াছিলাম, তুমি আমাকে তাহার নিবাসে লইয়া চল। অয়ি ধর্ম্মজ্ঞে! তাহার রূপ আমার হৃদয়ে জাগিতেছে। অতএব তাহার সহিত আমার সংযোগসাধন কর। আমি সূর্য্যোদয়সময়ে সেই বালাকে দেখিয়াছিলাম। এখন রাত্রি উপস্থিত। দর্শন করিয়া অবধি সে আমার হৃদয় হইতে কোন মতেই অপসৃতা হইতেছে না। আহা, তাহার নিতম্ব কি পীবর! পয়োধরযুগল কি পীনভাবাপন্ন! সর্ব্বাঙ্গ কি সৌন্দর্য্যসম্পন্ন! শরীর কি কৃশভাববিশিষ্ট! যদি সে আমাকে আলিঙ্গন না করে, তাহাহইলে, তুমি আমাকে মৃত দেখিবে। কেননা, কাম স্বভাবতঃ অতি প্রতিকূল; সেই বেশ্যাও বহুলোকের প্রার্থনীয় সামগ্রী; আমারও চলিবার শক্তি নাই। এই কারণে আমার বিষম সঙ্কট বোধ হইতেছে।

স্বামী বিষম-শরের শরসন্ধানের পথবর্ত্তী হইয়া, এবম্বিধ বচনরচনায় প্রবৃত্ত হইলে, তদীয় পত্নী তাহা কর্ণগোচর করিলেন। তিনি মহাভাগা ও পতিব্রতা ছিলেন এবং সৎকুলে জন্মিয়াছিলেন। সুতরাং স্বামীর মনস্তুষ্টিবিধান করাই একমাত্র কর্ত্তব্য, ভাবিয়া, তৎক্ষণাৎ বদ্ধপরিকরা হইলেন এবং বহুপরিমাণে শুল্ক গ্রহণ ও স্বামীকে স্কন্ধে আরোপণ করিয়া, মৃদুগমনে প্রস্থান করিলেন। তখন রাত্রি, আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন। এক একবার বিদ্যুৎ প্রকাশ হওয়াতেই রাজপথ দেখা যাইতেছে। তিনি স্বামীর প্রিয়কামনাবশবর্ত্তিনী হইয়া, তাদৃশ সময়ে প্রস্থান করিলেন। চুরি না করিলেও, চৌরসন্দেহে মহর্ষি মাণ্ডব্যকে শূলে বিদ্ধ করিয়া, সেই পথে স্থাপন করা হইয়াছিল। তাহাতে তিনি অতিমাত্র দুঃখার্ত্ত ছিলেন। ব্রাহ্মণ পত্নীস্কন্ধে আরোহণ করিয়া, অন্ধকারে দেখিতে না পাইয়া, যাইতে যাইতে পাদ দ্বারা ঋষিকে পরিচালিত করিলেন। পাদাবমর্ষণবশতঃ মহর্ষি মাণ্ডব্য ক্রুদ্ধ হইয়া, তাঁহাকে কহিলেন, আমি আজন্ম দুঃখ ভোগ করিতেছি। যে ব্যক্তি আমাকে এ সময়ে পাদপ্রহারপুরঃসর পরিচালিত করিয়া, আরও কষ্ট প্রদান করিল, সেই পাপাত্মা নরাধম সূর্য্যোদয়মাত্র অবশ হইয়া, প্রাণপরিহার করিবে, সন্দেহ নাই। ভাস্করের দর্শনমাত্র সে বিনষ্ট হইবে।

তদীয় পত্নী সেই অতিদারুণ শাপ শ্রবণ করিয়া, ব্যথিতা হইয়া, কহিলেন, সূর্য্যের আর উদয় হইবে না। তখন সূর্য্যের উদয় না হওয়াতে, বহুদিন কেবল রাত্রিই রহিল। তদ্দর্শনে দেবতারা ভীত হইয়া, ভাবিতে লাগিলেন, স্বাহা, স্বধা, বষট্কার ও বেদাধ্যয়ন সকলই লোপ পাইল; সুতরাং সমস্ত জগৎ আর ক্ষয় না পাইয়া, কিরূপে থাকিতে পারে? অহোরাত্রির ব্যবস্থা না থাকিলে, মাস ও ঋতুর ক্ষয় হইবে। মাস ও ঋতুর ক্ষয় হইলে, দক্ষিণ ও উত্তরভেদে অয়নদ্বয়ও আর বিদিত হইবে না। অয়ন-বিজ্ঞান-ব্যতিরেকে সংবৎসর কিরূপে জানা যাইবে? সম্বৎসর না জানিলেই বা অন্যবিধ কাল জ্ঞাত হইবে কিরূপে। পতিব্রতা যখন বলিয়াছেন, তখন দিবাকর কখনই উঠিবেন না। সূর্য্য না উঠিলে, স্নানদানাদি ক্রিয়ার ব্যাঘাত ও হোমাদিও লোপ প্রাপ্ত হইবে। হোমাদির অভাবে যজ্ঞাভাব সংঘটিত হইবে। হোম ব্যতিরেকে কখন আমাদেরও পরিতৃপ্তি হয় না। মনুষ্যেরা যথাবিহিত যজ্ঞভাগ দ্বারা আপ্যায়িত করিলে, আমরা শস্যাদি-সিদ্ধির জন্য বৃষ্টি দ্বারা তাহাদিগকে অনুগৃহীত করি। শস্য সকল নিষ্পাদিত হইলেই, মনুষ্যেরা যজ্ঞ করিয়া, আমাদের উপাসনা করে। আমরা তাহাদের যজ্ঞাদিতে পূজিত হইয়া, তত্তৎকামনা পরিপূরণ করিয়া থাকি। আমরা অধোদিকে ও মনুষ্যেরা ঊর্দ্ধদিকে বর্ষণ করে। আমরা যেমন জলবর্ষণ করি, তাহারা তেমন হবি বর্ষণ করিয়া থাকে। যাহারা আমাদিগকে নিত্য নৈমিত্তিকী ক্রিয়া উৎসর্গ না করে এবং যে সকল দুরাত্মা যজ্ঞভাগ স্বয়ং ভোগ করিয়া থাকে, আমরা

তাহাদের বিনাশ জন্য অগ্নি, জল, ক্ষিতি ও বায়ু বিশেষরূপে দূষিত করিয়া থাকি। সেই দুষ্কৃত-কর্ম্মীরা উল্লিখিত দূষিত জলাদি সেবন করিলে, অতীব ভীষণ উপসর্গ সকল প্রাদুর্ভূত হইয়া, তাহাদের মৃত্যু সমাহিত করে। যাহারা আমাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া, তাহার অবশেষ স্বয়ং ভোগ করে, আমরা সেই সকল পুণ্যাত্মার বাসের জন্য পবিত্র লোক সকল সৃষ্টি করিয়া থাকি। যাহা হউক, ক্রিয়াকলাপাদি লোপ পাইলে, সৃষ্টিরক্ষার সম্ভাবনা কোথায়? কিরূপেই বা আবার সূর্য্যের প্রকাশ সাধন করা যাইবে। তাঁহারা পরস্পর এইরূপ বলিতে লাগিলেন।

তাঁহারা সকলে একত্র মিলিত হইয়া, যজ্ঞলোপসম্ভাবনায় পরস্পর এইরূপ বলিতেছেন, তাহা শ্রবণ করিয়া, প্রজাপতি কহিলেন, দেবগণ! তেজের দ্বারা তেজের ও তপস্তা দ্বারাই তপস্তার উপশম হইয়া থাকে। অতএব তোমরা আমার কথা শ্রবণ কর। পতিব্রতার মাহাত্ম্যপ্রভাবে সূর্য্য উদিত হইতেছেন না। তাঁহার উদয় না হইলে, তোমাদের ও মনুষ্যগণের ক্ষতি হইবে। অতএব তোমরা অত্রির সহধর্ম্মিণী তপস্বিনী ও পাতিব্রত্যশালিনী অনসূয়াকে সূর্য্যের উদয়সাধন জন্য প্রসাদিত কর।

পুত্র কহিলেন, তখন দেবতারা গমন করিয়া, তাঁহারে প্রসন্না করিলে, তিনি তাঁহাদিগকে বর লইতে কহিলেন। দেবতারা এই বর চাহিলেন, পূর্ব্বের ন্যায়, আবার দিন হউক। অনসূয়া কহিলেন, পতিব্রতার মাহাত্ম্যের যেন কোন প্রকারেই হানি না হয়। এইজন্য তাঁহার সম্মান রক্ষা করিয়া, আমি দিন সৃষ্টি করিব। যাহাতে পুনরায় অহোরাত্রের ব্যবস্থা হয় এবং যাহাতে সেই সাধ্বীর স্বামীও না মরেন, আমি তাহাই করিব।

অনসূয়া দেবতাদিগকে এইপ্রকার কহিয়া, সেই পতিব্রতা ব্রাহ্মণীর আলয়ে গমন করিলেন। এবং তাঁহার নিজের ও স্বামীর মঙ্গল ও ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, অয়ি কল্যাণি! স্বামীর বদনসন্দর্শনে তোমার আনন্দের সঞ্চার হয়? সমুদয় দেবতা অপেক্ষাও স্বামীকেই তোমার অধিক বলিয়া মনে হয়? আমি স্বামিসেবা সহায়েই মহাফল প্রাপ্ত হইয়াছি এবং তৎপ্রভাবেই সমুদায় কামনা-সিদ্ধিসহকারে আমার অমঙ্গল সকলও দূরীভূত হইয়াছে। অয়ি সাধ্বি! মানুষের পাঁচটী ঋণ সর্ব্বতোভাবে শোধ করাই কর্ত্তব্য এবং আপনার বর্ণধর্ম্মানুসারে ধন সঞ্চয় করা বিধেয়। ঐ রূপে যে ধন উপার্জ্জন হইবে, তাহা বিধানানুসারে সৎপা ত্র ন্যস্ত করিবে; সর্ব্বদা সত্যশীল হইবে, ঋজু হইবে; তপস্তা, দান ও ধ্যান করিবে; রাগদ্বেষবিবর্জ্জিত হইয়া, শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবে। ঐ সকল ক্রিয়া স্বীয় শক্তি অনুসারে শ্রদ্ধাসহকারে প্রতিদিন সম্পন্ন করিবে। লোকে মহাক্লেশের অনুষ্ঠান করিলে, ক্রমে ক্রমে প্রাজাপত্যপ্রমুখ স্বজাতিবিহিত লোক সকল লাভ করে। কিন্তু স্ত্রীজাতিকে ঐরূপ ক্লেশ স্বীকার করিতে হয় না। সে একমাত্র স্বামিসেবা সহায়েই পুরুষের অতিকষ্টে অর্জ্জিত পুণ্যের অর্দ্ধাংশভাগিনী হইয়া থাকে। স্ত্রীদিগের পৃথগ্‌বিধ যজ্ঞ বা শ্রাদ্ধ বা উপবাসাদির অনুষ্ঠান করিতে হয় না। তাহারা স্বামিসেবা দ্বারাই তত্তৎ অভীষ্ট লোক সকলে গমন করিয়া থাকে। অতএব সাধ্বি! স্বামীই যখন ঐরূপে একমাত্র গতি, তখন তাঁহার উপাসনায় সর্ব্বথা মনোনিয়োগ করিবে। স্বামী সৎক্রিয়ানুসারে দেবগণের, পিতৃগণের ও অতিথিগণের যে অর্চ্চনা করেন, নারী কেবল অনন্য চিত্তে স্বামীর সেবা করিলেই, তাহার অর্দ্ধেক প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

অনসূয়ার এই কথা শুনিয়া, আদরসহকারে তাঁহার প্রতিপূজা করিয়া, ব্রাহ্মণপত্নী প্রত্যুত্তর করিলেন, আমি অদ্য ধন্যা হইলাম, অনুগৃহীতা হইলাম এবং দেবগণেরও সাক্ষাৎকারে সমাগতা হইলাম। যেহেতু, স্বভাবতঃ-কল্যাণগুণশালিনী আপনি আমার শ্রদ্ধাধর্ম্ম বর্দ্ধিত করিয়া দিতেছেন। আমিও ইহা জানি, যে, পতিসেবার সমান নারীগণের দ্বিতীয় গতি নাই। আর, তাঁহার প্রীতিসাধন করিলে, উভয় লোকেই উপকারলাভ হইয়া থাকে। অয়ি যশস্বিনি! নারীর স্বামীই দেবতা; সুতরাং স্বামী প্রসন্ন হইলে, তাহার উভয় লোকেই সুখসজ্ঘটন হয়। মহাভাগে!

অধুনা আপনি বলুন, আমাদের গৃহে কিজন্য আসিয়াছেন? আমি বা আমার স্বামীকে আপনার কি করিতে হইবে?

অনসূয়া কহিলেন, তোমার বাক্যে দিন রাত্রির লোপ ও সমস্ত ক্রিয়াকলাপ রহিত হওয়াতে, এই দেবতারা সকলে দুঃখিত হইয়া, আমার সকাশে আসিয়া, যাচ্ঞা করিতেছেন, আবার পূর্ব্বের ন্যায়, অখণ্ডিত বিধানে দিন রাত্রির ব্যবস্থা হউক। আমি সেইজন্যই এখানে আসিয়াছি। আমার কথা শুন; দিনের অভাবে সমুদায় যাগ যজ্ঞের অভাব হইয়াছে। যাগ যজ্ঞের অভাবে দেবগণের পুষ্টির ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। দিনের উচ্ছেদ হওয়াতে, সমুদায় কর্ম্মেরই সমুচ্ছেদ হইয়াছে। কর্ম্মের সমুচ্ছেদ হইলে, অনাবৃষ্টিতে জগতের উচ্ছেদ হইবে। অতএব তোমার যদি জগৎকে এই আপদ হইতে উদ্ধার করিবার অভিলাষ থাকে, তাহাহইলে, লোক সকলের প্রতি প্রসন্না হও; পূর্ব্ববৎ দিবাকরের উদয় হউক।

ব্রাহ্মণী কহিলেন, মহাভাগে! মহর্ষি মাণ্ডব্য অতিক্রোধের পরতন্ত্র হইয়া, মদীয় ঈশ্বরস্বরূপ স্বামীকে শাপ দিয়াছেন, সূর্য্যের উদয় হইলেই, তুমি প্রাণত্যাগ করিবে।

অনসূয়া কহিলেন, যদি তোমার সম্মতি হয়, তাহাহইলে, আমি তোমার স্বামীকে পূর্ব্ববৎ দেহযুক্ত ও নবকলেবর করিব। অয়ি বরবর্ণিনি! আমি সর্ব্বতোভাবে পতিব্রতা রমণীগণের মাহাত্ম্যের পূজা করিয়া থাকি। এইজন্যই তোমার সম্মাননায় প্রবৃত্ত হইয়াছি।

পুত্র কহিলেন, তখন সেই ব্রাহ্মণপত্নী সম্মতা হইলে, তপস্বিনী অনসূয়া অর্ঘ্য উদ্যত করিয়া, সূর্য্যকে আবাহন করিলেন। দশদিন কেবল রাত্রিই ছিল। অনসূয়ার আহ্বানমাত্র দিবাকর প্রফুল্ল-পঙ্কজপ্রতিম অরুণকলেবরে পূর্ণমণ্ডলে উদয়াচলশিখরে আরোহণ করিলেন। তাহার অব্যবহিত পরক্ষণেই সেই ব্রাহ্মণীর স্বামী যেমন প্রাণশূন্য হইয়া, পৃথিবীপৃষ্ঠে পতিত হইলেন, তিনিও তেমনি ধরিয়া ফেলিলেন।

তখন অনসূয়া কহিলেন, ভদ্রে! শোক করিও না। তুমি এখনই আমার স্বামিসেবার ও তপস্যার বল দেখিবে। রূপ, চরিত্র, বুদ্ধি ও মিষ্টবাক্যাদি অন্যান্য সদ্‌গুণ কোন বিষয়েই কখন যদি আমি স্বামী অপেক্ষা অন্য পুরুষকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়া না থাকি, তাহাহইলে, সেই সত্যবলে এই ব্রাহ্মণ ব্যাধিমুক্ত ও পুনর্যুবা হইয়া, ভার্য্যার সহিত শত বৎসর জীবিত থাকুন। যদি আমি স্বামীকেই পরমদেবতা জ্ঞান করিয়া থাকি, তাহাহইলে, সেই সত্যবলে, এই ব্রাহ্মণ ব্যাধিমুক্ত ও পুনর্জীবিত হউক। আমি যদি নিয়ত কায়মনোবাক্যে স্বামীরই সেবা করিয়া থাকি, সেই সত্যবলে, এই ব্রাহ্মণ পুনর্জীবিত হউন।

পুত্র কহিলেন, এইরূপ বলিবামাত্র, ব্রাহ্মণ ব্যাধিমুক্ত ও পুনর্যুবা হইয়া, অজর অমরের ন্যায়, সমুদায় গৃহ সৌন্দর্য্য-আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া, উত্থান করিলেন। আকাশ হইতে পুষ্পবর্ষণ ও বিবিধ দিব্যবাদিত্রধ্বনি হইতে লাগিল। দেবতারা নিরতি আহ্লাদসহকারে অনসূয়ারে কহিলেন, কল্যাণি! বর লও। তুমি দেবগণের পরম উপকার করিয়াছ, এইজন্য দেবতারা বর দিতেছেন।

অনসূয়া কহিলেন, যদি পিতামহপ্রমুখ অমরবর্গ প্রসন্ন হইয়া, বরদানে উৎসুক হইয়া থাকেন এবং আমাকে যদি বরদানের যোগ্যপাত্রী বোধ করেন, তাহাহইলে, এই বর দিন, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর আমার পুত্র হউন। আর আমি যেন স্বামিরই সহিত মুক্ত হইয়া, সকল ক্লেশ পরিহার করি।

তখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরপ্রমুখ অমরবর্গ, তাহাই হইবে, বলিয়া, তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিয়া, স্ব স্ব স্থানে প্রতিপ্রস্থান করিলেন।

ইতি অনসূয়ার বরপ্রাপ্তি নাম ষোড়শ অধ্যায়।

সপ্তদশ অধ্যায়।

পুত্র কহিলেন, অনন্তর বহুকালাবসানে ব্রহ্মার দ্বিতীয় পুত্র অত্রি আপনার লোভনীয়াকৃতি অনিন্দিতা ভার্য্যা অনসূয়াকে ঋতুস্নাতা দেখিয়া, সকাম হইয়া, মনে মনে ভজনা করিলেন। ঐরূপ অভিধ্যানসময়ে তাঁহার বিকার সম্ভূত হইল। বেগবান্ বায়ু তাহাকে ঊর্দ্ধ ও তির্য্যগ্‌দিকে বহন করিলে, সেই ব্রহ্মরূপ সোমস্বরূপ, শুক্লকান্তি রজোবিশিষ্ট তেজ যেমন সমন্তাৎ পতিত হইতে লাগিল, দশদিক তৎক্ষণাৎ তাহাকে গ্রহণ করিল। তাহাতে সকল প্রাণীর আয়ুর আধারস্বরূপ চন্দ্র অত্রির মানস পুত্র রূপে উৎপন্ন হইলেন। ঐ সময়ে মহাত্মা বিষ্ণুও তুষ্ট হইয়া, স্বকীয় শরীর হইতে সমুৎপাদনপূর্ব্বক সত্বস্বরূপ দ্বিজসত্তম দত্তাত্রেয়কে জন্মদান করিলেন। ফলতঃ বিষ্ণুই এই দত্তাত্রেয় নামে বিখ্যাত হইয়া, অত্রির দ্বিতীয় পুত্র রূপে অবতরণপূর্ব্বক অনসূয়ার স্তনপান করেন। দত্তাত্রেয় কুপিত হইয়া, সপ্তম দিবসেই জননীর গর্ভ হইতে বিনির্গত হইলেন। যেহেতু, হৈহয়পতি উদ্ধত ও উৎপথপ্রবৃত্ত হইয়া, অত্রির অবমাননায় উদ্যত হইয়াছিল। তদ্দর্শনে তিনি কুপিত ও গর্ভবাসজনিত নিরতিশয় আয়াস-দুঃখে অমর্ষসমন্বিত হইয়া, তৎক্ষণাৎ হৈহয়পতিকে দগ্ধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

অনন্তর তমোগুণোদ্রিক্ত দুর্ব্বাসা রুদ্রের অংশে অত্রির ঔরসে জন্মগ্রহণ করিলেন। এইরূপে অনসূয়ার গর্ভে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্রের অংশে তিন পুত্র জন্মিলেন। তন্মধ্যে ব্রহ্মা সোম রূপে, বিষ্ণু দত্তাত্রেয় রূপে ও মহাদেব দুর্ব্বাসা রূপে দেবগণের বরদান প্রযুক্ত অত্রিপত্নীর গর্ভে অবতরণ করিলেন। প্রজাপতি সোম স্বকীয় সুশীতল রশ্মি দ্বারা বীরুধ, ঔষধি ও মানবদিগকে সর্ব্বদা আপ্যায়িত করিয়া, স্বর্গে বিরাজমান হইলেন। দত্তাত্রেয় দুষ্ট দৈত্যদল দলন ও শিষ্টগণে অনুগ্রহ বিতরণ পুরঃসর প্রজালোকের পালন করিতে লাগিলেন। ইনি বিষ্ণুর অংশ জানিবেন। আর উদ্ধতচিত্ত, উদ্ধতদর্শন ও উদ্ধতবাক্য ভগবান্ অজ দুর্ব্বাসা রৌদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া, লোকের অবমানকর্ত্তা দুরাত্মাদিগকে নির্দ্দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে প্রজাপতি চন্দ্র সোমত্ব, দত্তাত্রেয় যোগস্থ হইয়া, বিষয় ভোগ ও দুর্ব্বাসা পিতা মাতাকে ত্যাগ করিয়া উন্মত্তনামক অনুত্তম ব্রতের অনুসরণপ্রসঙ্গে পৃথিবী পর্য্যটন করিতে আরম্ভ করিলেন।

তাত! দত্তাত্রেয় সর্ব্বদাই ঋষিকুমারগণে বেষ্টিত হইয়া, যোগসাধন করিতেন। সংসারসঙ্গপরিহারকামনায় বহুকাল সরোবরসলিলে মগ্ন হইয়া রহিলেন। তথাপি ঋষিকুমারেরা অতীবপ্রিয়দর্শন মহাত্মা দত্তাত্রেয়কে ত্যাগ করিলেন না। সরোবরতীর আশ্রয় করিয়া রহিলেন। দেবমানের শতবর্ষ অতীত হইলেও, যখন ঋষিকুমারেরা সকলেই তৎপ্রতি প্রীতিবশতঃ তাঁহাকে ত্যাগ না করিয়া, সেই সরস্তীরেই বাস করিতে লাগিলেন, তখন দত্তাত্রেয় দিব্যাম্বরধারিণী, চারুপীননিতম্বিনী, কল্যাণী রমণী সমভিব্যবহারে জল হইতে উত্তরণ করিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় এই, স্ত্রীসঙ্গী দেখিলে, ইহারা আমাকে ত্যাগ করিতে পারেন। তাহা হইলে, আমি সর্ব্বথা সঙ্গশূন্য হইয়া থাকিব। কিন্তু তাঁহার সে কল্পনা বৃথা হইল। মুনিপুত্রেরা তাঁহারে স্ত্রীসঙ্গী দেখিয়াও, ত্যাগ করিলেন না। তখন তিনি সেই স্ত্রীর সহিত মদ্যপানে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি সস্ত্রীক সুরাপানে রত; গীত, বাদ্যাদি ও বনিতা ভোগ সংসর্গে দূষিত এবং সেই বনিতার সহিত বীভৎস ব্যাপারে সংসক্ত হইলেও, ঋষিকুমারেরা তাঁহাকে ত্যাগ করিলেন না। তাঁহারা ভাবিলেন, দত্তাত্রেয় মহাপুরুষ; যোগীগণেরও নিয়ন্তা এবং কোন ক্রিয়ারই ব্যবচ্ছিন্ন বা বাধ্য নহেন; সুতরাং মদ্যপান বা স্ত্রীর সহিত অবস্থান করিলেও, তাঁহার দোষস্পর্শের কোনই সম্ভাবনা নাই। চণ্ডালের গৃহমধ্যে প্রবাহিত বায়ু যেমন দূষিত হয় না, তিনিও তেমন সুরাপান ও স্ত্রীর সহিত অবস্থান জন্য

কোনরূপে দূষিত না হইয়া, তপস্যা করিতে লাগিলেন। তিনি যোগবিৎ ও যোগীশ্বর এবং যোগীরাও মুক্তিকামনায় তাঁহার চিন্তা করিয়া থাকেন।

ইতি দত্তাত্রেয়ের জন্মনাম সপ্তদশ অধ্যায়।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

পুত্র কহিলেন, অনন্তর কিয়ৎকালপর্য্যবসানে রাজা কৃতবীর্য্যের পরলোক হইলে, মন্ত্রিগণ, পুরোহিতবর্গ ও পৌরগণ সমবেত হইয়া, তদীয় আত্মজ অর্জ্জুনকে অভিষেকার্থ আহ্বান করিলেন। অর্জ্জুন কহিলেন, মন্ত্রিগণ! রাজত্বের পরিণাম নরক। আমি উহা গ্রহণ করিব না। দেখ, রাজা যে-জন্য কর লন, তাহা নিষ্পাদন না করিয়া, সকলই পণ্ড করেন। বণিকেরা রাজাকে স্বস্ব পণ্যের দ্বাদশ ভাগ দান করিয়া, পথিমধ্যে রাজার নিযুক্ত অর্থরক্ষী পুরুষগণ কর্ত্তৃক দস্যুহস্তে রক্ষিত হইয়া গতায়াত করে। গোপগণ ও কৃষিগণ ঘৃত, তক্র ও শস্যাদির ষষ্ঠভাগ প্রদান করে। তাহারা যদি তাহা অপেক্ষাও অধিক দান করে এবং রাজাও যদি তাহা গ্রহণ করেন, তাহাহইলে তাহার চুরি করা হয় এবং ইষ্টাপূর্ত্তও বিনষ্ট হইয়া থাকে। পুনশ্চ, প্রজারা যদি রাজাকে বৃত্তি দিয়া অন্য কর্ত্তৃক পরিপালিত হয়, তাহা হইলে, ঐরূপে ষষ্ঠ অংশ গ্রহণ জন্য রাজার অবশ্য নরক লাভ হইয়া থাকে। প্রাচীন পণ্ডিতেরা ঐরূপ ষষ্ঠ ভাগকে রাজার রক্ষণবেতন স্বরূপ নিরূপিত করিয়াছেন; সুতরাং প্রজাকে চৌর হস্তে রক্ষা করিতে না পারিলে, রাজাকে সেই চৌর্য্যজনিত পাপে পতিত হইতে হয়। অতএব আমি যদি তপস্যা করিয়া, সকল লোকের অভিলষণীয় যোগিত্ব প্রাপ্ত হইতে পারি, তাহাহইলে, পৃথিবীতে আমিই অদ্বিতীয় শস্ত্রধর রাজা হইব। আমার বিশিষ্টরূপ পৃথিবীপালন-সামর্থ জন্মিবে। সমৃদ্ধিরও একশেষ হইবে। অতএব রাজা হইয়া পাপ-ভাগী হইব না।

গর্গনামে মহাবুদ্ধি বয়োবৃদ্ধ মুনিশ্রেষ্ঠ তাঁহার এইরূপ দৃঢ়সঙ্কল্প অবগত হইয়া, মন্ত্রিমধ্যে বলিতে লাগিলেন, যদি তুমি সম্যক্ রূপে রাজ্য শাসন করিবার জন্য, ঐরূপ কৃতসঙ্কল্প হইয়া থাক, তাহা-হইলে, আমার কথা শুনিয়া, তদনুসারে অনুষ্ঠান কর। মহাভাগ দত্তাত্রেয় গিরিগুহা আশ্রয় করিয়া আছেন। তিনি পৃথিবীর পরিপালক। তুমি কোনরূপ বিচার না করিয়া, তাঁহারই আরাধনা কর। সেই যোগী মহাভাগ দত্তাত্রেয় সর্ব্বত্র সমদর্শী ও সাক্ষাৎ বিষ্ণুর অংশ। জগতের পালনজন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ইন্দ্র ইহাঁরই আরাধনা করিয়া, স্বকীয় পদ পুনর্ব্বার অধিকার করিয়াছেন। দুরাত্মা দৈত্যেরা উহা হরণ করিয়া লইয়াছিল। তাঁহাদিগকেও ইন্দ্র তদীয় অনুগ্রহে বধ করিয়াছেন।

অর্জ্জুন কহিলেন, দেবগণ প্রতাপবান্ দত্তাত্রেয়ের কিজন্য আরাধনা করেন? দৈত্যেরাই বা কিজন্য ইন্দ্রত্ব হরণ করিয়া লয়? ইন্দ্রই বা কিরূপে পুনরায় তাহা প্রাপ্ত হন?

গর্গ কহিলেন, দেব ও দানবগণের তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, জম্ভ দৈত্যগণের ও দেবরাজ সুর-সকলের অধিনায়ক হইয়াছিলেন। তাঁহাদের যুদ্ধ করিতে করিতে দেবমানের এক বৎসর গত হইল। তখন দেবগণ পরাভব ও দৈত্যগণ বিজয় লাভ করিল। বিপ্রচিত্তিপ্রমুখ দানবগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হওয়াতে, দেবগণ পলায়নে কৃতোৎসাহ ও শত্রুজয়ে নিরুৎসাহ হইয়া, দৈত্য সৈন্যের নিধন-সাধন-কামনায় বালিখিল্য ঋষিগণের সহিত বৃহস্পতির শরণগ্রহণপুরঃসর মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন।

বৃহস্পতি কহিলেন, তোমাদিগকে ভক্তিসহকারে অত্রির পুত্র বিকৃতাচার, তপোধন, মহাত্মা

দত্তাত্রেয়ের সন্তোষসাধন করিতে হইবে। সেই বরদাতা তোমাদিগকে দৈত্যবিনাশ জন্ত বর দিবেন। তখন তোমরা মিলিত হইয়া, তাহাদিগকে বধ করিবে।

গর্গ কহিলেন, তাঁহারা এইপ্রকার কহিয়া সকলেই দত্তাত্রেয়ের আশ্রমে গমন করিলেন। দেখিলেন, সেই মহাত্মা সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর সহিত বিরাজমান ও সুরাপানে সংসক্ত রহিয়াছেন। গন্ধর্ব্বেরা তাঁহার উদ্দেশে গান করিতেছে। দেবগণ তাঁহার সকাশে সমাগত হইয়া, প্রথমে প্রণতি নিবেদন করিলেন। অনন্তর ভোক্ষ্য, ভোজ্য ও মাল্যাদি উপহার প্রদানপুরঃসর কার্য্যসিদ্ধির জন্য স্তব করিতে লাগিলেন। তিনি অবস্থিতি করিলে, তাঁহারা অবস্থিতি করেন; তিনি গমন করিলে, তাঁহারাও গমন করিয়া থাকেন; তিনি আসনে উপবেশন করিলে, তাঁহারা ভূমিতে আসীন হইয়া, তাঁহার আরাধনা করেন।

অনন্তর দত্তাত্রেয় প্রণতিপরায়ণ দেবগণকে কহিলেন, তোমাদের অভিলাষ কি; যেজন্য এইরূপে আমার সেবা করিতেছ?

দেবগণ কহিলেন, মুনিশার্দ্দূল! জম্ভাদি দানবগণ ভূর্ভুবাদি ত্রৈলোক্য আক্রমণ পূর্ব্বক তাহা হরণ ও যজ্ঞভাগও সর্ব্বতোভাবে অপহরণ করিয়াছে। অনঘ! আমাদের পরিত্রাণ জন্য তাহাদের বধসাধনে আপনাকে মনোযোগী হইতে হইবে। আপনার প্রসাদ সহায়ে আমরা পুনরায় স্বর্গলাভের কামনা করি।

দত্তাত্রেয় কহিলেন, দেবগণ! আমি সর্ব্বদাই উচ্ছিষ্ট ও মদ্যপানে আসক্ত এবং আমার ইন্দ্রিয়গ্রামও বশীভূত নহে। অতএব আমার সাহায্যে কিরূপে তোমরা শত্রুজয়ের আশা করিতেছ?

দেবগণ কহিলেন, আপনি জগতের নাথ ও সর্ব্বথা নিষ্পাপ। কিছুতেই আপনার লিপ্তভাব নাই। বিদ্যার উদয়যোগবশে আপনার অন্তরাত্মা প্রক্ষালিত ও বিশোধিত এবং তৎসহকারে তাহাতে জ্ঞানরূপ দীধিতি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

দত্তাত্রেয় কহিলেন, দেবগণ! সত্য বটে, আমি জ্ঞানযোগ প্রাপ্ত ও সমদর্শী হইয়াছি। কিন্তু এই স্ত্রীর সংসর্গপ্রযুক্ত আমার পবিত্রতা ভ্রষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বদা স্ত্রীসঙ্গ করিলে, দোষের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

দেবগণ এইরূপ অভিহিত হইয়া, পুনরায় কহিলেন, দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আপনার এই স্ত্রী জগতের জননী ও পাপলেশ-পরিশূন্যা। সূর্য্যের কিরণ যেমন চণ্ডালস্পর্শেও দূষিত হয় না, ইহাঁরও তেমনি কিছুতেই দোষোদ্ভব হইবার সম্ভাবনা নাই।

গর্গ কহিলেন, দত্তাত্রেয় দেবগণের এই কথায় হাস্য করিয়া কহিলেন, যদি তোমাদের এইপ্রকার ধারণা, তাহাহইলে, তোমরা অসুরদিগকে যুদ্ধজন্য আহ্বান করিয়া, আমার দৃষ্টিগোচরে এখানে আনয়ন কর। আর বিলম্ব করিও না। আমার দৃষ্টিপাতরূপ হুতাশনে তাহাদের বল ও তেজঃ একবারেই ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে। তখন তাহারা সকলেই সংহারদশা লাভ করিবে।

দেবগণ তাঁহার এই কথা শুনিয়া, মহাবল দৈত্যদিগকে যুদ্ধ করিবার জন্য আহ্বান করিলে, তাহারা রোষভরে দেবগণের গোচরে সমাগত হইয়া, তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিল। তখন দেবগণ ভয়াতুর হইয়া, শীঘ্রই সকলে একত্রে শরণপ্রার্থনায় দত্তাত্রেয়ের আশ্রমপদে উপনীত হইলেন। দৈত্যেরাও তাঁহাদিগকে প্রহার করিতে করিতে তথায় প্রবেশ করিল। দেখিল, মহাবল মহাত্মা দত্তাত্রেয় এবং তাঁহার বামপার্শ্ব আশ্রয় করিয়া, সমুদায় জগতের বরণীয়া তদীয়া ভার্য্যা লক্ষ্মী বিরাজ করিতেছেন। তিনি সমুদায় যোষিদ্‌গুণে অলঙ্কৃতা। তাহারা সেই পীনশ্রোণিপয়োধরা, ইন্দুনিভাননা, নীলোৎপললোচনা, সর্ব্বাঙ্গশোভনা, সুমধুরবচনা লক্ষ্মীকে দর্শন করিয়া, কামনার বশীভূত ও অতিমাত্র অভিভূত হইয়া, উদ্ধত মদনবেগ সম্বরণে সমর্থ হইল না। একবারেই অধীর হইয়া পড়িল। অনন্তর সেই পাপে হততেজা ও মোহাচ্ছন্ন হইয়া, তাহারা দেবগণকে ত্যাগ করিয়া, তাঁহাকে হরণ করিবার অভিলাষে পরস্পর সংসক্ত মানসে

বলিতে লাগিল, এই ত্রিভুবন-সার স্ত্রীরত্ন যদি আমাদের ভাগ্যে ঘটে, তাহাহইলে, আমরা সকলেই কৃতকৃত্য হইব; ইহাই আমাদের ধারণা। অতএব হে দৈত্যগণ! সকলে ইহাকে শিবিকায় সমুৎক্ষিপ্ত ও আরোপিত করিয়া, নিজনিলয়ে লইয়া যাই চল। ইহাই আমরা স্থির করিয়াছি।

তাহারা কামবশে নিতান্ত অভিভূত হইয়াছিল। এইজন্য অনুরাগভরে পরস্পরে এইপ্রকার কহিয়া, তদীয় সেই সাধ্বী ভার্য্যাকে উত্থাপিত ও শিবিকায় আরোপিত করিয়া, সকলে মিলিয়া, মস্তকে বহনপূর্ব্বক স্বস্থানাভিমুখে প্রস্থান করিল। তখন দত্তাত্রেয় হাস্য করিয়া, দেবগণকে কহিলেন, সৌভাগ্যবলে তোমরা বিজয়ী হইলে। কেননা, এই লক্ষ্মী যখন দৈত্যগণের শরীরের অন্যান্য সপ্ত স্থান অতিক্রমপূর্ব্বক মস্তকে আরোহণ করিয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই ইহাদিগকে ত্যাগ করিয়া, অপরের অঙ্কগামিনী হইবেন।

দেবগণ কহিলেন, আপনি জগতের নাথ। অতএব বলুন, লক্ষ্মী পুরুষের কোন্ স্থানে অবস্থান করিলে, কি ফল প্রদান করেন, বা বিনাশ করিয়া থাকেন?

দত্তাত্রেয় কহিলেন, লোকের পদস্থিতা হইলে, লক্ষ্মী নিশ্চয়ই নিলয় দান করেন; সক্থিতে থাকিলে বিবিধ ধন ও বস্ত্র, গুহে থাকিলে বস্ত্র, ক্রোড়ে থাকিলে অপত্য, হৃদয়ে থাকিলে সর্ব্ববিধ অভীষ্ট বিষয়, কণ্ঠে থাকিলে কণ্ঠভূষণ প্রবাসস্থিত অভীষ্ট বন্ধুবান্ধবগণের সহিত সম্মিলন, শিষ্টোচিত বাক্য লাবণ্য ও অখণ্ডিত আজ্ঞা এবং মুখে থাকিলে কবিত্ব, দান করেন। আর শিরে থাকিলে, তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করিয়া, অন্য পুরুষের আশ্রয় ভজনা করিয়া থাকেন। অতএব লক্ষ্মী যখন দানবগণের শিরস্থিতা হইয়াছেন, তখন ইহাদিগকে ত্যাগ করিবেন। তোমরা অস্ত্র লইয়া, এই অবসরে ইহাদিগকে আঘাত কর; ভয় করিও না, আমিও ইহাদিগকে নিস্তেজ করিয়াছি। ইহারাও স্বয়ং পরদারমর্ষণ-পাপে ক্ষীণপুণ্য ও হীন-তেজা হইয়াছে।

গর্গ কহিলেন, শুনিয়াছি, তখন ঐরূপে লক্ষ্মীকে মস্তকে করাতে, দেবগণের বিবিধ অস্ত্রপ্রহারে দৈত্যগণের প্রাণত্যাগ সঙ্ঘটিত হইল। লক্ষ্মীও তাহাদের মস্তক হইতে উৎপতনপূর্ব্বক পুনরায় দত্তাত্রেয়ের পার্শ্বচারিণী হইলেন। সুরগণ অসুরগণের বিনাশ জন্য হর্ষাবিষ্ট হইয়া, লক্ষ্মীর স্তব করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহারা মনীষী দত্তাত্রেয়কে প্রণিপাতপুরঃসর বিগতসন্তাপ হইয়া, নাকপৃষ্ঠে প্রত্যাগত হইলেন। রাজেন্দ্র! আপনিও যদি মনোমত অতুল ঐশ্বর্য্য লাভের অভিলাষী হইয়া থাকেন, সত্বরে দত্তাত্রেয়ের আরাধনা করুন।

ইতি গর্গবাক্য নাম অষ্টাদশ অধ্যায়।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

পুত্র কহিলেন, গর্গের কথা শুনিয়া, রাজা অর্জ্জুন দত্তাত্রেয়াশ্রমে গমন করিয়া, ভক্তিসহকারে তাঁহার পূজা করিলেন এবং পাদসংবাহন, মধু প্রভৃতির আহরণ, স্রক্চন্দনাদি গন্ধসঙ্কলন, জল ও ফলাদির আনয়ন, অন্নসংযোজন ও উচ্ছিষ্টের অপোহন করিয়া, পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। ঋষি পরিতুষ্ট হইয়া, পূর্ব্বে যেমন মদ্যভোগাদির সংসর্গে আত্মনিন্দা করিয়া, দেবগণকে বলিয়াছিলেন, তাঁহাকেও তেমনি কহিলেন, এই স্ত্রী সর্ব্বদাই আমার পার্শ্বচারিণী রহিয়াছেন। ইহাঁর সংসর্গে আমি অপবিত্র ও তেজোহীন হইয়াছি। অতএব আমাকে এইরূপে উপরোধ করা তোমার উপযুক্ত হয় না। আমি উপকার করিতে বাস্তবিক অশক্ত। অতএব শক্তিসম্পন্ন অন্য কোন ব্যক্তির শরণাপন্ন হও।

পুত্র কহিলেন, মুনি এইরূপ কহিলে, রাজা কার্ত্তবীর্য্য গর্গের কথা স্মরণ করিয়া, প্রণাম-

পুরঃসর প্রত্যুত্তর করিলেন, আপনি কিজন্ত মায়া আশ্রয় করিয়া, আমাকে ভুলাইতেছেন? আপনি যেমন সর্ব্বথা নিষ্পাপ, সেইরূপ এই দেবীও সকল লোকের জননী।

রাজার এই কথায় দত্তাত্রেয় প্রীতিমান্ হইয়া কহিলেন, যেহেতু তুমি আমার প্রকৃতস্বরূপ-পরিচয়ে সমর্থ হইয়াছ, সেইহেতু তোমার প্রতি আজি আমার পরম প্রীতির সঞ্চার হইয়াছে। অতএব বর গ্রহণ কর। যাহারা গন্ধমাল্যাদি দ্রব্য, মদ্যমাংসাদি উপহার ও আজ্যসংযুক্ত মিষ্ট অন্ন প্রদানপুরঃসর বিবিধ বিধানে ব্রাহ্মণগণের অর্চনা, নানাপ্রকার সঙ্গীত এবং বীণা বেণু ও শঙ্খাদি সুমধুর বাদ্যধ্বনিসহকারে লক্ষ্মীর সহিত আমার পূজা করে, আমি অভীপ্সিত স্ত্রী, পুত্র ও বিত্তাদি প্রদানপূর্ব্বক তাহাদের পরিতোষ সাধন এবং যাহারা আমাকে অশ্রদ্ধা করে, তাহাদিগকে অপঘাতপূর্ব্বক বিনাশ করি। তোমার কল্যাণ হউক; মনোমত বর গ্রহণ কর। তুমি আমার গুহ্য নাম কীর্ত্তন করাতে, আমি প্রসাদবিতরণে একান্ত অভিমুখ হইয়াছি।

অর্জ্জুন কহিলেন, আপনি যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহাহইলে, যৎপ্রভাবে আমি সর্ব্বতোভাবে প্রজালোকের পালন করিতে পারি এবং কখনও যেন অধর্ম্মে লিপ্ত না হই, এরূপ উৎকৃষ্ট ঋদ্ধি আমাকে দান করুন। তদ্ব্যতীত, আমার যেন পরের অভিপ্রায়াদি বুঝিবার বিশেষ জ্ঞান জন্মে; যুদ্ধে যেন কেহ আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে না পারে; আমি যেন সহস্রবাহু ও লঘুহস্ত হই; শৈল, সলিল, ভূমি, আকাশ, পাতাল, কুত্রাপি যেন আমার গতি প্রতিহত না হয়; আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির হস্তেই যেন আমার মৃত্যু হয়; আমি যেন উৎপথপ্রবৃত্ত লোকের সৎপথপ্রদর্শক হইতে পারি; অতিথিদিগকে যেন অক্ষয় ধন দান করিয়া, সর্ব্বথা সন্তুষ্ট করি; আমার স্মরণ করিলেই, আমার রাজত্বে যেন কাহারও কোনরূপে দ্রব্য বিনষ্ট না হয় এবং আপনাতেই যেন আমার নিত্য অব্যভিচারিণী ভক্তি থাকে।

ঋষি কহিলেন, তোমার কথিত যাবতীয় বরই সম্যক্ রূপে প্রাপ্ত হইবে। অধিক কি, আমার প্রসাদে তুমি চক্রবর্ত্তী সম্রাট্ হইবে।

পুত্র কহিলেন, তখন রাজা ঋষিকে প্রণাম করিয়া, প্রকৃতিবর্গকে আনয়নপূর্ব্বক সম্যগ্বিধানে অভিষেক গ্রহণ করিলেন এবং রাজপদে প্রতিষ্ঠিত ও দত্তাত্রেয়ের বরপ্রভাবে পরম ঋদ্ধি লাভসহকারে অতিমাত্র বলান্বিত হইয়া, সর্ব্বত্র ঘোষণা করিয়া দিলেন, আজি হইতে আমা ভিন্ন অন্য যে ব্যক্তি শস্ত্র গ্রহণ করিবে, আমি তাহাকে এবং যে ব্যক্তি দস্যুবৃত্তি ও পরের হিংসা করিবে, তাহাকেও সংহার করিব।

এইপ্রকার আজ্ঞা প্রচারিত হইলে, একমাত্র সেই প্রবলপরাক্রান্ত পুরুষসিংহ অর্জ্জুন ব্যতিরেকে রাজ্যমধ্যে আর কেহই শস্ত্রধর রহিল না। তিনিই গ্রাম্যপাল ও পশুপাল হইলেন। তিনিই অর্থপাল ও ক্ষেত্রপাল হইলেন; তিনিই ব্রাহ্মণ, বণিক ও তপস্বিগণের পরিপালক হইলেন। লোকে দস্যু, ব্যাল, অগ্নি ও শস্ত্র ভয়ে অভিপন্ন, সাগরসলিলে মগ্ন, অথবা অন্যান্য বিপদে আক্রান্ত হইলে, তাঁহাকে স্মরণ করিলেই, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাদের তত্তৎ বিপদ উদ্ধার করেন। তাঁহার অধিকারে কাহারও কোন দ্রব্য আর কোন রূপেই নষ্ট হয় না। তিনি দক্ষিণাদানসহকারে বহুবিধ যজ্ঞ করিতে লাগিলেন; যুদ্ধের পর যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন; তপস্যা সঞ্চয় করিলেন।

মহর্ষি অঙ্গিরা তাঁহার এই অতুল ঐশ্বর্য্য ও অভিমান দর্শন করিয়া, বলিয়াছিলেন, কি যুদ্ধ, কি দান, কি তপস্যা, কি যুদ্ধাতিচেষ্টা কিছুতেই কোন রাজা কার্ত্তবীর্য্যের সমকক্ষতা লাভ করিতে পারিবেন না। কার্ত্তবীর্য্য যে দিনে দত্তাত্রেয়ের প্রসাদে অলৌকিক প্রভুশক্তি লাভ করিয়াছিলেন, সেই দিন তাঁহার উদ্দেশে যজ্ঞ করিতেন। তাঁহার সমুদায় প্রজাও তাঁহার ঐরূপ ঋদ্ধি দর্শন করিয়া, সেই দিন সমাধি সহকারে দত্তাত্রেয়ের উদ্দেশে যজ্ঞ করিত।

ধীমান্ দত্তাত্রেয়ের মাহাত্ম্য এই কীর্ত্তন করিলাম। সেই শার্ঙ্গধন্বা, চরাচরগুরু, অনন্ত, অপ্রমেয়, শঙ্খচক্রধর, মহাত্মা বিষ্ণুর অবতারপরম্পরা এইরূপে সমুদয় পুরাণেই বর্ণিত হইয়াছে।

তাঁহার পরম রূপ চিন্তা করিলে, সুখলাভসহকারে সংসার হইতে চিরদিনের জন্ত মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। যিনি বলিয়া থাকেন, আমি সর্ব্বদাই বৈষ্ণবগণের সুলভ, তাঁহাকে লোকে কিজন্ত আশ্রয় না করিবে? তাঁহার আদি নাই, অন্ত নাই। তিনি অধর্ম্মের বিনাশ ও ধর্ম্মের রক্ষা জন্ত স্থিতিপালনে ও অবতারগ্রহণে প্রবৃত্ত হন। অধুনা, আমি অলর্কের বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। দত্তাত্রেয় সেই পিতৃভক্ত মহাত্মা রাজর্ষিকে যোগোপদেশ প্রদান করিয়াছেন।

ইতি দত্তাত্রেয়ী সমাপ্তি নাম ঊনবিংশ অধ্যায়।

বিংশ অধ্যায়।

পুত্র কহিলেন, পূর্ব্বে শত্রুজিৎ নামে মহাবীর্য্যশালী রাজা ছিলেন। যাঁহার যজ্ঞসমূহে সোমরস পান করিয়া, ইন্দ্র তুষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রও মহাবীর্য্যসম্পন্ন, অরাতিনিপাতসমর্থ, বুদ্ধি বিক্রম ও লাবণ্যে গুরু শুক্র এবং অশ্বিনীর সমান। তিনি সর্ব্বদাই সমবয়স্ক, সমবুদ্ধি, সমসত্ব, সমবিক্রম ও সমানচেষ্টাসম্পন্ন রাজপুত্রগণে পরিবৃত হইয়া, কখন শাস্ত্রসকলের বিচারমীমাংসায় কৃতনিশ্চয় হইতেন; কখন কাব্য, নাটক ও গীতের সমালোচন, কখন অক্ষবিনোদন, কখন অস্ত্র শস্ত্র ও যুদ্ধ শিক্ষা করিতেন এবং কখন বা নাগ, অশ্ব ও স্যন্দনচালন অভ্যাসে তৎপর হইতেন। এইরূপে তিনি রাজপুত্রগণে পরিবৃত হইয়া, দিন রাত্রি সমানে আমোদ করিতেন। তাঁহারা উক্ত বিধানে ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলে, অনেকানেক সমবয়স্ক ব্রাহ্মণ, ক্ষত্র ও বৈশ্যতনয়গণ ক্রীড়া করিবার জন্ত তথায় আগমন করিতেন।

তাত! কিয়ৎকালাবসানে অশ্বতরনামক নাগরাজের দুই প্রিয়দর্শন পুত্র ব্রাহ্মণবেশধারণপূর্ব্বক পাতাল হইতে পৃথিবীতে সমাগত হইয়া, সেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকুমারগণের সহিত পরমানন্দে আমোদ প্রমোদ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সকলেই একত্রে স্নান, সংবাহন, পরিচ্ছদ পরিধান, গন্ধানুলেপন এবং ভোজনাদি করিতেন।

নাগরাজকুমারেরা রাজকুমারের প্রতি প্রীতিবশতঃ আহ্লাদিত হইয়া, প্রতিদিনই পাতাল হইতে আসিতে লাগিলেন। রাজকুমারও তাঁহাদের সহিত বিবিধ বিনোদ ও হাস্য সংলাপাদি করিয়া, তৃপ্তির শেষলাভে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহাদের দুই জন সঙ্গে না থাকিলে, স্নান, ভোজন, বিহরণ, মধুসেবন বা আত্মোৎকর্ষ বিধানার্থ শাস্ত্রাদির আলোচন করেন না। তাঁহারাও দুই জনে রজনীতে পাতালে থাকিয়া, সেই মহাত্মা রাজকুমারের বিরহে ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া থাকেন। রাত্রি প্রভাত হইলেই, তাঁহার নিকট গমন করেন।

অনন্তর সেই নাগদারকদ্বয়কে তাঁহাদের পিতা এক দিন জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কিজন্ত মর্ত্ত্য লোকের প্রতি এরূপ নিরতি আসক্ত হইয়াছ? আমি অনেক দিন দিবাভাগে এই পাতালে তোমাদিগকে দর্শন করি নাই; কেবল রাত্রিতেই তোমাদিগকে দেখিতে পাই।

পিতা স্বয়ং এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহারা কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণিপাতপুরঃসর প্রত্যুত্তর করিলেন, তাত! রাজা শত্রুজিতের ঋতধ্বজনামে বিখ্যাত পুত্র সাতিশয় সৌন্দর্য্যশালী, সরলভাবসম্পন্ন, শৌর্য্যবিশিষ্ট, মানী ও প্রিয়ভাষী এবং বিদ্বান্, বাগ্মী, মিত্রপ্রিয় ও সকল গুণের আকর। কেহ জিজ্ঞাসা না করিলে, তিনি কথার উত্তর করেন না। মানী লোকের মান রাখিয়া থাকেন। তিনি যেমন বুদ্ধিমান্, সেইরূপ লজ্জাশীল ও বিনয়গুণে ভূষিত। তাঁহার সদ্ব্যবহার ও প্রীতি সম্ভোগ করিয়া, আমাদের মন অপহৃত হইয়াছে। সেইজন্ত গো-লোক বা ভুবর্লোক, কুত্রাপি আমাদের কোন বিষয়েই আর আসক্তি জন্মে না। তাঁহার বিরহে পাতালতলও শীতল বোধ হয় না; পরিতাপ সমুদ্ভাবিত করে। কিন্তু তাঁহার সহবাসে থাকিলে, সূর্য্যের কিরণও শীতল বোধ হয়।

পিতা কহিলেন, সেই পুণ্যবানের পুত্রই ধন্য! যেহেতু, তোমাদের ন্যায়, গুণিগুণ পরোক্ষেও তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করিতেছে। শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিও অশীল হইয়া থাকে, আবার মূর্খও সুশীলতাগুণে ভূষিত হয়। যাহাতে শাস্ত্র ও শীল উভয়ই আছে, তাদৃশ ব্যক্তিই আমার মতে অতিশয় ধন্য। মিত্রেরা যাহার মিত্রোচিত সদ্‌গুণ ও শত্রুরা যাহার পরাক্রম কীর্ত্তন করে, তাহার পিতাই প্রকৃত পুত্রবান্। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, তোমরা সেই উপকারী রাজপুত্রের প্রীতির জন্য কোনরূপ অভীষ্ট সাধন করিয়াছ? যিনি অর্থীকে বিমুখ করেন না এবং যিনি মিত্রগণের উপকারাদি করিতে সবিশেষ পারক, তিনিই ধন্য, তিনিই সুজন্মা, তিনিই সার্থকজন্মা এবং তিনিই যথার্থ বাঁচিয়া আছেন! আমার গৃহে সুবর্ণ, রত্ন, বাহন ও আসন এবং অন্যান্য যে কিছু বস্তু আছে, যাহাতে তাঁহার প্রীতি জন্মে, তোমরা অবিশঙ্কিত চিত্তে তাঁহাকে তাহা দিতে পার। যে ব্যক্তি উপকারী মিত্রবর্গের প্রত্যুপকার করিতে না পারিয়া, আমি জীবিত রহিয়াছি, এইপ্রকার হৃদয়-ভ্রম করে, তাহার জীবনে ধিক্! যে ব্যক্তি মেঘের ন্যায় সুহৃদ্বর্গে উপকার ও শত্রুপক্ষে অপকার বর্ষণ করে, লোকে নিয়ত তাহারই উন্নতি কামনা করিয়া থাকে।

পুত্রেরা কহিলেন, তাত! তিনি কৃতকৃত্য হইয়াছেন। তাঁহার গৃহে যে যাহা প্রার্থনা করে, তাহারই তাহা সম্পন্ন হইয়া থাকে; সুতরাং তাঁহার কোনরূপে কিছু করা কাহারই বা সাধ্য হইয়া থাকে? তাঁহার গেহে যে সকল রত্ন, আসন, যান, ভূষণ, বাহন ও পরিচ্ছদ আছে, আমাদের পাতালপুরে সে সকল কোথায়? আবার, তিনি যেরূপ বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ, তাদৃশ দ্বিতীয় লক্ষিত হয় না। তিনি প্রজ্ঞাশালী পুরুষগণেরও সর্ব্ববিধ সংশয় ছেদন করিতে পারেন। এবিষয়ে তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রাধান্যও আছে। তবে, তাঁহার একমাত্র দ্রব্যের আবশ্যকতা আছে। কিন্তু তাহা পূরণ করা আমাদের অসাধ্য। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রভৃতিরাই তাহা সাধন করিতে পারেন।

পিতা কহিলেন, অসাধ্যই হউক, আর সাধ্যই হউক; তথাপি আমি তাঁহার সেই আবশ্যকতা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। যাহাদের দৃঢ় অধ্যবসায় আছে, তাহারা দেবত্ব, অথবা দেবগণেরও আধিপত্য অথবা তাঁহাদের পূজনীয়ত্ব কিম্বা তৎসদৃশ অন্যান্য অভিলষিত বিষয় লাভ করিয়া থাকে। যাহাদের আত্মা, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ সংযত এবং যাহারা উদ্যমশীল, স্বর্গে বা মর্ত্তে তাহাদের অবিদিত, অগম্য বা অপ্রাপ্য কিছুই নাই। পিপীলিকাও গমন করিলে, সহস্র যোজন যাইয়া থাকে। আবার, গমন না করিলে, স্বয়ং গরুড়ও একপদ যাইতে পারে না। দেখ, ভূতলই বা কোথা, আর ধ্রুবলোকই বা কোথা; কিন্তু উত্তানপাদপুত্র ধ্রুব পৃথিবীচর হইয়াও তাহা প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব যাহা করিলে, সেই মহাত্মা ঋতধ্বজের উপকার ও তৎপ্রযুক্ত তোমাদের ঋণশোধ হইতে পারে, বল।

পুত্রদ্বয় বলিলেন, সেই সচ্চরিত্র রাজকুমারের কুমারাবস্থায় যাহা ঘটিয়াছিল, তিনি তাহা আমাদিগকে যেরূপ বলিয়াছেন, শুনুন। পূর্ব্বে দ্বিজোত্তম গালব উৎকৃষ্ট অশ্বে আরোহণ করিয়া, শত্রুজিতের সকাশে আগমনপূর্ব্বক কহিলেন, কোন এক পাপকর্ম্মা দৈত্যাধম মদীয় আশ্রমে সহসা সমাগত হইয়া, উহার বিনাশে উদ্যত হইয়াছে। সে সিংহ, হস্তী ও অন্যান্য ক্ষুদ্রাকৃতি বন্যপশুর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, দিবানিশ সমাধি-ধ্যান-নিরত মৌনব্রত আমার অকারণে এরূপ বিঘ্ন করে যে, আমার মন নিতান্ত চঞ্চল হইয়া থাকে। আমি স্বয়ং কোপানলে তাহাকে তখনই দগ্ধ করিতে পারি। কিন্তু বহুকষ্টে সঞ্চিত তপস্যার ক্ষয় করিতে আমার ইচ্ছা নাই।

রাজন্! একদা তৎকর্ত্তৃক ক্লেশিত হইয়া, তাহাকে দর্শনপূর্ব্বক নির্ব্বিণ্ণ হৃদয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলে, তৎক্ষণে অম্বরতল হইতে এই অশ্ব ভূমিতে পতিত হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে এইরূপ দৈববাণীও হইল, এই তুরঙ্গম কোনরূপে শ্রান্ত না হইয়া, সূর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র মেদিনীমণ্ডল অতিক্রম করিতে পারে। তোমাকে ইহা দেওয়া গেল। পাতালে, অম্বরতলে বা সলিলেও ইহার গতি প্রতিহত হয় না। সমস্ত দিকে অথবা সমুদায় পর্ব্বতেও ইহা অব্যাঘাতে গমন করিতে

পারে। যেহেতু, এই অশ্ব ঐ রূপে শ্রান্ত না হইয়া, সমগ্র ভূতল বিচরণ করিবে, সেইহেতু কুবলয় নামে বিখ্যাত হইবে। আর, যে পাপ দানবাধম তোমাকে অহর্নিশ ক্লেশ প্রদান করিতেছে, শক্রজিন্নামক রাজার পুত্র ঋতধ্বজ এই অশ্বে আরোহণ করিয়া, তাহাকেও বিনাশ করিবেন এবং এই অশ্বরত্ন প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহার নাম কুবলয়াশ্ব বলিয়া বিখ্যাত হইবে।

মহারাজ! এইজন্যই আমি আপনার নিকট আসিয়াছি। আপনি সেই তপোবিঘ্নকারী দানবের দমন করুন। যেহেতু, রাজাও তপস্যার যথাযথ অংশ পাইয়া থাকেন। আমি সেই এই অশ্বরত্ন আপনাকে নিবেদন করিলাম। পুত্রকে এবিষয়ে এরূপে আজ্ঞা করুন, যাহাতে ধর্ম্মের ব্যাঘাত না হয়।

ঋষির এই কথায় রাজা শক্রজিৎ পুত্র ঋতধ্বজকে যথাবিধি মাঙ্গল্য-বিধি-সমাধান-পুরঃসর সেই অশ্বরত্নে আরোপিত করিয়া, গালবেরই সমভিব্যহারে প্রেরণ করিলেন। মহর্ষি গালবও তাঁহাকে লইয়া তৎক্ষণাৎ স্বকীয় আশ্রমে সমাগত হইলেন।

ইতি কুবলয়াশ্বোপাখ্যান নাম বিংশ অধ্যায়।

একবিংশ অধ্যায়।

পিতা কহিলেন, পুত্রদ্বয়! তোমাদের কথা অতি অদ্ভুত। ঋতধ্বজ গালবের সহিত গমন করিয়া, যাহা করিয়াছিলেন, তাহা বল।

পুত্রদ্বয় কহিল, ঋতধ্বজ রমণীয় গালবাশ্রমে অবস্থিতি করিয়া, ব্রহ্মবাদী ঋষিগণের সমুদায় বিঘ্ন নিরাকরণে প্রবৃত্ত হইলেন। দানবাধম মদগর্ব্বের আবির্ভাববশে একান্ত মোহাচ্ছন্ন হইয়াছিল; সুতরাং বীর কুবলয়াশ্ব যে গালবাশ্রমে আছেন, তাহা তাহার জ্ঞানপথেই আসিল না। এক দিন গালব সন্ধ্যা-বন্দনায় তৎপর হইয়াছেন, এমন সময়ে ঐ দানব শূকররূপ ধারণ করিয়া, তাঁহার ধর্ষণা জন্য সমাগত হইল। তদ্দর্শনে মুনির শিষ্যেরা উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলে, রাজকুমার ঋতধ্বজ তৎক্ষণাৎ শরাসন-গ্রহণ-পুরঃসর সত্বরে অশ্বারোহণে শূকরের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন এবং সুন্দর-চিত্র-শোভিত সুদৃঢ় শরাসন আকর্ষণ করিয়া, অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি নারাচ দ্বারা তাহাকে বিদ্ধ করিলেন। শূকর নারাচে বিদ্ধ ও আত্মরক্ষায় সবিশেষ যত্নপর হইয়া, গিরিপাদপ-সঙ্কুল সুনিবিড় মহারণ্যে প্রবেশ করিল। তখন সেই মনের ন্যায় বেগবিশিষ্ট তুরঙ্গম পিতার আজ্ঞাপালন-প্রবৃত্ত ঋতধ্বজ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া, মহাবেগে উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। সবেগে সহস্র যোজন অতিক্রম করিয়া, সেই শূকর অবশেষে ভূপৃষ্ঠে সহসা আবির্ভূত এক গর্ত্তমধ্যে দ্রুতপদে প্রবেশ করিল। রাজকুমারও অশ্বারোহণে তাহার সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারাচ্ছন্ন সেই মহাগর্ত্তে নিপতিত হইলেন। কিন্তু তাহাকে আর দেখিতে পাইলেন না। অনন্তর তিনি আলোক ও পাতাল দর্শন করিলেন। কিন্তু সেখানেও শূকরের দর্শন পাইলেন না।

অনন্তর তিনি পাতালতলে ইন্দ্রপুরীর ন্যায়, শত শত স্বর্ণময়-প্রাসাদ-পরিবেষ্টিত প্রাকার-শোভিত পুর দর্শন করিলেন। সেখানেও প্রবেশ করিয়া, তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। অনন্তর ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে এক ক্ষীণাঙ্গী ললনাকে দর্শন করিলেন। তিনি ত্বরিত পদে গমন করিতেছেন। তাহাকে দেখিয়া, রাজকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কিজন্য কাহার নিকট যাইতেছ? কিন্তু সেই ভাবিনী কোন কথা না বলিয়াই, প্রাসাদে আরোহণ করিল। কুমারও এক স্থানে অশ্ব বন্ধন করিয়া, সেই ভাবিনীর অনুসারী হইলেন। তাঁহার মনে কোনরূপ ভয়েরই উদ্রেক হইল না। লোচনযুগল বিস্ময়বশে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

অনন্তর কুমার প্রাসাদ মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, পরমসুকুমারী এক কুমারী, সাক্ষাৎ

কামসহচারিণী রতির স্তায়, নিরবচ্ছিন্ন-কাঞ্চনময় সুবিস্তীর্ণ পর্য্যঙ্কে আসীনা রহিয়াছেন। তাঁহার বদনমণ্ডল পূর্ণচন্দ্রের স্তায়, জ্রযুগল অতীবসুন্দর, নিতম্ব ও পয়োধর স্থূলবর্তুলভাবাপন্ন, অধর ও ওষ্ঠ বিম্বের স্তায়, অঙ্গ কৃশ, লোচনযুগল নীলোৎপল-সন্নিভ, নখরাজি রক্তবর্ণ ও তুঙ্গভাববিশিষ্ট, শরীর কোমল ও শ্যামল, কর ও পদ তাম্রবর্ণ, উরু করভ-সদৃশ, দশনপংক্তি পরমসুন্দর, অলকারাজি নীল, সূক্ষ্ম ও স্থিরভাববিশিষ্ট। অনঙ্গের অঙ্গলতার স্তায়, সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী সেই ললনাকে দর্শন করিয়া, পাতালের দেবতা বলিয়া রাজকুমারের প্রতীতি হইল। সেই বালাও নীলবর্ণ আকুঞ্চিত কেশগুচ্ছ, পীন বাহু, পীন স্কন্ধ ও পীন উরু এই সকলে অলঙ্কৃত ঋতধ্বজকে দর্শন করিয়া, মনে করিলেন, ইনি স্বয়ং মদন। এইপ্রকার মনে হওয়াতে, ক্ষুভিতচিত্তা হইয়া, তিনি তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিলেন এবং লজ্জা, বিস্ময় ও ব্যাকুলতার বশবর্ত্তিনী হইয়া, ভাবিতে লাগিলেন, ইনি কে? দেবতা কি যক্ষ? গন্ধর্ব্ব কি উরগ? বিদ্যাধর কি কোন পুণ্যমাত্রপরায়ণ মনুষ্য এখানে পদার্পণ করিলেন? মদিরলোচনা সেই ললনা এইপ্রকার ভাবনা করিয়া, নিশ্বাসভার-পরিহার-পুরঃসর ভূতলে যেমন উপবিষ্টা হইলেন, তেমনি মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন।

রাজনন্দন ঋতধ্বজও কামবাণে আহত হইয়া, ভয় নাই, বলিয়া তাঁহাকে আশ্বাস দিতে লাগিলেন। তিনি ইতিপূর্ব্বে যে রমণীকে দর্শন করেন, তৎকালে সেই ভাবিনীও ব্যজন গ্রহণ করিয়া, ব্যাকুলচিত্তে সেই সুন্দরীকে বাতাস করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর রাজকুমার তাঁহার চেতনা সম্পাদনপুরঃসর মূর্চ্ছার কারণ জিজ্ঞাসিলে, তিনি কিঞ্চিৎ লজ্জান্বিতা হইয়া, স্বকীয় সখীমুখে তাহা নিবেদন করিলেন। সখী বিস্তারপূর্ব্বক রাজনন্দনকে বলিল, আপনাকে দেখিয়াই ইনি মূর্চ্ছিতা হইয়াছেন।

অনন্তর কুমারকে সখীর পরিচয় দিয়া কহিল, দেবলোকে বিশ্বাবসু নামে বিখ্যাত যে গন্ধর্ব্বরাজ আছেন, ইনি তাঁহারই আত্মজা। এই সুভ্রুর নাম মদালসা। বজ্রকেতুর পুত্র উগ্রপ্রকৃতি অরাতিনিসূদন পাতালকেতু নামে দানব পাতালান্তর আশ্রয় করিয়া আছে। আমাদের এই সখী উদ্যানে গিয়াছিলেন। তখন আমি ইহাঁর সঙ্গে ছিলাম না। ঐ সময়ে দুরাত্মা পাতালকেতু তমোময়ী মায়ার আবিষ্করণপূর্ব্বক ইহাঁকে হরণ করিয়া আনিয়াছে এবং আগামী ত্রয়োদশীতে বিবাহ করিব, বলিয়াও স্থির করিয়াছে। কিন্তু শূদ্রের যেমন বেদশ্রুতিতে অধিকার নাই, দুরাত্মাও তেমনি ইহার যোগ্যপাত্র নহে। দিন অতীত হইলে, এই বালা আত্মহত্যা করিতে উদ্যতা হয়েন। সুরভি প্রতিষেধ করিয়া কহিয়াছেন, দুরাত্মা কখনই তোমাকে লাভ করিতে পারিবে না। অয়ি মহাভাগে! দানব মর্ত্ত্যলোকে গমন করিলে, যিনি শরপ্রহারপুরঃসর তাঁহাকে বিদ্ধ করিবেন, তিনিই অচিরাৎ তোমার স্বামী হইবেন। আমি ইহাঁর সখী, আমার নাম কুণ্ডলা। আমি বিন্ধ্যবানের কন্যা এবং পুষ্করমালীর পত্নী। শুম্ভ আমার স্বামীকে সংহার করিয়াছে। তদবধি আমি ব্রতানুসরণপূর্ব্বক পরলোকসাধনে সমুদ্যতা হইয়া, দিব্যগতি সহায়ে তীর্থে তীর্থে বিচরণ করিয়া থাকি। দুরাত্মা পাতালকেতু শূকরমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া, ঋষিগণের পরিত্রাণ জন্য কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক বাণবিদ্ধ হইয়াছে। এই ঘটনার প্রকৃত তথ্য অনুসন্ধান করত ত্বরিত পদে এখানে আসিয়াছি।

অধুনা, ইনি যে কারণে মূর্চ্ছিতা হইয়াছেন, শ্রবণ করুন। মানদ! ইনি দর্শনমাত্রেই আপনার প্রতি প্রীতিমতী হইয়াছেন। দেখুন, আপনি সাক্ষাৎ দেবকুমার সদৃশ, সুমিষ্ট বাক্যাদি গুণবিশিষ্ট। সেই দানবকে যিনি বিদ্ধ করিয়াছেন, বিধাতা আমার এই সখীকে তাঁহারই পত্নী করিয়া রাখিয়াছেন। এই কারণেই ইনি মহামোহে যেন আচ্ছন্না হইয়াছিলেন। এই কৃশাঙ্গী কি যাবজ্জীবনই দুঃখ ভোগ করিবেন? কেন না, আপনাতেই ইহাঁর হৃদয় অনুরাগী হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু অন্য ব্যক্তি ইহাঁর ভর্ত্তা হইবে। তাহাহইলে, যাবজ্জীবন দুঃখ ভোগ করিতে হইবে। সুরভির বাক্য মিথ্যা হয় না। আমি ইহাঁর প্রতি প্রীতিবশতঃ দুঃখিতা হইয়া, এখানে আসিয়াছি। যেহেতু স্বকীয় সখী ও নিজ দেহ, এই উভয়ে কোনরূপ বিশেষ নাই। যদি এই শোভনা অভিমত বীর

পতি লাভ করেন, তাহাহইলে, আমি নির্ব্যলীক চিত্তে তপস্যা করিতে পারি। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, আপনি কে এবং কিজন্যই বা এখানে আসিয়াছেন? আপনি দেব না দৈত্য? গন্ধর্ব্ব না পন্নগ? অথবা কিন্নর? কেন না, মনুষ্যের দেহ যেমন কখন ঈদৃক্ হইতে পারে না, সেইরূপ পাতালে আগমন করাও মনুষ্যের সাধ্য নহে। অতএব আমি যেমন সমুদায় সত্য বলিলাম, আপনিও তেমনি সত্য বলুন।

কুবলয়াশ্ব কহিলেন, ধর্ম্মজ্ঞে! তুমিইবা কে? কিজন্যই বা আসিয়াছ? এই যে তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছ, আমি আদি হইতে তাহা তোমাকে বলিব। শ্রবণ কর, আমি রাজা শত্রুজিতের পুত্র। তাঁহার প্রেরণাবশংবদ হইয়া, মুনিগণের রক্ষাসাধন উদ্দেশে গালবের আশ্রমে আগমন করিয়াছিলাম। তথায় আসিয়া মহাত্মা ঋষিগণের রক্ষাকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, কোন ব্যক্তি শূকররূপ ধারণ করিয়া, বিঘ্নসাধনার্থ সমাগত হইল। তখন আমি তাহাকে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি শর প্রহারে বিদ্ধ করিলাম। এবং সে যেমন অতিবেগে তথা হইতে অপসরণ করিল; তাহার অনুধাবনে অশ্বারোহণে প্রবৃত্ত হইলাম। তখন আমার সেই অশ্ব ও শূকর উভয়েই সমকালে গর্ত্তমধ্যে পতিত হইল। অনন্তর আমি অশ্বে আরোহণ করিয়া, একাকী অন্ধকারে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলাম। পরে আলোক প্রাপ্ত হইয়া, আপনাকে অবলোকন করিলাম। কিন্তু জিজ্ঞাসা করিলে, আপনি আমার কথার কোনরূপ উত্তর করিলেন না। তখন আমি আপনার পদানুসরণক্রমে এই সুবর্ণময় দিব্য প্রাসাদে প্রবেশ করিলাম। এই আমি আপনার নিকট সমস্ত সত্য বলিলাম। আমি দেব নহি, দানব নহি, পন্নগ নহি, গন্ধর্ব্ব নহি এবং কিন্নরও নহি। অয়ি শুচিস্মিতে! সেই দেবাদি সকলেই আমার পূজ্যপক্ষ। আমি মনুষ্য। এবিষয়ে তোমার কোনরূপ শঙ্কা করা কর্ত্তব্য নহে।

পুত্রদ্বয় কহিলেন, তখন সেই ভাবিনী অতিমাত্র হর্ষাবিষ্টা হইয়া, কোনরূপ বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে পারিলেন না। জড়ীভূতা হইয়া, কেবল স্বকীয় সখীর বদনমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে তদীয় সখী কুণ্ডলা নিরতিশয় হর্ষরসের বশবর্ত্তিনী হইয়া বলিতে লাগিলেন, বীর! আপনি সত্য বলিলেন; ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। আপনাকে যখন দেখিয়াছে, তখন এই মদালসার হৃদয় অন্য পুরুষে সংসক্ত হইবে না। দেখুন, কান্তি চন্দ্রের, প্রভা সূর্য্যের, লক্ষ্মী ভাগ্যবানের, ধৃতি বীরের ও ক্ষমা উত্তমের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে। আপনিই নিঃসন্দেহ সেই দানবাধমকে বিদ্ধ করিয়াছেন। গোগণের জননী সুরভি কিরূপে মিথ্যা বলিতে পারেন? অধুনা আমাদের সখী আপনার সান্নিধ্যলাভে ধন্যা ও সৌভাগ্যশালিনী হইলেন। অতএব বীর! এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য, বিধিপূর্ব্বক তাহার সমাধান করুন।

রাজকুমার কহিলেন, আমি পরাধীন। পিতার আদেশব্যতিরেকে কিরূপে ইহাঁকে বিবাহ করিতে পারি? কুণ্ডলা কহিল, আপনি এরূপ কহিবেন না। কেন না, ইনি দেবকন্যা, ইহাঁকে বিবাহ করুন। রাজকুমার এই কথায় বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন। তখন কুণ্ডলা তাঁহাদের কুলগুরু তুম্বুরুকে স্মরণ করিলেন। তিনিও তৎক্ষণাৎ সমিৎ কুশ গ্রহণ করিয়া, মদালসার প্রতি প্রীতি ও কুণ্ডলার প্রতি বহুমান বশতঃ তথায় উপনীত হইলেন। অনন্তর মন্ত্রবিৎ তুম্বুরু পাবক প্রজ্বলিত ও মদালসার উদ্দেশে মঙ্গলকৃত্য সমাধানানন্তর তাঁহার বৈবাহিক বিধি যথাবিধি সম্পাদন করিয়া, পুনরায় তপশ্চরণমানসে স্বকীয় আশ্রমে গমন করিলেন।

তখন কুণ্ডলা মদালসাকে কহিলেন, অয়ি বরাননে! আমি কৃতার্থ হইলাম। যেহেতু, তুমি যেমন অলোকসামান্য-সৌন্দর্য্যশালিনী, সেইরূপ সৎপাত্রের হস্তে পড়িলে, দেখিলাম। এক্ষণে আমি নির্ব্যলীকচিত্তে অতুল তপশ্চরণে প্রবৃত্তা হইব। এবং তীর্থসলিলে সমুদায় পাপ প্রক্ষালিত করিব। তাহাহইলে, আর আমাকে এরূপ হইতে হইবে না।

অনন্তর কুণ্ডলা প্রস্থান করিতে অভিলাষিণী ও বিনয়বশে অবনতা হইয়া, নিজ সখীর প্রতি স্নেহ বশতঃ গদ্গদ বাক্যে রাজকুমারকে বলিতে লাগিলেন, আপনার প্রজ্ঞার ইয়ত্তা নাই। পুরু-

যেরাও যখন আপনার ন্যায় মহাত্মাদিগকে উপদেশ দিতে পারে না, তখন স্ত্রীগণের কথা আর কি বলিব? এইজন্য আমি আপনাকে উপদেশ দিতেছি না। তবে এই তনুমধ্যমা মদালসার স্নেহে আমার অন্তঃকরণ আকৃষ্ট হইয়াছে এবং আপনিও আমাকে বিশ্বাস করিয়া থাকেন। সেই-জন্যই স্মরণ করাইয়া দিতেছি, স্বামী সর্ব্বদা সহধর্ম্মিণীর ভরণ ও রক্ষণ করিবেন। ইহাই তাঁহার কর্ত্তব্য। দেখুন, স্ত্রীই ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ সাধন বিষয়ে স্বামীর সহায়িনী হইয়া থাকে। স্বামী ও স্ত্রী পরস্পর বশবর্ত্তী থাকিলেই, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এই তিনের একীভাব সমাহিত হইয়া থাকে। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গ স্ত্রীতেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই কারণে স্বামী কোন রূপেই স্ত্রী বিনা ঐ তিন সাধন করিতে পারেন না। আবার, স্ত্রীও স্বামী ব্যতিরেকে ধর্ম্মাদি সাধনে সমর্থা হয় না। কেন না, এই ত্রিবর্গ পতি পত্নী উভয়কেই আশ্রয় করিয়া আছে। পুরুষ স্ত্রী ব্যতিরেকে দেবগণ, পিতৃগণ, ভৃত্যগণ ও অতিথিগণের পূজা করিতে পারেন না। দেখুন, ভার্য্যা যদি না থাকে এবং যদি কুভার্য্যার সংসর্গ ঘটে, তাহাহইলে, পুরুষ যে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া গৃহে আনয়ন করেন, তাহা ক্ষয় পাইয়া থাকে। আবার, প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়, স্ত্রী ব্যতিরেকে পুরুষের কামফলও প্রাপ্তি হয় না। স্ত্রীপুরুষের সাহচর্য্যেই ত্রয়ীধর্ম্ম সিদ্ধ হইয়া থাকে। লোকে যেমন পুত্র দ্বারা পিতৃগণের, অন্নসাধন দ্বারা অতিথিগণের ও পূজা দ্বারা অমরগণের পোষণ ও আপ্যায়ন করিয়া থাকে, সেইরূপ পুত্রোৎপাদন, অন্নসংযোজন ও অভ্যর্থনসহকারে সাধ্বী স্ত্রীরও রক্ষণাবেক্ষণ করিবে। স্ত্রীও আবার স্বামী ব্যতিরেকে ত্রিবর্গসাধনে সমর্থা হয় না। কেন না, দাম্পত্যই ত্রিবর্গের আশ্রয়স্থল। আমি এই আপনাদের উভয়ের নিকট দাম্পত্যধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে অভিলষিত প্রদেশে গমন করিব। আপনি এই মদালসার সহিত ধনে, পুত্রে, সুখে ও পরমায়ুতে বর্দ্ধিত হউন।

এই বলিয়া কুণ্ডলা মদালসাকে আলিঙ্গন ও রাজকুমারকে নমস্কার করিয়া, দিব্য গতিতে স্বকীয় ইচ্ছানুসারে গমন করিলেন। তখন ঋতধ্বজও মদালসাকে অশ্বে আরোপিত করিয়া, পাতাল হইতে বহির্গমনে অভিলাষী হইলেন। দৈত্যেরা তৎক্ষণাৎ জানিতে পারিয়া, সকলে এই বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, পাতালকেতু স্বর্গ হইতে যে কন্যারত্নকে আনয়ন করিয়াছিলেন, তাহাকে ঐ হরিয়া লইয়া যাইতেছে। বারম্বার এইপ্রকার কহিয়া, সেই দৈত্যবল পাতালকেতুর সহিত সমবেত হইয়া, পরিঘ, নিস্ত্রিংশ, গদা, শূল, শর ও আয়ুধ গ্রহণ করত তথায় আগমন ও তিষ্ঠতিষ্ঠ বাক্য প্রয়োগ করিয়া, রাজকুমারের উপরি শর ও শূল সকল বর্ষণ করিতে লাগিল। তিনি সাতিশয় বীর্য্যশালী। শরপরম্পরা প্রয়োগ করিয়া, হাস্য করিতে করিতে অবলীলাক্রমেই তৎ-সমস্ত অস্ত্র ছেদন করিলেন। তদীয় শরনিকরে ছিন্ন হইয়া, দৈত্যগণের সেই রাশি রাশি অসি, শক্তি, ঋষ্টি ও সায়ক সমস্ত ক্ষণমধ্যেই সমুদায় পাতাল সমাচ্ছন্ন করিল। অনন্তর তিনি ত্বাষ্ট্র অস্ত্র গ্রহণ করিয়া, দৈত্যগণের উদ্দেশে প্রয়োগ করিলেন। শিখাপরম্পরার সংসর্গে অতীব উগ্র-ভাবাপন্ন সেই অস্ত্র পাতালকেতুর সহিত দানবদিগের সকলকেই, কপিলতেজে সগরতনয়গণের ন্যায়, এক কালেই দগ্ধ ও তাহাদের অস্থি সকলও স্ফুটিত করিয়া ফেলিল।

অনন্তর ঋতধ্বজ প্রধান প্রধান অসুরদিগকে সংহার করিয়া, অশ্বারোহণে সেই স্ত্রীরত্ন সমভি-ব্যাহারে পিতৃপুরে পদার্পণ ও পিতৃদেবকে প্রণিপাতপূর্ব্বক সমুদায় ঘটনা আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিলেন। যেরূপে পাতালে গমন ও কুণ্ডলাকে দর্শন, মদালসাকে লাভ, দানবদিগকে সংহার ও পুনরায় তথায় আগমন করিয়াছেন, সমস্তই বলিলেন।

সেই চারুচরিতের ঈদৃশ চরিত শ্রবণ করিয়া, তদীয় পিতা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া, প্রীতি-ভরে কহিতে লাগিলেন, তুমি সৎপুত্র ও মহাত্মা। সদ্ধর্ম্মচারী ঋষিদিগের ভয় মোচন করিয়া, অদ্য আমাকে উদ্ধার করিলে। আমার পূর্ব্বপুরুষেরা প্রথমে খ্যাতির উদ্ভাবনা করেন। পরে আমি তাহার বিস্তার সম্পাদন করি। বীর! অদ্য তুমি পরাক্রমপ্রদর্শনপুরঃসর তাহার বহুলতা সম্পাদন

করিলে। পিতা যে যশ, ধন অথবা বীর্য্য উপার্জ্জন করেন, যে ব্যক্তি তাহার অপচয় না করে, তাহাকে মধ্যমপুরুষ বলিয়া থাকে। এবং যে ব্যক্তি স্বকীয় শক্তির সাহায্যে পিতৃসঞ্চিত বীর্য্যাদি অপেক্ষা আরও কিছু নিষ্পাদন করে, প্রাজ্ঞেরা তাহাকে পুরুষোত্তম বলিয়া থাকেন। আর যে ব্যক্তি পিতৃসঞ্চিত যশ, বীর্য্য ও বিত্তের ন্যূনতা সাধন করে, প্রাজ্ঞগণের মতে সেই পুরুষাধম। তোমার ন্যায় আমিও পূর্ব্বে ব্রাহ্মণগণের পরিত্রাণ করিয়াছিলাম। কিন্তু পাতালে গমন ও অসুরগণের সংহরণ করি নাই। এই দুইটীতে তুমি আমাকে অতিক্রম করিয়াছ। সেইজন্য তুমি পুরুষোত্তম। অতএব তুমিই ধন্য। আর, আমিও তোমার ন্যায়, ঈদৃশ গুণাধিক পুত্র লাভ করিয়া, পুণ্যবান্‌গণেরও শ্লাঘনীয় হইলাম। আমার মতে, পুত্র যাহাকে প্রজ্ঞা, দান ও বিক্রম দ্বারা অতিক্রম করিতে না পারে, সে ব্যক্তি পুত্রজনিত প্রীতি প্রাপ্ত হয় না। পিতার খ্যাতিতেই যাহার প্রতিপত্তি হইয়া থাকে, সেই পুত্রের জন্মে ধিক্‌! সেই পুত্রই সুজন্মা এবং তাহারই জন্ম সার্থক, যাহার খ্যাতিতে পিতার প্রতিপত্তি সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি আপনাআপনিই লোকের নিকট পরিচিত বা প্রতিপন্ন হয়, সেই ধন্য। পিতৃপিতামহের নামে যে পরিজ্ঞাত হয়, সে মধ্যম। আর মাতৃপক্ষ বা মাতার সহায়তায় যাহাকে লোকে জানিয়া থাকে, সেই নরাধম। অতএব বৎস! তুমি ধন, বীর্য্য, সুখ, সকল অংশেই বিশেষরূপে বর্দ্ধিত হও। এই গন্ধর্ব্বতনয়ার যেন কোনকালেই তোমার সহিত বিরহযোগের সংযোগ না হয়।

পিতা বারম্বার এইপ্রকার বহুবিধ প্রিয়সম্ভাষণ পুরঃসর আলিঙ্গন করিয়া, ভার্য্যার সহিত স্বকীয় গৃহে যাইতে বিদায় দিলে, তিনি সেই পত্নীর সমভিব্যাহারে কখন পিতার নগরীতে ও কখন বা উদ্যান, বন ও পর্ব্বতসানুসমূহে, বিহার করিতে লাগিলেন। মদালসা প্রতিদিন প্রাতঃকালে স্বামির সমভিব্যাহারে শ্বশ্রূ, শ্বশুরের পাদযুগলে প্রণিপাত করিয়া, চিত্তবিনোদনে প্রবৃত্তা হইলেন।

ইতি মদালসার পরিণয় নাম একবিংশ অধ্যায়।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

পুত্রদ্বয় কহিলেন, অনন্তর বহুকালপর্য্যবসানে রাজা পুনরায় পুত্রকে কহিলেন, শীঘ্র ব্রাহ্মণগণের রক্ষণার্থ গমন ও পৃথিবী পর্য্যটন কর। এই অশ্বে আরোহণ করিয়া, তুমি প্রতিদিন প্রাতঃকালে দ্বিজমুখ্যগণের যাহাতে বিঘ্ন না হয়, তদ্বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিবে। দুর্ব্বৃত্তিপরায়ণ পাপযোনি শত শত অসুর আছে। তাহারা যাহাতে মুনিগণের বাধা সমুৎপাদন না করে, তুমি তদনুরূপ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও। পিতা যেরূপ বলিলেন, রাজনন্দন সেইরূপই করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি প্রতিদিন পূর্ব্বাহ্নে সমগ্র মেদিনী পরিক্রম করিয়া, পিতার পদযুগল বন্দনা করেন। পরে সেই সুমধ্যমা মদালসার সহিত বিহার করিয়া থাকেন।

একদা বিচরণ করিতে করিতে, যমুনাতটে অবলোকন করিলেন, পাতালকেতুর অনুজ তালকেতু তথায় আশ্রম বন্ধন করিয়াছে। সে অতি মায়াবী, মুনিরূপ ধারণ করিয়াছে। সে পূর্ব্ববৈর অনুস্মরণ করিয়া, রাজপুত্রকে কহিল, রাজপুত্র! আমি যাহা বলিতেছি, যদি ইচ্ছা হয়, তাহা কর। তুমি সত্যপ্রতিজ্ঞ। প্রার্থনা ভঙ্গ করা তোমার বিধেয় হয় না। আমি ধর্ম্মের জন্য যজ্ঞ ও ইষ্টি সকলের অনুষ্ঠান করিব। ঐ যজ্ঞে চিতি সকল নির্ম্মাণ করিতে হইবে। কিন্তু আমার দক্ষিণাদানের ক্ষমতা নাই। অতএব তুমি হিরণ্যের জন্য আপনার এই কণ্ঠসংলগ্ন ভূষণ প্রদানপূর্ব্বক আমার এই আশ্রম রক্ষা কর।" আমি জলমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক প্রজাগণের পুষ্টিহেতু বেদবিহিত বারুণমন্ত্রে যাদঃপতি বরুণের স্তব করিয়া, শীঘ্রই তোমার নিকট আগমন করিতেছি।

সে এই কথা বলিলে, রাজনন্দন তাহাকে প্রণামপূর্ব্বক কণ্ঠভূষণ প্রদান করিয়া কহিলেন, আপনি নিশ্চিন্ত চিত্তে প্রস্থান করুন। আমি আপনার প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত আপনার আদেশে এই আশ্রমসমীপে অবস্থিতি করিব। আমি থাকিতে, আপনার এখানে কেহ কোন রূপে বিঘ্ন করিতে পারিবে না। আপনি বিশ্বস্ত হইয়া, ধীরে ধীরে আপনার অভীপ্সিত সাধন করুন।

রাজপুত্র এই কথা কহিলে, সে নদীজলে মগ্ন হইল। তখন রাজকুমারও তাহার সেই মায়াময় আশ্রম রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর তালকেতু সেই জলাশয় হইতে মদালসা ও অন্যান্য সকলের প্রত্যক্ষে গমন করিয়া, বলিতে লাগিল, বীর কুবলয়াশ্ব আমার আশ্রমসকাশে তপস্বিগণের রক্ষাকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। যথাশক্তি যুদ্ধ করিয়া, সংগ্রামে ব্রাহ্মণদ্বেষিদিগেরও সংহার করিতেছিলেন। এমন সময়ে কোন দুষ্ট দৈত্য মায়া আশ্রয় ওঁবক্ষস্থলে শূলের আঘাত করিয়া, তাঁহার সংহার করিয়াছে। ম্রিয়মাণ অবস্থায় তিনি আমাকে এই কণ্ঠভূষণ দান করিয়া গিয়াছেন। শূদ্র তাপসগণ বনমধ্যে তাঁহারে দহন করিয়াছে। তাঁহার মৃত্যুতে তদীয় অশ্ব ভীত হইয়া, অশ্রুপূরিত লোচনে আর্ত্তস্বরে হ্রেষাধ্বনি করিয়াছিল। ঐ দানব তাহাকেও লইয়া গিয়াছে। আমি অতীব নির্দ্দয় ও দুষ্কৃতিকারী। সেইজন্যই এই ঘটনা দর্শন করিয়াছি! অতঃপর যাহা কর্ত্তব্য, তাহা তোমরা কর। আর বিলম্ব করিও না। এক্ষণে এই কণ্ঠভূষণ লইয়া মনকে কথঞ্চিৎ প্রবোধ দাও। আমরা তপস্বী, আমাদের সুবর্ণে প্রয়োজন নাই। এই বলিয়া সেই কণ্ঠভূষণ ভূমিতে রাখিয়াই যথাগত প্রস্থান করিল।

তখন পরিজন সমস্ত শোকার্ত্ত ও মূর্চ্ছাতুর হইয়া, তৎক্ষণাৎ ভূমিতে পতিত হইল। অনন্তর রাজা ও রাজপত্নী সমস্ত এবং নৃপযোষিদ্বর্গ সকলেই চেতনা লাভ করিয়া, অতিমাত্র দুঃখিত হইয়া, বিলাপ করিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে মদালসা সেই কণ্ঠভূষণ দর্শন ও স্বামীর নিধন শ্রবণ করিয়া, আশু প্রিয় প্রাণ পরিহার করিলেন। ঐ সময়ে রাজার নিজ গৃহে যেমন আর্ত্তধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল, পৌরদিগের ভবনেও তেমনি তুমুল রোদনধ্বনি প্রাদুর্ভূত হইল। অনন্তর রাজা স্বামিবিয়োগবশতঃ মদালসাকে প্রাণত্যাগ করিতে দেখিয়া, সবিশেষ বিচারসহকারে সুস্থচিত্ত হইয়া, সমুদায় লোকদিগকে কহিলেন, তোমরা আর রোদন করিও না। আমি তোমাদের, নিজের ও অন্যান্য সকলের সম্বন্ধের অনিত্যতা বিলক্ষণ বিচার করিয়া দেখিয়াছি। আমি কি অগ্রে পুত্রের জন্য শোক করিব? অথবা, কি বধূর জন্য শোক করিব? সবিশেষ বিচার করিয়া, আমার ইহাই ধারণা হইয়াছে, ইহাঁরা উভয়েই স্বস্ব কর্ত্তব্য সাধন করিয়াছেন। অতএব সর্ব্বথা ইহাঁদের কাহারই জন্য শোক করা কর্ত্তব্য নহে। দেখ, আমার যে পুত্র আমার শুশ্রূষাবশম্বদ ও আমার আদেশে দ্বিজরক্ষায় তৎপর হইয়া, মৃত্যু লাভ করিয়াছেন, তিনি কিরূপে ধীমান্‌গণের শোচনীয় হইতে পারেন? যে দেহ অবশ্যই যাইবে, আমার পুত্র যদি ব্রাহ্মণরক্ষার জন্য তাহা উৎসর্গ করিয়া থাকেন, তাহা কি অভ্যুদয়ের পরিচায়ক নহে? আর, এই মদালসা যেমন সৎকুলে জন্মিয়াছেন, সেইরূপ স্বামীর সহমৃতা হইলেন। দেখ, স্বামী ব্যতিরেকে স্ত্রীলোকের অন্য দেবতা নাই। অতএব ইহাঁর জন্যও বা কিরূপে শোক করা যাইতে পারে? আর, ইনি যদি ভর্ত্তৃবিয়োগ সহ্য করিতেন, তাহাহইলে, আমাদের, বান্ধবগণের ও অন্যান্য দয়াশীল ব্যক্তিগণের শোচনীয়া হইতেন। কিন্তু ইনি যখন ভর্ত্তার মৃত্যু শ্রবণ করিয়াই, তৎক্ষণে তাঁহার অনুমৃতা হইয়াছেন, তখন কিরূপে বিদ্বান্‌গণের শোচনীয়া হইতে পারেন? যে সকল রমণী স্বামি-বিরহ সহ্য করে, তাহারাই শোচনীয়া; যাহারা সহমৃতা হয়, তাহারা শোচনীয়া নহে। এই কৃতজ্ঞাকে ভর্ত্তার বিরহ অনুভবই করিতে হইল না। স্বামী স্ত্রীর উভয় লোকেই সর্ব্ববিধ সুখ সম্পাদন করেন; সুতরাং কোন্ রমণী তাঁহাকে মানুষ বোধ করিতে পারে? ফলতঃ, ঋতধ্বজ, মদালসা, অথবা আমি বা ঋতধ্বজের জননী আমরা কেহই শোচনীয় নহি। কেন না, ঋতধ্বজ ব্রাহ্মণার্থে প্রাণ উৎসর্গ করিয়া, আমাদের সকলকেই শোকবহিষ্কৃত করিয়াছেন। সেই মহামতি ঋতধ্বজ অর্দ্ধভুক্ত দেহ

ত্যাগ করিয়া, ব্রাহ্মণগণের, আমার ও ধর্ম্মের নিকট অঋণী হইয়াছেন। তিনি যে দ্বিজগণের রক্ষা-সাধন করিয়া, সংগ্রামে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার মাতার সতীত্ব, মদীয় বংশের পবিত্রতা ও তাঁহার শৌর্য্যের সবিশেষ পরিচয় হইয়াছে।

অনন্তর কুবলয়াশ্বের জননী ভর্ত্তার শুনিবার পরেই পুত্রের তাদৃশ মৃত্যুঘটনা শ্রবণ করিয়া, স্বামীকে দর্শনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, রাজন্! আমার পুত্র মুনিগণের পরিত্রাণ করিতে গিয়া, প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, শুনিয়া আমার যেপ্রকার প্রীতিযোগভোগ হইতেছে, আমার মাতা বা ভগিনীও কখন তাদৃশী প্রীতি প্রাপ্ত হন নাই। যাহারা ব্যাধিক্লিষ্ট হইয়া, শোকপরায়ণ বান্ধবগণের সমক্ষে অতিদুঃখে নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে প্রাণত্যাগ করে, তাহাদের জননী বৃথা প্রসব করিয়াছে। যাহারা গো ও ব্রাহ্মণের রক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়া, নির্ভয়ে যুদ্ধ করিয়া, শস্ত্রের আঘাতে প্রাণত্যাগ করে, তাহারাই পৃথিবীতে মানুষ। যে ব্যক্তি অর্থী বা মিত্রবর্গ অথবা শত্রুগণ কোন পক্ষেই কখন বিমুখ হয় না, তাহার পিতাই প্রকৃত পুত্রবান্ এবং তাহার জননীই বীরপ্রসূ। পুত্র সংগ্রামে শত্রুজয় বা প্রাণত্যাগ করিলেই, স্ত্রীলোকের গর্ভধারণক্লেশ তৎক্ষণাৎ আমার মতে সফল হইয়া থাকে।

অনন্তর রাজা পুত্রবধূর সংস্কারবিধিসমাধানান্তর বহির্গত হইয়া, স্নান করত পুত্রের উদ্দেশে জলদান করিলেন। এদিকে তালকেতুও যমুনাজল হইতে বিনির্গত হইয়া, প্রণয়প্রকাশপুরঃসর মধুর বচনে রাজপুত্রকে কহিলেন, অয়ি রাজনন্দন! তুমি আমায় কৃতার্থ করিলে। তুমি এখানে অবিচলিত ভাবে অবস্থিতি করাতে, আমি চিরাভিলষিত কার্য্যসাধনে সমর্থ হইয়াছি। আমি বহুদিন যাবৎ ইচ্ছা করিয়াছিলাম, মহাত্মা জলেশ্বর বরুণের যজ্ঞ করিব। অধুনা তাহা সম্যক্ রূপে সম্পাদন করিয়াছি। অতএব তুমি এখন যাইতে পার।

তখন রাজনন্দন তাহাকে প্রণাম করিয়া, গরুড় ও বায়ুর ন্যায় বেগবান্ সেই অশ্বে আরূঢ় হইয়া, পিতৃপুরোদ্দেশে প্রস্থান করিলেন।

মদালসার বিয়োগ নাম দ্বাবিংশ অধ্যায়।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

পুত্রদ্বয় কহিলেন, ঋতধ্বজ পিতা মাতার পাদবন্দন ও মদালসার দর্শন বাসনা-বশম্বদ হইয়া, সবেগে অন্তঃপুরে গমন করিয়া, দেখিলেন, সমস্ত নগরীই উদ্বেগে আচ্ছন্ন ও তজ্জন্য সকলেরই মুখ অপ্রফুল্লভাবাপন্ন হইয়াছে। আবার, পরক্ষণেই দেখিলেন, পুরবাসী মাত্রেরই আকারে বিস্ময় ও বদনমণ্ডলে হর্ষের আবেশ হইয়া উঠিল। তাহারা সকলেই উৎফুল্ল লোচনে, কি সৌভাগ্য! কি সৌভাগ্য! বলিতে লাগিল এবং অতীব কৌতুহলসহকারে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া, রাজকুমারকে কহিল, অয়ি সুবিপুল-কল্যাণশালিন্! আপনি চিরজীবী হউন। আপনার শত্রু সকল হত হউক। অধুনা, নির্ব্বিঘ্নে জনক জননীর ও আমাদের সকলের মন আহ্লাদিত করুন।

এইপ্রকার বলিতে বলিতে তাহারা সম্মুখে ও পৃষ্ঠে তাঁহাকে পরিবৃত করিল। তিনি সেই আমোদে আহ্লাদিত হইয়া, পিতার গৃহে প্রবেশ করিলেন। পিতা, মাতা ও অন্যান্য বান্ধবগণ সকলেই তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া, চিরজীবী হও, বলিয়া, শুভ আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর তিনি পিতাকে প্রণিপাত করিয়া, বিস্মিত হইয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, এ কি?

পিতাও তাঁহাকে সমস্ত কহিলেন। তিনি মদালসাকে হৃদয়ের সহিত ভাল বাসিতেন; সুতরাং তাঁহার মৃত্যুবার্ত্তা শুনিয়া ও পিতা মাতাকে সম্মুখে দেখিয়া, একবারে লজ্জা ও শোকসাগরের

গর্ভগত হইলেন। তদবস্থায় চিন্তা করিলেন, সেই সাধ্বী বালা আমার মৃত্যুঘটনা শুনিয়াই, প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। ইহা শুনিয়াও আমি স্থির রহিয়াছি। সর্ব্বথা আমি নিষ্ঠুরহৃদয়, আমাকে ধিক্। সেই মৃগলোচনা মদীয় বিরহে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। আমি কিন্তু তাঁহার বিরহে এখনও জীবিত রহিয়াছি! অতএব আমি যারপর নাই নির্দ্দয়, অনার্য্য ও ঘৃণাস্পদ।

অনন্তর তিনি মনকে বিশেষরূপে সংযত ও মোহোদ্রেক অপাকৃত করিয়া, নিশ্বাস ও উচ্ছ্বাস-সহকারে নিতান্ত ব্যাকুলচিত্তে পুনরায় চিন্তা করিলেন, তিনি আমার জন্য প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। অতএব আমি যদি প্রাণত্যাগ করি, তাহাতে তাঁহার কি উপকার হইতে পারে? ঐরূপে প্রাণত্যাগ করাই স্ত্রীলোকের শ্লাঘার বিষয়। যদি আমি কাতর হইয়া, বারম্বার হা প্রিয়ে! বলিয়া, রোদন করি; তাহাতেও আমার শ্লাঘার বিষয় কিছুই নাই। কেন না, আমরা পুরুষ! আবার, যদি শোকে জড়ভাবাপন্ন ও নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া, মাল্যাদি ত্যাগ ও অঙ্গসংস্করণাদি পরিহার করি; তাহাহইলে, বিপক্ষগণের পরিভবাস্পদ হইব। এদিকে, শত্রুগণের সংহরণ ও পিতার পরিচরণ করাই আমার একমাত্র কার্য্য। আবার, ঐ কারণে আমার জীবনও পিতার আয়ত্ত। এরূপ অবস্থায় কিরূপে প্রাণত্যাগ করিতে পারি? উপস্থিত ক্ষেত্রে কর্ত্তব্য কি? স্ত্রীসম্ভোগ একবারেই ত্যাগ করিব? তাহাতেও কিন্তু সেই তন্বঙ্গীর সর্ব্বথা উপকার করা হইবে না। অথবা তাঁহার উপকার বা অপকার যা হউক, তাঁহার জন্য কোনরূপ সত্য বন্ধন করা আমার কর্ত্তব্য। তিনি যখন আমার জন্য প্রাণ দিয়াছেন, তখন ঐরূপ করা ত আমার পক্ষে অতি সামান্য কথা।

এইরূপে মতি স্থির করিয়া, তিনি পত্নীর উদ্দেশে জলদান ও অন্যান্য কর্ত্তব্য সাধনানন্তর বলিতে লাগিলেন, সেই কৃশাঙ্গী মদালসা যখন আমার ভার্য্যা হইলেন না, তখন এই জন্মে অন্য কোন রমণীই আমার সহচারিণী হইতে পারিবে না। আমি সেই মৃগশাবলোচনা গন্ধর্ব্বতনয়া ব্যতিরেকে অন্য কোন ললনাকেই পরিগ্রহ করিব না; আমি এই সত্য করিলাম। আমি পুনরায় এই সত্য করিতেছি, সেই গজগামিনী সদ্ধর্ম্মচারিণী পত্নী ব্যতিরেকে অন্য কোন রমণীকেই উপভোগ করিব না।

পুত্রদ্বয় কহিলেন, তাত! তিনি মদালসার বিরহযোগবশতঃ সমুদায় স্ত্রীভোগ ত্যাগ করিয়া, সর্ব্বদাই সমচরিত্র ও সমবয়স্ক বয়স্যবর্গের সহিত আমোদপ্রমোদে কাল যাপন করেন। মদালসাকে যদি দেওয়া যাইতে পারে, তাহাহইলেই, তাঁহার প্রকৃত উপকার করা হয়। কিন্তু তাহা কাহার সাধ্য? স্বয়ং ঈশ্বরও পারেন কি না সন্দেহ; অন্যের কথা আর কি বলিব?

পুত্র কহিলেন, পুত্রদ্বয়ের এই কথা কর্ণগোচর করিয়া, তাহাদের পিতা বিমর্ষ প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর বিশেষরূপে বিবেচনা করিয়া, সহাস্য বচনে কহিলেন, লোকে যদি অসাধ্য জানিয়া, কোন কার্য্যে উদ্যম না করে, তাহাহইলে, উদ্যমহানিবশতঃ বিপুল অনিষ্টসংযোগ হইয়া থাকে। অতএব স্বকীয় পুরুষকার পরিহার না করিয়া, কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে। একমাত্র দৈব ও পুরুষকার এই উভয়েই কর্ম্ম নির্ভর করিয়া থাকে। অতএব আমি তপশ্চরণসহকারে এই রূপে যত্ন করিব, যাহাতে এই অসাধ্য অচিরাৎ সাধন হয়। এই বলিয়া নাগরাজ হিমালয়ের অন্তর্নিবিষ্ট প্লক্ষাবতরণ-তীর্থে গমন করিয়া, সুদুশ্চর তপশ্চর্য্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। এবং তদ্গত হৃদয়ে আহারসংযম-সহকারে ত্রিসন্ধ্যা স্নান করিয়া, দেবী সরস্বতীর এই বলিয়া স্তব করিতে লাগিলেন, যিনি ব্রহ্মযোনি ও জগতের ধাত্রী, সেই দেবী সরস্বতীর আরাধনামানসে আমি মস্তক দ্বারা প্রণাম করিয়া, স্তব করিতেছি। দেবি! কার্য্য, কারণ, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, যে কিছু পদ আছে, তৎসমস্ত আপনাতে, সংসর্গ না থাকিলেও, সংযুক্তের ন্যায়, সন্নিবদ্ধ রহিয়াছে। দেবি! তুমিই পরম অক্ষর, যাহাতে সমস্তই প্রতিষ্ঠিত আছে। দেবি! সেই পরম অক্ষর পরমাণুবৎ সমস্ত বিশ্ব আশ্রয় করিয়া আছে। কাষ্ঠে অগ্নি ও ভূমিতে পরমাণুর ন্যায়, সেই পরম অক্ষরস্বরূপ ব্রহ্ম ও এই ক্ষরাত্মক বিশ্ব

তোমাতেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। দেবি! ওঙ্কারাক্ষরসংস্থান, স্থির, অস্থির, মাত্রাত্রয়, সৎ অসৎ, সমস্তই তোমাকে আশ্রয় করিয়া আছে। তিন লোক, তিন বেদ, তিন বিদ্যা, তিন অগ্নি, তিন জ্যোতি, তিন বর্গ, তিন ধর্ম্ম, তিন আগম, তিন গুণ, তিন শব্দ, তিন দেব, তিন আশ্রম, তিন কাল, তিন অবস্থা এবং পিতৃগণ ও দিন রাত্রি প্রভৃতি যাবতীয় পদার্থ উল্লিখিত তিন মাত্রা-স্বরূপ। দেবি! ঐ মাত্রাত্রয়ই তোমার রূপ। বিভিন্ন-সম্প্রদায়িক ব্যক্তিগণের উপাসনা জন্য বেদে যে সোম, হবিঃ ও পাকবিষয়ক সনাতন আদ্য একবিংশতি ব্যাহৃতি আছে, ব্রহ্মবাদিগণ তোমার উচ্চারণবশেই তৎসমস্ত সমাহিত করেন। উল্লিখিত মাত্রাত্রয় ব্যতিরেকে তোমার আর একটী অর্দ্ধমাত্রান্বিত রূপ আছে, তাহা যেমন অনির্ব্বচনীয়, সেইরূপ তাহার বিকার নাই, পরিণাম নাই ও ক্ষরভাব নাই। তোমার এই পরম রূপ নির্দ্দেশ করিতে আমার সাধ্য নাই। মুখ, জিহ্বা, তালু বা ওষ্ঠাদি দ্বারা উহা উচ্চারণ করা যায় না। ইন্দ্র ও বসুগণ, ব্রহ্মা ও জ্যোতিষ্ক সমুদায় এবং চন্দ্র ও সূর্য্য সকলেই তোমার স্বরূপ।

যাহা বিশ্বের আবাস, যাহা বিশ্বের স্বরূপ, যাহা বিশ্বের ঈশ্বর এবং যাহা ঈশ্বরেরও ঈশ্বর; যাহা সাংখ্য ও বেদান্তে বর্ণিত ও বহু শাখাসহায়ে স্থিরীকৃত হইয়াছে; যাহার আদি নাই ও নিধন নাই; যাহা সৎ ও অসৎ; আবার যাহা কেবলই সৎস্বরূপ; যাহা এক ও অনেক; আবার যাহা এক নহে; যাহা সৃষ্টিভেদের আশ্রয়; যাহার কোনরূপ আখ্যা নাই; আবার ষড়্‌গুণ ও চতুর্ব্বর্গই যাহার আখ্যা; যাহা ত্রিগুণের আশ্রয়; যাহা বিবিধ শক্তিমান্ পদার্থসমূহের মধ্যে একমাত্র শক্তির চূড়ান্ত কক্ষাস্বরূপ; যাহা সুখ অসুখ, আবার মহাসৌখ্যস্বরূপ, তাহা তোমাতেই প্রতিভাত হইয়া থাকে। এইরূপে দেবি! তুমিই সকল ও নিষ্কল সমস্তই ব্যাপিয়া আছ।

অদ্বৈত ও দ্বৈত উভয় রূপে ব্যবচ্ছিন্ন ব্রহ্ম তোমাতেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। যে সকল পদার্থ নিত্য, যাহাদের ধ্বংস হইয়া থাকে, যাহারা স্থূল, সূক্ষ্ম ও অতিসূক্ষ্ম; যাহারা ভূমিতে ও যাহারা অন্তরীক্ষে অথবা যাহারা অন্যত্র অবস্থিতি করিতেছে; তাহাদের সকলেরই একমাত্র তোমা হইতেই উপলব্ধি হইয়া থাকে। যাহা মূর্ত্ত ও যাহা অমূর্ত্ত, যাহা সমস্ত ও যাহা এক, যাহা স্বর্গে, যাহা পৃথিবীতে, যাহা অন্তরীক্ষে অথবা অন্যত্র যাহা কিছু আছে, তৎসমস্তই তোমাতে সম্বদ্ধ ও একমাত্র ত্বদীয় স্বর ও ব্যঞ্জন সহায়েই পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে।

বিষ্ণুর জিহ্বারূপিণী সরস্বতী এইরূপে স্তূয়মানা হইয়া, মহাত্মা অশ্বতরকে কহিলেন, অয়ি কম্বলভ্রাতা উরগরাজ অশ্বতর! আমি তোমায় বর দিব। তোমার মনে যাহা আছে, বল, তাহাই তোমাকে প্রদান করিব।

অশ্বতর কহিলেন, দেবি! অগ্রে কম্বলকে আমার সহায়রূপে সংযোজিত করুন। পরে আমাদের উভয় ভ্রাতাকেই সমস্ত স্বরজ্ঞান প্রদান করুন।

সরস্বতী কহিলেন, পন্নগসত্তম! তোমরা উভয় ভ্রাতাই সপ্ত স্বর, সপ্ত গ্রাম, সপ্ত বর্গ, সপ্ত গীতি ও সপ্ত মূর্চ্ছনা, একোনপঞ্চাশৎ তাল, তিন গ্রাম, এই সমস্ত গান করিতে পারিবে। তদ্ব্যতীত, আমার প্রসাদে অন্যান্য বিষয়ও তোমাদের বিদিত হইবে। চতুর্ব্বিধ পদ, ত্রিবিধ তাল, তিন প্রকার লয়, ত্রিবিধ যতি এবং চারিপ্রকার তোদ্যও তোমাদিগকে প্রদান করিলাম। আমার প্রসাদে এই সমস্ত ও ইহাদের অন্তরিত বা আয়ত্ত স্বর-ব্যঞ্জন-সম্বদ্ধ অপর যাহা কিছু আছে, তাহাও তোমরা উভয়ে আমার প্রসাদে অবগত হইবে। আমি সমস্তই তোমাদিগকে দিলাম। আমি আর কাহাকেই এই সকল দিই নাই। তোমরাই উভয়ে কেবল পাতালে ও পৃথিবীতে, ফলতঃ সর্ব্বত্র ঐ সকলের প্রণেতা হইবে।

সকলের জিহ্বাস্বরূপা কমললোচনা সরস্বতী এই বলিয়াই তৎক্ষণে অন্তর্হিতা হইলেন। নাগরাজ আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। তাঁহার বরপ্রভাবে তাঁহারা উভয় ভ্রাতায় উল্লিখিত সমস্ত বিষয় অবগত হইলেন। পদ, তাল ও স্বরাদি বিষয়ে তাঁহাদের অদ্বিতীয় বিজ্ঞতা উপপন্ন

হইল। তখন উভয়ে তন্ত্রীলয়সহকারে সপ্তস্বরে গান এবং বাক্য ও ইন্দ্রিয়গ্রাম সংযত করিয়া, শৈলরাজ কৈলাসের শিখরদেশে সমাসীন শঙ্করের আরাধনামানসে প্রাতে, মধ্যাহ্নে, সন্ধ্যায় ও রাত্রিতে তৎপরতাপূর্ব্বক যত্ন করিতে লাগিলেন। ভূতভাবন ভবদেব বহুকাল পরে গীত দ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাদের উভয়কে কহিলেন, বর গ্রহণ কর।

তখন অশ্বতর কম্বলের সহিত প্রণাম করিয়া, সেই শিতিকণ্ঠ উমাপতি মহাদেবকে জানাইলেন, আপনি দেবদেব, ত্রিলোচন ও সর্ব্বশক্তিবিশিষ্ট। যদি আমাদের প্রতি প্রীত হইয়া থাকেন, তাহাহইলে, আমাদের অভিলষিত এই বর দিন, কুবলয়াশ্বের পত্নী মদালসা প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তিনি যে বয়সে মরিয়াছেন, সেই বয়সেই আমার দুহিতা হইয়া, জন্মগ্রহণ করুন। পূর্ব্বে যেমন তাঁহার কান্তি ছিল, যেন তাঁহার সেইরূপ কান্তি হয়। তিনি যেন জাতিস্মরা এবং পূর্ব্বের ন্যায় যোগিনী ও যোগমাতা হইয়া, আমার গেহে জন্মগ্রহণ করেন।

মহাদেব কহিলেন, আচ্ছা, যাহা বলিলে, আমার প্রসাদে তাহাই হইবে; তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। অধুনা, শ্রবণ কর। শ্রাদ্ধ উপস্থিত হইলে, শুচি ও প্রযতচিত্ত হইয়া, নিজেই মধ্যম পিণ্ড ভক্ষণ করিবে। মধ্যম পিণ্ড ভক্ষণ করিলে, তোমার মধ্যম কর্ণ হইতে কল্যাণী মদালসা, যে অবস্থায় মরিয়াছে, সেই অবস্থাতেই সমুদ্ভূতা হইবে। তুমি এইরূপ কামনা করিয়া, পিতৃগণের তর্পণ কর। তৎক্ষণাৎ শ্বাসত্যাগসময়ে তোমার মধ্যম কর্ণ হইতে সেই কল্যাণী, যেরূপে মরিয়াছিলেন, সেইরূপেই উত্থিতা হইবেন।

তাঁহারা দুই ভ্রাতা এই কথা শ্রবণ করিয়া, মহাদেবকে প্রণাম করিয়া, পরিতোষপ্রাপ্তিপুরঃসর পুনরায় রসাতলে সমাগত হইলেন। অনন্তর অশ্বতর ঐরূপে শ্রাদ্ধ ও তদ্বৎ যথাযথ বিধানে মধ্যম পিণ্ড ভক্ষণ করিলেন। তদনন্তর আপনার অভিলষিত ধ্যান করিতে করিতে নিশ্বাস ত্যাগ করিবামাত্র তাঁহার মধ্যম কর্ণ হইতে ক্ষীণাঙ্গী মদালসা সেইরূপে সমুদ্ভূতা হইলেন। অশ্বতর এই ঘটনা কাহারও নিকট প্রকাশ করিলেন না। আপনার গৃহমধ্যে সেই সুদতীকে স্ত্রীগণসহায়ে অতি গোপনে রাখিয়া দিলেন।

এ দিকে তাঁহার পুত্রদ্বয় সাক্ষাৎ দেবকুমারদ্বয়ের ন্যায় প্রতিদিন সুখে আগমন করিয়া, ঋতধ্বজের সহিত বিহার করিতে লাগিলেন। একদা নাগরাজ হর্ষান্বিত হইয়া, তাঁহাদের দুইজনকে কহিলেন, আমি পূর্ব্বে তোমাদিগকে যাহা বলিয়াছিলাম, তোমরা কিজন্য তাহা করিতেছ না? সেই রাজপুত্র তোমাদের উপকারী। কিজন্য তোমরা সেই মানদকে প্রত্যুপকারসাধনার্থ আমার নিটক আনিতেছ না?

স্নেহময় পিতা এইরূপ কহিলে, পুত্রদ্বয় ধীমান ঋতধ্বজের পুরে গমন করিয়া, তাঁহার সহিত বিহার করিতে লাগিলেন। অনন্তর কথাপ্রসঙ্গে প্রণয়প্রকাশপুরঃসর কুবলয়াশ্বকে আপনাদের গৃহে গমনার্থ অনুরোধ জানাইলেন। তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, আমার এই গৃহ তোমাদেরই। আমার ধন, বাহন ও বস্ত্রাদি যাহা কিছু আছে, তাহাও তোমাদের। তবে আমার প্রতি যদি তোমাদের প্রণয় থাকে, তাহাহইলে, আমাকে ধন বা রত্ন যাহা দান করিতে অভিলাষ করিয়াছ, প্রদান কর। আমি দুরাত্মা দৈব কর্তৃক এতাবৎ বঞ্চিত হইয়াছি, যে আমার গৃহকে তোমাদের নিজের বলিয়া বোধ নাই! যদি আমার প্রিয় সাধন করা তোমাদের কর্ত্তব্য হয় এবং যদি আমি তোমাদের অনুগ্রহের পাত্র হই, তাহাহইলে, আমার ধনে ও আমার গৃহে মমত্ব স্থাপন কর। দেখ, যাহা তোমাদের, তাহা আমার এবং আমার যে কিছু, তৎসমস্তও তোমাদের। আমি যাহা বলিলাম, তাহাই প্রকৃত বলিয়া জানিবে। ফলতঃ, তোমরা আমার বহিশ্চর প্রাণস্বরূপ। অতএব পুনরায় এরূপ বিভিন্নার্থ বাক্য প্রয়োগ করিও না। আমি হৃদয়ের সহিত তোমাদিগকে দিব্য দিতেছি। তোমরা প্রীতিপ্রকাশপুরঃসর আমার প্রতি প্রসাদপরায়ণ হও।

তখন নাগনন্দনদ্বয় স্নেহার্দ্রবদন হইয়া, কিঞ্চিৎ প্রণয়কোপ প্রকাশপুরঃসর রাজনন্দনকে

কহিলেন, তুমি যাহা বলিলে, আমরাও তাহাই সর্ব্বদা মনে করিয়া থাকি ; এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ; সুতরাং কোনরূপ অন্যথা ভাবিও না। কিন্তু আমাদের পিতৃদেব স্বয়ংই ইহা বারবার বলিয়াছেন, যে, কুবলয়াশ্বকে দেখিতে আমার ইচ্ছা হয়।

তখন কুবলয়াশ্ব বরাসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া, স্বয়ং পিতা এই কথা বলিয়াছেন, বলিয়া, ভূমিষ্ঠ হইয়া, প্রণাম করিলেন এবং কহিলেন, আমিই ধন্য এবং আমিই অতি পুণ্যবান্। আমার সমকক্ষও কেহই নাই। কেন না, আমাকে দেখিবার জন্য স্বয়ং পিতা নিতান্ত উৎসুক-চিত্ত হইয়াছেন। অতএব উঠ, এখনই যাইব ; ক্ষণমাত্রও তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে আমার ইচ্ছা নাই। তাঁহার পাদস্পর্শপূর্ব্বক এ বিষয়ে আমি শপথ করিতেছি।

পুত্র কহিলেন, তাত! ঋতধ্বজ এই বলিয়া, তাঁহাদের সহিত প্রস্থান করিলেন। অনন্তর বহির্গত হইয়া, পবিত্রতোয়া গোমতীতে সমাগত হইলেন। তাহার মধ্য দিয়া তিন জনে গমন করিতে লাগিলেন। রাজপুত্রের মনে হইল, গোমতীর পারেই নাগপুত্রদ্বয়ের গৃহ। অনন্তর তাঁহারা আকর্ষণপূর্ব্বক রাজপুত্রকে পাতালে লইয়া গেলেন। তখন রাজনন্দন পাতালে গিয়া দেখিলেন, সেই পন্নগকুমারদ্বয় ছদ্মবেশ ত্যাগ করিয়া, নিজবেশ ধারণ করিয়াছেন। তাহাতে, ফণস্থ মণির সহায়তায় তাঁহাদের কলেবর উদ্ভাসিত ও স্বস্তিকলক্ষণ প্রকটীভূত হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহাদিগকে সুরূপাঙ্গ দর্শন করিয়া, রাজনন্দন বিস্ময়োৎফুল্ল লোচনে হাস্য করিয়া, প্রেমভরে সাধু-বাদ প্রদান করিলেন।

অনন্তর তাঁহারা উভয়ে দেবগণেরও মাননীয়, শান্তস্বভাব, পিতৃদেব অশ্বতরের গোচরে রাজ-কুমারের আগমনবার্ত্তা নিবেদন করিলেন। তখন ঋতধ্বজ দেখিলেন, সেই পাতালভুবন অতীব মনোরম ; কুমার, তরুণ, বৃদ্ধ, সকলজাতীয় উরগগণে উপশোভিত ; নাগকন্যারা উহার ইতস্ততঃ ক্রীড়া করিতেছে। তাহাদের হার ও কুণ্ডল পরমসুন্দর এবং তাহাদের সান্নিধ্যযোগে তারকাস্তবক সমলঙ্কৃত গগনতলের ন্যায়, পাতালতলের শোভা হইয়াছে। উহার কোথাও গীতধ্বনি হইতেছে ; তাহার সঙ্গে সঙ্গে বেণু ও বীণা সকল নিনাদিত হইতেছে। মৃদঙ্গ, পনব ও আতোদ্যধ্বনিতে উহা প্রতিধ্বনিত। উহাতে শত শত মনোহর গৃহ শোভা পাইতেছে। তিনি পাতাল দেখিতে দেখিতে, সেই প্রিয়তম বয়স্যদ্বয়ের সহিত যাইতে লাগিলেন। অনন্তর সকলে নাগরাজনিবেশনে প্রবেশ করিয়া, অবলোকন করিলেন, সেই মহাত্মা তথায় অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহার পরি-ধান দিব্য বস্ত্র ; গলদেশে দিব্য মাল্য ; কর্ণে মণিকুণ্ডল শোভমান ; সুনির্ম্মল-মুক্তাফল-লতা-বিনির্ম্মিত মনোহর হার সহায়তায় তাঁহার শোভার সীমা নাই। তাঁহার হস্তে কেয়ূর। তিনি নির-বচ্ছিন্ন-কাঞ্চনময় আসনে উপবেশন করিয়া আছেন। রাশীকৃত মণি, বিদ্রুম ও বৈদূর্য্যে খচিত হওয়াতে, উহার প্রকৃত রূপ অন্তরিত হইয়াছে। অনন্তর তাঁহারা রাজকুমারকে দেখাইয়া দিলেন, ইনিই আমাদের পিতা। তৎপরে পিতার নিকটেও রাজকুমারের পরিচয় প্রদান করিয়া কহিলেন, ইনিই সেই বীর কুবলয়াশ্ব। তখন ঋতধ্বজ নাগেন্দ্রের চরণে প্রণাম করিলেন। নাগেন্দ্রও তাঁহাকে বলপূর্ব্বক উত্থাপিত করিয়া, আলিঙ্গন ও মস্তকে আঘ্রাণ করিয়া, কহিলেন, বৎস! তুমি চির-জীবী হও এবং শত্রুকুল নির্ম্মূল করিয়া, পিতা মাতার সেবা কর। তুমিই ধন্য! যেহেতু আমার পুত্রেরা পরোক্ষেও তোমার অসামান্য গুণের কথা বলিয়া থাকেন। ইহাতেও তুমি মন, বাক্য, কায় ও চেষ্টিত সর্ব্বাংশেই বর্দ্ধিত হইবে। যাহার গুণ আছে, তাহার জীবনধারণই শ্লাঘার বিষয়। যাহার গুণ নাই, সে জীবনসত্ত্বেও মৃত। গুণবান্ ব্যক্তি পিতা মাতার পরম শান্তি বিধান, শত্রু-গণের হৃদয়ে তাপ সমুদ্ভাবন ও মহাজনে বিশ্বাস সঙ্ঘটন করিয়া, আপনার কল্যাণ সম্পাদন করেন। দেবগণ, পিতৃগণ, বান্ধবগণ, ব্রাহ্মণগণ এবং মিত্র, অর্থী ও বিকলাদি ব্যক্তিগণ সকলেই গুণ-বানের চির জীবন কামনা করিয়া থাকেন। গুণীরা কাহারও পরিবাদ করেন না ; দুঃখীর প্রতি দয়া করিয়া থাকেন এবং বিপন্নকে আশ্রয় দেন। এই সকল কারণে তাঁহাদেরই জন্ম সার্থক।

রাজকুমারকে এইরূপ কহিয়া, তিনি তাঁহার পূজা করিতে উৎসুক হইয়া, পুত্রদ্বয়কে কহিলেন, আমরা সকলে মিলিত হইয়া, স্নানাদি যাবতীয় কার্য্য যথাক্রমে সম্পাদন ও ইচ্ছানুসারে মধুপানাদি সম্ভোগ ও আহার করিয়া, কুবলয়াশ্বের সহিত হৃদয়ের সাক্ষাৎ উৎসবস্বরূপ কথোপকথনে হৃষ্টচিত্তে স্বল্পকাল অবস্থিতি করিব। ঋতধ্বজ কোনরূপ বাঙ্নিষ্পত্তি না করিয়া, তাহাতেই স্বীকার করিলেন। তখন উদারবুদ্ধি পন্নগপতি তদনুরূপ অনুষ্ঠান করিলেন।

সেই ভোগশীল, আত্মবান্, সত্যবাদী মহোরগপতি অশ্বতর আত্মজ ও নৃপনন্দনের সহিত সমবেত ও হর্ষাবিষ্ট হইয়া, অন্ন ও মধু যথাযোগ্য বিধানে ভোগ করিলেন।

ইতি কুবলয়াশ্বের পাতালপ্রবেশ নাম ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

পুত্র কহিলেন, অনন্তর উরগপতি মহাত্মা অশ্বতর আহার করিলে, তদীয় পুত্রদ্বয় ও রাজকুমার সকলে তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তখন মহাত্মা অশ্বতর অনুরূপ-বাক্যপ্রয়োগপুরঃসর রাজপুত্রের প্রীতিসম্পাদনপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, ভদ্র! তুমি আমার গেহে অভ্যাগত হইয়াছ। অতএব তোমার কি করিব, পুত্র যেমন শঙ্কা ত্যাগ করিয়া, পিতাকে বলিয়া থাকে, তদ্রূপ তুমিও সচ্ছন্দে আমাকে বল। স্বর্ণ, রৌপ্য, বস্ত্র, বাহন অথবা অন্য যাহা কিছু অভিমত, অত্যন্ত দুর্লভ হইলেও, আমার নিকট তাহা প্রার্থনা কর।

ঋতধ্বজ কহিলেন, ভগবন্! আপনার প্রসাদে আমার পিতৃদেবের গেহে সুবর্ণাদি সকলই আছে। অদ্যাপি আমার ঈদৃশ বস্তুর কোনরূপই আবশ্যকতা উপস্থিত হয় নাই। মদীয় পিতা যখন সহস্রবর্ষ বসুন্ধরা শাসন করিতেছেন এবং আপনিও যখন পাতালে রহিয়াছেন, তখন আমার অন্তঃকরণ প্রার্থনোন্মুখ হইতে পারে না। কেন না, আমি না চাহিবার পূর্ব্বেই তৎসমস্ত পাইতে পারি। যাহাদের পিতা জীবিত আছে, তজ্জন্য যৌবনসময়েও যাহারা কোটি কোটি মুদ্রাকেও সামান্য তৃণের ন্যায় জ্ঞান করিয়া থাকে, তাহারাই পরম পুণ্যশীল এবং তাহারাই স্বর্গীয় মহাপুরুষ। দেখুন, আমার মিত্রগণ সকলেই আমার অনুরূপ-শিষ্টাচারসম্পন্ন, আমার দেহও নীরোগ; আমার পিতারও বিশিষ্টরূপ ধনসম্পত্তি আছে এবং আমিও তরুণবয়স্ক। অতএব আমার কি না আছে? যাহার অর্থের অভাব, তাহারই মন যাচ্ঞাপ্রবণ হইয়া থাকে। কিন্তু আমার কিছুরই অভাব নাই। অতএব আমার জিহ্বা কিজন্য যাচ্ঞা করিবে? যাহাদিগকে আমার গেহে ধন আছে, কি, নাই, এইরূপ চিন্তা করিতে হয় না এবং যাহারা পিতার বাহু-তরুচ্ছায়া আশ্রয় করিয়া আছে, তাহারাই সুখী। কিন্তু যাহারা বাল্যকাল হইতেই পিতৃহীন হইয়া, পরিবারপোষণে প্রবৃত্ত হয়, আমার মতে বিধাতা তাহাদিগকে সুখাস্বাদ-বিভ্রষ্ট করিয়া, বঞ্চিত করিয়াছেন। আমি আপনার প্রসাদে পিতার প্রদত্ত রাশি রাশি ধন রত্নাদি ইচ্ছানুসারে নিত্য অর্থীদিগকে দিয়া থাকি। আবার, চূড়ামণি সহায়ে যখন আপনার পাদপদ্মযুগল স্পর্শ ও আপনার অঙ্গ সঙ্গ লাভ করিয়াছি, তখন আমি এখানে তৎসমস্ত প্রাপ্ত হইয়াছি। আমার আর কিছুরই অভাব নাই। তিনি এইপ্রকার সবিনয় বাক্য প্রয়োগ করিলে, পন্নগরাজ প্রীতিসহকারে আপনার পুত্রদ্বয়ের উপকারী সেই ঋতধ্বজকে কহিলেন, যদি আমার নিকট স্বর্ণ রত্নাদি গ্রহণ করিতে তোমার প্রবৃত্তি না হয়, তাহাহইলে, অন্য যাহাতে তোমার মনের প্রীতি জন্মিতে পারে, তাহা বল; আমি তোমাকে প্রদান করিব।

কুবলয়াশ্ব কহিলেন, ভগবন্! আপনার প্রসাদে আমার গেহে প্রার্থনীয় কোন বস্তুরই কোনরূপ অভাব নাই অদ্য আবার আপনাকে দর্শন করিয়া, বিশেষরূপে তৎসমস্ত প্রাপ্ত হইলাম।

আমি মানুষ হইয়াও, দেবতা আপনার যে অঙ্গসঙ্গ লাভ করিলাম, ইহাতেই আমি কৃতকৃত্য হইয়াছি এবং আমার জীবনও সার্থক হইয়াছে। পন্নগেশ্বর! আমার মস্তকে আপনার পদধূলি যে স্থান গ্রহণ করিয়াছে, তাহাতে আমার কি না প্রাপ্তি হইয়াছে? তবে, যদি অবশ্য আমার অভীপ্সিত বর দান করাই কর্ত্তব্য বোধ করেন, তাহাহইলে, এই বর দিন, আমার হৃদয় হইতে যেন কখনই পুণ্যকর্ম্ম-সংস্কার ব্যপোহিত না হয়। আমার মতে বাহন, গৃহ, আসন, সুবর্ণ, মণি ও রত্নাদি এবং স্ত্রী, অন্ন, পান, পুত্র, সুন্দর মাল্য ও অনুলেপন এবং গীত ও বাদ্যাদি অন্যান্য অভিলষিত যাবতীয় বস্তু, সমস্তই পুণ্যরূপ বনস্পতির ফল। অতএব ব্যক্তিমাত্রেই কৃতচিত্ত হইয়া, তন্মূলক যত্ন করিবে। দেখুন, পুণ্যাসক্ত ব্যক্তিগণের পৃথিবীতে কোন বিষয়েই কোনরূপ অভাব হয় না।

অশ্বতর কহিলেন, প্রাজ্ঞ! তাহাই হইবে। তোমার মতি সর্ব্বদাই ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া রহিবে। তুমি যেরূপ বলিলে, তদনুসারে এই সমস্ত, সত্যই ধর্ম্মের সাক্ষাৎ ফল। তথাপি, তুমি আমার গেহে যখন আসিয়াছ, তখন মনুষ্যলোকে তোমার মতে যাহা দুর্লভ, তাহা অবশ্য তোমাকে গ্রহণ করিতে হইবে।

তাঁহার এই কথা শুনিয়া, রাজপুত্র তাঁহার পুত্রদ্বয়ের মুখের দিকে দৃষ্টিসঞ্চালন করিলেন। তখন তাঁহারা উভয়ে প্রণিপাতপুরঃসর রাজপুত্রের যাহা কিছু অভিলাষ, তৎসমস্তই স্পষ্টাভিধানে পিতার গোচরে নিবেদন করিয়া কহিলেন, ইহাঁর পত্নী কোন দুরাত্মা দৈত্যকর্ত্তৃক প্রতারিত হইয়া, ইহাঁর মৃত্যুবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, পরমপ্রিয়তম প্রাণ পরিহার করিয়াছেন। কুবুদ্ধি দানব কৃতবৈর হইয়া, ঐরূপ করিয়াছিল। ইহাঁর পত্নীর নাম মদালসা। তিনি গন্ধর্ব্বরাজের দুহিতা। তাত! ইনি মদালসার প্রতি কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ মানসে তাঁহার মৃত্যু অবধি এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, মদালসা ব্যতিরেকে অন্য কাহাকেও ভার্য্যাত্বে পরিগ্রহ করিবেন না। এই বীর ঋতধ্বজ অধুনা সেই চারুসর্ব্বাঙ্গীকে দেখিবার জন্য নিতান্ত উৎসুক হইয়াছেন। তাত! যদি তাহা করিতে পারেন, তাহাহইলেই ইহাঁর প্রকৃত উপকার করা হয়।

অশ্বতর কহিলেন, পঞ্চভূতের সহিত একবার বিয়োগ হইলে, পুনরায় তাহাদের সহিত সেই রূপে সংযোগ হওয়া স্বপ্ন বা আসুরী মায়া ভিন্ন অন্য কোন উপায়েই সম্ভাবিত নহে।

তখন ঋতধ্বজ প্রণিপাত করিয়া, প্রেম ও লজ্জাসহকারে তাঁহাকে কহিলেন, তাত! আপনি অধুনা সেই মদালসাকে যদি মায়া করিয়াও দেখাইতে পারেন, তাহাহইলে, পরম অনুগ্রহ করিলেন, বোধ করিব।

অশ্বতর কহিলেন, বৎস! যদি মায়াদর্শনে ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে তাহা দর্শন কর। দেখ, তুমি বালক বলিয়া যেমন অনুগ্রহের পাত্র, তেমনি আমার গেহে অভ্যাগত বলিয়া, গুরুস্বরূপ মাননীয়। এই বলিয়া তিনি গৃহগুপ্তা মদালসাকে তথায় আনয়ন করাইলেন এবং তাহাঁদের সকলকে ভুলাইবার জন্য মিছামিছি কতিপয় অস্ফুট মন্ত্র প্রয়োগপূর্ব্বক, রাজপুত্রকে মদালসা সন্দর্শন করাইয়া কহিলেন, বৎস! দেখ দেখি, এই সেই তোমার ভার্য্যা মদালসা কি না?

তিনি মদালসাকে দর্শন করিয়া, তৎক্ষণাৎ লজ্জাত্যাগপুরঃসর, প্রিয়ে! এই কথা বলিতে বলিতে তাহাঁর অভিমুখীন হইলেন। তদ্দর্শনে অশ্বতর সত্বরে তাহাঁরে প্রতিষেধ করিয়া কহিলেন, বৎস! ইহা মায়া। ইহাকে স্পর্শ করিও না। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সংস্পর্শনাদি করিলেই, মায়া আশু অদৃশ্য হইয়া থাকে।

এই কথায় ঋতধ্বজ, হা প্রিয়ে! বলিয়া, মূর্চ্ছিত হইয়া, ভূপৃষ্ঠে পতিত হইলেন। তদ্দর্শনে ভাবিনী মদালসা চিন্তা করিতে লাগিলেন, অহো! আমার প্রতি এই রাজনন্দনের কি স্নেহ! এবং আমার উপরি ইহাঁর অন্তঃকরণও কি অচল-ভাবাপন্ন! দেখ, ইনি অরাতিদিগকে নিপাতিত করেন। এক্ষণে বিনাস্ত্রে নিপাতিত হইলেন। আমাকে মায়া বলিয়া প্রদর্শন করা হইয়াছে।

বাস্তবিক, আমি মিথ্যা; সুতরাং স্পষ্টই মায়াস্বরূপ। বায়ু, আকাশ, তেজ, জল ও মৃত্তিকার সমবায়ে যাহার জন্ম, তাহা মায়া ভিন্ন আর কি হইতে পারে?

অনন্তর অশ্বতর রাজপুত্রকে আশ্বাসিত করিয়া, যেরূপে মৃত মদালসাকে পুনর্জ্জীবিত করিয়াছেন, তৎসমস্ত বর্ণন করিলেন। তখন ঋতধ্বজ ভার্য্যাকে লাভ করিয়া, অতিমাত্র আহ্লাদিত হইয়া, আপনার সেই অশ্বরত্নকে স্মরণ করিলেন। স্মৃতমাত্র অশ্ব তথায় সমাগত হইল। তখন তিনি নাগরাজকে প্রণাম করিয়া, সপত্নীক সেই অশ্বে আরোহণ করিয়া, আপনার সুশোভন পুরে প্রতিগমন করিলেন।

ইতি মদালসাপ্রাপ্তিনামক চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

পুত্র কহিলেন, তিনি স্বপুরে সমাগত হইয়া, পরলোকপ্রাপ্তা মদালসাকে পুনরায় যেরূপে লাভ করিয়াছেন, তৎসমস্ত পিতার নিকট আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিলেন। পবিত্রস্বভাবা মদালসা শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের চরণে প্রণাম করিয়া, স্বজনদিগকে বয়স ও গুরুত্বানুসারে যথা নিয়মে বন্দন ও আলিঙ্গনাদি করিয়া, পূজা করিলেন। অনন্তর পৌরগণ মহোৎসবে প্রবৃত্ত হইল। এদিকে ঋতধ্বজ সুমধ্যমা মদালসার সহিত শৈলনির্ঝরে, নদীপুলিনে, রমণীয় বন ও উপবনসমূহে বহুকাল বিহার করিলেন। মদালসাও বিষয় ভোগ করিয়া, পুণ্যক্ষয়বাসনায় অতীব প্রিয়দর্শন ঋতধ্বজের সহিত বিবিধ রমণীয় স্থান সকলে বিহার করিতে লাগিলেন। এই রূপে বহু কাল অতীত হইলে, রাজা শত্রুজিৎ সম্যক্ রূপে পৃথিবী শাসন করিয়া, কালধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইলেন। তখন পৌরগণ তদীয় পুত্র উদারাচার-চেষ্টিত মহাত্মা ঋতধ্বজকে রাজপদে অভিষিক্ত করিল। তিনি ঔরস পুত্রের ন্যায় সম্যক রূপে প্রজালোকের পালন করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে মদালসার প্রথম পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হইল। পিতা সেই ধীমান্ পুত্রের নাম বিক্রান্ত রাখিলেন। ভৃত্যগণ সেই পুত্রের উৎপত্তিতে পরম প্রীতি প্রাপ্ত হইল। মদালসা হাস্য করিতে লাগিলেন।

ঐ পুত্র উত্তানশায়ী হইয়া, অব্যক্ত স্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিলে, মদালসা তাহাকে সান্ত্বনা করিবার ছলে বলিতে লাগিলেন, রে তাত! তুমি সর্ব্বোপাধি বিনির্মুক্ত, তোমার কোনরূপ নাম নাই। এক্ষণে কেবল কল্পনা সহায়ে তোমার নামকরণ হইয়াছে। তোমার এই দেহ পঞ্চভূতের বিনির্ম্মিত; সুতরাং ইহা যেমন তোমার নহে, তুমিও তেমনি ইহারও নহে। তবে তুমি কিহেতু রোদন করিতেছ? অথবা তুমি রোদন করিতেছ না। এই রাজপুত্রকেই আশ্রয় করিয়া, ঐরূপ শব্দ স্বয়ং প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। তোমার ইন্দ্রিয় সকলেও বিবিধ ভৌতিক গুণ ও অগুণ সমস্ত বিকল্পিত হইয়াছে। নিতান্ত দুর্ব্বল ভূত সকল যেরূপ ভূত সহায়ে অন্ন ও জল দানাদি দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হয়, তোমার সেরূপ বৃদ্ধিও নাই, ক্ষয়ও নাই। তোমার এই দেহ আবরণমাত্র। ইহা শীর্ণ হইবে। ইহাতে তুমি মোহে আচ্ছন্ন হইও না। শুভাশুভ কর্ম্মবলেই তোমার দেহে এই আবরণ সন্নিবদ্ধ হইয়াছে। পিতা, মাতা ও স্ত্রী এবং আত্মীয় অনাত্মীয়, কেহই কিছু নহে। তুমি তাহাদিগকে বহুমাননা করিও না। যাহারা মোহাচ্ছন্নচিত্ত, তাহারাই দুঃখকে দুঃখের উপশমের কারণ ও ভোগ সকলকে সুখলাভের হেতু বলিয়া জানে, যাহারা অবিদ্যাচ্ছন্ন এবং তজ্জন্য নিতান্ত মূঢ়চিত্ত, তাহারা তত্তৎ দুঃখকেই সুখ বলিয়া অবগত আছে। দেখ, স্ত্রী হাসিলে, অস্থিনিদর্শন হয়; তাহার অত্যুজ্জ্বল অক্ষিযুগলও সাক্ষাৎ তর্জ্জন স্বরূপ। তাহার স্থূলবর্ত্তুল কুচাদিও ঘন মাংসরাশিমাত্র। তাহার রতিস্থানও ঐরূপ ধর্ম্মবিশিষ্ট। অতএব স্ত্রী কি সাক্ষাৎ নরক নহে?

ক্ষিতিতে যান, যানে দেহ, দেহে আবার অন্য পুরুষ বিনিবিষ্ট আছেন। আপনার দেহে যেমন আমার বলিয়া জ্ঞান আছে, সেই পুরুষে সেরূপ নাই। আহা, কি মূঢ়তা!

ইতি মদালসার পুত্রানুশাসন নাম পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়।

পুত্র কহিলেন, স্বীয় পুত্র দিন দিন যেমন বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন, রাজপত্নী মদালসাও তেমনি ঐরূপ উল্লাপাদিচ্ছলে তাঁহাকে আত্মবোধ প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। কুমার যেমন ক্রমে পিতার নিকট বল ও বুদ্ধি লাভ করিলেন, জননীর উপদেশবাক্যেও তেমনি আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইলেন। জননীর নিকট জন্মিয়া অবধি আত্মজ্ঞান শিক্ষা করিয়া, প্রজ্ঞানের সঞ্চার ও মমতা দূর হওয়াতে, কুমার গার্হস্থ ধর্ম্মে একবারেই প্রবৃত্তিশূন্য হইলেন।

অনন্তর মদালসার দ্বিতীয় পুত্র ভূমিষ্ঠ হইলে, পিতা তাঁহার নাম সুবাহু রাখিলেন। ইহাতে মদালসা হাস্য করিলেন। যাহাহউক, তিনি সেই কুমারকেও বাল্যকাল হইতে উল্লিখিত বিধানে উল্লাপনাদি দ্বারা আত্মবোধ প্রদান করিতে লাগিলেন। তাঁহার মতিও উল্লিখিত জ্ঞান লাভ করিয়া, অতিশয় মার্জ্জিত ও বিকসিত হইয়া উঠিল।

অনন্তর তৃতীয় পুত্র জন্মিলে, রাজা তাঁহার নাম শত্রুমর্দ্দন রাখিলেন। সুভ্রূ মদালসা নাম শুনিয়া, পুনরায় বহুক্ষণ হাস্য করিলেন। অনন্তর তাঁহাকেও তিনি আত্মবোধ প্রদান করিলে, সেই কুমার কামনাহীন ও ক্রিয়াহীন হইলেন।

অনন্তর চতুর্থ পুত্র ভূমিষ্ঠ হইলে, রাজা তাঁহার নামকরণে উৎসুক হইয়া, মদালসার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, তিনি ঈষৎ হাস্য করিলেন। তাঁহাকে হাসিতে দেখিয়া, রাজা কিঞ্চিৎ কৌতূহলান্বিত হইয়া, কহিলেন, আমি নামকরণে প্রবৃত্ত হইলেই, তুমি হাস্য করিয়া থাক। বারম্বারই এইরূপ করিয়াছ। ইহার কারণ কি? আমার মতে আমি যে বিক্রান্ত, সুবাহু ও শত্রুমর্দ্দন এই কয়টী নাম রাখিয়াছি, সর্ব্বথা সুসঙ্গত হইয়াছে। কেন না, ক্ষত্রিয়দিগের শৌর্য্য ও দর্প সংযুক্ত নামই উপযুক্ত হইয়া থাকে। তথাপি, ভদ্রে! তোমার যদি এই তিনটী নাম ভাল বলিয়া বোধ না হয়, তাহা হইলে, এবার তুমিই নিজে চতুর্থ পুত্রের নামকরণ কর।

মদালসা কহিলেন, মহারাজ! আপনার আজ্ঞা পালন করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব যেরূপ বলিতেছেন, তদনুসারে আমিই এই চতুর্থ পুত্রের নাম রাখিব। এই ধর্ম্মাত্মা অলর্ক (অর্থাৎ খেপা কুকুর) নামে লোকমধ্যে বিখ্যাত হইবেন। রাজন্! তোমার এই কনীয়ান্ পুত্র মতিমান্ হইবেন।

জননী পুত্রের নাম অলর্ক রাখিলেন। ইহার কোনরূপ অর্থই হয় না। সুতরাং রাজা এই নাম শ্রবণ করিয়া, হাস্য করত কহিতে লাগিলেন, শুভে! তুমি আমার পুত্রের যে নাম রাখিলে, ইহা নিতান্ত কুৎসিত ও অসম্বদ্ধ। ইহার অর্থ কি?

মদালসা কহিলেন, মহারাজ! লোকাচারে একটা নাম রাখিতে হয়, বলিয়াই রাখিয়া দিলাম। আপনার কৃত নাম সকলেরও কোনরূপ অর্থই নাই; শ্রবণ করুন। প্রাজ্ঞ পুরুষগণ আত্মাকে সর্ব্বব্যাপী বলিয়া থাকেন। ক্রান্তি শব্দে, এক দেশ হইতে অন্যদেশগতি বুঝাইয়া থাকে। আত্মা সর্ব্বগ ও সর্ব্বব্যাপী। এবং দেহের ঈশ্বর। তাঁহার আবার গতি কোথায়? সেইজন্য আমার মতে বিক্রান্ত নামের কোনরূপ অর্থই হয় না।

মহারাজ! আত্মার কোনরূপ মূর্ত্তি নাই; সুতরাং, অপর পুত্রের নাম যে সুবাহু রাখিয়াছেন, তাহাও সর্ব্বথা অর্থশূন্য।

তৃতীয় পুত্রের যে অরিমর্দ্দন নাম রাখিয়াছেন, তাহাও আমার মতে অসঙ্গত। ইহার কারণ শ্রবণ করুন। একাকী আত্মা সকল শরীরেই বিরাজমান হইতেছেন। তখন আর তাঁহার শত্রুই বা কে, আর মিত্রই বা কে হইতে পারে? ভূতের দ্বারা ভূতেরই লয় সাধিত হয়। যাহার মূর্ত্তি নাই, তাহার আবার লয় কিরূপে হইতে পারে? ক্রোধাদির পৃথগ্‌ভাব বশতঃ এইরূপ কল্পনাও অর্থ-হীন হইয়া থাকে। অর্থাৎ আত্মা ক্রোধাদি সর্ব্ববিধ দোষ বিবর্জ্জিত। তিনি আবার শত্রু মর্দ্দন করিবেন কিরূপে? যদি কেবল ব্যবহারে জন্যই ঐরূপ নিরর্থক নাম কল্পনা করা যাইতে পারে, তাহাহইলে, আমি যে অলর্ক নাম রাখিয়াছি, কিজন্য তাহাকেও নিরর্থক বলিতে পারেন?

মহিষী এইরূপ সাধুবাক্য প্রয়োগ করিলে মহামতি মহীপতি সেই সত্যবাদিনী মদালসাকে কহিলেন, যাহা বলিতেছ, তাহা তাহাই। বাস্তবিক, কোন নামেরই অর্থ নাই।

যাহা হউক, সুভ্রূ মদালসা সেই পুত্রকেও পূর্ব্ব পূর্ব্ব পুত্রগণের ন্যায় আত্মবোধপ্রদানে প্রবৃত্তা হইলে, রাজা কহিলেন, অয়ি মূঢ়ে! তুমি এ কি করিতেছ? ঈদৃশ দূষিত আত্মবোধপ্রদান করিয়া, আমার পূর্ব্ব পূর্ব্ব পুত্রগণের যেরূপ অকল্যাণ করিয়াছ, ইহারও সেইরূপ করিবে। যদি আমার প্রিয়ানুষ্ঠান তোমার কর্ত্তব্য এবং আমার কথা রক্ষা করাও বিধেয় হয়, তাহাহইলে, এই পুত্রকে প্রবৃত্তিমার্গে নিয়োজিত কর। দেবি! কর্ম্মমার্গের সমুচ্ছেদ হওয়া যুক্তিযুক্ত নহে। পিতৃ-পিণ্ডের লোপাপত্তি হওয়াও উচিত হয় না। পিতৃগণ শুভাশুভ কর্ম্মানুসারে দেবলোকে অবস্থান, তির্য্যগ্‌যোনি ভোগ, মনুষ্যত্ব লাভ ও অন্যান্য যোনিসংক্রমণপূর্ব্বক ক্ষুৎপিপাসায় নিতান্ত কাতর ও ক্ষীণভাবাপন্ন হইলে, মনুষ্য কর্ম্মমার্গে অবস্থিতি করিয়া, পিণ্ডোদকপ্রদানপূর্ব্বক সর্ব্বদা তাঁহাদের এবং তদনুরূপে দেবগণ ও অতিথিগণের সবিশেষ তৃপ্তি বিধান করে। ফলতঃ, দেবগণ, মনুষ্যগণ, পিতৃগণ, প্রেতগণ, ভূতগণ, গুহ্যকগণ, পক্ষিগণ, কৃমিগণ, কীটগণ, সকলেই মনুষ্যকে আশ্রয় করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে। অতএব কৃশাঙ্গি! ক্ষত্রিয়দিগের যাহা কর্ত্তব্য এবং উভয় লোকে ফললাভ জন্য যাহা বিধেয়, আমার এই পুত্রকে তদনুরূপ উপদেশ প্রদান কর।

বরনারী মদালসা স্বামীর এই কথা শুনিয়া, অলর্কনামক সেই পুত্রকে উল্লাপচ্ছলে বলিতে লাগিলেন, বৎস! বর্দ্ধিত হও; কর্ম্মানুষ্ঠান সহকারে আমার স্বামীর মনঃ আনন্দিত এবং তৎসহকারে মিত্রগণের উপকার ও অমিত্রগণের সংহার কর। রে পুত্র! তুমিই ধন্য! কেন না, তুমি নিঃসপত্ন হইয়া, চিরকাল পৃথিবী পালন করিবে। তোমার পালনগুণে সকলেরই যেন সুখভোগ হয়। তাহাহইলে, তুমি পরম ধর্ম্ম সঞ্চয় করিয়া, অমর হইতে পারিবে। তুমি সমাহিত হইয়া, প্রতি-পর্ব্বেই ব্রাহ্মণগণের তৃপ্তি বিধান, বান্ধবগণের বাসনা পূরণ, পরের হিত সংবিধান ও পরদার-প্রবৃত্তি পরিহার করিবে। বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠানসহকারে দেবগণের ও অজস্র অর্থদান সাহায্যে ব্রাহ্মণ ও আশ্রিতবর্গের প্রীতি সম্পাদন করিবে; বিবিধ অনুপম ভোগ্য বস্তু প্রদানপূর্ব্বক স্ত্রীগণের ও যুদ্ধ দ্বারা অরাতিগণের পরিতোষ সমাধান করিবে। তুমি বাল্যকালে বান্ধবগণের, কুমারকালে আজ্ঞাপালন দ্বারা পিতা মাতার, যুবাকালে সৎকুলভূষণা রমণীগণের ও বৃদ্ধকালে বনে থাকিয়া বনচরগণের আনন্দ সম্পাদন করিবে। এবং রাজপদে থাকিয়া, সুহৃদ্‌গণের প্রীতি বহন ও সাধু-গণের রক্ষা করিয়া, যজ্ঞ সকলের অনুষ্ঠান এবং গো ও ব্রাহ্মণগণের রক্ষার্থ যুদ্ধে দুষ্টগণের ও অরাতিসমূহের সংহরণ পূর্ব্বক পরলোকে সমাগত হইবে।

ইতি পুত্রানুশাসন নাম ষড়্‌বিংশ অধ্যায়।

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

পুত্র কহিলেন, জননী এই রূপে উল্লাপনচ্ছলে প্রতিদিন উপদেশদানে প্রবৃত্তা হইলে, বালক অপর্ক বুদ্ধি ও বয়সের সহিত বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। তিনি কুমারকালে উপনীত ও কৃতোপনয়ন হইয়া, বিশিষ্টরূপ-জ্ঞান-লাভপুরঃসর প্রণিপাত করিয়া, মাতাকে কহিলেন, আমি বিনয়াবনত হইয়া, জিজ্ঞাসা করিতেছি, উভয়লৌকিক সুখের জন্ত আমার যেরূপ অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য, তাহা সবিস্তার কীর্ত্তন করুন।

মদালসা কহিলেন, বৎস! রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া, স্বধর্ম্মের অবিরোধে প্রজারঞ্জন করা রাজার প্রথম কর্ত্তব্য। স্বামী, অমাত্য, সুহৃৎ, কোষ, দণ্ড, রাষ্ট্র ও পুর এই কয়েকটী রাজার মূল বা প্রকৃতি। আর, মৃগয়া, দ্যূত, দিবাস্বপ্ন, পরনিন্দা, বেশ্যাসঙ্গ, নৃত্য, গীত, ক্রীড়া, বৃথা ভ্রমণ ও পান এবং দৌরাত্ম্য, ক্ষতি, দ্বেষ, ঈর্ষা, প্রতারণা, কটূক্তি ও নিষ্ঠুরাচরণ ইহাদের নাম ব্যসন। এই ব্যসন সমস্ত উল্লিখিত মূল বিনাশ করিয়া থাকে। রাজা তজ্জন্ত ব্যসন ত্যাগ করিবেন এবং যাহাতে কৃত মন্ত্রণার বহির্গমন প্রযুক্ত শক্ররা অপকার করিতে না পারে, তদনুরূপ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবেন। সুচক্রযুক্ত স্যন্দনে পতিত হইলে, যেমন আটবার আঘাত পাইয়া, বিনষ্ট হইতে হয়; সেই রূপ মন্ত্র বাহির হইয়া পড়িলে, রাজা নিঃসন্দেহই বিনাশ লাভ করিয়া থাকে। বিপক্ষ পক্ষ উৎকোচাদি দ্বারা অমাত্যদিগকে দূষিত করিয়াছে, কি না, তাহা যত্নপূর্ব্বক অবগত হওয়া রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। তিনি চর দ্বারা শক্রচরগণের গতিবিধিও যত্নাতিশয়সহকারে অন্বেষণ করিবেন। মিত্র, আপ্ত ও বন্ধু, কাহাকেও বিশ্বাস করিবেন না। আবার, কার্য্যবশতঃ শক্রকেও বিশ্বাস করিবেন। কামের বশীভূত না হইয়া, স্থান বৃদ্ধি ও ক্ষয় অবগত ও সন্ধি বিগ্রহ যানাদি ছয়গুণে গুণী হইবেন। প্রথমে আত্মাকে, পরে মন্ত্রিদিগকে, অনন্তর ভৃত্যবর্গকে, তদনন্তর পৌরদিগকে আয়ত্ত করিয়া, পরে শক্রর সহিত বিরোধ করিবেন। যিনি আত্মা প্রভৃতিকে জয় না করিয়া, বৈরিগণের জয় করিতে অভিলাষ করেন, সেই অজিতাত্ম নরপতি অমাত্য কর্ত্তৃক বিজিত হইয়া, শক্রবর্গের আয়ত্ত হন। এই কারণে বৎস! প্রথমে কামাদি রিপুদিগকে জয় করিবে। তাহাদের জয় করিলে, অবশ্য জয় লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু তাহারা জয় করিলে, রাজাকে বিনষ্ট হইতে হয়। কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মান ও হর্ষ ইহারাই শক্র, রাজার বিনাশ করিয়া থাকে। রাজা পাণ্ডু কামাসক্তিবশতঃ নিপাতিত হইয়াছেন, অনুহ্লাদ ক্রোধবশতঃ পুত্ররত্নে বঞ্চিত হইয়াছেন, ঐলোভবশতঃ বিনষ্ট হইয়াছেন; বেণ মদবশতঃ দ্বিজগণ কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন, বলি অভিমানবশতঃ অনায়ু কর্ত্তৃক বিনাশিত হইয়াছেন এবং পুরঞ্জয় হর্ষবশে নিধন প্রাপ্ত হইয়াছেন, চিন্তা করিয়া, মনকে কাম ক্রোধাদি তত্তৎ দোষ হইতে বিনিবর্ত্তিত করিবে। আর, রাজা মরুত্ত ঐ সকল শক্রকে জয় করিয়া, সমুদায় সংসার জয় করিয়া গিয়াছেন। ইহা স্মরণ করিয়া, মহীপতি স্বকীয় ঐ সকল দোষ বর্জ্জন করিবেন। কাক যেমন অনলস ও সাবধান, তিনি তেমনি আলস্যহীন ও সাবধান হইবেন। কোকিলের ন্যায় যথাকালে নিজগুণ প্রকাশ করিবেন। মধুকরের ন্যায় সংগ্রহশীল হইবেন। মৃগের ন্যায় সহজে শক্রর আয়ত্ত হইবেন না। ব্যাল যেমন স্বল্প বিষ দ্বারাও বৃহৎ জীবকে বিনাশ করে, তদ্বৎ স্বল্প বল সহায়ে মহাবল রিপু দমনে চেষ্টা করিবেন। ময়ূরের ন্যায়, নিজসম্পত্তি বিস্তার করিবেন। হংসের ন্যায় গুণগ্রাহী হইবেন। কুক্কুটের ন্যায় যথাকালে উত্থান ও স্ত্রীদিগকে সংকটে রক্ষা করিবেন। লৌহের ন্যায় কঠিন ও বহুকার্য্যের সাধক হইবেন। কীট যেমন বিনা আড়ম্বরে বস্ত্র সকল কাটিয়া জর্জ্জরিত করে; তিনিও শক্রর প্রতি তদ্বৎ ব্যবহার করিবেন। পিপীলিকার ন্যায় সঞ্চয়ী ও অনুসন্ধানী হইবেন। অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ও শাল্মলীবীজের ন্যায় ব্যাপনশীল হইবেন। চন্দ্র ও সূর্য্য যেমন সর্ব্বদাই

কিরণ বিকিরণ করেন, তদ্বৎ নিয়ত রাজনীতি প্রয়োগ করিয়া, উদয়শীল হইবেন। বন্ধকী যেমন পরপুরুষের মনোরঞ্জন করে, রাজাও তেমনি প্রজাগণের চিত্তবিনোদন করিবেন। পদ্মের ন্যায় সকলের মনোহারী হইবেন। শরভের ন্যায়, বিক্রম প্রকাশ করিবেন। শূলিকার ন্যায় একবারেই বিনাশ করিবেন। গুর্ব্বিণীর স্তন যেমন ভাবী পুত্রের জন্য দুগ্ধ সঞ্চয় করে, রাজাও তেমনি ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয়শীল হইবেন। গোপাঙ্গনা যেমন একমাত্র দুগ্ধে নানাবিধ দ্রব্য প্রণয়ন করে, রাজাও তেমনি কল্পনাকুশল হইবেন।

মহীপালনকার্য্যে ইন্দ্র, সূর্য্য, চন্দ্র, যম ও বায়ু এই পাঁচ দেবতার অনুরূপ ব্যবহার করিবেন। অর্থাৎ ইন্দ্র যেমন চারি মাস বৃষ্টিপাত দ্বারা মর্ত্ত্যবাসীদিগকে আপ্যায়িত করেন, সেইরূপ রাজা ধনাদিদান দ্বারা সকলের সন্তোষ বিধান করিবেন। যেমন সূর্য্য আটমাস রশ্মিসহকারে জল আহরণ করিয়া থাকেন, রাজাও তেমনি সূক্ষ্ম উপায়ে শুল্কাদি সংগ্রহ করিবেন। যম যেমন শত্রু মিত্র সকলকেই কালপ্রাপ্ত হইলে, নিগৃহীত করেন, রাজাও তেমনি প্রিয় অপ্রিয় ও দুষ্ট অদুষ্ট সর্ব্বত্র সমদর্শী হইবেন। যেমন লোকে পূর্ণচন্দ্রকে অবলোকন করিয়া, প্রীতি প্রাপ্ত হয়, প্রজারাও সকলে তেমনি যাঁহার শাসনে পরম সুখ অনুভব করে, সেই রাজারই শশধরের অনুরূপ ব্যবহার করা হয়। মারুত যেমন অতীব গোপনভাবে সর্ব্বভূতে বিচরণ করে, রাজাও তেমনি চর দ্বারা পৌর, অমাত্য ও বান্ধবাদির চরিতাদি অনুসন্ধান করিবেন। যে রাজার মন কামবশতঃ, অথবা লোভবশতঃ, অথবা অর্থবশতঃ, অথবা অন্য কোন কারণ বশতঃ আকৃষ্ট না হয়, তিনিই স্বর্গে গমন করেন। যে রাজা উৎপথপ্রবৃত্ত, স্বধর্ম্মবর্জ্জিত, মূঢ় ব্যক্তিদিগকে নিজধর্ম্মে ব্যবস্থাপিত করেন, তিনিই স্বর্গে গমন করেন। যাঁহার রাজ্যে বর্ণধর্ম্ম বা আশ্রমধর্ম্মের কোনরূপে অবসাদ উপস্থিত না হয়, বৎস! তিনি উভয় লোকেই অবিনাশী সুখ ভোগ করিয়া থাকেন। রাজা সর্ব্বদা সুবুদ্ধি ব্যক্তিগণের পরামর্শে চলিবেন এবং লোকদিগকে স্বধর্ম্মে স্থাপন করিবেন। ইহাই তাঁহার একমাত্র কার্য্য এবং ইহাই তাঁহার সিদ্ধিলাভের হেতু। রাজা প্রজাগণের সম্যগ্‌ বিধানে পালন করিলে, যেমন কৃতকৃত্য হন, তেমনি তাঁহাদের ধর্ম্মভাগ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

ইতি রাজধর্ম্ম নাম সপ্তবিংশ অধ্যায়।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

পুত্র কহিলেন, জননীর এই কথা শুনিয়া, অলর্ক তাঁহাকে পুনরায় বর্ণধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, অয়ি মহাভাগে! আপনি রাজধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলেন; অধুনা আমি বর্ণধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্ম শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি।

মদালসা কহিলেন, দান, অধ্যয়ন ও যজ্ঞ এই তিনটী ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম। জীবিকার্থ ব্যবসায় ব্যতিরেকে তাঁহার আর চতুর্থ ধর্ম্ম নাই। পবিত্র ভাবে যাজন, অধ্যাপন ও পরিগ্রহ এই তিনটী ব্রাহ্মণের জীবিকার্থ ব্যবসায়। দান, অধ্যয়ন ও যজ্ঞ এই তিনটী ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম এবং পৃথিবীর রক্ষা ও শস্ত্রপরিচালনা এই দুইটী তাঁহার জীবিকা। বৈশ্যেরও তিনপ্রকার ধর্ম্ম; দান, অধ্যয়ন ও যজ্ঞ। আর পাশুপাল্য, বাণিজ্য ও কৃষি তাহার জীবিকার্থ ধর্ম্ম। শূদ্রের ধর্ম্ম দান, যজ্ঞ ও উক্ত তিন বর্ণের শুশ্রূষা। আর কারুকার্য্য, দ্বিজাতির পরিচর্য্যা, পশুগণের পোষণ ও ক্রয় বিক্রয় এই কয়টী তাহার জীবিকার্থ ধর্ম্ম।

সকল বর্ণের ধর্ম্ম বলিলাম; এক্ষণে আশ্রমধর্ম্ম শ্রবণ কর। স্বকীয় বর্ণধর্ম্মের পালন করিলেই, লোকে সর্ব্বাঙ্গীন সিদ্ধি সংগ্রহ করিয়া থাকে। সেইরূপ, বর্ণধর্ম্মের বিরুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেই,

পরলোকে তাহার নরকভোগ হয়। বৎস! ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের যাবৎ উপনয়নসংস্কার না হয়, তাবৎ ইচ্ছানুসারে ব্যবহার, সংলাপ ও ভক্ষণাদি করিতে পারে। উপনয়নসংস্কার সম্পন্ন হইলে, ব্রহ্মচারী হইয়া গুরুগৃহে বাস করিবে। তৎকালীন তাঁহার ধর্ম্ম বলিতেছি, শ্রবণ কর। বেদাধ্যয়ন, অগ্নিসেবা, স্নান, ভিক্ষার্থে পর্য্যটন, গুরুকে অগ্রে নিবেদন করিয়া পরে তাহার অনুজ্ঞানুসারে সর্ব্বদা অন্ন ভক্ষণ, গুরুর কার্য্যে উদ্যোগ, তাঁহার প্রীতি সমুত্থাপন, গুরুকর্ত্তৃক আহূত হইয়া পাঠ এবং গুরুর প্রতি তৎপরতা ও অনন্যচিত্ততা সহকারে অবস্থান করিবে। গুরুর মুখ হইতে এক, দুই বা সকল বেদ অধ্যয়ন করিয়া, তাঁহার চরণবন্দনাপূর্ব্বক অনুজ্ঞাগ্রহণসহকারে দক্ষিণা প্রদান করিবে। অনন্তর গার্হস্থ্য ধর্ম্মে অভিলাষী হইলে, গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিবে। অথবা আপনার ইচ্ছানুসারে চতুর্থ আশ্রম বানপ্রস্থ অবলম্বন করিতে পারেন। অথবা গুরুর গৃহেই নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী হইয়া বাস করিবে। গুরু না থাকিলে, তাঁহার পুত্রের নিকট, পুত্র না থাকিলে, তাঁহার শিষ্যের নিকট, শুশ্রূষাপরায়ণ ও অভিমানশূন্য হইয়া, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে বাস করিবে। অনন্তর গৃহস্থাশ্রমকামনায় গুরুগৃহ হইতে উপাবৃত্ত হইয়া, গৃহস্থাশ্রম হেতু আপনার অনুরূপ কন্যা উদ্বহন করিবে। ঐ কন্যা যেন রোগশূন্যা ও অসমান-কুলগোত্র-সম্পন্না হয় এবং উহার যেন কোন অঙ্গ বিকৃত না হয়। স্বকীয় কর্ম্ম দ্বারা ন্যায়ানুসারে ধন উপার্জ্জন করিয়া পিতৃগণ, দেবগণ ও অতিথিগণের ভক্তিসহকারে বিশিষ্ট বিধানে পরিতৃপ্তি সাধন ও আশ্রিতগণের পোষণ করিবে। ভৃত্য, আত্মজ, দীন, অন্ধ, পতিত, পশু ও পক্ষীদিগকে যথাশক্তি অন্নদান দ্বারা পরিপালন করিবে। ঋতুকালে ভার্য্যাভিগমন ও যথাশক্তি পঞ্চ যজ্ঞ বিধান করিবে। আপনার যেরূপ বিভব, তদনুসারে আদরসহকারে পিতৃগণ, দেবগণ, অতিথিগণ ও জ্ঞাতিগণ ইহাদিগকে প্রদান করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, ভৃত্যগণের সহিত স্বয়ং ভোজন করিবে। এই আমি সংক্ষেপে গৃহাশ্রম বর্ণনা করিলাম। এক্ষণে বানপ্রস্থ ধর্ম্ম বলিতেছি, অবধারণ কর।

প্রাজ্ঞ ব্যক্তি সন্তান সন্ততি ও আপনার দেহের অবনতি অবলোকন করিয়া, আত্মার শুদ্ধিজন্য বানপ্রস্থাশ্রমে প্রস্থান করিবে। তথায় আরণ্য ফলাদি উপভোগ, তপস্যা দ্বারা আত্মার উৎকর্ষ সাধন, ভূমিতে শয়ন, ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন, পিতৃগণ, দেবগণ ও অতিথিগণের পরিচরণ, হোম, ত্রিসন্ধ্য স্নান, জটাবল্কল ধারণ, সর্ব্বদা যোগাচরণ ও বন্যস্নেহ নিষেবণ করিবে। এইরূপে পাপ-প্রক্ষালন ও আত্মার উপকার জন্য বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করিবে।

বানপ্রস্থের পর ভিক্ষুনামক চরম আশ্রম। এই চতুর্থ আশ্রমের স্বরূপ মহাত্মা ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি-গণ যেরূপ বলিয়াছেন, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। সর্ব্বসঙ্গপরিত্যাগ, ব্রহ্মচর্য্য, কোপবিস-র্জ্জন, ইন্দ্রিয়সংযম, একবিধ আবাসে চিরকাল বাস না করা, কর্ম্মত্যাগ, ভিক্ষালব্ধ অন্নে একবার মাত্র আহারকরণ, আত্মজ্ঞানাববোধেচ্ছা এবং আত্মদর্শন এই সকল ভিক্ষুকাশ্রমের কর্ত্তব্য কার্য্য। এই আমি তোমার নিকট চতুর্থ আশ্রম বর্ণনা করিলাম। এক্ষণে অন্যান্য বর্ণ ও আশ্রম সকলের সাধারণতঃ কর্ত্তব্য শ্রবণ কর। সত্য, শৌচ, অহিংসা, অনসূয়া, ক্ষমা, আনৃশংস্য অকার্পণ্য, সন্তোষ, এই আটটী সমুদায় বর্ণাশ্রমের সাধারণ ধর্ম্ম। এই আমি তোমার নিকট সমুদায় বর্ণা-শ্রমধর্ম্ম সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিলাম। স্ব স্ব বর্ণাশ্রমধর্ম্মের পালন করা ব্যক্তিমাত্রেরই কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি স্ববর্ণাশ্রমসংজ্ঞিত স্বধর্ম্ম লঙ্ঘন করিয়া, অন্য ধর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, নরপতি তাহার উপযুক্ত শাস্তি করিবেন। যাহারা স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া, পাপ করে, রাজা তাহাদের দণ্ড না করিলে, তাহাঁর ইষ্টাপূর্ত্ত বিনষ্ট হইয়া থাকে। এইজন্য রাজা বিশিষ্টরূপ যত্নসহকারে সকল বর্ণকেই স্ব স্ব ধর্ম্মে স্থাপন ও তাহার অন্যথাচরণে প্রবৃত্ত হইলে, দণ্ডবিধান করিবেন।

ইতি বর্ণাশ্রমধর্ম্মকথন নাম অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

অলর্ক কহিলেন, গৃহস্থাশ্রমী ব্যক্তিগণের যাহা করা কর্ত্তব্য, যাহা না করিলে, বন্ধন ও করিলে মুক্তিলাভ হয়, যাহা উপকারের নিমিত্ত কল্পিত হইয়াছে এবং যাহা বর্জ্জন করা উচিত ও যাহা করণীয়, আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, সবিশেষ কীর্ত্তন করুন।

মদালসা কহিলেন, বৎস! গৃহস্থাশ্রমী ব্যক্তিগণই এই নিখিল জীবগণের পোষণ করে এবং সেই পুণ্যবলে অভিলষিত লোক সকল লাভ করিয়া থাকে। পিতৃগণ, দেবগণ, মুনিগণ, ভূতগণ, মনুষ্যগণ, কৃমি কীট ও পতঙ্গগণ, পশু ও পক্ষিগণ এবং অসুরগণ সকলেই গৃহস্থকে আশ্রয় করিয়া, জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে এবং তৎসহকারে তৃপ্তিভোগ করে। গৃহস্থ আমাদিগকে অন্নদান করিবে না কি, ইহা ভাবিয়া, সকলেই উহার মুখপানে চাহিয়া থাকে। বৎস! বলিতে কি, এই গৃহস্থ বেদময়ী ধেনু রূপে সকলের আধার স্বরূপ হইয়া আছে। ঐ ধেনুতেই নিখিল বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং ঐ ধেনুই বিশ্বের কারণ। ঋগ্বেদ উহার পৃষ্ঠ, যজুর্ব্বেদ উহার মধ্য এবং সামবেদ উহার বক্ত্র ও গ্রীবা, ইষ্টাপূর্ত্ত উহার বিষাণ, সাধুসূক্ত উহার লোম, শান্তি ও পুষ্টিকার্য্য উহার মল ও মূত্র এবং বর্ণ ও আশ্রম উহার প্রতিষ্ঠা। উহার ক্ষয় নাই। এইজন্য সমস্ত জগৎ উহাকে আশ্রয় করিয়া জীবনধারণ করিলেও, উহার অপচয় হয় না। বৎস! স্বাহাকার, স্বধাকার, বষট্‌কার, হন্তকার, উহার স্তনচতুষ্টয়। তন্মধ্যে দেবগণ স্বাহাকার স্তন পান করেন, পিতৃগণ স্বধাকার, মুনিগণ বষট্‌কার এবং মনুষ্যগণ হন্তকার স্তন সর্ব্বক্ষণ পান করিয়া থাকেন। বৎস! এই রূপে এই ত্রয়ীময়ী ধেনুই সকলের আপ্যায়ন বিধান করিতেছেন। যে ব্যক্তি সেই ত্রয়ীর উচ্ছেদ করে, সে অত্যন্ত পাপ করিয়া থাকে এবং অন্ধতামিস্র ও তামিস্র উভয় নরকে নিমগ্ন হয়। অমরাদিরা এই ধেনুর বৎস। যে ব্যক্তি যথাসময়ে সেই বৎসদিগকে উল্লিখিত স্তন পান করায়, সে স্বর্গে গমন করিয়া থাকে। অতএব বৎস! প্রতিদিন নিজদেহের ন্যায়, দেবগণ, ঋষিগণ, পিতৃগণ, মানবগণ ও ভূতগণের পোষণ করা মনুষ্যমাত্রেরই কর্ত্তব্য।

এই কারণে স্নান করিয়া শুচি হইয়া, সমাহিত চিত্তে দেবগণ, পিতৃগণ, ঋষিগণ ইহাঁদের জলদান সহকারে তর্পণ করিবে। চন্দন ও গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা দেবগণের অভ্যর্চ্চনা করিয়া, পরে অগ্নির তর্পণান্তে বলিপ্রদান করিবে। ব্রহ্মাকে গৃহমধ্যে পূর্ব্ব ও উত্তরদিকে উদ্দেশ করিয়া, বলি নিক্ষেপ করিবে। ইন্দ্রকে প্রাচী দিকে, যমকে দক্ষিণ দিকে, বলিপ্রদান করিবে। অনন্তর বরুণের জন্য প্রতীচীদিকে ও সোমের জন্য উত্তর দিকে বলি আহরণ করিবে। গৃহদ্বারে ধাতা ও বিধাতার উদ্দেশে বলি প্রদান করিবে। অর্য্যমাকে গৃহের বাহিরে সমন্তাৎ বলি বিতরণ করিবে। পরে রাত্রিচর ভূতগণের উদ্দেশে আকাশে বলি আহরণ করিবে। দক্ষিণাভিমুখে অবস্থিতি করিয়া পিতৃগণের বলি নির্ব্বপন করিবে। অনন্তর গৃহস্থ তৎপর ও সুসমাহিত হইয়া, আচমনের জন্য জল গ্রহণ করিয়া, তত্তৎ স্থান সকলে তত্তৎ দেবতার উদ্দেশে নিক্ষেপ করিবে।

এই রূপে গৃহপতি গৃহবলিপ্রদানপূর্ব্বক শুচি হইয়া, ভূতগণের আপ্যায়ন জন্য আদরসহকারে উৎসর্গবিধি সমাহিত করিবেন। কুক্কুরগণ, শ্বপচগণ ও পক্ষিগণের জন্য ভূতলে বলি নির্ব্বপন করিবে। ইহার নাম বৈশ্বদেব বলি। সায়ং প্রাতঃ ইহা প্রদান করা কর্ত্তব্য। এই বলি প্রদানান্তে প্রাজ্ঞ গৃহী আচমন করিয়া, দ্বারাবলোকন করিবেন। মুহূর্ত্তের অষ্টম ভাগ পর্য্যন্ত দেখিতে হইবে, যদি কেহ অতিথি হয়। অতিথি উপস্থিত হইলে, যথাশক্তি জল ও অন্নাদি এবং গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা বিশিষ্ট বিধানে পূজা করিবে। মিত্রকে অথবা একগ্রামবাসী ব্যক্তিকে অতিথি করিবে না। যে ব্যক্তির কুল ও নাম অজ্ঞাত, যে ব্যক্তি তৎকালসমুপস্থিত, যে ব্যক্তি বাস্তবিকই ভোজনাভি-

শাবে আগত এবং যে ব্যক্তি পরিশ্রান্ত ও যাহার কিছুই নাই এবং যে ব্যক্তি যাচমান, তাদৃশ ব্রাহ্মণকেই অতিথি বলিয়া থাকে। শক্তি অনুসারে তাহার আতিথ্যসৎকার বিধান করিবে। পণ্ডিত গৃহী অতিথির গোত্র বা পদ এবং স্বাধ্যায় জিজ্ঞাসা করিবেন না। অতিথি কুৎসিত বা সুশ্রী যেরূপই হউক, সাক্ষাৎ প্রজাপতি জ্ঞান করিবে। নিত্য অবস্থিতি করে না, এইজন্য উহার নাম অতিথি হইয়াছে।

অতিথি তৃপ্ত হইলে, নৃযজ্ঞের ঋণ হইতে গৃহাশ্রমী মুক্ত হইয়া থাকে। তাহাকে না দিয়া, স্বয়ং ভোজন করিলে, কিল্বিষভাগী ও পাপভাগী হইয়া, পরজন্মে বিষ্ঠাভোগী হইতে হয়। অতিথি হতাশ হইয়া, যাহার গৃহ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়, তাহার পুণ্যগ্রহণ করিয়া, নিজের পাপ দিয়া যায়। অতিথিকে জল ও শাকদান অথবা যাহা স্বয়ং ভোজন করা যায়, তাহা প্রদান করিয়া, সাধ্যানুসারে আদর সহকারে পূজা করিবে।

উদক ও অন্নাদি দ্বারা অহরহ শ্রাদ্ধ ও পিতৃগণের উদ্দেশে এক বা অনেক ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। অন্নের অগ্রভাগ উদ্ধৃত করিয়া, ব্রাহ্মণকে সম্প্রদান করিবে। পরিব্রাজক ও ব্রহ্মচারিগণ যাচ্ঞা করিলে, তাহাদিগকে ভিক্ষা দিবে। এক গ্রাসের নাম ভিক্ষা, চারি গ্রাসের নাম অগ্র এবং চারি অগ্রের নাম হন্তকার। আপনার বিভবানুসারে হন্তকার অথবা অগ্র কিম্বা ভিক্ষা প্রদান না করিয়া, স্বয়ং ভোজন করিবে না।

অতিথির সৎকারান্তে অভীষ্ট জ্ঞাতি বন্ধু, অর্থী, অসমর্থ, বালক, বৃদ্ধ ও আতুর ইহাদিগকে এবং যাহার কিছুই নাই এরূপ ব্যক্তিবর্গ ক্ষুধার্ত্ত হইয়া যাচ্ঞা করিলে, তাহাদিগকে ভোজন করাইবে। বিভব থাকিলে, সমর্থ ব্যক্তিকেও ভোজন করাইবে। যে জ্ঞাতি শ্রীমান্ জ্ঞাতি থাকিতেও, অবসন্ন হয়, সে অবসন্ন দশায় যে পাপ করে, শ্রীমান্ জ্ঞাতিকে তাহা অর্শিয়া থাকে।

সন্ধ্যাসময়েও এইরূপ বিধির অনুসারী হইবে। সূর্য্যাস্তসময়ে সমাগত অতিথিকে যথাশক্তি শয়ন, আসন ও ভোজন দ্বারা পূজা করিবে।

স্বকীয় স্কন্ধে সন্নিবেশিত গার্হস্থ্যভার এইরূপে বহন করিলে, স্বয়ং বিধাতা, দেবগণ, পিতৃগণ, মহর্ষিগণ, অতিথি ও বান্ধবগণ এবং পশু, পক্ষী ও সূক্ষ্ম কীটগণ সকলেই সবিশেষ তুষ্ট হইয়া, শ্রেয় বিধান করে।

স্বয়ং মহাভাগ অত্রি এতদুপলক্ষে যে গাথা গান করিয়াছেন, মহাভাগ! তুমি সেই গৃহস্থাশ্রম সংজ্ঞিত গাথা শ্রবণ কর। বিভব থাকিলে, গৃহী পুরুষ দেবগণ, পিতৃগণ, অতিথিগণ ও তদ্বৎ বন্ধুগণ, ভগিনী ও গুরুগণ, ইহাদের সবিশেষ পূজা করিয়া, পক্ষিগণ, শ্বপচগণ ও শ্বগণ ইহাদিগকেও ভূমিতে অন্নদান করিবে। বৈশ্বদেবনামক উল্লিখিত বলিকার্য্য পূর্ব্বাহ্নে ও সায়াহ্নে সম্পাদন করিবে। মাংস, অন্ন ও শাক এবং অন্য যাহা গৃহে উপস্থিত থাকিবে, তাহা যথাবিধানে নির্ব্বপন না করিয়া, স্বয়ং ভক্ষণ করিবে না।

ইতি গার্হস্থ্যধর্ম্ম নাম উনত্রিংশ অধ্যায়।

ত্রিংশ অধ্যায়।

মদালসা কহিলেন, বৎস! অধুনা নিত্য, নৈমিত্তিক ও নিত্য-নৈমিত্তিক ভেদে গৃহস্থের যাহা কর্ত্তব্য, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। আমি যে পঞ্চযজ্ঞাশ্রিত অনুষ্ঠানবিধি কীর্ত্তন করিলাম, তাহার নাম নিত্য। আর পুত্রজন্ম-ক্রিয়াদির নাম নৈমিত্তিক এবং পর্ব্বশ্রাদ্ধাদিকে নিত্য নৈমিত্তিক বলিয়া থাকে। পুত্রজন্মসময়ে যেরূপ জাতকর্ম্ম করিতে হয়, বিবাহাদিতেও যথাক্রমে সমানরূপে সেইরূপ করা কর্ত্তব্য। বিবাহাদিতে নান্দীমুখ নামে বিখ্যাত পিতৃগণের বিশেষরূপে

পূজা করিবে। তৎকালে যজমান উত্তর মুখে বা পূর্ব্বমুখে আসীন ও সমাহিত হইয়া, যব ও দধি সংমিশ্রিত পিণ্ড সকল পিতৃগণের উদ্দেশে দান করিবে। কেহ কেহ বলেন, ইহাতে বৈশ্বদেবনামক বলি প্রদান করিতে হয় না। দুইটী ব্রাহ্মণ কল্পনা করিয়া, প্রদক্ষিণপূর্ব্বক পূজা করিবে। ইহার নাম বৃদ্ধিশ্রাদ্ধে নৈমিত্তিক বলিয়া থাকে। তদ্ব্যতীত, মৃত দিবসে যে একোদ্দিষ্টনামক ঔর্দ্ধদেহিক নৈমিত্তিক সম্পাদন করিতে হয়, তাহা শ্রবণ কর। ইহাতে কোনরূপ দৈবকার্য্য, আবাহন বা অগ্নিতে আহুতি দানাদি করিতে হয় না। একমাত্র কুশপ্রয়োগই বিধিবোধিত। উচ্ছিষ্টসান্নিধ্যে প্রেতের উদ্দেশে একমাত্র পিণ্ড প্রদান ও তাহার নামস্মরণসহকারে অপসব্যে তিলোদক প্রোক্ষণ করিবে। যেখানে কুশনির্ম্মিত ব্রাহ্মণ বিসর্জ্জিত হইয়াছেন, সেইস্থানে ঐ তিলোদক নিক্ষেপ করিবে। তৎকালে এইরূপ বলিতে হইবে, অমুকের উদ্দেশে এই যে তিলোদক দিতেছি, তাহা অক্ষয় হউক এবং তিনি ইহা দ্বারা পরম প্রীতি অনুভব ও প্রদর্শন করুন। তাহারা, বলিবে, প্রীতি অনুভব করিলাম।

সংবৎসর ব্যাপিয়া প্রত্যেক মাসে এইরূপ কার্য্য করিবে। অনন্তর সংবৎসর পূর্ণ হইলে, অথবা লোকে যখন করিতে পারে, তখন সপিণ্ডীকরণে প্রবৃত্ত হইবে। তাহারও বিধি বলিতেছি, শ্রবণ কর। এই সপিণ্ডীকরণেও কোনরূপ দৈবকার্য্য, অগ্নিকার্য্য বা আবাহন করিতে হয় না। একমাত্র অর্ঘ ও কুশ প্রদান করাই বিধিবিহিত। দক্ষিণ দিকে বা প্রতিকূল দিকে পিণ্ডোদকাদি পূর্ব্বোক্ত রূপে প্রদান করিয়া, অযুত ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে।

পণ্ডিতেরা পর্ব্বশ্রাদ্ধাদিকেই নিত্য-নৈমিত্তিক বলিয়া জানিবেন। তাহাতে বিশেষ এই, প্রতিমাসে অতিরিক্ত ক্রিয়া করিতে হয়। আমি তাহা বলিতেছি, একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর। পিতৃগণের উদ্দেশে তিনটী ও প্রেতের উদ্দেশে একটী, এইরূপে চারিটী পাত্র তিল ও গন্ধোদক সংযুক্ত করিয়া, স্থাপন করিতে হইবে। তন্মধ্যে পিতৃপাত্রত্রয়ে প্রেতপাত্র ও অর্ঘ্য প্রসেক করিবে। অনন্তর, যে সমানা ইত্যাদি মন্ত্রজপ সহকারে পূর্ব্বোক্ত রূপে শেষ কার্য্য সাধন করিবে। স্ত্রীগণেরও উদ্দেশে এইরূপ একোদ্দিষ্ট বিহিত হইয়াছে। তবে পুত্র না থাকিলে, তাহাদের সপিণ্ডকরণ হয় না। প্রতিসংবৎসর স্ত্রীগণের ঐরূপ বিধানে একোদ্দিষ্ট করিবে। পুরুষের বেলা যেরূপ কথিত হইয়াছে, স্ত্রীদিগেরও সেইরূপ মৃতাহে যথাসাধ্য একোদ্দিষ্ট করিবে। পুত্র না থাকিলে সপিণ্ডগণ, তদভাবে সহোদকগণ এবং যাহারা মাতার সপিণ্ড বা সহোদক এবং যাহারা তাঁহার দৌহিত্র, তাহারা এইরূপ কার্য্য করিবে।

কন্যা ও তনয়গণ মাতামহেরও উদ্দেশে ঐরূপ কার্য্য করিবে। এই বিধির নাম দ্ব্যামুষ্যায়ণ। শ্রাদ্ধ ও নৈমিত্তিক দ্বারা মাতামহ ও পিতামহগণের যথাবিধি পূজা করিবে। সকলের অভাবে স্ত্রীগণ স্ব স্ব স্বামীর এই কার্য্য করিবে। তাহাতে কোনরূপ মন্ত্র প্রয়োগ করিবে না। স্ত্রীর অভাবে রাজা তাহার আত্মীয়গণ দ্বারা এবং স্বজাতীয় নরগণ সহকারে তত্তৎ দাহাদি সকল কার্য্য সম্পাদিত করিবেন। যেহেতু রাজা সকল বর্ণেরই বান্ধব।

বৎস! এই আমি তোমার নিকট নিত্য ও নৈমিত্তিক কীর্ত্তন করিলাম। অধুনা, শ্রাদ্ধাশ্রিত অন্যবিধ নিত্য-নৈমিত্তিকী ক্রিয়া শ্রবণ কর। চন্দ্রের ক্ষয়াত্মক কালকে দর্শ অর্থাৎ অমাবস্যা বলে। এই অমাবস্যা এ বিষয়ের নিমিত্ত স্বরূপ এবং নিয়ত তাহার নিত্যতা সূচনা করিয়া থাকে। এইজন্য ইহার নাম নিত্য-নৈমিত্তিকী।

ইতি নৈমিত্তিকাদি শ্রাদ্ধকল্পনা নাম ত্রিংশ অধ্যায়।

একত্রিংশ অধ্যায়।

মদালসা কহিলেন, পিতার যিনি প্রপিতামহ, তাঁহার সপিণ্ডীকরণ ও পিতৃপিণ্ডে অধিকার নাই। তিনি লেপভোজিদিগের শ্রেণীতে নিবিষ্ট হয়েন। যিনি তাঁহাদের মধ্যে চতুর্থস্থানীয় এবং পুত্রের লেপ ও অন্ন ভোজন করেন; তিনি সম্বন্ধহীন; উপভোগ মাত্র প্রাপ্ত হন। পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ এই পুরুষত্রয় পিণ্ডসম্বন্ধী জানিবে। পিতামহের পিতামহ হইতে তিন পুরুষ লেপসম্বন্ধী; তাঁহাদের মধ্যে যজমান সপ্তম। ঋষিগণ এইরূপে সপ্তপুরুষ পর্য্যন্ত সম্বন্ধ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যজমান প্রভৃতি হইতে উর্দ্ধতন পুরুষগণ অনুলেপসম্বন্ধী। তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ ও নরকবাসী অন্যান্য পুরুষ সকল এবং যাহারা তির্য্যগ্‌যোনিপ্রাপ্ত ও ভূতাদিতে ব্যবস্থিত হইয়াছে, যজমান যে যে রূপে যথাবিধানে শ্রাদ্ধ করিয়া, তাহাদের সকলকে আপ্যায়িত করিবেন, বলিতেছি, শ্রবণ কর। মনুষ্যেরা ভূতলে যে অন্ন নিক্ষেপ করে, যাহারা পিশাচযোনি প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারা তদ্দ্বারা তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকে। যাহারা বৃক্ষযোনি প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারা স্নানবস্ত্রসমুত্থিত ভূপতিত জল দ্বারা তৃপ্তি সম্ভোগ করে। গাত্র হইতে যে সকল জলবিন্দু ভূতলে পতিত হয়, যাহারা দেবযোনি লাভ করিয়াছে, তাহাদের তদ্দ্বারা তৃপ্তিভোগ হয়। যাহারা তির্য্যগ্‌যোনি লাভ করিয়াছে, তাহারা পিণ্ডোত্তোলনকালে ভূতলে পতিত অন্ন দ্বারা তৃপ্তিভোগ করিয়া থাকে। যাহারা ক্রিয়াযোগ্য হইলেও, অসংস্কৃত অবস্থায় বাল্যকালে দগ্ধ হইয়া। প্রাণ-ত্যাগ করিয়াছে, তাহারা বিকীর্ণ অন্ন ও সম্মার্জ্জন ভক্ষণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণেরা ভোজন করিয়া আচমনসময়ে যে জল নিক্ষেপ করেন এবং তাঁহাদের পদপ্রক্ষালনসময়ে যে জল পতিত হয়, তাহা পান করিয়া, অন্যান্যেরা তৃপ্তি ভোগ করে। এইরূপে যাহারা সম্যগ্‌বিধানে শ্রাদ্ধক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হয়, তাহাদের যোন্যন্তরগত পিতৃপুরুষগণ যজমানের বা ব্রাহ্মণগণের কোন রূপে নিক্ষিপ্ত শুচি বা উচ্ছিষ্ট জল ও অন্ন দ্বারা তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকেন।

. লোকে অন্যায়োপার্জ্জিত অর্থ দ্বারা যে শ্রাদ্ধ করে, চণ্ডাল ও পুক্কসাদি যোনিতে পতিত পিতৃ-গণ তদ্দ্বারা তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকেন। বৎস! এই রূপে বান্ধবগণ শ্রাদ্ধ করিয়া, যে অন্ন ও জল-বিন্দু নিক্ষেপ করে. তাহা দ্বারা তাহার বহু পিতৃপুরুষের তৃপ্তি জন্মিয়া থাকে। এইজন্য লোকে শাক দ্বারাও ভক্তিমান্ হইয়া, শ্রাদ্ধ করিবে। শ্রাদ্ধ করিলে, কুলোৎপন্ন কোন ব্যক্তিরই অবসাদ উপস্থিত হয় না।

আমি অধুনা শ্রাদ্ধের নিত্য-নৈমিত্তিক কাল বলিব এবং যেরূপ বিধির অনুসারে শ্রাদ্ধ করিতে হয়, তাহাও কীর্ত্তন করিব। প্রতিমাসে যে সময়ে চন্দ্রের ক্ষয় হয়, সেই অমাবস্যায় যথাবিধি শ্রাদ্ধ করিবে। তদ্‌ব্যতীত, পৌষমাসাদির কৃষ্ণাষ্টমীতে অবশ্য শ্রাদ্ধ করিবে। এক্ষণে শ্রাদ্ধের ইচ্ছাকাল বলিতেছি, শ্রবণ কর। বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ প্রাপ্ত হইলে, সূর্য্য ও চন্দ্রের গ্রহণ সময়ে, অয়নে, বিষুবকালে, সূর্য্যসংক্রমণে, ব্যতিপাতে এবং শ্রাদ্ধযোগ্য দ্রব্য লাভ হইলে, দুঃস্বপ্ন দেখিলে এবং জন্মনক্ষত্রে ও গ্রহপীড়া উপস্থিত হইলে, ইচ্ছাপূর্ব্বক শ্রাদ্ধ করিবে। যিনি বিশিষ্টভাবাপন্ন, যিনি শ্রোত্রিয় ও যোগশীল; যিনি বেদবিৎ ও জ্যেষ্ঠসামগ; যিনি নাচিকেতার প্রণীত ত্রিবিধ উপনিষদের উপাসক; যিনি ত্রিমধু, ত্রিসুপর্ণ ও ষড়ঙ্গবিৎ; যিনি দৌহিত্র. ঋত্বিক, জামাতা, ভাগিনেয় ও শ্বশুর; যিনি পঞ্চাগ্নি-কর্ম্মনিষ্ঠ ও তপোনিষ্ঠ; যিনি মাতুল, যিনি পিতৃমাতৃপরায়ণ; যিনি শিষ্য, সম্বন্ধী ও বান্ধব, এই সকল দ্বিজোত্তমই শ্রাদ্ধের যোগ্যপাত্র। অবকীর্ণী অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্যাদিবিহীন, রোগী, অধিকাঙ্গ, ন্যূনাঙ্গ, দ্বিবিবাহিতার গর্ভসম্ভূত, একচক্ষুহীন, জীবৎপতি-কার জারজ পুত্র, মৃতপতিকার জারজ পুত্র, মিত্রদ্রোহী, কুনখী, ক্লীব, কৃষ্ণপিঙ্গল দন্তবিশিষ্ট,

হীনাকৃতি, পিতাকর্তৃক অভিশপ্ত, ক্রূর বা খল, সোমবিক্রয়ী, কন্যাদূষয়িতা, চিকিৎসাব্যবসায়ী, গুরুপিতৃত্যাগী, বেতন লইয়া অধ্যাপনকারী, মিত্র, যে স্ত্রী পূর্ব্বে অন্যের পরিগ্রহ ছিল, তাহার পতি, বেদত্যাগী, অগ্নিত্যাগী, দ্বাদশবর্ষদেশীয় অবিবাহিতা ঋতুমতী স্ত্রীর পতি, দোষগ্রস্ত ও অন্যান্য বিগর্হিত-কর্ম্ম-প্রবৃত্ত ব্রাহ্মণগণকে পিতৃকার্য্যে বর্জ্জন করিবে। শ্রাদ্ধের পূর্ব্বদিবসে পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণসত্তমদিগকে নিমন্ত্রণ করিবে। দৈবকার্য্য ও পিতৃকার্য্য উভয় কার্য্যেই তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ করিবে। যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধ করিবে, তাহাকে সংযম করিতে হইবে। শ্রাদ্ধদান ও ভোজন করিয়া, স্ত্রীসঙ্গ করিলে, পিতৃগণ একমাস সেই শুক্রে শয়ন করিয়া থাকেন। স্ত্রীগমন করিয়া, শ্রাদ্ধে ভোজন বা গমন করিলে, তাহাদের উভয়ের পিতৃগণ একমাস রেত ও মূত্র আহার করিয়া থাকেন। সেইজন্য প্রাজ্ঞ ব্যক্তি প্রথমে নিমন্ত্রণ করিয়া রাখিবেন। যদি সেই দিনে ব্রাহ্মণ না পাওয়া যায়, তাহা হইলেও, স্ত্রীসঙ্গীকে কখনই ব্রাহ্মণ করিবে না।

যথাকালে ভিক্ষার জন্য সমাগত সংযমশীল যতিদিগকে প্রণিপাতাদি দ্বারা প্রসাদিত করিয়া, যত মানসে ভোজন করাইবে। শুক্লপক্ষ অপেক্ষা কৃষ্ণপক্ষ যেমন পিতৃগণের প্রিয়, সেইরূপ পূর্ব্বাহ্ন অপেক্ষা অপরাহ্ন পিতৃগণের পরম প্রীতির আস্পদ। গৃহে অভ্যাগত দ্বিজাতিদিগকে স্বাগত সহকারে সবিশেষ পূজা করিয়া, কুশহস্তে তাঁহাদিগকে আসনে উপবেশন করাইবে। পিতৃকার্য্যে অযুগ্ম ও দৈব কার্য্যে যুগ্ম দ্বিজোত্তম বরণ করিবে। অথবা স্বকীয় শক্তি অনুসারে প্রত্যেক কার্য্যে এক একটী ব্রাহ্মণ গ্রহণ করিবে। মাতামহপক্ষেও ঐরূপ বিধি। কেহ কেহ স্বতন্ত্ররূপ ব্যবস্থা ইচ্ছা করিয়া থাকেন। পূর্ব্বমুখ হইয়া দেবকার্য্য, উত্তরমুখ হইয়া পিতৃকার্য্য ও মাতামহকার্য্য সম্পাদন করিবে। মনীষিগণ এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তৎকালে আসনজন্য কুশপ্রদান ও অর্ঘ্যাদি দ্বারা পূজা করিতে হইবে।

অনন্তর পবিত্রকাদি প্রদান করিয়া, সমাগত ব্রাহ্মণগণের অনুজ্ঞাগ্রহণানন্তর মন্ত্রোচ্চারণসহকারে দেবগণের আবাহন করিবে। যবমিশ্রিত সলিল দ্বারা বিশ্বদেবগণের উদ্দেশে অর্ঘদান করিয়া গন্ধমাল্য, ধূপ, দীপ ও জলপ্রদানপূর্ব্বক দক্ষিণদিকে পিতৃগণের যাবতীয় কার্য্য সমাহিত করিবে। অনন্তর দ্বিগুণ দর্ভদানসহকারে তাঁহাদের অনুজ্ঞা গ্রহণ করিয়া, মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক পিতৃগণের আবাহন করিবে। অয়ি মহাভাগ! তৎকালে পিতৃগণের প্রীতিসাধনে সন্নিবিষ্ট হইয়া, দক্ষিণ দিকে তিলের সহিত যবার্থ অর্ঘ্য প্রদান করিবে।

অনন্তর দ্বিজগণ কর্তৃক, অগ্নিকার্য্য কর, এইরূপ অনুজ্ঞাত হইয়া, অগ্নিতে যথাবিধানে ব্যঞ্জন ও ক্ষারবর্জ্জিত অন্ন আহুতি দিবে। যিনি কব্য বহন করেন, সেই অগ্নির তৃপ্তির জন্য আমি এই অন্ন দিতেছি, এইরূপ বাক্যোচ্চারণসহকারে প্রথম আহুতি প্রদান করিতে হইবে। অনন্তর পিতৃমান সোমের উদ্দেশে ঐরূপ স্বাহাশব্দ প্রয়োগ করিয়া, দ্বিতীয় আহুতি প্রদান করিবে। পরে প্রেতপতি যমের উদ্দেশে স্বাহা প্রয়োগ করিয়া, তৃতীয় আহুতি প্রদান করিবে। হোম করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা ব্রাহ্মণগণের পাত্রে দান করিতে হইবে। তৎকালে, আপনারা যথাসুখে এই অন্ন উপযোগ করুন, মধুর বাক্যে এইরূপ বলিবে। তখন ব্রাহ্মণেরা মৌনী হইয়া, তদগতচিত্তে যথাসুখে তাহা ভোজন করিবেন। যে অন্ন তাঁহাদের ইষ্টতম, ক্রোধত্যাগপুরঃসর ধীরে ধীরে তাঁহাদিগকে যথাসম্ভব প্রলোভিত করিয়া, প্রদান করিবে। রক্ষোঘ্ন মন্ত্র জপ সহকারে তিলসকল পৃথিবীতে বিকিরণ করিতে হইবে। রক্ষার্থ সিদ্ধার্থসমূহও বিকীর্ণ করিবে। কেন না, শ্রাদ্ধ স্বভাবতঃ বহুল ছিদ্রময়।

অনন্তর, আপনারা পুষ্টিকর ও তৃপ্তিকর অন্ন ভক্ষণ করিয়া তৃপ্ত হইলেন, এইরূপ বাক্যপ্রয়োগ করিলে, ব্রাহ্মণেরা কহিবেন, আমরা তৃপ্ত হইলাম। তখন তাঁহাদের অনুমতি লইয়া, ভূমিতে সর্ব্বত্র অন্নবিকিরণ ও যথাবিধানে আচমনের জন্য এক এক বার জল দান করিবে। অনন্তর অনুজ্ঞালাভ ও কায়মন বাক্য সংযত করিয়া, সতিল অন্নে পিণ্ড প্রস্তুত করিয়া, দক্ষিণদিকে পিতৃ-

গণের উদ্দেশে দর্ভোপরি উচ্ছিষ্টসান্নিধ্যে নিক্ষেপ করিবে। ঐ সময়ে সমাহিত হইয়া, পিতৃতীর্থ দ্বারা তাঁহাদিগকে জল দান করিতে হইবে। মাতামহগণেরও উদ্দেশে ঐরূপে যথাবিধি পিণ্ড প্রদান করিয়া, গন্ধমাল্যাদি সংযুক্ত আচমন দান করিবে। পরে স্বীয় শক্তি অনুসারে দক্ষিণাদানপুরঃসর তাঁহাদিগকে, সুস্বধাস্তু ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ করাইবে। তাঁহারা তুষ্ট হইয়া, তাহা পাঠ করিলে, তাঁহাদের দ্বারা, হে বিশ্বদেবগণ! আপনারা প্রীত হউন, আপনাদের মঙ্গল হউক, ইত্যাদি বৈশ্বদেবিক মন্ত্র নির্ব্বাচিত করিবে। তাঁহারা তাহা পাঠ করিলে, তাঁহাদের নিকট আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিবে। পরে প্রিয়বাক্যপ্রয়োগপুরঃসর সকলকে ভক্তিসহকারে প্রণিপাত করিয়া, বিদায় দিবে। তৎকালে দ্বারদেশ পর্য্যন্ত তাঁহাদের অনুগমন করিবে। পরে তাঁহারা অনুপ্রমোদিত করিলে, আগমন করিবে। তৎপরে নিত্যক্রিয়াসমাধানান্তে অতিথিদিগকে ভোজন করাইবে। কেহ কেহ পিতৃগণের নিত্যক্রিয়া করিতে অভিলাষী হয়েন। কেহ কেহ তাহার বিরুদ্ধে মত প্রদান করেন। যাহাহউক, অবশিষ্ট কার্য্য পূর্ব্ববৎ অনুষ্ঠান করিবে। কাহার কাহার মতে পৃথক্ পাক করিয়া, পিতৃগণের কার্য্য করিতে হয় না। কেহ কেহ বলেন, তাহা করিতে হইবে।

অনন্তর সেই অন্ন ভৃত্যাদির সহিত ভোজন করিবে। অয়ি ধর্ম্মজ্ঞ! এইরূপে অথবা যাহা দ্বারা দ্বিজগণের পরিতোষ জন্মিতে পারে, তদনুসারে সমাহিত হইয়া, পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করিবে। শ্রাদ্ধে দৌহিত্র, কুতপ অর্থাৎ দিবসের পনের ভাগের অষ্টম ভাগ এবং তিল এই তিনটী পবিত্র। আর, কোপ, পথপর্য্যটন ও ত্বরা, এই তিনটী বর্জ্জনীয়। বিপ্রেন্দ্রবর্গ এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বৎস! রৌপ্যপাত্রই শ্রাদ্ধে প্রশস্ত। রজত দান বা রজত দর্শন করা কর্ত্তব্য। এইরূপ শুনিতে পাওয়া যায়, পিতৃগণ রজতপাত্রে পৃথিবীকে স্বধা দোহন করিয়াছিলেন। সেইজন্য রজতই পিতৃগণের অভীষ্ট ও প্রীতিপ্রদ।

ইতি পার্ব্বণশ্রাদ্ধকল্প নাম একত্রিংশ অধ্যায়।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

মদালসা কহিলেন, পুত্র! অতঃপর ভক্তিসহকারে যাহা পিতৃগণের প্রীতির নিমিত্ত আহরণ ও যাহা বর্জ্জন করিতে হয় এবং যাহা তাঁহাদের প্রীতিসমুদ্ভাবন করে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। হবিষ্যান্ন দ্বারা এক মাস তাঁহাদের তৃপ্তিভোগ হয়। পিতামহগণ মৎস্যমাংস দ্বারা দুই মাস তৃপ্তি সম্ভোগ করেন। হরিণমাংস তিন মাস তাঁহাদের তৃপ্তিবিধান করে, জানিবে। শশমাংস চারি মাস তাঁহাদের পোষণ করিয়া থাকে। পক্ষিমাংস পাঁচ মাস, শূকরমাংস ছয় মাস, ছাগমাংস সাত মাস, এণমৃগের মাংস আট মাস এবং রুরুমৃগের মাংস নয় মাস নিঃসন্দেহ তৃপ্তি সমাধান করে। গবয়মাংস দশমাসিকী তৃপ্তি বিতরণ করিয়া থাকে। ঔরভ্রমাংস একাদশ মাস পিতৃগণের তৃপ্তি দান করে। গব্যদুগ্ধ বা পায়সে দ্বাদশ মাস এবং গণ্ডারের মাংস, কালশাক, মধু, দুহিতার প্রদত্ত আমিষ বা স্বকীয় কুলোদ্ভব অন্য যে কোন ব্যক্তির প্রদত্ত মাংস এবং গৌরীসুত ও গয়াশ্রাদ্ধ এই সকল অনন্ত তৃপ্তি বিধান করিয়া থাকে। শ্যামাক, রাজশ্যামাক এবং ধান্যের মধ্যে প্রসাতিক, নীবার ও পৌষ্কল পিতৃগণের তৃপ্তিজনক। তদ্ব্যতীত, যব, ব্রীহি, গোধূম, তিল, মুদ্গ, সর্ষপ, প্রিয়ঙ্গু, কোবিদার ও নিষ্পাব এই সকলও নিরতি তৃপ্তি বিধান করিয়া থাকে। মর্কটক, রাজমাংস, অণু, বিপ্রাসিক, মসূর এই সকল শ্রাদ্ধকার্য্যে অপ্রশস্ত, তজ্জন্য বর্জ্জনীয়। লশুন, গৃঞ্জন, পলাণ্ডু, পিণ্ডমূলক, দধিমিশ্রিত শক্তু, বর্ণ ও রসহীন অন্যান্য দ্রব্য, গন্ধারিকা, অলাবু, লবণ, ক্ষার, আরক্ত নির্য্যাস এই সকল দ্রব্যও বর্জ্জন করিবে। উৎকোচাদি দ্বারা লব্ধ, পতিতের নিকট হইতে উপার্জ্জিত এবং বিগর্হিত কন্যাপণ দ্বারা সঞ্চিত দ্রব্য সকলও শ্রাদ্ধে নিতান্ত অপ্র-

শস্ত। দুর্গন্ধ ও ফেণসংযুক্ত জল, অল্পতর উদক এবং যাহা গোগণের অতৃপ্তিজনক, যাহা রাত্রিতে আনীত, যাহা কোনরূপ পাককার্য্যেই প্রযোজিত হয় না এবং যাহা নিপানজ ও যাহা পান করা কোনমতেই বিধেয় নহে, ঈদৃশ জলও পিতৃকার্য্যে সর্ব্বদাই বর্জ্জন করিবে। মৃগদুগ্ধ, ছাগদুগ্ধ, উষ্ট্রদুগ্ধ, যাবতীয় অবিভক্ত খুরযুক্ত পশুর দুগ্ধ, মহিষদুগ্ধ, চমরুদুগ্ধ, বস্ত্র দ্বারা ছাঁকা নয় এরূপ ধেনুর দুগ্ধ, আমার পিতৃকার্য্যের জন্য প্রদান কর, এই বলিয়া আনীত হইয়াছে, এরূপ সর্ব্বপ্রকার দুগ্ধ সাধুগণ শ্রাদ্ধকার্য্যে সর্ব্বদাই বর্জ্জন করিবেন। যে ভূমি কীটাদিসংযুক্ত, রুক্ষ ও অগ্নিদগ্ধ এবং দুর্গন্ধবিশিষ্ট, তাহার মৃত্তিকা শ্রাদ্ধে ব্যবহার করিবে না। যাহারা কুলের অপমান করে, যাহারা উদ্যোগ করিয়া, কুলের হিংসা করিয়া থাকে; যাহারা নগ্ন ও পাতকী, তাদৃশ দুষ্টগণ পিতৃকার্য্যের হানি করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি অপুরুষ ও পিতা মাতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত এবং কুক্কুট, গ্রাম্যশূকর, কুক্কুর ও যাতুধান ইহারা দর্শনমাত্রেই শ্রাদ্ধ ভ্রষ্ট করে। সেইজন্য সুরক্ষিত হইয়া, পৃথিবীতে তিল বিকিরণ করিবে। তাত! এইরূপ করিলে, উভয়েরই রক্ষা হইবে। জননাশৌচ-সংস্পৃষ্ট, চিররোগী, পতিত ও পাপগ্রস্ত ব্যক্তিগণ দ্বারা পিতামহগণের পুষ্টি লাভ হয় না। তাহা-দিগকে বর্জ্জন ও রজঃস্বলার দর্শন পরিহার করিবে। যজমান মুণ্ডিতমুণ্ড ও মদিরামত্ত ব্যক্তির সংস্পর্শ করিবে না। কেশ ও কীটসংস্পর্শে দূষিত, কুক্কুর কর্ত্তৃক নিরীক্ষিত, পূতিগন্ধিযুক্ত, পর্য্যু-ষিত এবং বস্ত্রানিলাহত অন্ন, শ্রাদ্ধে বর্জ্জন করিবে। পরমশ্রদ্ধাবিষ্ট হইয়া, পিতৃগণের নাম ও গোত্রানুসারে যাহা কিছু দান করা যায়, তাহাই তাঁহাদের আহারীয় হইয়া থাকে। সেইজন্য শ্রাদ্ধে পিতৃগণের তৃপ্তিসাধনমানসে শ্রদ্ধাসহকারে প্রশস্ত দ্রব্য সকল যথাবিধি দান করিবে। বিদ্বান্ ব্যক্তি শ্রাদ্ধে সর্ব্বদা যোগীদিগকে ভোজন করাইবেন। কেন না, পিতৃগণ একমাত্র যোগেই প্রতিষ্ঠিত আছেন। সেইজন্য যোগিদিগকে সর্ব্বদাই ভোজন করাইতে হইবে। সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ অপেক্ষা একমাত্র যোগীকে যদি অগ্রে ভোজন করান যায়, তাহাহইলে, তিনি জলমধ্যে নৌকার ন্যায়, যজমান ও ভোক্তা সকলকে উদ্ধার করিয়া থাকেন।

ব্রহ্মবাদিরা এস্থলে পিতৃগাথা করিয়া থাকেন। পিতৃগণ পূর্ব্বে ঐকলের উদ্দেশে ঐ গাথা গান করিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিয়াছিলেন, কবে আমাদের সন্ততিগণের মধ্যে এরূপ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুত্র জন্মিবে, যে, যোগিগণের ভুক্তশেষ অন্নে আমাদিগকে ভূমিতে পিণ্ড প্রদান করিবে। অথবা গয়ায় উৎকৃষ্ট হবিঃস্বরূপ গণ্ডারমাংস, কালশাক, তিলাঢ্য কৃশর, এই সকল দ্বারা একমাস তৃপ্তি-সাধন জন্য পিণ্ড দিবে। বৈশ্বদেব ও সৌম্যবলি বিষয়ে উৎকৃষ্ট গণ্ডার মাংসই উৎকৃষ্ট হবি। বিষাণহীন গণ্ডারমাংস প্রাপ্ত হইলে, আমরা যাবৎ সূর্য্যের অবস্থিতি, তাবৎ তাহা ভক্ষণ করিয়া থাকি। ত্রয়োদশী ও মঘানক্ষত্র এই উভয়ে যথাবিধি শ্রাদ্ধ ও দক্ষিণায়নে পায়স প্রদান করিবে। ঐ পায়সে মধু ও ঘৃত সংযুক্ত করিতে হইবে। বৎস! ঐরূপে পূজা করিলে, সমুদায় কামনা সিদ্ধ ও সমুদায় পাপ পরিহৃত হয়। পিতৃগণ শ্রাদ্ধে তৃপ্তিলাভ করিলে, বসু, রুদ্র, আদিত্য, গ্রহ, নক্ষত্র ও তারকা, সকলেরই প্রীতি সম্পাদন করেন। অধিক কি, তাঁহাদিগকে শ্রাদ্ধ দ্বারা তৃপ্ত করিলে, তাঁহারা আয়ু, প্রজ্ঞা, ধন, বিদ্যা, স্বর্গ, মোক্ষ, সুখ ও রাজ্য প্রদান করেন।

বৎস! আমি তোমার নিকট এই শাস্ত্রোক্ত শ্রাদ্ধবিধি কীর্ত্তন করিলাম। অধুনা, কাম্য-শ্রাদ্ধের তিথি বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর।

ইতি তিথিকল্প নাম দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

মদালসা কহিলেন, প্রতিপৎ তিথিতে শ্রাদ্ধ করিলে ধনলাভ, দ্বিতীয়ায় সম্পদপ্রাপ্তি, তৃতীয়ায় বরলাভ এবং চতুর্থীতে শ্রাদ্ধ করিলে শত্রুনাশ হইয়া থাকে। পঞ্চমীতে শ্রী, ষষ্ঠীতে সকলের নিকট পূজা, সপ্তমীতে পবিত্রতা ও অষ্টমীতে শ্রাদ্ধ করিলে, উৎকৃষ্ট বুদ্ধি লাভ হয়। নবমীতে স্ত্রী, দশমীতে সকল কামনা পরিপূর্ণ এবং একাদশীতে শ্রাদ্ধ করিলে সমুদয় বেদে অভিজ্ঞতা লাভ হইয়া থাকে। দ্বাদশীতে পিতৃপূজা করিলে জয়লাভ, পুত্রলাভ, পশুলাভ, মেধালাভ, বুদ্ধিলাভ, স্বাধীনতালাভ ও পুষ্টিলাভ হয়। ত্রয়োদশীতে শ্রদ্ধাপরায়ণ হইয়া যথাসম্ভাবিত অন্ন দ্বারা শ্রাদ্ধ করিলে, নিঃসন্দেহ দীর্ঘ আয়ু ও ঐশ্বর্য্যলাভ হইয়া থাকে। যাহার পিতৃগণ যুবাবস্থায় মৃত বা শস্ত্র দ্বারা নিহত হইয়াছেন, সে ব্যক্তি তাঁহাদের প্রীতিলাভকামনায় চতুর্দ্দশীতে শ্রাদ্ধ করিবে। পুরুষ শুচি হইয়া, যত্নসহকারে অমাবস্যাতে শ্রাদ্ধ করিলে, সমুদায় কামনাসিদ্ধি সহকারে অক্ষয় স্বর্গ লাভ করিয়া থাকে।

কৃত্তিকাতে পিতৃগণের অর্চ্চনা করিলে, স্বর্গভোগ হইয়া থাকে। রোহিণীতে অপত্যকামনায় শ্রাদ্ধ করিবে। মৃগশিরায় শ্রাদ্ধ করিলে, ওজস্বিতা, আর্দ্রায় শৌর্য্য, পুনর্ব্বসুতে ক্ষেত্রাদি, পুষ্যায় পুষ্টি, অশ্লেষায় পুত্ররত্ন, মঘায় স্বজনমধ্যে শ্রেষ্ঠতা ও ফল্গুনীতে শ্রাদ্ধ করিলে, সৌভাগ্যলাভ হয়। উত্তরফল্গুনীতে দানশীল ও পুত্রবান্ হইয়া থাকে। হস্তানক্ষত্রে শ্রাদ্ধ প্রদান করিলে, সত্যই শ্রেষ্ঠতাসংঘটন হয়। চিত্রায় রূপ ও অপত্য লাভ হইয়া থাকে। স্বাতিনক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে, বাণিজ্য, বিশাখায় পুত্র ও কামনাসিদ্ধি, অনুরাধায় চক্রবর্ত্তিতা, জ্যেষ্ঠায় আধিপত্য, মূলির আরোগ্য, আষাঢ়ায় সুযশঃ, উত্তরাষাঢ়ায় শোকশূন্যতা, শ্রাবণায় শুভ লোক সকল লাভ এবং ধনিষ্ঠায় বিপুল ধন প্রাপ্তি হইয়া থাকে। অভিজিৎ নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে, যাবতীয় বেদে অভিজ্ঞতা সংঘটন, বারুণে শ্রাদ্ধ করিলে চিকিৎসাবিদ্যায় সিদ্ধি সাধন, ব্যতীপাতে কুপ্য অর্থাৎ স্বর্ণ রৌপ্য ভিন্ন অন্যান্য সমুদায় ধাতু, অশ্বিনীতে তুরঙ্গম এবং ভরণীতে উৎকৃষ্ট আয়ু প্রাপ্তি হইয়া থাকে। এইজন্যই তত্ত্ববিৎ পুরুষ এই সকল নক্ষত্রে কাম্যশ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করিবেন।

ইতি কাম্যশ্রাদ্ধফলকথন নাম ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

মদালসা কহিলেন, বৎস! এই রূপে সাধু গৃহস্থ সদাচারনিরত হইয়া, হব্য, কব্য ও অন্নপ্রদান পুরঃসর পিতৃগণ, দেবগণ, ভূতগণ, বান্ধবগণ, অতিথিগণ, ভৃত্যগণ, পশু পক্ষী ও পিপীলিকাগণ ও ভিক্ষুকগণ এবং অন্যান্য যে কেহ যাচ্ঞা করিবে, তাহাদের সকলেরই বিশিষ্ট বিধানে পূজা করিবে। নিত্য নৈমিত্তিকী ক্রিয়া লঙ্ঘন করিলে, গৃহস্থকে পাপভাগী হইতে হয়।

অলর্ক কহিলেন, মাতঃ! আপনি আমার নিকট নিত্য ও নৈমিত্তিক এবং নিত্য-নৈমিত্তিক ভেদে ত্রিবিধ কর্ম্ম কীর্ত্তন করিলেন। উহা প্রকৃত-পুরুষোচিত। অয়ি কুলনন্দিনি! অধুনা আমি সদাচারশ্রবণে অভিলাষী হইয়াছি। যাহার অনুষ্ঠান করিলে, লোকে উভয় লোকেই সুখভাগী হইয়া থাকে।

মদালসা কহিলেন, আচার পরিপালন করা গৃহস্থের নিত্য কর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত। আচারবিহীনের কোন লোকেই সুখসঙ্ঘটন হয় না। যে ব্যক্তি সদাচারসমুল্লঙ্ঘনপুরঃসর সংসারপথে

পদচালনা করে, তাহার যজ্ঞ, দান, তপস্যা সমুদয়ই অকল্যাণের হেতু হইয়া থাকে। দুরাচার পুরুষ কখনই দীর্ঘ আয়ু প্রাপ্ত হয় না। এইজন্য সদাচারে যত্নবান্ হওয়া বিধেয়। সদাচার দ্বারা অলক্ষণ দূরীকৃত হয়। বৎস! সেই সদাচারের স্বরূপ কীর্ত্তন করিব। তুমি তদ্গতচিত্তে শ্রবণ করিয়া, তদনুরূপ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও।

গৃহস্থমাত্রেরই ত্রিবর্গসাধনে যত্ন করা কর্ত্তব্য। ত্রিবর্গের সিদ্ধি হইলে, তাহার উভয় লোকে সিদ্ধিসঙ্ঘটন হইয়া থাকে।

আত্মবান্ হইয়া, উপার্জ্জিত অর্থের চতুর্থ অংশ পরলোকসাধন ধর্ম্মের জন্য সঞ্চয় করিবে। অর্দ্ধাংশ দ্বারা আত্মপোষণ ও নিত্যনৈমিত্তিকাদি কার্য্য সম্পাদন এবং অবশিষ্ট এক ভাগ মূল ধন স্বরূপে বর্দ্ধিত করিবে। এইরূপ ব্যবহার করিলেই, অর্থের সফলতা হয়। অর্থব্যবহারের ন্যায়, পাপপরিহার জন্য ধর্ম্ম সঞ্চয় করিবে। কাম্য ও নিষ্কাম ভেদে ধর্ম্ম দ্বিবিধ। তন্মধ্যে নিষ্কাম ধর্ম্ম পরলোকে ও কাম্য ধর্ম্ম ইহলোকে ফল প্রদান করিয়া থাকে। প্রত্যবায়ভয়বশতঃ কাম্য ও নিষ্কাম উভয় ধর্ম্মের অবিরোধে অনুষ্ঠান করিবে। ত্রিবর্গের অবিরোধে কামও দ্বিবিধ কথিত হইয়াছে। এই ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম ইহারা সকলেই পরস্পর যেমন অনুবন্ধ, সেইরূপ আবার পরস্পর অননুবন্ধও চিন্তা করিবে। আমি তাহাদের অনুবন্ধাদি বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর। ধর্ম্ম এবং ধর্ম্মানুবন্ধার্থ ধর্ম্ম আত্মার্থের বাধক নহে। এই উভয়ের সহযোগে কাম যেমন দ্বিবিধ হইয়া থাকে, অর্থাৎ ধর্ম্মানুবন্ধ কাম ও অর্থানুবন্ধ কাম এই দ্বিবিধ স্বরূপে ব্যবচ্ছিন্ন হয়, কাম দ্বারা ধর্ম্ম ও অর্থও তেমনি দুই দুই ভাগে বিভক্ত হয়।

ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান করিয়া, ধর্ম্ম ও অর্থ, তন্মূলক কার্য্যক্লেশ সমস্ত এবং বেদার্থতত্ত্ব চিন্তা করিবে। অনন্তর শয্যা হইতে উঠিয়া, নক্ষত্র থাকিতে, থাকিতে প্রথম সন্ধ্যা ও দিবাকর থাকিতে থাকিতে, সায়ং সন্ধ্যা বন্দনা করিবে। অনাপৎসময়ে উক্ত নিয়মে উপাসনা করিবে, কখনই ইহার ব্যভিচার করিবে না। বন্দনাসময়ে শুচি ও সংযত হইয়া, প্রাঙ্মুখে উপবেশন করিবে।

অসৎ বাক্য, মিথ্যা কথা ও পরুষ বচন ত্যাগ করিবে। বৎস! অসৎ শাস্ত্র, অসৎ বাদ ও অসৎ সেবাও কখন করিবে না। নিয়তচিত্ত হইয়া, সন্ধ্যা ও প্রাতঃকালে হোম করিবে। উদয় ও অস্তমন উভয় সময়েই সূর্য্যবিম্ব দর্শন করিতে নাই। কেশসংস্করণ, আদর্শদর্শন, দন্তধাবন এবং দেবগণের তর্পণ, এই সকল কার্য্য পূর্ব্বাহ্নে করিতে হইবে। গ্রাম, আবসথ, তীর্থ ও ক্ষেত্র এই সকল স্থানে যে পথ দিয়া যাইতে হয়, তাহাতে এবং কৃষ্টভূমি ও গোষ্ঠ এই উভয় স্থলেও বিষ্ঠামূত্র ত্যাগ করিবে না। নগ্না পরস্ত্রী ও আপনার বিষ্ঠা দর্শন করা কর্ত্তব্য নহে। রজস্বলা স্ত্রীর দর্শন, স্পর্শন ও সম্ভাষণ একবারেই ত্যাগ করিবে। জলে মলমূত্রত্যাগ বা স্ত্রীসঙ্গে প্রবৃত্ত হইবে না। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বিষ্ঠা, মূত্র, কেশ, ভস্ম, ঘটাদির খাপরা, তুষ, অঙ্গার, অস্থি, রজ্জু ও বস্ত্রাদি এবং পথ ও ভূমি এই সকলের উপর কখন বসিবেন না।

গৃহস্থ প্রথমে বিভবানুসারে পিতৃগণ, দেবগণ, মনুষ্যগণ ও ভূতগণের অর্চ্চনা করিয়া, পরে স্বয়ং ভোজন করিবেন। আচমন করিয়া, বাক্যসংযমপুরঃসর শুচি হইয়া, প্রাঙ্মুখে বা উত্তরমুখে বসিয়া, তদ্গতচিত্তে অন্ন ভক্ষণ করিবে। কোনরূপ অপকার বা উত্তেজনা ব্যতিরেকে কাহারও কখন দোষোদ্ঘোষণ করিবে না। প্রত্যক্ষ লবণ ও অত্যুষ্ণ অন্ন, ত্যাগ করিবে। আত্মবান্ হইবে, গমন ও অবস্থান করিতে করিতে বিষ্ঠা মূত্র ত্যাগ করিবে না। আচমন করিয়াও, আর কিছুমাত্র খাইবে না। উচ্ছিষ্ট অবস্থায় আলাপ বা বেদাধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইবে না এবং গো, ব্রাহ্মণ, অগ্নি ও আপনার মস্তকও স্পর্শ করিবে না। তৎকালে সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র এই সকলও ইচ্ছানুসারে দর্শন করা নিষিদ্ধ। ভগ্ন আসন, ভগ্ন শয্যা ও ভগ্ন পাত্র পরিত্যাগ করিবে। অভ্যুত্থানাদি-সৎকার প্রদর্শন-সহকারে গুরুদিগকে আসন প্রদান ও অভিবাদনপুরঃসর অনুকূল সম্ভাষণ এবং অনুগমন করিবে; কখনই প্রতিকূল বাক্য প্রয়োগ করিবে না।

এক বস্ত্রে ভোজন বা দেবগণের অর্চ্চন করিবে না; ব্রাহ্মণদিগকে বাহন করিবে না; অগ্নিতে প্রস্রাবাদি ত্যাগ করিবে না; নগ্ন হইয়া কখন স্নান বা শয়ন করিবে না। দুই হস্তে কদাচ মস্তক কণ্ডূয়ন করিবে না, নিষ্কারণ স্নান বা সর্ব্বদা শিরঃস্নান করিবে না, শিরঃস্নান করিয়া কোন অঙ্গেই তৈল মর্দ্দন করিবে না। অনধ্যায় মাত্রেই বেদাধ্যয়ন করিবে না; ব্রাহ্মণ, অগ্নি, গো ও সূর্য্যের অভিমুখে কখন মল মূত্রাদি ত্যাগ করিবে না, দিবাভাগে, উত্তরমুখে ও রাত্রিতে দক্ষিণমুখ হইয়া, যেখানে কোনরূপ বিঘ্নবাধার সম্পর্ক নাই, তাদৃশ স্থলে যথেচ্ছ মূত্র পুরীষ ত্যাগ করিবে। পিতা মাতা কোনরূপ দুষ্কৃত করিলে, তাহা কাহাকেও বলিবে না; ক্রুদ্ধ হইলে তাঁহাদিগকে প্রসন্ন করিবে। অন্য কোন ব্যক্তি তাঁহাদের পরিবাদ করিলে, তাহা শ্রবণ করিবে না। ব্রাহ্মণ, রাজা, দুঃখার্ত্ত, আপন অপেক্ষা অধিক বিদ্বান্, গুর্ব্বিণী, কনিষ্ঠ হইলেও ভারার্ত্ত, মূক, অন্ধ, বধির, মত্ত, উন্মত্ত, পুংশ্চলী, কৃতবৈর, বালক ও পতিত এই সকলকে পথ দিবে। দেবালয়, চৈত্যতরু, চতুষ্পথ, বিদ্যাধিক, গুরু ও দেবতা ইহাদিগকে প্রদক্ষিণ করিবে। অন্যের পরিহিত উপানৎ, বস্ত্র ও মাল্যাদি এবং উপবীত, অলঙ্কার ও কমণ্ডলু ধারণ ও পরিধান করিবে না। চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, পঞ্চদশী ও পর্ব্ব সময়ে তৈলাভ্যঙ্গ ও স্ত্রীসঙ্গ ত্যাগ করিবে। প্রাজ্ঞ পুরুষ পাদ ও জঙ্ঘা প্রক্ষিপ্ত করিয়া, অবস্থান করিবেন না। পাদ দ্বারা পাদ আক্রমণ এবং পাদবিক্ষেপও করিবে না। কাহারও মর্ম্মাভিঘাত করিবে না। কাহারও প্রতি আক্রোশ প্রকাশ ও পিশুন ব্যবহারও করিবে না। বিচক্ষণ ব্যক্তি দম্ভ, অভিমান ও তীক্ষ্ণ ব্যবহার পরিত্যাগ করিবেন। মূর্খ, উন্মত্ত, বিপদ্গ্রস্ত, বিরূপ, মায়াবী, ন্যূনাঙ্গ, অধিকাঙ্গ, ইহাদিগকে উপহাস দ্বারা বিদূষিত করিবেন না। পরের প্রতি এবং শিক্ষার্থ পুত্র ও শিষ্যের প্রতি দণ্ড প্রয়োগ করিবে না। পাদ দ্বারা আসন আক্রমণ করিয়া, উপবেশন করিবে না। সংযাব, কৃশর ও মাংস কেবল আপনারই জন্য প্রস্তুত করিবে না। সায়ং ও প্রাতে অতিথি সেবা করিয়া, পরে ভোজন করিবে।

বাগ্যত হইয়া, পূর্ব্ব বা উত্তর মুখে বসিয়া, দন্তধাবন করিবে। বর্জ্জনীয় দন্তকাষ্ঠাদি দন্তধাবনার্থ ব্যবহার করিবে না। উত্তরশিরা বা পশ্চিমশিরা হইয়া, কখন শয়ন করা কর্ত্তব্য নহে। পূর্ব্বশিরা ও দক্ষিণশিরা হইয়া, শয়ন করিবে। দুর্গন্ধযুক্ত জলে বা নিশাকালে কদাচ স্নান করিবে না। গ্রহণাদির সময়েই কেবল রাত্রিতে স্নান করিবে। স্নান করিয়া, বস্ত্র বা পাণি দ্বারা গাত্র মার্জ্জন করিবে না। আর্দ্র কেশ বা আর্দ্র বস্ত্র সবেগে কম্পিত করিবে না। জ্ঞানী ব্যক্তি কখন স্নান না করিয়া, অনুলেপন গ্রহণ করিবেন না। রক্তবর্ণ, অথবা কৃষ্ণবর্ণ কিম্বা চিত্রিত বস্ত্র পরিধান করিবে না। উত্তরীয় ও পরিধেয় এবং অলঙ্কার এই সকল উল্টা করিয়া পরিতে নাই। দশাহীন ও অত্যন্ত জীর্ণ বা ছিন্ন বসন ত্যাগ করিবে। কেশ ও কীটযুক্ত, ক্ষুণ্ণ, কুক্কুর কর্ত্তৃক নিরীক্ষিত ও অবলেহিত, সারোদ্ধরণ প্রযুক্ত দূষিত এরূপ অন্ন, পৃষ্ঠমাংস, বৃথামাংস, বর্জ্জনীয় মাংস ভক্ষণ করা অবিধি। বৎস! পর্য্যুষিত ও চিরোষিত অর্থাৎ অনেক দিনের বাসী ভক্ত অর্থাৎ ভাত ভক্ষণ করিতে নাই। প্রত্যক্ষলবণ সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করিবে।

পিষ্টক, শাক, ইক্ষু, দুগ্ধ এই সকলের অথবা মাংসের বিকার চিরোষিত হইলে, ভক্ষণ করিবে না। সূর্য্যের উদয় ও অস্তমন সময়ে শয়ন করিতে নাই। স্নান করিয়া শয়ন করিবে না; বসিয়া বসিয়াও নিদ্রা যাইবে না; অন্যমনা হইয়াও শয়ন করিতে নাই। শয্যায় বা ভূতলে শব্দ করিয়া উপবেশন করা কর্ত্তব্য নহে। উত্তরীয় না পরিয়া অথবা কথা কহিতে কহিতে অথবা যাহারা দেখিতেছে তাহাদিগকে না দিয়া, ভোজন করিবে না। সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে যথাবিধি স্নান করিয়া ভোজন করিবে। বিদ্বান্ ব্যক্তি পরদারগমন পরিহার করিবেন। যেহেতু, পরদার গমন করিলে, লোকমাত্রেরই ইষ্টাপূর্ত্ত ও আয়ু ক্ষয় হইয়া থাকে। পুরুষের পক্ষে পরদারাভিমর্ষণ যেমন আয়ুক্ষয় করে, ঈদৃশ আর কিছুই নাই।

দেবগণের অর্চ্চনা ও গুরুগণের অভিবাদনা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। সেইরূপ, সর্ব্বতোভাবে

আচমন করিয়া, অন্নভক্ষণক্রিয়া সম্পাদন করিবে। বৎস! ফেনহীন, গন্ধহীন, মলহীন, পবিত্র সলিল আদরপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া, পূর্ব্বমুখ বা উত্তরমুখ হইয়া, আচমন করিবে। জলমধ্য হইতে, বাসগৃহ হইতে, বল্মীক হইতে, মূষিকের গর্ত্ত হইতে এবং শৌচক্রিয়া করিয়া, ফেলিয়া গিয়াছে, এরূপ মৃত্তিকা হইতে মৃত্তিকা গ্রহণ করিবে না। সমাহিত চিত্তে হস্ত পদ প্রক্ষালন ও সম্যক্ রূপে অভ্যুক্ষণ অর্থাৎ বারিবিন্দু বর্ষণ করিয়া, উভয় জানু মোটনপূর্ব্বক আসীন হইয়া, তিন বা চারিবার জলপান করত আচমন করিবে। মুখের প্রান্ত ও গহ্বর এবং মস্তক দুইবার মার্জ্জন করিয়া শুচি হইয়া, সম্যক্ রূপে আচমনপূর্ব্বক ক্রিয়া করিবে। দেবগণ, ঋষিগণ ও পিতৃগণ ইহাঁদের কার্য্য সর্ব্বদা যত্নসহকারে সমাহিত চিত্তে সাধন করা কর্ত্তব্য। ক্ষোতন অর্থাৎ হাঁচি হইলে, নিষ্ঠীবন অর্থাৎ থুথু ফেলিলে এবং বস্ত্র পরিধান করিয়া, আচমন করিতে হইবে। ক্ষোতন, অবলেহন, নিষ্ঠীবন ও বমন ইত্যাদি ঘটিলে আচমন, গোপৃষ্ঠস্পর্শন ও সূর্য্য দর্শন এবং দক্ষিণ কর্ণ অবলম্বন করিবে। পূর্ব্ব পূর্ব্বের অভাব হইলে, পর পরক্রমে যথাসম্ভব এই সকল সমাহিত করিবে। পূর্ব্বোক্তের অভাবে পরপরবর্ত্তী ক্রিয়া প্রশস্ত হইয়া থাকে।

দন্ত দ্বারা দন্ত ঘট্টন অথবা আপনার দেহ তাড়ন করিবে না। উভয় সন্ধ্যার শয়ন, অধ্যয়ন, ভোজন এবং সন্ধ্যা সময়ে মৈথুন ও প্রস্থান এই সকল ত্যাগ করিবে। তাত! পূর্ব্বাহ্নে দেবগণের ও মধ্যাহ্নে মনুষ্যগণের এবং পরাহ্নে পিতৃগণের ভক্তিসহকারে পূজা করিবে। শিরঃস্নানপূর্ব্বক পিতৃগণের ও দেবগণের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে। প্রাঙ্মুখ বা উদঙ্মুখ হইয়া শ্মশ্রুকার্য্য করিবে। সৎকুলসম্ভূতা হইলেও রোগিণী, অঙ্গহীনা বিকৃতা, পিঙ্গলবর্ণা, বাচালা বা সর্ব্বদূষিতা কন্যাকে পরিগ্রহ করিবে না। সর্ব্বাসঙ্গসম্পন্না, সুন্দরনাসিকাবিশিষ্টা, সর্ব্বলক্ষণশালিনী কন্যাকে উদ্বহন করিবে। পিতামাতার সপ্তমী বা পঞ্চমী কন্যাকেই বিবাহ করা কর্ত্তব্য। স্ত্রীর রক্ষা করিবে, ঈর্ষা ত্যাগ করিবে, দিবসে শয়ন ও মৈথুন পরিহার করিবে, যাহাতে পরের সন্তাপ জন্মে এবং প্রাণিগণের পীড়া সম্ভাবিত হয়, এরূপ কর্ম্মও বর্জ্জন করিবে। চারি রাত্রি রজস্বলা স্ত্রীর সহবাস ত্যাগ-করা সকল বর্ণেরই কর্ত্তব্য। আবার কন্যা না জন্মে, এরূপ ইচ্ছা থাকিলে, পঞ্চম রাত্রিতেও তাহার সহবাস করিবে না। বৎস! ষষ্ঠ রাত্রিতেই গমন করিবে। কেন না, যুগ্মরাত্রিই প্রশস্ত। যুগ্মরাত্রিতে গমন করিলে, পুত্র ও অযুগ্মরাত্রিতে কন্যা জন্মিয়া থাকে; অতএব পুত্রলাভে অভিলাষ থাকিলে, যুগ্মরাত্রিতেই সর্ব্বদা সংবেশন করিবে। পূর্ব্বাহ্নে স্ত্রীসঙ্গ করিলে, বিধর্ম্মী পুত্রের জন্ম হয় এব সন্ধ্যাকালে নপুংসক হইয়া থাকে।

বৎস! ক্ষুরকর্ম্ম, বমন, স্ত্রীসম্ভোগ এবং শ্মশানভূমিতে গমন করিলে, সবস্ত্র স্নান করিবে। দেব, বেদ, দ্বিজাতি, সাধু, সত্যশীল, মহাত্মা, পিতামাতা, পতিব্রতা রমণী, যজ্ঞশীল, তপস্বী, ইহাদের পরিবাদ বা পরিহাস করিবে না। কোন অবিনীত ব্যক্তি ইহাদের নিন্দা করিলে, তাহা শুনিবে না। উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট এই উভয়ের শয্যা ও আসনে উপবেশন করিবে না। অমঙ্গল্য-বেশ-ধারণ ও অমঙ্গল্য-বাক্য-প্রয়োগ পরিহার করিবে। শ্বেতবস্ত্র ধারণ ও শ্বেতপুষ্প ব্যবহার করিবে।

উদ্ধত, উন্মত্ত, মূঢ়, অবিনীত, অশীল, চৌর্য্যাদিদূষিত, অতিব্যয়শীল, লুব্ধ, বৈরী, বন্ধকী, বন্ধকীর পতি, বলবান্, নীচ, নিন্দিত, হীনভাবাপন্ন, সর্ব্বশঙ্কী ও দৈবপর এই সকলের সহিত মিত্রতা বা ইহাদের সহবাসে বাস করা পণ্ডিতের কর্ত্তব্য নহে। সদাচারাবলম্বী সাধুগণেরই সহিত মৈত্রী করিবে। প্রাজ্ঞ, অখল, শক্তিসম্পন্ন ও কার্য্যে উদ্যোগশালী ব্যক্তিদিগেরই সহিত সখিতা-সূত্রে বদ্ধ হইবে। সুহৃৎ, দীক্ষিত, রাজা, স্নাতক ও শ্বশুর এবং ঋত্বিক এই ছয় পূজ্য ব্যক্তি গৃহে সমাগত হইলে, পূজা করিবে। সম্বৎসরোষিত দ্বিজাতিদিগকে অতন্দ্রিত হইয়া, বিভবানুসারে মধুপর্ক দ্বারা যথাকালে অর্চ্চনা করা কর্ত্তব্য এবং শ্রেয়োলাভে অভিলাষ থাকিলে, তাহাদের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইবে। তাঁহারা তিরস্কার করিলেও, ধীমান্ ব্যক্তি তাহাদের সহিত কখন বিবাদ করিবে না।

সম্যগ্‌রূপে গৃহার্চ্চনা করিয়া, যথাস্থানে যথাক্রমে অগ্নির বিশেষরূপে পূজা ও ক্রমানুসারিণী আহুতি প্রদান করিবে। ব্রহ্মের উদ্দেশে প্রথম আহুতি, প্রজাপতির উদ্দেশে দ্বিতীয়া, গুহ্যগণের উদ্দেশে তৃতীয়া, কশ্যপের উদ্দেশে চতুর্থী ও অনুমতির উদ্দেশে পঞ্চমী আহুতি প্রদান করিয়া, পরে গৃহবলি দান করিবে। আমি পূর্ব্বে তোমার নিকট নিত্যকর্ম্মক্রিয়াবিধি উপলক্ষে যাহা বলিয়াছি, তদনুসারে বৈশ্বদেব বলি প্রদান করিতে হইবে। সেই বলিপ্রকরণ শ্রবণ কর। স্থানবিভাগানুসারে দেবগণের উদ্দেশে পৃথক্ পৃথক্ ক্রমে বলি প্রদান করিতে হইবে। তজ্জন্য, ধরিত্রীর ধারক অনন্ত ও বায়ু ইহাদের উদ্দেশে তিনটী বলি প্রদান করিয়া, প্রাচ্যাদিক্রমে প্রতিদিকে দিক্ সকলকে এবং উত্তরদিকে ব্রহ্মা, অন্তরীক্ষ, সূর্য্য, বিশ্বদেবগণ, বিশ্বভূতগণ, উষা, ভূতপতি, ইহাদিগকে যথাক্রমে বলি দিবে। পরে, স্বধা নম, এইপ্রকার কহিয়া, পিতৃগণের উদ্দেশে দক্ষিণদিকে বলিপ্রদান করিতে হইবে। পরে অন্নাবশেষ কামনা করিয়া, অপসব্যকরণানন্তর বায়ুকোণে, যক্ষ্মৈতত্তা, ইত্যাদি মন্ত্রে যথাবিধি জলদান করিবে। পরে অন্নাগ্র উত্থিত ও হন্তকার কল্পনা করিয়া, বিধি ও ন্যায়ানুসারে ব্রাহ্মণকে প্রদান করিতে হইবে। তৎপরে, স্ব স্ব তীর্থ সহায়ে যথাবিধি কর্ম্ম নিষ্পাদনে প্রবৃত্ত হইবে। ব্রাহ্ম্যতীর্থ দ্বারা দেবাদির উদ্দেশে আচমন করিবে। দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠের উত্তর দিকে যে রেখা আছে, তাহাই আচমনের জন্য ব্রাহ্ম্যতীর্থ বলিয়া বিখ্যাত। তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ এই উভয়ের অন্তর বিভাগ পিতৃতীর্থ। নান্দীমুখ ব্যতিরেকে আর সকল সময়েই উহার দ্বারা পিতৃগণের উদ্দেশে তোয়াদি দান করিবে। অঙ্গুলীর অগ্রভাগে দৈবতীর্থ বিরাজমান আছে। তাহা দ্বারাই দেবগণের ক্রিয়াবিধি সমাধা করিবে। কনিষ্ঠাঙ্গুলির মূলে কায়নামক তীর্থ। ইহা দ্বারা প্রজাপতির কার্য্য নিষ্পাদন করিবে। এই রূপে উল্লিখিত তীর্থ সকল দ্বারা দেবগণের ও পিতৃগণের কার্য্য করা কর্ত্তব্য। অন্য তীর্থ দ্বারা সর্ব্বদা কখন করিবে না। ব্রাহ্ম্যতীর্থ দ্বারা আচমন করা প্রশস্ত। পৈত্রতীর্থ দ্বারা পিতৃগণের, দেবতীর্থ দ্বারা দেবগণের ও কায়তীর্থ দ্বারা প্রজাপতির কার্য্য এবং নান্দীমুখের পিণ্ডোদকক্রিয়া সম্পাদন করিবে। বিচক্ষণ ব্যক্তি জল ও অগ্নি যুগপৎ ধারণ করিবেন না। গুরু ও দেবগণের অভিমুখে কখন পাদ প্রসারণ কর্ত্তব্য নহে। অঞ্জলি দ্বারা জলপান ও বৎসকে স্তনদান প্রবৃত্ত গাভীকে আহ্বান করিতে নাই। গুরুই হউক, আর লঘুই হউক, সর্ব্ববিধ শৌচ কার্য্যই ত্বরাপর হইয়া সম্পন্ন করিবে। মুখ দ্বারা অনলে ফুৎকার প্রদান করা কর্ত্তব্য নহে। বৎস! যেখানে ঋণদাতা, বৈদ্য, শ্রোত্রিয় ও সজল নদী এই চারিটী নাই, সেখানে বাস করিবে না। যেখানে বলবান্, জিতশত্রু, ধর্ম্মতৎপর রাজার বাস, সেই স্থানে নিত্য বাস করিবে। কুরাজার রাজ্যে সুখ কোথায়? যেখানে দুর্জ্জয় রাজার বাস, যেখানকার ভূমি শস্যবতী, যেখানকার পৌরগণ সুসংযত ও সতত ন্যায়পথে প্রবৃত্ত এবং লোক সকলও মৎসরশূন্য, সেখানে বাস করিলে, সুখোদয় হয়। যে রাষ্ট্রে কৃষকেরা প্রায়ই অতিভোগী নয়; এবং যেখানে নানাপ্রকার ওষধি জন্মে, বিচক্ষণ ব্যক্তি সেইখানেই বাস করিবেন। বৎস! যেখানে জিগীষাবান্, পূর্ব্ববৈর ও সতত উৎসবমত্ত। এই ত্রিবিধ লোকের বাস, সেখানে বাস করিবে না। পণ্ডিত ব্যক্তি সর্ব্বদা সুশীল সহবাসির মধ্যে বাস করিবেন। পুত্র! এই আমি তোমার হিতকামনায় সমস্তই বলিলাম।

ইতি সদাচার নাম চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

মদালসা কহিলেন, এক্ষণে বর্জ্জ্য ও অবর্জ্জ্য দ্রব্যের প্রতিক্রিয়া বর্ণন করি, শ্রবণ কর। পর্যুষিত অন্ন, চিরসংগৃহীত স্নেহাক্ত দ্রব্য এবং স্নেহহীন যব গোধূম ও গোরসের বিকার ভক্ষণ করিবে না। শশক, কচ্ছপ, গোধা, সজারু, গণ্ডার ইহাদের মাংস ভক্ষ্য, আর গ্রাম্য শূকর ও গ্রাম্য কুক্কুট অভক্ষণীয়। ব্রাহ্মণগণের জন্য শ্রাদ্ধে পিতৃদেবাদির যে শেষ থাকে এবং দেবযজ্ঞাদিতে প্রদত্ত ও ঔষধার্থ সংগৃহীত মাংস ভক্ষণে দোষ নাই।

শঙ্খ, প্রস্তর, স্বর্ণ, রূপ্য, রজ্জু, বস্ত্র, শাক, মূল, ফল, দ্বিদল, চর্ম্ম, মণি, বজ্র, প্রবাল, মুক্তাফল ও মনুষ্যগাত্র এ সকল সলিল দ্বারা ধৌত করিলেই শুদ্ধ হইয়া থাকে। জলদ্বারা লৌহনির্ম্মিত দ্রব্য জাতের সংঘর্ষণ দ্বারা ও প্রস্তরের উষ্ণ সলিল দ্বারা সস্নেহভাণ্ড সকলের শুদ্ধি সম্পাদিত হয়। সূর্প, ধান্য, অজিন, মুষল, উলূখল ও সংহত বস্ত্র জলে মগ্ন করিয়া, প্রক্ষালন করিলে, শুদ্ধ হয়। সর্ব্ববিধ বল্কল মৃত্তিকা ও জল সংযোগে শুদ্ধ হইয়া থাকে। তৃণ, কাষ্ঠ ও ঔষধি সকলের প্রোক্ষণ দ্বারা শুদ্ধি করিতে হয়। মেষলোমজ বস্ত্র এবং কেশ কোনরূপে উপহত হইলে, জলমিশ্রিত সর্ষপ বা তিলের কল্ক দ্বারা পবিত্র হইয়া থাকে। জল ও ভস্ম দ্বারা কার্পাসনির্ম্মিত দ্রব্যজাত শুদ্ধ করিয়া লইতে হয়। দারু, দন্ত, অস্থি, শৃঙ্গ, এই সকল তক্ষণ দ্বারা শুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মৃত্তিকানির্ম্মিত ভাণ্ডাদি পুনঃপাকে শুদ্ধ হয়। ভিক্ষাদ্রব্য, শিল্পকারের হস্ত, পণ্য ও রমণীমুখ স্বভাবতই শুদ্ধ। রথ্যাগত, অবিজ্ঞাত, দাসবর্গাদি কর্ত্তৃক-আনীত দ্রব্য বাক্যমাত্রেই শুদ্ধ হইয়া থাকে। অতিপ্রভূত, বালক এবং বৃদ্ধ ও আতুরগণের কার্য্য স্বভাবতই শুদ্ধ। কর্ম্মান্তে অঙ্গার শালা, যাহার শিশু আজিও স্তন ছাড়ে নাই এরূপ স্ত্রী এবং গন্ধহীন-বুদ্বুদহীন ও স্রোতোজল অশুদ্ধ নহে। লেপন, উল্লেখন, অর্থাৎ চচিয়া ফেলা, জলসেক, সংমার্জ্জন ও অর্চ্চন দ্বারা স্বগৃহ শুদ্ধ হইয়া থাকে। মৃত্তিকা, জল ও ভস্ম দ্বারা ধৌত করিলে, কেশ-কীট-সংস্পৃষ্ট, গোগণ কর্ত্তৃক আঘ্রাত এবং মক্ষিকান্বিত স্থান বা দ্রব্য শুদ্ধি লাভ করে। অম্ল দ্বারা উদুম্বর-নির্ম্মিত দ্রব্য সকলের ক্ষার দ্বারা রঙ্গ ও সীসকের, ভস্ম ও অম্বু দ্বারা কাংসের এবং মৃত্তিকা ও জল দ্বারা অমেধ্যাক্ত দ্রব্যের গন্ধ হরণ করিলে এবং অন্যান্য দ্রব্যের বর্ণ ও গন্ধ অপনোদন করিলে, শুদ্ধি সংসাধিত হয়।

পৃথিবীস্থ, অবিকৃত ও গোগণের তৃপ্তিকর জল শুদ্ধ। চণ্ডাল ও ক্রব্যাদাদি কর্ত্তৃক নিপাতিত ভক্ষ্য জীবের মাংসও স্বভাবতঃ শুদ্ধ। তাত! পথিমধ্যে পতিত চেলাদি বাতাস দ্বারাই শুদ্ধ হইয়া থাকে। ধূলি, অগ্নি, অশ্ব, গো, ছায়া, সূর্য্যচন্দ্রাদির রশ্মি, বায়ু, মহী, বিন্দু ও মক্ষিকাদি দুষ্ট সংসর্গেও দূষিত হয় না। অজ ও অশ্ব ইহাদের মুখ শুদ্ধ। গোবৎসের আনন শুদ্ধ নহে। গোমাতার মূত্র ও পুরীষ শুদ্ধ। যে সে পক্ষী কর্ত্তৃক পাতিত ফলও শুদ্ধ। আসন, শয়ন, যান, নৌকা, পথের তৃণ, এই সকল দ্রব্য চন্দ্র ও সূর্য্যের কিরণে এবং বায়ু সহায়ে পণ্যদ্রব্যের ন্যায় শুদ্ধ হইয়া থাকে। পথগমন, স্নান, ক্ষোতন, পান ও মূত্র পুরীষাদি বিসর্জ্জন ইত্যাদি ঘটনায় বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া, যথান্যায়ে আচমন করিবে। পথ, কর্দ্দম, জল, ইষ্টকরচিত ও কর্দ্দমনির্ম্মিত দ্রব্য কোনরূপে দূষিত পদার্থ সংসর্গে দূষিত হইলে, পবনসংসর্গেই শুদ্ধ হইয়া থাকে। রাশীকৃত অন্ন অল্প অংশে দূষিত হইলে, অগ্রভাগ উদ্ধৃত করিয়া, ত্যাগ করিবে। অবশিষ্ট অংশের জল ও মৃত্তিকা দ্বারা আচমন পূর্ব্বক প্রোক্ষণ করিলে, শুদ্ধি সমাহিত হইবে।

দুষ্ট ভক্ত অজ্ঞানপূর্ব্বক ভক্ষণ করিলে, ত্রিরাত্র উপবাস করিবে; জ্ঞানপূর্ব্বক ভক্ষণ করিলে, সেই দোষের যথাবিধি প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। রজস্বলা স্ত্রী, অশ্ব ও শৃগালাদি, সূতিক,

চণ্ডাল, শববাহক ইহাদিগকে স্পর্শ করিলে, শৌচার্থ স্নান করিবে। সস্নেহ মনুষ্যাস্থি স্পর্শ করিয়া, স্নান করিলে, শুদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। নিঃস্নেহ অস্থি স্পর্শ করিলে, আচমনপূর্ব্বক গো স্পর্শ ও সূর্য্য দর্শন করিবে। তাহা হইলেই শুদ্ধ হইবে। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি শোণিত, নিষ্ঠীবন ও উদ্বর্ত্তন লঙ্ঘন এবং বিকালে উদ্যানাদিতে অবস্থিতি করিবেন না। লোকবিগর্হিতা ও অবীরা স্ত্রীর সহিত আলাপ করা কর্ত্তব্য নহে। উচ্ছিষ্ট, বিষ্ঠা, মূত্র ও পাদসলিল গৃহের বাহিরে নিক্ষেপ করিবে।

পঞ্চ পিণ্ড উদ্ধার না করিয়া, পরজলে স্নান করিবে না। গঙ্গা, হ্রদ ও সরিৎ এবং দেবখাত সকলেই স্নান করিবে। দেবতা, পিতৃগণ, সৎশাস্ত্র, যজ্ঞ, মন্ত্র ইত্যাদির যাহারা নিন্দা করে, তাহাদের স্পর্শন বা সম্ভাষণ করিলে, সূর্য্যদর্শন করিয়া, শুদ্ধিলাভ হয়। রজস্বলা, চণ্ডাল, পতিত, শব, বিধর্ম্মী, নবপ্রসূতা, ক্লীব, বিবস্ত্র ও অন্ত্যাবসায়ী, প্রসবসংক্রান্ত দ্রব্য সকলের বহির্নিঃসারক, পরদাররত ইহাদিগকে দর্শন করিলে, প্রাজ্ঞ ব্যক্তি ঐরূপে সূর্য্যদর্শন করিয়াই শুদ্ধিলাভ করিবেন। অভোজ্য দ্রব্য, নবপ্রসূতা স্ত্রী, ক্লীব, মার্জ্জার, ইন্দুর, কুক্কুর, কুক্কুট, পতিত, পরিত্যক্ত দূষিত দ্রব্যাদি, চণ্ডাল, মৃতহারক, ঋতুমতী ও গ্রাম্যশূকর এবং সূতিকাশৌচদূষিত পুরুষ এই সকলকে স্পর্শ করিলে, স্নান করিয়াই, শুদ্ধিলাভ হয়।

যাহার গৃহে অনুদিন নিত্যকর্ম্মের হানি হয়, যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণগণের পরিত্যক্ত সেই নরাধম এবং সেই পাপী। অতএব নিত্যকর্ম্মের কখন হানি করিবে না। নিত্যকর্ম্ম না করিলে, বন্ধ সংঘটিত হয়। কেবল মরণ ও জনন সময়ে তাহার অকরণে দোষ হয় না। মরণ ও জননাশৌচে ব্রাহ্মণ দশ দিন দান হোমাদি নিত্যকর্ম্ম ত্যাগ করিবেন। ক্ষত্রিয় দ্বাদশ দিন, বৈশ্য পনর দিন এবং শূদ্র একমাস নিত্যকর্ম্ম বিবর্জ্জিত হইবে। অতঃপর সকল বর্ণই যথাশাস্ত্র নিজ কার্য্য করিবে। স্বগোত্রীয় ব্যক্তিগণ মৃতদেহ বাহিরে দগ্ধ করিবে। প্রথম, চতুর্থ, সপ্তম ও নবম দিনে প্রেতের উদ্দেশে জলদান এবং চতুর্থ দিনে ভস্ম ও অস্থি চয়ন করিবে। সঞ্চয়নের পর তাহাদের অঙ্গস্পর্শ বিধেয়। সমানোদক ব্যক্তিগণ সঞ্চয়নের পর সমস্ত ক্রিয়া নিষ্পাদন করিবেন। মৃতাহে সপিণ্ডগণের এবং সমানোদক ও গোত্রিকগণের স্পর্শ করা বিধেয়। শস্ত্র, সলিল, উদ্বন্ধন, অগ্নি, বিষ, প্রপাত ইত্যাদি দ্বারা মৃত হইলে, গোত্রজ ও সমানোদকগণের একনক্ষত্র মাত্র অশৌচ। বালক, দেশান্তরস্থ ও প্রব্রজ্যাশ্রমে প্রবিষ্ট ব্যক্তির মরণে সদ্যঃশৌচ। কেহ কেহ তিন দিনও অশৌচ বলিয়া থাকেন। এক ব্যক্তির মৃত্যুর পর যদি তাহার অশৌচের মধ্যেই আর এক সপিণ্ডের মৃত্যু হয়, তাহা হইলে, প্রথম ব্যক্তির মৃত্যুদিন ধরিয়াই, পর ব্যক্তির অশৌচান্ত প্রভৃতি কার্য্য সকল সমাধা করিতে হইবে। জন্ম বা সূতিকাশৌচেও সপিণ্ড ও সমানোদকগণের এইরূপ বিধির অনুসরণ বিহিত হইয়াছে। পুত্র জন্মিলে, পিতা সবস্ত্র স্নান করিবেন। এক জনের জন্মের পর আর একজন জন্মিলে, প্রথম জাতের দিনেই শুদ্ধি সাধিত হইয়া থাকে। সকল বর্ণই যথাবিধি দশ, দ্বাদশ, মাসার্দ্ধ ও একমাস সংখ্যক দিন অবলম্বন করিয়া, স্ব স্ব বর্ণ বিহিত ক্রিয়া নিষ্পাদন করিবে।

তৎপরে প্রেতের উদ্দেশে একোদ্দিষ্ট বিধান করিবে। তৎকালে মনীষী ব্রাহ্মণগণকে প্রেতের উদ্দেশে দান করা কর্ত্তব্য। লোকে যাহা কিছু অভীষ্টতম এবং গৃহে যাহা কিছু প্রিয় দ্রব্য থাকে, তৎসমস্ত পুণ্যবান্ ব্রাহ্মণকে দান করিবে। দান করিলে, তাহার অনন্ত ফল লাভ হয়। দিবস পূর্ণ হইলে, সকল বর্ণই সলিল, বাহন, আয়ুধ, প্রতোদ ও দণ্ড স্পর্শ করিয়া, সম্যক্ রূপে ক্রিয়া সমাধানান্তর শুচি হইয়া, স্ব স্ব-বর্ণধর্ম্ম-নির্দ্দিষ্ট উপাদান ও ক্রিয়া সম্পাদন করিবেন। তাহাহইলে উভয় লোকে মঙ্গললাভ করিতে পারিবে।

নিত্য বেদ অধ্যয়ন করিবে; বিশেষরূপে হিতাহিত বিবেচনা সম্পন্ন হইবে, ধর্ম্মানুসারে ধন অর্জ্জন করিবে এবং যত্নসহকারে যাগক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হইবে। বৎস! যাহা করিলে, আত্মা জুগুপ্সিত না হন, তাদৃশ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে। তাহাতে শঙ্কা করিবে না। যাহা মহাজনে গোপ-

নীয় নহে, তাহারও সংবিধানে নিঃশঙ্কে প্রবৃত্ত হইবে। গৃহবাসী পুরুষ এইরূপ আচরণে নিরত হইলে, ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম সিদ্ধি সহকারে উভয়লৌকিক মঙ্গলসমৃদ্ধি লাভ করেন।

ইতি বর্জ্জ্যাবর্জ্জ্য নাম পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

পুত্র কহিলেন, জননী এইরূপে অনুশাসন করিলে, যৌবনে পদার্পণপূর্ব্বক ঋতধ্বজনন্দন সম্যগ্‌বিধানে দারপরিগ্রহ করিয়া, পুত্র সকল সমুৎপাদন ও যজ্ঞ সকলের অনুষ্ঠান সহকারে সর্ব্বকাল পিতার আজ্ঞানুপালনে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর বহুকালপর্য্যবসানে চরম বয়সে উপনীত হইয়া, ঋতধ্বজ ভার্য্যার সহিত বনগমন কামনা করিয়া, তাঁহাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। তখন মদালসা পুত্রের কামোপভোগনিবৃত্তিবাসনায় তাঁহাকে এই শেষবাক্যে কহিলেন, বৎস! গৃহী স্বভাবতই মমতামাত্রপরায়ণ। সেইজন্য দুঃখের আস্পদীভূত হইয়া থাকে। অতএব গৃহ ধর্ম্মের অনুসরণপূর্ব্বক রাজ্য করিতে করিতে, যখন তোমার প্রিয়বন্ধুর বিরহ জনিত, অথবা শত্রুকৃত ব্যাঘাতজনিত কিম্বা বিত্তবিনাশজনিত অসহ্য দুঃখ উপস্থিত হইবে, তখন আমার প্রদত্ত এই অঙ্গুরীয় হইতে নিষ্কর্ষণ পূর্ব্বক পত্রমধ্যে সূক্ষ্মাক্ষরে সন্নিবেশিত শাসন পাঠ করিবে। এই বলিয়া তিনি মণিময় অঙ্গুরীয় প্রদান ও গৃহস্থ ব্যক্তির উপযুক্ত আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করিলেন। অনন্তর কুবলয়াশ্ব ও দেবী মদালসা পুত্রকে সেই রাজ্যদানপূর্ব্বক তপশ্চরণ নিমিত্ত কাননে সমাগত হইলেন।

ইতি মদালসোপাখ্যান নাম ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

ধর্ম্মাত্মা অলর্ক ন্যায়মার্গানুসারী হইয়া, পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রজাগণের অনুরঞ্জন সহকারে পালন করিতে লাগিলেন। তাহারা স্ব স্ব কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইল। তিনি দুষ্টগণের দণ্ড ও শিষ্টগণের পালন করত পরম প্রীতি লাভ এবং প্রধান প্রধান যজ্ঞ সকল সম্পাদন করিলেন। তাঁহার ঔরসে পুত্র সকল সমুৎপন্ন হইল। তাঁহারা সকলেই মহাবল পরাক্রান্ত, ধর্ম্মাত্মা, মহাত্মা ও অসৎ পথের একান্ত বিদ্বেষ্টা। তিনি আত্ম-জয়-সহকারে ধর্ম্মের সহিত অর্থের ও অর্থের সহিত ধর্ম্মের পরিপালন এবং এই উভয়ের অবিরোধে বিষয়সম্ভোগে প্রবৃত্ত হইলেন। এই রূপে ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের ঐকান্তিক চিত্তে অনুসরণ পূর্ব্বক পৃথিবী পালন করিতে করিতে তাঁহার বহুবর্ষ একদিনের ন্যায়, অতিবাহিত হইল। পরম প্রীতির আস্পদ বিবিধ বিষয় সম্ভোগ করিয়াও, তাঁহার বৈরাগ্য উপস্থিত এবং ধর্ম্ম ও অর্থ উপার্জ্জন করিয়াও, অলম্বুদ্ধি সমাগত হইল না।

তাঁহার সুবাহুনামক যে ভ্রাতা বনবাসী হইয়াছিলেন, তিনি শ্রবণ করিলেন, অলর্ক বিষয়সুখসম্ভোগে মত্ত ও ইন্দ্রিয়ের পরতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছেন। এই কারণে তিনি তাঁহার তত্ত্বজ্ঞানসমুৎপাদনকামনায় বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া, অবশেষে তাঁহার বিপক্ষের আশ্রয় লওয়াই শ্রেয়স্কর মনে করিলেন। তখন তিনি নিজে রাজ্যপ্রাপ্তি জন্য মহাবল-বলবাহন-সম্পন্ন কাশিরাজের বহুবার শরণাপন্ন হইলেন। তদনুসারে কাশিপতি অলর্কের প্রতিকূলে সৈন্যোদ্যোগ করিয়া, এই বলিয়া তাঁহার নিকট দূত পাঠাইলেন, যে, তুমি সুবাহুকে রাজ্য দাও

স্বধর্ম্মবিৎ অলর্ক তাহাতে সম্মত না হইয়া, কাশিপতির দূতকে প্রত্যুত্তর করিলেন, মদীয় অগ্রজ আমার নিকট আসিয়া, সৌহার্দ্দসহকারে রাজ্য যাচ্ঞা করুন। নতুবা আমি আক্রমণ-ভয়ে স্বল্পমাত্র ভূমিও সম্প্রদান করিব না। শ্রীমান্ সুবাহু যাচ্ঞা করিলেন না। কেন না, যাচ্ঞা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম নহে। একমাত্র বীর্য্যই তাহার ধর্ম্ম বা অবলম্বন। অনন্তর কাশিপতি সমস্ত সৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া, মহীপতি অলর্কের রাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য অভ্যাগত হইলেন এবং তাঁহার অন্তরঙ্গগণের সহিত সম্যক্ রূপে মিলিত হইয়া, পরে তাহাদের অন্যতম ভৃত্যগণ সহায়ে সম্যক্ রূপে আক্রমণ করিয়া, তাঁহাকে বশে আনয়ন এবং তদীয় রাষ্ট্ররোধপুরঃসর সামন্ত সকলকে নিপীড়িত, দুর্গপাল ও আটবিকদিগকে বশীকৃত এবং কাহাকে ধনদান দ্বারা, কাহাকে ভেদ দ্বারা, কাহাকে সাম দ্বারা আয়ত্ত করিলেন। এইরূপে পরচক্রে নিপীড়িত হওয়াতে, অলর্ক দুর্ব্বল ও ক্ষীণকোষ হইয়া পড়িলেন এবং তদীয় পুরও বৈরিকর্তৃক অবরুদ্ধ হইল। দিন দিন কোষক্ষয় ও বৈরিকৃত সম্পীড়ন, এই উভয় কারণে তিনি অতিমাত্র বিষণ্ণ ও ব্যাকুলচিত্ত এবং যার পর নাই আর্ত্তভাবাপন্ন হইলেন। ঐ সময়ে জননী মদালসা পূর্ব্বে যাহার কথা বলিয়াছিলেন, সেই অঙ্গুরীয় তাঁহার মনে পড়িয়া গেল। তখনি তিনি স্নান করিয়া, শুচি হইয়া, স্বস্তিবাচন করিলেন। পরে সেই পট্টসন্নিবদ্ধ শাসন নিষ্কর্ষণপূর্ব্বক অবলোকন এবং তাহাতে জননী অতি স্পষ্টাক্ষরে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা নির্ব্বাচিত করিলেন। তাহাতে তাঁহার শরীর পুলকিত ও লোচনযুগল হর্ষবশে প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। উহাতে এইরূপ লিখিত ছিল, সর্ব্বান্তঃকরণে সঙ্গত্যাগ করিবে। যদি ত্যাগ করিতে না পার, তাহাহইলে, সাধুর সহিত তাহা করিবে। কেন না, সাধুসঙ্গই মহৌষধ। পুনশ্চ, সর্ব্বান্তঃকরণে কামও ত্যাগ করিবে। যদি ত্যাগ করিতে না পার, তাহা হইলে, মোক্ষকামনার প্রতি তাহা করিবে। তাহাই তাহার ঔষধ।

সেই পট্টলিখিত মাতৃশাসন এইরূপে বারম্বার বাচন করিয়া, কি করিলে, লোকের শ্রেয়োলাভ হইতে পারে, একমাত্র মুমুক্ষাই সেই শ্রেয়ঃপ্রাপ্তির উপায় এবং সাধুসঙ্গ করিলেই সেই মুমুক্ষা সাধিত হইতে পারে, ইহাই স্থির করত সাধুসঙ্গসংঘটনচিন্তায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং নিরতিশয় আর্ত্তভাবাপন্ন হইয়া, সেই চিন্তাপ্রসঙ্গে মহাভাগ দত্তাত্রেয়ের সমীপে গমন করিলেন। অনন্তর তিনি পাপহীন, সঙ্গহীন, মহানুভাব দত্তাত্রেয়কে প্রণিপাত পূর্ব্বক বিশেষরূপে পূজা করিয়া, যথান্যায়ে বলিতে লাগিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি শরণার্থিগণের একমাত্র আশ্রয় বা রক্ষাকর্ত্তা। আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। আমি বিষয়বাসনার বশবর্ত্তী হওয়াতে, দুঃখে একান্ত অভিভূত হইয়া উঠিয়াছি। আমার দুঃখাপহরণ করুন।

দত্তাত্রেয় কহিলেন, রাজন্! আমি অদ্যই তোমার দুঃখাপহরণ করিব। এক্ষণে সত্য বল, তোমার কিজন্য দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে?

ধীমান্ দত্তাত্রেয় এইপ্রকার কহিলে, রাজা ত্রিবিধ দুঃখের স্থান এবং আত্মা, এই উভয় বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ বারম্বার বিশেষরূপে আত্মা দ্বারা আত্মবিচার করিয়া, সেই উদারবুদ্ধি ধীরস্বভাব নরপতি হাস্য করিয়া কহিলেন, আমি ক্ষিতিও নহি, জলও নহি, আকাশও নহি, অগ্নিও নহি এবং তেজও নহি। কিন্তু আমি শরীর আশ্রয় করিয়া, সুখকামনা করি। এই পঞ্চভূতাত্মক শরীরে সুখ ও অসুখ উভয়ের ন্যূনাতিরিক্ততা উপস্থিত হইয়া থাকে। যদি তাহাই হয়; তাহাতে আমার ক্ষতিই বা কি? কেন না, আমি শরীর নহি; তাহা হইতে স্বতন্ত্র অবস্থিত আছি। আমার ন্যূনাধিক্য নাই। আমার নিয়তই প্রভূত সদ্ভাব সংঘটিত হইতেছে। সুখ ও দুঃখ একমাত্র মনেরই ধর্ম্ম। আমি যখন সেই মন নহি, তখন আমার সুখও নাই, দুঃখও নাই। আমি অহঙ্কার নহি, মন নহি এবং বুদ্ধিও নহি; সুতরাং আমার অন্তঃকরণজনিত দুঃখের সম্ভাবনাই বা কোথায়? যেহেতু, আমি মন নহি, শরীরও নহি, সেই শরীর ও মন উভয় হইতেই আমি ভিন্ন পদার্থ; সেইহেতু, সুখ বা দুঃখ মনেই থাকুক, আর দেহেই থাকুক,

তাহাতে আমার ক্ষতি বৃদ্ধি কি? এই দেহের অগ্রজই রাজ্য কামনা করিতেছেন। এই দেহ যদি পঞ্চভূতেরই সমষ্টি হয়, তাহা হইলে, পুণ্যপ্রবৃত্তিতে আমার প্রয়োজনই বা কি? আমি ও আমার সেই অগ্রজ উভয়েই শরীর হইতে ভিন্ন। যাহার হস্তাদি কোন অঙ্গই নাই; মাংস বা অস্থি বা শিরাবিভাগও নাই, তাহার আবার হস্তী, অশ্ব ও রথাদিকোষে প্রয়োজন কি? পুরুষের এই শরীরে বা ঐ সকলে কোনরূপই সম্বন্ধ নাই। এই কারণে আমার অরিও নাই, দুঃখও নাই, সুখও নাই, পুরও নাই, কোষও নাই, হস্তী ও অশ্বাদি সৈন্যও নাই। আমার যেমন ঐ সকল নাই, আমার অগ্রজের অথবা অন্য কাহারও তেমন ঐ সকল নাই। আকাশ যেমন একমাত্র হইলেও, ঘট, কুম্ভ ও কমণ্ডলু প্রভৃতি পাত্রভেদে বহুমাত্র বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ আত্মা এক হইলেও, সুবাহু, কাশিপতি ও আমি ইত্যাদি শরীরভেদে বিবিধ দেহে অবস্থিত বলিয়া আমার মনে হইয়া থাকে।

ইতি আত্মবিবেক নাম সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

পুত্র কহিলেন, অনন্তর রাজা বিপ্র দত্তাত্রেয়কে প্রণিপাত করিয়া, বিনয়াবনত বাক্যে নিবেদন করিলেন, ব্রহ্মন্! সম্যগ্‌দৃষ্টির উদয় হওয়াতে, আমার আর দুঃখ কিছুই নাই। অসমদর্শিরাই সর্ব্বদা অসুখসাগরে মগ্ন হইয়া থাকে। পুরুষের বুদ্ধি যে যে বিষয়ে সমাসক্ত হয়, সেই সেই বিষয় হইতেও দুঃখরাশি সংগ্রহ করিয়া, তাহাকে প্রদান করে। গৃহকুক্কুট মার্জ্জার কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইলে, লোকের যাদৃশ দুঃখ হয়, মমতাহীন মূষিক বা কলবিঙ্ক ভক্ষিত হইলে, তাদৃশ দুঃখ সমুদ্ভূত হয় না। যেহেতু আমি প্রকৃতির অতীত, সেইহেতু আমি সুখীও নহি, দুঃখীও নহি। ভূতগণের দ্বারা যে ভূতাভিভব, তাহাই সুখ দুঃখের আস্পদ হইয়া থাকে।

দত্তাত্রেয় কহিলেন, নরব্যাঘ্র! তুমি এই যাহা বলিলে, তাহাই ঠিক। মমতাই দুঃখের মূল, আর মমতাশূন্য হওয়াই সুখের হেতু। আমার প্রশ্নমাত্রেই তোমার ঈদৃশ উৎকৃষ্ট জ্ঞান জন্মিয়াছে, যাহার প্রভাবে তোমার মমত্ববুদ্ধি, শাল্মলিতুলার ন্যায় প্রক্ষিপ্ত হইয়া গেল। হৃদয়স্থ অজ্ঞান মহাপাদপ স্বরূপ। অহঙ্কাররূপ অঙ্কুর হইতে উহার উদ্ভব হইয়াছে; মমতা উহার স্কন্ধ, গৃহ ও ক্ষেত্র উচ্চ শাখা, পুত্র ও কলত্রাদি পল্লব, ধন ও ধান্য মহাপত্র, পাপ ও পুণ্য প্রধান পুষ্প, সুখ ও দুঃখ মহাফল এবং লোকে মোহাচ্ছন্ন হইয়া, যে বিবিধ সম্বন্ধ বন্ধন করে, তাহাই উহার জলসেক। ঐ তরু বহুকালে বর্দ্ধিত হইয়াছে এবং মুক্তিমার্গ রোধ করিয়াছে। বিবিধ করণেচ্ছারূপ ভৃঙ্গমালা উহাতে বিচরণ করিতেছে। যাহারা ভ্রান্তিজ্ঞান-সুখের পরতন্ত্র এবং সংসাররূপ-পথশ্রান্ত হইয়া, সেই তরুর ছায়া আশ্রয় করে, তাহাদের মুক্তিলাভের সম্ভাবনা নাই। যাহারা বিদ্যারূপ কুঠারকে সাধুসঙ্গরূপ পাষাণ দ্বারা সুশাণিত করিয়া, তদ্দ্বারা মমতাতরু ছেদন করে, তাহারাই সেই পথে গমন করিয়া, ব্রহ্মরূপ কাননে উপনীত হয়। ঐ কানন অতীব শীতল; সর্ব্বথা রজোহীন ও কণ্টকবিহীন। উহাতে উপনীত হইলে, বৃত্তিবর্জ্জিত হইয়া, পরমপ্রজ্ঞা ও নির্বৃতি, উভয়ই প্রাপ্ত হওয়া যায়। রাজন্! তুমি বা আমি, আমরা কেহই ভূতেন্দ্রিয়ময় অথবা স্থূলভাবাপন্ন নহি। আবার, আমরা তন্মাত্রও নহি এবং মনোময়ও নহি। রাজেন্দ্র! আমাদের উভয়ের মধ্যে কাহাকেই বা প্রকৃতিময় দেখিতেছি? যেহেতু, ক্ষেত্রজ্ঞ প্রকৃতির অতীত এবং পঞ্চভূতের সমবায়ে নির্ম্মিত পদার্থমাত্রেই গুণময় অর্থাৎ প্রকৃতির বিষয়ীভূত। মশক ও উডুম্বর; ইষিকা ও মুঞ্জ এবং মৎস্য ও জল, ইহারা এক হইলেও যেমন পৃথগ্‌ভূত, ক্ষেত্র ও আত্মারও তদ্রূপতা লক্ষিত হইয়া থাকে।

অলর্ক কহিলেন, ভগবন্! আপনার প্রসাদে আমার ঈদৃশ উৎকৃষ্ট জ্ঞান আবির্ভূত হইল। ইহার দ্বারা আমার প্রধান ও চিচ্ছক্তি বিবেক সমুদ্ভাবিত হইয়াছে। কিন্তু মন বিষয়ে আক্রান্ত হওয়াতে, স্থৈর্য্যলাভে সমর্থ হইতেছে না এবং প্রকৃতির বন্ধন হইতে কিরূপে মুক্ত হইব, তাহাও জানিতে পারিতেছি না। কি করিলে, আর পুনর্জ্জন্ম হইতে পারে না; কি উপায়েই বা নির্গুণতা লাভ হইয়া থাকে; কিরূপ অনুষ্ঠান করিলেই বা শাশ্বতস্বরূপ ব্রহ্মে একবারেই মিলিত হইতে পারা যায়, তাদৃশ যোগ সম্যগ্রূপে আমাকে উপদেশ করুন। আপনি পরমজ্ঞানী। আমিও প্রণতি সহকারে আপনার নিকট সবিনয়ে এ বিষয়ে প্রার্থনা করিতেছি। দেখুন, আপনার ন্যায় সাধুর সংসর্গ স্বভাবতই মনুষ্যমাত্রের উপকারী।

ইতি প্রশ্ন নাম অষ্টত্রিংশ অধ্যায়

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়।

দত্তাত্রেয় কহিলেন, যোগমার্গে প্রবৃত্ত হইয়া, জ্ঞানলাভ সহকারে অজ্ঞানের সহিত যে বিয়োগ সংঘটিত হয়, তাহারই নাম মুক্তি। আর, প্রাকৃতিক গুণ সকলের সহিত কোনরূপে ঐক্যস্থাপন না, করাই সাক্ষাৎ ব্রহ্মের সহিত একতা, বলিয়া থাকে। রাজন্! যোগ হইতে মুক্তিলাভ হয়, সম্যগ্জ্ঞান হইতে যোগ সমুদ্ভাবিত হয়, দুঃখ হইতে সম্যগ্জ্ঞানের আবির্ভাব হয় এবং চিত্ত মমতায় আসক্ত হইলেই, দুঃখের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই কারণে মুক্তিকাম পুরুষ সর্ব্বপ্রযত্নে বিষয়াসক্তি ত্যাগ করিবেন। বিষয়াসক্তির পরিহার হইলেই, আমার, এই জ্ঞানেরও পরিহার হইয়া থাকে। মমতাহীন হইলেই, সুখসংঘটন হয় এবং বৈরাগ্যের উদয় হইলেই, সংসারের ক্ষণভঙ্গুরতা ও অসারতা প্রভৃতি দোষ সকল সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। জ্ঞান হইতে যেমন বৈরাগ্যের জন্ম হয়, জ্ঞানও তেমনি বৈরাগ্যমূলক।

তাহারই নাম গৃহ, যেখানে বাস করা যায়; তাহারই নাম ভোজ্য, যাহা দ্বারা প্রাণধারণ হয়; সেইরূপ, তাহারই নাম জ্ঞান, যাহা দ্বারা মুক্তিলাভ হয়; ইহার অন্যথা হইলেই, অজ্ঞান, বলিয়া থাকে। রাজন্! পাপ ও পুণ্যের উপভোগ হইলে, নিত্য কর্ত্তব্য সকলের নিষ্কাম অনুষ্ঠান করিলে এবং পূর্ব্বার্জ্জিত কর্ম্মের ক্ষয় হইলে ও অপূর্ব্ব কর্ম্মের সঞ্চয় করিলে, বারম্বার শরীরের আর বন্ধন সংঘটিত হয় না। রাজন্! এই যে তোমাকে বলিলাম, ইহারই নাম যোগ। এই যোগ প্রাপ্ত হইলে, যোগী ব্যক্তি নিত্যস্বরূপ ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কাহাকে আশ্রয় করেন না।

প্রথমে আত্মা দ্বারা আত্মাকে জয় করিবে। কেন না, এই আত্মা যোগিগণের দুর্জ্জয়। ইহার জয়ে যত্ন করিবে। তাহার উপায় বলিতেছি, শ্রবণ কর।

প্রাণায়াম দ্বারা দোষ সকল, ধারণা দ্বারা পাপ সকল, প্রত্যাহার দ্বারা বিষয় সকল ও ধ্যান দ্বারা অনীশ্বর গুণ সকল দগ্ধ করিবে।

যেমন দগ্ধ করিলে, পর্ব্বতজাত ধাতু সকলের দোষ নিরাকৃত হয়, সেইরূপ প্রাণবায়ু জয় করিলে, ইন্দ্রিয়জনিত দোষ সকল দগ্ধ হইয়া থাকে।

যোগবিৎ ব্যক্তি প্রথমে প্রাণায়ামসাধনে প্রবৃত্ত হইবেন। প্রাণ ও অপান এই উভয় বায়ুর নিরোধকেই প্রাণায়াম বলিয়া থাকে। প্রাণায়াম ত্রিবিধ; লঘু, মধ্য ও উত্তরীয়। অলর্ক! ইহার প্রমাণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। লঘু প্রাণায়াম দ্বাদশমাত্রাবিশিষ্ট; মধ্যম প্রাণায়াম তাহার দ্বিগুণ এবং উত্তরীয় প্রাণায়াম তাহার ত্রিগুণ, এইরূপ কথিত হইয়াছে।

নিমেষ ও উন্মেষ এই উভয়ের যে সময়, তাহাই মাত্রার কাল। প্রথম প্রাণায়াম দ্বারা স্বেদ

জয় করিবে; দ্বিতীয় দ্বারা বেপথু, তৃতীয় প্রাণায়াম দ্বারা বিষাদ ইত্যাদি দোষ সকল যথাক্রমে জয় করিতে হইবে। সিংহ, শার্দূল ও হস্তী সকল যেরূপ সেবা দ্বারা মৃদুভাব অবলম্বন করে, প্রাণও সেইরূপ পরিচর্য্যাসহকারে যোগির বশীভূত হইয়া থাকে।

হস্তিপক যেমন বশীভূত মত্ত গজকেও ইচ্ছানুসারে চালনা করে; সেইরূপ প্রাণ সাধিত হইলে, যোগী স্বচ্ছন্দে তাহা দ্বারা আপনার মনোমত কার্য্য করাইয়া লইতে পারেন। সিংহ সাধিত হইলে, যেমন মৃগদিগকে বিনাশ করে, মনুষ্যকে নহে; তদ্বৎ বায়ু সিদ্ধ হইলে, কিল্বিষেরই ক্ষয় হয়, শরীরের নহে। সেইজন্য যোগী পুরুষ সবিশেষ উদ্যম সহকারে প্রাণায়ামপরায়ণ হইবেন।

অধুনা, প্রাণায়ামের অবস্থাচতুষ্টয় বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। উহার সাধনা করিতে পারিলে, মুক্তিফললাভ হইয়া থাকে। রাজন্! ধ্বস্তি, প্রাপ্তি, সম্বিৎ ও প্রসাদ, এই চারিটি প্রাণায়ামের অবস্থা। এক্ষণে ইহাদের প্রত্যেকের স্বরূপ অনুক্রমে বলিতেছি, শ্রবণ কর।

যে অবস্থায় দুষ্ট ও অদুষ্ট কর্ম্ম সকলের ফল সংক্ষেপে সঙ্ঘটিত হয় এবং তৎসহকারে অন্তঃকরণের মলিনতাপরিহার হইয়া থাকে, তাহার নাম ধ্বস্তি।

যে অবস্থায় যোগী পুরুষ লোভ ও মোহ হইতে সমুত্থিত ঐহিক ও পারত্রিক কামসমূহকে সর্ব্বদা স্বয়ং নিরুদ্ধ করিয়া থাকেন, তাহার নাম প্রাপ্তি।

যে অবস্থায় যোগী জ্ঞানের আধিক্যবশতঃ চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ ও নক্ষত্রগণের সমান প্রভাব লাভ করিয়া, ভূত ও ভবিষ্যৎ এবং অদৃশ্য ও অতিদূরস্থ বিষয় অবগত হইয়া থাকেন, তাহার নাম সম্বিৎ।

আর যাহা দ্বারা যোগীর মন, পঞ্চ বায়ু, ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের বিষয় সমুদয় প্রসাদ অর্থাৎ শুদ্ধি লাভ করিয়া থাকে, তাহার নাম প্রসাদ।

রাজন্! প্রাণায়ামের লক্ষণ এবং যোগচর্য্যাতে প্রবৃত্ত হইলে, তাহার যেরূপ আসন বিহিত, তৎসমস্ত বলিতেছি, শ্রবণ কর। পদ্মাসন, অর্দ্ধাসন, স্বস্তিকাসন, ইত্যাদি আসন আশ্রয় করিয়া, মনে মনে প্রণবজপসহকারে যোগচর্য্যায় প্রবৃত্ত হইবে। সমভাবে সমাসনে আসীন হইয়া, চরণদ্বয় সংহৃত, বদন সংবৃত ও উরুদ্বয় সম্যগ্রূপে অগ্রভাগে বিষ্টব্ধ করিয়া, প্রযতচিত্তে এরূপে অবস্থিতি করিবে, পাণিযুগল দ্বারা যেন লিঙ্গবৃষণ স্পৃষ্ট না হয়। তৎকালে মস্তক কিঞ্চিৎ উন্নমিত করিতে হইবে। দন্ত দ্বারা দন্তসকলেরও যেন সংস্পর্শ না ঘটে। একমাত্র স্বকীয় নাসিকার অগ্রভাগ অবলোকন করিবে। তদ্ব্যতীত, কোন দিকেই যেন দৃষ্টিপাত না হয়। তদবস্থায় রজোগুণ দ্বারা তামসিক বৃত্তির ও সত্ত্বগুণ দ্বারা রাজস বৃত্তির সম্বরণপূর্ব্বক, একমাত্র নির্ম্মল তত্ত্বে অবস্থিতি করিয়া, যোগবিৎ পুরুষ যোগাভ্যাসে সন্নিবিষ্ট হইবেন।

সমবয় ক্রমে ইন্দ্রিয়দিগকে ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে মন ও প্রাণাদির সহিত নিগৃহীত করিয়া, প্রত্যাহারে প্রবৃত্ত হইবে। কচ্ছপ যেমন আপনার সমুদয় অঙ্গ প্রত্যাহৃত করে, সেইরূপে কাম সকল প্রত্যাহরণ করিয়া, একমাত্র আত্মাতেই সর্ব্বদা আসক্ত ও একাগ্র হইয়া, অবস্থিতি করিলে, আত্মাকে আত্মা দ্বারা দেখিতে পাওয়া যায়। জ্ঞানবান্ যোগী কণ্ঠ হইতে নাভি পর্য্যন্ত বাহ্য ও আভ্যন্তর শৌচ নিষ্পাদনপূর্ব্বক দেহ পূরণ করিয়া, প্রত্যাহার অভ্যাস করিবেন।

আত্মা সংযত করিয়া, যোগসাধনে সংসক্ত হইলে, যোগির সমুদয় দোষ বিনষ্ট হয়; নিরতিশয় শান্তি উপস্থিত হয়; প্রাকৃত গুণ সমুদায় ও পরব্রহ্ম ইহাদের পরস্পর পৃথক্রূপে দর্শন হয় এবং ব্যোমাদি পরমাণু ও সর্ব্বপাপবিমুক্ত শুদ্ধস্বরূপ আত্মাকেও তিনি প্রত্যক্ষ অবলোকন করেন।

এইরূপে যোগী পুরুষ আহারসংযমসহকারে প্রাণায়ামপরায়ণ হইয়া, ধীরে ধীরে যোগভূমি জয় করিয়া, স্বকীয় গৃহের ন্যায় তাহাতে আরোহণ করিবেন। এইরূপে ভূমি জয় করিতে না পারিলে, তদ্দ্বারা কাম ক্রোধাদি দোষ সমুদয়, ব্যাধি সমস্ত ও মোহ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। সেইজন্য ভূমি জয় না করিয়া, তাহাতে আরোহণ করিবেন না। যাহা দ্বারা পঞ্চ প্রাণ আয়ত্ত বা সংযত হয়, তাহার নাম প্রাণায়াম। যাহা দ্বারা মনকে ধারণ অর্থাৎ স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, আত্মদর্শন

করা যায়, তাহার নাম ধারণা। যতাত্মা পুরুষগণ ইন্দ্রিয়দিগকে যে অবস্থায় স্ব স্ব বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া থাকেন, তাহার নাম প্রত্যাহার। যোগপরায়ণ পরমর্ষিগণ এ বিষয়ে যে উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহার অনুসরণ করিলে, যোগির দেহে ব্যাধি প্রভৃতি দোষ সমুদয় প্রাদুর্ভূত হইতে পারে না। জলার্থী ব্যক্তিরা যেমন যন্ত্র-নালাদির সাহায্যে ধীরে ধীরে জল পান করে, যোগী সেইরূপ শ্রমজয়সহকারে বায়ু পান করিবেন।

প্রথম নাভিতে, পরে হৃদয়ে, অনন্তর বক্ষস্থলে, তৎপরে যথাক্রমে কণ্ঠে, মুখে, নাসিকার অগ্রভাগে, নেত্রে, ভ্রূমধ্যে, মস্তকে এবং সর্ব্বশেষে সেই পরাৎপর ব্রহ্মে, এইরূপ দশবিধ ধারণা উল্লিখিত হইয়াছে। এই দশবিধ ধারণা প্রাপ্ত হইলে, সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপতা লাভ করিতে পারা যায়। তাহার আর মৃত্যু হয় না, জরা হয় না, শ্রম, ক্লম ও অবসাদও দূর হইয়া যায়। তখন সে তুরীয় পদে অবস্থিতি করে; ইহারই নাম যোগভূমি। এই যোগভূমি সপ্তবিধ; ইহাতে আরোহণ করিলে, ব্রহ্মপদ প্রাপ্তি হয়, সন্দেহ নাই। ক্ষুধা, শ্রান্তি ও ব্যাকুলচিত্ততা এই সকল উপদ্রব সত্ত্বে যোগী কখন আদরসহকারে যোগচর্য্যায় প্রবৃত্ত হইবেন না। অতিশীত বা গ্রীষ্মকালেও ধ্যান-তৎপর হইয়া, যোগ সাধন করিবেন না।

অগ্নি ও জল সমীপে, কোলাহলপূর্ণ প্রদেশে, জীর্ণ গোষ্ঠে, চতুষ্পথে, শুষ্কপত্রনিচয়ে, নদী-তীরে, সরীসৃপপূর্ণ শ্মশানে, যেখানে ভয়ের সম্ভাবনা আছে, তাদৃশ স্থানে, কূপতীরে, অথবা চৈত্য ও বল্মীক নিচয়েও যোগাভ্যাস করিবেন না। সাত্ত্বিক ভাবের সম্যক্ রূপ সিদ্ধি বা প্রস্ফুরণ না হইলে, দেশ কাল বর্জ্জন করিবে। কেন না, অসতের কখন যোগ সাধন হয় না। সেইজন্য তাহা পরিবর্জ্জন করিবে। স্থানগুণে ও কালগুণে মনের ভাবান্তর ও তৎসহকারে বিশুদ্ধি ও দৃঢ়তা সম্পন্ন হইয়া থাকে। আবার, মন যখন সত্ত্বগুণের উদ্রেকবশতঃ ব্রহ্মময় হইয়া থাকে, তখন আর দেশকালবিচারণায় প্রয়োজন কি? যে ব্যক্তি মূঢ়তাবশতঃ উল্লিখিত দেশকাল-দৃষ্টিপরিহার-পূর্ব্বক যোগাভ্যাসে প্রবৃত্ত হয়, তাহার যে সকল দোষ উৎপন্ন হইয়া, যোগসাধনের ব্যাঘাত করে, বলিতেছি, শ্রবণ করুন। সে ব্যক্তি বধির হয়, জড় হয়, বোবা হয়, স্মরণশক্তিশূন্য হয়, অন্ধ হয় এবং তাহার সদ্য জ্বর হইয়া থাকে।

যদি প্রমাদবশতঃ এই সকল দোষের উৎপত্তি হয়, তাহাহইলে, ইহাদের শান্তি জন্য যেরূপে চিকিৎসা করিতে হইবে, তাহাও বলিতেছি, শ্রবণ করুন। যবাগুকে অতিমাত্র উষ্ণ করিয়া, স্নিগ্ধ হইলে, ভোজন করিয়া, বাতগুল্ম প্রশান্তির জন্য উদরে ধারণ করিবে। এইরূপে যে যে দেহে রোগ হইবে, সেই সেই দেহেই তাহার উপকারিণী ধারণা ধারণ করিবে। উষ্ণ হইলে শীতধারণা ও শীতল হইলে উষ্ণধারণার অনুসরণ করিবে। স্মৃতিশক্তির লোপ হইলে, মস্তকে কীলক রাখিয়া, কাষ্ঠ দ্বারা সেই কাষ্ঠ তাড়িত করিবে। তাহাহইলে, তৎক্ষণাৎ স্মৃতিশক্তির আবির্ভাব হইবে। বাক্‌শক্তির লোপ হইলে, বাক্যধারণা করিবে; শ্রবণশক্তির লোপ হইলে, শ্রবণেন্দ্রিয়ধারণা করিবে এবং মন চঞ্চল হইলে, তাহাতে সেই প্রলয়কালীন স্থির মহাশৈল ধারণা করিবে। স্মৃতি-শক্তির লোপ হইলে, আকাশ, পৃথিবী, বায়ু ও অগ্নির ধারণা করিবে। অমানুষ সত্ত্ব হইতে সমুদ্-ভূত এই সকল বিঘ্নের এইরূপ চিকিৎসাই বিধিবিহিত। অমানুষ সত্ত্ব যদি যোগির অন্তরে প্রবেশ করে, তাহাহইলে, বায়ু ও অগ্নি ধারণা দ্বারাই তাহাকে দগ্ধ করিতে হইবে। রাজন্! যোগবিৎ ব্যক্তির এইরূপে সর্ব্বান্তঃকরণে শরীর রক্ষা করা কর্ত্তব্য। যেহেতু, এই শরীরই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ সাধনের মূল।

বিস্ময় ও প্রবৃত্তিস্বরূপপরিকীর্ত্তন, এই দ্বিবিধ ঘটনায় যোগীর বিজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া থাকে। এইজন্য প্রবৃত্তি সকল গোপন করিবে। যোগপ্রবৃত্তির এই কয়টী প্রথম চিহ্ন। যথা,—রোগশূন্যতা, অচঞ্চলতা, অনিষ্ঠুরতা, শরীরে সুগন্ধিসঞ্চার, মলমূত্রের অল্পতা, কান্তি, প্রসন্নতা, স্বরের মাধুর্য্য বাগ্মিতা। লোকে অনুরাগসহকারে পরোক্ষে গুণকীর্ত্তন করে এবং কোন প্রাণীই ভীত হয় না;

এরূপ অবস্থাই সিদ্ধির উৎকৃষ্ট লক্ষণ। অতিপ্রচণ্ড শীত ও গ্রীষ্মাদি দ্বারাও যাহার বাধা জন্মে না এবং যে ব্যক্তি অন্যান্য হইতে ভয় পায় না, তাহারই সিদ্ধি উপস্থিত হইয়া থাকে।

ইতি যোগাধ্যায় নাম একোনচত্বারিংশ অধ্যায়।

চত্বারিংশ অধ্যায়।

দত্তাত্রেয় কহিলেন, আত্মা দৃষ্ট হইলে, যোগির যে সকল উপসর্গ প্রাদুর্ভূত হয়, তৎসমস্ত সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। তৎকালে বিবিধ কাম্যক্রিয়া ও মনুষ্যোচিত বিবিধ ভোগ্য বিষয় ভোগে যোগীর অভিলাষ ধাবিত হয়। স্ত্রী, দানফল, বিদ্যা, মায়া, ধন, স্বর্গ, দেবত্ব, ইন্দ্রত্ব, বিবিধ রসায়ন, যজ্ঞ, জল ও অগ্নিতে প্রবেশ করণ, সমুদায় শ্রাদ্ধ ও সমুদয় দান ফল, সমুদায় নিয়ম, ইত্যাদিতেও তাঁহার কামনার সঞ্চার হইয়া থাকে।

মন এইরূপে অভিলাষপরবশ বা কামনার আয়ত্ত হইলে, যোগী যত্নপূর্ব্বক তাহাকে তত্তৎ বিষয় হইতে নিবর্ত্তিত করিবেন। যে যোগী মনকে ঐরূপে নিবৃত্ত করিয়া, ব্রহ্মসঙ্গী করিতে পারেন, তাঁহার উপসর্গ সকল পরাহত হইয়া থাকে।

এই সকল উপসর্গের জয় হইলে, পুনরায় সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে অন্যান্য উপসর্গ সকল প্রাদুর্ভূত হইয়া, যোগীকে আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। তন্মধ্যে প্রাতিভ, শ্রাবণ, দৈব, ভ্রম, আবর্ত্ত, এই পাঁচটী উপসর্গ যোগবিঘ্নের জন্য নিতান্ত উৎকটরূপে প্রাদুর্ভূত হয়। যাহা দ্বারা সমুদায় বেদার্থ, যাবতীয় কাব্যশাস্ত্রার্থ এবং সমুদায় বিদ্যা ও শিল্প যোগীর হৃদয়ে প্রতিভাত হয়, তাহার নাম প্রাতিভ। যাহার দ্বারা অখিল শব্দার্থ পরিজ্ঞাত এবং সহস্র সহস্র যোজন হইতেও শব্দ শ্রুত হইয়া থাকে, তাহার নাম শ্রাবণ। যাহার প্রভাবে যোগী সাক্ষাৎ দেবতার ন্যায় হইয়া, সমুদায় বিশ্ব দর্শন করিতে সমর্থ হন, পণ্ডিতেরা তাহাকে দৈব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যাহার প্রভাবে যোগীর মন সমস্ত-আচার-ভ্রষ্ট ও দোষযুক্ত হইয়া, শূন্যে শূন্যে ভ্রমণ করে, তাহার নাম ভ্রম। আর, যে অবস্থায় জ্ঞানাবর্ত্ত, জলাবর্ত্তের ন্যায়, আকুল হইয়া, মনকে বিনষ্ট করে, তাহার নাম আবর্ত্তনামক উপসর্গ।

সমুদায় দেবযোনি অর্থাৎ যোগী সম্প্রদায় এই সকল মহাঘোর উপসর্গবলে যোগভ্রষ্ট হইয়া, পুনঃ পুনঃ এই সংসারচক্রে আবর্ত্তন করিয়া থাকেন। সেইজন্য যোগী পুরুষ মনোময় শুক্ল কম্বলে সর্ব্বতোভাবে আবৃত হইয়া, চিত্তকে পরব্রহ্মেই একমাত্র নির্ভর করিয়া, তাঁহারই চিন্তা করিবেন।

যোগী সর্ব্বদা যোগযুক্ত হইয়া, ইন্দ্রিয়জয় ও লঘু আহার সহকারে, ভূরাদি সপ্তবিধ সূক্ষ্ম ধারণা মস্তকে ধারণ করিবেন। তিনি ধরিত্রী ধারণ করিলে, তদীয় সুখ লাভে সমর্থ হইবেন। তিনি আত্মাকে ধরিত্রী ভাবিবেন। তাহাহইলে, সেই ধরিত্রীর বন্ধনচ্যুত হইবেন। সেইরূপে, সলিলে সূক্ষ্ম রস, তেজে রূপ, বায়ুতে স্পর্শ ও আকাশে শব্দ, ধারণা করিয়া, ত্যাগ করিবেন। মন দ্বারা সর্ব্বভূতের মনে আবিষ্ট হইলে, মানসী ধারণা ধারণ করিয়া, সূক্ষ্ম মন রূপে সমুৎপন্ন হন। যোগবিৎ পুরুষ এইরূপে সমুদায় ভূতের বুদ্ধিতে আবিষ্ট হইয়া, সূক্ষ্মবুদ্ধি স্বরূপ গ্রহণ করিয়া তাহা ত্যাগ করেন। অলর্ক! যে যোগবিৎ পুরুষ উল্লিখিত সপ্তবিধ সূক্ষ্মভাব সম্যগ্রূপে পরিজ্ঞাত হইয়া, পরিত্যাগ করেন, তাঁহার আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। আত্মবান্ পুরুষ উল্লিখিত সপ্তবিধ ধারণার সূক্ষ্মতা বারম্বার অবলোকন করিয়া, বারম্বার সিদ্ধিত্যাগ করিয়া যাইবেন। কেন না, রাজন্! তিনি যে যে ভূতে অনুরাগবদ্ধ হন, সেই সেই ভূতেই সমাসক্ত হইয়া, বিনষ্ট হইয়া থাকেন। সেইজন্য, পরস্পর সংসক্ত সূক্ষ্ম ভূত সকলকে বিদিত হইয়া, যে দেহী ত্যাগ করিতে পারে, তাহার পরম পদ

প্রাপ্তি হইয়া থাকে। রাজন্! এই সপ্ত সূক্ষ্ম সন্ধানপূর্ব্বক ভূতাদিতে আসক্তি ত্যাগ করিতে পারিলেই, সত্ত্বাবিজ্ঞ পুরুষের মুক্তিসংঘটন হয়। গন্ধাদিতে তাহার সমাসক্তি হইলেই, বিনাশ হইয়া থাকে। তাহাকে নিশ্চয়ই পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয়।

যোগী এই সপ্তবিধ ধারণা অতিক্রম করিলে, ইচ্ছানুসারে তত্তৎ সূক্ষ্ম ভূতে লয় প্রাপ্ত হন এবং দেব, অসুর, গন্ধর্ব্ব, উরগ ও রাক্ষসগণের দেহে লীন হইয়া থাকেন। কিন্তু কুত্রাপি সংসক্ত হন না। অধিক কি, অণিমা, লঘিমা, মহিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্যত্ব, ঈশিত্ব, বশিত্ব, কামাবসায়িত্ব এই অষ্টবিধ নির্ব্বাণসূচক ঐশ্বরিক গুণও তিনি অধিকার করেন। যে অবস্থায় সূক্ষ্ম হইতেও অতিমাত্র সূক্ষ্ম হওয়া যাইতে পারে, তাহার নাম অণিমা। যাহা দ্বারা ক্ষিপ্রকারিতা বা শীঘ্রকারিতার আবির্ভাব হয়, তাহার নাম লঘিমা। যাহা দ্বারা অখিল সংসারের পূজনীয় হওয়া যাইতে পারে, তাহার নাম মহিমা। যাহা দ্বারা কিছুই অপ্রাপ্য হয় না বা থাকে না, তাহার নাম প্রাপ্তি। যাহা দ্বারা সর্ব্বব্যাপী হওয়া যাইতে পারে, তাহার নাম প্রাকাম্যত্ব। যাহা দ্বারা সকলের ঈশ্বর হওয়া যাইতে পারে, তাহার নাম ঈশিত্ব। যাহা দ্বারা সকলকেই বশে রাখা যাইতে পারে, তাহার নাম বশিত্ব। ইহাই যোগির সপ্তম গুণ। আর যাহা দ্বারা যেখানে বা যেরূপ ইচ্ছা, সেইখানেই থাকা বা সেইরূপই করা যাইতে পারে, তাহার নাম কামাবসায়িতা। ফলতঃ যোগী পুরুষ এই অষ্টবিধ গুণের সাহায্যে সাক্ষাৎ ঈশ্বরের ন্যায়, কার্য্য করিতে পারেন। এই সকল গুণের আবির্ভাব হইলেই, বুঝিতে হইবে, যোগির মুক্তির আর বিলম্ব নাই। তাঁহার নির্ব্বাণ শান্তিও উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহার আর জন্মও হইবে না, মৃত্যুও হইবে না, ক্ষয়ও হইবে না, বৃদ্ধিও হইবে না; অন্য কোনরূপ পরিণাম বা বিকৃতিও হইবে না; তিনি আর ভূরাদি ভূতবর্গ হইতেও ছেদ, ভেদ, ক্লেদ, দাহ বা শুষ্কতা প্রাপ্ত হইবেন না। রূপ, রস ও গন্ধাদিও আর তাঁহাকে আয়ত্ত বা বশীকৃত করিতে পারিবে না। তাঁহার আর শব্দাদি বিষয়সম্পর্কের লেশমাত্র থাকিবে না। তিনি আর তাহার ভোগও করিবেন না। তাহাদের সহিত আর তাঁহার কোনপ্রকার সংস্রবও থাকিবে না। তিনি এইরূপে জন্ম, জরা, মৃত্যু, ভাব, অভাব, সুখ, দুঃখ, সকলেরই অধিকারবহির্ভূত হইবেন। রাজন্! যেমন কনক-খণ্ডকে, অপদ্রব্যের ন্যায়, অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া, দোষশূন্য করিলে, দ্বিতীয় কনক-খণ্ডের সহিত তাহার যোগ হইয়া যায়, কোনরূপে আর পার্থক্য থাকে না, সেইরূপ যোগরূপ অগ্নি দ্বারা রাগ দ্বেষাদি দোষ সমস্ত দগ্ধ হইলে, যোগীও ব্রহ্মের সহিত একবারেই মিলিত হন। আর তাঁহাকে পৃথক ভাবে থাকিতে হয় না। যেমন অগ্নিতে অগ্নি নিক্ষেপ করিলে, তাহার সমানত্ব প্রাপ্তি হয় এবং তৎসহকারে তদাখ্য ও তন্ময় হওয়াতে, আর তাহাকে সেই অগ্নি হইতে পৃথক্ বলিয়া বুঝিতে পারা যায় না, সেইরূপ দোষসমূহ দগ্ধ হইলে, ব্রহ্মের সহিত যখন সংমিলিত হন, তখন যোগীকে আর কখন পৃথক্ ভাব ভোগ করিতে হয় না। রাজন্! জল যেমন জলে নিক্ষিপ্ত হইলে, একতা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ যোগীর আত্মা পরমাত্মায় সাম্যলাভ করিয়া থাকে।

ইতি যোগসিদ্ধি নাম চত্বারিংশ অধ্যায়।

একচত্বারিংশ অধ্যায়।

অলর্ক কহিলেন, ভগবন্! যোগীরা কিরূপ আচারপদ্ধতির অনুসরণ করিবেন এবং যেরূপে ব্রহ্মবর্শ্মের অনুসারী হইলে, অবসন্ন হইতে না পারেন, তাহা যথাযথ শ্রবণ করিতে অভিলাষ জন্মিয়াছে।

দত্তাত্রেয় কহিলেন, মহারাজ! মান ও অপমান এই দুইটী লোকমাত্রেরই প্রাপ্তি ও উদ্বেগের হেতু। ইহারা উভয়ে যোগিগণের নিকট বিপরীতার্থ হইলেই, তাঁহাদের সিদ্ধিসাধন করিয়া থাকে। অর্থাৎ মান ও অপমান ইহাদিগকে বিষ ও অমৃত বলিয়া থাকে। তন্মধ্যে অপমান অমৃত ও মান বিষ। যোগী এইরূপ বুঝিতে পারিলেই, সিদ্ধিলাভে সমর্থ হন।

যোগী ভালরূপ না দেখিয়া, পদক্ষেপ করিবেন না; বস্ত্র দ্বারা পবিত্র না করিয়া, জলপান করিবেন না; সর্ব্বদা সত্যপূত বাক্য প্রয়োগ ও বুদ্ধি সহায়ে ভালরূপে বিচার করিয়া চিন্তা করিবেন। সহসা কোন কার্য্য করিবেন না। আতিথ্য, শ্রাদ্ধ, যজ্ঞ, যাত্রা ও মহোৎসবে কখন কোথাও যাইবেন না। সিদ্ধির জন্য মহাজনেরও আশ্রয় লইবেন না। গৃহিদিগের গৃহ যখন ধূমশূন্য ও অগ্নিশূন্য হইবে এবং যখন গৃহস্থিত ব্যক্তিগণ সকলেই ভোজন করিয়া, নিশ্চিন্ত হইয়াছেন, দেখিবেন, তখনই যোগবিৎ ব্যক্তি ভিক্ষা করিতে যাইবেন। লোকে যাহাতে অবমাননা বা পরিভব করে, সেইরূপ বিধানে প্রবৃত্ত হইয়া, সাধুগণের সেবিত পদবী কোনরূপে দূষিত না করিয়া, বিচরণ করিবেন।

গৃহস্থগণের ও যাযাবরদিগের গৃহেই ভিক্ষা করিবে। তন্মধ্যে প্রথমা বৃত্তিই শ্রেষ্ঠ বলিয়া, উপদিষ্ট হইয়াছে। লজ্জাশীল, শ্রদ্ধাসম্পন্ন, দমগুণবিশিষ্ট, শ্রোত্রিয় ও মহাত্মা, বিশেষতঃ, কোনরূপ দোষাশ্রিত বা পতিত নহে, এরূপ গৃহস্থগণের গৃহেই ভিক্ষা করিবেন। বিবর্ণগণের নিকট ভিক্ষা করা জঘন্য বৃত্তি বলিয়া থাকে। যবাগু, তক্র, দুগ্ধ, যাবক, ফল, মূল, প্রিয়ঙ্গু, কর্ণ, পিণ্যাক শক্তু, এই সকলই যোগির পবিত্র খাদ্য ও সিদ্ধি বিধান করিয়া থাকে। অতএব এই সকল দ্রব্য ভিক্ষা করিবে এবং পরম সমাহিত ও ভক্তিমান্ হইয়া, তাহাই উপযোগ করিবে। ভোজন করিবার পূর্ব্বে মৌনী ও সমাহিত হইয়া, প্রাণায়, এইপ্রকার বাক্য প্রয়োগ করিয়া, প্রথমে একবার জলপান করিবে। ইহার নাম যোগির প্রথম আহুতি, বলিয়া থাকে। পরে যথাক্রমে অপানায়, সমানায়, উদানায় ও ব্যানায় বলিয়া দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম আহুতি প্রদান করিবেন। অনন্তর প্রাণায়াম দ্বারা পৃথক্ করিয়া ইচ্ছানুসারে শেষ ভোজন করিবেন। পুনরায় আর একবার জলপানপূর্ব্বক আচমন করিয়া, হৃদয় স্পর্শ করিবেন। অচৌর্য্য, ব্রহ্মচর্য্য, ত্যাগ, অলোভ ও অহিংসা এই পাঁচটী ভিক্ষুগণের ব্রত; আর অক্রোধ, গুরুসেবা, শৌচ, আহারলাঘব এবং নিত্য বেদপাঠ এই পাঁচটী তাঁহাদের নিয়ম বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে।

যাহা সকলের সারস্বরূপ এবং যাহা দ্বারা কার্য্যসিদ্ধি হইয়া থাকে, তাদৃশ জ্ঞানেরই চর্চ্চা বা আলোচনা করিবেন। কেন না, জ্ঞানের বহুত্ব অর্থাৎ নানাপ্রকার জ্ঞানের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে, যোগের বিঘ্ন হইয়া থাকে।

যিনি, ইহা জ্ঞেয়, ইহা জ্ঞেয়, করিয়া, তজ্জন্য উৎসুক হইয়া বেড়ান; তিনি কল্পসহস্রেও প্রকৃত জ্ঞেয়পদার্থ লাভ করিতে পারেন না।

সঙ্গত্যাগ, ক্রোধজয়, ইন্দ্রিয়সংযম ও আহারলাঘব করিয়া, বুদ্ধি দ্বারা দ্বারবিধানপুরঃসর মনকে ধ্যানে নিবিষ্ট করিবেন। গুহা, বন ও জনশূন্য প্রদেশ সকল আশ্রয় করিয়া, নিত্য উদ্যুক্ত বা সমাহিত হইয়া, সর্ব্বদা সম্যগ্রূপে ধ্যানধারণায় প্রবৃত্ত হইবেন। বাগ্দণ্ড, মনোদণ্ড ও কর্ম্ম-

দণ্ড এই ত্রিবিধ দণ্ড যাঁহার আয়ত্ত, তিনিই ত্রিদণ্ডী এবং তিনিই মহাযতি। এই দৃশ্যমান স্থাবর-জঙ্গমাত্মক গুণাগুণময় সমুদায় জগৎ যিনি আত্মময় ভাবেন; রাজন্! কেইবা তাঁহার প্রিয়, আর কেইবা তাঁহার অপ্রিয়? যাঁহার বুদ্ধি বিশুদ্ধ হইয়াছে, যাঁহার লোষ্ট্র কাঞ্চনে সম জ্ঞান জন্মিয়াছে এবং যিনি সর্ব্বভূতে সমাহিত হইয়া, সকলের আধারস্থানীয়, নিত্য অব্যয় ব্রহ্মকেই বিরাজমান অবলোকন করেন, তাঁহার আর পুনরায় জন্ম হয় না। সমুদায় বেদ ও সর্ব্ববিধ যজ্ঞ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সেই যজ্ঞ অপেক্ষা আবার জপ শ্রেষ্ঠ, জপ অপেক্ষা জ্ঞানমার্গ শ্রেষ্ঠ এবং সেই জ্ঞানমার্গ অপেক্ষাও আবার যাহাতে সঙ্গ ও রাগ এই উভয়ের সম্পর্ক নাই, তাদৃশ ধ্যানই শ্রেষ্ঠ। এই ধ্যান আবিষ্কৃত হইলে, নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মের উপলব্ধি হইয়া থাকে। সমাহিত, ব্রহ্মনিষ্ঠ, অপ্রমত্ত, শুচি, ঐকান্তিক অনুরাগ সম্পন্ন, জিতেন্দ্রিয় ও আত্মবান্ হইয়া, এই যোগ লাভ করিলে, আত্মায় আত্মার যোগ হইয়া, মোক্ষপ্রাপ্তি হয়।

ইতি যোগিচর্য্যা নাম একচত্বারিংশ অধ্যায়।

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়।

দত্তাত্রেয় কহিলেন, যে যোগী উল্লিখিত বিধানে সম্যগ্‌রূপে যোগযুক্ত হইয়া, অবস্থিতি করেন, শত শত জন্মান্তরে তাঁহাকে আর স্বপদ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করাইতে পারে না। যিনি বিশ্বরূপ, বিশ্বের ঈশ্বর, বিশ্বের কারণ, বিশ্বের অধিষ্ঠান ও বিশ্বের শিরঃস্বরূপ এবং বিশ্বের বহনকর্ত্তা, অথবা যাঁহার সহস্র সহস্র মস্তক, পাদ ও গ্রীবা, সেই প্রত্যক্ষস্বরূপ পরমাত্মাকে দর্শন করিয়া, তাঁহার প্রাপ্তির জন্য, পরমপবিত্র ও বিরাট্‌স্বরূপ ওঁ এই একাক্ষর জপ করিবে। অকার, উকার মকার, এই অক্ষরত্রয় ওঙ্কারের স্বরূপ এবং ইহারাই তাঁহার তিন মাত্রা। এই তিন মাত্রা যথাক্রমে সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণময়। যোগী এই ওঙ্কারের স্বরূপ শ্রবণ ও জপ করিবেন। তাহাই তাঁহার অধ্যয়ন হইবে। এতদ্ভিন্ন, ওঙ্কারের অপর অর্দ্ধমাত্রা আছে। তাহা উল্লিখিত গুণত্রয়ের অতীত এবং ঊর্দ্ধে সংস্থিত। গান্ধারনামক স্বরের সংশ্রয়বশতঃ তাহার নাম গান্ধারী হইয়াছে। উহার গতি ও স্পর্শ পিপীলিকার ন্যায়। উহা মস্তকে লক্ষিত হইয়া থাকে। ওঙ্কার প্রযোজিত হইয়া, যেমন মস্তকে প্রতিগমন করে, তেমনি যোগী অক্ষরে অক্ষরে ওঙ্কারময় হইয়া থাকেন। প্রাণ ধনু, আত্মা শর ও ব্রহ্ম বেধ্যস্বরূপ। অপ্রমত্ত হইয়া, শরের ন্যায়, সেই ব্রহ্মকে বিদ্ধ করিলে, তন্ময় হওয়া যায়। ওম্ এই অক্ষরই তিন বেদ, তিন লোক, তিন অগ্নি, ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহাদেব ভেদে তিন দেবতা এবং সাক্ষাৎ ঋক্, সাম ও যজুঃ স্বরূপ। পরমার্থতঃ ওঙ্কারের সার্দ্ধ তিন মাত্রা, জানিবে। যে যোগী তাহাতে সংসক্ত হন, তিনি তাহাতে লয়প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

অকার ভূর্লোক, উকার ভুবর্লোক এবং মকার স্বর্গলোক বলিয়া, পরিগণিত হয়। ব্রহ্মা প্রথম মাত্রা; দ্বিতীয় মাত্রার নাম অব্যক্ত; তৃতীয় মাত্রা সাক্ষাৎ চিৎশক্তি ও অর্দ্ধমাত্রা পরম পদ অর্থাৎ ব্রহ্মপদ। এইপ্রকার ক্রমানুসারেই ইহাদিগকে যোগভূমি বলিয়া, অবগত হইবেন। ওম্ এই অক্ষর উচ্চারণ করিলেই, যাবতীয় সৎ অসৎ পরিগৃহীত হইয়া থাকে। প্রথম মাত্রা হ্রস্বস্বরূপ; দ্বিতীয় মাত্রা দীর্ঘস্বরূপ ও তৃতীয় মাত্রা প্লুতস্বরূপ; আর অর্দ্ধমাত্রার স্বরূপাদি নির্ব্বাচন করা সাধ্যায়ত্ত নহে। এইরূপে যিনি ওঙ্কারাভিধেয় অক্ষরস্বরূপ পরব্রহ্মকে সম্যক্ রূপে অবগত ও তাঁহার ধ্যানে সংসক্ত হন, তিনি সংসারচক্র অতিক্রম ও ত্রিবিধ বন্ধন পরিহার করিয়া, সেই পরমাত্মস্বরূপ পরম ব্রহ্মেই লয় পাইয়া থাকেন। তাঁহার কর্ম্মবন্ধন ক্ষয় না হইলে, তিনি অরিষ্ট

দ্বারা মৃত্যু অবগত ও মৃত্যুর পর জাতিস্মর হইয়া, পুনরায় যোগী হইয়া থাকেন। অতএব যোগসিদ্ধ হউক বা না হউক, অরিষ্ট সকল অবগত হওয়া কর্ত্তব্য। তাহাহইলে, মৃত্যুসময়ে অবসন্ন হইতে হয় না।

ইতি ওঙ্কারস্বরূপকথন নাম দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়।

দত্তাত্রেয় কহিলেন, মহারাজ! আমি আপনার নিকট অরিষ্ট সমুদয় বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। যোগবিৎ তৎসমস্ত সন্দর্শনমাত্র নিজের মৃত্যু অবগত হয়েন।

যে ব্যক্তি দেবমার্গ, ধ্রুব, শুক্র, চন্দ্র, নিজের ছায়া, অরুন্ধতী, এই সকলকে দেখিতে পায় না, তাহার সম্বৎসর পরেই মৃত্যু হইয়া থাকে। সূর্য্যবিম্বকে রশ্মিশূন্য ও অগ্নিকে অংশুমালী দর্শন করিলে, একাদশ মাসের অধিক আর জীবিত থাকিতে হয় না। যে ব্যক্তি স্বপ্নে বমি, মল ও মূত্র এই সকলে স্বর্ণ বা রজত প্রত্যক্ষ করে, সে দশমাস জীবিত থাকে। প্রেত ও পিশাচাদি, গন্ধর্ব্বনগর এবং সুবর্ণবর্ণ বৃক্ষ সকল দর্শন করিলে, নয় মাস বাঁচিয়া থাকে। যে ব্যক্তি অকস্মাৎ স্থূল থাকিয়া কৃশ হয়; আবার কৃশ থাকিয়া স্থূল হয়; তাহার আয়ু আটমাস পরেই প্রকৃতিভ্রষ্ট হইয়া থাকে। পাংশু ও কর্দ্দমে পদক্ষেপ করিলে, যাহার পার্ষ্ণি বা পায়ের সম্মুখভাগের চিহ্ন খণ্ডাকারে তাহাতে লক্ষিত হয়, সে সাত মাস বাঁচিয়া থাকে। যাহার মস্তকে গৃধ্র, কপোত, কাকোল, বায়স অথবা অন্য কোন মাংসাশী পক্ষী উড়িয়া বসে, সে ছয় মাস বাঁচিয়া থাকে। কাকপঙ্‌ক্তি ও পাংশুবৃষ্টি দ্বারা আহত হইলে এবং নিজের ছায়া বিপরীত দেখিলে, চারি পাঁচ মাস বাঁচিয়া থাকে। যে ব্যক্তি বিনামেঘে দক্ষিণ দিকে বিদ্যুৎ ও রাত্রিতে ইন্দ্রধনু অবলোকন করে, সে দুই তিন মাস জীবিত থাকে। যে ব্যক্তি ঘৃতে, তৈলে, আদর্শে বা জলে আপনার মূর্ত্তি দেখিতে পায় না অথবা যদি দেখে, মস্তকহীন দেখিয়া থাকে, তাহাকে আর মাসের ঊর্দ্ধ বাঁচিতে হয় না।

রাজন্! যাহার গাত্রে শবসম গন্ধ বাহির হয়, সেই যোগী অর্দ্ধমাস বাঁচেন, জানিবেন। স্নান করিবামাত্র যাহার হৃদয় ও পদ শুষ্ক হইয়া যায় এবং জল পান করিলেও, কণ্ঠশোষ উপস্থিত হয়, সে দশদিন বাঁচিয়া থাকে। বায়ু ছিন্ন ভিন্ন অথবা সঙ্ঘর্ষে প্রবৃত্ত হইয়া, যাহার মর্ম্মস্থান সকল ভেদ করে এবং জল স্পর্শ করিলেও, যাহার লোমাঞ্চ না হয়, তাহার মৃত্যু উপস্থিত, জানিবে। যে ব্যক্তি স্বপ্নে ঋক্ষ ও বানরযানে আরোহণ করিয়া, গান করিতে করিতে দক্ষিণ দিকে প্রস্থান করে, তাহার মৃত্যুর আর কালাকাল নাই। রক্ত-কৃষ্ণবসনধারিণী রমণী স্বপ্নে যাহাকে গান ও হাস্য করিতে করিতে দক্ষিণ দিকে লইয়া যায়, তাহাকেও আর বাঁচিতে হয় না। যে ব্যক্তি স্বপ্নে মহাবল নগ্ন ক্ষপণককে একাকী সহাস্য আস্যে গমন করিতে দেখে, তাহারও মৃত্যু উপস্থিত, জানিবে। যে ব্যক্তি স্বপ্নে আপনার দেহকে মস্তকতল পর্য্যন্ত পঙ্কসাগরে নিমগ্ন অবলোকন করে, তাহার সদ্য মৃত্যু হয়। স্বপ্নে কেশ, অঙ্গার, ভস্ম, ভুজঙ্গ ও জলশূন্য নদী দর্শন করিলে, দশদিনের পর একাদশ দিনে মৃত্যু হইয়া থাকে। স্বপ্নে অতীব ভীষণ ও বিকটপ্রকৃতি, কৃষ্ণবর্ণ পুরুষগণ আয়ুধ উদ্যত করিয়া, পাষাণের আঘাত করিলে, সদ্য মৃত্যু হইয়া থাকে। সূর্য্যের উদয়সময়ে শিবা যাহার সম্মুখ, পশ্চাৎ অথবা চতুর্দ্দিক দিয়া গমন করে, তাহারও সদ্য মৃত্যু হয়। ভোজন করিয়া উঠিয়াই, যাহার হৃদয় আবার ক্ষুধায় পীড়িত হয় এবং দন্তঘর্ষ উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহার আয়ু শেষ হইয়াছে, সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি প্রদীপের গন্ধ পায় না; দিবসে বা রাত্রিতে ভীত হইয়া থাকে এবং পরের নেত্রে আপনার প্রতিবিম্ব দেখিতে পায় না, তাহাকেও আর বাঁচিতে হয় না। আত্মবিৎ ব্যক্তি অর্দ্ধরাত্রে ইন্দ্রধনু এবং দিবাভাগে গ্রহদিগকে নিরীক্ষণ করিলে, আপনার

আয়ুর নিশ্চয়ই ক্ষয় হইয়াছে, বুঝিবেন। যাহার নাক বাঁকিয়া যায়, কর্ণদ্বয় নতোন্নত হয় এবং বামনেত্রে জল পড়িয়া থাকে, তাহার আয়ু শেষ হইয়াছে। যখন মুখ রক্তবর্ণ ও জিহ্বা শ্যামবর্ণ হয়, তখন প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বিশেষরূপে জানিবেন, নিজের মৃত্যু আসন্ন হইয়াছে। যে ব্যক্তি স্বপ্নে উষ্ট্র ও গর্দ্দভযানে আরোহণ করিয়া, দক্ষিণ দিকে গমন করে, তাহার সদ্য মৃত্যু জানিবে, তাহাতে সংশয় নাই। যে ব্যক্তি কর্ণদ্বয় পিহিত করিয়া, আপনার শব্দ শুনিতে পায় না এবং যাহার চক্ষুর জ্যোতি নষ্ট হইয়া যায়, তাহাকেও আর বাঁচিতে হয় না। স্বপ্নে গর্ত্তমধ্যে পতিত হইলে, যে ব্যক্তি আর বাহির হইবার দ্বার পায় না, তজ্জন্য গর্ত্ত হইতে উঠিতে পারে না, তাহার জীবনের সেই শেষ, জানিবে। যাহার দৃষ্টি উর্দ্ধে উত্থিত হইয়াছে এবং রক্তবর্ণ ধারণপূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ ঘূর্ণমানা হয়; কোনরূপে স্থির থাকিতে পারে না; যাহার মুখ উষ্মাপূর্ণ ও নাভির গর্ত্ত বিস্তীর্ণ হইয়া থাকে; তাহাকেও অপর দেহ ধারণ করিতে হয়। যে ব্যক্তি স্বপ্নে অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিয়া, আর বাহির হইতে পারে না; অথবা জলমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াও, পুনরায় বহির্গমনে অসমর্থ হয়; তাহাই তাহার জীবনের শেষ। যে ব্যক্তি দিবসে অথবা রাত্রিতে দুষ্ট ভূতগণ কর্ত্তৃক অভিহত হয়; সে নিঃসন্দেহই সাত রাত্রি মধ্যে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি আপনার শ্বেতবর্ণ নির্ম্মল বস্ত্রকে রক্তবর্ণ অথবা কৃষ্ণবর্ণ অবলোকন করে, তাহারও আসন্ন মৃত্যু নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। যাঁহাদের স্বভাবের বৈপরীত্য বা প্রকৃতির বিপর্য্যয় হইয়া থাকে, যম ও অন্তক তাহাদের আসন্ন হইয়াছে, এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হয়।

যাঁহাদের নিকট সর্ব্বদা বিনীত হওয়া উচিত ও যাঁহারা পূজ্যতম বলিয়া পরিগণিত হয়েন, তাঁহাদিগকে যে ব্যক্তি অবজ্ঞা করে বা নিন্দা করে; এবং যে ব্যক্তি দেবগণের পূজায় পরাঙ্মুখ ও গুরু, বৃদ্ধ ও বিপ্রবর্গের নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হয় এবং যে ব্যক্তি পিতা মাতার সৎকার ও জামাতৃগণের সমাদর করে না এবং যে ব্যক্তি যোগিগণের, জ্ঞানবিৎ ব্যক্তিগণের ও অন্যান্য মহাত্মাগণের অসৎকারে প্রবৃত্ত হয়, বিচক্ষণ ব্যক্তিরা জানিবেন, তাহার কাল প্রাপ্ত হইয়াছে।

যোগিরা যত্নপূর্ব্বক সতত অবগত হইবেন, অরিষ্ট সকল সম্বৎসরান্তে ও দিবানিশ ফল দান করিয়া থাকে। তাঁহারা বিশেষরূপে তত্তৎ কালের প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন। ঐ সকল ফল যেমন অতীব ভয়ঙ্কর, তেমনি সকলেরই অনায়াসে বোধগম্য হইয়া থাকে। তত্তৎ ফল, বিশিষ্ট বিধানে সুবিদিত হইয়া, তাহাদের উপস্থিতির সময় সর্ব্বদাই মনে করিয়া রাখিবেন। এইরূপে সমস্ত বিদিত হইয়া, সম্যক্ রূপে ভয়শূন্য স্থান আশ্রয় করিয়া, যোগী যোগে যুক্তচিত্ত হইবেন। তিনি অরিষ্ট দর্শন করিলেই, মরণজনিত ভয় ত্যাগ করিয়া, সেই অরিষ্টের স্বভাবপর্য্যালোচনাপূর্ব্বক যে সময়ে তাহা উপস্থিত হইবে, দিবসের সেই ভাগে যোগযুক্ত হইবেন। সেই দিনের পূর্ব্বাহ্নে, অপরাহ্নে অথবা মধ্যাহ্নে, কিম্বা রজনীযোগে অথবা যে সময়ে সেই অরিষ্ট দর্শন করিয়াছেন, ঠিক সেই সময়েই যোগযুক্ত হইবেন; যাবৎ সেই দিন উপস্থিত না হয়, তাবৎ ঐরূপে যোগচর্য্যা করিবেন। তিনি আত্মসংযমপূর্ব্বক সমুদায় ভয় ত্যাগ ও সেই কাল জয় করিয়া, সেই গৃহেই অথবা অন্য যেখানে থাকিলে, মন স্থির হইতে পারে, সেই স্থলে অবস্থিত হইয়া, গুণত্রয় জয় করত যোগে যুক্তচিত্ত ও পরমাত্মায় একতান অন্তঃকরণে সন্নিবিষ্ট হইবেন এবং আত্মাকে তন্ময় করিয়া, অবশেষে চিদ্বৃত্তিও সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করিবেন। তাহাহইলে, ইন্দ্রিয়ের অতীত, বুদ্ধির অতীত ও বাক্যের অতীত পরম নির্ব্বাণ ভোগ করিতে সমর্থ হইবেন।

অয়ি অলর্ক! আমি আপনার নিকট এই সমুদায় যথার্থবৎ কীর্ত্তন করিলাম। অধুনা যে উপায়ে আপনি ব্রহ্ম লাভ করিবেন, তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি, শ্রবণ করুন। চন্দ্রকান্তমণি চন্দ্রকিরণসংযোগেই জল নিঃসারণ করে; কিরণের সহিত সংযুক্ত না হইলে, কখনই সলিলস্রাবে সমর্থ হয় না; ইহাই যোগির যোগসিদ্ধির উপমা অর্থাৎ যোগী যোগে যুক্তচিত্ত হইলেই, তাঁহার অন্তরে আনন্দরস সঞ্চারিত হয়; যুক্তচিত্ত না হইলে, হয় না।

পুনশ্চ, সূর্য্যকান্তমণি সূর্য্যকিরণসংযোগেই হুতাশন আবিষ্কৃত করে; একাকী কখন পারে না। ইহাও যোগীর অন্যতর উপমা অর্থাৎ যোগের সহিত সংযোগ না হইলে, যোগীর কখন ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার সমুদ্ভাবিত হয় না।

পুনশ্চ, পিপীলিকা, ইন্দুর, নকুল, গৃহগোধা ও কপিঞ্জল ইহারা, যে গৃহে গৃহস্বামী আছে, সেই গৃহেই সচরাচর বাস করিয়া থাকে। গৃহস্বামী বিনষ্ট হইলে, অন্যত্র গমন করে। গৃহস্বামীর বিনাশে ইহাদের কিছুমাত্র দুঃখ উপস্থিত হয় না। ইহাও যোগীর যোগসিদ্ধির অন্যতর উপমা। অর্থাৎ, দেহের পর দেহের আবির্ভাব ও তিরোভাব হইয়া থাকে। ইহা স্বভাবসিদ্ধ নিয়ম; সুতরাং তাহাতে আর মমতা কি? দুঃখ কি? যোগী ইহাই জানিয়া, কোনরূপে মমতার বশ না হইয়া, দেহের কোনরূপ ক্ষয়বিনাশ বশতঃ কোনরূপে ক্ষুণ্ণ বা অবসন্ন না হইয়া, একান্ত চিত্তে যোগসাধন করিবেন।

পুনশ্চ, মৃদ্দেহিকা অর্থাৎ উইপোকা ক্ষুদ্রদেহ হইলেও, অতীব-ক্ষুদ্র মুখের সাহায্যে রাশি রাশি মৃত্তিকা সঞ্চিত করিয়া থাকে; যোগী ইহা দ্বারাও যোগসাধন শিক্ষা করিবেন। অর্থাৎ ব্রহ্ম-সাধন অতীব দুরূহ বা গুরুতর ব্যাপার হইলেও, যোগচর্চ্চারূপ সামান্য উপায়েই তাহা আয়ত্ত করা যাইতে পারে।* এই যোগচর্চ্চাও আবার যতই কেন গুরুতর হউক; অল্পে অল্পে অভ্যাস করিলে, অনায়াসেই কৃতকার্য্য হওয়া যাইতে পারে।

পুনশ্চ, পশু, পক্ষী ও মনুষ্যাদি জীবগণ ফল, পুষ্প ও পত্রশালী বৃক্ষকে বিনষ্ট করিয়া থাকে? ইহা দেখিয়াও যোগিরা সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ যেখানে সমৃদ্ধি, সেইখানেই বিনাশ। তুমি যত বড় ধনী, মানী ও গুণী জ্ঞানী হও না কেন; কাল তোমাকে নিশ্চয় বিনাশ করিবে। এই সকল চিন্তা করিয়া, বৈরাগ্যের উদয় ও তৎসহকারে আত্মাকে আত্মাতে মিলিত করিয়া, যোগসাধনে প্রবৃত্ত হইলে, নির্ব্বাণপ্রাপ্তিরূপ চরমসিদ্ধি সঞ্চিত হইয়া থাকে।

পুনশ্চ, রুরুনামক মৃগশাবকের শৃঙ্গের অগ্রভাগ তিলকাকৃতি হইলেও, তাহার সঙ্গে সঙ্গে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে; ইহা বিশেষরূপে লক্ষ্য রাখিলে, যোগী সিদ্ধি লাভ করেন।

পুনশ্চ, দ্রবপূর্ণ-পাত্র-হস্তে ভূপৃষ্ঠ হইতে অত্যুচ্চ প্রদেশে আরোহণসময়ে লোকের অঙ্গের প্রতি বিশেষরূপে লক্ষ্য রাখিলে, যোগী কি না জানিতে পারেন? লোকে জীবনের জন্য সর্ব্বস্ব নিথাত করিতে যে চেষ্টা করে, তাহা যথাযথ বিদিত হইলে, যোগী কৃতকৃত্য হইয়া থাকেন।

যেখানে বাস করা যায়, তাহাই গৃহ; যাহা দ্বারা জীবনধারণ হয়, তাহাই ভোজ্য; সেইরূপ যাহা দ্বারা অর্থ বিনিষ্পন্ন হয়, তাহাই সুখ; সুতরাং এ বিষয়ে আর মমতা কি?

পুত্র কহিলেন, তখন মহীপতি অলর্ক ভগবান্ দত্তাত্রেয়কে প্রণাম করিয়া, বিনয়াবনত হইয়া, সহর্ষ বচনে বলিতে লাগিলেন, ব্রহ্মন্! সৌভাগ্যক্রমেই আমার শত্রুর পরিভবজনিত ঈদৃশ প্রাণসংশয়কর অত্যুগ্র ভয় উপস্থিত হইয়াছিল! সৌভাগ্যক্রমেই কাশিপতি প্রবলপরাক্রান্ত ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়াছিলেন! যাঁহার উচ্ছেদ বশতঃ আমি এখানে আসিয়াছি এবং যাঁহার প্রভাবে আপনার সঙ্গলাভে সমর্থ হইয়াছি! সৌভাগ্যক্রমেই আমার বল খর্ব্বিত ও ভৃত্য সকল নিহত হইয়াছে! সৌভাগ্যক্রমেই আমার কোষও ক্ষয় প্রাপ্ত ও তৎপ্রযুক্ত ভয় উপস্থিত হইয়াছিল! সৌভাগ্যক্রমেই ভবদীয় পদযুগল মদীয় স্মৃতিপথে সমাগত ও সৌভাগ্যক্রমেই আপনার উক্তি সকল আমার অন্তরে সংস্থিত হইয়াছে! পুনশ্চ, সৌভাগ্যক্রমেই ভবদীয় সমাগম লাভ করিয়া, আমার জ্ঞানও সমুৎপন্ন হইল! ব্রহ্মন্! সৌভাগ্যক্রমেই আপনি আমার প্রতি কারুণ্য বিতরণ করিলেন!

পুরুষের যখন শুভোদয় হয়, তখন অনর্থও অর্থরূপে পরিণত হইয়া থাকে। দেখুন, এই ভয়াবহ বিপদও ভবদীয় সমাগম সংঘটন করিয়া, আমার উপকার সম্পাদন করিল। বলিতে কি, সুবাহু ও কাশিপতি উভয়ে শত্রু হইলেও, আমার উপকারী। দেখুন, ইহাঁদেরই জন্য আমি আপ-

নার অন্তিকে আগমন করিলাম। আপনি যোগিগণেরও ঈশ্বর। আপনার প্রসাদ রূপ অনল-সংযোগে আমার অজ্ঞান-কিবিধ নিঃশেষে দগ্ধ হইয়াছে। এক্ষণে এরূপে যত্ন করিব, যাহাতে আর পুনরায় ঈদৃশ দুঃখভাজন হইতে হইবে না। যাহা বিবিধ বিষম দুঃখরূপ বৃক্ষের বন স্বরূপ, সেই গার্হস্থ আশ্রম ত্যাগ করিব। এক্ষণে এ বিষয়ে আপনার অনুমতি পাইতে ইচ্ছা করি। কেননা, আপনি অতি মহাপুরুষ ও জ্ঞানদাতা।

দত্তাত্রেয় কহিলেন, রাজেন্দ্র! গমন কর। তোমার কল্যাণ হউক। আমি তোমাকে যেরূপ উপদেশ করিলাম, তুমি নির্ম্মল ও নিরহঙ্কার হইয়া, তদনুরূপ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও, নির্ব্বাণমুক্তি লাভ করিবে।

ঋষি এইপ্রকার কহিলে, মহীপতি অলর্ক তাঁহাকে প্রণাম করিয়া, ত্বরান্বিত হইয়া, যেখানে কাশিপতি ও অগ্রজ ভ্রাতা সুবাহু, তথায় সমাগত হইলেন এবং কাশিপতির সমীপে ও সুবাহুর অগ্রে উপনীত হইয়া, সহাস্য বাক্যে বলিতে লাগিলেন, কাশিপতি! তুমি রাজ্যকামুক হইয়াছ। অতএব এই পরমসমৃদ্ধিমান্ রাজ্য স্বয়ং ভোগ কর অথবা সুবাহুকেই সম্প্রদান কর। অথবা তোমার অভিরুচি যেরূপ, তাহাই কর।

কাশিপতি কহিলেন, অলর্ক! তুমি যুদ্ধ না করিয়াই, রাজ্য পরিত্যাগ করিলে। ইহার কারণ কি? ইহা কিন্তু ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম নহে। তুমিও ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম ভালরূপ জান। রাজা অমাত্যদিগকে জয় ও মৃত্যুভয় ত্যাগ করিয়া, শত্রুকে লক্ষ্যরূপে নির্দ্দেশ করিয়া, শর সন্ধান করিবেন এবং বৈরীকে জয় করিয়া, সিদ্ধির জন্য যথাভিলষিত অত্যুৎকৃষ্ট ভোগ সকল সম্ভোগ ও প্রধান প্রধান যজ্ঞ সকলের যাজন করিবেন।

অলর্ক কহিলেন, বীর! আমারও পূর্ব্বে এইরূপ অভিপ্রায় বা ধারণা ছিল। সম্প্রতি তাহার বিপরীত ভাব উপস্থিত হইয়াছে। কারণ শ্রবণ কর। যাবতীয় জীবের সঙ্গ যেমন ভৌতিক, তাহাদের অন্তঃকরণ ও গুণ সকলও তেমনি ভূতের সমবায় মাত্র। একমাত্র চিচ্ছক্তিরূপী ঈশ্বরই সত্য। তদ্ব্যতীত যখন আর কিছুই কিছু নহে, জানিতে পারিয়াছি, তখন রাজন্! শত্রু, মিত্র, প্রভু ও ভৃত্য কল্পনা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? অতএব আমি যখন তোমার ভয়জনিত নিরতিশয় দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া, ভগবান্ দত্তাত্রেয়ের প্রসাদে জ্ঞান লাভ করিয়াছি, তখন ইন্দ্রিয়দিগকে জয় ও সমুদায় সঙ্গ ত্যাগ করিয়া, পরব্রহ্মে সন্নিবিষ্ট করিব। পরব্রহ্মকে জয় করিলেই, সমুদায় জয় করা হইল। যাঁহা ভিন্ন আর কিছুই নাই, তাহাঁর সাধন জন্য অন্য সাধনা করা কর্ত্তব্য। ইন্দ্রিয়-দিগকে সংযত করিলেই, সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। দেখ, আমি তোমার শত্রু নহি, তুমিও আমার বৈরী নহ; এই সুবাহুও আমার অপকারী নহেন। আমি ইহা যথাযথ অবগত হইয়াছি। আপনি এখন অন্য শত্রুর অন্বেষণ করুন।

রাজা সুবাহু তৎকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া, হৃষ্টচিত্তে তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিলেন এবং পরম সৌভাগ্য, এইরূপ কহিয়া, ভ্রাতাকে অভিনন্দন করিয়া, কাশিপতিকে বলিতে লাগিলেন।

ইতি অরিষ্টকথন নাম ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

সুবাহু কহিলেন, নৃপশ্রেষ্ঠ! আমি যেজন্য আপনার শরণাপন্ন হইয়াছিলাম, তাহা আমার সাফল্যেই লাভ হইয়াছে। এক্ষণে গমন করিব, আপনি সুখী হউন।

কাশিরাজ কহিলেন, কিজন্য আপনি আমার শরণাপন্ন হইয়াছিলেন? কি প্রয়োজনই বা আপনার বিনিষ্পন্ন হইল? জানিবার জন্য আমি পরমকৌতূহলসম্পন্ন হইয়াছি। অতএব আপনি আমার নিকট তাহা কীর্ত্তন করুন। অলর্ক আপনার পিতৃপৈতামহিক সুখসমৃদ্ধ রাজ্য বলপূর্ব্বক ভোগ করিতেছিলেন। আপনি আমাকে সেই শত্রু জয় করিয়া দিবার জন্য বিশেষরূপে প্রেরণা করেন। সেই কারণেই আমি আপনার অনুজের ঐ রাজ্য আক্রমণ করিয়া, আপনার বশে আনয়ন করিয়াছি। আপনিও স্বকীয় কুলোচিত ঐ রাজ্য ভোগ করুন।

সুবাহু কহিলেন, কাশিরাজ! যেজন্য আমি ঈদৃশ উদ্যমে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম এবং আপনাকেও অত্যন্ত উদ্যমে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলাম, তাহা শ্রবণ করুন। আমার এই ভ্রাতা তত্ত্ববিৎ হইলেও, গ্রাম্য ভোগে আসক্ত হইয়াছিলেন। আমার অগ্রজ দুই ভ্রাতা বিমূঢ় হইলেও, তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন হইয়াছেন। কেন না, আমাদের জননী বাল্যকালে তাঁহাদের দুই জনের ও আমার মুখে যেমন স্তন্য দিয়াছিলেন, আমাদের তিন জনেরই কর্ণে তেমন তত্ত্বজ্ঞান বিন্যস্ত করিয়াছিলেন। রাজন্! যে যে বিষয় মনুষ্যমাত্রেরই অবশ্য জ্ঞেয় বলিয়া, পরিগণিত হইয়া থাকে, জননী আমাদের তিন জনেরই হৃদয়ে তৎসমস্ত প্রতিভাত করেন; কেবল ইহারই করেন নাই। যেমন এক সার্থগত ব্যক্তিগণের মধ্যে একজন অবসন্ন হইলে, সাধুমাত্রেরই দুঃখ হইয়া থাকে, রাজন্! আমাদেরও সেইরূপ হইয়াছে। কেন না, রাজন্! আমাদের সহিত এই অলর্কের সম্বন্ধ আছে। ইনি এই দেহে আমাদের ভ্রাতৃকল্পনা ধারণ করেন। ইনি গার্হস্থ্য মোহে আচ্ছন্ন হইয়া, অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাহাতেই আমাদের দুঃখ উপস্থিত হয়। সেইজন্যই আমি বিশেষরূপে বিবেচনা করিয়া স্থির করিলাম, দুঃখ হইতেই ইহাঁর বৈরাগ্যভাবনা উপস্থিত হইবে। এইপ্রকার অবধারণ করিয়াই, আমি উদ্যোগের জন্য আপনার আশ্রয়ে উপস্থিত হইয়াছিলাম। তাহাতেই ইহাঁর দুঃখ হইতে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইয়া, বৈরাগ্য সমুদ্ভাবিত করে। ইহাতে আমি কৃতকার্য্য হইয়াছি। আপনার মঙ্গল হউক। আমি চলিলাম। রাজন্! ইনি মদালসার গর্ভে বাস ও সেইরূপে তাহাঁর স্তন পান করিয়াছেন। অতএব অন্য রমণীর পুত্রেরা যে পথের পথিক হইতে পারে না, ইনি সেই পথের পথিক হউন। আমি এই সকল বিচার করিয়া, আপনারে আশ্রয়পূর্ব্বক ঐরূপ অনুষ্ঠান করি। আমার কার্য্যও সিদ্ধ হইয়াছে। এক্ষণে পুনরায় সিদ্ধিলাভের জন্য প্রয়াণ করিব। রাজন্! স্বজন, বান্ধব ও সুহৃৎ অবসন্ন হইলে, যাহারা তাহাদিগকে উপেক্ষা করে, সে সকল ব্যক্তিকে আমার ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট বলিয়াই মনে হয় না; বিকল বলিয়া প্রতীতি হইয়া থাকে। সুহৃৎ, স্বজন ও বন্ধু ইহারা সমর্থ হইলেও, যে ব্যক্তি অবসন্ন হয়, তাহার সেই সুহৃৎ প্রভৃতিই নিন্দাভাজন হইয়া থাকে। তাহাকে কখন নিন্দা করা যাইতে পারে না। রাজন্! আমি আপনার সংসর্গে ঈদৃশ মহৎ কার্য্য সাধন করিয়াছি। অতএব আপনি সুখে থাকুন। আমি গমন করিব। আপনি সাধুগণের অগ্রগণ্য; জ্ঞানভাগী হউন।

কাশিরাজ কহিলেন, আপনি সৎস্বভাব অলর্কের মহান্ উপকার করিলেন। আমার উপকার জন্য কিনিমিত্ত মনোযোগ করিতেছেন না? সাধুর সহিত সাধুর সমাগম অবশ্যই ফলদায়ী হইয়া থাকে, কখনই নিষ্ফল হয় না। এই কারণে আপনার সংসর্গে আমার উন্নতিপ্রাপ্তি সর্ব্বথা যুক্তিযুক্ত।

সুবাহু কহিলেন, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ ইহাদিগকেই পুরুষার্থচতুষ্টয় বলিয়া থাকে।

তন্মধ্যে আপনার ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম সিদ্ধ হইয়াছে। মোক্ষের কেবল অভাব আছে। আমি সেই-জন্ত আপনার নিকট সংক্ষেপে বলিব। আপনি এক মনে শ্রবণ করুন। রাজন্! শ্রবণ করিয়া, সম্যক্ রূপে আলোচনাপূর্ব্বক মুক্তির জন্ত যত্ন করিবেন। মহারাজ! আপনি কখন মমতা ও অহঙ্কারের বশীভূত হইবেন না। সম্যগ্‌রূপে ধর্ম্ম আলোচনা করিবেন। কেন না, লোকে ধর্ম্মাভাবেই নিরাশ্রয় হইয়া পড়ে। আপনা আপনি আলোচনা করিয়াই, বিশেষরূপে জানিবেন, আমি কাহার? রাত্রির অবসানে আলোচনা করিয়া, বাহ্যান্তর্গত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবেন। অব্যক্ত হইতে প্রকৃতি পর্য্যন্ত বিকারহীন, চেতনাহীন, ব্যক্ত বা অব্যক্ত সমুদায় বিষয় অবগত হইবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাও জানিবেন, সংসারে জ্ঞেয় কি, জ্ঞাতা কে? এবং আমিই বা কে? ইহা বিশেষরূপে জানিতে পারিলেই, আপনি সমস্ত বিদিত হইবেন। দেহ প্রভৃতি অনাত্মপদার্থে আত্মজ্ঞান এবং অস্বকে স্ব বলিয়া অবগত হওয়াই মূঢ়তা। রাজন্! লৌকিক ব্যবহার অনুসারে আমিই সর্ব্বগত।

আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, এই তাহা সমস্ত বিশেষ করিয়া বলিলাম। অধুনা গমন করিব। ধীমান্ সুবাহু কাশিপতিকে এইপ্রকার কহিয়া প্রস্থান করিলেন। তখন কাশিপতিও অলর্ককে সর্ব্বতোভাবে পূজা করিয়া, স্বকীয় পুরে প্রত্যাগত হইলেন। অলর্কও আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া, সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বসঙ্গবিহীন হইয়া, আত্মসিদ্ধির জন্ত অরণ্যে গমন করিলেন। অনন্তর বহুকালাবসানে নির্দ্বন্দ্ব ও নিষ্পরিগ্রহ হইয়া, অনুপম যোগসমৃদ্ধি লাভ করিয়া, পরম নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলেন। দেব, অসুর ও মনুষ্য সহিত সমুদায় দৃশ্যমান জগৎ গুণময় পাশসমূহে বদ্ধ হইয়াছে এবং নিত্য বদ্ধ হইতেছে। পুত্রাদি ও ভ্রাতৃপুত্রাদি স্বকীয় ও পরকীয়গণ কর্তৃক ঐ পাশ সমস্ত উদ্ভাবিত হইয়াছে। এই ভিন্নদর্শী জগৎ তাহাতে আকৃষ্যমাণ হওয়াতে, দুঃখে অভিভূত হইয়া উঠিয়াছে। তাহার উপর অজ্ঞানরূপ পঙ্কগর্ভে প্রোথিত হওয়াতে, ইহার উদ্ধারেরও আশা গিয়াছে। মহামতি অলর্ক ইহা দর্শন ও আপনি যে উদ্ধার পাইয়াছেন, তাহা পর্য্যবলোকন করিয়া, এই গাথা গান করিলেন, হায়, কি কষ্ট! আমরা পূর্ব্বে রাজ্য করিয়াছিলাম! পরে জানিতে পারিলাম, যোগ অপেক্ষা চরম সুখ দ্বিতীয় নাই!

পুত্র কহিলেন, তাত! আপনি মুক্তির জন্ত ঐরূপ উৎকৃষ্ট যোগের অনুসারী হউন। তাহা হইলে, ব্রহ্মকে লাভ করিয়া, আর কখন শোকের বিষয়ীভূত হইবেন না। তাহাহইলে, আমিও গমন করিব। যজ্ঞ বা জপে আমার প্রয়োজন কি? কৃতকৃত্য ব্যক্তি যাহা করেন, ব্রহ্মস্বরূপ লাভের জন্ত তাহা করিয়া থাকেন। অতএব আমি আপনার অনুজ্ঞাগ্রহণপূর্ব্বক নির্দ্বন্দ্ব ও নিষ্পরিগ্রহ হইয়া, মুক্তির জন্ত বিশেষরূপে যত্ন করিব, যাহাতে আমার নির্ব্বাণপ্রাপ্তি হইবে।

পক্ষিরা কহিলেন, ব্রহ্মন্! তিনি পিতাকে এইরূপ কহিয়া, তাঁহার অনুজ্ঞা লইয়া, নিষ্পরিগ্রহ হইয়া, প্রস্থান করিলেন। তাঁহার পিতাও ক্রমে ক্রমে সুবুদ্ধির সংস্কারবশতঃ বানপ্রস্থপরায়ণ হইয়া, চতুর্থ আশ্রমে প্রবিষ্ট হইলেন। তথায় আত্মজের সহিত সংমিলিত হইয়া, গুণাদি বন্ধ পরিহার করিয়া, তৎকাল-সমুপস্থিত সদ্‌বুদ্ধির উদয়-যোগ-বশে পরম সিদ্ধিলাভ করিলেন।

ব্রহ্মন্! আপনি আমাদিগকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহা এই আপনার নিকট বিস্তারপূর্ব্বক যথাযথ কহিলাম। এক্ষণে আর কি শুনিতে ইচ্ছা করেন, বলুন।

ইতি জড়োপাখ্যান নাম চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়।

জৈমিনি কহিলেন, দ্বিজসত্তমগণ! প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিভেদে বৈদিক কর্ম্ম দ্বিবিধ। আপনারা আমার নিকট তাহা সম্যগ্‌রূপে কীর্ত্তন করিলেন। কি আশ্চর্য্য! পিতার প্রসাদে আপনাদের ঈদৃশ জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে! যাহার প্রভাবে, এইপ্রকার তির্য্যগ্‌যোনি লাভ করিলেও, আপনাদের মোহ তিরস্কৃত হইয়াছে! আপনারাই ধন্য! যেহেতু, আপনাদের মন সেই পূর্ব্বের অবস্থাতেই আছে। সেই কারণে বিষয়জনিত মোহেও উহা বিচলিত হইতেছে না। ইহাতে সম্যগ্‌রূপে সিদ্ধিলাভই করিবেন। সৌভাগ্যক্রমেই সেই ধীমান্ ভগবান্ মার্কণ্ডেয় আপনাদের কথা বলিয়াছিলেন। আপনারা সর্ব্বাপেক্ষা বিশেষরূপে সকলেরই সন্দেহ হরণ করিয়া থাকেন। এই সংসার অতীব বিপৎসঙ্কুল; সুতরাং এখানে ভ্রমণ করিতে করিতে মনুষ্যেরা ভবাদৃশ তপস্বিগণের সঙ্গলাভ করিতে সমর্থ হয় না। অতএব জ্ঞানদর্শী আপনাদের সঙ্গলাভ করিয়াও, আমি যদি সিদ্ধমনোরথ হইতে না পারি, তাহা হইলে, নিশ্চয়ই আর কোথাও হইবে না। আপনারা প্রবৃত্ত ও নিবৃত্ত এই দ্বিবিধ জ্ঞানকর্ম্মেই যেরূপ বিশদবুদ্ধিসম্পন্ন হইয়াছেন, আমার মতে এরূপ আর দ্বিতীয় নাই। দ্বিজোত্তমগণ! যদি আমার প্রতি অনুগ্রহবিতরণে মন থাকে, তাহা হইলে, আমাকে সম্যগ্‌রূপে বক্ষ্যমাণ বিষয় সকল বলিতে হইবে। এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎ কিরূপে সমুদ্ভূত হইল? প্রলয়কালেই বা কিরূপে ইহার পুনরায় লয় হইয়া থাকে? কিরূপেই বা বংশ হইতে দেব, ঋষি ও পিতৃগণ এবং ভূতাদি সকলের জন্ম হয়? মন্বন্তর সকলই বা কিরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে? এতদ্ভিন্ন, বংশ সকলের আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত, যাবতীয় সৃষ্টি ও যাবতীয় প্রলয়, কল্প সকলের বিভাগ ও মন্বন্তর সকলের অবস্থা, পৃথিবীর সংস্থিতি ও পরিমাণ, সমুদ্র, পর্ব্বত, নদী ও কানন সকলের বৃত্তান্ত, ভূলোক, স্বর্গলোক ও পাতাল সকলের বিবরণ, সূর্য্য চন্দ্রাদি গ্রহ, নক্ষত্র ও জ্যোতিষ্কগণের গতি, এই সমুদায় প্রলয়পর্য্যন্ত শ্রবণ করিতে আমার ইচ্ছা হইয়াছে। সমুদায় জগৎ প্রলয়কবলে নিপতিত হইলে, যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাও জানিবার জন্য আমি উৎসুক হইয়াছি।

পক্ষিরা কহিলেন, মুনিসত্তম! আপনি আমাদিগকে যে সকল প্রশ্ন করিলেন, ইহাদের তুলনাই হয় না। আমরা বিশেষরূপে কীর্ত্তন করিব, শ্রবণ করুন। সমুদায় ব্রতের পারদর্শী, পরমবুদ্ধিমান্ ও শান্তস্বভাব দ্বিজপুত্র ক্রৌষ্টুকিকে ভগবান্ মার্কণ্ডেয় যেরূপ বলিয়াছিলেন, আমরা তাহাই বলিব। প্রভো! ক্রৌষ্টুকি দ্বিজোত্তমগণ কর্ত্তৃক উপাসীন মহাত্মা মার্কণ্ডেয়কে ইহাই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ভৃগুনন্দন প্রীতিমান্ হইয়া, তাঁহাকে যাহা বলিয়াছিলেন, আমরা বিশেষরূপে তাহাই বলিব, আপনি শ্রবণ করুন। যিনি জগতের নাথ ও উদ্ভবক্ষেত্র; যিনি বিষ্ণুরূপে ইহার স্থিতি বিধান করেন এবং রৌদ্রস্বরূপ রুদ্ররূপে প্রলয়ে সংহার করিয়া থাকেন, সেই পদ্মযোনি পিতামহকে প্রণিপাত করিয়া, ভগবান্ মার্কণ্ডেয় বলিতে লাগিলেন, পূর্ব্বে অব্যক্তযোনি ব্রহ্মা উৎপন্ন হইবামাত্র, তৎক্ষণাৎ তাঁহার বদনচতুষ্টয় হইতে বেদ ও পুরাণ বিনিঃসৃত হইল। পরমর্ষিগণ সেই পুরাণসংহিতাকে বহুল অংশে বিভক্ত ও বেদেরও সহস্র সহস্র বিভাগ প্রণয়ন করিলেন। সেই মহাত্মার উপদেশ ব্যতিরেকে ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঈশ্বরভাব, এই চারিটী সিদ্ধ হয় না। সপ্তর্ষিগণ তাঁহার মন হইতে উদ্ভূত হইয়া, তাঁহার নিকট বেদ সকল গ্রহণ ও তদীয় মন হইতে সম্ভূত অন্যান্য আদ্য ঋষিগণ পুরাণ পরিগ্রহ করিলেন। চ্যবন ভৃগুর নিকট হইতে সেই পুরাণ গ্রহণ করিয়া, ঋষিদিগকে বলিলেন। মহাত্মা ঋষিগণ দক্ষকে উহা উপদেশ করিলেন। দক্ষ আবার আমাকে ইহা বলিলেন। তাহাতেই আমার

ইহা অধিকৃত হইয়াছে। অদ্য আমি তাহাই তোমাকে বলিব। উহা শুনিলে বা আলোচনা করিলে, কলিকলুষবিনাশ হয়। মহাভাগ! তুমি সবিশেষ মনোনিবেশ সহকারে সমুদায় আদ্যোপান্ত শ্রবণ কর। আমি দক্ষের নিকট পূর্ব্বে ইহা যেরূপ শ্রবণ করিয়াছি, তোমার নিকট সেইরূপে বলিব।

যিনি জগতের আদ্য কারণ, যাঁহার জন্ম নাই, ক্ষয় নাই; যিনি চরাচর জগতের আশ্রয় ও বিধাতা এবং অদ্বিতীয় আধার, যাঁহা হইতে এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় হইয়া থাকে, সেই আদিপুরুষ ব্রহ্মাকে প্রণাম করিয়া এবং যিনি সকলের কারণ, যাঁহার কারণ কেহই নাই, যাঁহাতে সমুদয় প্রতিষ্ঠিত আছে, যিনি সকল লোকের নেতা ও বুদ্ধির আধার ভূমি, সেই হিরণ্যগর্ভকে প্রণিপাত করিয়া, অত্যুৎকৃষ্ট ভূতপ্রপঞ্চ সম্যগ্‌রূপে কীর্ত্তন করিব। মহৎ হইতে বিশেষ পর্য্যন্ত সমুদায় ভৌতিক সৃষ্টি বিকার ও লক্ষণ এবং পঞ্চবিধ প্রমাণ সমেত আনুপূর্ব্বিক বিধানে বলিব। যেরূপে এই ভূতসৃষ্টি পুরুষ কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত ও তজ্জন্য নিত্য হইলেও, অনিত্যের ন্যায়, অবস্থিতি করে, তাহাও কীর্ত্তন করিব। মহাভাগ! তুমি নিরতিশয় মনোনিবেশ সহকারে তাহা শ্রবণ কর।

যাহা অব্যক্ত নামে পরিগণিত, মহর্ষিরা যাহাকে সদসৎস্বরূপা নিত্যসূক্ষ্মা প্রকৃতি বলিয়া থাকেন, যাহা কোনরূপে কোনকালে বিচলিত হয় না, ক্ষয় পায় না, জীর্ণ হয় না, যাহার কোনপ্রকার ইয়ত্তা বা অবধারণ হয় না, যাহা কাহারও আশ্রিত নহে; যাহা গন্ধহীন, রূপহীন, রসহীন, শব্দহীন ও স্পর্শবিহীন, যাহার আদি নাই ও অন্ত নাই, যাহা জগতের উদ্ভবস্থান, যাহা হইতে সত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণ উদ্ভূত হইয়াছে, যাহার বিনাশ নাই, যাহা চিরকাল আছে এবং যাহার স্বরূপ পরিজ্ঞাত হওয়া সম্ভব নহে এবং যাহা হইতে সকলের জন্ম হইয়া থাকে, সেই প্রধানস্বরূপ ব্রহ্ম সকলের অগ্রে বিরাজমান থাকিয়া, প্রলয়ের পূর্ব্বে সমুদায় জগৎ ওতপ্রোতভাবে ব্যাপ্ত করিয়া বিরাজ করেন। সত্ব রজ ও তম এই তিন গুণ তাঁহাতে পরস্পরের অনুকূলে ও অব্যাঘাতে অধিষ্ঠিত আছে। সৃষ্টিকালে ক্ষেত্রজ্ঞের অধিষ্ঠানবশতঃ, তিনি তত্তৎ গুণের সাহায্যে সৃষ্টিক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হইলে, প্রথমে প্রধানতত্ত্ব প্রাদুর্ভূত হইয়া, মহত্তত্ত্বকে আবৃত করে। বীজ যেমন ত্বক্ কর্ত্তৃক আবৃত হয়, প্রধানও তেমন মহত্তত্ত্বকে আবরণ করিয়া থাকে। এই মহত্তত্ত্ব সাত্বিক, রাজস ও তামস ভেদে তিনপ্রকার।

অনন্তর মহত্তত্ত্ব হইতে ত্রিবিধ অহঙ্কার প্রাদুর্ভূত হয়। ইহাদের নাম বৈকারিক, তৈজস ও তামস। এই অহঙ্কারকে ভূতাদি বলিয়া থাকে। মহত্তত্ত্ব যেমন প্রধানতত্ত্ব কর্ত্তৃক আবৃত হয়, এই অহঙ্কারও তেমন মহত্তত্ত্ব কর্ত্তৃক আবৃত ও তৎপ্রভাবে বিকৃত হইয়া, শব্দতন্মাত্রের সৃষ্টি করে। শব্দতন্মাত্র হইতে শব্দলক্ষণ আকাশের জন্ম হইয়া থাকে। তখন অহঙ্কার শব্দমাত্র আকাশকে আবরণ করে। তাহাতে স্পর্শতন্মাত্রের জন্ম হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। তখন বলবান্ বায়ু প্রাদুর্ভূত হয়। স্পর্শ ঐ বায়ুর গুণ। শব্দমাত্র আকাশ স্পর্শমাত্রকে আবৃত করে। তাহাতে বায়ু বিকৃত হইয়া, রূপমাত্রের সৃষ্টি করিয়া থাকে। বায়ু হইতে জ্যোতির উদ্ভব হয়। রূপ ঐ জ্যোতির গুণ। স্পর্শমাত্র বায়ু রূপমাত্রকে আবৃত করে। অনন্তর জ্যোতি বিকৃত হইয়া, রসমাত্রের সৃষ্টি করিয়া থাকে। তাহাতে রসাত্মক জলের উদ্ভব হয়। সেই রসাত্মক জল রূপমাত্রকে আবৃত করে। অনন্তর রসমাত্র জল বিকৃত হইয়া, গন্ধমাত্রের সৃষ্টি করিয়া থাকে। তাহাতে পৃথিবীর জন্ম হয়। গন্ধ তাহার গুণ। এইরূপে তত্তৎ পদার্থে যে তন্মাত্র, তাহাতেই তন্মাত্রতা পরিগণিত হইয়া থাকে। ইহার কোনরূপ বিশেষ নির্ব্বাচন করা যায় না। সেইজন্য ইহাদিগকে অবিশেষ বলে। এইরূপ অবিশেষবশতঃ তাহারা শান্তও নয়, ঘোরও নয় এবং মূঢ়ও নয়। তামস অহঙ্কার হইতে ভূততন্মাত্রের উক্তরূপ সৃষ্টি হইয়া থাকে। আর সত্বোদ্রিক্ত সাত্বিক বৈকারিক অহংকার হইতে বৈকারিক সৃষ্টি প্রবর্ত্তিত হয়। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মে-

ন্দ্রিয় এই দশ বৈকারিক দেবতা। তন্মধ্যে মন একাদশ। ইহারা বৈকারিক দেবতা বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে।

কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা, নাসিকা, ইহাদের দ্বারা শব্দ ও স্পর্শাদির জ্ঞান হয়। এইজন্য ইহাদিগকে বুদ্ধিযুক্ত বলে। আর পাদ, পায়ু, উপস্থ, হস্ত ও বাক্ ইহারা কর্ম্মেন্দ্রিয়। কেন না, ইহাদের দ্বারা গমন, মলমূত্রবিসর্জ্জন, আনন্দ, শিল্প ও বাক্য এই কয়টী কার্য্য সমাহিত হয়।

শব্দমাত্র আকাশ স্পর্শমাত্রে আবিষ্ট হইলে, ত্রিগুণ বায়ুর উদ্ভব হয়। স্পর্শ ইহার গুণ। শব্দ ও স্পর্শ এই দুইটী গুণরূপে আবিষ্ট হয়। অনন্তর গুণত্রয়যুক্ত অগ্নির উদ্ভব হয়। ইহাতে শব্দ, স্পর্শ ও রূপ এই তিন গুণের আবেশ হইয়া থাকে। পরে শব্দ, স্পর্শ ও রূপ রসমাত্রে সমাবিষ্ট হইলে, গুণচতুষ্টয়বিশিষ্ট রসাত্মক জলের উদ্ভব হয়। অনন্তর শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস গন্ধমাত্রে সমাবিষ্ট ও তৎসহায়ে সংহৃত হইয়া, এই পৃথিবীকে আবৃত করে। তাহাতেই পঞ্চগুণবিশিষ্ট স্থূলাকৃতি ভূমি ভূতগণমধ্যে দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই কারণেই তাহারা শান্ত, ঘোর ও মূঢ় বলিয়া, বিশেষ নামে পরিগণিত হইয়া থাকে। ইহারা পরস্পরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া, পরস্পরকে ধারণ করে। এই ঘনাবৃত সমুদয় লোকালোক ভূমির অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া আছে। প্রথম প্রথমের গুণ উত্তরোত্তর অনুবিষ্ট হইয়া থাকে। যেমন আকাশের গুণ বায়ুতে ইত্যাদি। ইহারা পরস্পর মিলিত না হইয়া, যখন পৃথক্ থাকে, তখন প্রজা সৃষ্টি করিতে পারে না। ইহারা যখন পরস্পর সংযুক্ত হইয়া, পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া, সম্পূর্ণরূপে ঐক্য অবলম্বন করে এবং যখন পুরুষের অধিষ্ঠান ও প্রকৃতির অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয়, তখন মহৎ হইতে বিশেষ পর্য্যন্ত ঐ সমস্ত পদার্থ অণ্ড উৎপাদন করিয়া থাকে। ঐ অণ্ড জলবুদ্বুদের ন্যায় সলিল আশ্রয় করিয়া, ক্রমাগত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

তখন ব্রহ্মসংজ্ঞিত ক্ষেত্রজ্ঞও সেই প্রাকৃত অণ্ডে বর্দ্ধিত হইয়া থাকেন। তিনিই প্রথম শরীরী এবং তিনিই পুরুষ বলিয়া কথিত হন। তিনিই ভূতগণের আদিকর্ত্তা ব্রহ্মা সকলের অগ্রে বিরাজমান হন। তাহাতেই এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমুদায় ত্রৈলোক্য ব্যাপ্ত হইয়া আছে। সাগর সকল সেই বিরাটরূপী অণ্ডের গর্ভসলিল। দেব, অসুর ও মানুষ সমেত সমুদায় জগৎ সেই অণ্ডেই প্রতিষ্ঠিত আছে।

দ্বীপ, অগ্নি, সমুদ্র ও জ্যোতিষ্ক সমেত সমুদায় লোক তাহাতেই অবস্থিতি করিতেছে। জল, অনিল, অনল ও আকাশ এবং পৃথিবী ইহারা উত্তরোত্তর দশগুণ বিধানে বহির্দ্দিকে ঐ অণ্ডকে আবৃত করিয়াছে। আবার, তৎপ্রমাণ মহত্তত্ত্ব ইহাদের সহিত উহাকে বেষ্টন করিয়াছে। অব্যক্ত অর্থাৎ প্রকৃতি এই মহানের সহিত তাহাকে আবৃত করিয়া বিরাজ করিতেছে। এইরূপে ঐ অণ্ড উল্লিখিত সপ্ত প্রাকৃত আবরণে আবৃত হইয়াছে। এইরূপে অষ্ট প্রকৃতি পরস্পরকে আবৃত করিয়া অবস্থিতি করিতেছে। এই প্রকৃতি নিত্যস্বরূপা। যে ব্রহ্মাখ্য পুরুষের কথা তোমার নিকট বলিলাম, তিনি এই প্রকৃতির অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া আছেন। সংক্ষেপে এ বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ করুন। জলমগ্ন ব্যক্তি যেরূপ জল হইতে উঠিবার সময়ে জল ও জলসম্ভূত বস্তু বিক্ষিপ্ত করিয়া থাকে, ব্রহ্মাও তদ্রূপ প্রকৃতির বিভু। এই প্রকৃতিকে ক্ষেত্র ও ব্রহ্মাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া থাকে। ইহাই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের লক্ষণ, জানিবে। এইরূপে ক্ষেত্রজ্ঞ ব্রহ্মা কর্তৃক অধিষ্ঠিত এই প্রাকৃত সৃষ্টি প্রথমে বিদ্যুতের ন্যায়, প্রাদুর্ভূত হইয়াছে।

ইতি ব্রহ্মোৎপত্তি নাম পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়।

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়।

ক্রোষ্টুকি কহিলেন, ভগবন্! আপনি অণ্ডের জন্ম ও ব্রহ্মাণ্ডে মহাপ্রভাব ব্রহ্মার উৎপত্তি যথাবৎ কীর্ত্তন করিলেন। অয়ি ভৃগুকুলোদ্ভব! আপনার নিকট অধুনা শুনিতে ইচ্ছা করি, প্রলয়ান্তে সমুদায় সংহার প্রাপ্ত হইলে, পুনরায় ভূতগণের কিরূপে উৎপত্তি হইয়াছিল?

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, এই বিশ্ব জগৎ প্রকৃতিতে যখন লয়প্রাপ্ত হয়, বিদ্বান্‌গণ তাহাকে প্রাকৃত প্রলয় বলিয়া থাকেন। প্রকৃতি আত্মাতে অবস্থিতি করিলে, সমুদয় সৃষ্ট পদার্থ লয়প্রাপ্ত হয়। প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ে যখন সাধর্ম্ম্যে অবস্থিতি করেন, তখন সত্ত্ব ও তম এই দুই গুণ সমত্বে অধিষ্ঠিত হইয়া থাকে। তখন উভয়ের মধ্যে কাহারও কোন রূপে বৃদ্ধি বা ন্যূনতা থাকে না। উভয়ে পরস্পর সমভাবে সংসক্ত হইয়া অবস্থিতি করে। যেমন তিলে তৈল ও দুগ্ধে ঘৃত, সত্ত্ব ও তমোগুণেও তেমন রজোগুণ অনুস্যূত হইয়া, অবস্থিতি করে।

ব্রহ্মার আয়ুর পরিমাণ দ্বিপরার্দ্ধ কাল। তাঁহার দিনের পরিমাণ যেমন, রাত্রিরও পরিমাণ সেই রূপ। তাঁহার আদি নাই; তিনি জগতের আদি ও পতি এবং সকলের উৎপত্তি-স্থান এবং সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। তাঁহার স্বরূপ চিন্তা করিয়া, নির্ণয় করা যায় না। তিনি ক্রিয়ার অতীত ও পরমেশ্বর। তিনি দিনমুখে জাগরিত হইয়া, প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ে অনুপ্রবেশপূর্ব্বক পরম যোগ সহকারে তাঁহাদিগকে ক্ষোভিত করেন। প্রকৃতি ক্ষুভিত হইলে, সেই ব্রহ্মানামধারী দেবতা অণ্ডকোষ আশ্রয় করিয়া, উৎপন্ন হন। ইহা আমি তোমাকে বলিয়াছি।

তিনি প্রথমে ক্ষুভিত করেন, পরে প্রকৃতির পতি হইয়া, স্বয়ং ক্ষুভিত হইয়া থাকেন। এই-রূপ সঙ্কোচ ও বিকাস দ্বিবিধ গুণ সাহায্যে তিনি প্রকৃতিরূপে বিরাজ করেন। সেই জগদ্যোনি নির্গুণ হইলেও, উৎপন্ন হইয়া, রজোগুণ আশ্রয়পূর্ব্বক ব্রহ্মারূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া, সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হন। ব্রহ্মারূপে প্রজা সৃষ্টি করিয়া, সত্ত্বগুণের অতিরেক বশতঃ বিষ্ণুমূর্ত্তি পরিগ্রহপূর্ব্বক ধর্ম্মানুসারে প্রজাগণের পরিপালন করেন। অনন্তর তমোগুণের উদ্রেকবশতঃ রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া, সমুদায় জগৎ সংহারপূর্ব্বক শয়ন করিয়া থাকেন। এইরূপে তিনি নির্গুণ হইলেও, উক্ত কালত্রয়ে গুণত্রয় ভজনা করেন। সকলের উদ্ভবক্ষেত্র সেই পরমেশ্বর এইরূপে সৃজন, পালন ও লয় করেন, বলিয়া, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মত্বে তিনি লোক সকলের সৃষ্টি করেন, রুদ্রত্বে সংহার করিয়া থাকেন এবং বিষ্ণুত্বে সকলের পালন করেন। এইরূপে সেই স্বয়ম্ভু তিন অবস্থা ভোগ করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে রজোগুণ সাক্ষাৎ ব্রহ্মা, তমোগুণ রুদ্র এবং সত্ত্বগুণ জগৎপতি বিষ্ণু। এইরূপে এই তিন দেবতা এই তিন গুণ রূপে পরস্পর মিথুনভাবে পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া আছেন। ক্ষণকালও ইঁহাদের বিয়োগ হয় না এবং পরস্পর ক্ষণকালও কাহাকে কেহ পরিত্যাগ করেন না।

এইরূপে দেবদেব চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা জগৎসৃষ্টির পূর্ব্বে রজোগুণ আশ্রয় করিয়া, সকলের সৃষ্টি-কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। তিনি হিরণ্যগর্ভ; তিনি দেবাদি; তিনি প্রকারান্তরে অনাদি। তিনি ভূ-পদ্ম কর্ণিকা আশ্রয় করিয়া, সকলের অগ্রে প্রাদুর্ভূত হন। সেই মহাত্মার পরমায়ুর পরিমাণ ব্রাহ্মমানের একশত বৎসর। তাহার সংখ্যা বা গণনা বলিতেছি, শ্রবণ কর। পঞ্চদশ নিমিষে এক কাষ্ঠা হয়। ত্রিংশৎ কাষ্ঠাকে কলা বলে। ত্রিংশৎ কলায় এক মুহূর্ত্ত হয়। ঐরূপ ত্রিংশৎ মুহূর্ত্তে মনুষ্যদিগের এক অহোরাত্র বলিয়া থাকে। ত্রিংশৎ অহোরাত্র বা দুই পক্ষকে এক মাস বলে। ছয় মাসে এক অয়ন, দুই অয়নে এক বৎসর। দক্ষিণ ও উত্তরভেদে অয়ন দ্বিবিধ। ঐরূপ মনুষ্যমানের এক বৎসর দেবগণের এক অহোরাত্র। তন্মধ্যে উত্তরায়ণ দেবগণের দিন।

ঐরূপ দেবমানের দ্বাদশ সহস্র বৎসরে সত্যত্রেতাদিসংজ্ঞক চতুর্যুগ বিনিষ্পন্ন হইয়া থাকে। তাহাদের বিভাগ শ্রবণ কর। চারি সহস্র দিব্য বৎসরে সত্যযুগ হইয়া থাকে। তাহার সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ উভয়ে চারি শত বৎসর। দেবমানের তিন সহস্র বৎসরকে ত্রেতাযুগ বলিয়া থাকে। তাহার সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ উভয়ে দেবমানের তিন শত বৎসর। দুই সহস্র দিব্য বৎসরে দ্বাপর যুগ হইয়া থাকে। উহার সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ উভয়ে দুই শত দিব্য বৎসর। কলিযুগের পরিমাণ দেবমানের এক সহস্র বৎসর। উহার সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ উভয়ে এক শত দিব্য বৎসর। কবিরা এইরূপে সমুদায় যুগের পরিমাণ দ্বাদশ সহস্র দিব্য বৎসরে বিভক্ত করিয়াছেন।

ইহাকে সহস্র গুণ করিলে, যাহা হয়, তাহাই ব্রহ্মার এক দিন, বলিয়া থাকে। ব্রহ্মন্! ব্রহ্মার সেই এক দিনে চতুর্দ্দশ মনু বিভাগ ক্রমে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকেন। তাঁহাদের আবার সহস্র বিভাগ পরিকল্পিত হয়। দেবগণ, সপ্তর্ষিগণ, ইন্দ্র, মনু, মনুর পুত্রগণ, নরপতিগণ ইহাঁরা সকলে মনুর সহিত যেমন সৃষ্ট হন, সেইরূপ আবার পূর্ব্ববৎ সংহার লাভ করেন।

এক সপ্ততিরও অধিক চতুর্যুগে এক মন্বন্তর হয়। মনুষ্যমানের বৎসর অনুসারে তাহার সংখ্যা বলিতেছি, শ্রবণ কর। সম্পূর্ণ ত্রিংশৎ কোটি সপ্তষষ্টিনিযুত, বিংশতি সহস্র মনুষ্যবৎসরে এক মন্বন্তর হয়। অধুনা দিব্যমানের বর্ষ অনুসারে শ্রবণ কর।

দ্বিপঞ্চাশৎ সহস্রাধিক অষ্টশতসহস্র দিব্য বৎসরে এক মন্বন্তর হয়। এই কালকে চতুর্দ্দশ গুণ করিলে, ব্রহ্মার এক দিন হইয়া থাকে। ব্রহ্মন্! এই ব্রাহ্মদিনের অবসানে যে প্রলয় হয়, তাহাকে পণ্ডিতেরা নৈমিত্তিক প্রলয় বলিয়া থাকেন।

ভূর্লোক, ভুবর্লোক ও স্বর্লোক সকলেই বিনাশশীল। তৎপ্রযুক্ত সকলেরই বিনাশ হয়। কেবল মহর্লোক অবশিষ্ট থাকে। মহর্লোকনিবাসীরাও প্রলয়সময়সমুদ্ভূত তাপে জনলোকে গমন করে। ত্রিভুবন একার্ণব হইয়া উঠে। ব্রহ্মা রাত্রিতে শয়ন করেন। ব্রহ্মার রাত্রিও, তাহার দিনের সমান পরিমাণবিশিষ্ট। এই রাত্রির অবসানেই পুনরায় সৃষ্টিক্রিয়ার আরম্ভ হয়।

এইরূপ অহোরাত্রগণনায় ব্রহ্মার যে এক বৎসর হয়, তাহাকে শতগুণিত করিয়া, পুনরায় শতগুণিত করিলে, যে সংখ্যা হয়, তাহার নাম পর। ঐরূপ পঞ্চাশৎ বর্ষে পরার্দ্ধ হইয়া থাকে। দ্বিজসত্তম! এইরূপে ব্রহ্মার এক পরার্দ্ধ অতীত হইয়াছে। যাহার অবসানে পাদ্মনামক মহাকল্প সম্ঘটিত হইয়াছিল। এক্ষণে দ্বিতীয় পরার্দ্ধ চলিতেছে। ইহার নাম বারাহ কল্প। ইহাই প্রথম কল্প বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে।

ইতি ব্রহ্মার আয়ুর পরিমাণ নাম ষটচত্বারিংশ অধ্যায়।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়।

ক্রৌষ্টুকি কহিলেন, প্রজাপতিপতি আদিকর্ত্তা ভগবান্ ব্রহ্মা যেরূপে প্রজাসৃষ্টি করেন, বিস্তারপূর্ব্বক আমাকে বলুন।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, ব্রহ্মন্! সেই লোকস্রষ্টা নিত্যস্বরূপ ভগবান্ যেরূপে প্রজা সকলের সৃষ্টি করেন, তাহা তোমার নিকট বলিব।

পদ্মাবসান প্রলয়ে তিনি নিদ্রা হইতে সমুত্থিত ও সত্ত্বগুণে সমাবিষ্ট হইয়া, অবলোকন করিলেন, লোক শূন্য রহিয়াছে। সেই ব্রহ্মস্বরূপধারী জগতের সৃষ্টিনাশকর্ত্তা নারায়ণের উদ্দেশে এইরূপ শ্লোক উদাহৃত হইয়াছে, জলকে নার বলে। তিনি তাহাতে শয়ন করেন, বলিয়া, নারায়ণ নামে পরিগণিত হয়েন। তিনি সেই সলিল মধ্যে জাগরিত হইয়া, অনুমানবলে অবগত হইলেন,

মেদিনী তাহাতে মগ্না হইয়া আছে। তখন তাহার উদ্ধরণে উৎসুক হইয়া, কল্পাদিতে যেমন মৎস্য ও কূর্ম্মাদি শরীর আশ্রয় করিয়াছিলেন, তদ্বৎ শূকরমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন। এইরূপে সেই সর্ব্বগ, সর্ব্বপ্রভু, সর্ব্বকারণ, বেদযজ্ঞময় ব্রহ্মা বেদযজ্ঞময় দিব্য দেহ ধারণ করিয়া, জলমধ্যে প্রবেশ এবং পৃথিবীকে পাতাল হইতে উদ্ধার করিয়া, জলোপরি স্থাপন করিলেন। তৎকালে জনলোক-স্থিত সিদ্ধগণ তাঁহার ধ্যানধারণায়-প্রবৃত্ত হইলেন। পৃথিবীর দেহ অতীব বিস্তৃত বলিয়া, জলের উপরি স্থাপন করিবামাত্র, নৌকার ন্যায়, অবস্থিতি করিল; মগ্ন বা প্লাবিত হইল না।

অনন্তর তিনি পৃথিবীকে সমান করিয়া, তাহাতে পর্ব্বত সকল সৃষ্টি করিলেন। সম্বর্ত্তক অনলে পূর্ব্বসৃষ্টি দহ্যমান হওয়াতে, তদ্দ্বারা পর্ব্বত সকল বিশীর্ণ হইয়াছিল। শৈল সকল একার্ণবে মগ্ন হইয়াছিল। বায়ু দ্বারা জল সংহত হইয়া, যে যে স্থলে নিবদ্ধ হইয়াছিল, সেই সেই স্থলেই পর্ব্বত সকল প্রাদুর্ভূত হয়।

অনন্তর তিনি সপ্তদ্বীপশোভিত ভূবিভাগ করিয়া, পূর্ব্বের ন্যায়, ভূরাদি চারি লোক কল্পনা করিলেন। তিনি পূর্ব্বকল্পাদির ন্যায়, সৃষ্টিবিষয়ক চিন্তায় প্রবৃত্ত হইলে, তমোময় সৃষ্টি প্রাদুর্ভূত হইল। এই সৃষ্টি বুদ্ধিপূর্ব্বক নহে। তম, মোহ, মহামোহ, তামিস্র, অন্ধতামিস্র, অবিদ্যা এই পাঁচটী তমোময় সৃষ্টির অন্তর্গত। ইহারা মহাপ্রভাব ব্রহ্মা হইতে প্রাদুর্ভূত হইল। ধ্যান করিতে করিতে তাঁহা হইতে এই যে পঞ্চবিধ সৃষ্টি হইল, ইহাতে কোনরূপ জ্ঞানের বা বুদ্ধির লেশমাত্র নাই। কি বাহ্য, কি অন্তর কুত্রাপি প্রতিভারও সম্পর্ক নাই। আত্মা ইহাতে আচ্ছন্ন ভাবে বিরাজ করেন। ইহা কেবল পর্ব্বতপরম্পরার সৃষ্টিমাত্র। ইহাতে মুখ্য অর্থাৎ প্রধান প্রধান পর্ব্বত সকল প্রাদুর্ভূত হয়। সেইজন্য ইহার নাম মুখ্যসর্গ।

এই সৃষ্টি দ্বারা কোনরূপ ফল হইল না দেখিয়া, তিনি পুনরায় অন্যবিধ সৃষ্টিকল্পনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাহাতে তির্য্যক্‌স্রোতঃ প্রাদুর্ভূত হইল। তির্য্যক্ প্রবৃত্তি বলিয়া তাহার নাম তির্য্যকস্রোতঃ। পশু প্রভৃতি তির্য্যক্ অর্থাৎ নীচজাতীয় জীবসমূহ এই তির্য্যক্ স্রোত নামে বিখ্যাত। ইহারা তমোগুণে আচ্ছন্ন, অবিদ্যার বশতাপন্ন, উৎপথগ্রাহী, অজ্ঞানে জ্ঞানমানী, অহংকৃত ও অহমভিমান বিশিষ্ট। ইহারা অষ্টাবিংশৎ ভাগে বিভক্ত এবং পরস্পর আবৃত অর্থাৎ কিছুই জানে না ও বুঝে না এবং ইহাদের অন্তরে প্রকাশ অর্থাৎ জ্ঞানের স্ফূর্ত্তি মাত্র হইয়া থাকে; সুতরাং ইহাদেরও সৃষ্টি করিয়া, কোনরূপ ফল হইল না, দেখিয়া তিনি পুনরায় ধ্যানে প্রবৃত্ত হইলে, ঊর্দ্ধস্রোতোনামক অন্যবিধ সৃষ্টি প্রাদুর্ভূত হইল। এই সৃষ্টি সত্ত্বগুণপ্রধান। তজ্জন্য ইহা অন্তরে বাহিরে অনাবৃত ও প্রকাশবিশিষ্ট। তজ্জন্য ইহার প্রীতি ও সুখের প্রচুরতা লক্ষিত হইয়া থাকে। এই তৃতীয় সৃষ্টির নাম দেবসৃষ্টি। ভগবান্ ব্রহ্মা সন্তুষ্ট চিত্তে ইহার কল্পনা করেন। এই সৃষ্টি প্রাদুর্ভূত হইলে, ব্রহ্মা অতিমাত্র প্রীত হইলেন।

অনন্তর তিনি অন্যবিধ উৎকৃষ্ট সাধক সৃষ্টির জন্য ধ্যান করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি যাহা ধ্যান বা চিন্তা করেন, তাহা কখন নিষ্ফল হয় না। এইজন্য ধ্যানে প্রবৃত্ত হইলে, অর্ব্বাক্‌-স্রোতোনামক সাধক সৃষ্টি প্রাদুর্ভূত হইল। অর্ব্বাক্ অর্থাৎ রজ ও তম এই দুই গুণের অনুসারেই প্রধানতঃ প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, এইজন্য ইহার নাম অর্ব্বাক্‌স্রোতঃ। অথবা, অধোদিকেই বিসর্জ্জন ব্যাপার বিনির্ব্বাহিত হয়, এইজন্য ইহাকে অর্ব্বাক্‌স্রোত বলে। অথবা, দেবতা অপেক্ষা সম্পূর্ণ অংশে নীচ এবং অনেক অংশে তির্য্যাক্‌স্রোতের সমান, সেইজন্য অর্ব্বাক্‌স্রোত নাম হইয়াছে। মনুষ্যদিগকে অর্ব্বাক্‌স্রোত বলে। ইহারা তম ও রজোগুণ প্রধান; সেইজন্য ইহাদের দুঃখের ভাগই অধিক এবং সেইজন্য ইহারা ভূয়োভূয়ঃ কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়। ইহারা প্রধানতঃ প্রতিভাবিশিষ্ট এবং সেইজন্য অন্তরে ও বাহিরে প্রকাশসম্পন্ন। এবং ইহারা সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনে সমর্থ।

পঞ্চম সৃষ্টির নাম অনুগ্রহসৃষ্টি। ইহা চারিভাগে বিভক্ত। যথা, বিপর্য্যয়, সিদ্ধি, শান্তি ও

তুষ্টি। অতীত ও বর্ত্তমান উভয় বিষয়ই এই অনুগ্রহসৃষ্টির জ্ঞানগোচর হইয়া থাকে। ইহাই ভূতাদি ভূতগণের ষষ্ঠসৃষ্টি। ইহারা সকলেই পরিগ্রহশীল, সংবিভাগনিরত ও সকলের প্রেরক। ব্রহ্মার প্রথম সৃষ্টি মহত্তত্ত্ব। দ্বিতীয় সৃষ্টি তন্মাত্রপরম্পরা। ইহারই নাম ভূতসৃষ্টি। তৃতীয় সৃষ্টি বৈকারিক। ইহাকে ইন্দ্রিয়সৃষ্টি বলিয়া থাকে। এইরূপে ব্রহ্মা বুদ্ধিপূর্ব্বক এই সকল প্রাকৃত সৃষ্টি করেন। তাঁহার চতুর্থ সৃষ্টি মুখ্যসর্গ। মুখ্য স্থাবর সকল এই সৃষ্টির অন্তর্গত। উল্লিখিত তির্য্যক্স্রোত, যাহা তির্য্যগ্‌যোনি বলিয়া পরিগণিত, তাহা পঞ্চম সৃষ্টি। ষষ্ঠ সৃষ্টি ঊর্দ্ধস্রোতঃ। ইহার নাম দেবসৃষ্টি। সপ্তম সৃষ্টি অর্ব্বাক্‌স্রোতঃ। ইহার নাম মানবসৃষ্টি। অষ্টম সৃষ্টি অনুগ্রহ। ইহা সত্ত্ব ও তম উভয় গুণ বিশিষ্ট। ইহার মধ্যে পাঁচটী বৈকৃত সৃষ্টি ও তিনটী প্রাকৃত সৃষ্টি! নবম সৃষ্টির নাম কৌমার। তোমার নিকট প্রজাপতিবিহিত প্রাকৃত, বৈকৃত ও কৌমার এই নববিধ সৃষ্টি কীর্ত্তন করিলাম।

ইতি প্রাকৃত ও বৈকৃত সৃষ্টি নাম সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়।

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়।

ক্রোষ্টুকি কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি সংক্ষেপে সমুদায় সৃষ্টি বর্ণন করিলেন। কিন্তু দেবাদির সৃষ্টি বিস্তারপূর্ব্বক আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, ব্রহ্মন্! ব্রহ্মা সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলে, দেব হইতে স্থাবর পর্য্যন্ত চতুর্ব্বিধ প্রজা তাঁহার মন হইতে সমুৎপন্ন হইল। তাহারা সকলেই শুভাশুভ প্রাক্তন কর্ম্মবলে সমুদ্ভূত ও এইজন্য মুক্তিলাভে অসমর্থ হইয়া, প্রলয়কালে সংহার প্রাপ্ত হয়।

ব্রহ্মা দেব, অসুর ও পিতৃগণ এবং মনুষ্যসমূহ এই চতুর্ব্বিধ প্রজার সৃষ্টিকামনাবশম্বদ হইয়া, স্বীয় আত্মাকে সেই সলিলের সহিত সংযোজিত করিলেন। তাহাতে সেই প্রজাপতির তমোমাত্রার অতিমাত্র প্রাদুর্ভাব সংঘটিত হইল। তিনি সৃষ্টি করিতে সমুৎসুক হইলে, তাঁহার জঘন হইতে প্রথমে অসুর সকল প্রাদুর্ভূত হইল। তখন তিনি তমোমাত্রময়ী সেই তনু পরিত্যাগ করিলেন। ত্যাগ করিবামাত্র ঐ দেহ তৎক্ষণাৎ রাত্রিরূপে সমুৎপন্ন হইল।

অনন্তর তিনি অন্যবিধ দেহ ধারণ করিয়া, সৃজন করিতে উৎসুক হইয়া, প্রীতি অনুভব করিলে, সত্ত্বগুণের উদ্রেকবশতঃ তাঁহার মুখ হইতে দেবগণের উদ্ভব হইল। তিনি সেই দেহও ত্যাগ করিলেন। ত্যাগ করিবামাত্র উহা সত্ত্বপ্রধান দিবসরূপে পরিণত হইল।

অনন্তর তিনি সত্ত্বমাত্ররূপিণী অপর তনু পরিগ্রহ করিয়া, পিতৃবৎ মননে প্রবৃত্ত হইলে, পিতৃগণ প্রাদুর্ভূত হইলেন। পিতৃদিগকে দর্শন করিয়া, তিনি সেই দেহও ত্যাগ করিলেন। ত্যাগ করিবামাত্র উহা দিন ও রাত্রি উভয়ের অন্তরবর্ত্তিনী সন্ধ্যারূপে সমুৎপন্ন হইল।

তখন তিনি রজোমাত্রময় অন্য শরীর পরিগ্রহ করিলে, রজোমাত্র হইতে সমুদ্ভূত মনুষ্যগণের আবির্ভাব হইল। তিনি মনুষ্যদিগকে সৃষ্টি করিয়া, সেই দেহও ত্যাগ করিলেন। তখন ঐ দেহ জ্যোৎস্নামূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল।

দ্বিজ! এইরূপে ধীমান্ দেবদেব ব্রহ্মার ঐ সকল দেহই রাত্রি, দিন, সন্ধ্যা ও জ্যোৎস্না নামে বিখ্যাত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে জ্যোৎস্না, সন্ধ্যা, দিন এই তিনটী সত্ত্বমাত্রময়। আর রাত্রি তমোমাত্রস্বরূপিণী। এই কারণেই দেবগণ দিবাভাগে ও অসুরগণ রাত্রিযোগে বলসম্পন্ন হইয়া থাকেন এবং এই কারণে মনুষ্যেরা জ্যোৎস্নাগমে ও পিতৃপুরুষেরা সন্ধ্যাসময়ে বলশালী ও শত্রুগণের

অজেয় হন, সন্দেহ নাই। ইহাদের বিপর্য্যয় প্রাপ্ত হইলেই, বিপর্য্যয়গ্রস্ত হইয়া থাকেন। জ্যোৎস্না, রাত্রি, দিন, সন্ধ্যা, এই চারিটী প্রভু ব্রহ্মার সত্ত্ব রজ তম এই গুণত্রয় বিশিষ্ট শরীর স্বরূপ।

প্রজাপতি ব্রহ্মা এই চতুর্ব্বিধ শরীর সমুৎপাদনপূর্ব্বক ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় সমাক্রান্ত হইয়া, রজনী যোগে রজ ও তমোগুণ ময়ী অন্যবিধ তনু পরিগ্রহ করিলেন। অনন্তর ভগবান্ অজ রাত্রির অন্ধকারে বিরূপ ও শ্মশ্রুসম্পন্ন ক্ষুধাতুরগণের সৃষ্টি করিলে, তাহারা তাহাঁর সেই দেহকে ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইল। তন্মধ্যে যাহারা, রক্ষা করিব, এইপ্রকার বাক্য প্রয়োগ করিল, তাহারা রাক্ষস হইল। আর যাহারা, যক্ষণ অর্থাৎ ভক্ষণ করিব, বলিল, তাহারা যক্ষ হইল। তাহাদিগকে দর্শন করিয়া, ক্রোধ বশতঃ ব্রহ্মার মস্তক হইতে কেশ সকল বিশীর্ণ হইল। ঐ সকল সর্পণ, অর্থাৎ গমন বশতঃ সর্প এবং হীনত্ব প্রযুক্ত অহি হইল। সর্পদিগকে দর্শন করিয়া, তিনি ক্রোধবশতঃ ক্রোধাত্মাগণের সৃষ্টি করিলে, কপিলবর্ণ, উগ্রপ্রকৃতি, মাংসাদ ভূতগণের আবির্ভাব হইল।

অনন্তর গো অর্থাৎ বাক্যের ধ্যান করিতে করিতে, তাহাঁর পুত্ররূপে গন্ধর্ব্বগণের জন্ম হইল।

এইরূপে উল্লিখিত অষ্টবিধ দেবযোনির সৃষ্টি হইলে, সেই বিভু স্বকীয় দেহ হইতে পশু ও পক্ষীগণের, মুখ হইতে ছাগগণের, বক্ষ হইতে মেষগণের, উদর হইতে গোগণের, পার্শ্বদ্বয় ও পদযুগল হইতে অশ্ব, মাতঙ্গ, গর্দ্দভ, শশক, মৃগ, উষ্ট্র, অশ্বতর ও অন্যান্য বিবিধ রূপবিশিষ্ট জাতি সকলের সৃষ্টি করিলেন। তাহাঁর রোম হইতে ফলমূলশালিনী ওষধি সকল সমুদ্ভূত হইল।

এইরূপে বিভু ব্রহ্মা পশু ও ওষধি সকল সৃষ্টি করিয়া, যজ্ঞ করিলেন। ঐ যজ্ঞ কল্পের আদিতে ত্রেতাযুগের মুখে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। গো, অজ, মহিষ, মেষ, অশ্ব, অশ্বতর ও গর্দ্দভ ইহাদিগকে গ্রাম্যপশু বলে।

আরণ্য পশুর বৃত্তান্ত বলিতেছি, শ্রবণ কর। শ্বাপদ, দ্বিখুর, হস্তী, বানর ও পক্ষী এবং জলচর পশু, ও সরীসৃপ, গায়ত্রী, ঋচ্, ত্রিবৃৎ, সাম, রথন্তর, অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ এই সকলকে তিনি প্রথমমুখ হইতে রচনা করিলেন। দক্ষিণ মুখ হইতে যজু, ত্রৈষ্টুভছন্দ, পঞ্চদশ স্তোম, বৃহৎসাম ও উক্থ এই সকলের সৃষ্টি হইল। সাম, জগতী ছন্দ, পঞ্চদশ স্তোভ, বৈরূপ, অতিরাত্র, ইহারা পশ্চিমমুখ হইতে প্রাদুর্ভূত হইল। একবিংশ অথর্ব্বাণ; আপ্তোর্য্যমাণ, অনুষ্টুভ, বৈরাজ, এই সকল উত্তর মুখ হইতে জন্ম গ্রহণ করিল।

সেই ভগবান্ বিষ্ণু কল্পের আদিতে বিদ্যুৎ, অশনি, মেঘ, ইন্দ্রধনু ও পক্ষী সকলের সৃষ্টি করেন। উচ্চাবচ ভূত সকল তাঁহার গাত্র হইতে সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। তিনি প্রথমে দেব, অসুর ও পিতৃ প্রভৃতি চতুর্ব্বিধ প্রজা সৃষ্টি করিয়া, পরে স্থাবর ও জঙ্গম সকলের সৃষ্টি করেন। তাহাতে যক্ষ, পিশাচ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, নর, কিন্নর, রাক্ষস, পশু, পক্ষী, মৃগ ও উরগ এই সকলের উদ্ভব হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে স্থাবর, জঙ্গম, নশ্বর, অবিনশ্বর, যাহার যেরূপ কার্য্য, তিনি সৃষ্টি করিবার পূর্ব্বে তাহা নির্দ্ধারণ করেন। তাহারা জন্মিয়াই তত্তৎ কার্য্যের অনুসারী হয়। হিংস্র অহিংস্র, মৃদু ক্রূর, ধর্ম্ম অধর্ম্ম, সত্য মিথ্যা এই সকলে আবিষ্ট হইয়া, তত্তৎ ভূতগণের জন্ম হয়। তন্মধ্যে যাহার যেপ্রকার রুচি, তাহার তাহাই ঘটিয়া থাকে। সকলের নিয়ন্তা ও বিধাতা সেই ব্রহ্মাই স্বয়ং তত্তৎ ভূতগণের শরীর ও ইন্দ্রিয়বিষয় সকলের ভিন্ন ভিন্ন রূপ কল্পনা ও বিনিয়োগ বিধান করিয়া থাকেন। তিনি আদিতে বেদশব্দ সকল হইতেই দেবাদি ভূতগণের নাম, রূপ ও কর্ম্ম প্রপঞ্চ প্রণয়ন করেন। এইরূপে ঋষিগণ, দেবগণ ও রাত্রির অবসানে অন্যান্য যাহারা জন্মগ্রহণ করে, তিনিই তাহাদের সকলের নামধেয় কল্পনা করিয়া থাকেন। ঋতুর পর্য্যায় সময়ে যেমন নানারূপে ঋতুচিহ্ন সকলের আবির্ভাব হয়, যুগাদি সকলেই সেইরূপে সৃষ্টি সকলের সমুদ্ভাব হইয়া থাকে। অব্যক্তজন্মা ব্রহ্মা রাত্রির অন্তে জাগরিত হইলে, এবম্বিধ সৃষ্টি সকল কল্পে কল্পে প্রাদুর্ভূত হয়।

ইতি সৃষ্টিপ্রকরণ নাম অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়।

ঊনপঞ্চাশৎ অধ্যায়।

ক্রোষ্টুকি কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি যে অর্ব্বাকস্রোতোনামক মানুষ সৃষ্টির কথা বলিলেন, ভগবান্ ব্রহ্মা যেরূপে তাহা সৃষ্টি করেন, বিস্তারপূর্ব্বক বলুন। মহামতে! তিনি যেরূপে বর্ণ ও গুণ এবং ব্রাহ্মণাদি তত্তৎ বর্ণের বিহিত কর্ম্ম সৃষ্টি করেন, তাহাও কীর্ত্তন করুন।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, পূর্ব্বে ব্রহ্মা সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, মুখ হইতে প্রথমে একসহস্র মিথুন সৃষ্টি করিলেন। তাহারা সকলেই সত্ত্বগুণবিশিষ্ট ও মনস্বী। অনন্তর তিনি পুনরায় বক্ষস্থল হইতে অপর মিথুনসহস্র সৃষ্টি করিলেন। তাহারা রজোগুণবিশিষ্ট ও অমর্ষসম্পন্ন।

অনন্তর তিনি পুনরায় উরু হইতে অপর মিথুনসহস্র সৃষ্টি করিলেন। তাহারা সকলেই রজস্তমোগুণবিশিষ্ট ও চেষ্টাসম্পন্ন।

অনন্তর তিনি পদযুগল হইতে আর এক সহস্র মিথুন সৃষ্টি করিলেন। তাহারা সকলেই তমোগুণবিশিষ্ট, শ্রীহীন ও ক্ষুদ্রমনা। সেই দ্বন্দ্বোৎপন্ন প্রাণিগণ সকলেই বিশিষ্টরূপ হর্ষাবিষ্ট ও পরস্পর কামাতুর হইয়া, মৈথুনার্থ সমুদ্যত হইল। সেই অবধি এই কল্পে ঐরূপে মিথুন সকলেরই উদ্ভব হইয়া থাকে। তৎকালে যোষিদ্‌গণের মাসে মাসে ঋতু হইত না। সেইজন্য মৈথুন সকল সেবিত হইয়াও, প্রসব করিত না। তাহারা আয়ুর অবসানে প্রসব করিত। তাহাও আবার একবার। মনে মনে ধ্যান করিলেই, একবার ঐরূপে প্রসবক্রিয়া সমাহিত হইত। প্রত্যেক মিথুনই সম্যগ্‌রূপে দোষস্পর্শবিহীন শব্দাদি বিষয় অধিকার করিত। এইরূপে প্রজাপতির প্রথমে যে মানসী সৃষ্টি প্রাদুর্ভূত হয়, তাহার বংশপরম্পরা হইতেই সমুদ্ভূত প্রজাগণে এই জগৎ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। সেই যুগে শীত, গ্রীষ্ম উভয়ই অল্প ছিল। প্রজারা ইচ্ছানুসারে অনায়াসে সরিৎ, সাগর, সরোবর ও পর্ব্বত সকলে বাস ও বিচরণ করিত। অয়ি মহামতে! তাহারা বিষয়মাত্রেই স্বাভাবিক তৃপ্তিভোগ করিত। কোন মতেই তাহাদের কোন রূপে প্রতিঘাত উপস্থিত হইত না। তাহারা দ্বেষ জানিত না, মাৎসর্য্য জানিত না; তাহাদের নির্দ্দিষ্ট গৃহও ছিল না, সাগর, পর্ব্বত যেখানে ইচ্ছা বাস করিত। নিষ্কাম হইয়া, যেখানে সেখানে বিচরণ করিত। মনে নিত্য আমোদ অনুভব করিত।

পিশাচ, উরগ, রাক্ষস, মাৎসর্য্যবিশিষ্ট মনুষ্য, পশু, পক্ষী, নক্র, মৎস্য, সরীসৃপ, ইহারা সকলেই অধর্ম্ম হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। তৎকালে ফল, মূল বা পুষ্প ছিল না, ঋতু সকলের বা বৎসর সকলেরও নামগন্ধ ছিল না; অতিমাত্র শীত বা অতিমাত্র গ্রীষ্মও ছিল না; সকল কালই সুখের কাল ছিল। কাল সহকারে তাহাদের অদ্ভুত সিদ্ধি সম্পন্ন হইত। তাহাদের পূর্ব্বাহ্নে বা মধ্যাহ্নে অবিতৃপ্তি উপস্থিত হইলে, পুনরায় ইচ্ছামাত্র অনায়াসেই তৃপ্তি সংঘটিত হইত। আবার, ইচ্ছা করিলেই, তাহাদের মানসিক আয়াসও উপস্থিত হইত। জলের সূক্ষ্মতাবশতঃ তৎকালে তাহাদের নানাবিধ রসোল্লাসশালিনী সিদ্ধি সংঘটিত হইয়া, তাহাদের সকল কামনাই পূরণ করিত। তাহাদের শরীরের কোনরূপ সংস্কারই করিতে হইত না। তাহারা সকলেই স্থিরযৌবন ছিল। বিনা সঙ্কল্পেই তাহাদের মিথুন প্রজা জন্মগ্রহণ করিত। তাহারা যেমন একসঙ্গে জন্মিত, তেমনি একসঙ্গে মরিত এবং সমানরূপ রূপবিশিষ্ট হইত। তাহাদের ইচ্ছা ছিল না, দ্বেষ ছিল না। এই ভাবেই তাহারা পরস্পর কালযাপন করিত। তাহাদের মধ্যে উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট ভাব ছিল না, সকলেই সমান ছিল। সকলেই তুল্যরূপ আয়ু ভোগ করিত। কাহারও মৃত্যু অগ্রে হইত না। যখন মরিত, এক সঙ্গেই মরিত। সুখেরও কোনরূপ তারতম্য ছিল না। তাহারা সকলেই মানুষ মানের চারিহাজার বৎসর জীবিত থাকিত। ইহার মধ্যে কাহারই কোন

রূপ ক্লেশ ও তজ্জন্য কোনরূপে অপমৃত্যুও হইত না। নিরবচ্ছিন্ন সুখেই কালযাপন করিত এবং সময় উপস্থিত হইলেই, সুখে মরিত। সর্ব্বত্রই তাহারা সিদ্ধিলাভ করিত। তাহাদের কিছুরই অভাব হইত না বা ছিল না। তাহারা ক্রমে ক্রমে বিনাশ প্রাপ্ত হইত, একবারেই হঠাৎ মরিত না; আবার ভুগিয়াই প্রাণত্যাগ করিত না।

তাহারা সকলে বিনষ্ট হইলে, আকাশ হইতে মনুষ্য সকল আবার পরিচ্যুত হইত। তাহারা প্রায়ই গৃহসংজ্ঞিত কল্পবৃক্ষ হইয়া জন্মিত। সেই সকল কল্পবৃক্ষ হইতে তাহাদের যাবতীয় ভোগ বিনিষ্পন্ন হইত। তৎকালে ত্রেতাযুগের মুখে তাহারা তৎসমস্ত কল্পবৃক্ষ আশ্রয় করিয়াই জীবনধারণ করিত।

অনন্তর কালসহকারে সহসা তাহাদের রাগ সমুদ্ভূত হইল। তন্নিবন্ধন, মাসে মাসে ঋতু হওয়াতে, পুনঃ পুনঃ গর্ভোৎপত্তি হইতে লাগিল। ব্রহ্মন্! রাগোৎপত্তি হওয়াতে, তাহাদের সেই গৃহসংজ্ঞিত বৃক্ষ সকলের শাখা সকল পতিত হইয়া, বস্ত্র সকল প্রসব করিতে লাগিল; ফল সকলে আভরণ সকল জন্মিতে লাগিল এবং তাহা হইতেই তাহাদের সুরস, সুন্দরবর্ণ, মহা-বলকারক, অমাক্ষিক মধু পুটক পরিমাণে উৎপন্ন হইতে লাগিল। সেই মধু পান করিয়া, তাহারা ত্রেতাযুগমুখে প্রাণধারণে প্রবৃত্ত হইল।

অনন্তর কালান্তর ক্রমে তাহারা পুনরায় লোভযুক্ত হইলে, মমতাবিষ্ট হৃদয়ে সেই সকল গৃহবৃক্ষকে পরিগ্রহ করিল। সেই অপচারবশতঃ তাহাদের ঐ গৃহবৃক্ষ সকল বিনষ্ট হইয়া গেল।

অনন্তর শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব সকল প্রাদুর্ভূত হইলে, তাহারা তত্তৎ দ্বন্দ্বের নিরাকরণার্থে প্রথমে পুর সকলের নির্ম্মাণ করিল। তাহাতে মরুস্থল, দুর্গ, পর্ব্বত ও দরী সকলে পুর সকল প্রতিষ্ঠিত হইল। তাহারা আপনাদের অঙ্গুলি সহকারে বারম্বার পরিমাণ করিয়া, জলদুর্গ, পার্ব্বত্য দুর্গ, বৃক্ষদুর্গ ও কৃত্রিম দুর্গ সকল নির্ম্মাণপূর্ব্বক তাহাতেই বাস করিতে লাগিল। পূর্ব্ব হইতেই তাহারা মানার্থ অর্থাৎ মাপিবার জন্য প্রমাণ সকল প্রস্তুত করিয়া লইয়াছিল। যথা, পরমাণু, ত্রসরেণু, মহীরজঃ, কেশাগ্র, লিক্ষা, যূকা ও যবোদর। তন্মধ্যে একাদশ যবোদরে এক অঙ্গুলি হয়। অর্থাৎ ১১টী যব রাশিক্রমে একটীর পর একটী রাখিলে, তাহাদের সমুদায়ের মধ্যভাগের যে পরিমাণ হয়, তাহাই অঙ্গুলি শব্দে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। ঐরূপ ছয় অঙ্গুলিতে একপদ, দুই পদে এক বিতস্তি, দুই বিতস্তিতে এক হস্ত, চারি হাতে এক ধনু বা নাড়িকাযুগ, দুই সহস্র ধনুতে এক গব্যূতি, চারিসহস্র গব্যূতিতে এক যোজন। প্রাজ্ঞগণ সংখ্যানার্থ এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

চতুর্ব্বিধ দুর্গের মধ্যে প্রথম তিনটী স্বাভাবিক অর্থাৎ মনুষ্যকৃত নহে। চতুর্থটী কৃত্রিম অর্থাৎ মনুষ্যকৃত। এতদ্ভিন্ন, তাহারা তাহাতে পুর, খেটক, দ্রোণীমুখ, শাখানগর, কর্ব্বটক, গ্রাম, ঘোষ, পৃথক্ পৃথক গৃহ, উচ্চ উচ্চ প্রাচীর ও পরিখা নির্ম্মাণ করিল। তন্মধ্যে এক যোজনের চতুর্থাংশকে বিষ্কম্ভ বলে। বিষ্কম্ভের আটভাগে এক পুর হয়। পূর্ব্ব ও উত্তরদিকে প্রবণ করিয়া, পুর নির্ম্মাণ করিতে হইবে। ঐরূপ পুরই প্রশস্ত। পুরের অর্দ্ধেককে খেটক বলে। খেটের চতুর্থাংশ কর্ব্বট। তাহা অপেক্ষা অষ্টভাগ ন্যূন দ্রোণীমুখ। মন্ত্রী ও সামন্তগণের ভোগাস্পদীভূত স্থানকে শাখানগর বলে। ক্ষেত্রোপভোগ্য ভূমধ্যে বসতির নাম গ্রাম। গ্রামে শূদ্রের ভাগই অধিক থাকে এবং সুসমৃদ্ধ কৃষীবল বাস করিয়া থাকে। লোকে নগরাদির কার্য্য উদ্দেশ করিয়া, যে বসতি করে, তাহারই নাম বসতি। যে গ্রামে দুষ্টের ভাগই অধিক, যাহার নিজের ক্ষেত্র নাই, পরের ভূমিতেই জীবনযাত্রানির্ব্বাহ হয়, তাদৃশ বলশালী গ্রামকে অক্রিমী বলিয়া থাকে। তাহারা এইরূপে স্বস্ব বাসের জন্য নগরাদি নির্ম্মাণ করিয়া, দ্বন্দ্ব সকলের আবসথ জন্য নিকেতন সকল স্থাপন করিতে লাগিল। পূর্ব্বে যেমন তাহাদের গৃহাকার বৃক্ষ সকল ছিল, তাহা স্মরণ করিয়া, সেইরূপে গৃহসকল নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিল। বৃক্ষের শাখা সকল যেমন একটীর পর একটি নত ও উন্নত হইয়া, অবস্থিতি করে, তদ্বৎ বিধানে তাহারা শাখাসকল রচনা করিল। দ্বিজোত্তম! পূর্ব্বে কল্পবৃক্ষ সক-

লের যে সকল শাখা ছিল, তাহারাই গৃহ সকলের শাখা হইল। তাহাতেই তৎসমস্ত শাখার শালাত্ব সম্পন্ন হইল।

তাহারা এই রূপে শীতোষ্ণাদির উপঘাত করিয়া, বার্ত্তোপায়চিন্তায় প্রবৃত্ত হইল। মধুর সহিত কল্পবৃক্ষ সকল নিঃশেষে বিনষ্ট হইয়াছিল। তন্নিবন্ধন তাহারা তৃষ্ণা ও ক্ষুধায় অতিমাত্র নিপীড়িত ও তজ্জন্য বিষাদবশে ব্যাকুল হইয়া উঠিল। অনন্তর সেই ত্রেতামুখে তাহাদের কৃষিবিষয়ক সিদ্ধি সমাগত হইল। তাহাদের ইচ্ছানুসারে বৃষ্টিপাত হইতে লাগিল। সেই বৃষ্টির জল নিম্নগামী হওয়াতে, নিম্নগা সকল উদ্ভূত হইল। পূর্ব্বে যে জলরাশি পৃথ্বীতলে পতিত হইয়াছিল, মৃত্তিকার সংযোগবশতঃ তাহাদের সমুদায় দোষ বিনষ্ট হইয়া যায়। ঐ সময়েই বৃক্ষ ও গুল্ম সকল সমুৎপন্ন হইল। তাহারা ফাল-কৃষ্ট নহে, কাহারও কর্ত্তৃক রোপিতও নহে। তাহারা সকল ঋতুতেই ফলপুষ্প প্রসব করিয়া থাকে। তাহারা গ্রাম্য ও আরণ্য দুই ভাগে বিভক্ত।

ত্রেতাযুগেই প্রথম এইরূপে ঔষধের প্রাদুর্ভাব হয়। মুনে! সেই ঔষধেই তদ্‌যুগস্থ প্রজাগণ জীবনধারণ করিয়াছিল। তৎকালে রাগ ও লোভের সহসা আবির্ভাব হওয়াতে, প্রজা সকল তৎপ্রভাবে আত্মন্যায়ে যথাশক্তি নদী, ক্ষেত্র, পর্ব্বত, বৃক্ষ, গুল্ম ও ওষধি সকলকে পরিগ্রহ করিল। দ্বিজ! সেই দোষেই ওষধি সকল তাহাদের সমক্ষেই অন্তর্হিত হইল। মহামতে! পৃথিবী এক কালেই তৎসমস্ত ওষধি গ্রাস করিয়া ফেলিলেন।

তাহারা পুনরায় প্রণষ্ট হইলে, প্রজাসকলও পুনরায় বিভ্রান্ত হইয়া উঠিল এবং সকলেই ক্ষুধার্ত্ত হইয়া, পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইল। পৃথিবী যে ওষধি গ্রাস করিয়াছেন, তিনি তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে পরিজ্ঞাত হইয়া, সুমেরুকে বৎস করিয়া, সেই বসুন্ধরাকে দোহন করিলেন। এইরূপে তিনি শস্য সকল দোহন করিলে, তাহাদের বীজসকল আবির্ভূত হইল। তাহাতে গ্রাম্য ও আরণ্যভেদে দ্বিবিধ ওষধি জন্মগ্রহণ করিল। উহাদের সপ্তদশ গণ পরিগণিত হইয়া থাকে। ফল পক্ক হইলেই, উহারা বিনাশ পাইতে লাগিল। ব্রীহি, যব, গোধূম, অণু, তিল, প্রিয়ঙ্গু, উদার, নিষ্পাব, কুলথ, আঢ়ক, চণক, এই সপ্তদশ গণ। ইহারা সকলেই গ্রাম্যজাতি। এতদ্‌ভিন্ন, গ্রাম্যারণ্য ওষধি আছে। তাহাদের যজ্ঞার্থে ব্যবহার হইয়া থাকে। তাহারা চতুর্দ্দশ গণে বিভক্ত। যথা,—ব্রীহি, যব, গোধূম, অণু, তিল, প্রিয়ঙ্গু, কুলথ, শ্যামাক, নীবার, যত্তিল, গবেধু, কুরুবিন্দ, মর্কটক, এই চতুর্দ্দশবিধ গ্রাম্যারণ্য ওষধি পরিগণিত হইয়াছে।

ওষধি সকল প্রসৃষ্ট হইলেও, যখন তাহাদের পুনরায় অঙ্কুরোৎপাদন হইল না, তখন পিতামহ ব্রহ্মা তাহাদের বৃদ্ধির জন্য কৃষি এবং কর্ম্মজনিত হস্তসিদ্ধিও বিধান করিলেন। সেই অবধি ওষধি সকল কৃষ্টপচ্য হইয়া, জন্মিতে লাগিল।

এইরূপে কৃষিকার্য্যে সিদ্ধিলাভ হইলে, ভগবান্ স্বয়ম্ভু সৃষ্ট প্রজাসকলের গুণানুসারে যথাবিধি মর্য্যাদাস্থাপন এবং সমুদয় বর্ণের ও আশ্রমের এবং সম্যগ্‌রূপে ধর্ম্মার্থ-পালনশীল সকল বর্ণস্থ লোক সকলের ধর্ম্মও নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। তদনুসারে ক্রিয়াশীল ব্রাহ্মণগণের প্রাজাপত্য স্থান পরিগণিত হইয়াছে। সংগ্রামে অপরাঙ্মুখ ক্ষত্রিয়গণের ঐন্দ্র স্থান, স্বধর্ম্মপালনশীল বৈশ্যগণের মারুতস্থান এবং পরিচর্য্যার অনুবর্ত্তী শূদ্রগণের গান্ধর্ব্ব স্থান বিনির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। অষ্টাশীতি সহস্র ঊর্দ্ধরেতা ঋষি যেস্থানে অবস্থিতি করেন, গুরুবাসীগণের সেই স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আর সপ্তর্ষিগণের যে স্থান, বনবাসীগণেরও সেই স্থান এবং গৃহস্থে। প্রজাপতির স্থান, সন্ন্যাসীরা স্বয়ং ব্রহ্মার স্থান এবং যোগিরা অমৃতস্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ইহাই স্থানকল্পনা।

ইতি স্থানকল্পনা নাম ঊনপঞ্চাশৎ অধ্যায়।

পঞ্চাশৎ অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা ধ্যানপরায়ণ হইলে, তাঁহার মন হইতে প্রজা সকল তাঁহার শরীরসমুৎপন্ন কার্য্য ও কারণপরম্পরার সহিত প্রাদুর্ভূত হইল। সেই ধীমান্ ব্রহ্মার গাত্র হইতে ক্ষেত্রজ্ঞ সকল আবির্ভূত হইলেন। আমি পূর্ব্বে যাঁহাদের কথা বলিয়াছি, তাঁহারাও সকলে জন্মগ্রহণ করিলেন। দেবাদি হইতে স্থাবর পর্য্যন্ত যাবতীয় প্রজাই ত্রৈগুণ্যবিষয় বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। স্থাবর ও জঙ্গম সকল এইরূপেই সৃষ্ট হইল।

ধীমান্ ব্রহ্মার সেই প্রজা সকল যখন বর্দ্ধিত হইল না, তখন তিনি আপনার অনুরূপ অন্যবিধ মানস পুত্র সকলের সৃষ্টি করিলেন। ইহাদের নাম ভৃগু, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, অঙ্গিরা, মরীচি, দক্ষ, অত্রি, বশিষ্ঠ। এই নয় জন ব্রহ্মার মানস পুত্র বলিয়া, পুরাণে বিনিশ্চিত হইয়াছেন। অনন্তর ব্রহ্মা পুনরায় ক্রোধাত্মসম্ভব রুদ্রের, সংকল্পের ও ধর্ম্মের সৃষ্টি করিলেন। এই ধর্ম্ম পূর্ব্বগণেরও পূর্ব্বজ। সেই স্বয়ম্ভু পূর্ব্বে সনন্দাদি যে প্রজা সকল সৃষ্টি করেন, তাঁহারা সমাধিপরায়ণ ও নিরপেক্ষ হওয়াতে, সংসারে আসক্ত বা লিপ্ত হয়েন নাই। তাঁহারা সকলেই ভবিষ্যজ্ঞানসম্পন্ন, রাগশূন্য ও মৎসরবিহীন হইয়াছিলেন। প্রজাসৃষ্টিবিষয়ে তাঁহাদের ঔদাসীন্য দেখিয়া, মহাপ্রভাব ব্রহ্মা অতীব জাতক্রোধ হইলেন। তাহাতে সূর্য্যসন্নিভ, সুবিশালশরীরসম্পন্ন, অর্দ্ধনারী-নরদেহ পুরুষ জন্মগ্রহণ করিলেন। তদ্দর্শনে ব্রহ্মা তাহাকে কহিলেন, তুমি আত্মাকে বিভক্ত কর। এই বলিয়াই তিনি অন্তর্হিত হইলে, সেই পুরুষ তদীয় কথানুসারে স্ত্রীত্ব ও পুরুষত্ব পৃথক্ করিয়া, পুরুষত্বকে আবার একাদশ ভাগে বিভক্ত করিলেন। তাহাতে সৌম্য, অসৌম্য, শান্ত, অশান্ত, শ্বেত ও কৃষ্ণ ভেদে বহুবিধ স্বভাব ও বর্ণ বিশিষ্ট পুরুষ ও স্ত্রীর জন্ম হইল।

অনন্তর ব্রহ্মা আত্মসম্ভূত সেই পুরুষকে আপনার সদৃশ প্রথম স্বায়ম্ভুব মনু ও সেই নারীকে শতরূপা রূপে নির্ম্মাণ করিলে, সেই স্বায়ম্ভুব মনু তপঃপ্রভাবে সর্ব্বথা নিষ্পাপা শতরূপাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিলেন। শতরূপা সেই পুরুষ হইতে দুই পুত্র প্রসব করিলেন। তাঁহাদের নাম প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ। তাঁহারা স্বকীয় কর্ম্মবলে বিখ্যাতি লাভ করেন। শতরূপার গর্ভে দুই কন্যারও জন্ম হইল। তাহাদের নাম ঋদ্ধি ও প্রসূতি। তন্মধ্যে পিতা দক্ষকে প্রসূতি ও রুচিকে ঋদ্ধি দান করিলেন। দক্ষিণা সহিত যজ্ঞ তাঁহাদের পুত্ররূপে সমুৎপন্ন হইলেন। ইহারই নাম দম্পতী-মিথুন। অনন্তর দক্ষিণার গর্ভে যজ্ঞের দ্বাদশ পুত্র জন্মিলেন। তাঁহারাই স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে যামনামক দেবতারূপে বিখ্যাতি লাভ করেন।

প্রসূতির গর্ভে দক্ষ চতুর্ব্বিংশতি কন্যা সমুৎপাদন করিলেন। তাহাদের নাম সমস্ত সম্যগ্‌রূপে বলিতেছি, শ্রবণ কর। যথা, শ্রদ্ধা, লক্ষ্মী, ধৃতি, তুষ্টি, পুষ্টি, ক্রিয়া, মেধা, বুদ্ধি, লজ্জা, বপু, শান্তি, সিদ্ধি, কীর্ত্তি, এই ত্রয়োদশ দক্ষকন্যাকে ধর্ম্ম পত্নীর জন্য পরিগ্রহ করিলেন। অবশিষ্ট একাদশ যবীয়সী কন্যার নাম যথাক্রমে খ্যাতি, সতী, সম্ভূতি, স্মৃতি, প্রীতি, ক্ষমা, সন্নতি, অনসূয়া, উর্জ্জা, স্বাহা, স্বধা। ভৃগু, ভব, মরীচি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ, অত্রি, বহ্নি ও পিতৃগণ ইহারা খ্যাতি প্রভৃতি ঐ ত্রয়োদশ কন্যাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিলেন। শ্রদ্ধা কামকে, শ্রী দর্পকে, ধৃতি নিয়মকে, তুষ্টি সন্তোষকে ও পুষ্টি লোভকে সমুৎপাদন করিলেন। আর মেধার গর্ভে শ্রুত, ক্রিয়ার গর্ভে দণ্ড, বিনয় ও নয়, বুদ্ধির গর্ভে বোধ, লজ্জার গর্ভে বিনয় ও বপু সমুৎপন্ন হইল। শান্তি হইতে ক্ষেম, সিদ্ধি হইতে সুখ, কীর্ত্তি হইতে যশ, জন্মগ্রহণ করিল। ইহারা সকলেই ধর্ম্মের পুত্র। কাম হইতে অতিমুদ ও হর্ষ সমুৎপন্ন হইল। ইহারা ধর্ম্মের পৌত্র।

অধর্ম্মের ভার্য্যা হিংসা। তাহার গর্ভে অনৃতের জন্ম হইল। তাহার কন্যার নাম নির্ঋতি। নরক

ও ভয় এই দুইজন নির্ঋতির পুত্র। মায়া ও বেদনা, ঐ দুই জনের স্ত্রী। তন্মধ্যে মায়া সর্ব্বভূত-সংহর মৃত্যুকে প্রসব করিল। আর রৌরব হইতে বেদনার গর্ভে দুঃখের উদ্ভব হইল। মৃত্যুর ঔরসে ব্যাধি, জরা, শোক, তৃষ্ণা, ক্রোধ ইহারা জন্মগ্রহণ করিল। অথবা ইহারা সকলেই দুঃখ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, বলিয়া, পরিগণিত হইয়া থাকে। ইহারা সকলেই অধর্ম্মলক্ষণ এবং সকলেই উর্দ্ধরেতা। সেইজন্য ইহাদের ভার্য্যাও নাই, পুত্রও নাই।

মুনে! মৃত্যুর অপর পত্নীর নাম নির্ঋতি। ইহার আর এক পত্নীর নাম অলক্ষ্মী। তাহার গর্ভে মৃত্যুর চতুর্দ্দশ পুত্রের জন্ম হয়। এই অলক্ষ্মীর পুত্রেরাই মৃত্যুর আদেশপালন করিয়াছিল। বিনাশ-কাল উপস্থিত হইলেই, ইহারা লোকদিগকে ভজনা করিয়া থাকে। ইহাদের বৃত্তান্ত শ্রবণ কর। ইহারা মনুষ্যের দশ ইন্দ্রিয়ে ও মনে অবস্থিতি করে এবং স্ত্রী বা পুরুষকে স্ব স্ব বিষয়ে নিয়োগ করিয়া থাকে। অনন্তর ইহারা রাগ ও ক্রোধাদির সহায়তায় ইন্দ্রিয়দিগকে আক্রমণ করিয়া, এরূপে যোজনা করে, যাহাতে তাহারা অধর্ম্মাদির দ্বারা হানি লাভ করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে কেহ অহঙ্কারে ও কেহ বা বুদ্ধিতে বাস করে। তৎপ্রযুক্ত লোকেরা মোহ আশ্রয় পূর্ব্বক স্ত্রীদিগের বিনাশার্থ যত্নবান্ হয়। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ মনুষ্যদিগের গৃহে অবস্থিতি করে।

ইহাদের মধ্যে দুঃসহ নামে বিখ্যাত মৃত্যুপুত্র কাকের সমান স্বর বিশিষ্ট, নগ্ন ও চীরধারী এবং অধোমুখ ও ক্ষুধায় অতিমাত্র কৃশ। ব্রহ্মা সেই তপোনিধিকে সকলের ভক্ষণার্থ সৃষ্টি করেন। তাহাতে, সেই অতীব ভয়ঙ্কর, দংষ্ট্রাকরাল দুঃসহ অতিমাত্র ব্যাদিত বদনে খাইবার জন্য উদ্যত হইলে, জগতের কারণ, নিত্য ও শুদ্ধস্বরূপ, সর্ব্বব্রহ্মময়, লোকপিতামহ ব্রহ্মা কহিলেন, এই জগৎ ভক্ষণ করিও না, কোপ ত্যাগ ও শান্তি অবলম্বন কর এবং রজ অংশ পরিহার ও এই তামসী বৃত্তিও বিসর্জ্জন কর।

দুঃসহ কহিল, জগন্নাথ! আমি ক্ষুধার্ত্ত ও পিপাসার্ত্ত এবং তন্নিবন্ধন দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছি। নাথ! কিরূপে আমার তৃপ্তিলাভ হইতে পারে, কিরূপেইবা আমি বলবান্ হইব এবং আমার আশ্রয়ই বা কি, যাহাতে আমি শান্তিসহকারে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারি, নির্দ্দেশ করুন।

ব্রহ্মা কহিলেন, বৎস! লোকের গৃহ তোমার আশ্রয়, অধার্ম্মিকেরা তোমার বল এবং নিত্য-ক্রিয়াহানি দ্বারা তোমার পুষ্টি সঞ্চিত হইবে। আর, বৃথা স্ফোট সকল তোমার বস্ত্র হইবে। আমি তোমাকে আহারও প্রদান করিতেছি। ক্ষত, কীটদূষিত, কুক্কুরকর্ত্তৃক দৃষ্ট, ভগ্নভাণ্ডস্থিত, মুখ-বায়ু দ্বারা উপশমিত, উচ্ছিষ্ট, অপক্ক, অস্বিন্ন, অবলীঢ়, অসংস্কৃত, ভগ্নাসনে থাকিয়া ও উভয় সন্ধ্যায় বিদিক্ মুখে বসিয়া ভক্ষিত, রজস্বলাকর্ত্তৃক উপহৃত ভুক্ত অথবা দৃষ্ট এবং এতদ্ভিন্ন অন্যান্যরূপে উপঘাতযুক্ত যে কিছু ভক্ষ্য বা জল, তৎসমস্ত তোমার পুষ্টির জন্য প্রদান করিলাম। আমি তোমাকে অন্যবিধ আহারও দিতেছি। যাহা অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক অনলে হোম করা হইবে, অবজ্ঞাপূর্ব্বক দান করা যাইবে, জল না দিয়া নিক্ষেপ করা হইবেও বৃথা সম্পাদন করা হইবে, অথবা যাহা ত্যাগ করিবার জন্যই আবিষ্কৃত হইবে, ও অতিমাত্র বিস্ময়বশে দান করা হইবে এবং যাহা ক্রুদ্ধ ও আতুর-কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইবে, ঈদৃশ দূষিত দ্রব্য তুমি ভক্ষণ করিও। অথবা পুনর্ভবার পুত্র ও কন্যা পরলোকের জন্য যে কিছু অনুষ্ঠান করিবে, তুমি তাহাই ভক্ষণ করিও। আমি তোমার তৃপ্তির জন্য তাহা দান করিলাম। অথবা, কন্যাশুল্কের সংগ্রহ জন্য লোকে যে ধনক্রিয়ার অনুসারী হয় এবং অসৎ শাস্ত্রানুসারে যে ক্রিয়া সকল বিহিত হইয়া থাকে, পুষ্টির জন্য তাহাই ভক্ষণ করিও। অথবা, সত্যবহিষ্কৃত হইয়া, যে অর্থ উপার্জ্জন বা যে কিছু অধ্যয়ন করা হয়, তোমার সিদ্ধির জন্য তৎসমস্তও প্রদান করিলাম। এতদ্ভিন্ন, তোমাকে কাল সকলও প্রদান করিতেছি। অয়ি দুঃসহ! যাহারা গর্ভবতী স্ত্রীর অভি-গমন করিবে, অথবা সন্ধ্যা প্রভৃতি নিত্যকার্য্যের ব্যতিক্রম করিবে, কিম্বা যে সকল ব্যক্তি অসৎ শাস্ত্রানুসারে ক্রিয়ানুষ্ঠান ও আলাপ করিয়া দূষিত হইবে, তাহাদের উপরি সর্ব্বদাই তোমার অভিভবসামর্থ্য সংঘটিত হইবে। পংক্তিবিচ্ছেদ, পাকভেদ, বৃথাপাক এবং নিত্য গৃহকলহ, এই

সকলে তুমি বাস করিবে। গোবাহনাদিকে বদ্ধ করিয়া রাখিয়া পোষণ না করিলে এবং সন্ধ্যাসময়ে গৃহে জল না দিলে, তোমা হইতে লোকের ভয় জন্মিবে। নক্ষত্র ও গ্রহপীড়া এবং ত্রিবিধ-উৎপাতদর্শন, এই সকল দুর্ঘটনায় যাহারা কোনরূপ শান্তিকার্য্যের অনুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ হইবে, তাহাদিগকে তুমি ভক্ষণ ও অভিভব করিবে।

যাহারা বৃথা উপবাস করিবে, স্ত্রী, দ্যূত ও মদ্যপানে সর্ব্বদা আযুক্ত হইবে, বিড়ালব্রত অবলম্বন করিবে, তাহাদিগকে তুমি ভক্ষণ ও অভিভবে প্রবৃত্ত হইবে। অব্রহ্মচারী হইয়া যে অধ্যয়ন করিবে; না জানিয়া যে যজ্ঞ করিবে, তপোবনে থাকিয়া অজিতাত্মা হইয়া, গ্রাম্যভোগ করিবার জন্য যে চেষ্টা করিবে, সেই অধ্যয়ন, সেই যজ্ঞ, সেই চেষ্টা এবং সেই চেষ্টার যে ফল হইবে, তাহাই তুমি আহার করিবে। অথবা, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্র, বৈশ্য ও শূদ্র ইহারা স্ব স্ব বিহিত কার্য্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া, পরলোকার্থকামনায় যে চেষ্টা করিবে, সেই চেষ্টা ও তাহার ফল সমস্তই তোমার খাদ্য হইবে।

এতদ্ভিন্ন, তোমার পুষ্টির জন্য অন্যবিধ যাহা প্রদান করিতেছি, তাহাও তুমি শ্রবণ কর। বৈশ্বদেব বলির অন্তে তোমার নামোচ্চারণপূর্ব্বক, এই তোমাকে দিলাম, বলিয়া, তোমাকে যে বলি প্রদান করিবে, তাহাই তোমার ভক্ষ্য হইবে।

যে ব্যক্তি দ্রব্য সকল যথাবিধি সংস্কার করিয়া ভক্ষণ করে, যে ব্যক্তির অন্তর বাহির উভয়ই পবিত্র, যে ব্যক্তির লোভ নাই এবং যে ব্যক্তি স্ত্রীর বশীভূত নহে, তুমি তাহার গৃহ পরিত্যাগ করিও। যাহারা স্ব স্ব কার্য্য দ্বারা পিতৃগণ ও দেবগণ এবং অতিথিগণের পূজা করে, তাহাদের গৃহও বর্জ্জন করিও। যে গৃহে বালক, বৃদ্ধ, স্ত্রী, পুরুষ এবং স্বজন বা সৌহার্দ্দ বিরাজ করে, সে গৃহও ত্যাগ করিও। যে গৃহের স্ত্রীরা কায়মনে তাহাতেই আসক্ত, বহির্গমনে উৎসুক হয় না এবং সাতিশয় লজ্জাশীল, তাদৃশ গৃহও ত্যাগ করিও। যে গৃহে বয়স ও সম্বন্ধ বুঝিয়া, শয়ন ও আসন সকলের ব্যবস্থা বিহিত হয়, তুমি আমার বচনানুসারে সেই গৃহও ত্যাগ করিও। যে গৃহের লোকেরা করুণাসম্পন্ন, সর্ব্বদাই সাধুকার্য্যে প্রবৃত্ত এবং সামান্যরূপ উপকরণেই যুক্তচিত্ত, তাদৃশ গৃহও ত্যাগ করিও। যে গৃহে গুরু, বৃদ্ধ ও দ্বিজাতিবর্গ অবস্থিতি করিলে, আসনস্থ ব্যক্তিরা উঠিয়া দাঁড়ায়, সেই গৃহও ত্যাগ করিও। যে গৃহের দ্বার তরু ও গুল্মাদি দ্বারা বিদ্ধ নহে এবং যে গৃহে পুরুষের মর্ম্মভেদ নাই, সে গৃহও তোমার পক্ষে প্রশস্ত নহে। যে ব্যক্তি দেবগণ, পিতৃগণ, মনুষ্যগণ ও অতিথিগণ, ইহাদিগকে প্রদান করিয়া, যে অন্ন অবশিষ্ট থাকে, তাহাতেই জীবিকানির্ব্বাহ করে, তুমি তাহার গৃহও ত্যাগ করিও। যাহারা সত্যবাদী, ক্ষমাশীল, অহিংস্র ও ও অননুতাপী এবং অসূয়াহীন, তাহাদিগকে তুমি ত্যাগ করিও।

যে স্ত্রী স্বামিসেবায় তৎপরচিত্তা, অসৎ স্ত্রীর সঙ্গবর্জ্জিতা এবং কুটুম্ব ও ভর্ত্তার ভক্ষণের পর ভক্ষণ করিয়া, শরীর পোষণ করে, তাহাকে তুমি ত্যাগ করিও।

যে ব্রাহ্মণ যজন, অধ্যয়ন, দান এই সকলে আসক্তচিত্ত এবং সর্ব্বদা যাজন, অধ্যাপন ও প্রতিগ্রহ দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন, তাহাকেও তুমি ত্যাগ করিও।

অয়ি দুঃসহ! দান, অধ্যয়ন ও যজ্ঞ এই সকলে যে ক্ষত্রিয় সর্ব্বদাই উদ্যুক্ত এবং সৎপথে শুল্কগ্রহণপূর্ব্বক শস্ত্রচালনা করিয়া, জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ ও বেতন গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহাকে তুমি ত্যাগ করিও।

যে বৈশ্য পূর্ব্বোক্ত গুণত্রয়যুক্ত এবং পাশুপাল্য, বাণিজ্য ও কৃষিকার্য্য করিয়া জীবিকানির্ব্বাহে তৎপর, তাহাকেও তুমি ত্যাগ করিও।

যে শূদ্র দান, ইজ্যা ও দ্বিজসেবায় তৎপর এবং ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের শুশ্রূষা করিয়া, আত্মপোষণ করে, তাহাকেও তুমি ত্যাগ করিও।

যে গৃহে গৃহী শ্রুতিস্মৃতির অবিরোধে জীবনযাপন করে এবং তাহার পত্নীও তাহার অনুগতা-

স্থিকা এবং যেখানে পুত্র গুরুপূজা, দেবপূজা ও পিতৃপূজায় তৎপর এবং পত্নীও স্বামীর সেবা করিয়া থাকে, সে গৃহে অলক্ষ্মীর ভয় কোথায়? যে গৃহ অনুলিপ্ত ও সন্ধ্যাসময়ে সম্যগ্রূপে অভ্যুক্ষিত হইয়া থাকে এবং পুষ্প দ্বারা সর্ব্বথা সুসজ্জিত হয়, তুমি সে গৃহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে সমর্থ হইবে না।

যেখানে সূর্য্যকখন শয্যা দেখিতে পান না, নিত্য অগ্নি ও সলিল বর্ত্তমান এবং সূর্য্যকে প্রতিদিন দীপ প্রদর্শন করা হইয়া থাকে, সেই গৃহই লক্ষ্মীর অবস্থিতিস্থান। যেখানে চন্দন, বীণা, আদর্শ, মধু, ঘৃত, বিপ্র ও তাম্রপাত্র সকল বিরাজ করে, সে গৃহও তোমার আশ্রয় নহে। যেখানে কণ্টকযুক্ত বৃক্ষ সকল ও নিষ্পাবলতা এবং পুনর্ভূ ভার্য্যা ও বল্মীক বিদ্যমান, সেই গৃহই তোমার মন্দির। যে গৃহে পাঁচজন পুরুষ, তিনজন স্ত্রী ও তিনটী গোরু এবং অন্ধকারেই অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া থাকে, সেই গৃহেই তোমার বসতি।

যেখানে একটী ছাগ, দুইটী চমরী, তিনটী গো, পাঁচটী মহিষ, ছয়টী অশ্ব এবং সপ্ত মাতঙ্গ, তুমি সেই গৃহকে আশু শোষণ করিও। কুদ্দাল, দাত্র, পিঠক ও স্থাল্যাদি ভাজন সমস্ত যেখানে সেখানে পড়িয়া থাকিলে, তোমাকে আশ্রয় দিয়া থাকে। স্ত্রীগণ মুষল, উদূখল, ও উদুম্বর এই সকলে উপবেশন করিলে, তোমার পক্ষে ভালই হইয়া থাকে।

যেখানে পক্ক ও অপক্ক ধান্য সকল লক্ষিত হয় এবং তদ্বৎ শাস্ত্র সকলও দেখিতে পাওয়া যায়, তুমি সে গৃহে ইচ্ছানুসারে বিচরণ করিও।

যে গৃহে দিবারাত্র মড়া থাকে বা মানুষের অস্থি আছে, সেই গৃহেই তোমার ও অন্যান্য রাক্ষসগণের বাস। যাহারা সপিণ্ড ও সোদকদিগকে এবং বন্ধুবর্গকে না দিয়া ভক্ষণ করে, তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে তুমি আশ্রয় করিও।

যে গৃহে পদ্ম, মহাপদ্ম, মোদকাশিনী যুবতী, বৃষভ ও ঐরাবত কল্পিত থাকে, তুমি সেই গৃহ ত্যাগ করিও। যে গৃহে অশস্ত্র ও বিনাযুদ্ধেও শস্ত্রধর দেবমূর্ত্তি সকল কল্পিত হয়, তুমি সেই গৃহও ত্যাগ করিও। শূর্পবাত, ঘটসলিল, বস্ত্রাম্বুবিন্দু ও নখাগ্রসলিল, এই সকলে যাহারা স্নান করে, সেই সকল অলক্ষণ ব্যক্তিদিগকে তুমি আশ্রয় করিও।

যে ব্যক্তি দেশাচারনিয়ম, জাতিধর্ম্ম, জপ, হোম, মঙ্গল, দেবগণের উপাসনা, সম্যগ্রূপ শৌচ ও যথাবিধি লোকবাদ সকলের অনুষ্ঠান ও অনুসরণ করে, তোমার সহিত যেন তাহার সংসর্গ না ঘটে।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, ব্রহ্মা দুঃসহকে এইপ্রকার কহিয়া, সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। দুঃসহও তাঁহার আদেশপালন করিতে লাগিল।

ইতি যক্ষানুশাসন নাম পঞ্চাশৎ অধ্যায়।

একপঞ্চাশৎ অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, দুঃসহের ভার্য্যার নাম নির্ম্মাষ্টি। ঋতুসময়ে চণ্ডালদর্শন হওয়াতে, কলির ভার্য্যাতে উঁহার জন্ম হয়। ইহাদের অপত্য সকল জগদ্ব্যাপী। তাহাদের সংখ্যা ষোড়শ। তন্মধ্যে আট পুত্র ও আট কন্যা। ইহারা সকলেই অতীব ভয়ঙ্কর। ইহাদের নাম দন্তাকৃষ্টি, উক্তি, পরিবর্ত্ত, অঙ্গধুক, শকুনি, গণ্ডপ্রান্তরতি, গর্ভহা ও শস্যহা। এই অষ্ট কুমার তাহাদের তনয়।

অধুনা, অষ্ট কন্যার নাম সকল শ্রবণ কর। যথা, নিয়োজিকা, বিরোধিনী, স্বয়ংহারী, ভ্রামণী, ঋতুহারিকা, স্মৃতিহরা, বীজহরা ও বিদ্বেষণী। তন্মধ্যে স্মৃতিহরা ও বীজহরা তাঁহাদের এই দুইজন কন্যা অতীব দারুণ প্রকৃতি এবং বিদ্বেষণী সকল লোকেরই ভয় সমুত্থাপন করিয়া থাকে।

এই কন্যা সকলের কর্ম্ম ও দোষশান্তির উপায় বলিতেছি। দ্বিজসত্তম! অষ্ট কুমারের কার্য্য ও দোষশান্তিবিধিও শ্রবণ কর। দন্তাকৃষ্টি প্রসূত বালকগণের দশনে অবস্থিতি করিয়া, দুঃসহের সাহায্য করিবার জন্য অতীব সংহর্ষ সংঘটিত করে। শ্বেতসর্ষপ শয্যার উপরি নিক্ষেপ করিয়া, তাহার শান্তি বিধান করিবে। তৎকালে ওষধিসলিলে স্নান, সৎ শাস্ত্রের কীর্ত্তন এবং উষ্ট্র-কণ্টক, গণ্ডারের অস্থি ও ক্ষৌমবস্ত্র ধারণ, ভগবান্ জনার্দ্দনের নাম সংকীর্ত্তন, চরাচরগুরু ব্রহ্মা অথবা যাহার যে কুলদেবতা, তাহার নামও স্মরণ করিতে হইবে।

অন্য স্ত্রীর গর্ভে অপর স্ত্রীর গর্ভ পরিবর্ত্তিত ও বক্তার বাক্যকেও বিপরীত রূপে প্রতিপাদিত করিয়া, আহ্লাদ অনুভব করে, এইজন্য ইহার নাম পরিবর্ত্ত। ইহারও শ্বেত সর্ষপ ও রক্ষোঘ্ন মন্ত্র-জপ দ্বারা রক্ষা বিধান করিবে।

অঙ্গধুক্, অনিলের ন্যায়, লোকের অঙ্গে প্রস্ফুরণোক্ত শুভাশুভ সূচনা করে। কুশ দ্বারা তাহার অঙ্গ তাড়না করিবে। এই কুমার কাকাদি পক্ষিতে আরোহণ অথবা কুকুর ও শৃগালে অবস্থান করিয়া, শুভাশুভ বিনির্দ্দেশ করিয়া থাকে। এইজন্যই প্রজাপতি স্বয়ং বলিয়াছেন, অশুভ ঘটনায় বিলম্ব ও একবারেই উদ্যম ত্যাগ করিবে। আর শুভ ঘটনায় সত্বর হইবে।

গণ্ড-প্রান্তরতি গণ্ডান্তে অবস্থিতি করিয়া, মুহূর্ত্তার্দ্ধ মধ্যেই লোকের সর্ব্ব কার্য্য বিনাশ এবং সমুদায় খ্যাতি প্রতিপত্তি ও অনসূয়তা হরণ করে। বিপ্রোক্তি, দেবতাস্তুতি, মূলোৎখাত, গোমূত্র ও সর্ষপ মিশ্রিত সলিলে স্নান, সেই ব্যক্তির জন্ম নক্ষত্র ও গ্রহপূজা, শস্ত্রদর্শন, ইত্যাদি উপায়ে তাহার প্রশান্তি হইয়া থাকে।

গর্ভহা স্ত্রীদিগের গর্ভে থাকিয়া, তাহাদের ফল নাশ করে। তাহার প্রকৃতি অতি দারুণ। নিত্যশুচি হইয়া অবস্থান, প্রসিদ্ধ মন্ত্র লিখন, প্রশস্ত মাল্যাদি ধারণ, বিশুদ্ধ গেহে অবস্থান ও আয়াসশূন্যতা এই সকল উপায়ে সর্ব্বদা তাহার রক্ষা করিবে।

শস্যসমৃদ্ধি বিনাশ করে বলিয়া, ইহার নাম শস্যহা। জীর্ণ পাদুকা ধারণ, অপসব্য গমন, চাণ্ডাল প্রবেশন, বাহিরে বলিপ্রদান, এই সকল উপায়ে তাহারও রক্ষা করিবে।

পরদার ও পরদ্রব্য হরণাদি গর্হিত কার্য্য সকলে নিয়োজিত করে, এইজন্য ঐ কন্যার নাম নিয়োজিকা।* সৎ শাস্ত্রাদি পঠন, ক্রোধ লোভাদি বর্জ্জন ও বিরোধ বিসর্জ্জন করিলে, শান্তি হইয়া থাকে। যখন কেহ কাহার প্রতি আক্রোশ প্রকাশ করে, সেই আক্রুষ্টের বিবেচনা করা উচিত, এই নিয়োজিকাই এইরূপ করাইতেছে।

এই কারণে জ্ঞানী লোকে তাহার বশীভূত হইবেন না। এই নিয়োজিকাই পরদারাদিসংসর্গে আমার চিত্ত ও আত্মাকে নিয়োজিত করিতেছে, প্রাজ্ঞ ব্যক্তি এইপ্রকার চিন্তা করিবেন।

পরস্পর-প্রীতিসম্পন্ন দম্পতী, বন্ধু, সুহৃৎ, পিতা, মাতা, পুত্র, সবর্ণ ইহাদের মধ্যে বিরোধ,

ঘটাইয়া থাকে, এইজন্ত ইহার নাম বিরোধিনী বলিপ্রদান, অতিবাদসহন, অর্থাৎ অত্যন্ত কটু কাটব্যাদি বলিলেও তাহা সহ্য করিয়া থাকা, শাস্ত্রবিহিত আচার পরিপালন, ইত্যাদি উপায়ে বিরোধিনীর শান্তি করিবে।

খল অর্থাৎ গোলা প্রভৃতি ও গৃহ হইতে ধান্য, গো হইতে দুগ্ধ ও ঘৃত এবং ঋদ্ধিসম্পন্ন দ্রব্য হইতে সমৃদ্ধি বিনষ্ট করে। এইজন্ত এই কন্যার নাম স্বয়ংহারিকা। এই স্বয়ংহারিকা সর্ব্বদাই অন্তর্দ্ধানতৎপরা হইয়া অবস্থিতি করে। রন্ধনশালা হইতে অর্দ্ধসিদ্ধ অন্ন, অন্নাগারে স্থিত অন্ন এবং পরিবিশ্যমান অন্ন ভোক্তার সহিত ভোজন করাই ইহার স্বভাব। তদ্ভিন্ন, লোকের উচ্ছিষ্ট অন্ন এবং গো ও স্ত্রীর স্তন হইতে পয় ও ক্ষীরও সর্ব্বদাই হরণ করিয়া থাকে। পুনশ্চ, দধি হইতে ঘৃত, তিল হইতে তৈল, সুরাগার হইতে সুরা, কার্পাস হইতে সূত্র এবং কুসুম্ভাদি হইতে বর্ণ অবিরত হরণ করাও এই স্বয়ংহারিকার অন্যতর স্বভাব। ইহার রক্ষার্থ কৃত্রিম স্ত্রীমূর্ত্তি ও ময়ূরযুগল নির্ম্মাণ এবং হোমাগ্নি ও দেবোদ্দেশে প্রদত্ত ধূপ, এই উভয়ের ভস্ম দ্বারা ক্ষীরাদি ভাণ্ড সকলের পরিষ্করণ করিবে। তাহা হইলেই তাহার রক্ষা হইবে।

একস্থান-নিবাসী পুরুষের উদ্বেগ সমুৎপাদন করে; এইজন্য সেই কন্যার নাম ভ্রামণী হইয়াছে। ঐ পুরুষের আসনে, শয্যায় ও অধিষ্ঠিত ভূভাগে সিত সর্ষপ বিক্ষিপ্ত করিলেই, তাহার রক্ষা হইয়া থাকে। সে ব্যক্তি সর্ব্বদাই এইপ্রকার চিন্তা করিবে, এই দুষ্টচেতনা পাপীয়সী কুমারী আমারে বারম্বার ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইতেছে। এইপ্রকার চিন্তা করিয়া, সমাধি সহকারে ভূসূক্ত জপ করিবে।

ঋতুহারিকা অর্থাৎ স্ত্রীদিগের পুষ্প হইলেই, তৎক্ষণাৎ তাহা হরণ করে, এইজন্য ইহার নাম ঋতুহারিকা। ইহার প্রশান্তির জন্ত তীর্থ, দেবক্ষেত্র, চৈত্য, পর্ব্বতসানু, নদীসঙ্গম ও খাতসমূহে স্নান করাইতে হইবে।

স্ত্রীদিগের স্মৃতি হরণ করে, এইজন্ত ইহার নাম স্মৃতিহারিকা। বিবিক্ত দেশে বাস করিলেই, তাহার শান্তি হইয়া থাকে।

স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই বীজহরণ ও নিরতিশয় ভয় সমুৎপাদন করে, এইজন্য তাহার বীজহারিণী নাম হইয়াছে। পবিত্র অন্ন ভোজন ও স্নান করিলেই, তাহার শান্তি হইয়া থাকে।

অষ্টম কন্যার নাম দ্বেষণী। এই কন্যা সকল লোকেরই ভয়াবহা। যেহেতু, স্ত্রী পুরুষ সকলকেই লোকের দ্বেষভাজন করিয়া থাকে। ইহার শান্তির জন্ত মধু, ক্ষীর ও ঘৃতাক্ত তিল হোম করিবে। তদ্ব্যতীত, মিত্রবিন্দানামক ইষ্টিক্রিয়া করিলেও, ইহার সম্যক্ রূপে শান্তি হইয়া থাকে।

দ্বিজসত্তম! এই সকল কুমার ও কুমারীগণের যে অষ্টত্রিংশৎ অপত্য জন্মে, তাহাদের নাম শ্রবণ কর।

দন্তাকৃষ্টির যে কন্যা উৎপন্ন হয়, তাহার নাম কলহা। এই কলহা যাহা ইচ্ছা, তাহাই বলে এবং অবজ্ঞা, অনৃত ও দুষ্টবাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকে। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি প্রযত হইয়া, তাহাকে চিন্তা করিবেন। তাহাহইলে, গৃহী হইতে পারিবেন। লোকের গৃহে অবিরত কলহ সঙ্ঘটন করে; এইজন্য ইহার নাম কলহা। এই কলহাই কুটুম্বনাশের হেতু। ইহার প্রশমনবিধি শ্রবণ কর। বলিকার্য্যে মধু, ঘৃত ও ক্ষীরাক্ত দূর্ব্বাঙ্কুর বিক্ষেপ ও অনলে আহুতি প্রদান করিবে। তৎকালে এইরূপ বলিতে হইবে, আমি কুষ্মাণ্ড, যাতুধান ও অন্যান্য গণ সকলের যথাবিধি পূজা করিতেছি, তাঁহারা সকলে সর্ব্বতোভাবে সন্তুষ্ট হউন এবং আমার বিদ্যা, তপস্যা, সংযম, যম, কৃষি ও বাণিজ্য সকল কার্য্যেই শান্তিবিধান করুন। ইঁহারা সকলে মহাদেবের প্রসাদে ও মহেশ্বরের মতানুসারে মনুষ্যগণের প্রতি নিত্য সন্তুষ্ট থাকুন এবং তুষ্ট হইয়া, সকলের সমুদায় দুষ্কৃত, দুরনুষ্ঠিত এবং অন্যান্য যাহা কিছু মহাপাতকজনিত ও বিঘ্নের হেতুভূত, তৎসমস্ত নিরাকৃত করুন। তাঁহাদের প্রসাদে সর্ব্বতোভাবে বিঘ্ন সকল বিনষ্ট হউক। উদ্বাহ, যাবতীয় বৃদ্ধিকর্ম্ম, পুণ্যানুষ্ঠানযোগ, গুরু

ও দেবপূজা, জপযজ্ঞবিধান, যাত্রা, শরীরের আরোগ্য, ভোগ্য, সুখ, দান, ধন, বৃদ্ধ, বালক, আতুর, এই সকলের এবং আমারও সর্ব্বদা তাহারা শান্তিবিধান করুন। চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু ও জলনিধি ইহারাও আমার শান্তি সম্পাদন করুন।

উক্তির পুত্র কালজিহ্ব। তালবৃক্ষ উহার নিকেতন। সে যাহাদের জননীকে আক্রমণ করে, সেই অসাধুদিগকে ব্যাহত করিয়া থাকে।

পরিবর্ত্তের দুই পুত্র, বিরূপ ও বিকৃত। তাহারা বৃক্ষাগ্র, প্রাচীর, পরিখা ও সমুদ্র আশ্রয় করিয়া থাকে এবং পাদপাদিতে গুর্ব্বিণীর পরিবর্ত্তন করে। ঐরূপ পরিবর্ত্তন করিতে করিতে গর্ভস্রাব হইয়া থাকে। এইজন্য গর্ভাবস্থায় স্ত্রীলোক বৃক্ষ, পর্ব্বত, প্রাচীর, সাগর ও পরিখা আশ্রয় করিয়া, ভ্রমণ করিবে না।

অঙ্গধুকের পুত্র পিশুন। সে অজিতাত্মা ব্যক্তিগণের অস্থিমজ্জাগত হইয়া, তাহাদের বল গ্রাস করে।

শকুনির পাঁচ পুত্র, শ্যেন, কাক, কপোত, গৃধ্র ও উলূক। সুর ও অসুরগণ তাহাদিগকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে মৃত্যু শ্যেনকে, কাল কাককে, নির্ঋতি উলূককে, ব্যাধি গৃধ্রকে, তাহার ঈশ্বর স্বয়ং যম কপোতকে গ্রহণ করেন। ইহাদের মধ্যে উলূক অতীব ভয়াবহ। ইহারা ঐ সকলের পাপ উপপন্ন করিয়া থাকে।

অতএব শ্যেনাদি যাহার মস্তকে নিলীন হয়, সে ব্যক্তি আত্মরক্ষণার্থ বিশিষ্টরূপে শান্তি করিবে। যে গৃহে ইহারা সন্তান প্রসব ও নীড় বন্ধন করে এবং যে গৃহের মস্তকে কপোত আক্রমণ করিয়া থাকে, সে গৃহ ত্যাগ করিবে। দ্বিজ! শ্যেন, কপোত, গৃধ্র, কাক, উলূক গৃহে প্রবিষ্ট হইলে, সেই গৃহবাসীগণের মৃত্যু নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। পণ্ডিত ব্যক্তি ঈদৃশ গৃহ ত্যাগ ও শান্তিকার্য্য করিবেন। স্বপ্নেও যদি কপোত দর্শন করা যায়, তাহা প্রশস্ত নহে।

গণ্ডপ্রান্তরতির ছয় পুত্র, কথিত হইয়াছে। তাহারা স্ত্রীদিগের রজে অবস্থিতি করে। তাহাদের কালও বলিতেছি, শ্রবণ কর। প্রথম চারি দিন, ত্রয়োদশ ও একাদশ দিন, অন্য দিনে অভিগমন, শ্রাদ্ধদান এবং পূর্ণিমাদি পর্ব্বকাল, এই সকল বর্জ্জন করা পণ্ডিতগণের অবশ্য কর্ত্তব্য।

গর্ভহার পুত্র নিঘ্ন ও কন্যা মোহনী। ইহাদের মধ্যে নিঘ্ন গর্ভে প্রবেশ করিয়া, ভক্ষণ করে এবং মোহনী ভক্ষণ করিয়া, মোহ সমুদ্ভাবিত করিয়া থাকে। সেই মোহ সমুদ্ভাবনপ্রযুক্ত তাহার সর্প, মণ্ডূক, কচ্ছপ ও অন্যান্য সরীসৃপ অথবা পুরীষ সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। সে এইরূপে অসংযত হইয়া, ছয় মাস গর্ভবতীর মাংস ভোজন করে। যে স্ত্রী রাত্রিতে অথবা ত্রিপথ বা চতুষ্পথে বৃক্ষচ্ছায়ায় আশ্রয়, শ্মশান-ভূমিতে অবস্থান, উত্তরীয় বর্জ্জন এবং নিশীথ সময়ে রোদন করে, এই মোহনী তাহাকেই আশ্রয় করিয়া থাকে।

শস্যহার এক পুত্র, তাহার নাম ক্ষুদ্র। এই ক্ষুদ্র রন্ধ্র পাইলেই, সর্ব্বদা শস্য নাশ করিয়া থাকে। রন্ধ্র সকল শ্রবণ কর।

অতৃপ্ত হইয়া, অমঙ্গল্য দিনে শস্য রোপণ করিলেই, ঐরূপ ঘটিয়া থাকে। সেইজন্য সুপ্রশস্ত দিনে নিশাকরকে অভ্যর্চ্চনা করিয়া, হৃষ্ট, তুষ্ট ও সহায়বান্ হইয়া, বপনকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে।

দুঃসহের যে নিযোজিকানাম্নী কন্যার কথা বলিয়াছি, তাহার গর্ভে প্রচোদিকানাম্নী কন্যার জন্ম হয়। ঐ প্রচোদিকার চারি কন্যা, মত্তা, উন্মত্তা, প্রমত্তা ও নবা। তাহারা সর্ব্বদাই বিনাশের জন্য লোকের শরীরে আবিষ্টা হইয়া থাকে এবং তাহাদিগকে দারুণ কার্য্যে প্রেরিত করে এবং ধর্ম্মকে অধর্ম্মরূপে, কামকে অকামরূপে, অর্থকে অনর্থরূপে ও মোক্ষকে অমোক্ষরূপে প্রদর্শন করিয়া থাকে। যাহারা শৌচবর্জ্জিত, তাহাদিগকেই এই দুর্ব্বিনীতা ঐরূপে বিড়ম্বিত করে।

লোকে এই অষ্ট কুমারী কর্ত্তৃক পুরুষার্থপরিভ্রষ্ট হইয়া, ভ্রমণ করিয়া থাকে। যে সময়ে ধাতা ও বিধাতার উদ্দেশে পূজা দেওয়া না যায়, সেই সময়েই ইহারা গৃহমধ্যে প্রবেশ করে। যে সকল নর নারী এক সঙ্গে পান ভোজন করে, তাহাদের শরীরেই ইহাদের আবেশ হইয়া থাকে।

বিরোধিনীর তিন পুত্র, চোদক, গ্রাহক ও তমঃপ্রচ্ছাদক। ইহাদের স্বরূপ শ্রবণ কর। যে গৃহে মুষল ও উদূখল, পাদুকা ও আসন প্রদীপতৈলসংসর্গে দূষিত ও লজ্জিত হয়, যে গৃহে শূর্প ও দাত্রাদিকে পাদ দ্বারা আকর্ষণ করিয়া, তাহাতে লোকে উপবেশন করে; যে গৃহে উপলেপন না করিয়া বিহার করা যায়, যে গৃহে দর্ব্বীমুখ দ্বারা অগ্নি আহরণ করিয়া, অন্যত্র লইয়া যাওয়া হয়, বিরোধিনীর পুত্র সকল জননীর আদেশানুসারে সেই গৃহেই প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে এক জন গৃহস্থিত স্ত্রী ও পুরুষগণের জিহ্বাগত হইয়া, মিথ্যাকে সত্য বলিয়া, প্রতিপাদনপূর্ব্বক পরস্পরের মধ্যে পৈশুন্য বিস্তার করে। এইজন্য ইহার নাম চোদক।

ইহাদের মধ্যে গ্রাহক অতি দুর্ম্মতি। সে অবধানসহকারে লোকের শ্রবণগত হইয়া, তাহাদের বচন সকল গ্রহণ করে। এইজন্য ইহার নাম গ্রাহক। আর, দুর্ম্মতি তমঃপ্রচ্ছাদক লোকের মন আক্রমণ ও তমঃ দ্বারা তাহার প্রচ্ছাদনপূর্ব্বক ক্রোধ সমুদ্ভাবিত করে। এইজন্য ইহার নাম তমঃপ্রচ্ছাদক।

চৌর্য্যের ঔরসে স্বয়ংহারিকার তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করে। ইহাদের নাম সর্ব্বহারী, অর্দ্ধহারী ও বীর্য্যহারী। যে গৃহের লোকে আচমন করে না, যে গৃহের লোকে মন্দাচারী ও অপ্রক্ষালিত পদে মহাসনে উপবেশন করে; যে গৃহে বা গোষ্ঠে সর্ব্বদাই বিবাদ বিসম্বাদ উপস্থিত হয়; ইহারা সেই সেই স্থলেই যথাবিধানে বিহার ও রমণ করিয়া থাকে।

ভ্রামণীর একমাত্র পুত্র। তাহার নাম কাকজঙ্ঘ। কাকজঙ্ঘ যাহার শরীরে আবিষ্ট হয়, সে আর কোনমতেই লোকের অনুরাগভাজন হইতে পারে না। দ্বিজ! যে ব্যক্তি ভোজন করিবার সময় গান ও হাস্য করে এবং সন্ধ্যার সময়ে স্ত্রীসঙ্গে প্রবৃত্ত হয়, তাহারই শরীরে ইহার আবেশ হইয়া থাকে।

ঋতুহারিণী তিন কন্যা প্রবস করে। ইহার মধ্যে একের নাম কুচহরা, অন্যের নাম ব্যঞ্জনহারিকা, তৃতীয়ার নাম জাতহারিণী। যে স্ত্রীর সম্যগ্‌রূপে সর্ব্ববিধ বৈবাহিক বিধি সমাহিত হয় না, অথবা কাল অতীত হইলে, বিবাহ হইয়া থাকে, তাহার কুচযুগল হরণ করে, এইজন্য ইহার নাম কুচহরা।

সম্যগ্‌বিধানে শ্রাদ্ধদান ও মাতার অর্চ্চনা না করিয়া, যে স্ত্রীর বিবাহ দেওয়া হয়, তাহার ব্যঞ্জন হরণ করিয়া থাকে। এইজন্য ইহার নাম ব্যঞ্জনহারিকা।

যাহাতে জল নাই, অগ্নি নাই, ধূপ নাই, প্রদীপ নাই, শস্ত্র নাই, মুষল নাই, সর্ষপ নাই, সেই সূতিকাগৃহে অনুপ্রবেশপূর্ব্বক ভূমিষ্ঠ সন্তানকে অপহরণ করিয়া, সেই গৃহেই ফেলিয়া যায়। এইজন্য ইহার নাম জাতহারিণী। ইহার স্বভাব অতি প্রচণ্ড ও আহার জাত বালকের মাংস। সেইজন্য সূতিকাগৃহে যত্নপূর্ব্বক রক্ষাকার্য্য বিধান করিবে। অপবিত্র ব্যক্তিগণের স্মরণ ও শূন্য গৃহে অবস্থান করিলেই, এই জাতহারিণীর পুত্র প্রচণ্ড বিষম অনিষ্ট করিয়া থাকে। প্রচণ্ডের পৌত্রসমূহ শতসহস্র লীকা এবং অষ্টবিধ চণ্ডালযোনির সমুৎপাদন করে। দণ্ড ও পাশ এই উভয়ের ধারণপ্রযুক্ত ইহারা অতীব ভীষণ-ভাববিশিষ্ট। সেই চণ্ডালযোনি-সমুদ্ভূত লীক সকল ক্ষুধাবিষ্ট হইয়া, পরস্পরকে ভক্ষণ করিবার জন্য পরস্পরের প্রতি ধাবমান হইলে, প্রচণ্ড সকলকে প্রতিষেধ করিয়া, তাহাদের মধ্যে যেরূপ নিয়ম স্থাপন করিয়া দিল, বলিতেছি, শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি আজি হইতে লীকদিগকে আবাস প্রদান করিবে, আমি তাহার অতুল দণ্ড প্রয়োগ করিব, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। যে লীকা চণ্ডালযোনির গৃহে প্রসব করিবে, তাহার সন্ততি সমস্তও সদ্য বিনষ্ট হইবে।

স্ত্রী ও পুরুষের বীজহারিণী দুই কন্যা প্রসব করে। ইহাদের নাম বাতরূপা ও অরূপা। ইহারা তাহার মারণ অস্ত্রস্বরূপ। তন্মধ্যে বাতরূপা বীর্য্যনিষেকান্তে যাহাকে সন্তান নিক্ষেপ করে, সেই পুরুষ ও স্ত্রী উভয়েরই বাতশুক্রস্থ রোগ হইয়া থাকে।

অরূপাও উভয়কে সদ্য বীজশূন্য করে। যে পুরুষ স্নান না করিয়া ভক্ষণ এবং ইতরযোনিতে গমন করিয়া থাকে, তাহারও সদ্য বীজ নষ্ট করে।

বিদ্বেষণীনাম্নী ভ্রূকুটি-কুটিলমুখী কন্যা যে দুই পুত্র প্রসব করে, তাহারা পুরুষের অপকার ও প্রকাশ সাধন করিয়া থাকে। যে পুরুষ ও স্ত্রী শৌচবর্জ্জিত, তাহারা তাহাদের বীজ বিনষ্ট করে। যে ব্যক্তি ক্রূরতামাত্রপরায়ণ, সর্ব্বদাই চঞ্চল এবং অবিশুদ্ধ জল সেবন ও লোকের দ্বেষ করিয়া থাকে, ইহারা তাহাকেও আক্রমণপূর্ব্বক অবস্থিতি করে। মাতা, ভ্রাতা, পিতা, অভীষ্ট বন্ধু, বান্ধব, আত্মীয় ও পর ইহারা সকলেই যাহার বিদ্বেষ করে, সে ধর্ম্মতঃ ও অর্থতঃ বিনষ্ট হইয়া থাকে; যাহাহউক, ঐ দুই পুত্রের মধ্যে এক জন স্বকীয় গুণ সমস্ত লোকে প্রকাশিত করে; এইজন্য ইহার নাম প্রকাশক এবং অপর জন গুণসমূহের অপকর্ষণ ও লোকদিগের মৈত্রীও হরণ করিয়া থাকে। এইজন্য ইহার নাম অপকার। এইরূপে দুঃসহের বংশোদ্ভব সকলেই পাপাচার নামে বিখ্যাত এবং সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া আছে।

ইতি দৌঃসহোৎপত্তি সমাপ্তি নাম একপঞ্চাশৎ অধ্যায়॥

দ্বিপঞ্চাশৎ অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, অব্যক্তযোনি ব্রহ্মার ইহাই তামস-সৃষ্টি। এক্ষণে তাঁহার রুদ্রসৃষ্টি কীর্ত্তন করিব, শ্রবণ কর। কল্পের আদিতে সকলের প্রভু ব্রহ্মা আত্মসদৃশ পুত্র লাভের চিন্তায় প্রবৃত্ত হইলে, তাঁহার অঙ্ক হইতে কুমার নীললোহিত প্রাদুর্ভূত হইলেন। দ্বিজসত্তম! তিনি ইতস্ততঃ ধাবন-পুরঃসর সুস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে ব্রহ্মা তাঁহাকে কহিলেন, কিজন্য রোদন করিতেছ? তিনি তাঁহাকে প্রত্যুত্তর করিলেন, আমার নামকরণ করুন। জগৎপতি ব্রহ্মা কহিলেন, দেব! তোমার নাম রুদ্র হইল। আর রোদন করিও না; ধৈর্য্য অবলম্বন কর। ব্রহ্মা এইপ্রকার কহিলে, তিনি সাত বার রোদন করিলেন। তখন ব্রহ্মা তাঁহাকে অন্যান্য সাত নাম প্রদান করিয়া, ঐ আট রুদ্রের থাকিবার স্থান, চেষ্টা, পত্নী ও পুত্র সকলও সম্প্রদান করিলেন। পিতামহ ঐ সাত জনের যথাক্রমে ভব, সর্ব্ব, ঈশান, পশুপতি, ভীম, উগ্র ও মহাদেব এই সাত নাম রাখিলেন এবং ইহাদের স্থানও সৃষ্টি করিলেন। যথা—সূর্য্য, জল, মহী, বহ্নি, বায়ু, আকাশ, দীক্ষিত ব্রাহ্মণ ও চন্দ্র এই আটটী যথাক্রমে তাঁহাদের স্থান। সুবর্চ্চলা, উমা, বিকেশী, স্বধা, স্বাহা, দশ দিক্, দীক্ষা ও রোহিণী ইহারা যথাক্রমে রুদ্রাদ্যনামের সহিত সূর্য্যাদির পত্নী। ইহাদের পুত্রের নাম যথাক্রমে শনৈশ্চর, শুক্র, লোহিতাঙ্গ, মনোজব, স্কন্দ, সর্গ, সন্তান ও বুধ।

এবম্প্রকার ঐ রুদ্র সতীকে পত্নীরূপে লাভ করেন। সেই সতী দক্ষের প্রতি রোষ বশতঃ স্বকীয় কলেবর পরিহার করিয়াছিলেন। দ্বিজসত্তম! তিনি হিমালয়ের দুহিতা হইয়া, মেনকার গর্ভে সমুৎপন্না হন। তাঁহার ভ্রাতার নাম মৈনাক। তিনি সাগরের অনুত্তম সখা। ভগবান্ ভব পুনরায় অনন্যচিত্তা সতীকে বিবাহ করেন।

ভৃগুর ঔরসে খ্যাতি ধাতা ও বিধাতা এই দুই দেবতাকে প্রসব করেন। যিনি দেবদেব নারায়ণের পত্নী, সেই শ্রীও খ্যাতির গর্ভসম্ভূতা।

মহাত্মা মেরুর দুই কন্যা, আয়তি ও নিয়তি। তাঁহারা ধাতা ও বিধাতার পত্নী। তাঁহাদের দুই পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। একের নাম প্রাণ, অপরের নাম মৃকণ্ডু। এই মহাযশা মৃকণ্ডু আমার পিতা।

আমি তাঁহার ঔরসে মনস্বিনীর গর্ভে সমুৎপন্ন হইয়াছি। আমার পুত্রের নাম বেদশিরাঃ। আমার পত্নী ধুম্রবতীর গর্ভে তাহার জন্ম হয়।

প্রাণের বংশ বলিতেছি, শ্রবণ কর। প্রাণের পুত্র দ্যুতিমান্। তাঁহার পুত্র উৎপন্ন ও অজরা। তাঁহাদের অনেক পুত্র ও পৌত্র জন্মিয়াছিলেন।

মরীচির পত্নী সম্ভূতি পৌর্ণমাসের জননী। পর্ব্বতের স্ত্রী বিরজা দুই পুত্র প্রসব করেন। দ্বিজ! বংশসংকীর্ত্তনসময়ে তাহাঁদের পুত্রগণের নামাবলী কীর্ত্তন করিব।

অঙ্গিরার পত্নী স্মৃতি। তাহাঁর গর্ভে অনেক কন্যার জন্ম হয়। ইহাদের নাম সিনীবালী, কুহূ, রাকা, অনুমতী।

অত্রির পত্নী অনসূয়া বিশুদ্ধস্বভাব পুত্রগণের জননী। তাঁহাদের নাম, চন্দ্র, দুর্ব্বাসা ও যোগী দত্তাত্রেয়।

পুলস্ত্যের ভার্য্যা প্রীতির গর্ভে দত্তোলির জন্ম হয়। ইনিই পূর্ব্বজন্মে অগস্ত্যনামে বিখ্যাত হন। স্বায়ংভুবমন্বন্তরে ইহাঁর আবির্ভাব হইয়াছিল।

প্রজাপতি পুলহের ভার্য্যা ক্ষমা তিন পুত্র প্রসব করেন। ইহাদের নাম কর্দ্দম, চার্ব্ববীর ও সহিষ্ণু।

ক্রতুর ভার্য্যা সন্নতি বালিখিল্য ঋষিগণের জননী। ইহাঁরা সকলেই ঊর্দ্ধরেতা এবং সংখ্যায় ষষ্টিসহস্র।

বশিষ্ঠের ভার্য্যা ঊর্জ্জা সপ্ত পুত্র প্রসব করেন। ইহাঁদের নাম রজোগাত্র, ঊর্দ্ধবাহু, সবল, অনঘ, সুতপা ও শুক্র। ইহারাই সপ্তর্ষি নামে বিখ্যাত।

ব্রহ্মার অগ্রজ পুত্র অভিমানী অগ্নি স্বাহার গর্ভে তিন পুত্রের উৎপাদন করেন। তাহাঁরা সকলেই উদারতেজাঃ। ইহাদের নাম পাবক, পবমান ও শুচি। এই শুচি জল ভক্ষণ করিয়া থাকেন। তাহাদের সন্ততির সংখ্যা পঞ্চচত্বারিংশৎ। পিতা ও তিন পুত্র লইয়া, ইহাঁদের সমুদায় সংখ্যা একোনপঞ্চাশৎ। ইহাঁরা দুর্জ্জয় বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকেন।

আমি তোমার নিকট যাঁহাদের কথা বলিয়াছিলাম. সেই পিতৃগণ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছেন। স্বধা তাহাঁদের হইতে দুই কন্যা প্রসব করেন। তাহাঁদের নাম মেনা ও বৈধারিণী। দ্বিজ! তাহাঁরা উভয়েই ব্রহ্মবাদিনী ও উভয়েই যোগিনী এবং উভয়েই উৎকৃষ্টজ্ঞানশালিনী ও উভয়েই সর্ব্ববিধ-সদ্‌গুণশোভিনী।

দক্ষকন্যাগণের এই অপত্যসন্ততি কথিত হইল। শ্রদ্ধাসহকারে বিশেষরূপে ইহা স্মরণ করিলে, লোকের বংশপরম্পরা বিস্তৃত হইয়া থাকে।

ইতি রুদ্রসৃষ্টি নাম দ্বিপঞ্চাশৎ অধ্যায়।

ত্রিপঞ্চাশৎ অধ্যায়।

ক্রোষ্টুকি কহিলেন, আপনি স্বায়ম্ভুব মনুর কথা বলিলেন। ভগবন্! বর্ত্তমান মন্বন্তর বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, কীর্ত্তন করুন। এই মন্বন্তরের পরিমাণ, দেব ও দেবর্ষিগণ এবং নরপতিবর্গ ও যিনি ইহার ইন্দ্রপদে অধিষ্ঠিত, সমুদায়ই বলুন।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মন্বন্তরের সংখ্যা কিঞ্চিদধিক এক সপ্ততি। মানুষমানের যত বৎসরে মন্বন্তর হয়, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ত্রিংশৎ কোটি, সাতসহস্র সাতষষ্টি নিযুত মন্বন্তরের পরিমাণ। ইহাতে আর আধিক্য নাই। দেবমানে ইহার পরিমাণ অষ্টশত দ্বিপঞ্চাশৎ সহস্র। প্রথমে স্বায়ম্ভুব মনু, পরে স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ, এই ছয় মনু অতীত হইয়াছেন। অধুনা বৈবস্বত মনুর অধিকার। ইহার পর যথাক্রমে পঞ্চ সাবর্ণি, রৌচ্য, ভৌত্য ও আগমী এই চারি মনুর আবির্ভাব হইয়া থাকে। পুনরায় মন্বন্তরপরিগ্রহে ইহাদের সবিস্তার বর্ণন এবং তৎকালীন দেবগণ, ঋষিগণ, পিতৃগণ, রাজগণ ও ইন্দ্রের কথাও বলিব। অধুনা, ইহাদের উৎপত্তি, সংগ্রহ, সন্ততি এবং যেরূপে তাহাঁদের ও তাহাঁদের পুত্রগণের জন্ম হইয়াছে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর।

স্বায়ম্ভুব মনুর দশ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁরা সকলেই পিতার সমান। ইহাঁদের দ্বারা পর্ব্বত ও সপ্তদ্বীপ সমেত সমগ্র মেদিনী পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। ইহাঁরা এই সমুদ্র ও আকরশালিনী অবনির প্রতিবর্ষেই সন্নিবিষ্ট হইয়া আছেন। প্রিয়ব্রতের পুত্র স্বায়ম্ভুব মনুর পৌত্র। তাঁহারা ত্রেতাযুগে আদ্য স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে এই পৃথিবীকে এইরূপে ব্যাপ্ত করিয়াছিলেন। বীর প্রিয়ব্রত প্রজাবতীর গর্ভে কন্যা সমুৎপাদন করেন। ঐ কন্যা প্রজাপতি কর্দ্দমের তাহার গর্ভে দুই কন্যা ও দশ পুত্রের জন্ম হয়। তাহাঁরা সকলেই শৌর্য্যশালী এবং সকলেই প্রজাপতির সমান। ইহাদের নাম অগ্নীধ্র, মেধাতিথি, বপুষ্মান্, জ্যোতিষ্মান্, দ্যুতিমান্, ভব্য, সবন। প্রিয়ব্রত এই সপ্ত জনকে সাতটী দ্বীপের ধর্ম্মানুসারে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করেন।

ঐ সকল দ্বীপের নাম শ্রবণ কর। পিতা অগ্নীধ্রকে জম্বুদ্বীপের রাজা করিলেন। মেধাতিথিকে প্লক্ষদ্বীপের রাজপদ দিলেন। বপুষ্মান্ শাল্মলের অধীশ্বর হইলেন। জ্যোতিষ্মান্ কুশদ্বীপের রাজপদ পাইলেন। ক্রৌঞ্চদ্বীপে দ্যুতিমান্‌কে রাজা করা হইল। ভব্য শাকদ্বীপের ঈশ্বর হইলেন। সবনকে পুষ্করদ্বীপের রাজত্ব দেওয়া হইল।

মহাবীত ও ধাতকি ইহাঁরা দুইজনে সবনের পুত্র। পুষ্করকে দুই ভাগ করিয়া, তাহাদিগকে তাহার রাজপদে বরণ করা হইল।

ভব্যের সাত পুত্র। তাহাঁদের নাম শ্রবণ কর। জলদ, কুমার, সুকুমার, বনীয়ক, কুশোত্তর, মেধাবী, মহাক্রম। ভব্য তাহাঁদের প্রত্যেকের নামে শাকদ্বীপে বর্ষ সকল রচনা করিলেন।

দ্যুতিমানেরও সাত পুত্র। তাঁহাদেরও নাম বলিতেছি, শ্রবণ কর। কুশল, মনুগ, উষ্ণ, প্রাকার, অর্থকারক, মুনি ও দুন্দুভি। তাঁহাদেরও প্রত্যেকের নামে ক্রৌঞ্চদ্বীপের বর্ষ সকল প্রতিষ্ঠা করা হইল।

জ্যোতিষ্মানেরও সাত পুত্রের নামে সাতটী বর্ষ কুশদ্বীপে সন্নিবেশিত হইল। তাহাঁদের নাম শ্রবণ কর। উদ্ভিদ, বৈষ্ণব, সুরথ, লম্বক, ধৃতিমান, প্রভাকর ও কাপিল।

শাল্মলদ্বীপের ঈশ্বর বপুষ্মানের সাত পুত্র। তাঁহাদের নাম শ্বেত, হরিত, জীমূত, রোহিত, বৈদ্যুত, মানস ও কেতুমান্। ইহাঁদেরও সাত নামে সাতটী বর্ষ শাল্মলদ্বীপে প্রতিষ্ঠা করা হইল।

প্লক্ষদ্বীপের অধীশ্বর মেধাতিথির সাত পুত্র। যাহাঁদের নামাঙ্কিত বর্ষসপ্ত দ্বারা প্লক্ষদ্বীপ সপ্তধা বিভক্ত হইয়াছে। ইহাঁদের মধ্যে প্রথম শাকভব বর্ষ, পরে যথাক্রমে শিশির, সুখোদয়, আনন্দ, শিব, ক্ষেমক ও ধ্রুব বর্ষ।

প্লক্ষ, শাল্মল, কুশ, ক্রৌঞ্চ ও শাক এই পাঁচ দ্বীপে বর্ণাশ্রমবিভাগ হইতে সমুত্থিত যে ধর্ম্ম প্রচলিত, তাহা নিত্য ও স্বাভাবিক, জানিবে। এতদ্ভিন্ন, এই পাঁচ বর্ষে সমুদায়ই সাধারণ।

দ্বিজ! পিতা প্রথমে অগ্নীধ্রকে জম্বুদ্বীপ দান করেন। তাহাঁর নয় পুত্র। তাহাঁরা সকলেই প্রজাপতির সমান। ইহাদের জ্যেষ্ঠের নাম নাভি। তাহাঁর অনুজ কিম্পুরুষ নামে বিখ্যাত। তৃতীয়ের নাম হরিবর্ষ, চতুর্থের নাম ইলাবৃত, পঞ্চম রম্য, ষষ্ঠ হিরণ্য, কুরু সপ্তম, ভদ্রাশ্ব অষ্টম ও কেতুমাল নবম। তাহাঁদের নামে বর্ষ সকলের কল্পনা হইয়াছে। হিমনামক বর্ষ ব্যতীত, কিম্পুরুষাদি অন্যান্য সমস্ত বর্ষেই স্বভাবতঃ সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। তজ্জন্য কোনরূপ যত্নই করিতে হয় না। সুখেরও একশেষ ঘটিয়া থাকে। কোনরূপে কোন বিষয়েরই বিপর্য্যয় নাই। জরা, মৃত্যু, ভয় একবারেই অন্তর্হিত হইয়াছে। ধর্ম্ম বা অধর্ম্মও নাই; উত্তম, মধ্যম ও অধম বলিয়াও প্রভেদ নাই। তথায় চতুর্যুগের অবস্থার কোনপ্রকার আবির্ভাবই হয় না। ঋতু সকলেরও নাম গন্ধ নাই। তাহাদের কৃত কোনরূপ সুখ দুঃখাদি বিকারবিশেষ নাই! দ্বিজ! অগ্নীধ্রপুত্র নাভির ঋষভনামে পুত্র জন্মিয়াছিলেন। ঋষভ হইতে ভরতের জন্ম হয়। ইনি একশত পুত্রের মধ্যে প্রধান। ঋষভ তাহাঁকে অভিষেক করিয়া, মহাপ্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়াছিলেন। এবং পুলহের আশ্রম আশ্রয় করিয়া, তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হন।

পিতা ভরতকে হিমনামক দক্ষিণ বর্ষ প্রদান করিয়া যান। সেইহেতু, সেই মহাত্মার নামেই ভারতবর্ষ হইয়াছে। ভরতের পুত্র ধর্ম্মনিষ্ঠ সুমতি। ভরতও তাঁহার হস্তে রাজ্যভার ন্যস্ত করিয়া বনবাসী হইয়াছিলেন। ইহাঁদের পুত্র পৌত্র এবং প্রিয়ব্রতের পুত্রপরম্পরা স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা ভোগ করিয়াছেন। দ্বিজোত্তম! তোমার নিকট এই স্বায়ম্ভুব মন্বন্তর সম্যক্ কীর্ত্তন করিলাম। ইহাই আদি মন্বন্তর। অধুনা, আর কি কহিব?

ইতি মন্বন্তরকথন নাম ত্রিপঞ্চাশৎ অধ্যায়।

চতুঃপঞ্চাশৎ অধ্যায়।

ক্রৌষ্টুকি কহিলেন, কত দ্বীপ, কত সমুদ্র, কত পর্ব্বত, কত বর্ষ এবং সেই সকল বর্ষে কত বা নদী আছে? তদ্ব্যতীত, মহাভূত সকলের প্রমাণ, লোকালোক, চন্দ্র সূর্য্যের গতি ও পরিমাণ, এই সমস্ত বিস্তারক্রমে আমার নিকট বর্ণন করুন।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, দ্বিজ! পৃথিবী সমুদায়ে শতার্দ্ধ কোটি বিস্তৃত। তাহাঁর অন্তর্গত সমুদায় স্থানই আমি বলিতেছি, শ্রবণ কর। দ্বিজ! আমি যে জম্বুদ্বীপ হইতে পুষ্করপর্য্যন্ত দ্বীপ সকলের কথা বলিয়াছি, তাহাদেরও বিশেষ বিধানে বর্ণনা করিতেছি, শুন। জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মল, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক ও পুষ্কর এই সাত দ্বীপ পরস্পর যথাক্রমে দ্বিগুণায়ত। লবণ, ইক্ষু, সুরা, সর্পি, দধি, দুগ্ধ ও জলসাগর, এই সপ্ত সাগরও যথাক্রমে দ্বিগুণ মানে পরস্পর বর্দ্ধিত। ইহারা ঐ সপ্তদ্বীপকে সর্ব্বতোভাবে পরিবেষ্টিত করিয়া আছে।

জম্বুদ্বীপের সংস্থান বিশেষরূপে বলিব, শ্রবণ কর। ইহা বিস্তারে ও দৈর্ঘ্যে এক লক্ষ যোজন। হেমবান্, হেমকূট, ঋষভ, মেরু, নীল, শ্বেত ও শৃঙ্গী এই সাতটী পর্ব্বত ইহার বর্ষ-পর্ব্বত। মধ্যভাগস্থ মহাপর্ব্বত দুইটী দুই লক্ষ যোজন বিস্তৃত। ইহাদের দক্ষিণে ও উত্তরে যথাক্রমে দুই দুইটী

করিয়া যে পর্ব্বত আছে, তাহারা পরস্পর বিস্তারে দশ দশ সহস্র যোজন করিয়া, ন্যূন ভাবাপন্ন। তাহাদের উচ্ছ্রায় দ্বিসহস্র যোজন এবং বিস্তারও তদ্বৎ সংখ্যাবিশিষ্ট। ইহার ছয়টী বর্ষপর্ব্বত সমুদ্রমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। এখানকার ভূমি দক্ষিণ ও উত্তর দিকে নিম্ন এবং মধ্যভাগে তুঙ্গা-য়ত। ইহার দক্ষিণে তিনটী ও উত্তরে তিনটী বর্ষ জানিবে। ইহাদের মধ্যে ইলাবৃত বর্ষ চন্দ্রার্দ্ধা-কারে অবস্থিতি করিতেছে। ইহার পূর্ব্বে ভদ্রাশ্ব, পশ্চিমে কেতুমাল। ইলাবৃতবর্ষের মধ্যভাগে কনকপর্ব্বত মেরু। এই মহাগিরির উচ্ছ্রায় চতুরশীতি সহস্র যোজন, বিস্তার ষোড়শ সহস্র যোজন এবং ইহা পৃথিবীর ভিতর ষোড়শ সহস্র যোজন প্রবেশ করিয়াছে। শরাব আকারে অব-স্থিত আছে বলিয়া, ইহার মস্তক দ্বাত্রিংশৎ সহস্র যোজন বিস্তৃত। ইহার প্রাচ্যাদি বিভাগসমূহে যথাক্রমে শুক্ল, পীত, কৃষ্ণ ও রক্তবর্ণ ভেদে ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র ও ক্ষত্রিয়গণ বাস করিয়া আছে।

ইহার উপরে পূর্ব্বাদি অষ্ট দিকে ইন্দ্রাদি লোকপালগণের সভা ও তাহার মধ্যে ব্রহ্মার সভা বিরাজমান হইতেছে। ঐ সভা চতুর্দ্দশ সহস্র যোজন সমুচ্ছ্রিত। তাহার অধোভাগে বিষ্কম্ভ পর্ব্বত। উহার উচ্ছ্রায় অযুত যোজন।

প্রাচ্যাদি দিগ্‌বিভাগসমূহে যথাক্রমে মন্দর, গন্ধমাদন, বিপুল ও সুপার্শ্ব পর্ব্বত প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহারা সকলেই কেতু-পাদপশোভিত। ইহাদের মধ্যে মন্দরের কেতু-পাদপ কদম্ব, গন্ধ মাদনের জম্বুবৃক্ষ, বিপুলের অশ্বত্থ এবং সুপার্শ্বের কেতুপাদপ প্রকাণ্ড বটতরু। এই সকল পর্ব্বতের আয়াম-পরিমাণ সমুদায়ে একাদশ শত যোজন।

পূর্ব্বদিকের পর্ব্বত সকলের নাম জঠর, দেবকূট এবং পরস্পর একত্র সন্নিবদ্ধ আনীল ও নিষধ। নিষধ ও পারিপার্শ্ব এই উভয় পর্ব্বত মেরুর পশ্চিম পার্শ্বে প্রতিষ্ঠিত। কৈলাস ও হিমবান্ এই দুইটী মহাচল, মেরুর দক্ষিণদিকস্থ পর্ব্বত। ইহারা পূর্ব্বপশ্চিমে আয়ত এবং সাগর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে।

শৃঙ্গবান্ ও জারুধি, ইহারা মেরুর উত্তরদিকস্থ পর্ব্বত। দ্বিজোত্তম! এই অষ্ট পর্ব্বতকে মর্য্যাদা-পর্ব্বত বলিয়া থাকে। হিমালয় ও হেমকূটাদি পর্ব্বত সকল পরস্পর নয় সহস্র যোজন বিস্তৃত। ইহারা পূর্ব্বোত্তর ও দক্ষিণোত্তর ব্যবস্থিতিক্রমে মেরুর চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া আছে। জম্বুবৃক্ষের গজদেহপ্রমাণ যে সকল ফল গন্ধমাদন পর্ব্বতের শিখরদেশে পতিত হইয়া থাকে, তাহাদের রস হইতে জম্বুনদী নামে বিখ্যাত নদী প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। এই নদীতে জাম্বূনদ নামে সুবর্ণ সমু-দ্ভূত হইয়া থাকে। দ্বিজশার্দ্দূল! এই নদী মেরুকে পরিভ্রমণ করিয়া, পুনরায় জম্বূমূলে প্রবেশ করিয়াছে। তত্রত্য লোকেরা ইহার জলপান করে।

ভগবান্ বিষ্ণু ভদ্রাশ্বে হয়শিরারূপে বিরাজ করিতেছেন। আর ভারতে কূর্ম্মরূপে, কেতুমালে বরাহবিগ্রহে ও উত্তরে মৎস্যরূপে অধিষ্ঠিত আছেন। তত্তৎ বর্ষে নক্ষত্রবিন্যাস অনুসারে দেশ সকল সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

ইতি জম্বূদ্বীপবর্ণন নাম চতুঃপঞ্চাশৎ অধ্যায়।

পঞ্চপঞ্চাশৎ অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মন্দরাদ্য পর্ব্বতচতুষ্টয়ে যে চারিটী বন ও চারিটী সরোবর আছে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বদিকে চৈত্ররথ, দক্ষিণে নন্দন, পশ্চিমে বৈভ্রাজ ও উত্তরাচলে সাবিত্র নামক বন প্রতিষ্ঠিত আছে। আর, পূর্ব্বদিকে অরুণোদ, দক্ষিণে মানস, পশ্চিমে শীতোদ ও উত্তরে মহাভদ্র নামক সরোবর।

শীতার্ত্ত, চক্রমুঞ্জ, কুলীর, সুকঙ্কবান্, মণিশৈল, বৃষবান্, মহানীল, ভববিন্দু, মন্দর, বেণু, তামস নিষধ, মন্দরের পূর্ব্বে মহাচল দেবশৈল, ত্রিকূট, শিখরাদ্রি, কলিঙ্গ, পতঙ্গ, রুচক, সানুমান, তাম্র, বিশাখবান্, শ্বেতোদর, মূল, বসুধার, রত্নবান্. একশৃঙ্গ, মহাশৈল, রাজশৈল, পিপাঠক, কৈলাস, হিমবান্, এই সকল মহাচল মেরুর দক্ষিণ পার্শ্বে প্রতিষ্ঠিত আছে। সুরক্ষ, শিশিরাক্ষ, বৈদূর্য্য, পিঙ্গল, পিঞ্জর, মহাভদ্র, সুরস, কপিল, মধু, অঞ্জন, কুক্কুট, কৃষ্ণ, পাণ্ডুর, সহস্রশিখর, পারিপাত্র, শৃঙ্গবান্ ইহারা মেরুর পশ্চিমে ও বিষ্কম্ভ পর্ব্বত বহির্দ্দিকে, সন্নিবদ্ধ হইয়াছে।

উত্তরদিক্‌স্থ অন্যান্য পর্ব্বত সকলের বৃত্তান্ত শ্রবণ কর। শঙ্খকূট, বৃষভ, হংসনাভ, কপিলেন্দ্র, সানুমান্ নীল, স্বর্ণশৃঙ্গী, শাতশৃঙ্গী, পুষ্পক, মেঘপর্ব্বত, বিরজাক্ষ, বরাহাদ্রি, ময়ূর, জারুধি, ব্রহ্মন্! ইহাদিগকে মেরুর উত্তরস্থ পর্ব্বত বলিয়া থাকে। এই সকলের দ্রোণীপ্রদেশ অতীব মনোহর। তত্রত্য বন সকলও সুনির্ম্মল-জলসম্পন্ন সরোবর সকলে সুশোভিত। দ্বিজোত্তম! সেখানে পুণ্যশীল মনুষ্যগণের জন্ম হইয়া থাকে। দ্বিজশ্রেষ্ঠ! ইহারা সকলেই ভূমিস্থ স্বর্গস্বরূপ ও স্বর্গ অপেক্ষাও সমধিক গুণশালী। সেখানে অপূর্ব্ব পুণ্য পাপের উপার্জ্জন হয় না। এইরূপ কথিত আছে, সেখানে দেবগণেরও পুণ্যোপভোগ হইয়া থাকে। দ্বিজসত্তম! এই সকল শৈলে বিদ্যাধর, যক্ষ, কিন্নর, উরগ, রাক্ষস, দেব ও গন্ধর্ব্বগণের শোভাময় প্রশস্ত আবাস সকল আছে। ঐ সকল আবাস পরম পবিত্র এবং উপবনবিশিষ্ট। তত্তৎ উপবনে দেবগণ বিরাজ করিয়া থাকেন। তদ্ব্যতীত, ঐ সকলে মনোজ্ঞ সরোবর সকল প্রতিষ্ঠিত আছে এবং সকল ঋতুতেই সুখদ বায়ু প্রবাহিত হইতেছে। এখানে মনুষ্যগণের কুত্রাপি বৈমনস্য দেখিতে পাওয়া যায় না। আমি যে পত্রচতুষ্টয়বিশিষ্ট পার্থিব পদ্মের কথা বলিয়াছি, ভদ্রাশ্ব ও ভারতাদি বর্ষ সকল ইহার সেই চতুর্দ্দিকের পত্র। ভারতনামে দক্ষিণদিকস্থ যে বর্ষ বর্ণন করিয়াছি, তাহাই কর্ম্মভূমি। ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্য কুত্রাপি আর পাপ পুণ্যের ফলভোগ হয় না। ইহাই প্রধান বর্ষ, জানিবে, যাহাতে সমস্ত প্রতিষ্ঠিত আছে। এইজন্য ইহার অধিবাসী মনুষ্যেরা যথাক্রমে স্বর্গ, অপবর্গ, মানুষ্য, নারক্য, তির্য্যক্, অথবা অন্যবিধ যোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

ইতি ভারতকথন নাম পঞ্চপঞ্চাশৎ অধ্যায়।

ষট্‌পঞ্চাশৎ অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, ভগবান্ নারায়ণের যে পদ জগদ্‌যোনি ব্রহ্মার অবিচলিত আশ্রয়স্থান, ত্রিপথগামিনী দেবী গঙ্গা তাহা হইতেই প্রাদুর্ভূতা হইয়া, প্রথমে সলিলের আধার ও সুধার আকর চন্দ্রে প্রবেশ করেন। তাহাতে সূর্য্যকিরণের সহিত যে সম্পর্ক ও সংযোগ সংঘটিত হয়, তৎপ্রভাবে সর্ব্বলোকপাবনী-শক্তিশালিনী হইয়া, সেই চন্দ্র হইতে মেরুপৃষ্ঠে পতিতা ও চারিভাগে বিভক্তা

হইয়া, প্রস্থান করিলেন। অনন্তর মেরুর শৃঙ্গপরম্পরার প্রান্ত হইতে নিপতিতা ও বেগভরে ঘূর্ণনপূর্ব্বক ধাবমানা হইলে, তাহার সলিলরাশি বিকীর্য্যমাণ হইয়া উঠিল। তদবস্থায় তিনি মন্দরাদি পাদশৈলসমূহে নিরালম্বা পতিতা হইলে, তাঁহার জলরাশি এক বারেই বিভক্ত হইয়া গেল। তিনি পর্ব্বতের শিলারাশি ভেদ করিয়া, চারি ধারায় পতিতা হইলেন। তন্মধ্যে প্রথম ধারা শীতানামে বিখ্যাতা হইয়া, চৈত্ররথকাননাভিমুখে প্রস্থান করিল। দ্বিতীয় ধারা অরুণোদ সরোবর প্লাবিত করিয়া, ধাবমান হইল। তথা হইতে শীতান্তপর্ব্বতে গমন করিয়া, পরে যথাক্রমে অন্যান্য ভূধর সকল লঙ্ঘন ও পৃথিবীতে অবতরণপূর্ব্বক ভদ্রাশ্ব হইতে জলধিতে প্রবেশ করিল। অলকনন্দানাম্নী তৃতীয় ধারা দক্ষিণাভিমুখে গন্ধমাদনে সমাগত হইয়া, দেবগণের আনন্দসম্পাদন নন্দনকানন অতিক্রমণ ও মহাবেগে মানসসরোবর প্লাবনপুরঃসর শৈলরাজে গমন করিল। তথা হইতে দক্ষিণদিকস্থ যাবতীয় পর্ব্বত প্লাবিত করিয়া, পর্ব্বতরাজ হিমগিরিতে উপনীত হইল। তথায় বৃষধ্বজ শম্ভু তাঁহাকে ধারণ করিলেন; আর ছাড়িলেন না।

অনন্তর ভগীরথ উপবাস ও স্তবগানসহকারে তাঁহার আরাধনা করিলে, সেই বিভু মহাদেব ভাগীরথীকে ছাড়িয়া দিলেন। তখন তিনি সপ্ত ধারায় বিভক্তা হইয়া, তিন ধারায় মহানদীরূপে প্রাচ্য দিক্ প্লাবিত করিয়া, দক্ষিণ সাগরে প্রবেশ করিলেন। তৎকালে ভগীরথ রথারোহণে পথ দেখাইয়া চলিলে, তিনি এক ধারায় দক্ষিণ দিক্ প্লাবিত করিয়া, তাঁহার অনুগামিনী হইলেন।

এইরূপে, চতুর্থ ধারা মেরুর সুবিশাল পশ্চিম পাদে মহানদীরূপে প্রবাহিত হইয়া, স্বরক্ষু নাম ধারণপূর্ব্বক বৈভ্রাজ পর্ব্বতে গমন করিল। তথা হইতে শীতোদ সরোবর প্লাবিত করিয়া, ত্রিকূট-পর্ব্বতে উপনীত হইল। তথা হইতে ক্রমানুসারে পর্ব্বত সকলের শিখরসমূহে পতিতা হইয়া, কেতুমালে গমন করিয়া, লবণসাগরে প্রবেশ করিল। অনন্তর সুপার্শ্বনামক মেরুর সুপ্রসিদ্ধ পাদশৈলে সমাগতা ও সোমানামে বিখ্যাতা হইয়া, সবিতৃকাননে অবতরণ করিল। তাহা পবিত্র করিয়া, মহাভদ্রনামক সরোবরে প্রবেশপূর্ব্বক তথা হইতে শঙ্খকূটে প্রয়াণ করিল। তথা হইতে যথাক্রমে বৃষভাদি পর্ব্বতপরম্পরা প্রাপ্ত হইয়া, উত্তরকুরুমণ্ডল প্লাবিত করিয়া, মহাসাগরে সংমিলিত হইল।

দ্বিজর্ষভ! এই আমি আপনার নিকট গঙ্গার বিষয় কীর্ত্তন এবং জম্বুদ্বীপ বর্ণন প্রসঙ্গে তত্রত্য বর্ষ সকলও যথাযথ বিবৃত করিলাম। কিম্পুরুষাদি সমস্ত বর্ষেই প্রজা সকল নিরবচ্ছিন্ন সুখ ভোগ ও নিরাতঙ্কে বাস করে। তথায় অধম উত্তম ভাব নাই। এই নয় বর্ষের প্রত্যেকেই সাতটী করিয়া কুলপর্ব্বত আছে এবং প্রত্যেকেই পার্ব্বত্য নদী সকল প্রবাহিত হইতেছে। দ্বিজোত্তম! তন্মধ্যে কিম্পুরুষাদি যে আটটী বর্ষ আছে, তাহাদের সকলেই উদ্ভিদ অর্থাৎ উৎস-সলিল। এক মাত্র ভারতেই কেবল মেঘ হইতে সলিল পতিত হইয়া থাকে। উল্লিখিত আটটী বর্ষে লোকের সিদ্ধি বার্ক্ষী, স্বাভাবিকী, দেশ্যা, তোয়োত্থা, মানসী ও কর্ম্মজা এই ছয় প্রকারে সম্পন্ন হইয়া থাকে। তন্মধ্যে কামপ্রদ বৃক্ষ হইতে যে সিদ্ধি সম্পন্ন হয়, তাহার নাম বার্ক্ষী। আর আপনাআপনি সমুত্থিত সিদ্ধির নাম স্বাভাবিকী, দৈশিকীর নাম দেশ্যা, সলিলের সূক্ষ্মতা হইতে প্রাদুর্ভূত সিদ্ধির নাম তোয়োত্থা, ধ্যান হইতে প্রাদুর্ভূত সিদ্ধির নাম মানসী এবং উপাসনাদি কার্য্য হইতে সমুৎপন্ন সিদ্ধির নাম কর্ম্মজা। তদ্ভিন্ন, তত্তৎ বর্ষে আধি নাই, ব্যাধি নাই, যুগাবস্থা নাই এবং পাপপুণ্যেরও কোনপ্রকার সমারম্ভ নাই।

ইতি বর্ষবর্ণন নাম ষট্‌পঞ্চাশৎ অধ্যায়।

সপ্তপঞ্চাশৎ অধ্যায়।

ক্রৌষ্টুকি কহিলেন, ভগবন্! আপনি সংক্ষেপে জম্বুদ্বীপ বর্ণন করিলেন। মহাভাগ! এতৎ-প্রসঙ্গে আপনি যে বলিলেন, ভারতবর্ষ ব্যতিরেকে আর কোথাও পাপ বা পুণ্যের ফলভোগ করিতে হয় না। এইখানেই স্বর্গ, এইখানেই অপবর্গ, এইখানেই মধ্য, এই খানেই অন্ত লাভ হইয়া থাকে। আর মনুষ্যদিগকে কোনরূপ কর্ম্মানুষ্ঠানও করিতে হয় না। অতএব ব্রহ্মন্! বিস্তারপূর্ব্বক এই ভারতবর্ষের বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করুন। ইহাতে যে সকল বিভাগ আছে, ইহা যেরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং ইহাতে যে সমস্ত পর্ব্বত আছে, তাহা বলুন।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, এই ভারতবর্ষে সমুদায়ে নয়টী বিভাগ। বলিতেছি, শ্রবণ কর। এই সমস্ত বিভাগ পরস্পর অগম্য। যেহেতু, সমুদ্র কর্ত্তৃক বিচ্ছিন্ন। ইহাদের নাম ইন্দ্রদ্বীপ, কশেরুমান্, তাম্রবর্ণ, গভস্তিমান্, নাগদ্বীপ, সৌম্য, গান্ধর্ব্ব ও বারুণ। ইহা চতুর্দ্দিকে সাগরে বেষ্টিত। ইহা দক্ষিণোত্তরে সহস্র যোজন। ইহার পূর্ব্বে কিরাত, অন্তে ও পশ্চিমে যবন এবং মধ্যভাগে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণের বাস। ইহারা সকলেই যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও বাণিজ্যাদি দ্বারা ধৌতপাপ হইয়াছেন। ঐ সকল কর্ম্মই তাঁহাদের স্বাভাবিক ধর্ম্ম এবং তদ্দ্বারাই তাঁহাদের স্বর্গ ও অপবর্গপ্রাপ্তি হইয়া থাকে এবং পাপপুণ্যেরও সঞ্চয় হয়।

মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, শুক্তিমান্, ঋক্ষপর্ব্বত, বিন্ধ্য, পারিপাত্র, এই সাতটী ইহার কুলপর্ব্বত। তাহাদের সমীপে অন্যান্য সহস্র সহস্র পর্ব্বত আছে। তাহাদের সানু সকল বিস্তৃত, উচ্ছ্রিত, বিপুলায়ত ও মনোজ্ঞ ভাব সমন্বিত।

কোলাহল, বৈভ্রাজ, মন্দর, দর্দ্দুর, বাতন্ধন, বৈদ্যুত, মৈনাক, স্বরস, তুঙ্গপ্রস্থ, নাগগিরি, রোচন, পাণ্ডর, পুষ্প, দুর্জ্জয়ন্ত, রৈবত অর্ব্বুদ, ঋষ্যমূক, গোমন্ত, কূটশৈল, কৃতস্মর, শ্রীপর্ব্বত, ক্রোর এবং অন্যান্য শত শত যে পর্ব্বত আছে, তাহাদের দ্বারা জনপদ সকল ম্লেচ্ছ ও আর্য্য এই দুই ভাগে বিমিশ্রিত হইয়াছে।

এই ম্লেচ্ছ ও আর্য্যগণ যে সকল সরিদ্বরার জলপান করে, তাহাদের নাম বলিতেছি, শ্রবণ কর।

গঙ্গা, সরস্বতী, সিন্ধু, চন্দ্রভাগা, যমুনা, শতদ্রু, বিতস্তা, ঐরাবতী, কুহূ, গোমতী, ধূতপাপা, বাহুদা, দৃশদ্বতী, বিপাশা, দেবিকা, রংক্ষু, নিশ্চীরা, গণ্ডকী ও কৌশিকী। এই সকল নদী হিমালয়ের পাদদেশ হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে।

বেদস্মৃতি, বেদবতী, বৃত্রঘ্নী, সিন্ধু, বেণ্বা, আনন্দিনী, সদানীরা, মহী, পারা, চর্ম্মণ্বতী, তাপী, বিদিশা, বেত্রবতী, শিপ্রা, অবনী, এই সকল নদী পারিপাত্র পর্ব্বতকে আশ্রয় করিয়া আছে।

শোণ, নর্ম্মদা, সুরথা, অদ্রিজা, মন্দাকিনী, দশার্ণা, চিত্রকূটা, চিত্রোৎপলা, তমসা, করমোদা, পিশাচিকা, পিপ্পলিশ্রোণি বিপাশা, বঞ্জুলা, সুমেরুজা, শুক্তিমতী, শকুলী, ত্রিদিবাক্রমু এবং বেগ-বাহিনী, ইহারা ঋক্ষপর্ব্বতের পাদদেশ হইতে প্রসূতা হইয়াছে।

শিপ্রা, পয়োষ্ণী, নির্ব্বিন্ধ্যা, তাপ্তী, নিষধাবতী, বেণ্বা, বৈতরণী, সিনীবালী, কুমুদ্বতী, করতোয়া, মহাগৌরী, দুর্গা, অন্তঃশিরা, ইহারা বিন্ধ্যপাদপ্রসূতা এবং সকলেই পুণ্যতোয়া ও সকলেই পরম পবিত্র স্বভাবা।

গোদাবরী, ভীমরথী, কৃষ্ণবেণ্বা, তুঙ্গভদ্রা, সুপ্রয়োগা, বাহ্যা, কাবেরী, এই সকল সরিদ্বরা বিন্ধ্যপাদ হইতে বিনিক্রান্তা হইয়াছে।

কৃতমালা, তাম্রপর্ণী, পুষ্পজা, উৎপলাবতী, ইহারা মলয়াদ্রিসমুদ্ভূতা। ইহাদের সকলেরই জল সুশীতল।

পিতৃকুল্যা, সোমকুল্যা, ঋষিকুল্যা, ইক্ষুকা, ত্রিদিবা, লাঙ্গলিনী, বংশকরা, ইহারা মহেন্দ্রপর্ব্বত হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে।

ঋষিকুল্যা, কুমারী, মন্দগা, মন্দগাহিনী, কৃপা, পলাশিনী, ইহারা শুক্তিমান্ পর্ব্বত প্রসূতা। ইহারা সকলেই পরমপবিত্রস্বরূপা সরস্বতী এবং সকলেই সাগরসঙ্গিনী গঙ্গা; সকলেই বিশ্বের জননী ও সকলেই পাপহারিণী বলিয়া পরিগণিতা হইয়া থাকেন। দ্বিজোত্তম! এই সকল মহানদী ভিন্ন অন্যান্য সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র নদী আছে। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ বর্ষাকালেই প্রবাহিত হয়, অবশিষ্টেরা সদাকালপ্রবাহিনী।

মৎস্য, অশ্বকূট, কুল্য, কুন্তল, কাশি, কোশল, অথর্ব্ব, কলিঙ্গ, মলক, বৃক, এই সকল জনপদ মধ্যদেশীয় বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকে।

যেখানে গোদাবরী নদী প্রবাহিত, সহ্য পর্ব্বতের সেই উত্তর বিভাগে যে দেশ আছে, সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে সেই দেশই মনোরম।

মহাত্মা ভার্গবের রমণীয় গোবর্দ্ধনপুর, বাহ্লীক, বাটধান, আভীর, কালতোয়, অপরান্ত শূদ্র, পল্লব, চর্ম্মখণ্ডিক, গান্ধার, যবন, সিন্ধু, কৌবীর, মদ্রক, শতদ্রুজ, কলিঙ্গ, পারদ, হারভূষিত, মাঠর, বহুভদ্র, কৈকেয়, দেশমালিক, ক্ষত্রিয়োপনিবেশ, বৈশ্য ও শূদ্রকুল, কাম্বোজ, দরদ, বর্ব্বর, হর্ষবর্দ্ধন, চীন, থার, বাহতী, আত্রেয়, ভরদ্বাজ, পুষ্কল, কশেরুক, লম্পাকা, শূলকার, চুলিকা, জাগুড়, ঔপক, আনিভদ্র, কিরাত, তামস, হংসমার্গ, কাশ্মীর, তুঙ্গন, শূলিকা, কুহক, ঊর্ণ, দর্ব্ব, এই সকল জনপদ উত্তর দিকে ব্যবস্থিত।

প্রাচীদিক্স্থ দেশ সকল শ্রবণ কর। অধ্রাবক, মুদকর, অন্তর্গিরি, বহির্গির, প্রবঙ্গ, রঙ্গেয়, মানদ, মানবর্ত্তিক, ব্রাহ্মোত্তর, প্রবিজয়, ভার্গব, জ্ঞেয়মল্লক, প্রাগ্জ্যোতিষ, মদ্রক, বিদেহ, তাম্রলিপ্ত, মল্ল, মগধ, গোমন্ত, ইহারা প্রাচ্য জনপদ।

অন্যান্য যে সকল জনপদ দক্ষিণাপথস্থিত, তাহাদের নাম পুণ্ড, কেরল, গোলাঙ্গুল, শৈলূষ, মূষিক, কুসুম, বাসক, মহারাষ্ট্র, মহিষক, কলিঙ্গ, আভীর, বৈশ্যিক, আঢ্যক, শবর, পুলিন্দ, বিন্ধ্যমৌলেয়, বৈদর্ভ, দণ্ডক, পৌরিক, মৌলিক, অশ্মক, ভোগবর্দ্ধন, নৈষিক, কুন্তল, অন্ধ্র, উদ্ভিদ, বলদারক, এই সকল দেশ দাক্ষিণাত্য।

অপরান্ত দেশ সকল শ্রবণ কর। সূর্য্যারক, কালিবল, দুর্গ, আনীকট, পুলিন্দ, সুমীন, রূপপ, স্বাপদ, কুরুমী, কটাক্ষর, নাসিক্যাব, উত্তরনর্ম্মদ, ভীরুকচ্ছ, সমাহেয়, সারস্বত, কাশ্মীর, সুরাষ্ট্র, আবন্ত্য, আর্ব্বুদ, ইহারা অপরান্ত দেশ।

বিন্ধ্যনিবাসী দেশ সকল শ্রবণ কর। সরজ, করুষ, কেরল, উৎকল, উত্তমার্ণ, দশার্ণ, ভোজ্য, কিষ্কিন্ধ, তোশল, কোশল, ত্রৈপুর, বৈদিশ, তুম্বুর, তুম্বুল, পটু, নৈষধ, অন্নজ, তুষ্টিকার, বীরহোত্র, অবন্তি, এই সমস্ত জনপদ বিন্ধ্যপৃষ্ঠনিবাসী। অতঃপর পার্ব্বত্য দেশ সকল বর্ণন করিব। নীহার হংসমার্গ, কুরু, গুর্গণ, খস, কুন্ত, প্রাবরণ, ঊর্ণ, দার্ব্ব, কুত্রক, ত্রিগর্ত্ত, মালব, কিরাট ও তামস। এইরূপে এই ভারতবর্ষ চতুঃসংস্থান-সংস্থিত। ইহাতেই কৃতত্রেতাদি যুগ ও চতুর্যুগকৃত বিধি প্রবর্ত্তিত ও প্রচলিত হইয়া থাকে। ইহার দক্ষিণ পশ্চিম ও পূর্ব্বে মহাসাগর। হিমালয় ইহার উত্তরে ধনুর্গুণাকারে অবস্থিতি করিতেছে। দ্বিজোত্তম! এই সেই ভারতবর্ষই সকলের বীজ। এই খানেই শুভাশুভ কর্ম্মানুসারে ব্রহ্মত্ব, ইন্দ্রত্ব, দেবত্ব, মরুত্ব, মৃগত্ব, পশুত্ব, অপ্সরোযোনিত্ব, সরীসৃপত্ব ও স্থাবরত্ব সংঘটিত হইয়া থাকে। ব্রহ্মন্! ইহাই একমাত্র কর্ম্মভূমি। সংসারে ইহাভিন্ন দ্বিতীয় কর্ম্মভূমি নাই। বিপ্রর্ষে! দেবগণও দেবত্ব হইতে ভ্রষ্ট হইয়া, এখানে মানুষত্ব পাইবার জন্য সর্ব্বদাই অভিলাষ করেন। মনুষ্যেরা এখানে যাহা করে, সুর বা অসুরেরাও তাহা করিতে পারে না।

ইতি ভারতবর্ষবর্ণন নাম সপ্তপঞ্চাশৎ অধ্যায়।

অষ্টপঞ্চাশৎ অধ্যায়।

ক্রোষ্টুকি কহিলেন, ভগবন্! আপনি আমার নিকট সম্যক রূপে ভারতবর্ষের বর্ণন করিলেন। এখানে যে সকল সরিৎ, পর্ব্বত ও দেশ আছে, তাহাও বলিলেন। কিন্তু আপনি যে পূর্ব্বে বলিয়াছেন, ভগবান্ হরি কূর্ম্মরূপে অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহার সংস্থান সবিশেষ শুনিবার জন্য আমার ইচ্ছা হইতেছে। সেই কূর্ম্মরূপী জনার্দ্দন কিরূপে এখানে অবস্থিতি করিতেছেন, তৎপ্রভাবে লোকের শুভাশুভই বা কিরূপে ব্যক্তীভূত হইয়া থাকে, আপনি আদ্যোপান্ত অবিকল তাহা কীর্ত্তন করুন।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, দ্বিজ! ভগবান্ দেব জনার্দ্দন পূর্ব্বমুখে কূর্ম্মরূপে এই নববিধ-বিভাগ-সম্পন্ন ভারত আশ্রয় করিয়া বিরাজমান আছেন। তদনুসারে নক্ষত্র সকল ইহার চতুর্দ্দিকে নবধা ব্যবস্থিত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত, ইহাতে যে সকল দেশ আছে, সম্যক্ রূপে তাহাদের বৃত্তান্ত বলিতেছি, শ্রবণ কর।

বেদমন্ত্র, বিমাণ্ডব্য, শাল্বনীপ, শক, উজ্জিহান, ঘোষসংখ্যা, খশ, সারস্বত, মৎস্য, শূরসেন, মাথুর, ধর্ম্মারণ্য, জ্যোতিষিক, গৌরগ্রীব, গুড়াশ্মক, উদ্দেহত, পাঞ্চাল, সঙ্কেত, কঙ্কমারুত, কালকোটী, পাষণ্ড, কাপিঙ্গল, কুরুব্বাহ্য, উড়ুম্বর, গজাহ্বয়, এই সকল দেশ কূর্ম্মের মধ্যস্থল আশ্রয় করিয়া আছে। কৃত্তিকা, রোহিণী ও সৌম্যা এই নক্ষত্রত্রিতয় উল্লিখিত মধ্যবাসী দেশ সকলের শুভাশুভ সূচনা করিয়া থাকে।

বৃষধ্বজ, অঞ্জন, জম্বাখ্য, মানবাল, শূর্পকর্ণ, ব্যাঘ্রমুখ, খর্ম্মক, কর্ব্বটাশন, চন্দ্রেশ্বর, খশ, মগধ, গিরি, মৈথিল, পৌণ্ড্র, বদনদন্তর, প্রাগ্‌জ্যোতিষ, লৌহিত্য, সামুদ্র, পুরুষাদক, পূর্ণোৎকট, ভদ্রগৌর, উদয়গিরি, কশায়, মেখল, মুষ্ট, তাম্রলিপ্ত, একপাদপ, বর্দ্ধমান, কোশল, এই সকল দেশ কূর্ম্মের মুখভাগে ব্যবস্থিত। রৌদ্র, পুনর্ব্বসু ও পুষ্যা এই তিন নক্ষত্র মুখে অবস্থিতি করিতেছে।

ক্রোষ্টুকে! শ্রবণ কর; কূর্ম্মের দক্ষিণপাদে নিম্নলিখিত দেশ সকল প্রতিষ্ঠিত আছে। কলিঙ্গ, বঙ্গ, জঠর, কোশল, মূষিক, চেদি, ঊর্দ্ধকর্ণ, বিন্ধ্যগিরিস্থ মৎস্যাদি দেশসমূহ, বিদর্ভ, নারিকেল, ধর্ম্মদ্বীপ, ঐলিক, ব্যাঘ্রগ্রীব, মহাগ্রীব, ত্রৈপুর, শ্মশ্রুধারী, কৈষ্কিন্ধ্য, হেমকূট, নিষধ, কটকস্থল, দশার্ণ, হারিক, নগ্ন, বিষাদ, কাকুলি, অলকা। অশ্লেষা, পিতৃনক্ষত্র ও পূর্ব্বফল্গুনী এই তিন নক্ষত্র পূর্ব্ব দক্ষিণ পাদ আশ্রয় করিয়া, অবস্থিতি করিতেছে।

লঙ্কা, কালাজিন, শৈলিক, নিকট, মহেন্দ্র মলয় ও দর্দ্দুরপর্ব্বতস্থ জনপদ সকল, কর্কোটকবন-স্থিত দেশসমূহ, ভৃগুকচ্ছ, কোঙ্কণ, আভীর, বেণ্বানদীর তীরস্থ দেশ সকল, অবন্তি, দাসপুর, আকনী, মহারাষ্ট্র, কর্ণাট, গোনর্দ্দ, চিত্রকূট, চোল, কোলগিরি, ক্রৌঞ্চদ্বীপ, জটাধর, কাবেরি, ঋষ্যমূকস্থিত দেশসমূহ, শঙ্খশুক্ত্যাদি বৈদূর্য্য শৈলপ্রান্তচর সমস্ত, বারিচর সকল, কোল, চর্ম্মপট্ট, গণবাহ্য, দ্বীপনিবাসী লোক সকল, সূর্য্যাদ্রি ও কুমুদাদ্রি এই উভয় গিরিস্থিত জনসমূহ, ঔখাবন, পিশিক, কর্ম্মনায়ক, দক্ষিণ কৌরুষ, ঋষিকন্ত, তাপসাশ্রম, ঋষভ, সিংহল, কাঞ্চী, তিলঙ্গ, কুঞ্জর, দরীকচ্ছ, তাম্রপর্ণী, ও কুক্ষি এই সকল কূর্ম্মের দক্ষিণে অবস্থিত আছে। উত্তরফল্গুনী, হস্তা ও চিত্রা এই তিন নক্ষত্র কূর্ম্মের দক্ষিণ কুক্ষিতে বিরাজমান হইতেছে।

বাহ্যপাদ, কাম্বোজ, পহ্লব, বড়বামুখ, সিন্ধু, সৌবীর, আনর্ত্ত, বনিতামুখ, দ্রাবণ, আর্গিগ, শূদ্র, কর্ণ, প্রাধেয়, বর্ব্বর, কিরাত, পারদ, পাণ্ড্য, পারশব, কল, ধূর্ত্তক, হেমগিরিক, সিন্ধু, কালক, রৈবত, সৌরাষ্ট্র, দরদ, দ্রাবিড়, মহার্ণব, এই সকল জনপদ কূর্ম্মের অপর দক্ষিণ পাদে ব্যবস্থিত

আছে। স্বাতী, বিশাখা ও মৈত্র এই তিন নক্ষত্র ঐ সকল দেশের শুভাশুভ সূচনা করিয়া থাকে।

মণিমেঘ, ক্ষুরাদ্রি, খঞ্জন, অস্তগিরি, অপরান্তিক হৈহয়, শান্তিক, বিপ্রশস্ত, কোঙ্কণ, পঞ্চনদ, বমন, অবর, তারক্ষুর, অঙ্গতক, শর্কর, শাল্মবেশ্ম, গুরুস্বর, ফল্গুনক, বেণুমত্য, ফল্গুলুক, ঘোরক, কলহ, একেক্ষণ, বাজিকেশ, দীর্ঘগ্রীব, সুচুলিক, অশ্বকেশ এই সকল জনপদ কূর্ম্মের পুচ্ছে সংস্থিত আছে। ঐন্দ্র, মূল ও আষাঢ় এই তিন নক্ষত্র কূর্ম্মের পুচ্ছ আশ্রয় করিয়া বিরাজ করিতেছে।

মাণ্ডব্য, চণ্ডখার, অশ্মক, ললন, কুশাস্ত, লড়হ, স্ত্রীবাহু, বালিক, নৃসিংহ, বেণুমতী, বলাবস্থ, ধর্ম্মবদ্ধ, অলূক, উরুকর্ম্ম, এই সকল কূর্ম্মের বামপাদে অবস্থিতি করিতেছে। তথাকার নক্ষত্র আষাঢ়া, শ্রাবণা ও ধনিষ্ঠা।

কৈলাস, হিমবান্, ধনুষ্মান্, বসুমান্, ক্রৌঞ্চ, কুরুবক, ক্ষুদ্রবীণ, রসালয়, কৈকয়, ভোগপ্রস্থ, যামুন, অন্তর্দ্বীপ, ত্রিগর্ত্ত, অগ্নীজ, অর্দ্দন, অশ্বমুখ, প্রাপ্ত, চিবিড়, কেশধারী, দাসেরক, বাটধান, শরধান, পুষ্কল, অধম, কৈরাত, তক্ষশীল, অম্বাল, মালব, মদ্র, বেণুক, বদন্তিক, পিঙ্গল, মানকলহ, হূণ, কোহল, মাণ্ডব্য, ভূতিযুবক, শাতক, হৈমতারক, যশোমত্য, গান্ধার, স্বরস, গর, রাশির, যৌধের, দাসমে, রাজনী, শ্যামক, ক্ষেমধূর্ত্ত এই সকল জনপদ কূর্ম্মের বামকুক্ষি আশ্রয় করিয়া আছে। বারুণ ও প্রৌষ্ঠপদদ্বয় এই তিন নক্ষত্র তথাকার শুভাশুভ সূচনা করিয়া থাকে।

কিন্নররাজ, পশুপাল, কীচক, কাশ্মীর, অভিসারজন, দরদ, তঙ্গন, কুলট, বনরাষ্ট্রক, সৈরিষ্ঠ, ব্রহ্মপুরুষ, বনবাহুক, কিরাত, কৌশিক, আনন্দ, পহ্নল, লোলন, দার্ব্বাদ, মরক, কুরট, অন্নদারক, একপাদ, খাশ, ঘোষ, যবন, হিঙ্গ, চীরপ্রাবরণ, ত্রিনেত্র, পৌরব, গন্ধর্ব্ব ইহারা কূর্ম্মের পূর্ব্বোত্তর পদ আশ্রয় করিয়া আছে। রেবতী, অশ্বিনী ও যাম্য এই নক্ষত্রত্রয় উল্লিখিত পাদে অবস্থিতি করিতেছে। ইহাদের দ্বারাই তাহাদের শুভাশুভ বিজ্ঞাপিত হইয়া থাকে।

দ্বিজ! আমি যথাক্রমে যে সকল দেশের বর্ণনা করিলাম, সেই ঐ সকল দেশ উল্লিখিত নক্ষত্রগণ কর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া থাকে।

গ্রহগণ সমানরূপে অবস্থিতি করিলেই, ইহাদের অভ্যুদয় লাভ হয়। যে গ্রহ যে নক্ষত্রের পতি তাহা দ্বারাই সেই দেশের ভয় বা উৎকর্ষ ও শুভসংঘটন হইয়া থাকে। প্রত্যেক দেশেই তত্তৎ গ্রহ ও নক্ষত্র হইতে সমান ভাবে ভয় বা অভয় সমুদ্ভাবিত হয়। প্রাণিগণের নিজ নক্ষত্র অশোভন হইলে, সামান্যরূপ ভয় উৎপাদন করে। সেইরূপ, গ্রহগণ হইতেও পীড়াজনিত অল্প আয়াস ভোগ করিতে হয়। দ্রব্য, গোষ্ঠ, ভৃত্য, সুহৃৎ, তনয়, স্ত্রী, এই সকলে দুঃস্থ গ্রহের দৃষ্টি হইলে, পুণ্যবান্ লোকের ভয় সংঘটিত হয়। আত্মাতে দুঃস্থ গ্রহের দৃষ্টি হইলে, অল্পপুণ্য ও অতি পাপীগণের সর্ব্বস্থলেই ভয় সম্ভাবিত হইয়া থাকে। কিন্তু কোন স্থলেই কখন পাপহীন পুরুষদিগের ভয় সঞ্চারিত হয় না। মনুষ্যমাত্রেই দিক্, দেশ, রাজ্য, নক্ষত্র ও গ্রহ ইত্যাদি সকল স্থলেই সমভাবে আপনার কর্ম্মজনিত শুভ অশুভ ভোগ করিয়া থাকে।

আমি যে নক্ষত্র সকলে কূর্ম্মের সংস্থিতি বর্ণন করিলাম, তাহাতে শুভ অশুভ সকল দেশেই সমভাবে সংঘটিত হয়। অতএব দেশ, নক্ষত্র ও আপনার গ্রহপীড়া বিশেষরূপে বিদিত হইয়া, মেধাবী ব্যক্তি শান্তিক্রিয়া ও লোকবাদ সকলের অনুষ্ঠান করিবে। আকাশ হইতে দেবতা ও দৈত্যাদিদিগের যে সকল দোষদ পৃথিবীতে পতিত হয়, তাহাদিগকেই লোকবাদ বলিয়া থাকে। সেইজন্য শান্তিক্রিয়ার সমকালেই লোকবাদে প্রবৃত্ত হইবে। তাহা হইলে, শুভসঞ্চার ও পাপের ক্ষয় হয়। আর ঐরূপে প্রবৃত্ত না হইলে, প্রজ্ঞাহানি ও দ্রব্যনাশ সংঘটিত হইয়া থাকে। সেইজন্য প্রজ্ঞাবান্ পুরুষ শান্তি ও লোকবাদ উভয়বিধ কার্য্যেই প্রবৃত্ত হইবে। পণ্ডিত ব্যক্তি তৎকালে বিধিপূর্ব্বক অদ্রোহ, উপবাস, চৈত্যাদিবন্দন, জপ, হোম, দান, স্নান, ক্রোধাদিবিসর্জ্জন, সর্ব্বভূতে মিত্রতা ও অনপকার এই সকলের অনুষ্ঠান করিবেন এবং অসদ্বাক্যত্যাগ ও অতিবাদ পরিহার

করিতে হইবে। সর্ব্ববিধ পীড়াতেই মানবগণ ঐরূপ অনুষ্ঠান ও গ্রহপূজা করিবে। এইরূপে প্রবৃত্ত হইলে, সমুদায় গ্রহনক্ষত্রপীড়ার শান্তি হইয়া থাকে। ব্রাহ্মন্! ভগবান্ নারায়ণ যেরূপে কূর্ম্মরূপে ভারতে অবস্থিতি করিতেছেন, যাহাতে সমস্ত প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহা আমি সবিশেষ কীর্ত্তন করিলাম।

দেবগণ প্রত্যেক নক্ষত্র আশ্রয় করিয়া, এই কূর্ম্মেতে অবস্থিতি করিতেছেন। অগ্নি, পৃথ্বী, চন্দ্র ও মেষাদি নক্ষত্রত্রয় কূর্ম্মের মধ্যভাগে, মিথুনাদি দুই নক্ষত্র মুখে, কর্কি ও সিংহ পূর্ব্ব-দক্ষিণ পাদে, সিংহ কন্যা তুলা এই রাশিত্রয় কুক্ষিতে, তুলা ও বৃশ্চিক উভয়ে দক্ষিণ পশ্চিম পাদে, ধন্বী ও বৃশ্চিক উভয়ে পৃষ্ঠভাগে, ধনু ও গ্রাহাদি বায়ব্য পদে, কুম্ভ ও মীন উত্তর কুক্ষিতে, মীন ও মেষ পূর্ব্বোত্তর পাদে, অবস্থিত আছে। এইরূপে কূর্ম্মে তত্তৎ দেশ সকল, দেশ সকলে নক্ষত্র সকল, নক্ষত্র সকলে রাশি সকল এবং রাশি সকলে গ্রহ সকল অবস্থিতি করিতেছে। সেইজন্যই গ্রহ ও নক্ষত্র পীড়াকে দেশপীড়া বলিয়া থাকে। দেশপীড়া ঘটিলে, স্নান করিয়া, দান হোমাদি বিধির অনুসরণ করিবে। গ্রহমধ্যে বিরাজমান সেই এই বৈষ্ণব পাদই সাক্ষাৎ নারায়ণাখ্য ব্রহ্মা। এই অচিন্ত্যাত্মা ব্রহ্মাই জগতের কারণ ও প্রভু।

ইতি কূর্ম্মনিবেশ নাম অষ্টপঞ্চাশৎ অধ্যায়।

ঊনষষ্টিতম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মুনে! আমি এই ভারতবর্ষের বৃত্তান্ত যথাযথ কীর্ত্তন করিলাম। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারি যুগ। এই ভারতেই তাহাদের প্রচার বা প্রকটভাব হইয়া থাকে। এই ভারতেই চাতুর্ব্বর্ণ্য বিধি ব্যবস্থিত আছে। দ্বিজ! এখানে সত্যাদি চারি যুগে লোকে যথাক্রমে চারি, তিন, দুই ও এক শত বৎসর বাঁচিয়া থাকে। ব্রহ্মন্! দেবকূটের পূর্ব্ববর্ত্তী শৈলরাজের পূর্ব্বস্থ যে বর্ষ, তাহাকেই ভদ্রাশ্ব বর্ষ বলিয়া থাকে। শ্বেতপর্ণ, নীল, শৈবাল, কৌরঞ্জ, পর্ণশালাগ্র এই পাঁচটী পর্ব্বত এখানকার কুলপর্ব্বত। তাহাদের প্রসূত অন্যান্য অনেক ক্ষুদ্র পর্ব্বতও আছে। সেই সকল পর্ব্বতে নানাবিধ সহস্র সহস্র জনপদ প্রতিষ্ঠিত আছে। শীত, শঙ্খবতী, ভদ্রা ও চক্রাবর্ত্তা ইত্যাদি নদী সকল তত্তৎ জনপদে প্রবাহিত হইয়া থাকে। উহারা সকলেই বিস্তারশালিনী এবং সকলেই সুশীতল-সলিলোঘ-প্রবাহিনী। এখানকার অধিবাসীরা বিশুদ্ধ স্বর্ণ ও শঙ্খসম প্রভাবিশিষ্ট, পরমপবিত্রস্বভাব, দিব্য-সঙ্গমী ও সহস্রবর্ষজীবী। তাহাদের মধ্যে উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট নাই। তাহারা সকলেই সমদর্শী এবং সকলেই স্বভাবতঃ তিতিক্ষাদি অষ্টবিধ গুণবিশিষ্ট। এখানে ভগবান্ জনার্দ্দন অক্ষি-ত্রয়-সমন্বিত অশ্বশিরা রূপে বিরাজমান হইতেছেন। এই সকল জনপদ সেই জগৎপ্রভুরই জানিবে।

ইহার পর পশ্চিমে কেতুমালবর্ষ, শ্রবণ কর, বলিতেছি। বিশাল, কম্বল, কৃষ্ণ, জয়ন্ত, হরি, বিশোক, বর্দ্ধমান এই সাতটী পর্ব্বত এখানকার কুলগিরি। তদ্ব্যতীত, অন্যান্য সহস্র সহস্র পর্ব্বত আছে। সেই সকল পর্ব্বতে মৌল, মহাকার, শাকপোত করম্ভ, অঙ্গুল প্রমুখ নানাবিধ জনপদ সকল প্রতিষ্ঠিত আছে। তাহাদের অধিবাসীরা বংক্ষু, শ্যামা, কম্বলা, অমোঘা, কামিনী ও অন্যান্য সহস্র সহস্র মহানদীর জলপান করিয়া থাকে। এখানকার লোকেও দশবর্ষ শত বাঁচিয়া থাকে। ভগবান জনার্দ্দন এখানে বরাহরূপে বিরাজমান হইতেছেন। এই দেশ নক্ষত্রত্রয়যুক্ত। তৎসমস্ত নক্ষত্রই অনুকূল ভাবাপন্ন। মুনিসত্তম! এই আমি আপনার নিকট কেতুমালবর্ষ কীর্ত্তন করিলাম।

অতঃপর উত্তর কুরু বর্ণন করিব, শ্রবণ করুন। তথাকার বৃক্ষমাত্রেই মধুফলবিশিষ্ট, নিত্যপুষ্পফলসম্পন্ন। তাহাদের ফলে বস্ত্র ও আভরণ সকল প্রসূত হইয়া থাকে। তাহারা সর্ব্বকামপ্রদ এবং সর্ব্বপ্রকার কামফল সম্প্রদান করিয়া থাকে। তথাকার ভূমি মণিময়ী; বায়ু সুগন্ধি ও সর্ব্বকাল সুখপ্রদ। দেবলোকভ্রষ্ট মনুষ্যেরাই তথায় জন্মিয়া থাকে। তথায় মিথুন সকলেরই উদ্ভব হয়। তাহারা পরস্পর সমকাল বাঁচিয়া থাকে এবং চক্রবাকমিথুনের ন্যায় তাহাদের পরস্পরের প্রতি অনুরাগেরও সীমা নাই। তাহাদের জীবিত কালের পরিমাণ সার্দ্ধ চতুর্দ্দশ সহস্র বৎসর। শৈলরাজ চন্দ্রকান্ত ও সূর্য্যকান্ত এই দুইটী পর্ব্বত তথাকার কুলাচল। তন্মধ্যে ভদ্রসোমা-নাম্নী মহানদী প্রবাহিতা হইতেছে। তাহার জল পরমপবিত্র ও নির্ম্মল। তদ্ব্যতীত, উত্তরবর্ষে অন্যান্য সহস্র সহস্র নদী আছে। ইহারা কেহ ঘৃতবাহিনী, কেহ বা ক্ষীরবাহিনী। তথায় বহুসংখ্য দধিহ্রদ ও গণ্ডপর্ব্বত আছে। তথায় নানাবিধ ফল জন্মিয়া থাকে। তৎ সমস্ত ফলই অমৃতের ন্যায়, সুস্বাদু। তথায় যে শতসহস্র অরণ্য আছে, তাহাতেই ঐ সকল পাওয়া যায়। তথায় ভগবান্ বিষ্ণু প্রাকৃশিরা মৎস্য রূপে বিরাজমান হইতেছেন। এখানে তিন তিনটী ক্রমে বিভক্ত নয়টী নক্ষত্র আছে। মুনিসত্তম! এখানকার দিক্‌ও নবধাবিচ্ছিন্ন। এখানকার সমুদ্রমধ্যে চন্দ্রদ্বীপ ও ভদ্রদ্বীপ এই দুইটী দ্বীপ পরম পবিত্র বলিয়া পরিগণিত। ব্রহ্মন্! এই আমি উত্তর কুরু বর্ণন করিলাম। অধুনা, কিংপুরুষাদি বর্ষ সকল বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর।

ইতি উত্তরকুরুবর্ণন নাম উনষষ্টিতম অধ্যায়।

ষষ্টিতম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, দ্বিজ! যাহাকে কিম্পুরুষ বর্ষ বলে, তাহার বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। এখানকার পুরুষমাত্রেই হৃষ্ট-পুষ্ট দেহবিশিষ্ট। তাহাদের আয়ুঃপরিমাণ দশসহস্র। তাহাদের রোগ নাই, শোক নাই। এখানকার স্ত্রীলোকেরা পুরুষের ন্যায়, ঐরূপ শোকহীন, রোগহীন ও দশ সহস্র বৎসর বাঁচিয়া থাকে। এখানে নন্দনের ন্যায় যে সুবৃহৎ প্লক্ষবৃক্ষ আছে, অধিবাসিরা সর্ব্বদা তাহার ফলরস পান করিয়া থাকে।

এখানকার স্ত্রীলোকেরা স্থিরযৌবনশালিনী। তাহাদের শরীরে উৎপলগন্ধ বহির্গত হইয়া থাকে। কিংপুরুষের পর হরিবর্ষ। তথায় যাহারা জন্মে, তাহারা সকলেই মহারজতসঙ্কাশ; সকলেই দেবলোকভ্রষ্ট ও সকলেই দেবরূপী এবং সকলেই পবিত্র ইক্ষুরস পান করিয়া থাকে। সেখানে জরা ব্যাধির সম্পর্ক নাই, কেহই কখন কোনরূপে জীর্ণ হয় না। সকলেই দশসহস্র বৎসর বাঁচিয়া থাকে। কোনরূপ রোগ ভোগ করিতে হয় না।

আমি যে মেরুবর্ষ ইলাবৃতের কথা বলিয়াছি, সেখানে সূর্য্য তাপ দেন না, সেখানে কেহ জরাযুক্ত হয় না, সেখানে চন্দ্র সূর্য্য, গ্রহ ও নক্ষত্রগণেরও জ্যোতি স্ফুরিত হয় না, সেখানে মেরুর দ্যুতিই একমাত্র আলোকের কার্য্য করিয়া থাকে। সেখানে যে সকল লোক জন্মে, তাঁহারা সকলেই পদ্ম-প্রতিম-প্রভাসম্পন্ন, সকলেই পদ্মতুল্যগন্ধবিশিষ্ট, সকলেই জম্বুফলরস ভক্ষণ করে, এবং সকলেই পদ্ম-পলাশলোচন। সেখানে আয়ুর পরিমাণ ত্রয়োদশসহস্র বৎসর। মেরু মধ্যে সরাবাকারে অবস্থিত আছে। এখানে মেরুই মহাশৈল। ইলাবৃতবর্ষ বর্ণন করিলাম।

অতঃপর রম্যকবর্ষ বর্ণন করিব, শ্রবণ কর। তথায় হরিতবর্ণ-পত্রবিশিষ্ট, অত্যুচ্চ ন্যগ্রোধ-বৃক্ষ আছে। অধিবাসী লোকেরা তাহারই ফলরস পান করিয়া, বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। সেখানে

আয়ুর পরিমাণ অযুত বৎসর। অধিবাসীরা সকলেই রতিপ্রধান ও বিমলচরিত্র। তাহাদের জরা দৌর্গন্ধ্যের সম্পর্ক মাত্র নাই।

তাহার উত্তরস্থিত বর্ষের নাম হিরণ্ময় বর্ষ। তথায় হিরণ্বতী নদী প্রবাহিত হইতেছে। ঐ নদী প্রভূত কমলকুসুমের প্রভায় উদ্ভাসিতা। তথায় মহাবল তেজস্বী মানবগণেরই জন্ম হইয়া থাকে। তাহারা সকলেই যক্ষের ন্যায় রূপসম্পন্ন, সকলেই মহাসত্ত্ব, সকলেই ধনী ও প্রিয়দর্শন।

ইতি বর্ষবর্ণন নাম ষষ্টিতম অধ্যায়।

একষষ্টিতম অধ্যায়।

ক্রোষ্টুকি কহিলেন, মহামুনে! যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তদনুসারে আপনি সম্যগ্রূপে ভূসমুদ্রাদির সংস্থান, প্রমাণ, গ্রহ ও নক্ষত্রগণের সংস্থিতি ও পরিমাণ এবং ভূরাদি লোক ও অখিল পাতাল বর্ণন করিলেন। মুনে! আপনি আমার নিকট স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরও কীর্ত্তন করিয়াছেন। আমি তদনন্তর মন্বন্তর সকল এবং তত্তৎ মন্বন্তরের অধিপতি, দেব, ঋষি ও তাহাদের তনয় এবং নরপতিগণের বিবরণ শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, আমি যে তোমাকে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের কথা বলিয়াছি, তাহার পর স্বারোচিষনামক অন্যবিধ মন্বন্তরের কথা শ্রবণ কর। অরুণাস্পদনগরে বরুণানদীর তটদেশে কোন দ্বিজাতিপ্রবর বাস করিতেন। তিনি রূপে অশ্বিনীকুমারকেও অতিক্রম করিয়াছিলেন। তিনি মৃদুস্বভাব, সচ্চরিত্র, বেদবেদান্তপারগ, সর্ব্বদা অতিথিপ্রিয় এবং রাত্রিতে যে সকল লোক আসিত, তাহাদের বিশেষরূপে আশ্রয় দিতেন। তিনি সংকল্প করিলেন, আমি এই অতীব রমণীয় বন ও উদ্যানশালিনী এবং বিবিধ-নগর-শোভিনী মেদিনী দর্শন করিব।

কোন সময়ে তাঁহার ভবনে একজন অতিথি সমাগত হইলেন। তিনি বিবিধ ওষধির প্রভাব বিশেষরূপে জানিতেন এবং মন্ত্রবিদ্যাতে সবিশেষ নিপুণ ছিলেন। ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাপূতচিত্তে তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। তিনি তাঁহার নিকট বিবিধ রমণীয় দেশ, নগর, বন, নদী, শৈল ও পবিত্র আয়তন সমস্ত বর্ণন করিলেন। ব্রাহ্মণ বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া, তাঁহাকে কহিলেন, অনেক দেশ দর্শন করিয়া, আপনি অতি শ্রমসমন্বিত হইয়াছেন। তথাপি, আপনি বয়সে অতি বৃদ্ধ হন নাই এবং যৌবন হইতেও অধিকদূরে গমন করেন নাই। আপনি অল্পকাল মধ্যেই কিরূপে পৃথিবী পর্য্যটন করিলেন?

অতিথি ব্রাহ্মণ কহিলেন, বিপ্র! মন্ত্রৌষধিবলেই আমার গতি অপ্রতিহত হইয়াছে। এমন কি, আমি দিনার্দ্ধ মধ্যেই এক সহস্র যোজন গমন করিয়া থাকি।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, ব্রাহ্মণ তাঁহার কথায় বিশ্বাসবদ্ধ হইয়া, পুনরায় আদরসহকারে তাঁহারে কহিলেন, ভগবন্! আমার প্রতি মন্ত্রৌষধিপ্রভাবজনিত অনুগ্রহ বিতরণ করুন। সমগ্র পৃথিবী পরিদর্শন করিতে আমার অতিশয় অভিলাষ হইয়াছে।

তখন উদারবুদ্ধি অতিথি ব্রাহ্মণ তাঁহাকে পাদলেপ প্রদান এবং তাঁহার আখ্যাত দিক্ও অভিমন্ত্রিত করিলেন। দ্বিজসত্তম! সেই দ্বিজ অতিথি ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক অনুলিপ্ত পাদে বিবিধ প্রস্রবণ সমন্বিত হিমালয় দর্শনার্থ গমন করিলেন। তৎকালে তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি দিনার্দ্ধ মধ্যে সহস্র যোজন গমন করিয়া, অপর দিনার্দ্ধ মধ্যে প্রত্যাগমন করিব। অনন্তর তিনি হিমালয়পৃষ্ঠে সমাগত হইলেন। কিন্তু তাদৃশ দূরপথ গমন করিয়াও, তাঁহার অতিশ্রান্তি বোধ হইল না। তিনি তথায় উপনীত হইয়া, ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাহাতে তাঁহার পদে তুহিন সংলগ্ন হইল। উহা বিলীন হইবার সময়ে তাঁহার সেই পরমৌষধি

সমুদ্ভূত পাদলেপ প্রক্ষালিত করিল। তখন তিনি জড়গতি হইয়া, ইতস্ততঃ পর্য্যটন করত হিমালয়ের সানু সকল দর্শন করিতে লাগিলেন। সমস্ত সানুই অতীব মনোজ্ঞ, সিদ্ধ ও গন্ধর্ব্বগণে অধিবিষ্ট এবং কিন্নরগণে নিষেবিত; দেবাদিরা ইতস্ততঃ ক্রীড়াবিহার করাতে, আরও রমণীয় হইয়া উঠিয়াছে। শত শত দিব্য অপ্সরোগণ উহাদিগকে আকীর্ণ করিয়া আছে। তৎসমস্ত দর্শন করিয়া, তিনি পুলকিত হইলেন। কিন্তু তৃপ্তির শেষ লাভ করিতে পারিলেন না। মুনে! কোথাও প্রস্রবণ হইতে জলরাশি ভ্রষ্ট ও পতিত হওয়াতে হিমালয় সকল লোকের মনোহারী হইয়াছে। কোথাও শিখী সকল নৃত্য করিতে করিতে কেকাধ্বনি করিয়া, উহাকে প্রতিধ্বনিত করিতেছে। কোথাও অতি মনোহারী দাত্যূহ ও কোযষ্টিক প্রভৃতি পক্ষিগণ বিচরণ করিতেছে। কোথাও শ্রুতিহারী পুংস্কোকিলগণের কলালাপ উত্থিত হইতেছে। প্রফুল্লতরুগন্ধে আমোদিত সমীরণ উহাকে বীজন করিতেছে। তদ্দর্শনে তদীয় অন্তঃকরণে অতিমাত্র আহ্লাদ অনুভূত হইল। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, আগামী কল্য দর্শন করা যাইবে। এই প্রকার চিন্তা করিয়া, গৃহগমনে কৃতসংকল্প হইলেন। কিন্তু পাদলেপ বিভ্রষ্ট হওয়াতে, চলৎশক্তি-রহিতপ্রায় হইয়া উঠিলেন। তখন চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি অজ্ঞানবশতঃ এ কি অনুষ্ঠান করিলাম? আমার পাদলেপ বিনষ্ট ও হিমসলিলে বিলীন হইয়াছে। এই পর্ব্বতও অতি দুর্গম; আমিও দূরে পড়িয়াছি। অতএব অবশ্য আমার সন্ধ্যাদি ক্রিয়াহানি হইবে। এখানেই বা কিরূপে আমি অগ্নিশুশ্রূষাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব? বিষম সঙ্কটেই পড়িলাম। এই হিমালয় সকল পর্ব্বতের প্রধান। ইহার সকলই রমণীয়। যাহা দেখিব, তাহাতেই দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। শত শত বর্ষ দেখিলেও, তৃপ্তির শেষ হইবে না। কিন্নরগণ ইহার চতুর্দ্দিকে সর্ব্বলোক-মনোহর সুমধুর আলাপ সহকারে সকলেরই শ্রোত্র হরণ করিতেছে। প্রফুল্ল তরুগন্ধ আঘ্রাণ করিয়াও, ঘ্রাণেন্দ্রিয় অতিমাত্র আকৃষ্ট হইয়াছে। এখানকার বায়ুও সুখস্পর্শ, ফলসকলও অতিমাত্র সরস। এরূপ অবস্থায় কোন তপস্বীকে যদি দেখিতে পাই, তিনি অবশ্য আমারে গৃহগমনার্থ পথ বলিয়া দিতে পারেন।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, ব্রাহ্মণ এইপ্রকার চিন্তাক্রমে হিমাচলে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। পাদস্থ ওষধিবল ভ্রষ্ট হওয়াতে, নিরতিশয় দুর্ব্বল হইয়া উঠিলেন।

বরূথিনীনাম্নী রূপশালিনী মহাভাগা বরাপ্সরা তদবস্থায় সেই মুনিশ্রেষ্ঠকে দর্শন করিল। দর্শন করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রতি অনুরাগের উদ্রেক হওয়াতে, তদীয় হৃদয় কামবেগে আকৃষ্ট হইয়া উঠিল। তখন সে চিন্তা করিতে লাগিল, এই রমণীয়তম-আকার-সম্পন্ন পুরুষ কে? যদি ইনি আমাকে অবমাননা না করেন, তাহাহইলে, আমার জন্ম সফল হইতে পারে। আহা, ইহাঁর কি রূপমাধুরি! আহা, কি পরমসুন্দর গতি! আহা, ইহাঁর কি দৃষ্টির গম্ভীরতা! পৃথিবীতে ইহাঁর সমকক্ষ কোথায়? আমি দেব, দৈত্য, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব ও পন্নগ, সকলকেই দেখিয়াছি। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে এই মহাত্মার তুল্য রূপবিশিষ্ট একজনও নাই। অতএব, আমি যেমন ইহাঁর প্রতি অনুরাগবতী হইয়াছি, ইনিও যদি আমাতে সেইরূপ অনুরাগবদ্ধ হন, তাহাহইলে, আমার বহু পুণ্য সঞ্চিত হইয়াছে, জানিব। অধিক কি, যদি ইনি অদ্য আমার প্রতি সুস্নিগ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, তাহাহইলে, এই ত্রিভুবন মধ্যে কোন রমণীই আমার সদৃশী পুণ্যকারিণী নহে।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, দিব্যরমণী বরূথিনী এইপ্রকার চিন্তার অনুসারিণী ও স্মরাতুরা হইয়া, কমনীয়তর আকারে দ্বিজকুমারের দর্শনগোচরে সমাগতা হইল। দ্বিজপুত্র সেই চারুরূপিণী বরূথিনীরে নয়নগোচর করিয়া, উপচারসহকারে নিকটস্থ হইয়া, বলিতে লাগিলেন, অয়ি কমলগর্ভাভে! তুমি কে? কাহার পরিগ্রহ? এখানেই বা কি করিতেছ? আমি ব্রাহ্মণ; অরুণাস্পদনগর হইতে এখানে আসিয়াছি। আমার পাদলেপ হিমসলিলসংযোগে নষ্ট ও লীন হইয়াছে। অয়ি মদিরেক্ষণে! যাহার প্রভাবে আমি এখানে আসিয়াছি।

বরূথিনী কহিল, আমি অপ্সরা, আমার নাম বরূথিনী। আমি সর্ব্বদাই এই মহাচলে বিচরণ

করিয়া থাকি। বিপ্র! আমি আপনাকে দর্শন করিয়া, কামের বশবর্ত্তিনী হইয়াছি। আমি এখন আপনারই অধীনা। অতএব আপনার কি করিব, আজ্ঞা করুন। ব্রাহ্মণ কহিলেন, অয়ি শুচি-স্মিতে! যে উপায়ে আমি নিজ গৃহে যাইতে পারি, তাহা আমাকে বল। কল্যাণি! দেখ, আমার সমুদয় কর্ম্মই ভ্রষ্ট হইতেছে। ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম সকলের সম্পূর্ণ ক্ষতি হইতেছে। অতএব ভদ্রে! আমাকে হিমালয় হইতে উদ্ধার কর। ব্রাহ্মণের প্রবাস কখন প্রশস্ত নহে। ভীরু! আমার কোন অপরাধ নাই। কেবল দেশদর্শনে কৌতূহল জন্মিয়াছিল। ব্রাহ্মণ গৃহে থাকিলে, তাঁহার সকল কার্য্যের নিষ্পত্তি হইয়া থাকে। কিন্তু এই রূপে প্রবাসী হইলে, নিত্য নৈমিত্তিক সকল কর্ম্মই ভ্রষ্ট হইয়া যায়। অধিক বলিয়া আর কি হইবে? অয়ি যশস্বিনি! যাহাতে আমি, সূর্য্য অস্ত যাইবার পূর্ব্বেই নিজ গৃহে যাইতে পারি, তদনুরূপ বিধান কর।

বরূথিনী কহিল, মহাভাগ! এরূপ বলিবেন না। সে দিন যেন আমার না হয়, যে দিন আপনি আমায় পরিত্যাগ করিয়া, নিজ গেহে গমন করিবেন। দ্বিজনন্দন! এই হিমালয় অপেক্ষা স্বর্গও রম্যতর নহে। সেই হেতু আমরা তাহা পরিত্যাগ করিয়া, এখানে অবস্থিতি করি। অয়ি কান্ত! আপনি আমার সহিত এই কমনীয় হিমাচলে বিহার করুন। তাহাহইলে, আর আপনার পৃথিবীস্থ বান্ধবদিগকে মনে থাকিবে না। আপনি কামের সাহায্যে আমাকে বশীকৃতা ও হৃতচিত্তা করিয়াছেন। আমি আপনাকে মাল্য, বস্ত্র, অলঙ্কার, ভক্ষ্য, ভোজ্য ও অনুলেপন প্রদান করিব। মহাভাগ! এখানে থাকিলে, আপনার বীণা-বেণুশব্দ, কিন্নরগণের মনোরম গীত, অঙ্গাহ্লাদকর বায়ু, [illegible] অন্ন, নির্ম্মল জল, মনোভিলষিত শয্যা, সুগন্ধ অনুলেপন, সমস্তই সংযোজিত হইবে। নিজের গৃহে থাকিলে, ইহার অধিক আর কি পাইবেন? এখানে থাকিলে, কখনই জরা আপনাকে আক্রমণ করিতে পারিবে না। কেন না, ইহা দেবগণের ভূমি। এখানে যৌবনেরই নিত্য উপচয় হইয়া থাকে। কমলেক্ষণা বরূথিনী এই বলিয়াই, অনুরাগের আবেশবশে একবারে উন্মনা হইয়া উঠিল। তখন, গদ্গদ মধুর স্বরে, প্রসন্ন হউন, বলিয়া, তাঁহারে সহসা আলিঙ্গন করিল।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, অয়ি দুর্বৃত্তে! আমাকে স্পর্শ করিও না, স্পর্শ করিও না। যেখানে তোমার সদৃশ ব্যক্তি আছে, সেইখানে তাহারই নিকট যাও। আমি তোমায় একভাবে যাচ্ঞা করিয়াছি। তুমি কিন্তু আর একভাবে আমায় কামনা করিতেছ। তুমি এই সামান্য হিমালয়ের কথা কি বলিতেছ? সায়ং প্রাতঃ অনলে হোম করিলে, শাশ্বত লোক সকল অনায়াসেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। অয়ি মূঢ়ে! সমুদয় ত্রৈলোক্য হব্যেই প্রতিষ্ঠিত আছে। অতএব যাহাতে শীঘ্র স্বগৃহে যাইতে পারি, তাহার উপায় বল।

বরূথিনী কহিল, বিপ্র! আমি কি আপনার প্রিয়া হইলাম না? এই হিমাচলও কি আপনার রমণীয় নহে? গন্ধর্ব্ব ও কিন্নর প্রভৃতি অপেক্ষাও সংসারে আর কেইবা আপনার প্রার্থনার সামগ্রী হইতে পারে? আপনি এখান হইতে নিঃসন্দেহই আপনার গৃহে যাইবেন। স্বল্পকাল আমার সহিত সুদুর্লভ ভোগ সকল ভোগ করুন।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, গার্হপত্যাদি অগ্নিত্রয়ই সতত আমার প্রার্থনার সামগ্রী; অগ্নিগৃহই আমার রমণীয় এবং দেবী বিস্তরণীই আমার প্রিয়া।

বরূথিনী কহিল, দ্বিজ! যে আটটী আত্মগুণ আছে, তাহার মধ্যে দয়া প্রধান। আপনি সদ্ধর্ম্মপালক। তবে কেন আমার প্রতি সেই দয়া-প্রকাশ করিতেছেন না? আমি আপনার প্রতি এরূপ প্রীতিমতী হইয়াছি, যে, আপনি ত্যাগ করিলেই, প্রাণত্যাগ করিব। অয়ি কুলনন্দন! আমি ইহা মিথ্যা বলিতেছি না। অতএব প্রসন্ন হউন।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, যদি সত্যই প্রীতিমতী হইয়া থাক; যদি মিথ্যা বলিয়া না থাক; তাহাহইলে, যাহাতে নিজগৃহে যাইতে পারি, তাহার উপায় নির্দ্দেশ কর।

বরূথিনী কহিল, আপনি এখান হইতে নিঃসন্দেহই নিজ নিকেতনে যাইবেন। স্বল্পকাল আমার সহিত ভোগ সকল সম্ভোগ করুন।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, বরূথিনি! ব্রাহ্মণের পক্ষে ভোগার্থ চেষ্টা করা প্রশস্ত নহে। কেননা, উহাতে ইহকালে যেমন ক্লেশ সঙ্ঘটিত হয়, পরকালেও সেইরূপ সমস্ত পণ্ড হইয়া থাকে।

বরূথিনী কহিল, আমি ম্রিয়মাণা হইয়াছি। অতএব আমারে পরিত্রাণ করিলে, আপনার পরকালে যেমন পুণ্যের ফললাভ হইবে, সেইরূপ জন্মান্তরেও ভোগ-সুখ-সংঘটন হইবে। এইরূপে দুইটীই আপনার উপচয়ের হেতু। কিন্তু প্রত্যাখ্যান করিলেই, আমি মৃত্যু লাভ করিব। তজ্জন্য আপনাকেও পাপভাগী হইতে হইবে।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, আমার গুরুগণ বলিয়াছেন, পরস্ত্রীকে কামনা করিবে না। সেইজন্যই তোমাতে আমার অভিলাষ নাই। অতএব তুমি বিলাপই কর, আর শুকিয়াই বা যাও, সে তোমার ইচ্ছা।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, সেই মহাভাগ ব্রাহ্মণ এইপ্রকার কহিয়া, প্রয়ত ও শুচি হইয়া, সলিল স্পর্শ করিয়া, বিশুদ্ধচিত্তে গার্হপত্য অগ্নিকে প্রণামপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, ভগবন্ গার্হপত্য অগ্নে! আপনি সর্ব্ববিধ কর্ম্মের উদ্ভবক্ষেত্র। আপনা হইতেই আহবনীয় অগ্নি ও দক্ষিণাগ্নি উভয়ের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে; অন্য হইতে হয় নাই। আপনার তৃপ্তি হইতেই দেবতারা বৃষ্টি ও শস্যাদির উৎপাদন করিয়া থাকেন। তাহাতেই সমস্ত জগৎ বাঁচিয়া রহে। অন্য কোন উপায়েই নহে। এইরূপে আপনা হইতে যে সত্যবলে এই নিখিল জগৎ স্বপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে, আমি সেই সত্যবলেই যেন অদ্য দিবাকর থাকিতে থাকিতে, স্বগৃহ দর্শন করি। আমি কখন স্বকালে বৈদিক কর্ম্ম ত্যাগ করি নাই। সেই সত্যবলে অদ্য যেন গৃহে থাকিয়া, দিবাকরকে দর্শন করি। আমার যেমন কখন পরদারে বা পরদ্রব্যে মতি হয় নাই, তেমনি সেই পুণ্যবলে আমার এই অভিলষিত কামনা সিদ্ধ হউক।

ইতি ব্রাহ্মণবাক্য নাম একষষ্টিতম অধ্যায়।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, দ্বিজপুত্র এইপ্রকার বাক্যপ্রয়োগে প্রবৃত্ত হইলে, তদীয় শরীরে গার্হপত্য অগ্নি সন্নিহিত হইলেন। তাঁহার অধিষ্ঠানবশতঃ, ব্রাহ্মণ প্রভা-বলয়ের মধ্যবর্ত্তী হইয়া, দ্বিতীয় অগ্নির ন্যায়, সেই দেশ বিদ্যোতিত করিলেন; সুতরাং তদ্দর্শনে দিব্য-যোষিৎ বরূথিনী তাঁহার প্রতি আরও অনুরাগবতী হইয়া উঠিল।

অনন্তর, অনলের অধিষ্ঠান হওয়াতে, দ্বিজনন্দন তৎক্ষণাৎ পূর্ব্বের ন্যায় গমনে প্রবৃত্ত হইলেন এবং ত্বরাপূর্ব্বক যাইতে লাগিলেন। বরূথিনী, যতক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, ততক্ষণ তাঁহাকে দেখিতে লাগিল। তৎকালে তদীয় বিরহযোগবশতঃ বরূথিনীর কন্ধরা নিশ্বাসবশে উৎকম্পিত হইয়া উঠিল।

অনন্তর ব্রাহ্মণ ক্ষণমধ্যেই নিজ গৃহ প্রাপ্ত হইয়া, যথাবিহিত যাবতীয় ক্রিয়া সম্পাদন করিলেন। এদিকে, চারুসর্ব্বাঙ্গী বরূথিনী তাঁহার প্রতি আসক্তচিত্তা হইয়া, অনবরত দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করত দিনশেষ ও যামিনীযাপন করিল। সেই অনবদ্যাঙ্গী হাহাকারসহকারে বারম্বার রোদন করিয়া, নিশ্বাসভার-পরিহার করিতে লাগিল এবং আপনাকে মন্দভাগিনী বলিয়া, নিন্দা করিতে আরম্ভ করিল। আহারে বা বিহারে বা রমণীয় বনে অথবা সুরম্য কন্দরে কিছুতেই তাঁহার রতি রহিল না। কেবল রমমাণ চক্রবাকযুগলেই তাহার স্পৃহা ধাবিত হইল। ব্রাহ্মণের বিয়োগযোগবশতঃ

সেই বরারোহা আপনার যৌবনের নিন্দা করিতে লাগিল এবং এইপ্রকার বাক্য প্রয়োগে প্রবৃত্তা হইল. দুরাত্মা দৈব বল-প্রয়োগ করাতে, আমি বাধ্য হইয়া, কোথায় এই শৈলে আসিলাম। আর কোথা হইতে তাদৃশ মনুষ্য আমার দৃষ্টিগোচরে উপনীত হইল। সকলই অসম্ভব ঘটনা। অদ্য যদি সেই মহাভাগ আমার সঙ্গী না হন, তাহাহইলে, তদীয় দুঃসহ কামানল আমাকে বিনষ্ট করিবে। এই যে হিমাচল পুংস্কোকিলের নিনাদবশতঃ রমণীয় হইয়াছিল ; ইহাই অদ্য তদীয় বিরহে আমারে অতীব যন্ত্রণা প্রদান করিতেছে।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, এইরূপে সেই বরূথিনী মদনাবিষ্টা হইয়া, সেই ব্রাহ্মণেই আত্মসমর্পণ করিল। তাঁহার প্রতি তাহার অনুরাগ প্রতিক্ষণেই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

কলিনামে কোন গন্ধর্ব্ব ইতিপূর্ব্বে তাহার প্রতি অনুরাগবদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু বরূথিনী তাহারে প্রত্যাখ্যান করে। সেই গন্ধর্ব্ব তদবস্থা তাহাকে দর্শন করিয়া, তৎকালে চিন্তা করিতে লাগিল, এই গজগামিনী বরূথিনী কিজন্য নিশ্বাসপবনে ম্লানা হইয়া, এই পর্ব্বতে অবস্থিতি করিতেছে ? কোন ঋষির শাপে কি ইহার হৃদয় ক্ষুণ্ণ হইয়াছে ? অথবা কোন ব্যক্তি কি ইহার অবমাননা করিয়াছে ? কেননা, ইহার বদনমণ্ডল বাষ্পসলিলে পরিক্লিন্ন হইয়াছে।

অনন্তর কৌতূহল হওয়াতে, সে এবিষয় বহুক্ষণ ধরিয়া ভাবিতে লাগিল এবং সমাধিপ্রভাবে সমুদায় সবিশেষ অবগত হইল। অবগত হইয়া, পুনরায় চিন্তা করিতে লাগিল, আমার পূর্ব্বকৃত পুঞ্জীভূত ভাগ্যবলেই এইরূপ শুভ ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে। আমি অনুরাগের বশবর্ত্তী হইয়া, ইহাকে বিস্তর প্রার্থনা করিয়াছিলাম। তথাপি, আমাকে প্রত্যাখ্যান করে। অদ্য ইহারে হস্তগত করিব। মানুষের প্রতি ইহার অনুরাগের আবেশ হইয়াছে। অতএব সেই মানুষের রূপ ধরিলেই, আমাতে অনুরাগবদ্ধা হইবে, সন্দেহ নাই। আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই। মানুষেরই রূপ ধারণ করিব।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, অনন্তর কলি আত্মপ্রভাবে সেই ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করিয়া, যেখানে বরূথিনী অবস্থিতি করিতেছিল, তথায় বিচরণ করিতে লাগিল। বরারোহা বরূথিনী তাহাকে দর্শন করিয়া, কিঞ্চিৎ উৎফুল্ললোচনা হইয়া, তথায় আগমনপূর্ব্বক বারম্বার বলিতে লাগিল, প্রসন্ন হউন। আপনি ত্যাগ করিলে, আমি নিঃসন্দেহই প্রাণপরিহার করিব। তাহাতে আপনার কষ্টতর অধর্ম্ম ও ক্রিয়ালোপও হইবে। আপনি এই রমণীয় মহাকন্দর-কন্দরে আমার সহিত সংমিলিত হইলে, আমাকে পরিত্রাণ করিয়া, তজ্জন্য অবশ্যই পুণ্য সঞ্চয় করিবেন। মহামতে ! অবশ্যই আমার আয়ুর অবশেষ আছে। নিশ্চয়ই সেইজন্য আপনি গমনে ক্ষান্ত হইয়াছেন। আপনিই আমার হৃদয়ের আহ্লাদকারক।

কলি কহিল, অয়ি তনুমধ্যমে ! এখানে থাকিলে, আমার ক্রিয়াহানি হইবে। আর, তুমিও এবম্বিধ বাক্য প্রয়োগ করিতেছ। অতএব কি করিব ? যাহা হউক, আমি এখন সঙ্কটে পড়িয়াছি। যাহা বলিতেছি, যদি তাহা করিতে পার, তাহাহইলে, তোমার সহিত অদ্য মিলিতে পারি ; নতুবা পারিব না।

বরূথিনী কহিল, প্রসন্ন হউন। যাহা বলিবেন, তাহাই করিব। আপনার নিকট মিথ্যা বলিতেছি না। এবিষয়ে কোন সন্দেহই করিবেন না।

কলি কহিল, আমি অদ্য অরণ্যে তোমার সহিত সম্ভোগে প্রবৃত্ত হইলে, তুমি আমায় দেখিতে পাইবে না। নয়ন মুদিয়া থাকিতে হইবে। সুভ্রু ! তাহাহইলেই, আমার সহিত তোমার সংসর্গ ঘটিবে।

বরূথিনী কহিল, আচ্ছা, এইরূপই হইবে। যাহা বলিতেছেন, তাহাই করিব। আপনার মঙ্গল হউক। আমি অধুনা সর্ব্বপ্রকারেই আপনার বশে থাকিব।

ইতি বরূথিনীকথা নাম দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, অনন্তর কলি বরূথিনীর সহিত গিরিসানু-সমূহে, প্রফুল্ল-কানন-সংসর্গে অতীব হৃদয়হারী মনোজ্ঞ সরোবর সকলে, রমণীয় কন্দর ও নদীপুলিননিচয়ে এবং তৎসদৃশ অন্যান্য মনোহর দেশ সকলে আহ্লাদসহকারে বিহার করিতে লাগিল।

গার্হপত্য অগ্নির আবেশবশে সেই ব্রাহ্মণের যেপ্রকার তেজ ও রূপ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল, বরূথিনী সম্ভোগসময়ে নিমীলিত লোচনে তাহাই চিন্তা করিতে লাগিল। মুনিসত্তম! অনন্তর গন্ধর্ব্বের বীর্য্য ও ব্রাহ্মণের রূপচিন্তন, এই উভয় সংযোগে কালসহকারে তাহার গর্ভ হইল। তখন কলি, গর্ভধারিণী বরূথিনীরে সান্ত্বনা করিয়া, বিপ্ররূপধারণপূর্ব্বক প্রস্থান করিল। বরূথিনীও প্রীতিসহকারে তাহারে বিদায় দিল। এদিকে তাহার গর্ভস্থ বালক প্রজ্বলিত-পাবক-প্রতিম প্রভাপরম্পরার বিস্তার সহকারে সূর্য্যের ন্যায়, স্বরোচিঃ অর্থাৎ স্বকীয় দীপ্তি ও কান্তি দ্বারা সকল দিক্ সমুদ্ভাসিত করিয়া, ভূমিষ্ঠ হইলেন। যেহেতু, সেই বালক, সূর্য্যের ন্যায়, স্বরোচিঃ দ্বারা প্রতিভাত হইয়াছিলেন, সেইহেতু স্বরোচিঃ নামে বিখ্যাত হইলেন। সেই মহাভাগ বয়স ও গুণগ্রামের সহিত, কলাসমূহের সমভিব্যাহারে চন্দ্রের ন্যায়, দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। তিনি যৌবনে পদার্পণপূর্ব্বক যথাক্রমে সমুদায় বেদ, ধনুর্ব্বেদ ও বিদ্যা সকল শিক্ষা করিলেন। সেই চারুচরিত স্বরোচিঃ কোন সময়ে মন্দরাচলে বিচরণ করিতে করিতে প্রস্থদেশে ভয়াতুরা এক কন্যাকে অবলোকন করিলেন। কন্যা তাঁহাকে দর্শন করিয়া, তৎক্ষণাৎ কহিল, আমাকে পরিত্রাণ করুন। তখন তিনি ভয়-বিপ্লুত-লোচনা সেই অঙ্গনাকে কহিলেন, তোমার ভয় নাই। অনন্তর মহাত্মা স্বরোচিঃ, বীরোচিত বাক্যে ভয়ের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, সেই কন্যা শ্বাসাক্ষেপ-প্লুতাক্ষরে কহিতে লাগিল, আমি ইন্দীবরাক্ষনামক বিদ্যাধরের কন্যা। আমার নাম মনোরমা এবং মরুধন্বার পুত্রী আমার জননী। আমার সখীর নাম বিভাবরী। তিনি মন্দারনামক বিদ্যাধরের আত্মজা। আমার আর এক সখীর নাম কলাবতী। তিনি মহর্ষি পারের কন্যা। আমি তাঁহাদের সহিত কৈলাস পর্ব্বতের উৎকৃষ্ট তটভূমিতে গমন করিয়াছিলাম। তথায় কোন মহর্ষিকে দর্শন করিলাম। তপঃপ্রভাবে তাঁহার শরীর অতি কৃশ, ক্ষুধায় কণ্ঠদেশ ক্ষামভাবাপন্ন, তেজ বিগলিত এবং অক্ষিতারকা দূরে পতিত হইয়াছে। তদ্দর্শনে আমি হাস্য করিলে, তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া, অধরপল্লব কিঞ্চিৎ কম্পিত করিয়া, অতীব ক্ষাম স্বরে আমারে এই শাপ দিলেন, অয়ি অনার্য্যে দুষ্টতাপসি! যেহেতু, তুমি আমাকে উপহাস করিলে, সেইহেতু, অচিরাৎ তোমাকে রাক্ষস কর্ত্তৃক অভিভূতা হইতে হইবে।

শাপ দিলে, আমার সখীরা তাঁহাকে এই বলিয়া, অনুযোগ করিলেন, তোমার ব্রাহ্মণ্যে ধিক্। তুমি এই রূপে ক্ষমাত্যাগ করিয়াই, নিখিল তপঃ সঞ্চয় করিয়াছ। বুঝিলাম, তোমার দেহ তপোবলে এইরূপ অতিমাত্র কর্শিত হয় নাই; অমর্ষপ্রভাবেই ঐরূপ সংঘটিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম একমাত্র ক্ষমাশীল হওয়া এবং তাঁহার তপস্যা একমাত্র ক্রোধসংবরণ।

অমিত-দ্যুতি মহর্ষি এইপ্রকার অনুযোগ শ্রবণ করিয়া, তাঁহাদিগকেও শাপ দিয়া কহিলেন, একের অঙ্গে কুষ্ঠ ও অন্যের ক্ষয়রোগ হইবে। তিনি যাহা বলিলেন, তৎক্ষণাৎ তাহাদের তাহাই হইল। আমারও ঐ রাক্ষস পদানুসরণক্রমে আগমন করিতেছে। সে ঐ নিকটেই ঘোরগভীর নিনাদে গর্জ্জন করিতেছে। আপনি কি শুনিতে পাইতেছেন না? অদ্য তৃতীয় দিন হইল, সে আমার পৃষ্ঠত্যাগ করে নাই। অয়ি মহামতে! তুমি আমাকে রাক্ষসের হস্তে রক্ষা কর। তাহা-হইলে, আমি অদ্য তোমাকে যাবতীয় অস্ত্রগ্রাম-হৃদয়বিদ্যা প্রদান করিব। স্বয়ং পিনাকধারী রুদ্র

প্রথমে স্বায়ম্ভুব মনুকে উহা প্রদান করেন। মনু আবার বশিষ্ঠকে, বশিষ্ঠ সিদ্ধবর্য্যকে দান করিয়াছিলেন। তিনি আবার আমার মাতামহ চিত্রায়ুধকে সম্প্রদান করেন। চিত্রায়ুধ আমার পিতাকে যৌতুকস্বরূপ উহা দান করিয়াছিলেন। বীর! আমি বাল্যকালে পিতার নিকট উহা শিক্ষা করি। এই অস্ত্রহৃদয় দ্বারা সমুদয় শত্রু বিনাশ করা যাইতে পারে। অতএব আপনি এই অশেষাস্ত্রপরায়ণ হৃদয়বিদ্যা শীঘ্র গ্রহণ করুন এবং ঐ দুরাত্মা রাক্ষস এখানে আসিলেই, তদ্দ্বারা তাহাকে মারিয়া ফেলুন।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, স্বরোচিঃ বলিলেন, আচ্ছা তাহাই হইবে। তখন ঐ কন্যা সলিলস্পর্শ করিয়া, তাঁহাকে আগম ও নিগম সহিত সেই অস্ত্রহৃদয়-বিদ্যা প্রদান করিল। এই অবসরে ভীষণাকৃতি সেই রাক্ষস মহানাদে গর্জ্জন করিতে করিতে, ত্বরাপ্রকাশপুরঃসর তৎক্ষণাৎ তথায় সমাগত হইল। স্বরোচিঃ দেখিলেন, রাক্ষস এইপ্রকার কহিতেছে, আমি যখন তোমার পৃষ্ঠ লইয়াছি, তখন কি তুমি বাঁচিতে পারিবে? অতএব, শীঘ্র আইস, ভক্ষণ করি। কিজন্য বিলম্ব করিতেছ?

রাক্ষসকে সমুপাগত অবলোকন করিয়া, স্বরোচিঃ চিন্তা করিতে লাগিলেন, মহর্ষির বাক্য সত্য হউক, রাক্ষস এই মনোরমাকে গ্রহণ করুক। বলিতে বলিতেই, রাক্ষস সমুপাগত হইয়া, ত্বরাপূর্ব্বক সেই কন্যাকে গ্রহণ করিল। তখন সেই সুমধ্যমা করুণ স্বরে বিলাপ করিয়া, বলিতে লাগিলেন, আমারে ত্রাণ করুন, ত্রাণ করুন। স্বরোচিঃ অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া, অতীব ভয়ঙ্কর চণ্ডাস্ত্র দর্শন ও রাক্ষসের উদ্দেশে সন্নিবেশিত করিয়া, অনিমিষ লোচনে দেখিতে লাগিলেন। নিশাচর তৎপ্রভাবে অভিভূত হইয়া, তৎক্ষণাৎ সেই কন্যাকে ত্যাগ করিয়া, বলিতে লাগিল, প্রসন্ন হউন, অস্ত্র প্রতিসংহার করুন এবং শুনুন। অয়ি মহাত্মতে! অতীব তীক্ষ্ণস্বভাব ধীমান্ ব্রহ্মমিত্র আমারে যে নিরতিভীষণ শাপ প্রদান করেন, আপনি তাহার নিরাকরণ করিলেন। মহাভাগ! আপনা অপেক্ষা আর কেহই আমার অধিক উপকারী নহে। যেহেতু, আপনি আমাকে বিপুল-ক্লেশজনক মহাশাপ হইতে মুক্ত করিলেন।

স্বরোচিঃ কহিলেন, মহাত্মা ব্রহ্মমিত্র কিনিমিত্ত পূর্ব্বে আপনাকে কীদৃশ শাপ প্রদান করিয়াছিলেন?

রাক্ষস কহিল, ব্রহ্মমিত্র অথর্ব্ববেদ হইতে সংগ্রহপূর্ব্বক ত্রয়োদশ অধিকার সমেত অষ্টাঙ্গহৃদয় আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করেন। আমি এই কন্যার জনক, ইন্দীবরাক্ষ নামে বিখ্যাত। খড়্গাযোধী বিদ্যাধরপতি নলনাভ আমার পিতা। আমি পূর্ব্বে মহর্ষি ব্রহ্মমিত্রের নিকট যাচ্ঞা করিয়াছিলাম, ভগবন্! আমারে সমুদায় আয়ুর্ব্বেদ অনুগ্রহপূর্ব্বক প্রদান করুন। আমি বারম্বার বিনয়াবনত হইয়া, এইপ্রকার প্রার্থনা করিলেও, তিনি যখন আমাকে আয়ুর্ব্বেদবিদ্যা প্রদান করিলেন না, তখন শিষ্যদিগকে দান করিবার সময়ে, আমি অন্তর্হিত হইয়া, আয়ুর্ব্বেদবিদ্যা গ্রহণ করিলাম। বিদ্যাগ্রহণ করিবার আটমাস পরে, অতিমাত্র হর্ষের উদ্রেক হওয়াতে, আমি বারম্বার অতীব হাস্য করিতে লাগিলাম। তাহাতে তিনি আমাকে চিনিতে পারিয়া, জাতক্রোধ হইয়া, কম্পিত কন্ধরে পরুষাক্ষরে বলিতে লাগিলেন, দুর্ম্মতে! যেহেতু, তুমি রাক্ষসের ন্যায়, অদৃশ্য হইয়া, বিদ্যাগ্রহণ ও আমারে অবজ্ঞা করিয়া, হাস্য করিলে, সেইহেতু, রে পাপ! তুমি মদীয় শাপে কলুষীকৃত হইয়া, সপ্তরাত্রি মধ্যে দারুণপ্রকৃতি রাক্ষস হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

তিনি এইপ্রকার কহিলে, আমি প্রণিপাতাদি উপচার সহকারে তাঁহারে প্রসন্ন করিলাম। তখন পুনরায় তৎক্ষণে মৃদুচিত্ত হইয়া, আমারে কহিলেন, গন্ধর্ব্ব! আমি যাহা বলিলাম, তাহা অবশ্য হইবে; তাহার আর ব্যভিচার নাই। কিন্তু তুমি রাক্ষস হইয়া, পুনরায় পূর্ব্বস্বরূপ প্রাপ্ত হইবে। তুমি যখন নষ্টস্মৃতি হইয়া, ক্রোধভরে আপনার অপত্যকে ভক্ষণ করিতে অভিলাষী হইবে, তখনই এইরূপ ঘটিবে, তুমি রাক্ষসযোনি লাভ করিবে। কিন্তু তাহার অস্ত্রানলে

সন্তাপিত হইলেই; পুনরায় সংজ্ঞালাভ করিয়া, নিজ দেহ প্রাপ্ত হইবে এবং তৎসহকারে পুনরায় গন্ধর্ব্বলোকে স্থান লাভ করিবে। মহাভাগ! আপনি সেই আমাকে ঈদৃশ বিপুল ভয়ের আধার রাক্ষসযোনি হইতে উদ্ধার করিলেন। অতএব, আমার প্রার্থনাপূরণ করিতে হইবে। আমার এই পুত্রীকে ভার্য্যারূপে প্রদান করিতেছি, প্রতিগ্রহ করুন। অয়ি মহামতে! আমি মুনির সকাশে যে সকল অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ সংগ্রহ করিয়াছি, তাহাও গ্রহণ করুন।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, এই বলিয়া তিনি আপনার পূর্ব্বস্বরূপ-পরিগ্রহ-পুরঃসর স্রগ্‌ভূষণে ভূষিত ও দিব্যাম্বর পরিধানপূর্ব্বক সমুদ্ভাসিত হইয়া, তাঁহাকে বিদ্যাদান করিলেন। বিদ্যাদান করিয়া, তিনি কন্যাদান করিতে উদ্যত হইলে, সেই কন্যা স্বরূপধারী স্বকীয় জনককে কহিলেন, তাত! ইনি যেমন মহাত্মা, সেইরূপ বিশিষ্টরূপ উপকারী। দেখিবামাত্র ইহাঁর প্রতি আমার অতীব অনুরাগ সঞ্চরিত হইয়াছে। কিন্তু আমার সেই সখীদ্বয় আমার জন্যই দুঃখপীড়িতা হইয়াছে। সেইজন্য ইহাঁর সহিত ভোগসুখে প্রবৃত্তা হইতে আমি ইচ্ছা করি না। স্বভাবতঃ যথেচ্ছাচার পুরুষেরাও যখন এইপ্রকার অতি নিষ্ঠুরের কার্য্য করিতে সমর্থ হয় না, তখন আমার ন্যায় কোমলপ্রকৃতি রমণী কিরূপে তাহা করিবে? অতএব পিতঃ! আমার জন্য সেই কন্যাদ্বয় যেমন দুঃখার্ত্তা হইয়াছে, আমিও তেমনি তাহাদের শোকানলে সন্তাপিতা হইয়া, দুঃখভোগ করিব।

স্বরোচিঃ কহিলেন, আয়ুর্ব্বেদের প্রসাদে তোমার দুই সখীকেই পুনরায় নব-কলেবরা করিব। অতএব সুমধ্যমে! তুমি এই মহাশোক ত্যাগ কর।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, অনন্তর পিতা স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া, সেই চারুলোচনা কন্যাকে বিধানানুসারে সম্প্রদান করিলে, স্বরোচিঃ তাঁহাকে পরিগ্রহ করিলেন। তখন গন্ধর্ব্ব আপনার সেই ভাবিনী কন্যাকে সম্প্রদানানন্তর সান্ত্বনা করিয়া, দিব্য গতিতে স্বকীয় পুরে গমন করিল। অনন্তর স্বরোচিঃ সেই তন্বীর সহিত সেই উদ্যানে সমাগত হইলেন, যেখানে কন্যাদ্বয় ঋষিশাপে ব্যাধিবশে আতুর হইয়া, অবস্থিতি করিতেছিল। তত্ত্ববিৎ স্বরোচিঃ তথায় পদার্পণপূর্ব্বক রোগনাশক ঔষধ ও রস প্রয়োগ করিয়া, তাহাদের উভয়ের দেহ নীরোগ করিলেন। তখন উভয়ে ব্যাধিমুক্ত হওয়াতে, অতিমাত্র শোভা ও সৌম্যভাব ধারণপূর্ব্বক স্বকান্তি দ্বারা হিমালয়ের সমুদায় দিগ্‌বিভাগ বিদ্যোতিত করিল।

ইতি স্বরোচির পরিণয় নাম ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, এই রূপে ব্যাধিবিমুক্তা হইলে, প্রথম কন্যা হর্ষাবিষ্টা হইয়া স্বরোচিকে কহিল, প্রভো! শ্রবণ করুন। আপনি আমার উপকার করিয়াছেন। এইজন্য আপনাকে আমি আত্মদান করিতেছি, গ্রহণ করুন। আমি মন্দারনামক বিদ্যাধরের আত্মজা, নাম বিভাবরী। আমি আপনাকে বিদ্যাও প্রদান করিব, যাহার প্রভাবে সমুদায় প্রাণির ভাষা আপনার অনায়াসেই জ্ঞানগম্য হইবে। অতএব আপনি প্রসাদাভিমুখ হউন।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, ধর্ম্মজ্ঞ স্বরোচিঃ তাহাতে সম্মত হইলে, দ্বিতীয়া কন্যাও তাঁহাকে কহিল, আমার পিতা ব্রহ্মর্ষি পার কুমারব্রহ্মচারী ছিলেন। সমুদায় বেদ ও বেদাঙ্গেও পারদর্শিতালাভ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে পুংস্কোকিলগণের মনোহর শব্দসংযোগে পরম মনোহর বসন্তকাল সমাগত হইলে, পুঞ্জিকাস্তনা নামে বিখ্যাত অপ্সরা সেই পরম মহাত্মা পারের সকাশে সমাগতা হইল এবং ঋষিকে বিষম-শরের বিষমশরের পথবর্ত্তী করিল। তাঁহারই সংযোগে সেই অপ্সরার গর্ভে এই মহাচলে আমার

জন্ম হইল। জননী আমাকে প্রসব করিয়াই, নির্জ্জন অরণ্যে বিসর্জ্জন করিয়া, গমন করিলেন। বালা আমি হিংস্র-শ্বাপদ-সংকুল মহীপৃষ্ঠে পতিতা রহিলাম। সত্তম! তদবস্থায় চন্দ্রের বর্দ্ধমান কলা পান করিয়া, আমি অহরহ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিলাম। তাহাতেই, মহাত্মা পিতা আমায় গ্রহণ করিয়া, আমার এই কলাবতী নাম রাখিলেন।

অলিনামক মহাপ্রভাব অসুর আমায় প্রার্থনা করিয়াছিল। পিতা না দেওয়াতে, সে তাঁহাকে শাপ দিয়া বিনিপাতিত করে। তজ্জন্য আমি অতিমাত্র নির্ব্বিণ্ণা হইয়া, আত্মহত্যা-করণে উদ্যতা হইলে, ভগবান্ শম্ভুর সহধর্ম্মিণী সত্যপ্রতিজ্ঞাশালিনী সতী আমাকে প্রতিষেধ করিয়া, কহিলেন, সুভ্রু! তুমি শোক করিও না। মহাভাগ স্বরোচিঃ তোমার স্বামী হইবেন। মনু তাঁহার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিবেন। নিধি সকল আদর সহকারে তোমার আজ্ঞা পালন করিবে এবং তোমাকে তোমার ইচ্ছামত বিত্তও দান করিবে। যে বিদ্যাবলে ঐপ্রকার ঘটিবে, বৎসে! তাহা দিতেছি, গ্রহণ কর। এই বিদ্যার নাম পদ্মিনী। সকল দেবতাই ইহার সবিশেষ পূজা করেন। সত্যপরায়ণা দক্ষদুহিতা সতী আমারে এইপ্রকার কহিয়াছেন। আপনি নিশ্চয়ই সেই স্বরোচিঃ। কেন না, আপনি আমায় প্রাণদান করিয়াছেন। এইজন্য অদ্য আমি আপনাকে সেই বিদ্যা ও স্বকীয় বপু প্রদান করিব; প্রতিগ্রহপূর্ব্বক প্রসাদবিতরণে অভিমুখ হউন।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, স্বরোচিঃ কলাবতীকে কহিলেন, আচ্ছা, তাহাই হইবেক। অনন্তর সেই অমরদ্যুতি স্বরোচিঃ বিভাবরী ও কলাবতী উভয়ের স্নিগ্ধ দৃষ্টিপাতে অনুমোদিত হইয়া, তাহাদের উভয়েরই পাণিগ্রহণ করিলেন। তৎকালে দেববাদিত্র সকল নিনাদিত ও অপ্সরোগণ নৃত্য-পরায়ণ হইল।

ইতি স্বরোচির বিবাহ নাম চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, অনন্তর অমরদ্যুতি স্বরোচিঃ সেই পত্নীগণ সহিত রমণীয় কানন ও নির্ঝর শোভিত উল্লিখিত শৈলেন্দ্রে বিহার করিতে লাগিলেন। নিধি সকল পদ্মিনীর বশবর্ত্তিতাক্রমে রাশি রাশি মধুর মধু ও যাবতীয় উপভোগ-রত্ন আহরণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। মহাভাগ! তদ্ভিন্ন তাহারা বিবিধ বস্ত্র, মাল্য, অলঙ্কার, সুগন্ধি অনুলেপন, অতিশুভ্র কাঞ্চনময় আসন এবং সুবর্ণময় ভাজন ও দিব্য আভরণ মণ্ডিত বিবিধ শয্যা তাঁহাদের ইচ্ছামতে আনিতে আরম্ভ করিল। স্বরোচিঃ এই রূপে সেই সকল পত্নীর সহিত সংমিলিত হইয়া, দিব্য গন্ধাদিতে সুরভিত সেই পর্ব্বত স্বকীয় প্রভায় উদ্ভাসিত করিয়া, বিহার করিতে লাগিলেন। তাঁহারাও তাঁহার সহবাসে স্বর্গে রমমাণা দেবাঙ্গনার ন্যায় সেই শৈলোপরি বিহারপুরঃসর অতিশয় আহ্লাদ অনুভব করিলেন।

ঐ সময়ে কোন কলহংসী স্বরোচিঃ ও তদীয় পত্নীগণের তাদৃশ পরম প্রার্থনীয় দাম্পত্য-প্রণয়ে স্পৃহাবতী হইয়া, সলিলচারিণী কোন চক্রবাকীকে কহিল, এই স্বরোচিই ধন্য ও অতিমাত্র পুণ্যশালী। যেহেতু, যৌবনে পদার্পণ পূর্ব্বক ঈদৃশী পরমপ্রণয়িনী সহধর্ম্মিণীগণের সহিত অভিলষিত ভোগ সকল সম্ভোগ করিতেছেন। এমন অনেক শ্লাঘনীয় যুবা আছেন, যাঁহাদের পত্নীরা সেরূপ শোভনীয়া নহে। সংসারে অল্পই পতিপত্নী অতিমাত্র শোভা সম্পন্ন হইয়া থাকে। কোন পতি স্ত্রীকে ভাল বাসেন, আবার কোন স্ত্রী স্বামীকে ভাল বাসিয়া থাকে। কিন্তু পরস্পরের গাঢ়তর অনুরাগ আছে, এরূপ দাম্পত্য অতীব দুর্ল্লভ। এই স্বরোচিই ধন্য। যেহেতু, ইনি যেমন পত্নীগণের মনোমত, পত্নীরাও তেমনি ইহাঁর অতিমাত্র প্রণয়ভাগিনী। যাহারা ধন্য, তাহাদেরই পরস্পর অনুরাগ জন্মিয়া থাকে।

কলহংসীর কথিত ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া, চক্রবাকী নাতিবিস্মিত মানসে তাহারে কহিল, এ ব্যক্তি ধন্য নহে। কেন না, অন্য স্ত্রীর সন্নিকটেও ইহার লজ্জা হয় না। দেখ, এ ব্যক্তি অন্য স্ত্রীকেই ভোগ করিয়া থাকে; সকলের প্রতি ইহার মন নাই। সখি! যেহেতু, একমাত্র অধিনেই চিত্তের অনুরাগ সন্নিবদ্ধ হইয়া থাকে, সেইহেতু, এ ব্যক্তি সকল ভার্য্যাতেই কিরূপে অনুরাগী হইতে পারে? বলিতে কি, এই সকল পত্নী যেমন ইহার বল্লভা নহে; সেইরূপ এ ব্যক্তিও ঐ সকল পত্নীর প্রীতিভাজন নহে। তবে, এই সকল স্ত্রী, অন্যান্য পরিজন যেমন, তেমনি বিনোদমাত্র। এ ব্যক্তি যদি ইহাদের সকলেরই প্রণয়ের পাত্র হয়, তাহা হইলে, কিজন্য প্রাণত্যাগ করে নাই। দেখ, এ যখন অপর স্ত্রীকে আলিঙ্গন করে, তখন অন্য স্ত্রী ইহার ধ্যান করিয়া থাকে। এ ব্যক্তি নিশ্চয়ই বিদ্যাপ্রদানরূপ মূল্য লইয়া, আপনাকে দাসবৎ বিক্রয় করিয়াছে। নতুবা, বহু স্ত্রীর নায়ক কি কখন সমানরূপ প্রেমের প্রেমিক হইতে পারে? কলহংসি! আমার পতিই ধন্য এবং আমিও ধন্যা। দেখ, আমাদের পরস্পরের মন এক জনেই চিরকাল সংসক্ত হইয়া আছে।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, অপরাজিত স্বরোচিঃ সকল প্রাণির ভাষা বুঝিতেন। সেইজন্য এই কথা শুনিয়া, লজ্জিত হইয়া, ভাবিতে লাগিলেন, চক্রবাকী সত্যই বলিয়াছে; মিথ্যা নহে। অনন্তর শতবর্ষ অতীত হইলে, একদা পত্নীগণের সহিত সেই মহাগিরিতে বিহার করিতে করিতে সম্মুখে এক মৃগকে অবলোকন করিলেন। তাহার অবয়ব সুস্নিগ্ধ ও হৃষ্টপুষ্ট। সে আপনার অনুরূপ মৃগীসমূহে পরিবেষ্টিত হইয়া, তাহাদের যূথমধ্যে বিহার করিতেছে। মৃগীরাও সকলে ঘ্রাণপুটক আকর্ষণপূর্ব্বক তাহাকে আঘ্রাণ করিতেছে। সে তদ্দর্শনে তাহাদিগকে বলিতে লাগিল, তোমাদের লজ্জা নাই। অন্যত্র গমন কর। অয়ি সুলোচনা সকল! আমাকে এই স্বরোচিঃ পাও নাই। আমার চরিত্রও ইহার মত নহে। তোমাদের ন্যায় নির্লজ্জা অনেক আছে। তাহাদেরই নিকট গমন কর। এক স্ত্রী যেমন বহু পুরুষের অনুগতা হইলে, লোকের অবজ্ঞাস্পদ হইয়া থাকে, সেইরূপ, এক পুরুষ অনেক স্ত্রীর ভোগদৃষ্টির বিষয়ীভূত হইলে, হাস্যাস্পদ হয়। তাদৃশ পুরুষের দিন দিনই ধর্ম্মক্রিয়ার হানি হইয়া থাকে। কেননা, সে সর্ব্বদাই এক ভার্য্যাতে আসক্ত ও অপর ভার্য্যায় কামাসক্ত হইয়া থাকে। অন্য যে ব্যক্তি তাদৃশ বা তদ্বৎ চরিত্রবিশিষ্ট এবং তজ্জন্য পরলোকপরাঙ্মুখ হইয়া থাকে, তোমরা তাহারেই কামনা কর। তোমাদের ভদ্রলাভ হউক। আমি স্বরোচির তুল্য নহি।

ইতি মৃগবাক্য নাম পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়।

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হরিণ এইরূপে ঐসকল মৃগীকে প্রত্যাখ্যান করিতে আরম্ভ করিলে, স্বরোচিঃ তাহা শ্রবণ করিয়া, আত্মাকে পতিতের ন্যায় বোধ করিলেন। মুনিসত্তম! তখন তিনি পত্নীগণের সকলকেই ত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। চক্রবাকী ও মৃগ উভয়কর্ত্তৃক ঐরূপ অভিহিত এবং মৃগচর্চ্চায় জুগুপ্সিত হওয়াতে, তাঁহার তাদৃশ সংকল্প সমুত্থিত হইল। কিন্তু পুনরায় পত্নীদের সহিত মিলিত হইবামাত্র, কাম অতিমাত্র প্রবল হইয়া উঠিল; সমুদায় নির্ব্বেদবাক্য দূরে বিসর্জ্জন করিয়া, ষট্‌শতবর্ষ তাহাদের সমভিব্যাহারে বিহারে যাপন করিলেন। তাঁহার বুদ্ধি ঔদার্য্যগুণে ভূষিত ছিল। সেইজন্য ধর্ম্মের কোনরূপে ব্যাঘাত না করিয়া, ধর্ম্মাশ্রিত ক্রিয়াকলা-

পের অনুষ্ঠানসহকারে তাহাদের সহিত বিষয়সম্ভোগে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর কালসহকারে তাঁহার তিন পুত্র উদ্ভূত হইল। তাঁহাদের নাম বিজয়, মেরুনন্দ ও প্রভাব। তন্মধ্যে ইন্দীবরাত্মজা মনোরমা বিজয়ের, বিভাবরী মেরুনন্দের ও কলাবতী প্রভাবের জনয়িত্রী। স্বরোচিঃ পদ্মিনী নামে যে সর্ব্বপ্রকার ভোগসুখের সাধনভূতা বিদ্যা লাভ করেন, তৎপ্রভাবে পুত্রত্রয়ের জন্য পুরত্রয় কল্পনা করিয়া, বিজয়নামক পুত্রকে প্রথমে প্রাচী দিকে কামরূপে পর্ব্বতের উপরি বিজয়নামক উৎকৃষ্ট পুর প্রদান করিলেন। অনন্তর উদীচী দিকে মেরুনন্দের জন্য নন্দবতীনামে পরমপ্রসিদ্ধি-শালিনী, অত্যুচ্চ-বপ্র-প্রাকার-শোভিনী পুরী প্রতিষ্ঠিত করিয়া, তৃতীয় পুত্র কলাবতীনন্দন প্রভাবের জন্য দক্ষিণাপথসমাশ্রিত তালনামক পুর সংস্থাপন করিলেন।

এইরূপে পুরুষপ্রবর স্বরোচিঃ পুত্রদিগকে তত্তৎ পুরে নিবেশিত করিয়া, পত্নীদিগের সহিত পরমমনোহর প্রদেশ সকলে বিহার করিতে লাগিলেন। একদা অরণ্যে গমন ও ধনুর্দ্ধারণপূর্ব্বক বিহার করিতে করিতে, অতিদূরগামী এক বরাহকে দর্শন করিয়া, ধনু আকর্ষণ করিলেন। তৎ-ক্ষণাৎ কোন হরিণাঙ্গনা অভ্যাগতা হইয়া, বারম্বার বলিতে লাগিল, প্রসন্ন হউন, আমার প্রতিই শর পাতিত করুন। অদ্য ইহাকে বিনাশ করিয়া কি হইবে? আশু আমাকেই বিনিপাতিত করুন। আপনার পরিত্যক্ত শর আমাকে দুঃখ হইতে মুক্ত করিবে।

স্বরোচিঃ কহিলেন, তোমার শরীরে ত কোনরূপ রোগই দেখিতে পাইতেছি না। তবে তুমি কিকারণে প্রাণপরিহারে অভিলাষিণী হইয়াছ?

মৃগী কহিল, যে ব্যক্তির হৃদয় অন্য রমণীগণের প্রতি আসক্ত, তাহাতে আমার মন বদ্ধ হই-য়াছে। তাহার বিরহে আমার মৃত্যু উপস্থিত। ঔষধ আর কি আছে?

স্বরোচিঃ কহিলেন, ভীরু! কে তোমার প্রতি কামনাপর নহে? তুমিই বা কাহার প্রতি সানুরাগা হইয়াছ? যাহাকে না পাওয়াতে, নিজের প্রাণপরিত্যাগে উদ্যত হইয়াছ?

মৃগী কহিল, আপনার মঙ্গল হউক। আপনাকেই আমি কামনা করি। যেহেতু, আপনিই আমার মন হরণ করিয়াছেন। এই কারণেই আমি মৃত্যুকে বরণ করিতেছি। অতএব আমার প্রতি শর নিয়োগ করুন।

স্বরোচিঃ কহিলেন, অয়ি চঞ্চলাপাঙ্গি! তুমি মৃগী, আর আমরা মনুষ্য! অতএব তোমার সহিত মাদৃশ মনুষ্যের কিরূপে সমাগম হইতে পারে?

মৃগী কহিল, যদি আমার প্রতি আপনার চিত্ত অনুরাগবদ্ধ হইয়া থাকে, তাহাহইলে, আমারে আলিঙ্গন করুন। যদি আপনার মনে কোনরূপ অসাধুভাব না থাকে, তাহাহইলে, আমি আপ-নার যাহা ইচ্ছা, তাহাই সাধন করিব। আপনি আলিঙ্গন করিলেই, আমি অতীব সম্মানিতা বোধ করিব।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, তখন সেই স্বরোচিঃ হরিণাঙ্গনাকে আলিঙ্গন করিলেন। তৎকর্ত্তৃক আলিঙ্গিতামাত্র সে তৎক্ষণাৎ দিব্য দেহ ধারণ করিল। তদ্দর্শনে স্বরোচিঃ বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? হরিণী প্রেম ও লজ্জাবশে গদ্গদভাষিণী হইয়া কহিতে লাগিল, আমি এই কাননের দেবতা। দেবগণ আমারে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন, তোমাকে আমার গর্ভে মনুর জন্ম দান করিতে হইবে। অয়ি মহামতে! আমি দেবগণের বচনানুসারে বলিতেছি, আপনি আমার গর্ভে ভূলোকের পরিপালক মনুর উৎপাদন করুন। আমিও আপনাতে প্রীতিমতী হইয়াছি।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, স্বরোচিঃ তাঁহার গর্ভে আত্মার ন্যায় তেজঃপুঞ্জশরীরী সর্ব্ববিধ-সুলক্ষণ-সম্পন্ন পুত্র তৎক্ষণে উৎপন্ন করিলেন। পুত্র জন্মিবামাত্র, দেববাদ্য সকল বাদিত হইয়া উঠিল; গন্ধর্ব্বপতিরা গান আরম্ভ করিল ও অপ্সরোগণ নৃত্য করিতে লাগিল; হস্তী সকল শীকরস্রাবে প্রবৃত্ত হইল এবং তপোধন ঋষিগণ ও দেবগণ সমন্তাৎ পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তদীয় তেজঃ পর্য্যবলোকন করিয়া, পিতা স্বয়ং তাঁহার নাম দ্যুতিমান্ রাখিলেন। কেননা, তদীয় তেজে

সমুদায় দিক্ বিদ্যোতিত হইয়া উঠিয়াছে। সেই দ্যুতিমান্‌নামক মহাবল পরাক্রান্ত বালক যেহেতু স্বরোচির পুত্র, সেইহেতু স্বারোচিষ নামে বিখ্যাত হইলেন।

অনন্তর স্বরোচিঃ কোন সময়ে রমণীয় গিরিনির্ঝরে বিহার করিতে করিতে হংসদম্পতীকে অবলোকন করিলেন। তন্মধ্যে হংসী বারংবার স্বামীর প্রতি অভিলাষপরবশা হওয়াতে, হংস তাহাকে কহিতে লাগিল, আত্মাকে সংযত কর। আর কেন? আমি অনেককাল তোমার সহিত বিহার করিয়াছি। তোমার চরম বয়স আসন্ন হইয়াছে। সর্ব্বকাল ভোগ করিয়া, আর কি হইবে? অয়ি জলচরি! তোমার ও আমার উভয়েরই পরিত্যাগের কাল উপস্থিত হইয়াছে।

হংসী কহিল, এই জগৎ সর্ব্ববিধ ভোগের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে। অতএব ভোগের আবার অকাল কি? দেখ, ব্রাহ্মণেরাও ভোগের জন্যই আত্মসংযমসহকারে যজ্ঞ সকলের অনুষ্ঠান করেন। বিবেকিগণও দৃষ্ট ও অদৃষ্ট ভোগ সকল কামনা করিয়া, দান ও পুণ্যধর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন। অতএব তুমি কিজন্য ভোগসুখে বীতস্পৃহ হইতেছ? দেখ, ভোগ মনুষ্যের চেষ্টার ফল। এ বিষয়ে বিবেকী, সংযতাত্মা ও পশুপক্ষী, সকলেই সমভাববিশিষ্ট।

হংস কহিল, যাহারা ভোগসুখে আসক্তচিত্ত এবং বন্ধুগণে অনুরাগসম্পন্ন, তাহাদের মতি কখন কি পরমার্থপথের অনুসারিণী হইতে পারে? দেখ, বন্য গজসমূহ যেমন সরঃপঙ্কার্ণবে মগ্ন হইলে, জীর্ণ হয়, সেইরূপ প্রাণিমাত্রেই পুত্র, মিত্র ও কলত্রে আসক্তিবশতঃ অবসন্ন হইয়া থাকে। ভদ্রে! তুমি কি দেখিতেছ না, এই স্বরোচিঃ বাল্যকাল হইতে অনুরাগবদ্ধ ও তন্নিবন্ধন কামসংসক্ত হওয়াতে, স্নেহাম্বু-কর্দ্দমে মগ্ন হইয়াছিল। পরে যৌবনে পদার্পণ করিয়া, পত্নীগণের প্রণয়ে এবং সম্প্রতি পুত্র ও নপ্তৃবর্গের স্নেহে ইহার মন মগ্ন হইয়া উঠিয়াছে; কিরূপে উদ্ধার প্রাপ্ত হইবে? অয়ি জলচরি! আমি স্বরোচির তুল্য স্ত্রীর বাধ্য নহি। আমার বিবেক জন্মিয়াছে। সেইজন্য সম্প্রতি ভোগসুখে বিনিবৃত্ত হইয়াছি।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, পক্ষীর এই কথা শুনিয়া, উদ্বেগের উদ্রেক হওয়াতে, স্বরোচিঃ পত্নীদিগকে লইয়া, তপশ্চরণার্থ অন্যতর তপোবনে গমন করিলেন। সেই উদার-ধী তথায় ভার্য্যাগণের সহিত কঠোর তপস্যা করিয়া, সর্ব্বতোভাবে নিষ্পাপ ও নিষ্কলঙ্ক হইয়া, অমল লোক সকলে সমাগত হইলেন।

ইতি স্বরোচির পুণ্যলোকলাভ নাম ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়।

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা স্বরোচির পুত্র দ্যুতিমানকে প্রজাপতি মনুর পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তদীয় মন্বন্তর শ্রবণ কর। সেই মন্বন্তরে যে সকল দেবতা ও ঋষির আবির্ভাব হয়, তাঁহার যে সকল পুত্র জন্মে এবং যাহারা রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাদেরও বৃত্তান্ত বলিতেছি, শ্রবণ কর। পারাবত ও তুষিতগণ সেই মন্বন্তরের দেবতা এবং ইন্দ্রের নাম বিপশ্চিৎ। ঊর্জ্জ, স্তম্ব, প্রাণ, দত্তোলি, ঋষভ, নিশ্চর, অর্ব্ববীরান্ এই সাত জন তাঁহার ঋষি। চৈত্র ও কিম্পুরুষাদি মহাত্মারা তাঁহার পুত্র। ইঁহারা সাতজনেই সুবিপুল-বীর্য্যসম্পন্ন ও পৃথিবীপরিপালক ছিলেন। যত দিন তাঁহার মন্বন্তর ছিল, তত দিন তাঁহার বংশপরম্পরা এই সমগ্র বসুমতী ভোগ করিয়াছিলেন। তদনন্তর দ্বিতীয় মন্বন্তরের আরম্ভ হয়। স্বরোচিঃ ও তাঁহার পুত্র, উভয়ের জন্ম ও চরিত্রকথা শ্রদ্ধাসহকারে শ্রবণ করিলে, সকল পাপের শান্তি হইয়া থাকে।

ইতি স্বারোচিষ মন্বন্তর নাম সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়।

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়।

ক্রৌষ্টুকি কহিলেন, ভগবন্! আপনি স্বরোচি ও তদীয় পুত্র উভয়েরই জন্ম ও চরিত্রকথা এবং সেই সর্ব্বভোগসাধনী পদ্মিনীনাম্নী বিদ্যা, সমুদয়ই সবিস্তার আমার নিকট বর্ণন করিলেন। অধুনা, সেই বিদ্যার আশ্রিত নিধি সকলের বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করুন। গুরো! যে আটটী নিধি আছে, তাহাদের স্বরূপ ও দ্রব্যসংস্থিতি আপনার প্রমুখাৎ শ্রবণ করিতে আমার সবিশেষ ইচ্ছা হইতেছে।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, পদ্মিনীনাম্নী সেই বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা লক্ষ্মী। নিধি সকল তাহার আশ্রিত। তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। পদ্ম, মহাপদ্ম, মকর, কচ্ছপ, মুকুন্দ, নন্দ, নীল, শঙ্খ, এই আট নিধি। ঋদ্ধির আবির্ভাব যেখানে, ইহাদের ও আবির্ভাব সেখানে এবং সেখানেই সিদ্ধির আবির্ভাব হইয়া থাকে। ক্রৌষ্টুকে! এই আট নিধির বিষয় তোমার নিকট বলিলাম। দেবগণের প্রসন্নতা ও সাধুগণের সেবা এই দ্বিবিধ উপায়ে ইহাদের দৃষ্টি হইলেই, লোকের সর্ব্বদা বিত্তাগম হয়। ইহাদের যাদৃশ স্বরূপ, তাহাও বলিতেছি, শ্রবণ কর।

দ্বিজ! পদ্মনামক প্রথম নিধি ময়ের অধিষ্ঠিত। তাহার পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্রপরম্পরা ক্রমে নিত্য এই নিধির ভোগ হইতেছে। পুরুষ এই নিধি কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত হইলে, দাক্ষিণ্যসার, সত্ত্বাধার ও পরমভোগশালী হইয়া থাকে। যেহেতু, এই নিধি সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত। ইহার প্রভাবে সুবর্ণ, রূপ্য ও তাম্রাদি যাবতীয় ধাতুর ভূরিপরিমাণে ভোগ ও ক্রয় বিক্রয় বিনিষ্পন্ন হইয়া থাকে এবং নিত্য দক্ষিণাসহ যজ্ঞ সকলেরও অনুষ্ঠান করা যাইতে পারে। তদ্ব্যতীত, লোকে তদ্গত চিত্তে সভা ও দেবালয় সকলও প্রতিষ্ঠা করে।

অন্যতর নিধির নাম মহাপদ্ম। ইহাও সত্ত্বগুণের আধার। ইহার অধিষ্ঠান যেখানে, সেখানে লোকে সত্ত্বগুণপ্রধান হইয়া থাকে এবং সতত পদ্মরাগাদি রত্ন, প্রবাল ও মুক্তা সকলের ভোগ ও তাহাদের ক্রয় বিক্রয় করে এবং স্বয়ং যোগশীল হইয়া, জন্মগ্রহণপূর্ব্বক যোগশীলদিগকে তৎসমস্ত দান ও তাহাদের আবসথ সকল সংস্থাপন করিয়া থাকে। তাহার পুত্রপৌত্রাদিক্রমে বংশপরম্পরাও তাহার সমান চরিত সম্পন্ন হয়। এই নিধি তাহার সপ্ত পুরুষকেও ত্যাগ করে না।

ইহার পর মকর নামে তমঃপ্রধান নিধি, যাহার প্রতি দৃষ্টি করে, সে সুশীল হইলেও, তমঃ-প্রধান হইয়া থাকে। তাহার বাণ, খড়্গ, ঋষ্টি, ধনু ও চর্ম্ম এই সকলের ভোগ এবং নরপতিগণের সহিত মিত্রতা জন্মে। যাহারা শৌর্য্যোপজীবী এবং যাহারা নরপতিগণের প্রিয়, তাহাদিগকেই সে ঐ সকল দিয়া থাকে এবং শস্ত্র সকলের ক্রয় বিক্রয়েই তাহার প্রীতি জন্মে; অন্য বিষয়ে নহে। তাহারই কেবল ঐরূপ হয়; তাহার বংশপরম্পরায় সেরূপ ঘটে না। সে দ্রব্যের জন্য দস্যুহস্তে ও সংগ্রামে বিনষ্ট হইয়া থাকে।

অনন্তর কচ্ছপনামক নিধি। এই নিধিও তমঃপ্রধান। সেইজন্য যাহার প্রতি ইহার দৃষ্টি হয়, তাহারও স্বভাব তমঃপ্রধান হইয়া থাকে। সে পুণ্যপরম্পরার অনুষ্ঠানপ্রসঙ্গে অশেষবিধ ব্যাপারে প্রবৃত্ত ও অন্যান্যদিগকেও তাহাতে প্রয়োজিত করে; কাহারই প্রতি তাহার বিশ্বাস হয় না। কচ্ছপ যেমন আপনার সমস্ত অঙ্গ সংহরণ করে, সে সেইরূপ আয়ত্তচিত্ত হইয়া, লোকের চিত্তসংহরণপূর্ব্বক আত্মভাব গোপন করিয়া, অবস্থিতি করে। সে যেমন বিনাশভয়ে কোন বস্তুই কাহাকে দেয় না, তেমনি আপনিও ভোগ করে না। সমস্তই ভূমিতে পুতিয়া রাখে। এইনিমিত্ত একপুরুষমাত্রভোগ হইয়া থাকে।

মুকুন্দনামক অন্য যে নিধি আছে, তাহা রজোগুণময়। দ্বিজ! তাহার দৃষ্টি হইলে, লোকেরও

স্বভাব রজোগুণময় হইয়া থাকে। সে বীণা, বেণু, মৃদঙ্গ ও আতোদ্য সকল সম্ভোগ এবং গায়ক ও নর্ত্তকদিগকে বিত্ত প্রদান করিয়া থাকে। দ্বিজ! তদ্ব্যতীত, সে ব্যক্তি বন্দি, সূত, মাগধ ও বিটদিগকে অহর্নিশ ভোগ্য বস্তু প্রদান ও তাহাদের সহিত স্বয়ং ভোগ করে। কুলটা ও তদ্বিধ অন্যান্য ব্যক্তিগণে তাহার বিরতি জন্মিয়া থাকে। এই নিধি যাহাকে ভজনা করে, সে একেরই সঙ্গী হইয়া থাকে।

নন্দনামক মহানিধি রজ ও তম উভয় গুণময়। ইহার দৃষ্টি হইলে, লোকের রাশি রাশি সমুদায় ধাতু, রত্ন, পুণ্য ও ধান্যাদির সংগ্রহ ও ভোগ হইয়া থাকে এবং সর্ব্বদা সে তাহারই ক্রয় বিক্রয় করে। স্বজন, আগত, অভ্যাগত, সকলকেই সে আশ্রয় প্রদান করে। মহামুনে! তাহার স্বল্পমাত্রও অপমানোক্তি সহ্য হয় না। তাহার স্তব করিলে, সে পরম প্রীতিমান্ হইয়া, যে যাহা কামনা করে, তাহাকে তাহাই প্রদান করে এবং মৃদুত্ব অবলম্বন করিয়া থাকে। সে ব্যক্তি বহু ভার্য্যার পতি হয়। সেই সকল পত্নী পরমরূপসৌন্দর্য্যশালিনী ও সন্তানপ্রসবিনী হইয়া থাকে। তাহার সাত পুরুষ এই নিধি ভোগ করে। সত্তম! এই নিধি অষ্ট ভাগে প্রবর্দ্ধিত হইয়া, সমুদায় পুরুষের দীর্ঘ আয়ু বিধান এবং বন্ধুগণের ও দূর হইতে উপাগত ব্যক্তি সকলের ভরণপোষণ করিয়া থাকে। কিন্তু পরলোকে ইহার আদর জন্মে না এবং সহবাসিগণেও স্নেহের উদ্ভব হয় না। পূর্ব্বমিত্রদিগকে শৈথিল্য ও অন্যান্যদিগকে প্রীতি করিয়া থাকে।

নীলনামক মহানিধি সত্ত্ব ও রজ এই উভয়বিধ গুণ ভজনা করে। তাহার দৃষ্টি হইলে, লোকেরও স্বভাব ঐরূপ সত্ত্ব ও রজোগুণময় হইয়া থাকে। মুনে! সে ব্যক্তি রাশি রাশি বস্ত্র, কার্পাস, ধান্যাদি, ফল, পুষ্প, মুক্তা, বিদ্রুম, শঙ্খ ও শুক্তি প্রভৃতি ও অন্যান্য জলজাত দ্রব্য এবং কাষ্ঠাদি অন্যান্য দ্রব্য সকল ভোগ ও তাহাদের ক্রয় বিক্রয় করে। অন্যত্র তাহার অনুরাগ জন্মে না। সে তড়াগ, পুষ্করিণী ও আরাম সকলের প্রতিষ্ঠা, নদী সকলের সেতু নির্ম্মাণ ও বৃক্ষ সকলের রোপণ এবং অনুলেপন ও পুষ্পাদি ভোগ করিয়া থাকে। এই নীলনামক নিধি পুরুষত্রয় ভোগ হয়।

শঙ্খনামে অন্য যে নিধি আছে, সে রজস্তমোময়। সেইজন্য তাহার অধীশ্বরও তদ্গুণময় হইয়া থাকে। ইহা একপুরুষমাত্র ভোগ করিতে পারা যায়; দ্বিতীয় পুরুষ নহে। এই নিধি যাহার হস্তগত হয়, তাহার স্বভাব চরিত্রাদি যেরূপ হইয়া থাকে, শ্রবণ কর। সে একাকী দিব্য অন্ন নিজে প্রস্তুত করিয়া, ভক্ষণ করে এবং দিব্য বস্ত্রপরিধান করিয়া থাকে। তাহার পরিজনেরা কদর্য্য অন্ন ভক্ষণ ও কুৎসিত বস্ত্রাদি ধারণ করে। সে সর্ব্বদা আত্মপোষণ-পরায়ণ হইয়া, সুহৃৎ, ভার্য্যা, ভ্রাতা, পুত্র ও বধূ প্রভৃতিকে দান করে না। এই রূপে নিধি সকল মনুষ্যাদিগের অর্থদেবতা এবং মিশ্রদৃষ্টিবশতঃ মিশ্রভাববিশিষ্ট ও স্বভাবানুযায়ী ফলপ্রদ হইয়া থাকে। ফলতঃ, ইহাদের দৃষ্টিমাত্রেই লোকে ইহাদের অনুরূপ-স্বভাববিশিষ্ট হয়। সাক্ষাৎ শ্রীরূপিণী পদ্মিনী ইহাদের সকলেরই উপরি আধিপত্য করেন।

ইতি নিধিনির্ণয় নাম অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়।

একোনসপ্ততিতম অধ্যায়।

ক্রোষ্টুকি কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি আমার নিকট স্বারোচিষ মন্বন্তর ও আমার জিজ্ঞাসিত অষ্টনিধির বৃত্তান্ত বিস্তারপূর্ব্বক বর্ণন করিলেন। পূর্ব্বেই স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরও কীর্ত্তন করিয়াছেন। অধুনা উত্তমনামক তৃতীয় মন্বন্তর বর্ণন করুন।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, উত্তানপাদের পুত্র উত্তম নামে বিখ্যাত। সুরুচি তাঁহাকে গর্ভে ধারণ করেন। তিনি মহাবলপরাক্রমবিশিষ্ট, ধর্ম্মাত্মা, মহাত্মা ও পরাক্রম-ধন রাজা ছিলেন এবং ভানুর ন্যায়, পরাক্রম-বিস্তারপূর্ব্বক সকল ভূতকেই অতিক্রম করিয়া, শোভমান হইয়াছিলেন। অয়ি মহামুনে! শত্রু, মিত্র, পুর, পুত্র, সর্ব্বত্রই তাঁহার সমভাব এবং ধর্ম্মের প্রকৃত স্বরূপ তাঁহার পরিজ্ঞাত ছিল। তিনি দুষ্টের যম ও শিষ্টের সোমবৎ ছিলেন। ইন্দ্র শচীর ন্যায়, তিনি বভ্রুতনয়া বহুলার পাণিগ্রহণ করেন। দ্বিজশ্রেষ্ঠ! ঐ বহুলা যেমন অতীব প্রতিপত্তিশালিনী ছিলেন, সেই-রূপ স্বামীর মন, রোহিণীতে চন্দ্রের ন্যায়, তাঁহাতে অতিমাত্র স্নেহবিশিষ্ট ও নিহিতাস্পদ হইয়াছিল। বহুলা ভিন্ন, অন্য কোনরূপ প্রয়োজনেই তাঁহার চিত্ত আসক্ত হইত না। এমন কি, সেই ধর্ম্মবিৎ উত্তানপাদতনয় স্বপ্নেও তদাসক্তচিত্ত ছিলেন এবং সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী ললনার দর্শন করিয়া অবধি গাত্রে স্পর্শনদান করিতেন এবং সেই গাত্রস্পর্শেই তন্ময় হইয়াছিলেন। তাহাতে, সেই ললনা শ্রুতিকটু বাক্য প্রয়োগ করিলেও, রাজাকে অতি মধুর লাগিত এবং যৎপরোনাস্তি অপমান করি-লেও, প্রভূত সম্মান বলিয়া তাঁহার বোধ হইত। তিনি উৎকৃষ্ট মালা ও আভরণ দান করিলেও, সে তাহাতে অবজ্ঞা করিত এবং রাজা বরাসবপানে প্রবৃত্ত হইলে, তাঁহার সাক্ষাৎ অঙ্গপীড়ার ন্যায়, উঠিয়া যাইত। তিনি ভোজন করিবার সময়ে করধারণ করিলে, সে ক্ষণমাত্র সামান্য ভোজন করিত; তাহাও আবার অতীব আহ্লাদের সহিত নহে। রাজা এইরূপে অনুকূলচারী হইলেও, সে প্রতিকূল ব্যবহার করিত। তথাপি রাজা তাহার প্রতি অতিমাত্র প্রভূততর অনুরাগ স্থাপন করিয়াছিলেন।

অনন্তর রাজা এক দিন মদ্য পান করিতে করিতে, আদরসহকারে সুরাপূত পানপাত্র সেই মনস্বিনীর হস্তে প্রদান করিলেন। তৎকালে প্রধান প্রধান বেশ্যাগণ তথায় উপস্থিত থাকিয়া, মধুর স্বরে তৎপর চিত্তে গান করিতেছিল। অন্যান্য ভূমিপালবর্গও তথায় সমবেত ছিলেন। তাঁহাদের সমক্ষে রাজা পানপাত্র দান করিলেন। কিন্তু সে সুরাপানে পরাঙ্মুখী হইয়া, সেই পাত্র গ্রহণে ইচ্ছা করিল না। উপস্থিত নরপতিরা এই ব্যাপার দেখিতে লাগিলেন। মহিষীকে তিনি ভাল বাসিতেন। কিন্তু মহিষী তাঁহার প্রতি বীতরাগা ছিলেন। সেইজন্য তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। রাজা তন্নিবন্ধন ক্রুদ্ধ হইয়া, দ্বারপালকে আহ্বান করিয়া, উরগের ন্যায়, নিশ্বাসভার-পরিহারসহকারে বলিতে লাগিলেন, তুমি এই দুষ্টহৃদয়াকে বিজন বনে লইয়া গিয়া, অবিলম্বেই ছাড়িয়া দিয়া আইস। আমার কথায় কোন বিচার করিবার আবশ্যকতা নাই।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, তখন দ্বারপাল রাজার কথায় কোনপ্রকার বিচার না করিয়া, তাহার অনুসরণপূর্ব্বক সেই সুভ্রূকে স্যন্দনে আরোপিত করিয়া, বনে ছাড়িয়াদিল। নরপতি কর্ত্তৃক অরণ্যে পরিত্যক্তা হইয়া, তাঁহার দৃষ্টির বহির্ভূতা হইলেন, ভাবিয়া, মহিষী পরম অনুগ্রহই বোধ করি-লেন। এদিকে মহিষীর অনুরাগার্ত্তি দহনে মন দহ্যমান হওয়াতে, রাজা আর পত্ন্যন্তর পরিগ্রহ করিলেন না। অতিমাত্র নির্ব্বিণ্ণ হইয়া, অহরহ তাঁহারই স্মরণপ্রসঙ্গে যাপন করিতে লাগিলেন এবং তদবস্থায় ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালনসহকারে নিজ রাজ্য শাসন করিতে আরম্ভ করিলেন।

এই রূপে তিনি ঔরস পুত্রের ন্যায়, পিতৃবৎ প্রজাপালনে প্রবৃত্ত আছেন, এমন সময়ে কোন ব্রাহ্মণ আর্ত্ত চিত্তে আগমন করিয়া, বলিতে লাগিলেন, মহারাজ! আমি অতিমাত্র আর্ত্ত হইয়াছি। বলিতেছি, শ্রবণ করুন। দেখুন, রাজা ভিন্ন অন্য কেহই লোকের আর্ত্তিত্রাণে সমর্থ হয় না। আমি রাত্রিতে ঘুমাইয়া ছিলাম। আমার গৃহের দ্বার খোলা ছিল। এই সুযোগে কোনও ব্যক্তি আমার স্ত্রীকে হরণ করিয়াছে। অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহাকে আনিয়া দেন।

রাজা কহিলেন, দ্বিজ! আপনি জানেন না, কোন্ ব্যক্তি হরণ করিয়াছে এবং কোথায় বা লইয়া গিয়াছে। অতএব কাহার বিরুদ্ধে যাত্রা করি এবং কোথা হইতেই বা আপনার পত্নীকে আনয়ন করিব?

ব্রাহ্মণ কহিলেন, রাজন্! রাত্রিতে দ্বারদেশে কপাট বন্ধ করিয়া, ঘুমাইয়া থাকিলে, কেহ যদি কাহারও ভার্য্যাকে হরণ করে, তাহা কি আপনি জানিতে পারেন? দেখুন! আপনি আমাদের নিকট ষড়ভাগ-গ্রহণরূপ বেতন লইয়া, সকলের রক্ষা করিয়া থাকেন। সেইজন্য সকলে নিশ্চিন্ত হইয়া, নিদ্রা যায়।

রাজা কহিলেন, আমি আপনার ভার্য্যাকে কখন দেখি নাই। অতএব তাঁহার রূপ, দেহ, বয়স ও স্বভাবচরিতাদিই বা কিরূপ, তাহা বিশেষ করিয়া বলুন।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, রাজন্! তাঁহার নেত্র কঠোর দেহ অতি উন্নত, বাহু হ্রস্ব, আনন কৃশ ও রূপ বিরূপ; আমি তাঁহার নিন্দা করিতেছি না। তিনি বাস্তবিকই ঐরূপ। তাঁহার কথা অতি কর্কশ; তিনি সুশীলা নহেন; সাতিশয় অপ্রিয়দর্শনা। আমি এই নিজ ভার্য্যার পরিচয় প্রদান করিলাম। রাজন্! তাঁহার প্রথম বয়স কিয়ৎ পরিমাণে অতীত হইয়াছে মাত্র। আমার ভার্য্যা নিশ্চয়ই তাদৃশ-রূপশালিনী। আমি সত্যই বলিলাম।

রাজা কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনার আর তাদৃশী ভার্য্যায় প্রয়োজন নাই। আমি আপনাকে অন্য ভার্য্যা প্রদান করিব। দেখুন, পত্নী সর্ব্বসুলক্ষণ-শালিনী হইলেই, সুখ সমুদ্ভাবন করেন এবং আপনার ভার্য্যার ন্যায় হইলেই, দুঃখের হেতু হইয়া থাকেন। সুন্দর রূপ ও সুশীলতা এই উভয়ই কল্যাণের হেতুভূত। সেইজন্য, রূপ ও শীল বিহীনা হইলে, ভার্য্যাকে ত্যাগ করা বিধেয়।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, রাজন্! ভার্য্যাকে রক্ষা করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য, এইরূপ উৎকৃষ্ট লোকপ্রবাদ কি প্রচলিত নাই? দেখুন, ভার্য্যাকে রক্ষা করিলে, প্রজার রক্ষা করা হয়। নরেশ্বর! আত্মা পুত্ররূপে ভার্য্যাতে জন্মগ্রহণ করেন। সেইজন্য ভার্য্যার রক্ষা করা কর্ত্তব্য। পুনশ্চ, প্রজার রক্ষা করিলে, আত্মা রক্ষিত হইয়া থাকেন। তাহার রক্ষা না করিলে, বর্ণসংকর সংঘটিত হয়। তন্নিবন্ধন, পূর্ব্বতন পিতৃপুরুষগণ স্বর্গ হইতে অধঃপতিত হইয়া থাকেন। যাহার ভার্য্যা নাই, তাহার অনুদিন ধর্ম্মহানি হইয়া থাকে। নিত্য ক্রিয়ার বিভ্রংশবশতঃ তাঁহাকে পতিত হইতে হয়। রাজন্! সেই ভার্য্যাতে আমার সন্ততি জন্মিবে। সেই সন্ততি আপনাকে ষড়্‌ভাগ দান করিয়া, ধর্ম্ম সঞ্চয় করিবে। প্রভো! এই কারণেই আমি নিজপত্নীর রূপগুণাদি সবিশেষ বর্ণনা করিলাম। এক্ষণে তাঁহাকে আনিয়া দেন। যেহেতু, আপনি রক্ষা করিবার জন্যই আছেন।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, রাজা তাঁহার এবংবিধ বচন শ্রবণ ও সবিশেষ পর্য্যালোচনপূর্ব্বক সর্ব্ববিধ-উপকরণসম্পন্ন মহারথে আরোহণ করিলেন এবং তৎসহায়ে ইতস্ততঃ পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহারণ্যে রমণীয়,তাপসাশ্রম দর্শন করিয়া, তথায় অবতরণপূর্ব্বক প্রবিষ্ট হইয়া, অবলোকন করিলেন, ঋষি কুশাসনে উপবেশন করিয়া,স্বীয় তেজে যেন জ্বলিতেছেন। রাজাকে সমাগত দেখিয়া, তিনি ত্বরান্বিত হইয়া, তৎক্ষণাৎ উত্থান ও স্বাগতবাদ সহকারে তাঁহার সভাজন করিয়া, শিষ্যকে কহিলেন, অর্ঘ্য আনয়ন কর। শিষ্য তাঁহাকে ধীরে ধীরে বলিলেন, ইহাঁকে কিরূপ অর্ঘ্য প্রদান করা যাইবে, আজ্ঞা করুন। আপনার আজ্ঞা সবিশেষ বিচার করিয়া, তদনুরূপ অনুষ্ঠান করিব। তখন মহর্ষি রাজার বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, সম্ভাষণ ও আসন দান দ্বারা সম্মান রক্ষা

করিলেন। অনন্তর বলিতে লাগিলেন, আপনি কিজন্য এখানে আসিয়াছেন? আপনার অভিপ্রায় কি? রাজন্! আমি জানি, আপনি উত্তানপাদের পুত্র উত্তম।

রাজা কহিলেন, মুনে! ব্রাহ্মণের পত্নীকে কোন্ ব্যক্তি গৃহ হইতে হরিয়া লইয়া গিয়াছে। তাহার কোনরূপ বৃত্তান্তই আমার জানা নাই। সেই ব্রাহ্মণভার্য্যারই অন্বেষণার্থ এখানে আসিলাম। আমি প্রণামপূর্ব্বক আপনাকে জিজ্ঞাসিতেছি। বিশেষতঃ, আপনার গৃহে আমি অভ্যাগত। অতএব যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, অনুকম্পাপূর্ব্বক বলিতে হইবে।

ঋষি কহিলেন, রাজন্! যাহা জিজ্ঞাস্য আছে, শঙ্কাত্যাগপূর্ব্বক তাহা জিজ্ঞাসা করুন। যদি বক্তব্য হয়, তাহাহইলে, যথাযথ বিধানে আপনাকে বলিব।

রাজা কহিলেন, আমি আপনার গৃহে আগমন করিলে, প্রথম দর্শনেই আমাকে যে অর্ঘ্য দান করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, কিজন্য তাহা দেওয়া হইল না?

ঋষি কহিলেন, রাজন্! আপনাকে দেখিয়াই, আমি পূর্ব্বাপর না ভাবিয়া, হঠাৎ মনের আবেগে এই শিষ্যকে আজ্ঞা করিয়াছিলাম। সেইজন্য এ ব্যক্তি আমাকে প্রতিবোধিত করিল। এই শিষ্য আমার প্রসাদে জাগতিক যাবতীয় ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান ঘটনা আমার ন্যায় বিদিত আছে। এইজন্য, সবিশেষ বিবেচনা করিয়া, আজ্ঞা করুন, এইপ্রকার বলাতেই, আমার এবিষয়ে চৈতন্য জন্মে। সেইজন্যই আমি আপনাকে বিধানানুসারে অর্ঘ্য প্রদান করি নাই। রাজন্। সত্য বটে, আপনি স্বায়ম্ভুব বংশে জন্মিয়াছেন। এইজন্য অর্ঘ্যের যোগ্যপাত্র। তথাপি আমরা আপনাকে বিশিষ্ট বিধানে অর্ঘ্যযোগ্য মনে করি না?

রাজা কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি জ্ঞান বা অজ্ঞানবশতঃ এমন কি করিয়াছি, যাহাতে বহু কালের পর আমি অভ্যাগত হইলেও, আপনার অর্ঘ্যের যোগ্য হইলাম না।

ঋষি কহিলেন, তুমি কি ভুলিয়া গিয়াছ, অরণ্যে পত্নীকে ত্যাগ করিয়াছ? রাজন্! তুমি কেবল পত্নীকে ত্যাগ কর নাই; তাঁহার সহিত ধর্ম্মও পরিত্যাগ করিয়াছ। এক পক্ষ নিত্যকর্ম্ম না করিলে, লোকে অস্পৃশ্য হইয়া থাকে। কিন্তু তুমি এক বৎসর নিত্যকর্ম্ম কর নাই। রাজন্! স্বামী দুঃশীল হইলে, পত্নীর যেরূপ তাঁহার সম্বন্ধে অনুকূলচারিণী হওয়া কর্ত্তব্য; ভার্য্যা দুঃশীলা হইলে, তাহাকে তেমনি পোষণ করা স্বামীর কর্ত্তব্য। দেখুন, ব্রাহ্মণের সেই পত্নীকে হরণ করিয়াছে। তিনি প্রতিকূলচারিণী হইলেও, ঐ ব্রাহ্মণ ধর্ম্মকামনায় তাঁহারেই পাইবার জন্য নিতান্ত উৎসুক হইয়াছেন এবং তাহাতেই তাঁহার মন অতিমাত্র বদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। মহারাজ! আপনি উৎপথপ্রবৃত্ত পুরুষদিগকে স্বধর্ম্মে সংস্থাপন করেন। অতএব আপনি যদি সেইরূপে স্বধর্ম্ম হইতে বিচলিত হন, তাহাহইলে, আর কোন্ ব্যক্তি আপনাকে স্থাপন করিবে?

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, সেই ধীমান্ তপোধন এইপ্রকার কহিলে, রাজা অতিমাত্র অপ্রতিভ ও লজ্জিত হইয়া, তাহাতেই সম্মতিদানপূর্ব্বক ঋষিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্। কোন্ ব্যক্তি ব্রাহ্মণের সেই পত্নীকে কোথায় হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে? আপনি জগতের যাবতীয় অতীত ও অনাগত ঘটনাই অবিতথ দর্শন করেন।

ঋষি কহিলেন, মহারাজ! অদ্রির পুত্র বলাকনামক রাক্ষস ব্রাহ্মণীকে হরণ করিয়াছে। আপনি অদ্য তাঁহাকে উৎপলাবতক অরণ্যে দেখিতে পাইবেন। অতএব, গমন করুন এবং শীঘ্র সেই ব্রাহ্মণের সহিত তদীয় ভার্য্যার সংযোগ সমাহিত করুন। আপনার ন্যায়, সেই ব্রাহ্মণকে যেন দিন দিন পাপভাগী হইতে না হয়।

ইতি ঋষিবাক্য নাম একোনসপ্ততিতম অধ্যায়।

সপ্ততিতম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, অনন্তর রাজা মহামুনিকে প্রণাম করিয়া, রথে আরোহণপূর্ব্বক তদীয় কথিত উৎপলাবতকাননে সমাগত হইলেন, তথায় দেখিলেন। ব্রাহ্মণের সেই ভার্য্যা শ্রীফল ভক্ষণ করিতেছেন। স্বামী যেরূপ বর্ণন করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বরূপ অবিকল সেইরূপ। তখন তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভদ্রে! স্পষ্ট বল, তুমি কি সেই বিশালতনয় সুশর্ম্মার পত্নী?

ব্রাহ্মণী কহিলেন, আমি অতিরাত্রের কন্যা। তিনি অরণ্যবাস আশ্রয় করিয়াছেন। আপনি যাঁহার নাম করিলেন, সেই বিশালতনয়ই আমার স্বামী। দুরাত্মা বলাক রাক্ষস নিদ্রিত অবস্থায় আমাকে হরণ করিয়া আনিয়া, মাতা ও ভ্রাতার সহিত আমার বিয়োগ সমাহিত করিয়াছে। সে যেমন আমাকে এইরূপে বিয়োজিতা করিয়াছে, তেমনি ভস্মীভূত হউক। মাতা ও ভ্রাতাগণ এবং অন্যান্য আত্মীয়গণের সহিত বিয়োগ সংঘটিত হওয়াতে, আমি অতিমাত্র দুঃখিতা হইয়া, এখানে অবস্থিতি করিতেছি। রাক্ষস আমাকে ঈদৃশ গহনবনে আনিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে। কি কারণে আনিয়াছে, তাহা জানি না। কেন না, সে আমাকে এপর্য্যন্ত উপভোগ বা ভক্ষণ, কিছুই করে নাই।

রাজা কহিলেন, তুমি কি জান, রাক্ষস তোমাকে ছাড়িয়া দিয়া, কোথায় গিয়াছে? অয়ি দ্বিজনন্দিনি! তোমার স্বামীই আমাকে এখানে পাঠাইয়া দিয়াছেন।

ব্রাহ্মণী কহিলেন, রাক্ষস এই কাননেরই প্রান্তভাগে অবস্থিতি করিতেছে। যদি ভয় না পান, তাহাহইলে প্রবেশ করিয়া দেখুন।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, অনন্তর ব্রাহ্মণী পথ দেখাইয়া দিলে, রাজা প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, বলাক পরিবারবর্গে বেষ্টিত হইয়া রহিয়াছে। রাজাকে দেখিবামাত্র, ত্বরমাণ হইয়া, দূর হইতেই মস্তক দ্বারা মহী স্পর্শ করিয়া, পাদান্তিকে আগমন করিল এবং কহিতে লাগিল, মহারাজ! আমার গৃহে পদার্পণ করিয়া, মহান্ অনুগ্রহ বিতরণ করিলেন। আপনারই রাজ্যে আমি বাস করি। অতএব কি করিব, আজ্ঞা করুন। এই অর্ঘ্য গ্রহণ করুন। এই আসনে উপবিষ্ট হউন। আমরা ভৃত্য, আপনি প্রভু। অতএব দৃঢ়রূপে আজ্ঞা করুন।

রাজা কহিলেন, তোমার সর্ব্বতোভাবেই আতিথ্যসৎকার করা হইয়াছে। কোন অংশেই তাহার ত্রুটি হয় নাই। অয়ি নিশাচর! তুমি কিজন্য ব্রাহ্মণপত্নীকে হরিয়া আনিয়াছ? যদি ভার্য্যার্থ হরিয়া থাক, ইনি সুরূপা নহেন; অন্যান্য অনেক সুরূপা রমণী আছে। আর যদি ভক্ষণার্থ আনিয়া থাক, তাহাহইলে কিজন্যই বা ভক্ষণ কর নাই? আমাকে বলিতে হইতেছে।

রাক্ষস কহিল, মহারাজ! আমরা মানুষ খাই না; অন্যান্য রাক্ষসেরা মানুষ খাইয়া থাকে। আমরা পুণ্যের যে ফল, তাহাই ভক্ষণ করিয়া থাকি। আমরা সম্মানিত বা অপমানিত হইলে, নরনারীগণের স্বভাব ভক্ষণ করিয়া থাকি। তাহাদিগকে ভক্ষণ করি না। সেই কারণে আমরা যখন লোকের ক্ষমাগুণ ভক্ষণ করি, তাহারা তখন ক্রুদ্ধ হইয়া থাকে। আবার, যখন তাহাদের দূষিত স্বভাব ভক্ষণ করি, তখন তাহারা পুণ্যবান হয়। ভূপ! আমাদের গৃহে অপ্সরা সমান রূপশালিনী প্রমদাগণের অভাব নাই। তাদৃশ রাক্ষসী সকল থাকিতে, মনুষ্যরমণীতে আমাদের আসক্তির সম্ভাবনা কোথায়?

রাজা কহিলেন, নিশাচর! যদি ইহাকে উপভোগ বা আহার, কিছুই না করা অভিপ্রেত হয়, তাহাহইলে, কিজন্য ব্রাহ্মণের গৃহে প্রবেশ করিয়া, ইহাকে হরণ করিয়াছিলে?

রাক্ষস কহিল, নৃপ! ইহার স্বামী মন্ত্র জানেন। আমি যে যে যজ্ঞে গমন করি, তিনি রক্ষোঘ্ন মন্ত্র পাঠ করিয়া, তাহাতেই আমার উচ্চাটন করিয়া থাকেন। তদীয় মন্ত্রোচ্চাটন কর্ম্ম দ্বারা

আমাদের ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় না। তিনি যদি সকল যজ্ঞেই ঋত্বিক হন, তাহাহইলে, আমরা আর কোথায় যাইব? এই কারণেই তাঁহার এইরূপ বিকলতা উপপন্ন করিয়াছি। পত্নী ব্যতিরেকে পুরুষ যাগ কর্ম্মের যোগ্য হয় না।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, সেই ব্রাহ্মণকে বিকল করা হইয়াছে, বলাতে, রাজা অতিমাত্র বিষণ্ণ হইলেন। তিনি ভাবিলেন, ব্রাহ্মণকে বিকল করা হইয়াছে, বলিয়া আমাকে নিন্দা করিতেছে। ইতিপূর্ব্বে সেই মুনিসত্তমও আমাকে অর্ঘ্যপ্রদানের অযোগ্য বলিয়াছেন। রাক্ষস আমার ন্যায় সেই ব্রাহ্মণের বিকলতা নির্দ্দেশ করিল। পত্নী ব্যতিরেকে আমার মহাসঙ্কটই উপস্থিত হইয়াছে।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, তিনি এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলে, রাক্ষস পুনরায় প্রণতিনম্রতা সহকারে বদ্ধাঞ্জলিপুটে কহিল, রাজন্! আজ্ঞাপ্রদান দ্বারা আমারে অনুগৃহীত করুন। দেখুন, আমি আপনার ভৃত্য, প্রণত ও অধিকারনিবাসী।

রাজা কহিলেন, নিশাচর! তুমি যে কহিলে, আমরা স্বভাব ভক্ষণ করিয়া থাকি আমি যে কার্য্যের জন্য তাহা প্রার্থনা করিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। অদ্য তোমাকে এই ব্রাহ্মণীর দুঃশীলতা উপযোগ করিতে হইবে। তুমি ইহার দুঃশীলতা ভক্ষণ করিলে, ইনি বিনয়গুণে ভূষিতা হইবেন। নিশাচর! ইনি যাঁহার ভার্য্যা, ইহাঁকে তাঁহার গৃহে রাখিয়া আইস। আমি তোমার গৃহে অভ্যাগত হইয়াছি। অতএব, ঐরূপ অনুষ্ঠান করিলে, আমার সকল করা হইবে।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, তখন রাক্ষস স্বকীয় মায়ানহায়ে ব্রাহ্মণীর অন্তরে প্রবেশ করিয়া, রাজার আজ্ঞানুসারে নিজ শক্তি দ্বারা তদীয় দুঃশীলতা ভক্ষণ করিল। তাহাতে অতীব ভয়ঙ্কর দুঃশীলতার পরিহার হইলে, ব্রাহ্মণপত্নী রাজাকে কহিলেন, আমি মহাত্মা স্বামীর স্বকীয় কর্ম্মফলের বিপাক বশতঃ বিযোজিতা হইয়াছিলাম। এই নিশাচর তাহার হেতু হয়। ইহার দোষ নাই; আমার সেই মহাত্মা স্বামীরও কোন অপরাধ নাই। অথবা অন্য কাহারও দোষ নাই। আমারই সকল দোষ। সকলেই স্ব স্ব কর্ম্মের ফলভোগ করিয়া থাকে। অন্য জন্মে অবশ্য আমি কাহারও বিরহযোগ সাধন করিয়াছিলাম। এজন্মে আমার নিজেরই তাহা ঘটিল। ইহাতে এই মহাত্মার দোষ কি?

রাক্ষস কহিল, রাজন্! আপনার আদেশক্রমে ইহাঁকে ইহাঁর স্বামীর গৃহে লইয়া যাইব। তদ্ব্যতীত, আর যাহা করিতে হইবে, তাহাও আজ্ঞা করুন।

রাজা কহিলেন, রজনীচর! ইহাঁকে ইহাঁর স্বামীর গৃহে দিয়া আসিলেই, আমার সকল করা হইবে। পরে কার্য্যকালে যখন স্মরণ করিব, তখন অবশ্য আসিবে।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, রাক্ষস যে আজ্ঞা বলিয়া, দ্বিজাঙ্গনাকে গ্রহণ করিয়া, তাঁহার স্বামীর গৃহে রাখিয়া আসিল। দুঃশীলতার পরিহার প্রযুক্ত, দ্বিজপত্নীর শুদ্ধিসঞ্চার হইল।

ইতি দ্বিজভার্য্যানয়ন নাম সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়।

একসপ্ততিতম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, রাজা ব্রাহ্মণপত্নীকে স্বকীয় স্বামীর গৃহে পাঠাইয়া দিয়া, নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, চিন্তা করিতে লাগিলেন, উপস্থিত বিষয়ে এখন কি করিলে, ভাল হইতে পারে। সেই মহামনাঃ ঋষি আমার অর্ঘ্য-যোগ্যতার অভাব জন্য কষ্ট স্পষ্টই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই নিশাচরও আবার ব্রাহ্মণকে উপলক্ষ করিয়া, আমার বিকলতার উল্লেখ করিল। আমার এখন কি করা কর্ত্তব্য? আমি পত্নীপরিত্যাগী হইয়াছি। অথবা সেই জ্ঞানদৃষ্টি মুনিসত্তমকেই এবিষয়ে জিজ্ঞাসা করিব। এইপ্রকার বিশেষরূপে চিন্তা করিয়া রাজা সেই রথারোহণে, যেখানে উল্লিখিত ত্রিকালদর্শী ধর্ম্মপারদর্শী মহর্ষি বাস করিতেছেন, গমন করিলেন। রথ হইতে অবরোহণ ও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, প্রণামপূর্ব্বক রাক্ষসের সহিত সমাগম বৃত্তান্ত যথাযথ কীর্ত্তন করিলেন। তদ্ব্যতীত, ব্রাহ্মণীর যে দর্শন পাইয়াছেন, তাঁহার যে দুঃশীলতা দূরীকৃত হইয়াছে; তাঁহাকে যে স্বামীর গৃহে পাঠান হইয়াছে এবং স্বয়ং যেজন্য পুনরায় আসিয়াছেন, তাহাও বলিলেন।

ঋষি কহিলেন, রাজন্! তুমি যে এই সকল করিয়াছ, তাহা পূর্ব্বেই আমি জানিয়াছি এবং যেজন্য আমার সমীপে আসিয়াছ, তাহাও সমস্ত আমার বিদিত হইয়াছে। জিজ্ঞাসা কর, আমাকে কি করিতে হইবে। তজ্জন্য আমার মন উদ্বিগ্ন হইয়াছে। মহারাজ। তুমি আসিয়াছ, এক্ষণে তোমাকে যাহা করিতে হইবে, তাহা শ্রবণ কর। স্ত্রীই ধর্ম্মার্থকাম পুরুষগণের বলবৎ কারণ। বিশেষতঃ, তুমি তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া, নিশ্চয়ই ধর্ম্মত্যাগী হইয়াছ। ভূপ! অপত্নীক মনুষ্য নিজকর্ম্মের যোগ্য হয় না। এ বিষয়ে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্র, বৈশ্য অথবা শূদ্র বলিয়া, কোন প্রভেদ নাই। তুমি পত্নীকে ত্যাগ করিয়া, কোনমতেই ভাল কর নাই। স্বামী যেমন স্ত্রীর অত্যাজ্য, সেইরূপ স্ত্রী ত্যাগ করা ভর্ত্তার কর্ত্তব্য নহে।

রাজা কহিলেন, ভগবন্! আমি কি করিব! আমার কর্ম্মবিপাক বশেই এইরূপ অশোভন সংঘটন হইয়াছে। দেখুন, আমি অনুকূল হইলেও সে প্রতিকূলকারিণী হইয়াছিল। পাছে তাহার বিরহযন্ত্রণা সহ্য করিতে হয়, এই ভয়ে অন্তরাত্মা আক্রান্ত হওয়াতে, আমি দহ্যমান চিত্তে তৎসমস্ত সহ্য করিয়াছি। সম্প্রতি তাহাকে বনে দিয়াছি। কোথায় গিয়াছে, অথবা সিংহ, ব্যাঘ্র ও নিশাচরগণই বা ভক্ষণ করিয়াছে, কিছুই জানি না।

ঋষি কহিলেন, ভূপাল! সিংহ, ব্যাঘ্র অথবা নিশাচরগণ তাঁহাকে ভক্ষণ করে নাই। তিনি আপনার পাতিব্রত্য সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিয়া, সম্প্রতি রসাতলে অবস্থিতি করিতেছেন।

রাজা কহিলেন, কে তাঁহাকে পাতালে লইয়া গেল? কিরূপেই বা তিনি শুদ্ধচারিণী হইয়া, তথায় বাস করিতেছেন? ব্রহ্মন্! এই সকল ঘটনা নিতান্ত বিস্ময়জনক। অতএব অনুগ্রহপূর্ব্বক কীর্ত্তন করুন।

ঋষি কহিলেন, পাতালে কপোতক নামে বিখ্যাত নাগরাজ আছেন। তুমি ত্যাগ করিলে, তোমার পত্নী মহারণ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে, সেই নাগরাজের দর্শনগোচরে পতিত হইলেন। তিনি সমুদায় ঘটনা বিদিত হইয়া, অনুরাগভরে তোমার সেই রূপশালিনী যুবতী ভার্য্যারে পাতালে লইয়া গেলেন। মহারাজ! নাগরাজের কন্যার নাম নন্দা এবং ভার্য্যার নাম মনোরমা। তোমার স্ত্রী অলোকসামান্য-লাবণ্যশালিনী। পাছে জননীর সপত্নী হন, এই ভয়ে ঐ কন্যা তাঁহাকে অন্তঃপুরে গোপন করিয়া রাখিয়া দেন। পিতা প্রার্থনা করিলেও, তিনি যখন কোন উত্তর প্রদান করেন নাই, তখন পিতা শাপ দিয়া কহিলেন, তুমি মূকা হইবে। সুতা এইরূপে পিতা কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়াছেন। উরগরাজ তাঁহাকে লইয়া গিয়াছেন। তদীয় কন্যা তাঁহাকে রক্ষা করিয়া আছেন।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, তখন রাজা অতিমাত্র হর্ষাবিষ্ট হইয়া, সেই দ্বিজবর্য্যকে স্বীকৃত স্বকীয় দৌর্ভাগ্যের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, ভগবন্! সকল লোকেই আমাকে অকৃত্রিম প্রীতি করে। কিন্তু আমার পত্নী আমায় সেরূপ প্রীতি করেন না, ইহার কারণ কি? মহামুনে! আমি যেমন তাঁহাকে প্রাণ অপেক্ষাও অধিক ভালবাসি, তিনি তেমনি আমার প্রতি দুর্ব্যবহার করেন, ইহার কারণ কি, বলিতে আজ্ঞা হউক।

ঋষি কহিলেন, পাণিগ্রহণকালে তোমার প্রতি সূর্য্য, ভৌম, ও শনৈশ্চরের এবং তোমার পত্নীর প্রতি শুক্র ও বৃহস্পতির দৃষ্টি হয়। তোমার দিকে সেই মুহূর্ত্তে চন্দ্র ও পত্নীর দিকে চন্দ্রের পুত্র ছিলেন। ইহাঁরা পরস্পর বিপক্ষভাবে তোমাদের বিরুদ্ধে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। সেইজন্যই তোমার এইরূপ অনিষ্ট সংঘটন হইয়াছে। অতএব গমন কর, স্বকীয় ধর্ম্মানুসারে পৃথিবীপালনে প্রবৃত্ত হও এবং পত্নীসহায় হইয়া, যাবতীয় ধর্ম্মবতী ক্রিয়াসমূহের অনুষ্ঠান কর।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, এইপ্রকার অভিহিত হইলে, তিনি ঋষিকে প্রণিপাতপূর্ব্বক স্যন্দনে আরোহণ করিয়া, স্বকীয় পুরে প্রত্যাগত হইলেন।

ইতি উত্তমপ্রত্যাগমন নাম একসপ্ততিতম অধ্যায়।

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, অনন্তর তিনি স্বনগরে সমাগত হইয়া, সেই ব্রাহ্মণের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। দেখিলেন, তিনি সুশীলা পত্নীর সহবাসে পরম হর্ষে আছেন।

ব্রাহ্মণ তাঁহাকে কহিলেন, নরপতিকুলাগ্রগণ্য! আমি কৃতার্থ হইয়াছি। যেহেতু, আপনি ধর্ম্মজ্ঞ; আমার পত্নীকে আনিয়া দিয়া, ধর্ম্ম রক্ষা করিলেন।

রাজা কহিলেন, দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আপনি নিজ ধর্ম্ম পালন করিয়া, কৃতার্থ হইয়াছেন। আমি বড় সঙ্কটে পড়িয়াছি। যেহেতু, আমার গৃহ গৃহিণীশূন্য হইয়াছে।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, নরেন্দ্র! অরণ্যে যদি তাঁহাকে শ্বাপদে ভক্ষণ করিয়া থাকে, তাঁহাকে আর প্রয়োজন কি? আপনি কেন পত্ন্যন্তর পরিগ্রহ করিতেছেন না? দেখুন, আপনি ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া, ধর্ম্মের হানি করিয়াছেন।

রাজা কহিলেন, আমার সেই দয়িতা শ্বাপদ-কবলিতা হন নাই; জীবিতা আছেন। তাঁহার চরিত্রও দূষিত হয় নাই। আমি এখন কি করিব?

ব্রাহ্মণ কহিলেন, যদি তোমার দয়িতা জীবিতা থাকেন এবং যদি তাঁহার ব্যভিচারিতা ঘটিয়া না থাকে, তাঁহাহইলে, তুমি কিজন্য পত্নীপরিত্যাগজনিত পাপের অনুষ্ঠান করিতেছ?

রাজা কহিলেন, আনয়ন করিলেও, তিনি আমার প্রতি সর্ব্বদা প্রতিকূল ব্যবহার করিবেন। আমার প্রতি তাঁহার মিত্রভাব নাই; সুতরাং দুঃখ ভিন্ন কখনই সুখ হইবে না। অতএব, যাহাতে তিনি আমার বশগামিনী হন, আপনি তদনুরূপ যত্ন করুন।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, রাজন্! মিত্রকাম পুরুষগণ যাহার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন, আমি সেই যাগ-ক্রিয়া করিব। ইহা দ্বারা লোকের মিত্রলাভ হয়, সেইজন্য ঐ যাগক্রিয়ার নাম মিত্রবিন্দা। ইহা সকলের উপকার সাধন করে। এই ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিলেই, রাজমহিষী আপনার প্রতি পরম প্রীতিমতী হইবেন। বলিতে কি, এই যাগক্রিয়া দ্বারা পরস্পর অপ্রীতিমান্ স্ত্রীপুরুষেরও প্রীতি সমুদ্ভূত ও নবানুরাগ সমাহিত হইয়া থাকে। তোমার উদ্দেশেই তাহা আমি করিব। মহীপতে!

সেই সুভ্রূ যেখানে আছেন, তথা হইতে তাঁহাকে আনয়ন করুন। দেখিবেন, আপনার প্রতি তাঁহার পরম প্রীতির সঞ্চার হইয়াছে।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, এইপ্রকার অভিহিত হইলে, নরপতি অশেষবিধ দ্রব্যজাত আনয়ন ও সেই ব্রাহ্মণও উল্লিখিত যাগক্রিয়া করিলেন। তিনি রাজার পত্নী সম্পাদন জন্য বারম্বার সাতবার সেই যজ্ঞ করিয়া, যখন বুঝিলেন, রাজপত্নী স্বামীর প্রতি মৈত্রীগুণে অনুপ্রাণিতা হইয়াছেন, তখন রাজাকে কহিলেন, নরশ্রেষ্ঠ! আপনি এখন আপনার দয়িতাকে অন্তিকে আনয়ন করিয়া, তাঁহার সহিত ভোগ সকল সম্ভোগ ও যজ্ঞ সকলের অনুষ্ঠান করুন।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, ব্রাহ্মণ এইপ্রকার বলিলে, নরপতি বিস্মিত হইয়া, সেই সত্যপ্রতিজ্ঞ মহাবীর্য্য নিশাচরকে স্মরণ করিলেন। মহামুনে! স্মৃতমাত্র নিশাচর তৎক্ষণাৎ রাজার গোচরে সমাগত হইয়া, প্রণিপাত করিয়া কহিল, কি করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন। অনন্তর রাজা বিস্তারপূর্ব্বক সমুদায় তাহার গোচর করিলে, সে পাতালে গমন করিয়া, রাজপত্নীকে আনিয়া উপস্থিত করিল। তখন মহিষী অতীব প্রণয় ও প্রীতিসহকারে রাজাকে দর্শন করিয়া, পরম আহ্লাদিতা হইয়া, বারম্বার বলিতে লাগিলেন, আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। রাজা সাগ্রহে ও সানুরাগে সেই মানিনীকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে! আমি প্রসন্ন হইয়াই আছি। তবে আর এরূপ বলিতেছ কেন?

পত্নী কহিলেন, নরেন্দ্র! যদি আমার প্রতি আপনার মন প্রসাদপ্রবণ হইয়া থাকে, তাহা-হইলে, আমি যাহা আপনার নিকট যাচ্ঞা করিতেছি, তাহা পরিপূরণ করুন।

রাজা কহিলেন, নিঃশঙ্কে বল; ভীরু! তোমার যাহা কিছু অভিলষিত আছে, আমার নিকট তাহা অলভ্য হইবে না। আমি তোমারই আয়ত্ত, ইহাতে অন্যথা নাই।

পত্নী কহিলেন, নাগরাজ আমার সখী নিজ দুহিতাকে আমারই জন্য শাপ দিয়া বলিয়াছেন, তুমি মূকা হইবে। তদনুসারে তাঁহার মূকত্বসংঘটন হইয়াছে। যদি আমার প্রতি প্রীতিবশতঃ তাঁহার এই মূকত্বের শান্তিজন্য প্রতিক্রিয়া করিতে পারেন, তাহাহইলে, আমার কি না করেন।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, তখন রাজা সেই ব্রাহ্মণকে কহিলেন, এবিষয়ে মূকত্বের শান্তি জন্য কীদৃশী ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করা যাইতে পারে?

ব্রাহ্মণ কহিলেন, ভূপ! আপনার আদেশানুসারে সারস্বতীনাম্নী যাগক্রিয়া করিব। নাগ-রাজদুহিতার বাক্‌শক্তিপ্রবর্ত্তন জন্য আপনার পত্নী ঋণ হইতে মুক্ত হউন।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, অনন্তর সেই দ্বিজোত্তম তদর্থ সারস্বতীনাম্নী যাগক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হইয়া, সমাহিত চিত্তে সারস্বত সূক্ত সকল জপ করিতে লাগিলেন। তখন নাগরাজদুহিতার বাক্‌শক্তি পুনঃ প্ররোহিতা হইলে, গর্গ তাঁহাকে কহিলেন, তোমার সখীর স্বামী এই অতিদুষ্কর উপকার করিলেন। নন্দা এই বিষয় অবগত হইয়া, শীঘ্রগতি পুরে আগমন ও আপনার সখী রাজ্ঞীকে আলিঙ্গন করিলেন এবং রাজাকে কল্যাণবাক্যে মধুর স্বরে বারম্বার স্তব করিয়া, আসনপরিগ্রহ-পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, বীর! আপনি অধুনা আমার যে উপকার করিলেন, তদ্দ্বারা আমার হৃদয় আকৃষ্ট হইয়াছে। অতএব যাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। নরাধিপ! আপনার ঔরসে মহাবীর পুত্র জন্মগ্রহণ করিবেন। তাঁহার চক্র সমগ্র ভুবনে অপ্রতিহত হইবে। সেই পুত্র সর্ব্বশাস্ত্রার্থ-তত্ত্বে সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিবেন, ধর্ম্মানুষ্ঠানতৎপর হইবেন, পরমবুদ্ধি অধিকার করিবেন এবং মন্বন্তরের ঈশ্বর ও মনু হইবেন। নাগরাজদুহিতা তাঁহাকে এইপ্রকার বর দিয়া, সেই সখীকে আলিঙ্গন করিয়া, পাতালে গমন করিলেন।

এদিকে পত্নীর সহিত বিহার ও প্রজা পালন করিতে করিতে, রাজার বহুকাল অতীত হইল। তখন সেই মহাত্মা রাজার পত্নীর গর্ভে, পৌর্ণমাসীতে সম্পূর্ণমণ্ডল চন্দ্রের ন্যায়, সর্ব্বলোকমনোহর পুত্র জন্মগ্রহণ করিল।

সেই মহাত্মার জন্ম হইলে, প্রজালোকের আমোদের সীমা রহিল না। দেবদুন্দুভি সকল নিনাদিত ও পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইল। মুনিগণ সমাগত হইয়া, তদীয় কমনীয় কলেবর ও ভাবী পবিত্র চরিত্র পর্য্যবলোকন করিয়া, তাঁহার নাম উত্তম রাখিলেন। তাঁহারা বলিলেন, এই পুত্র উত্তম বংশে উত্তম সময়ে উত্তম কলেবরে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এইজন্য উত্তমনামে বিখ্যাত হইবেন।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, উত্তমের সেই পুত্র উত্তমনামে বিখ্যাত মনু হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রভাব বলিতেছি, শ্রবণ করুন। উত্তমের ইতিবৃত্ত ও উত্তমের জন্মকথা প্রতিদিন শ্রবণ করিলে, কস্মিন্ কালে বিদ্বেষভাজন হইতে হয় না। যে ব্যক্তি ইহা শ্রবণ বা পাঠ করে, তাহার কখন পুত্র, কলত্র, মিত্র, এই সকল বাঞ্ছিত বস্তুর সহিত বিয়োগ ঘটে না। ব্রহ্মন্! তদীয় মন্বন্তর বলিতেছি, শ্রবণ করুন। সেই মন্বন্তরে যিনি ইন্দ্র এবং যাঁহারা দেবতা ও ঋষি হইয়াছিলেন, তাঁহাদের কথাও শুনুন।

ইতি উত্তমজন্ম নাম দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়।

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, এই প্রজাপতি উত্তমের অধিকৃত তৃতীয় মন্বন্তরে যাঁহারা দেবতা, ঋষি ও রাজা হইয়াছিলেন, তাহা আমি বলিতেছি, শ্রবণ করুন। এই মন্বন্তরে স্বধামা নামে দেবগণ প্রাদুর্ভূত হন। তাঁহারা স্বস্বনামের অন্বর্থতাসাধন করিয়াছিলেন। তদ্ব্যতীত, সত্যনামে অন্য দেবগণ আবির্ভূত হন। মুনিসত্তম! শিবনামে আর এক দেবগণের আবির্ভাব হইয়াছিল। তাঁহারা স্বরূপতঃ সাক্ষাৎ শিব এবং পাপবিনাশ করিতেন, এইরূপ বিখ্যাতি আছে। মুনিসত্তম! প্রতর্দ্দন নামে আর এক দেবগণ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ঔত্তম মন্বন্তরে ইহাঁরা চতুর্থ গণ বলিয়া কথিত হয়েন। তদ্ব্যতীত, দেবতাদের আর এক গণের আবির্ভাব হয়। তাঁহাদের নাম বশবর্ত্তী। এই পঞ্চ দেবগণ সকলেই যজ্ঞভুক্ বলিয়া বিখ্যাত। এই মন্বন্তরে সর্ব্বসমেত দ্বাদশ দেবগণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাহাঁদের ইন্দ্রের নাম সুশান্তি। এই মহাভাগ সুশান্তি শত যজ্ঞের আহরণপূর্ব্বক ত্রৈলোক্যে সর্ব্বোপরি কর্ত্তৃত্ব করেন। উপসর্গ সকলের বিনাশ জন্য যাহাঁর নামাক্ষরবিভূষিত গাথা অদ্যাপি মানুষেরা গান করিয়া থাকে। সকল লোকের কমনীয় এই দেবরাজ সুশান্তি উল্লিখিত শিব, সত্য ও বশবর্ত্তী প্রভৃতি দ্বাদশ দেবগণের সহিত মিলিত হইয়া, পরমশান্তি প্রদান করেন। এই মনুর অজ, পরশুচি ও দিব্যনামে যে সকল পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারা সকলেই মহাবল পরাক্রান্ত, সকলেই বিখ্যাত এবং সকলেই ত্রিদশসদৃশ। সেই পরমতেজস্বী মনুর মন্বন্তর যতদিন ছিল, ততদিন তাঁহার পুত্রপৌত্রাদিক্রমে বংশপরম্পরা নরপতিপদে অধিরূঢ় হইয়া, সমগ্র পৃথিবী পালন করিয়াছিলেন। সকলের শ্রেষ্ঠ এই মহাত্মার সপ্ত পুত্রই স্বকীয় তপস্তেজ সহায়ে তদীয় অন্তরে সপ্ত ঋষি হইয়াছিলেন।

আমি এই তোমার নিকট তৃতীয় মন্বন্তর কীর্ত্তন করিলাম। অনন্তর তামসনামক মনুর অন্তরকে চতুর্থ মন্বন্তর বলিয়া থাকে। এই মনু ইতরযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া, স্বীয় যশে সমুদায় জগৎ বিদ্যোতিত করিয়াছিলেন। তাহাঁর জন্মবৃত্তান্ত বলিতেছি, শ্রবণ কর। মনু প্রভৃতি এই মহাত্মাগণের সকলেরই জন্ম, চরিত্র এবং প্রভাব ইন্দ্রিয়ের অতীত বলিয়া জানিবে।

ইতি ঔত্তমমন্বন্তর নাম ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়।

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, পৃথিবীতে স্বরাষ্ট্র নামে বিখ্যাত বীর্য্যবান্ এক রাজা ছিলেন। সংগ্রামে কখন তিনি পরাজিত হন নাই। তিনি অনেক যজ্ঞ করিয়াছিলেন এবং পরমজ্ঞানশালী ছিলেন। মন্ত্রিকর্ত্তৃক আরাধিত হইয়া ভগবান্ ভাস্কর তাঁহাকে অতি দীর্ঘ আয়ু প্রদান করেন। তাঁহার পত্নীর সংখ্যা একশত। তাঁহারা সকলেই সকল লোকের প্রশংসাভাজন ছিলেন। কিন্তু তিনি যেমন দীর্ঘায়ু হইয়াছিলেন, তাঁহার পত্নীরা তদ্রূপ দীর্ঘায়ু হইতে পারেন নাই। এইজন্য কালসহকারে তাঁহারা নিধন প্রাপ্ত হন এবং তাঁহার ভৃত্য, মন্ত্রী ও অন্যান্য পরিজনবর্গও ঐরূপ অল্পায়ু বশতঃ কালধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়াছিল। তন্নিবন্ধন মনে উদ্বেগের সঞ্চার হওয়াতে, অনুদিন বীর্য্যহীন হইতে লাগিলেন। বীর্য্যহীন দেখিয়া পরম অন্তরঙ্গ ভৃত্যগণ তাঁহাকে ত্যাগ করিল। তিনি অতিমাত্র দুঃখিত হইয়া উঠিলেন। তদবস্থায় বিমর্দ্দনামে এক জন বিপক্ষ তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিল। রাজ্যচ্যুত হওয়াতে, তিনি নির্ব্বিণ্ণ হৃদয়ে বনে গমন করিয়া, বিতস্তানদীর তীরদেশে আশ্রয় পূর্ব্বক তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলেন। গ্রীষ্মকালে পঞ্চতপা, শীতকালে জলশায়ী হইয়া, আহার ত্যাগ করিয়া, তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলে, বর্ষাকালে মেঘ সকল অনবরত বর্ষণ করাতে, প্রতি-দিনই পৃথিবী জলে প্লাবিত হইতে লাগিলেন। ঘোর গভীর অন্ধকারে সমুদায় যেন অনুলিপ্ত হইলে, পূর্ব্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ বা উত্তর কোন দিক্ই আর কেহই জানিতে পারিল না। অনন্তর অতিমাত্র জলপ্লাবন হওয়াতে, নরপতি অতীববেগশালী সলিলপ্রবাহে অনায়ত্ত হইয়া ভাসিয়া যাইতে লাগিলেন। প্রার্থনা করিয়াও, তটভূমি প্রাপ্ত হইলেন না। দূরে ভাসিয়া গিয়া, তিনি জলমধ্যে এক মৃগীকে প্রাপ্ত হইলেন এবং তাহারই পুচ্ছ ধারণ করিলেন। অনন্তর সেই পুচ্ছকেই ভেলাস্বরূপ করিয়া, তদ্দ্বারা বাহিত হইয়া যাইতে লাগিলেন। অন্ধকারে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া, পরে তটভূমি প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহাকে তৎকালে অতিমাত্র দুস্তর ও বিস্তারবিশিষ্ট পঙ্ক উত্ত-রণ করিতে হইয়াছিল। সেই মহাভাগ নরপতি তপঃপ্রভাবে কৃশ ও শিরামাত্রসার হইয়াছিলেন; সুতরাং পুচ্ছদেশে লগ্ন হইলে, হরিণী তাঁহাকে সেই অন্ধকারে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। তিনি কৃষ্যমাণ হইয়া, অতি রমণীয় বন প্রাপ্ত হইলেন। তৎকালে অন্ধকারে ভ্রমণ করিতে করিতে, হরিণীর পুচ্ছদেশ স্পর্শ করিয়া, তজ্জনিত অতিমাত্র হর্ষ লাভ করিলেন এবং তদীয় মন কামবেগে আকৃষ্ট হইয়া উঠিল। এইরূপে অনুরাগের সঞ্চার হওয়াতে, তিনি তৎপর চিত্তে মৃগীর পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিতে লাগিলেন। মৃগী তাহা জানিতে পারিয়া, সেই বনমধ্যে রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, কিজন্য আপনি কম্পিত হস্তে আমার পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিতেছেন? রাজন্! কার্য্যের গতি বিপরীত রূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। সত্য বটে, আপনার মন অস্থানে সঙ্গত হয় নাই এবং আমিও আপনার অগম্যা নহি। কিন্তু এই লোল আপনার সঙ্গমে আমার ব্যাঘাত করিতেছে।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, নরপতি মৃগীর এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া, কৌতূহলান্বিত হইয়া, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মৃগী! তুমি কে? কিরূপেই বা মানুষের ন্যায়, কথা বলিতেছ? লোলই বা কে, যে তোমার সঙ্গমে আমার বিঘ্ন করিতেছে?

মৃগী কহিল, ভূপ! আমি পূর্ব্বে আপনার দয়িতা ভার্য্যা ছিলাম। আমার নাম উৎপলা-বতী। আমি দৃঢ়ধন্বার দুহিতা। আপনার যে সকল মহিষী ছিল, তাহার মধ্যে আমিই সকলের প্রধানা ছিলাম।

রাজা কহিলেন, তুমি এমন কি কর্ম্ম করিয়াছ, যাহার প্রভাবে তোমার ঈদৃশ যোনি সংঘটন হইল? দেখ, তুমি পতিব্রতা ও ধর্ম্মপরায়ণা ছিলে। তবে কিরূপে এইরূপ হইলে?

মৃগী কহিল, আমি পিতৃগৃহে অবস্থিতিকালে সখীগণের সহিত অরণ্যবিহারে গমন করিয়া, তথায় দর্শন করিলাম, এক মৃগ মৃগীর সহিত সমাগত হইয়াছে। তখন আমি সমীপবর্ত্তিনী হইয়া, মৃগীকে তাড়না করিলাম। মৃগী আমার ভয়ে অন্যত্র গমন করিল। ইহাতে মৃগ ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল, মূঢ়ে! তুমি কিজন্য এরূপ মত্তা হইয়া উঠিয়াছ? ধিক্ তোমার ঈদৃশ দুঃশীলতায়! দেখ, তুমি আমার এই আধানকাল বিফল করিলে?

সে মানুষের ন্যায় বাক্যে এইরূপ কহিলে, আমি শুনিয়া, ভীতা হইয়া, বলিলাম, তুমি কে, ঈদৃশী যোনি প্রাপ্ত হইয়াছ? তখন সে কহিল, আমি নির্বৃতি-চক্ষু-নামক ঋষির পুত্র, নাম সুতপা। মৃগীতে অভিলাষ হওয়াতে, মৃগ হইয়া, প্রেমভরে ইহার অনুগত হইয়াছিলাম। এই মৃগীও বন মধ্যে আমার কামনা করিয়াছিল। দুষ্টে! তুমি তাহার সহিত আমার বিয়োগ সঙ্ঘটিত করিলে। এইজন্য তোমাকে আমি শাপ দিব।

আমি কহিলাম, মুনে! না জানিয়াই এই অপরাধ করিয়াছি। অতএব প্রসন্ন হউন; আমাকে আর শাপ দিবেন না। রাজন্! আমি এইপ্রকার কহিলে, তিনিও বলিলেন, যদি তোমাকে আত্মদান করিতে পারি, তাহাহইলে, আর শাপ দিব না। আমি কহিলাম, আমি মৃগী নহি। আপনি মৃগরূপ ধারণ করিয়া, অরণ্যমধ্যে অন্য মৃগী লাভ করিতে পারিবেন। অতএব আমাতে অনুরাগবদ্ধ হইবেন না।

এই কথা কহিলে, রোষভরে তাঁহার লোচনযুগল অরুণভাতি ধারণ করিল। তখন প্রস্ফুরিত অধরে আমারে কহিলেন, তুমি বলিলে, আমি মৃগী নহি। অতএব মূঢ়ে! তুমি মৃগীই হইবে।

তখন আমি অতিমাত্র ব্যথিতা হইয়া, তাঁহাকে প্রণাম করিলে, তিনি যদিও অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন; কিন্তু তৎক্ষণে স্বরূপ ধারণ করিলেন। আমি বারম্বার বলিতে লাগিলাম, প্রসন্ন হউন। আমি বালিকা; কি বলিলে, কি হয়, তাহা জানি না। সেইজন্যই এইরূপ কহিয়াছি। পিতা না থাকিলেই, স্ত্রীজাতি স্বয়ং পতিংবরা হইয়া থাকে। কিন্তু মুনিসত্তম! পিতা সত্ত্বে আমি কিরূপে স্বয়ং পতিবরণ করিব? অথবা, আমি অপরাধিনী হইয়াছি। সেইজন্য পদযুগলে প্রণাম করিতেছি; প্রসন্ন হউন। প্রসাদ ও ক্রোধ উভয় বিষয়েই আপনার অসীম ক্ষমতা আছে। আমি পুনরায় প্রণাম করিতেছি। অতএব, প্রসন্ন হউন, প্রসন্ন হউন।

এইরূপে বারম্বার কাতরোক্তি করিলে, সেই মুনিপুঙ্গব আমারে কহিলেন, আমি যে কথা বলিয়াছি, তাহা কদাচ অন্যথা হইবে না। তোমাকে মরণান্তর অন্য জন্মে এই বনে মৃগী হইতে হইবে। ভাবিনি! মহর্ষি সিদ্ধবীর্য্যের পুত্র মহাবাহু লোল সেই মৃগী অবস্থায় তোমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবেন। তুমি জাতিস্মরা হইবে। অতএব গর্ভ উপস্থিত হইলে, তুমি স্মৃতিলাভ করিয়া, মানুষের ন্যায় কথা কহিতে পারিবে। অনন্তর লোল জন্মিলে, পতি কর্ত্তৃক অর্চ্চিতা হইয়া, মৃগীযোনি পরিহার করিবে এবং দুষ্কৃতকারী পুরুষগণের অপ্রাপ্য লোকসকল প্রাপ্ত হইবে। মহাবীর্য্য লোলও পিতার শত্রুদিগকে বিনাশ ও সমগ্র মেদিনী জয় করিয়া, পরে মনু হইবেন।

এইরূপে আমি অভিশপ্তা হইয়া, মরণান্তর এই মৃগীযোনি লাভ করিয়াছি। আপনার সংস্পর্শে আমার জঠরে গর্ভও সম্ভূত হইয়াছে। এইজন্যই বলিতেছি, আপনার মন অস্থানে সক্ত হয় নাই এবং আমিও আপনার অগম্যা নহি। কিন্তু এই গর্ভস্থ লোল আমার বিঘ্ন করিতেছে।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, এইপ্রকার কথিত হইলে, সেই রাজা নিরতিশয় আহ্লাদিত হইয়া চিন্তা করিলেন, আমার পুত্র শত্রু সকল জয় করিয়া পৃথিবীতে মনু হইবেন। অনন্তর মৃগী সেই সর্ব্ব-সুলক্ষণসম্পন্ন পুত্র প্রসব করিল। পুত্র ভূমিষ্ঠ হইলে, সর্ব্বভূত হর্ষাবিষ্ট হইল। বিশেষতঃ, সেই মহাবল পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে, রাজা অতিমাত্র আনন্দ অনুভব করিলেন। ঐ সময়ে মৃগী

শাপমুক্তা হইয়া, অনুত্তম লোক সকল প্রাপ্তা হইল। অনন্তর ঋষিগণ সকলে সমবেত হইয়া, সেই মহানুভব পুত্রের ভাবিনী সমৃদ্ধি পর্য্যবলোকন করিয়া, এইরূপ নাম রাখিলেন, ইনি তামসী যোনিতে পতিতা মাতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে লোক সকলও তামসপ্রকৃতি হইয়া উঠিয়াছে। এইজন্ত ইহাঁর নাম তামস হইবে। মুনিসত্তম! অনন্তর সেই তামস পিতা কর্ত্তৃক বনমধ্যে সংবর্দ্ধিত হইয়া, বুদ্ধির উদয় হইলে, তাঁহাকে কহিলেন, আপনি কে? আমিই বা কে? কিরূপেই বা আপনার পুত্র হইলাম? আমার মাতাই বা কে? কিজন্তই বা আপনি আগমন করিয়াছেন? এই সমুদায় সত্য করিয়া আমাকে বলুন।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, তখন মহাবাহু জগতীপতি পিতা, পুত্রের নিকট আপনার রাজ্যচ্যুতি প্রভৃতি যাবতীয় ঘটনা আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিলেন। সমুদায় শুনিয়া তিনি ভগবান্ ভাস্করের আরাধনা করিয়া, সংহারসমেত যাবতীয় দিব্য অস্ত্র প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর কৃতাস্ত্র হইয়া, অরাতিদিগকে জয় ও পিতার অন্তিকে আনয়ন করিয়া, তদীয় অনুজ্ঞানুসারে পুনরায় সকলকেই ছাড়িয়া দিলেন। এ দিকে, তদীয় পিতা পুত্রমুখসুখ দর্শন করিয়া, কলেবরপরিহারপুরঃসর তপস্তা ও যজ্ঞবলে অর্জ্জিত স্বকীয় লোক সমস্ত প্রাপ্ত হইলেন। নরপতি তামস সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়া, তামসনামা মনু হইলেন। তাঁহার অন্তর শ্রবণ কর। সেই মন্বন্তরে দেবগণ, রাজগণ, ঋষিগণ, ইন্দ্র এবং সেই মনুর যে সকল পুত্র পৃথিবীপাল হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলেরও কথা বলিব। এই মন্বন্তরে সত্য, সুধী ও হরি প্রভৃতি নামক সপ্তবিংশতি দেবগণ প্রাদুর্ভূত হন। মহাবল, মহাবীর্য্য, শতযজ্ঞের আহর্ত্তা শিখি ঐ সকল দেবগণের ইন্দ্র হইয়াছিলেন। আর, জ্যোতির্ধামা, পৃথু, কাব্য, চৈত্র, অগ্নি বলক পীবর এই সাতজন সপ্তর্ষিপদ অধিকার করেন। নর, ক্ষান্তি, শান্ত, দান্ত, জানু, জঙ্ঘা ইত্যাদি তাঁহার পুত্র। সকলেই সুমহাবল এবং সকলেই রাজা হইয়াছিলেন।

ইতি তামসমন্বন্তর নাম চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়।

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, ব্রহ্মন্! পঞ্চম মনু রৈবতনামে বিখ্যাত। তাঁহার উৎপত্তি বিস্তারক্রমে বলিতেছি, শ্রবণ কর।

ঋতবাক্ নামে বিখ্যাত মহাভাগ ঋষি ছিলেন। তাঁহার পুত্র হয় নাই। পরে রেবতীনক্ষত্রের অন্তে এক পুত্র হইল। তিনি সেই পুত্রের বিধিবৎ জাতকর্ম্মাদিক ক্রিয়া এবং উপনয়নাদিও যথাক্রমে সম্পাদন করিলেন। পুত্র অসচ্চরিত্র হইয়া উঠিল। এদিকে সে জন্মিয়া অবধি, ঋষি দীর্ঘরোগ প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার পত্নীও প্রসব করিয়া অবধি কুষ্ঠরোগাদি-পীড়িতা হইয়া, পরম আর্ত্তি ভোগ করিতে লাগিলেন। তখন ঋষি দুঃখিত হইয়া, চিন্তা করিতে লাগিলেন, এ কি হইল! ঐ সময়ে তাঁহার সেই অত্যন্তদুর্ম্মতি পুত্র অপর মুনিপুত্রের প্রিয়তমা ভার্য্যাকে পরিগ্রহ করিল। তদ্দর্শনে ঋতবাক্ বিষণ্ণমনা হইয়া, বলিতে লাগিলেন, পুত্র না হওয়া মনুষ্যের বরং ভাল; কুপুত্র হওয়া নিতান্ত অমঙ্গলের কারণ। যেহেতু, কুপুত্র সর্ব্বদা পিতা ও মাতা উভয়ের আয়াস সমুৎপাদন করে এবং স্বর্গস্থিত স্বকীয় পিতৃপুরুষদিগকে অধঃপাতিত করিয়া থাকে। তাহার দ্বারা সুহৃদ্গণের উপকার হয় না; পিতৃগণেরও তৃপ্তি জন্মে না এবং পিতা মাতার নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ উৎপন্ন হয়; সুতরাং, তাদৃশ দুষ্কৃতকর্ম্মা পুত্রের জন্মে ধিক্! তাহারাই ধন্ত, যাহাদের পুত্রগণ সকল লোকেরই নিরতিশয় সম্মানভাজন এবং সর্ব্বদা শান্তির অনুসরণপূর্ব্বক পরের উপকার ও নিয়মানুসারে সাধুকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে। কুপুত্রের সংসর্গবশতঃ আমা-

দের জন্য যেমন সর্ব্বথা পশু ও শান্তিলেশপরিশূন্য, সেইরূপ পরলোকপরাঙ্মুখ বলিয়া, নরকের হেতু; কোনমতেই সদগতির নিমিত্ত নহে। কুপুত্র সুহৃদগণের দৈন্য, বিপক্ষগণের হর্ষ ও পিতা মাতার অকাল জরা উপস্থাপিত করে।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, এইরূপে মহর্ষি ঋতবাক্ অত্যন্তদুষ্টস্বভাব পুত্রের চরিত্রে দহ্যমানচিত্ত হইয়া, গর্গকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি যথাবিধানে ব্রতবিধানপূর্ব্বক বেদ সকল গ্রহণ ও যথাবিধি তৎসমস্ত সমাপন করিয়া, দারপরিগ্রহ করিয়াছি। অনন্তর সপত্নীক হইয়া, শ্রৌত, স্মার্ত্ত ও বষট্-ক্রিয়া প্রভৃতি কর্ত্তব্য ক্রিয়া সকল সম্পাদন করিয়াছি। অয়ি মহামুনে! এ পর্য্যন্ত আমি কোন ক্রিয়াই অঙ্গহীন করিয়া, সম্পন্ন করি নাই। বলিতেকি, আমি পুন্নামনরকভয়ে আক্রান্ত হইয়া, গর্ভাধানবিধিক্রমে এই পুত্রের জন্মদান করিয়াছি; কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য নহে। অতএব এই পুত্র আপনার দোষে, কি, আমার দোষে দুঃশীল হইয়া, আমাদের দুঃখ সমুদ্ভাবন ও বন্ধুগণের শোক সংঘটন পূর্ব্বক জন্ম গ্রহণ করিল?

গর্গ কহিলেন, মুনিশ্রেষ্ঠ! তোমার এই পুত্র রেবতীর অন্তে জন্মিয়াছে। যেহেতু, ঐরূপ দূষিত সময়ে জন্ম হইয়াছে, সেইহেতু, তোমার দুঃখের নিমিত্তীভূত হইয়াছে। নতুবা, তোমার বা ইহার অথবা ইহার জননীর, কিম্বা তোমার বংশের কোনপ্রকার অপচার নাই। একমাত্র রেবতীর অন্তদশাই ইহার দুঃশীলতার হেতুরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে।

ঋতবাক্ কহিলেন, যেহেতু, আমার একমাত্র পুত্র রেবতীর অন্তদশাজনিত দুঃশীলতাদোষে আক্রান্ত হইয়াছে, সেইহেতু, রেবতীর আশু পতন হউক।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, তিনি এইপ্রকার শাপ প্রদান করিলে, রেবতীনক্ষত্র পতিত হইল। সকল লোক বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে এই ব্যাপার দেখিতে লাগিল। কুমুদপর্ব্বতের সমন্তাৎ রেবতীনক্ষত্র সহসা পতিত হইয়া, সমুদায় বন, কন্দর ও নির্ঝর উদ্ভাসিত করিয়া তুলিল। তদীয় পতন-প্রযুক্ত তদবধি কুমুদপর্ব্বতের নাম রৈবতক হইল। তন্নিবন্ধন, এই ভূধর সমুদায় পৃথিবীর মধ্যে অতীব রমণীয়। সেই নক্ষত্রের যে কান্তি পঙ্কজিনীরূপে প্রাদুর্ভূত হইল, তাহা হইতে অতীব সুশোভন-রূপশালিনী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করিল। অয়ি ভাগুরে! মহর্ষি প্রমোচ রেবতীর কান্তি-সম্ভূতা সেই কন্যাকে দর্শন করিয়া, তাঁহার নাম রেবতী রাখিলেন। ঐ কন্যা তাঁহার আশ্র-মের সান্নিধ্যে জন্মিয়াছিল। মহাভাগ প্রমোচ তাহাকে সেই মহাচলেই পোষণ করিতে লাগি-লেন। ঐ কন্যা যৌবনসীমায় পদার্পণ করিয়া, সমধিক রূপবতী হইলে, ঋষি দর্শন করিয়া, ভাবিতে লাগিলেন, না জানি, কোন্ ব্যক্তি ইহার ভর্ত্তা হইবেন। এইরূপ চিন্তাপ্রসঙ্গে তাঁহার বহুকাল অতীত হইয়া গেল। তথাপি, সেই মহামুনি কন্যার সদৃশ বর লাভ করিতে পারিলেন না। অনন্তর তিনি অগ্নিশালায় প্রবেশ করিয়া, এ বিষয় জানিতে ইচ্ছুক হইলে, স্বয়ং হুতাশন তাঁহারে কহিলেন, দুর্গম নামে মহাবল, মহাবীর্য্য, প্রিয়ভাষী, ধর্ম্মবৎসল মহীপতি ইহার ভর্ত্তা হইবে।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, অনন্তর সেই নরপতি ধীমান্ দুর্গম মৃগয়াপ্রসঙ্গে তদীয় আশ্রমপদে আগমন করিলেন। তিনি প্রিয়ব্রতের বংশোদ্ভব ও মহাবল পরাক্রান্ত এবং রাজা বিক্রমশীলের ঔরসে কালিন্দীর জঠরে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। সেই জগতীপতি আশ্রমপদে প্রবেশ করিয়া, ঋষিকে দেখিতে না পাইয়া, সেই তন্বঙ্গীকে প্রিয়াসম্ভাষণে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবান্ মুনিপুঙ্গব এই আশ্রম হইতে কোথায় গমন করিয়াছেন? আমি তাঁহাকে প্রণাম করিতে ইচ্ছা করি। অতএব শোভনে! তিনি কোথায় বল?

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, ঋষি তখন অগ্নিশালায় ছিলেন। রাজার কথা ও প্রিয়াসম্ভাষণ শ্রবণ করিয়া, সত্বরে বাহির হইয়া আসিলেন এবং সম্মুখেই নরেন্দ্রলক্ষণলক্ষিত মহাত্মা দুর্গমকে অব-লোকন করিলেন। তিনি বিনয়ভরে অবনত হইলেন। তাঁহাকে দর্শন করিয়া, ঋষি আপনার শিষ্য গৌতমকে কহিলেন, গৌতম! তুমি শীঘ্র এই রাজার জন্য অর্ঘ্য আনয়ন কর। একেইত এই

রাজা বহুকালের পর আসিয়াছেন। বিশেষে, আমার জামাতা। অতএব আমার মতে অর্ঘ্যদানের যোগ্যপাত্র।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, তখন রাজা ভাবিতে লাগিলেন, কিজন্য আমাকে জামাতা বলা হইল। ভাবিয়া কিছুই অবধারণ করিতে না পারিয়া, অগত্যা মৌনী হইয়া, অর্ঘ্য গ্রহণ করিলেন। তিনি অর্ঘ্যগ্রহণান্তর আসন পরিগ্রহ করিলে, মহামুনি তাঁহাকে স্বাগতবাদসহকারে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, আপনার গৃহে কুশল ? অয়ি নরেশ্বর! আপনার কোষ, বল, মিত্র, ভৃত্য ও অমাত্য সকলেরও মঙ্গল? মহাবাহো! যাহাতে এই সকল প্রতিষ্ঠিত আছে, তোমার সেই আত্মাও কুশলে আছে? তোমার এই পত্নী সর্ব্বদা কুশলভোগ করিতেছেন। যেহেতু, তুমি ইহাঁরে প্রিয়সম্ভাষণাদি দ্বারা সমধিক আপ্যায়িত করিলে। সেইহেতু আমি ইহাঁর কুশল জিজ্ঞাসা আর কি করিব? তবে তোমার অন্যান্য পত্নীগণের কুশল জিজ্ঞাসা করিতেছি।

রাজা কহিলেন, ভগবন্! আপনার প্রসাদে আমার কোন বিষয়েই অকুশল নাই। এক্ষণে আমার কৌতূহল জন্মিয়াছে, এই বনে আমার পত্নী কে?

ঋষি কহিলেন, যিনি ত্রিভুবনের মধ্যে সুন্দরী, সেই পরমমহাভাগা বরারোহা রেবতী আপনার ভার্য্যা। আপনি কি তাঁহাকে জানেন না?

রাজা কহিলেন, সুভদ্রা, শান্ততনয়া, কাবেরীতনয়া, সুরাষ্ট্রজা, সুজাতা, কদম্বা, বরূথজা, বিপাঠা ও নন্দিনী, ইহাঁরাই আমার ভার্য্যা, গৃহে আছেন, জানি। তদ্ভিন্ন, রেবতীকে জানি না। ইনি কে?

ঋষি কহিলেন, ভূপাল! আপনি যে বরবর্ণিনীকে প্রিয়া বলিয়া এইমাত্র সম্বোধন করিলেন, তিনিই আপনার শ্লাঘ্যা গৃহিণী। আপনি কি ভুলিয়া গেলেন?

রাজা কহিলেন, মুনে! আপনি সত্য বলিয়াছেন। কিন্তু আমার কোনরূপ দুষ্ট ভাব নাই। অতএব প্রার্থনা করিতেছি, আমার প্রতি আপনি রুষ্ট হইবেন না।

ঋষি কহিলেন, মহারাজ! সত্যই বলিতেছেন, আপনার কোনরূপ দুষ্ট ভাব নাই। আপনি অগ্নির প্রেরণাবশম্বদ হইয়াই, এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। রাজন্! আমি অগ্নিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, কোন্ ব্যক্তি ইহার ভর্ত্তা হইবেন। তিনি কহিলেন, আপনিই অদ্য ইহার ভর্ত্তা হইবেন। অতএব আমি আপনাকে কন্যাদান করিলাম; আপনি গ্রহণ করুন। দেখুন, আপনিও ইহাকে প্রিয়া বলিয়া আমন্ত্রণ করিয়াছেন। অতএব কিজন্য আর বিচার করিতেছেন?

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, তিনি এইরূপ কহিলে, রাজা মৌনী হইয়া রহিলেন। তখন ঋষি সেই কন্যার বৈবাহিক বিধি সমাধানার্থ উদ্যত হইলেন। মহামুনে! পিতা বিবাহ দিবার জন্য উদ্যত হইলে, সেই কন্যা প্রশ্রয়াবনত বদনে তাঁহাকে যৎকিঞ্চিৎ কহিলেন, তাত! আপনি যদি আমার প্রতি প্রীতিমান হইয়া থাকেন, তাহাহইলে, প্রসন্ন হউন। প্রসন্ন হইয়া, রেবতীনক্ষত্রে আমার বিবাহ দিন।

ঋষি কহিলেন, ভদ্রে! চন্দ্রের সহিত একযোগে অবস্থিত সেই রেবতীনক্ষত্রের পতন হইয়াছে। অয়ি সুভ্রু! তোমার বিবাহের অন্যান্য অনেক নক্ষত্র আছে।

কন্যা কহিলেন, তাত! সেই নক্ষত্র ব্যতিরেকে কাল বিফল বলিয়া, আমার প্রতিভাত হইতেছে। বিফল কালে মাদৃশী কন্যার বিবাহ কিরূপে হইতে পারে?

ঋষি কহিলেন, ঋতবাক্ নামে বিখ্যাত তপস্বী রেবতীর প্রতি জাতক্রোধ হইয়াছিলেন। সেই ক্রোধেই তিনি তাঁহাকে নিপাতিত করিয়াছেন। আমিও এদিকে ইহাঁর নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, এই মদিরেক্ষণা আপনার ভার্য্যা। অতএব তুমি যদি বিবাহে অমত কর, তাহাহইলে, আমার বড়ই সঙ্কট দেখিতেছি।

কন্যা কহিলেন, তাত! সেই ঋষি ঋতবাক্ কি এইরূপ তপস্যা করিয়াছেন? আমার পিতা আপনি কি সেরূপ তপস্যা করেন নাই? তবে কি আমি অধম ব্রাহ্মণের কন্যা?

ঋষি কহিলেন, বালে! তুমি ব্রহ্মবন্ধুর কন্যা নহ এবং সামান্য তপস্বিরও পুত্রী নহ। তুমি আমার কন্যা; যে আমি অন্য দেবগণের সৃষ্টি করিতে ক্ষমবান্।

কন্যা কহিলেন, যদি আমার পিতা বাস্তবিকই তপস্বী হন, তাহাহইলে, কিজন্য রেবতীকে পুনরায় অন্তরিক্ষে সমারোহিত করিয়া, সেই নক্ষত্রে আমার বিবাহ দিতেছেন না?

ঋষি কহিলেন, ভদ্রে! তাহাই হইবে। তোমার কল্যাণ হউক। তুমি প্রীতিমতী হও। আমি তোমার জন্য রেবতীকে পুনরায় চন্দ্রমার্গে আরোপিত করিব।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, দ্বিজোত্তম! অনন্তর মহর্ষি প্রমোচ রেবতী নক্ষত্রকে তপঃপ্রভাবে পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায়, চন্দ্রের সহিত সংযোজিত করিলেন। পরে বিধানানুসারে মন্ত্রপ্রয়োগপুরঃসর দুহিতার বিবাহ সমাহিত করিয়া, প্রীতিমান্ হইয়া, পুনরায় জামাতাকে কহিলেন, ভূপাল! আমি তোমাকে কিরূপ যৌতুক দিব, বল। আমার তপস্যা কোনরূপে প্রতিহত হয় না। অতএব দুর্লভ হইলেও, তোমাকে দান করিব।

রাজা কহিলেন, মুনে! আমি স্বায়ম্ভুব মনুর বংশে উৎপন্ন হইয়াছি। সেইজন্য, আপনার প্রসাদাৎ আমি এরূপ পুত্র প্রার্থনা করি, সে যেন মনু হয়।

ঋষি কহিলেন, তোমার এই কামনা পূর্ণ হইবে। রাজন্! তোমার পুত্র মনু হইয়া, সমগ্র মেদিনী ভোগ করিবে এবং ধর্ম্মজ্ঞ হইবে।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, তখন রাজা রেবতীকে লইয়া, স্বকীয় পুরে প্রস্থান করিলেন। সেই রেবতীর গর্ভে তাঁহার পুত্র উৎপন্ন হইল। সেই পুত্রই রৈবত মনু হইয়াছিলেন। রৈবত মনু যেমন যাবতীয় মানবধর্ম্মে অলঙ্কৃত ও সকলের অপরাজিত, সেইরূপ বেদবিদ্যা ও অর্থশাস্ত্র এবং যাবতীয় শাস্ত্রার্থ পরিজ্ঞাত ছিলেন। ব্রহ্মন্! তদীয় মন্বন্তরে যে যে দেবতা, ঋষি ও রাজা এবং ইন্দ্র প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, বলিতেছি, সমাহিত হইয়া, শ্রবণ কর। দ্বিজ! এই মন্বন্তরে সুমেধানামক দেবগণ এবং বৈকুণ্ঠ ও অমিতাভনামে নরপতিগণ আবির্ভূত হন। ইঁহারা প্রত্যেকেই চতুর্দ্দশ গণে বিভক্ত। তন্মধ্যে, বিভু উল্লিখিত দেবগণচতুষ্টয়ের অধিপতি ইন্দ্র হইয়াছিলেন। তিনি একশত যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। হিরণ্যরোমা, বেদশ্রী, ঊর্দ্ধবাহু, বেদবাহু, সুধামা, পর্জ্জন্য এবং বেদবেদান্তপারগ মহাভাগ বশিষ্ঠ ইঁহারা রৈবতমন্বন্তরের সপ্তর্ষি। আর, বলবন্ধু, মহাবীর্য্য, সুযষ্টব্য ও সত্যকাদ্য অন্যান্য মহাত্মা রৈবতমনুর পুত্র। আমি তোমার নিকট আদি হইতে রৈবত পর্য্যন্ত যে সকল মনুর কথা বলিলাম, ইঁহারা সকলেই স্বায়ম্ভুব নামে বিখ্যাত। কেবল স্বারোচিষ মনু নহেন।

ইতি রৈবতমন্বন্তর নাম পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়।

ষট্সপ্ততিতম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, এই আমি তোমার নিকট পঞ্চ মন্বন্তর কীর্ত্তন করিলাম। অধুনা চাক্ষুষনামক ষষ্ঠ মন্বন্তর শ্রবণ কর। অন্য জন্মে পরমেষ্ঠীর চক্ষু হইতে ইঁহার জন্ম হয়। সেইজন্য বর্ত্তমান জন্মেও তাঁহার চাক্ষুষ নাম হইয়াছিল। মহাত্মা রাজর্ষি অনমিত্রের ভার্য্যা ভদ্রা এক পুত্র প্রসব করেন। ঐ পুত্র অতিশয় বিদ্বান্, শুচি, জাতিস্মর ও বিভাবসম্পন্ন। তিনি জন্মিলে, জননী তাঁহাকে নিজ উৎসঙ্গে স্থাপন করিয়া, উল্লাপনসহকারে আলিঙ্গন ও পুনরায় পরমপ্রীতিভরে উল্লাপন করিতে লাগিলেন। তিনি জাতিস্মর হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; সুতরাং, মাতার

ক্রোড়ে থাকিয়া, এই ব্যাপার অবলোকন করিয়া, হাস্য করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে জননী অতিমাত্র জাতক্রোধা হইয়া, কহিলেন, বৎস! আমি ভীতা হইয়াছি। যেহেতু, তোমার বদনে হাস্যের উদ্রেক হইয়াছে। এ কি! অকালে তোমার বোধোদয় হইয়াছে! তুমি কি কোনরূপ শোভন ঘটনা অবলোকন করিতেছ?

পুত্র কহিলেন, আপনি কি দেখিতেছেন না, সম্মুখে ঐ বিড়ালী আমাকে ভক্ষণ করিতে অভিলাষিণী হইয়াছে। আর ঐ দ্বিতীয়া জাতহারিণীও অন্তর্হিতা হইয়া রহিয়াছে। এ দিকে, আপনি পুত্র-প্রীতির বশবর্ত্তিনী ও নিরতিশয় অনুরাগিণী হইয়া, আমারে দর্শন করত বারম্বার বহুবিধ উল্লাপনসহকারে আলিঙ্গন করিতেছেন। তজ্জন্য আপনার পুলক সঞ্চারিত এবং স্নেহসম্ভূত অশ্রুসলিলে লোচন-যুগল কলুষিত হইয়া উঠিয়াছে। সেইজন্যই আমি হাস্য করিয়াছিলাম। ইহার কারণও শ্রবণ করুন।

এই বিড়ালী যেমন স্বার্থসাধন-তৎপরা হইয়া, প্রসক্ত নয়নে আমারে দর্শন করিতেছে, দ্বিতীয়া জাতহারিণীও তদ্রূপ অন্তর্দ্ধানগতা হইয়া, আমারে দেখিতেছে। ইহারা উভয়ে যেমন একমাত্র স্বার্থের জন্যই আমার উপরি স্নিগ্ধহৃদয়া হইয়াছে, সেইরূপ আপনিও একমাত্র স্বার্থের বশবর্ত্তিনী হইয়া, আমাকে এইরূপ আলিঙ্গনাদি করিতেছেন। ইহাই আমার স্পষ্ট প্রতীত হইয়াছে। তবে বিশেষ এই, এই মার্জ্জারী ও জাতহারিণী উভয়ে আমারে এখনই উপভোগ করিবার জন্য উদ্যতা হইয়াছে; কিন্তু আপনি ক্রমে ক্রমে উপভোগযোগ্য ফল কামনা করিতেছেন। দেখুন, আমি কে, আপনি তাহা জানেন না। আবার, আমি আপনার কোন উপকারই করি নাই। এ দিকে, আবার আপনার সহিত আমার অধিক দিনেরও সহবাসাদি হয় নাই। পাঁচ সাত দিন মাত্র পরস্পরের সংসর্গ ঘটিয়াছে। তথাপি, আপনি স্নেহের বশবর্ত্তিনী হইয়া, সাশ্রুলোচনে অকপট হৃদয়ে আমারে তাত! বৎস! ভদ্র! ইত্যাদি বাক্যে সম্বোধনপূর্ব্বক গাঢ়তর আলিঙ্গন করিতেছেন? এইজন্য আমি হাসিয়াছি।

মাতা কহিলেন, বৎস! আমি উপকারপ্রত্যাশায় তোমাকে আলিঙ্গন করি নাই; নৈসর্গিক প্রীতির বশবর্ত্তিনী হইয়াই এইরূপ করিয়াছি। তথাপি, তোমার যদি ইহাতে প্রীতি সঞ্চারিত না হয় এবং তজ্জন্য আমি যদি তোমার পরিত্যক্তা হই, তাহাহইলে, তোমা হইতে ভবিষ্যতে আমার যে স্বার্থলাভসম্ভাবনা, আমিও তাহা ত্যাগ করিলাম।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, এই বলিয়া, তিনি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া, সূতিকাগৃহ হইতে বহির্গতা হইলেন। যদিও তাঁহার অঙ্গ ও ইন্দ্রিয় সমস্ত তৎকালে স্বস্ব-কার্য্য-সাধন-শক্তি প্রাপ্ত হয় নাই; কিন্তু তাঁহার অন্তঃকরণ ও আত্মার কথায় দূরীভূত হইয়াছিল। জননী পরিত্যাগ করিবা-মাত্র, জাতহারিণী তখনি তাঁহাকে হরণ করিল। হরণ করিয়া, মহারাজ বিক্রান্তের মহিষী যাহাতে শয়ন করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাকে স্থাপন করিয়া, সেই রাজার তৎকালসম্ভূত পুত্রকে গ্রহণ করিল। তাহাকেও আবার অন্য গৃহে লইয়া গিয়া, এইরূপে স্থাপনপূর্ব্বক তাহার পুত্রকে গ্রহণ ও ভক্ষণ করিল। সেই জাতহারিণী ক্রমে ক্রমে তৃতীয় শিশুকে এইরূপে ভক্ষণ করিতে লাগিল। সে অতিমাত্র ঘৃণাশূন্যা। একটীর পর আর একটী শিশুকে হরণ করিয়া, তৃতীয়টীর বেলা ভক্ষণ করিয়া থাকে এবং অনুদিন পরস্পরের পরিবর্ত্তন করে।

যাহা হউক, রাজা বিক্রান্ত পরম আহ্লাদিত হইয়া, সেই পুত্রের ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কার সমা-হিত এবং বিধানানুসারে তাঁহার নামকরণ করিলেন। তাহাতে তাঁহার নাম আনন্দ হইল। অনন্তর কুমারের উপনয়নসংস্কার সম্পন্ন হইলে, গুরু তাঁহাকে কহিলেন, প্রথমে জননীর বন্দনা ও অভিবাদন কর। তখন কুমার গুরুর কথা শুনিয়া, হাস্য করিয়া কহিলেন, আমি জননী অথবা পালনী, কোন্ মাতার বন্দনা করিব?

গুরু কহিলেন, মহাভাগ! তোমার এই জন্মপ্রথমনন্দিনী জননীর বন্দনা কর। যিনি রাজা বিক্রান্তের প্রধানা মহিষী ও যাঁহার নাম হৈম্বিনী।

আনন্দ কহিলেন, যিনি বিশালগ্রামনিবাসী ও বোধের পুত্র, সেই চৈত্র ইঁহার গর্ভে জন্মিয়াছেন। আমি নহি; ইনি সেই চৈত্রেরই জননী।

শুক্র কহিলেন, অয়ি আনন্দ! তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ? চৈত্রই বা কে, যাঁহার কথা তুমি বলিলে? তুমি কোথায় জন্মিয়াছ? এখানেই বা কেন? কি বলিতেছ? আমার মহাসংকট বলিয়া বোধ হইতেছে। আনন্দ কহিলেন, আমি অবনীপতি ক্ষত্রিয়ের গৃহে তদীয় পত্নী গিরিভদ্রার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। জাতহারিণী আমারে গ্রহণ করিয়া, এখানে ছাড়িয়া দিয়াছে এবং হৈমিনীর পুত্রকে গ্রহণ করিয়া, দ্বিজপ্রধান বোধের গৃহে লইয়া গিয়াছে এবং তাঁহার পুত্রকে ভক্ষণ করিয়াছে। হৈমিনীর পুত্র সেই ব্রাহ্মণের গৃহে স্বজাতিবিহিত সংস্কারে সংস্কৃত হইয়াছেন। আর, মহাভাগ! শুক্র আপনি এখানে আমার সংস্কার সমাধান করিয়াছেন। আপনার আদেশ পালন করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব কোন্ মাতার বন্দনা করি, বলুন।

শুক্র কহিলেন, বৎস! মহাসংকটই উপস্থিত। কি করিব, ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। মোহের আবির্ভাববশে বুদ্ধি যেন ঘূর্ণায়মানা হইতেছে। তজ্জন্য আমার কিছুই জ্ঞানগম্য হইতেছে না।

আনন্দ কহিলেন, সংসার শুদ্ধই এইরূপ। অতএব মোহের অবসর কোথায়? দেখুন, কেহ কাহার পুত্র বা কেহ কাহার বান্ধব নহে। জন্ম গ্রহণ করিয়া অবধি লোকের যে পরস্পর সম্বন্ধ সংঘটিত হয়, মৃত্যু সেই সম্বন্ধ বিনাশ করিয়া থাকে। এইরূপে একদিকে যেমন সম্বন্ধ ঘটিতেছে, অন্য দিকে সেইরূপ বিনষ্ট হইতেছে। ফলতঃ, জন্মগ্রহণ করিলে, বান্ধবগণের সহিত যে সম্বন্ধবন্ধন হয়, দেহের অবসানেই তাহার অবসান হয়। ইহাই বিশ্বের নিয়ম। এই কারণেই বলিতেছি, সংসারে কেহ কাহারও বান্ধব নহে। আবার, কেইবা কাহার সতত বন্ধু হইয়া থাকে? তবে কেন আপনার মতিবিভ্রম সংঘটিত হইতেছে? আমি এই জন্মেই দুই পিতা ও দুই মাতা প্রাপ্ত হইয়াছি। অন্য জন্মে যদি আবার এইরূপ ঘটে, তাহাতেই বা বিচিত্রতা কি? আমি এখন তপস্যা করিব। অতএব এই রাজার যিনি পুত্র, আপনি তাঁহাকে বিশালগ্রাম হইতে এখানে আনয়ন করুন।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, এই সমস্ত শ্রবণ করিয়া, রাজা ভার্য্যা ও বন্ধুগণের সহিত বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন এবং তাঁহা হইতে মমতার প্রত্যাহার করিয়া, তাঁহাকে বনগমনে অনুমতি প্রদান করিলেন। অনন্তর চৈত্রকে আনয়ন ও রাজযোগ্য করিয়া, যে ব্রাহ্মণ পুত্রবুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া, তাঁহাকে পালন করিয়াছিলেন, সেই ব্রাহ্মণের সম্মাননা রক্ষা করিলেন। এদিকে আনন্দ বালক অবস্থাতেই মহাবনে তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইয়া, মুক্তির প্রধান অন্তরায় সকলের ক্ষয় করিতে লাগিলেন। তিনি তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলে, ভগবান্ প্রজাপতি তাঁহাকে কহিলেন, বৎস! তুমি কিজন্য তীব্র তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছ, নির্দ্দেশ কর।

তিনি কহিলেন, ভগবন্! আমি মুক্তির অন্তরায়স্বরূপ কর্ম্ম সকলের ক্ষয় সাধন ও তৎসহকারে আত্মশুদ্ধি বিধান করিবার অভিলাষে তপস্যা করিতেছি।

ব্রহ্মা কহিলেন, কর্ম্মবান্ ব্যক্তির অধিকার নাই। সুতরাং সে মুক্তিলাভের যোগ্য হইতে পারে না। তবে, তুমি সত্বাধিকারবান্ হইয়া, কিরূপে মুক্তিলাভ করিবে? তোমাকে ষষ্ঠ মনু হইতে হইবে। অতএব গমন করিয়া, তাহাই কর। তোমার তপস্যায় প্রয়োজন নাই। মনুর কার্য করিলেই, তোমার মুক্তিলাভ হইবে।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, ব্রহ্মা এইপ্রকার কহিলে, সেই মহামতি আনন্দ তপশ্চরণে বিরত ও মনুর কার্য্য করিতে অভিমত হইয়া, প্রস্থান করিলেন। ব্রহ্মা তাঁহাকে তপস্যা হইতে বিনিবর্ত্তিত করিয়া, চাক্ষুষ বলিয়া সম্বোধন করিলেন। তাহাতেই তিনি পূর্ব্বনামে চাক্ষুষ মনু বলিয়া প্রখ্যাত হইলেন। রাজা উগ্রের পুত্রী বিদর্ভার সহিত তাঁহার বিবাহ হইল। তাঁহার গর্ভে তিনি প্রখ্যাত বিক্রম পুত্রপরম্পরার জন্মদান করিলেন। দ্বিজ! তাঁহার মন্বন্তরে যাঁহারা দেবতা ও ঋষি, যিনি

ইন্দ্র এবং যে সকল তাঁহার পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল, তাঁহাদের বৃত্তান্ত শ্রবণ কর। সেই মন্বন্তরে আর্য্যনামক দেবগণের আবির্ভাব হয়। তাঁহারা নয় গণে বিভক্ত। তাঁহারা সকলেই প্রখ্যাত-কর্ম্মা; সকলেই প্রখ্যাত-বলবীর্য্যসম্পন্ন; সকলেই যজ্ঞে হব্য ভোজন করিতেন; সকলেই প্রভা-মণ্ডল সহায়ে দুর্নিরীক্ষ্য ছিলেন। প্রসূত নামে আর এক দেবগণের আবির্ভাব হয়। তাঁহাদের সমুদায়ে আট গণ। পুনরায় ভবনামে অষ্ট গণে ব্যবচ্ছিন্ন তৃতীয় দেবগণ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। তদনন্তর যূথনামক অষ্টগণাবচ্ছিন্ন চতুর্থ দেবগণ আবির্ভূত হন। ইহাঁদের মধ্যে অপর গণের যে প্রাদুর্ভাব হয়, তাঁহাদের নাম লেখ। যিনি শত যজ্ঞের আহরণ করিয়া, তাঁহাদের অধিপতি হন, তাঁহার নাম মনোজব। এই মনোজবই এই মন্বন্তরে যজ্ঞভাগভুক্ ইন্দ্র নামে বিখ্যাত।

সুমেধা, বিরজা, হবিষ্মান্, উন্নত, মধু, অতিনামা ও সহিষ্ণু, এই সাত জন এই মন্বন্তরের ঋষি। উরু, পুরু ও শতদ্যুম্ন প্রমুখ নিরতিশয় মহাবল পুরুষগণ চাক্ষুষ মনুর পুত্র। তাঁহারা সকলেই পৃথিবীপতি হইয়াছিলেন।

দ্বিজ! এই আমি আপনার নিকট ষষ্ঠ মন্বন্তর কীর্ত্তন করিলাম। সঙ্গে সঙ্গে মহাত্মা চাক্ষুষ মনুর জন্ম ও চরিতকথাও বলিলাম। সম্প্রতি যে মনুর আবির্ভাব হইয়াছে, তাঁহার নাম বৈবস্বত মনু। এই সপ্তম মন্বন্তরের দেবতা প্রভৃতির নামাদি কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

ইতি চাক্ষুষ মন্বন্তর নাম ষট্সপ্ততিতম অধ্যায়।

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহাভাগ! বিশ্বকর্ম্মার পুত্রী সংজ্ঞা সূর্য্যের পত্নী। ভগবান্ ভাস্কর তাঁহার গর্ভে মনুর জন্মদান করেন। মনুর যশ যেমন প্রখ্যাত; সেইরূপ তিনি অনেক-জ্ঞানপারগ ছিলেন। যেহেতু, তিনি বিবস্বানের পুত্র, সেইহেতু, তাঁহার নাম বৈবস্বত হইল। সূর্য্যের দৃষ্টিপাতমাত্রেই সংজ্ঞা নয়নযুগল নিমীলিত করেন। সেইহেতু, সূর্য্য জাতক্রোধ হইয়া, সংজ্ঞাকে নিষ্ঠুর বাক্যে কহিলেন, আমাকে দেখিলেই, তুমি সর্ব্বদা নেত্র সংযম করিয়া থাক। সেইহেতু, মূঢ়ে! তুমি প্রজাগণের সংযমন যমকে প্রসব করিবে।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, তখন দেবী সংজ্ঞা ভয়াকুলা হইয়া, চপল দৃষ্টি আশ্রয় করিলেন। তাঁহাকে বিলোলদৃষ্টি দর্শন করিয়া, রবি পুনরায় কহিলেন, যেহেতু, আমাকে দর্শন করিয়া, তুমি অধুনা বিলোলদৃষ্টি হইলে, সেইহেতু, চঞ্চলস্বভাবা নদীকে তনয়ারূপে প্রসব করিবে।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, অনন্তর সেই শাপে সংজ্ঞার গর্ভে যম এবং বিখ্যাত সুমহানদী যমুনা জন্মগ্রহণ করিলেন। তখন সংজ্ঞা রবির তেজঃ অতিকষ্টেই সহ্য করিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি তদীয় তেজঃ সহ্য করিতে না পারিয়া, চিন্তা করিলেন, কি করি, কোথায় যাই, কোথায় গেলেই বা নির্বৃতি লাভ হইবে এবং স্বামীর আর কোপে পড়িতে হইবে না। প্রজাপতির পুত্রী মহাভাগা সংজ্ঞা বারম্বার এইপ্রকার চিন্তা করিয়া, পিতার আশ্রয়গ্রহণই প্রশস্ত কল্প মনে করিলেন। তখন যশস্বিনী পিতৃগৃহগমনে কৃতবুদ্ধি হইয়া, আত্মতনুকে রবির দয়িতা ছায়ারূপে নির্ম্মাণ করিলেন এবং তাঁহাকে কহিলেন, তুমি, আমার ন্যায় রবির গৃহে অবস্থিতি করিবে এবং আমি যেমন তাঁহার ও পুত্রগণের প্রতি ব্যবহার করিতাম, তুমিও সেইভাবে থাকিবে। রবি জিজ্ঞাসা করিলে, আমি যে গমন করিয়াছি, তাহা বলিবে না। প্রত্যুত, সর্ব্বদাই বলিবে, আমিই সেই সংজ্ঞা।

ছায়াসংজ্ঞা কহিলেন, দেবি! রবি যে পর্য্যন্ত না আমার কেশাকর্ষণ অথবা শাপ প্রদান করি-বেন, তাবৎ আপনার আদেশ পালন করিব। শাপ দিলে অথবা আকর্ষণ করিলেই, সমুদায় বলিব।

এইপ্রকার অভিহিতা হইয়া, সেই দেবী সংজ্ঞা পিতার ভবনে গমন করিয়া, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তপোবলে বিশ্বকর্ম্মার অশেষ কলুষ নিরাস হইয়াছিল। তিনি বহুমানবশতঃ কন্যার পূজা করিলেন। অনিন্দিতা সংজ্ঞা কিছুকাল পিতৃগৃহে অবস্থিতি করিলেন। তখন পিতা নাতিচিরোষিতা সেই চার্ব্বঙ্গী দুহিতাকে প্রেম ও বহুমান পুরঃসর স্তব করিয়া কহিলেন, বৎসে! তোমাকে দর্শন করিলে, আমার অনেক দিন মুহূর্ত্তার্দ্ধের সমান হইয়া থাকে। কিন্তু ধর্ম্মলোপ হইতেছে। পিতৃগৃহে বহুদিন বাস করা স্ত্রীজাতির পক্ষে যশস্কর নহে। সে স্বামীর গৃহে অবস্থিতি করিবে, ইহাই তাহার বান্ধবগণের মনোরথ। দেখ, তুমি যে সূর্য্যের সহিত সঙ্গতা হইয়াছ, তিনি ত্রিভুবনের নাথ। অতএব পুত্রিকে! পিতৃগৃহে আর অধিক কাল অবস্থিতি করা তোমার ভাল দেখায় না। অতএব স্বামীর গৃহে গমন কর। আমি তুষ্ট হইয়া, তোমার পূজা করিতেছি। অয়ি শুভে! আমার দর্শনার্থ পুনরায় আগমন করিও।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, পিতা এইরূপ কহিলে, সংজ্ঞা যে আজ্ঞা বলিয়া, তাঁহাকে সবিশেষ পূজা করিয়া; উত্তরকুরুতে গমন করিলেন এবং সূর্য্যতেজে ভীতা ও তদীয় তাপসহনে অনিচ্ছান্বিতা হইয়া, বড়বারূপধারণপূর্ব্বক তথায় তপশ্চরণে প্রবৃত্তা হইলেন।

এ দিকে, দিবাপতি সংজ্ঞাজ্ঞানে সেই দ্বিতীয়া পত্নীতে দুই পুত্র ও মনোরমা এক কন্যা উৎপাদন করিলেন। কিন্তু ছায়া আপনার অপত্যবর্গে যেরূপ অতিমাত্র বাৎসল্যপ্রকাশে প্রবৃত্তা হইলেন, সংজ্ঞার কন্যা ও অপত্যদ্বয়ের প্রতি সেরূপ নহেন। মনু এবিষয়ে তাঁহার প্রতি ক্ষমাপর হইলেন। কিন্তু যম ক্ষমা করিতে পারিলেন না। কোপ বশতঃ জননীকে মারিবার জন্য পাদদ্বয় উত্তোলন করিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই ক্ষমাগুণের বশবর্ত্তী হইয়া, তদীয় দেহে নিপাতিত করিলেন না। তখন সংজ্ঞা রোষান্বিতা হইয়া, পাণিপল্লব কম্পিত ও ওষ্ঠ কিঞ্চিৎ প্রস্ফুরিত করিয়া, যমকে শাপ দিয়া কহিলেন, আমি তোমার পিতার পত্নী। তথাপি তুমি মর্য্যাদাশূন্য হইয়া, আমারে পদপ্রহারে উদ্যত হইলে, সেইহেতু, অদ্যই তোমার এই পদ পতিত হইবে।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, যম জননীর প্রদত্ত এই শাপ শ্রবণ করিয়া, ভয়াতুর হইয়া, পিতাকে গিয়া, প্রণিপাত করিয়া, বলিতে লাগিলেন, তাত! ইহা অতিমাত্র আশ্চর্য্য, কেহ কখন দেখে নাই, মাতা বাৎসল্য ত্যাগ করিয়া, পুত্রকে শাপ দিয়া থাকেন। মনু যেরূপ বলিয়া থাকেন, উনি আমাদের মাতা নহেন, আমারও সেইরূপ বোধ হইতেছে। কেননা, পুত্র বিগুণ হইলেও, জননী কখন বিগুণা হয়েন না।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, ভগবান্ তিমিরারি যমের সেই কথা শুনিয়া, ছায়াকে আহ্বানপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, সংজ্ঞা কোথায় গিয়াছেন? ছায়া কহিলেন, বিভাবসো! আমিই ত্বষ্টার তনয়া সেই সংজ্ঞা, তোমার পত্নী ও এই সকল অপত্যের জননী। বিবস্বান বারম্বার এইপ্রকার জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি যখন বলিলেন না, তখন সেই দিবাকর জাতক্রোধ হইয়া, তাঁহারে শাপদানে উদ্যত হইলেন। তদ্দর্শনে ছায়া সমুদায় যথাযথ তাঁহার নিকট কীর্ত্তন করিলেন। ভগবান্ ভাস্কর বিদিতার্থ হইয়া, ত্বষ্টার আলয়ে সমাগত হইলেন। বিশ্বকর্ম্মা সেই ত্রৈলোক্যপূজিত নিজ-গৃহাগত ভাস্করকে পরমভক্তিসহকারে পূজা করিলেন এবং সংজ্ঞার কথা জিজ্ঞাসা করাতে, তাঁহাকে কহিলেন, আপনি পাঠাইয়া দেওয়াতে, তিনি আমার গৃহে আসিয়াছিলেন। তখন দিবাকর সমাধিস্থ হইয়া, অবলোকন করিলেন, আমার স্বামী সৌম্যমূর্ত্তি ও শুভাকার হউন, এইপ্রকার কামনার বশবর্ত্তিনী হইয়া, সংজ্ঞা বড়বারূপধারণপূর্ব্বক উত্তরকুরুতে তপশ্চরণ করিতেছেন। দিবাকর তাঁহার তপস্যার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া, সংজ্ঞার পিতা সেই বিশ্বকর্ম্মাকে কহিলেন, অদ্য আমার তেজের ক্ষয় করিয়া দিন। তখন বিশ্বকর্ম্মা তাঁহার তেজের ক্ষয় করিলে, দেবতারা স্তব করিতে লাগিলেন।

ইতি সূর্য্যের তেজঃক্ষয় নাম সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়।

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, অনন্তর দেবগণ ও দেবর্ষিগণ সমাগত হইয়া, সমুদায় ত্রৈলোক্যের পূজনীয় দিবাকরকে বক্ষ্যমাণ বাক্যে স্তব করিতে লাগিলেন।

দেবগণ কহিলেন, আপনি ঋক্‌স্বরূপ, আপনাকে নমস্কার। আপনি সামস্বরূপ, আপনাকে নমস্কার। আপনি সকলের আশ্রয় বা তেজঃ প্রণোদিত করেন; আপনাকে নমস্কার। আপনি জ্ঞানের একমাত্র আধার। আপনি বিশুদ্ধজ্যোতিস্বরূপ। আপনি সর্ব্বদোষবহিষ্কৃত ও অমলাত্মা এবং আপনাতে তমোগুণের লেশমাত্র নাই। আপনি সকলের বরিষ্ঠ, বরেণ্য ও পরস্বরূপ পরমাত্মা। আপনার স্বরূপ সমস্ত জগদ্ব্যাপী। আপনি আত্মমূর্ত্তি। আপনাকে নমস্কার। আপনি সকলের কারণ ও জ্ঞানচেতাদিগের চরম আশ্রয়স্বরূপ। আপনি সূর্য্যস্বরূপ ও প্রকাশাত্মস্বরূপ। আপনাকে নমস্কার। আপনি ভাস্কর, আপনাকে নমস্কার। আপনি দিনকর, আপনাকে নমস্কার। আপনি না থাকিলে, রাত্রি হয় না, সন্ধ্যা হয় না ও জ্যোৎস্না হয় না; আপনাকে নমস্কার। ভগবন্! আপনিই এই দৃশ্যমান বিশ্ব। আপনি ভ্রমণ ও উদ্‌ভ্রমণ প্রসঙ্গে এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক অখিল ব্রহ্মাণ্ড আবিদ্ধ করিয়া থাকেন। আপনার কিরণসংস্পর্শে এই সমুদায় পবিত্রতা লাভ করে। বলিতে কি, আপনার করনিকর স্পর্শ করিলে, জলাদিরও পবিত্রতা সংঘটিত হয়। যাবৎ এই জগৎ তদীয় কিরণসংযোগ প্রাপ্ত না হয়, তাবৎ হোম ও দানাদিক ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিলেও, কোন উপকার পাওয়া যায় না। তোমার এক অঙ্গ হইতে ঋক্ সকল, অপর অঙ্গ হইতে সাম সকল এবং অন্য অঙ্গ হইতে যজু সকল নিপতিত হইয়াছে। জগন্নাথ! তুমি ঋগ্বেদময়। তুমি যজুর্ব্বেদময়। তুমি সামবেদময়। এই কারণে তুমিই ত্রয়ীময়। তুমিই ব্রহ্মের স্থূল, আবার, অব্যক্ত রূপ। তুমি মূর্ত্ত আবার অমূর্ত্ত। তুমি সূক্ষ্ম আবার স্থূলরূপে বিরাজ করিতেছ। তুমি নিমেষ ও কাষ্ঠাদিময়, সকলের ক্ষয়কারক কালস্বরূপ এবং তুমি কামরূপ। অতএব প্রসন্ন হও এবং স্বকীয় তেজের উপসংহার কর।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, দেবগণ ও দেবর্ষিগণ এইরূপে বিশিষ্ট বিধানে স্তব করিলে, তেজোরাশি অব্যয়স্বরূপ দিবাকর তৎক্ষণাৎ স্বকীয় তেজঃ মোচন করিলেন। তন্মধ্যে তাঁহার যে তেজ ঋগ্বেদময়, তদ্দ্বারা মেদিনী সম্ভূত হইয়াছেন। যে তেজঃ যজুর্ময়, তদ্দ্বারা অন্তরীক্ষ বিনির্ম্মিত এবং যে তেজ সামময়, তদ্দ্বারা স্বর্গের উদ্ভব হইয়াছে। মহাত্মা বিশ্বকর্ম্মা ঐরূপে তাঁহার তেজের যে পঞ্চদশ অংশ ক্ষয়িত করিলেন, তদ্দ্বারা শিবের ত্রিশূল, বিষ্ণুর চক্র, বসুগণের শঙ্করের ও পাবকের সুদারুণ শক্তি, ধনদের শিবিকা এবং যক্ষ, বিদ্যাধর ও অন্যান্য সুরগণের তত্তৎ প্রচণ্ড অস্ত্র সকল নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। ভগবান্ ভানু তদবধি ষোড়শ ভাগ তেজ ধারণ করেন। বিশ্বকর্ম্মা তাঁহার তেজঃ ঐরূপে পঞ্চদশধা ক্ষয়িত করিয়াছেন।

অনন্তর ভগবান্ ভাস্কর অশ্বরূপ ধারণ করিয়া, উত্তরকুরুতে গমন ও বড়বারূপিণী সংজ্ঞারে দর্শন করিলেন। সংজ্ঞা তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া, পরপুরুষ ভাবিয়া, পৃষ্ঠরক্ষণতৎপরা হইয়া, তাঁহার সম্মুখে সমাগতা হইলেন। অনন্তর পরস্পর সংমিলিত হইলে, উভয়ের নাসায় নাসায় যোগ হইল। তাহাতে রেতঃপাত হইলে, অশ্বীর বক্ত্র হইতে অশ্বিনীকুমারদ্বয় বিনির্গত এবং খড়্গ, চর্ম্ম, বর্ম্ম, বাণ ও তূণ ধারণপূর্ব্বক অশ্বারূঢ় রৈবন্ত সমুদ্ভূত হইলেন। তখন ভগবান্ ভানুমান্ স্বরূপ প্রদর্শন করিলেন। ঐ রূপের তুলনা নাই। সংজ্ঞা তাঁহার সেই স্বরূপ দর্শন পুরঃসর নিরতিশয় আহ্লাদিতা হইলেন এবং নিজরূপ ধারণ করিলেন। তখন সলিলতস্কর ভাস্কর স্বরূপধারিণী সেই প্রীতিমতী সহধর্ম্মিণী সংজ্ঞারে নিজগৃহে লইয়া আসিলেন। অনন্তর তাঁহার প্রথম

পুত্র বৈবস্বত মনু হইলেন। দ্বিতীয় পুত্র যম জননীর শাপবশতঃ ধর্ম্মদৃষ্টি হইয়াছিলেন। পিতা স্বয়ং এই বলিয়া তাঁহার শাপান্ত করিলেন, কৃমি সকল ইহার পাদ হইতে মাংস গ্রহণ করিয়া, মহীতলে পতিত হইবে। যেহেতু, তিনি ধর্ম্মদৃষ্টি ও শত্রু মিত্রে সমদর্শী হইয়াছেন, সেইহেতু পিতা তাঁহাকে যমের পদে নিযুক্ত করিলেন। যমুনা কালিন্দান্তরবাহিনী নদী হইলেন। অশ্বিনীকুমারেরা মহাত্মা পিতা কর্ত্তৃক দেববৈদ্যপদে প্রতিষ্ঠিত ও রেবন্ত গুহ্যকগণের আধিপত্যে নিয়োজিত হইলেন।

একণে ছায়াসংজ্ঞার পুত্রগণের নিয়োগবিধি আমার নিকট শ্রবণ কর। ছায়াসংজ্ঞার প্রথমজাত পুত্র সকলের অগ্রজ মনুর তুল্যভাবাপন্ন। তিনি সাবর্ণি সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেন। যে সময়ে বলি ইন্দ্রপদ পাইবেন, সেই সময়ে, তিনি মনু হইবেন। শনৈশ্চর পিতা কর্ত্তৃক গ্রহগণ মধ্যে নিয়োজিত হইলেন। তাঁহার তৃতীয় কন্যা, যাহার নাম তপতী, তিনি সংবরণের ঔরসে মনুজেশ্বর কুরুকে পুত্ররূপে প্রসব করিলেন। আমি সেই বৈবস্বত মনুর সপ্তম মন্বন্তর এবং সেই মন্বন্তরের রাজা, ঋষি, দেবতা ও ইন্দ্র এবং তাঁহার পুত্রগণ, সকলের বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিব।

ইতি বৈবস্বতোৎপত্তি নাম অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়।

একোনাশীতিতম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, সাধ্যগণ, বিশ্বদেবগণ, মরুদ্‌গণ, ভৃগু ও অঙ্গিরা, ইহাঁরা বৈবস্বত মন্বন্তরের দেবগণ বলিয়া পরিগণিত হয়েন। তন্মধ্যে আদিত্যগণ, বায়ুগণ, রুদ্রগণ, ইহাঁরা কশ্যপের আত্মজ জানিবেন। আর সাধ্যগণ, বসুগণ ও বিশ্বেদেবগণ, ইহাঁরা ধর্ম্মের পুত্র। ইহাঁদের ইন্দ্রের নাম উর্জ্জস্বী। তিনি মহাত্মা ও যজ্ঞভাগভুক্। যে সকল ইন্দ্র হইয়াছেন, বা হইবেন এবং যাঁহারা বিদ্যমান আছেন, তাঁহারা সকলেই সহস্রলোচন; সকলেরই হস্তে বজ্র শোভমান; সকলেই পুরন্দর; সকলেই মঘবান্, সকলেই বৃষস্বরূপ; সকলেই শৃঙ্গী; সকলেই গজগামী, সকলেই শতক্রতু এবং সকলেই তেজঃসহায়ে সকল ভূতেরই অভিভব করিতে সমর্থ. সকলেই ধর্ম্মাদি বিশুদ্ধ সাধন বলে আধিপত্যগুণসম্পন্ন এবং সকলেই ভূত, ভবিষ্য ও বর্ত্তমানের অধিনেতা।

একণে ত্রৈলোক্য কাহাকে বলে, শ্রবণ কর। এই ভূর্লোকের নাম ভূমি, অন্তরীক্ষের নাম দিব এবং স্বর্গের নাম দিব্য। ইহাই ত্রৈলোক্য, বলিয়া থাকে।

অত্রি, বশিষ্ঠ, মহর্ষি গৌতম, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র, কৌশিক ও মহাত্মা ঋচীকের পুত্র ভগবান্ জমদগ্নি, ইহাঁরা সাতজন এই মন্বন্তরের ঋষি।

ইক্ষ্বাকু, নাভগ, ধৃষ্ট, শর্য্যাতি, নরিষ্যন্ত, দিষ্ট, করূষ, পৃষধ্র, বসুমান্, এই নয় জন বৈবস্বত মনুর পুত্র।

ব্রহ্মন্! আপনার নিকট এই বৈবস্বত মন্বন্তর কীর্ত্তন করিলাম। সত্তম! ইহা শ্রবণ বা পাঠ করিলে, লোকে তৎক্ষণাৎ যাবতীয় পাপ হইতে বিমুক্ত ও রাশি রাশি পুণ্য সঞ্চয়ে সমর্থ হয়।

ইতি বৈবস্বত মন্বন্তর নাম একোনাশীতিতম অধ্যায়।

অশীতিতম অধ্যায়।

ক্রৌষ্টুকি কহিলেন, মহর্ষে! আপনি স্বায়ম্ভুব মনু এবং তদন্তরস্থ দেবগণ, রাজগণ ও মুনিগণের বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। বর্ত্তমান কল্পে অগ্র যে সপ্ত মনু এবং তত্তৎ মনুর অন্তরে যাঁহারা দেবাদি হইবেন, তাঁহাদের বিবর বিস্তারপূর্ব্বক বর্ণন করুন।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, আমি তোমার নিকট ছায়াসংজ্ঞার পুত্র সাবর্ণির কথা বলিয়াছি। তিনি পূর্ব্বজ মনুর তুল্য এবং তিনিই অষ্টম মনু হইবেন। রাম, ব্যাস, গালব, দীপ্তিমান্, কৃপ, ঋষ্যশৃঙ্গ ও দ্রৌণি ইহাঁরা এই অন্তরের সাত ঋষি। আর, সুতপা, অমিতাভ ও মুখ্য ইহাঁরা দেবতা। এই তিন দেবতার সমুদায়ে ষাটি গণ কথিত হইয়াছে। তন্মধ্যে তপঃ, তপ, শক্র, দ্যুতি, জ্যোতি, প্রভাকর, প্রভাস, দয়িত, ধর্ম্ম, তেজ, রশ্মি ও ক্রতু, ইত্যাদি সুতপানামক দেবগণের বিংশগণ। আর প্রভু, বিভু, বিভাসাদি, ইহাঁরা অমিতাভনামক দেবগণের অন্যতর বিংশগণ। তৃতীয় গণ বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। দম, দান্ত, রিত, সোম ও বিত্ত ইত্যাদি মুখ্যনামক দেবগণের বিংশগণ। ইহাঁরা মন্বন্তরাধিপতি বলিয়া বিখ্যাত। ইহাঁরা প্রজাপতি মারীচের পুত্র। ইহাঁরাই সাবর্ণ মন্বন্তরে দেবতা হইবেন। মুনে! বিরোচনপুত্র বলি তাঁহাদের ভবিষ্য ইন্দ্র। অদ্যাপি যিনি নিয়মবন্ধনে বদ্ধ হইয়া, পাতালে বাস করিতেছেন। বিরজা, চার্ব্ববীর, নির্ম্মোহ, সত্যবাক্, কৃতি ও বিষ্ণু প্রভৃতি এই সাবর্ণ মনুর তনয়।

ইতি সাবর্ণিক মন্বন্তর নাম অশীতিতম অধ্যায়।

একাশীতিতম অধ্যায়।

—:*:—

শ্রীশ্রীদেবীমাহাত্ম্য।

ওঁ নমো চণ্ডিকায়ৈ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, সূর্য্যের তনয় সাবর্ণি; যাঁহাকে অষ্টম মনু বলে; তাঁহার উৎপত্তি বিস্তারপূর্ব্বক বলিতেছি, শ্রবণ কর। সূর্য্যের পুত্র সেই মহাভাগ সাবর্ণি মহামায়ার প্রভাবে যেরূপে মন্বন্তরের অধিপতি হইয়াছিলেন, তাহাও বলিব। পূর্ব্বে স্বারোচিষ মন্বন্তরে চৈত্রবংশসমুদ্ভব সুরথ সমস্ত ক্ষিতিমণ্ডলের রাজা হইয়াছিলেন। তিনি ঔরস পুত্রের ন্যায় সম্যগ্‌রূপে প্রজাপালনে প্রবৃত্ত হইলে, কোলাবিধ্বংসী নরপতিগণ তাঁহার বিপক্ষপক্ষে অভ্যুত্থিত হইলেন। তাঁহাদের সহিত সেই অতিপ্রবল-দণ্ডধর রাজা সুরথের যুদ্ধ উপস্থিত হইল। কোলাবিধ্বংসী নরপতিগণ হীনবল হইলেও, রাজা সুরথকে পরাজিত করিলেন। তখন তিনি স্বকীয় রাজধানীতে আগমনপূর্ব্বক নিজদেশের আধিপত্যে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। উল্লিখিত বলশালী বৈরীগণ পুনরায় তথায় আগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে আক্রমণ করিলে, তিনি দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন। তখন দুষ্ট ও দুরাত্মা অমাত্যগণ বলবান্ হইয়া, তাঁহার কোষ ও বল অপহরণ করিল। এইরূপে তাঁহার প্রভুত্ব অপহৃত হওয়াতে তিনি মৃগয়াব্যপদেশে একাকী অশ্বে আরোহণ করিয়া গহনবনে গমন করিলেন। তথায় মহর্ষি

মেধসের আশ্রমপদ তাঁহার নয়নবিষয়ে পতিত হইল। ঐ আশ্রম শান্তস্বভাব শ্বাপদগণে পরি- বেষ্টিত ও শিষ্যপরম্পরায় পরিশোভিত। মুনি কর্ত্তৃক সংকৃত হইয়া, তথায় তিনি কিয়ৎকাল অতিবাহিত করিলেন। তৎকালে তিনি সেই আশ্রমের ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেন। হৃদয় মমতা-বশে আকৃষ্ট হওয়াতে, তিনি তথায় অবস্থিতিকালে সর্ব্বদাই এইরূপ চিন্তা করেন, আমার পূর্ব্বপুরুষেরা প্রথমে যাহার পালন করিয়াছেন, আজি সেই পুর আমার অধিকারবহির্ভূত হইয়াছে। আমার সেই দুর্বৃত্ত ভৃত্যেরা ধর্ম্মানুসারে ইহার পালন করিতেছে, কি না, জানি না। আমার সে প্রধান শূরহস্তী, সর্ব্বদা যাহার মদকরণ হইত, বৈরীগণের এখন বশীভূত হইয়াছে। না জানি, সে কিরূপ ভোগ উপভোগ করিতেছে। যাহারা নিত্য আমার প্রসাদ, ধন ও ভোজন গ্রহণপূর্ব্বক আমার আনুগত্য করিত, তাহারা এক্ষণে নিশ্চয়ই অন্য রাজাদের অনুবৃত্তি করিতেছে। তাহারা সম্যগরূপে ব্যয় করিতে জানে না। নিশ্চয়ই সতত ব্যয় করিয়া, আমার সেই অতিকষ্টে সঞ্চিত কোষ ক্ষয় করিয়া ফেলিবে। রাজা সর্ব্বদাই এইরূপ ও অন্যরূপ চিন্তা করিয়া থাকেন।

অনন্তর তিনি সেই আশ্রমের নিকটে কোন বৈশ্যকে দর্শন করিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? কিহেতু এখানে আগমন করিয়াছ? কিজন্যই বা তোমাকে শোকান্বিত ও দুর্ম্মনার ন্যায় দেখিতেছি?

রাজা প্রণয়প্রদর্শনপূর্ব্বক এইপ্রকার বাক্য প্রয়োগ করিলে, বৈশ্য উহা শ্রবণ করিয়া, প্রশ্রয়াবনত হইয়া, প্রত্যুত্তর করিল, আমি সমাধিনামে বৈশ্য, ধনিবংশে আমার জন্ম হইয়াছে। অসাধু স্ত্রী পুত্রেরা ধনলোভে আমাকে নিরাকৃত করিয়াছে। আমার ধনও তাঁহারা সকলে মিলিয়া লইয়াছে। আমার আপ্তবন্ধুগণও আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছে। এইরূপে আমি ধন-হীন, পুত্রহীন ও স্ত্রীবিহীন এবং তন্নিবন্ধন দুঃখে আক্রান্ত হইয়া, বনে আসিয়াছি এবং এইখানেই অবস্থিতি করিতেছি; সুতরাং, আমার সেই স্ত্রী, পুত্র ও স্বজনবর্গ এখন ভাল আছে, কি মন্দ আছে, তাহার কোন সংবাদই জানি না। তাহাদের গৃহে এখন লাভ হইতেছে, কি, ক্ষতি হই-তেছে, অথবা আয় হইতেছে কি অপচয় হইতেছে এবং তাহারা এখন সদাশয় কি দুরাচার হই-য়াছে, তাহারও কোন সংবাদ অবগত নহি।

রাজা কহিলেন, যে স্ত্রী পুত্র প্রভৃতিরা ধনলোভে তোমাকে তাড়াইয়া দিয়াছে, তাহাদের প্রতি তোমার মন কিজন্য স্নেহপ্রবণ হইতেছে?

বৈশ্য কহিল আপনি যাহা কহিলেন, তাহা কোন অংশেই মিথ্যা নহে; কিন্তু কি করি, আমার মন কোনরূপেই দয়াশূন্য হইতে পারিতেছে না। যাহারা ধনলুব্ধ হইয়া, পিতৃস্নেহ, স্বজনস্নেহ ও স্বামিস্নেহ পরিত্যাগ করিয়া, আমারে নিরাকৃত করিয়াছে, আমার অন্তঃকরণ তাহাদেরই প্রতি স্নেহপ্রবণ হইতেছে। অয়ি মহামতে! এইরূপে আমার বন্ধুগণ আমার প্রতিকূল হইয়াছে; ইহা জানিলেও, আমার মন তাহাদের প্রতি প্রেমপ্রবণ হইতেছে। ইহা কি, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। দেখুন, তাহাদের কুব্যবহারেই আমি দুর্ম্মনায়মান হইয়া, অনবরত দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছি। আমার প্রতি তাহাদের প্রীতির লেশ নাই। তথাপি, আমার মন তাহাদের প্রতি নিষ্ঠুর হইতেছে না। অতএব, কি করি?

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, বিপ্র! অনন্তর সেই সমাধিনামক বৈশ্য ও রাজা সুরথ একত্রে মহর্ষি মেধসের সকাশে সমাগত হইলেন এবং তাঁহাকে ন্যায়ানুসারে যথাযোগ্য বিধানে প্রণাম ও অভি-বাদনাদি করিয়া, উপবেশনপূর্ব্বক নানাপ্রকার কথোপকথন আরম্ভ করিলেন। রাজা মহর্ষিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আমার মন আয়ত্ত নহে। সেইজন্য যে বিষয় তাহার দুঃখের হেতুভূত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে আমি কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে অভিলাষ করি, অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহা বলিতে হইবে। আমার রাজ্য ও রাজ্যাঙ্গ সমুদায় যে কিছুই নহে, তাহা আমি বিলক্ষণ বিদিত আছি। এইরূপ জ্ঞানসত্ত্বেও অজ্ঞানের ন্যায়, ঐ সকলে আমার মমতার সঞ্চার হইতেছে।

ইহার কারণ কি ? আর, এই বৈশ্য পুত্র, কলত্র ও ভৃত্যগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত এবং স্বজনগণ কর্তৃক দূরীকৃত হইয়াছে। তথাপি, তাহাদের প্রতি সৌহার্দ্দবন্ধন করিতেছে। এইরূপে আমি ও এই বৈশ্য, আমরা উভয়েই দুঃখগ্রস্ত হইয়াছি এবং স্ত্রী পুত্রাদি বিষয় সকলের তত্তৎ দোষও আমাদের পরিজ্ঞাত হইয়াছে। তথাপি, আমাদের মন তত্তৎ বিষয়ে মমতাকৃষ্ট হইতেছে, ইহার কারণ কি ? দেখুন, আমরা উভয়েই জ্ঞানলাভ করিয়াছি। তথাপি, বিবেকান্ধ হইলে, যেরূপ মোহের আবেশ হয়, আমাদেরও সেইরূপ ঘটিতেছে। ইহারই বা কারণ কি ?

ঋষি কহিলেন, সমস্ত প্রাণিরই আহার বিহারাদি বিষয়ে তুল্যরূপ জ্ঞান আছে। ঐরূপ জ্ঞান থাকিলে, যদি জ্ঞানী হওয়া যায়, তাহাহইলে, তোমরাও জ্ঞানী। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। বিষয় সকল পৃথক্ পৃথক্ শ্রেণীতে সন্নিবিষ্ট। কেহ দিবসে দেখিতে পায় না. যেমন পেচক; কেহ রাত্রিতে দেখিতে পায় না, যেমন বকাদি; আবার কেহ কেহ দিবা ও রাত্রি উভয় সময়ে সমান দেখিতে পায়, যেমন বিড়াল প্রভৃতি। মনুষ্যেরা জ্ঞানী সত্য; কিন্তু কেবল তাহারাই জ্ঞানী নহে। কেন না, পশু, পক্ষী ও বনচর মৃগাদিরও ঐরূপ জীবসাধারণ জ্ঞান আছে। এইরূপে মনুষ্যদের যে জ্ঞান আছে, পশু পক্ষীদেরও সে জ্ঞান আছে। আবার পশু পক্ষীদের যে জ্ঞান আছে, মনুষ্যগণেরও সে জ্ঞান আছে; সুতরাং, তাহারা সকলেই পরস্পর তুল্যরূপ জ্ঞানবিশিষ্ট। ঐপ্রকার জ্ঞান সত্বেও, অবলোকন কর. পক্ষীরা স্বয়ং ক্ষুধায় পীড্যমান হইয়া, মোহবশতঃ আদর সহকারে তণ্ডুলাদির সংগৃহীত কণ সমস্ত শাবকগণের চঞ্চুতে নিক্ষেপ করিয়া থাকে। এদিকে, আবার কি দেখিতেছেন না, মনুষ্যেরা লোভবশতঃ প্রত্যুপকারপ্রাপ্তিবাসনাবশংবদ হইয়া আপনারা না খাইয়াও, স্ব স্ব পুত্রদিগকে ঐরূপে খাওয়াইয়া থাকে। এই সকল জানিয়া শুনিয়াও, লোকে যে মমতার আবর্ত্তে ও মোহের গর্ত্তে বিনিপতিত হইয়া, নানাপ্রকারে সংসারবিস্তার করে, একমাত্র মহামায়ার প্রভাবই তাহার কারণ। এ বিষয়ে বিস্ময় প্রকাশ করা উচিত নহে। এই মহামায়া জগৎপতি হরির সাক্ষাৎ যোগনিদ্রা। তাঁহারই প্রভাবে নিখিল জগৎ ঐরূপ মোহপাশে বদ্ধ ও মমতাবর্ত্তে পতিত হইয়া থাকে। অধিক কি, ঐ মহামায়াই দেবী ভগবতী। তিনি জ্ঞানীগণের চিত্তকেও বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া, মোহের আয়ত্ত করেন। এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বিশ্বজগৎ সেই মহামায়ারই সৃষ্টি। তিনি প্রসন্ন হইলে, বরদান ও লোকের মুক্তি বিধান করিয়া থাকেন। তিনিই পরমাবিদ্যা, তিনিই নিত্যস্বরূপা, তিনিই সমুদায় ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বরী এবং তিনিই মুক্তির হেতু, আবার, তিনিই সংসারবন্ধের কারণ।

রাজা কহিলেন, ভগবন্! আপনি যাঁহার কথা বলিতেছেন, সেই দেবী মহামায়া কে, কিরূপে উৎপন্না হন এবং কিরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার স্বভাব ও স্বরূপই বা কিরূপ এবং কোথা হইতেই বা তাঁহার উদ্ভব হইল, তৎসমস্ত আপনার প্রসাদাৎ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। আপনি ব্রহ্মবিদ্গণের বরিষ্ঠ।

ঋষি কহিলেন, তাঁহার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, চিরকালই আছেন। এই জগৎ তাঁহার মূর্ত্তি এবং তিনিই সমুদায় ব্যাপিয়া আছেন। তথাপি, তিনি যেরূপে বারম্বার সমুৎপন্না হন, বলিতেছি, শ্রবণ কর। তিনি যখন দেবগণের কার্য্যসিদ্ধির জন্য আবির্ভূতা হন, তখনই লোকে বলিয়া থাকে, তিনি উৎপন্না হইয়াছেন। কল্পান্তে সমুদায় জগৎ একার্ণবীকৃত করিয়া সকলের প্রভু ভগবান্ বিষ্ণু যখন যোগনিদ্রার আশ্রয়প্রসঙ্গে অনন্তের ফণমণ্ডলে শয়ন করেন, তৎকালে মধু ও কৈটভ নামে বিখ্যাত অতীবভয়ঙ্করপ্রকৃতি দুই অসুর তদীয় কর্ণমল হইতে সমুদ্ভূত হইয়া, ব্রহ্মাকে সংহার করিতে উদ্যত হইয়াছিল।* প্রজাপতি ব্রহ্মা বিষ্ণুর নাভিকমল আশ্রয় করিয়াছিলেন। অসুরদ্বয়কে অবলোকন ও বিষ্ণুকে নিদ্রাচ্ছন্ন দর্শন করিয়া, একাগ্র হৃদয়ে অবস্থান পূর্ব্বক, ভগবান্ হরির জাগরণার্থ সেই যোগনিদ্রার স্তব করিতে লাগিলেন। এই যোগনিদ্রাই বিশ্বের ঈশ্বরী, জগতের ধাত্রী ও সকলের স্থিতিসংহারকারিণী; সুতরাং কুত্রাপি তাঁহার তুলনা

হয় না। তিনি আপনিই আপনার উপমা। ব্রহ্মা তেজোরূপী নারায়ণের সেই যোগনিদ্রাকে বক্ষ্যমাণ বাক্যে স্তব করিয়া কহিলেন, তুমিই স্বাহা, তুমিই স্বধা, তুমিই বষট্‌কার, তুমিই, উদাত্তাদি স্বরস্বরূপ, তুমিই সুধা, তুমিই অক্ষয়া ও নিত্যস্বরূপা, তুমিই ত্রিধা মাত্রাকারে অবস্থিতি করিতেছ। বিশেষতঃ, যাহা উচ্চারণ করা যায় না, তুমিই সেই শাশ্বতরূপিণী অর্দ্ধমাত্রা। তুমিই সাবিত্রী, তুমিই সকলের জননী, তুমিই সকলের শ্রেষ্ঠা দেবীরূপিণী, তুমিই সকলের আশ্রয়, তুমিই নিখিল লোকের সৃষ্টিকর্ত্রী। দেবি! তুমিই সকলের পালয়িত্রী, তুমিই সকলের সংহারকর্ত্রী, তুমিই সৃষ্টিকালে সৃষ্টিরূপা, তুমিই পালনকালে স্থিতিরূপা। অয়ি জগন্ময়ি! তুমিই সংহারসময়ে সংহাররূপা, তুমিই মহাবিদ্যা ও মহামায়া, তুমিই মহামেধা ও মহাস্মৃতি, তুমিই মহামোহা মহাদেবী ও মহাসুরী। তুমিই সকলের প্রকৃতি ও গুণত্রয়ের যোজনকারিণী। তুমিই কালরাত্রি, প্রলয়রাত্রি ও অতীবভয়ঙ্করী মোহরাত্রি। তুমিই লক্ষ্মী, তুমিই ঈশ্বরী। তুমিই লজ্জা, বুদ্ধি ও জ্ঞানরূপিণী। তুমিই তুষ্টি, পুষ্টি, শান্তি ও ক্ষমা। তুমিই খড়্গধারিণী ও শূলধারিণী। তুমিই ঘোররূপিণী, চক্রধারিণী ও গদাধারিণী। তুমিই শঙ্খধারিণী ও শরাসনধারিণী। বাণ, ভুষণ্ডী ও পরিঘ তোমারই আয়ুধ। সংসারে যাবতীয় সুন্দর বা মনোহর পদার্থ আছে, তুমিই তাহাদের মধ্যে প্রধান। তুমিই সৌম্যরূপিণী। তুমিই যাবতীয় সৌম্য পদার্থ অপেক্ষা অতীব সুন্দরী। তুমিই পরাৎপরা, পরমা ও পরমেশ্বরী। সংসারে যাহা কিছু সৎ ও অসৎ বস্তু আছে, তুমিই তৎসমস্ত। এবং তুমিই সকলের আত্মা। তুমিই সর্ব্বস্বরূপ মহাদেবের শক্তি। অতএব আমি তোমার কি স্তব করিব? যিনি ব্রহ্মারূপে জগতের সৃষ্টি করেন, বিষ্ণুরূপে পালন করিয়া থাকেন এবং রুদ্ররূপে ইহার সংহার করেন, তাঁহাকেও তুমি যখন নিদ্রার বশীভূত করিয়াছ, তখন তোমাকে স্তব করিবার কাহার ক্ষমতা আছে? আমি, বিষ্ণু ও মহাদেব আমরা তিন জনে তোমারই প্রভাবে শরীর পরিগ্রহ করিয়াছি এবং স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত আছি। অতএব কোন্ ব্যক্তি তোমার স্তব করিতে শক্তিমান্ হইয়া থাকে? দেবি! আমি তোমারে এইরূপে তোমার উদারপ্রভাবপরম্পরার পরিকীর্ত্তন পুরঃসর বিশিষ্টরূপে স্তব করিলাম। তুমি এইরূপই উদার প্রভাবপরম্পরার আধারস্বরূপা। সেইজন্যই তোমাকে সকলে সকল কালে এইরূপে স্তব করিয়া থাকে। অতএব তুমি এই মধুকৈটভের মোহ সমুদ্ভাবিত কর। ইহাদিগকে দমন করা আমার দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। পুনশ্চ, এই জগৎপতি বিষ্ণুর সত্বরে নিদ্রাভঙ্গ করিয়া, অসুরদ্বয়ের সংহারার্থ জাগরিত কর।

ঋষি কহিলেন, ব্রহ্মা এইরূপে স্তব করিলে, সেই তামসরূপিণী যোগমায়া বিষ্ণুকে প্রবোধিত করিয়া, অসুরদ্বয়ের সংহার করিবার নিমিত্ত তাঁহার নেত্র, মুখ, নাসিকা, বাহু, হৃদয় ও বক্ষস্থল হইতে বিনির্গতা হইয়া, অব্যক্তজন্মা ব্রহ্মার নয়নগোচরে আবির্ভূতা হইলেন। তিনি পরিত্যাগ করিলে, জগন্নাথ জনার্দ্দন একার্ণবশায়ী অহিশয্যা হইতে উত্থান করিয়া, সেই দুরাত্মা অসুরদ্বয়কে অবলোকন করিলেন। তাহারা অতিবীর্য্য-পরাক্রম-সম্পন্ন। রোষারুণ লোচনে ব্রহ্মাকে ভক্ষণ করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছে। ভগবান্ হরি তখন সমুত্থিত হইয়া, বাহুমাত্র আয়ুধসহায়ে তাহাদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহাতে পাঁচ সহস্র বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল। তাহারা মহামায়াকর্ত্তৃক বিমোহিত ও অতিবলোন্মাদে অভিভূত হইয়াছিল। সেইজন্য ভগবান্ জনার্দ্দনকে কহিল, আমাদের নিকট বর গ্রহণ কর। ভগবান্ কহিলেন, তোমরা যদি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাক, তাহাহইলে, এই বর দান কর, তোমাদিগকে যেন আমি বধ করিতে পারি। ইহাই আমার একমাত্র প্রার্থনীয় বর। অন্য বরে আমার প্রয়োজন নাই। খ.

ঋষি কহিলেন, তাহারা এইরূপে বঞ্চিত হইয়া, সমুদায় জগৎ জলময় দর্শন করিয়া, ভগবান্‌কে বঞ্চনা করিবার জন্য কহিল, আমরা তোমার যুদ্ধে সন্তুষ্ট হইয়াছি। তোমারই হস্তে আমাদের মৃত্যু হওয়া সর্ব্বতোভাবে প্রশস্ত। অতএব যেখানে জল নাই, সেইখানেই আমাদের সংহার কর।

ঋষি কহিলেন, তখন শঙ্খ-চক্রধারী ভগবান্ তাহাতেই সম্মত হইয়া, আপনার জঘনোপরি স্থাপন করিয়া, চক্রের আঘাতে তাহাদের উভয়ের মস্তক ছেদন করিলেন। পূর্ব্বে স্বয়ং ব্রহ্মা স্তব করিলে, এইরূপে এই মহামায়া উৎপন্না হইয়াছিলেন। পুনরায় আমি এই দেবীর প্রভাব বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

ইতি মধুকৈটভবধ নাম একাশীতিতম অধ্যায়।

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়।

ঋষি কহিলেন, পূর্ব্বে দেব ও অসুরগণের অব্দশতব্যাপী যুদ্ধ হইয়াছিল। তাহাতে মহিষাসুর অসুরগণের ও পুরন্দর সুরগণের আধিপত্যে নিয়োজিত হন। অসুরেরা মহাবীর্য্যবিশিষ্ট। দেবসৈন্যকে পরাজয় করিল। তাহাতে, মহিষাসুর সমুদায় দেবতাকে জয় করিয়া, ইন্দ্রপদে অধিষ্ঠিত হইল।

এদিকে, দেবগণ পরাজিত হইয়া, প্রজাপতি পদ্মযোনিকে পুরস্কৃত করিয়া, বাসুদেব ও মহাদেবের নিকট গমনপূর্ব্বক মহিষাসুরের অনুষ্ঠিত সমুদায় ঘটনা যথাযথ তাঁহাদের গোচর করিলেন এবং দেবগণ যে অভিভূত হইয়াছিলেন, তাহাও বলিলেন। তাঁহারা কহিলেন, মহিষাসুর স্বয়ংই সূর্য্য, ইন্দ্র, অগ্নি, অনিল, চন্দ্র, যম, বরুণ ও অন্যান্য দেবগণের কার্য্য করিতেছে এবং দেবগণের সকলকেই স্বর্গ হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে। তাঁহারা দুরাত্মা মহিষকর্ত্তৃক এইরূপে নিরাকৃত হইয়া, মনুষ্যগণের ন্যায়, ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছেন। অসুরগণের কার্য্যকলাপ আপনাদের নিকট এই বর্ণন করিলাম। আমরা এক্ষণে আপনাদের শরণাপন্ন। অতএব মহিষাসুর যাহাতে বিনষ্ট হয়, তাহা চিন্তা করুন।

শম্ভু ও জনার্দ্দন উভয়ে দেবগণের এইপ্রকার বাক্য আকর্ণন করিয়া, জাতক্রোধ হইলেন; উভয়েরই বদন ভ্রুকুটি-কুটিল হইয়া উঠিল। অনন্তর অতিকোপপূর্ণ জনার্দ্দন, ব্রহ্মা ও শঙ্কর এই তিন জনেরই বদন হইতে মহৎ তেজঃ বিনির্গত হইল। ঐ সময়ে ইন্দ্র প্রভৃতি অন্যান্য অমরগণেরও শরীর হইতে ঐরূপ সুবিপুল তেজ বিনির্গমনপূর্ব্বক উহাতে মিলিত হইল। সুরগণ তখন দর্শন করিলেন, সেই সুবিল তেজোরাশি প্রজ্বলিত পর্ব্বতের ন্যায়, শিখাপরম্পরায় সমুদায় দিগন্তর ব্যাপ্ত করিয়াছে। সেই সর্ব্বদেব-শরীর সমুদ্ভূত অতুল তেজঃপুঞ্জ একত্র হইয়া, স্বকীয় দীপ্তিতে লোকত্রয় ব্যাপ্ত করিয়া, নারীরূপে প্রাদুর্ভূত হইল। তন্মধ্যে মহাদেবের বদন হইতে যে তেজ বিনিঃসৃত হইয়াছিল, তাহা দ্বারা সেই নারীর মুখ হইল। যমের তেজে তাঁহার কেশপাশ, বিষ্ণুর তেজে বাহু সকল, চন্দ্রের তেজে স্তনযুগল, ইন্দ্রের তেজে কটিদেশ, বরুণের তেজে জঙ্ঘা ও ও উরু, পৃথিবীর তেজে নিতম্ব, ব্রহ্মার তেজে পদযুগল, সূর্য্যের তেজে পায়ের অঙ্গুলি সকল, বসুগণের তেজে করাঙ্গুলিসমূহ, কুবেরের তেজে নাসিকা, প্রজাপতির তেজে দশনপংক্তি, পাবকের তেজে নয়নত্রিতয়, উভয় সন্ধ্যার তেজে ভ্রূযুগল, অনিলের তেজে শ্রবণদ্বিতয় এবং অন্যান্য দেবগণের তেজে তদীয় শিবারূপ সমুদ্ভূত হইল। এইরূপে সমুদায় দেবগণের তেজোরাশি হইতে ঐ নারী জন্মগ্রহণ করিলেন, দর্শন করিয়া, মহিষাসুরকর্ত্তৃক নিপীড়িত অমরগণ আহ্লাদিত হইলেন। তখন পিণাকধারী মহাদেব স্বীয় শূল হইতে শূল বিনিষ্কাশিত করিয়া, তাঁহাকে প্রদান করিলে, বিষ্ণু আপনার চক্র, বরুণ শঙ্খ, অগ্নি শক্তি, বায়ু ধনু ও বাণপূর্ণ তূণীর এবং অমরাধিপতি ইন্দ্র স্বকীয় বজ্র হইতে বজ্র সমুৎপাদিত করিয়া, তাঁহাকে দিলেন এবং ঐরাবতের ঘণ্টা লইয়াও, তাঁহাকে প্রদান করিলেন। পরে যম কালদণ্ড হইতে দণ্ড, বরুণ পাশ, প্রজাপতি ব্রহ্মা অক্ষমালা ও কমণ্ডলু, দিবাকর তাঁহার সমস্ত রোমকূপে স্বকীয় রশ্মিসমূহ, কাল খড়্গ ও নির্ম্মল চর্ম্ম এবং

ক্ষীরোদসাগর তাঁহাকে নির্ম্মল হার, অজর বস্ত্র, দিব্য চূড়ামণি, দিব্য কুণ্ডলযুগল ও কটক-সমূহ এবং বিশুদ্ধ ললাটভূষণ, সমুদায় বাহুতে কেয়ূর, সুনির্ম্মল নূপুরযুগল, অনুত্তম কণ্ঠভূষণ ও সমুদায় অঙ্গুলিতে রত্নময় অঙ্গুরীয় সকল পরাইয়া দিলেন। অনন্তর বিশ্বকর্ম্মা তাঁহাকে অতিনির্ম্মল পরশু, অনেকবিধ অস্ত্র, অভেদ্য কবচ ও মস্তকে ও বক্ষস্থলে অম্লানপঙ্কজ মালা, জলনিধি শোভন পঙ্কজ, হিমালয় বাহনার্থ সিংহ ও বিবিধ রত্ন, সম্প্রদান করিলেন। পরে কুবের অমৃতপূর্ণ পানপাত্র, সর্ব্বনাগেশ্বর শেষ, যিনি পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছেন, মহামণি-বিভূষিত নাগহার এবং অন্যান্য দেবগণ অন্যান্য ভূষণ ও আয়ুধ প্রদানপূর্ব্বক সম্মাননা করিলে, সেই দেবী বারম্বার অট্টহাস্য সহকারে উচ্চৈস্বরে শব্দ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই ভয়ঙ্কর শব্দে সমুদায় আকাশ পরিপূরিত হইয়া উঠিল। বলিতে কি, ঐ সুবিপুল শব্দ সমুদায় বিশ্ব তদাদি-তদন্তক্রমে পূর্ণ করিয়া, অনবরত বিস্তৃত হইতে লাগিল। কুত্রাপি তাহার স্থান সঙ্কুলন হইল না। তৎকালে তাহার যে তুমুল প্রতিশব্দ সমুত্থিত হইল, তাহাতে সমুদায় লোক ক্ষুভিত হইয়া উঠিল, সাগর সকল কম্পিত হইতে লাগিল, সমগ্র মেদিনীমণ্ডল বিচলিত হইল, মহীধর সকল আন্দোলিত হইতে লাগিল। তখন দেবগণ হর্ষভরে উল্লাসিত হইয়া, সেই সিংহবাহিনীরে কহিলেন, তোমার জয় হউক। মুনিগণ ভক্তিভরে নম্রমূর্ত্তি ও নম্রচিত্ত হইয়া, তাঁহার স্তবগানে প্রবৃত্ত হইলেন।

এদিকে, সমুদায় ত্রৈলোক্য নিতান্ত ক্ষুভিত হইয়াছে, দর্শন করিয়া, অসুরগণ আয়ুধ উদ্যত ও তাহাদের সৈন্য সকলও কবচ ধারণপূর্ব্বক যুদ্ধার্থ অভ্যুত্থান করিল। কিন্তু মহিষাসুর জাতক্রোধ হইয়া, তাহাদিগকে কহিল, আঃ, একি! এই বলিয়াই সে যাবতীয় অসুরগণে পরিবৃত হইয়া, সেই শব্দ লক্ষ্যে ধাবমান হইল। অনন্তর নিকট গিয়া, অবলোকন করিল, দেবী স্বকীয় শরীর-প্রভায় লোকত্রয় ব্যাপ্ত, পদভরে পৃথিবী অবনামিত, কিরীটে অম্বরতল উদ্ঘাটিত, ধনুর্গুণশব্দে সমুদায় পাতাল ক্ষুভিত এবং ভুজসহস্র সহায়ে দিক্ সকল সমন্তাৎ নীরন্ধ্রিত করিয়া, বিরাজমান হইতেছেন।

অনন্তর দেবীর সহিত অসুরগণের যুদ্ধ উপস্থিত হইল। তাহারা সেই যুদ্ধে নানাবিধ অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া, দিগন্তর উদ্ভাসিত করিয়া তুলিল। মহিষাসুরের সেনাপতি চামর ও চিক্ষুর এই দুই মহাসুর চতুরঙ্গবলে পরিবৃত হইয়া, দেবীর সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। তাহার অন্যতর সেনাপতি ছয় অযুত রথ লইয়া, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। তাহার আর একজন সেনানী মহাহনু অযুত সহস্র রথ সমভিব্যাহারে সমরসাগরে অবতরণ করিল। অনন্তর তাহার অন্যতর সেনাপতি মহাসুর অসিলোমা পঞ্চাশৎ নিযুত রথ লইয়া, যুদ্ধ করিতে লাগিল। বাস্কলনামক অপর সেনানী ষষ্টি লক্ষ সৈন্যের সহিত যুদ্ধভূমিতে অবতরণ করিল। অনেক সহস্র গজবাজী এবং কোটি রথ তাহাকে বেষ্টন করিয়া চলিল। অনন্তর বিড়ালাক্ষনামক তাহার আর এক সেনাপতি অযুত সৈন্য ও পঞ্চাশৎ অযুত রথে পরিবেষ্টিত হইয়া, রণস্থলে যুদ্ধ করিতে লাগিল। অন্যান্য মহাসুর সকলও অযুত অযুত রথ, হস্তী ও অশ্বে পরিবৃত হইয়া, দেবীর সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। মহিষাসুর স্বয়ং কোটি কোটি সহস্র রথ, হস্তী ও অশ্ব সকলে বেষ্টিত হইয়া, সেই যুদ্ধে যোগদান করিল। এই-রূপে অসুরগণ মিলিত হইয়া, রাশি রাশি তোমর, ভিন্দিপাল, শক্তি, মুষল, খড়্গ, পরশু ও পট্টিশ প্রহারপুরঃসর দেবীর সহিত ঘোর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। তাহাদের মধ্যে কেহ শক্তি অর্থাৎ লৌহময়ী শলাকা ও কেহ কেহ পাশ প্রক্ষেপ করিতে লাগিল। কেহ কেহ খড়্গপ্রহার-পুরঃসর তাঁহারে সংহার করিতে উদ্যত হইল। তদ্দর্শনে সেই দেবী চণ্ডিকা স্বকীয় শস্ত্র ও অস্ত্র সকল বর্ষণ করিয়া, তাহাদের সেই সকল অস্ত্র শস্ত্র অবলীলাক্রমেই ছেদন করিলেন। অনবরত যুদ্ধ করিয়াও, তদীয় বদনমণ্ডলে কোনরূপ আয়াসের লক্ষণ প্রকাশ পাইল না। তদ্দর্শনে দেবগণ ও ঋষিগণ একযোগে তদীয় স্তবগানে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ সময়ে সেই ঈশ্বরী অসুরসমূহের শরীর-সমূহে অস্ত্র ও শস্ত্রসমূহ মোচন করিতে লাগিলেন। তাঁহার বাহন কেশরীও ক্রুদ্ধ হইয়া, কেশরসমূহ

কম্পিত ও প্রস্ফুরিত করিয়া, বনমধ্যে হুতাশনের ন্যায়, অসুরসৈন্যমধ্যে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিল। দেবী অম্বিকা যুদ্ধ করিতে করিতে যে নিশ্বাসত্যাগ পরিহার করিলেন, তাহা হইতে তৎক্ষণাৎ শত সহস্র প্রমথ সৈন্য সম্ভূত ও তদীয় শক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া, পরশু, পট্টিশ, অসি ও ভিন্দিপাল প্রহারপুরঃসর অসুরদিগকে সংহার করিয়া, যুদ্ধ করিতে লাগিল এবং সেই যুদ্ধ-মহোৎসবে প্রবৃত্ত হইয়া, দলে দলে পটহ, শঙ্খ ও মৃদঙ্গ সকল বাদিত করিতে আরম্ভ করিল।

অনন্তর দেবী ত্রিশূল, গদা, শক্তি, ঋষ্টি ও খড়্গাদি প্রয়োগপুরঃসর শত শত অসুরের প্রাণ সংহার এবং অন্যান্যদিগকে ঘণ্টাশব্দে বিমোহিত করিয়া, নিপাতিত করিলেন। আবার, কোন কোন অসুরকে পাশে বদ্ধ করিয়া, ভূমিতলে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন; কাহাকেও বা সুশাণিত খড়্গাপাতে দুই খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। কেহ কেহ বা তদীয় গদানিপাতনে বিমর্দ্দিত হইয়া, ভূমিতলে শয়ন করিল। কোন কোন অসুরেরা গুরুতর মুষলাঘাতে রুধির বমন করিতে লাগিল। কেহ কেহ বা শূলের আঘাতে বিদীর্ণহৃদয় হইয়া, ভূমিতে নিপাতিত হইল। কেহ কেহ বা তদীয় শরজালে এরূপ সমাচ্ছন্ন হইল, যে, তাহাদের শরীরে কুত্রাপি রন্ধ্রমাত্র বা তিলমাত্রও স্থান রহিল না; একবারেই তাহারা যেন শরময় হইয়া উঠিল। যে সকল অসুর সেনাগণের পশ্চাতে থাকিয়া, তাহাদিগকে চালনা বা তাহাদের পৃষ্ঠপোষণ করিতেছিল, তাহাদের মধ্যে কাহারও বাহু ও কাহারও গ্রীবা, দেবীর শরপ্রহারে ছিন্ন হইয়া গেল; কাহারও মস্তক ধরাশায়ী হইল; কাহারও বা মধ্যস্থল তিনি বিদারিত করিলেন। তাঁহার দারুণ প্রহারে জঙ্ঘা ছিন্ন ভিন্ন হইলে, কোন কোন মহাসুরেরা ধরাতলে পতিত হইল। দেবী কাহাকে অস্ত্রপ্রহারে একবাহু, একচরণ ও একচক্ষু এবং কাহাকেও বা দুই খণ্ড করিলেন। কোন কোন অসুরগণের শির ছিন্ন হইলে, তাহাদের কবন্ধ, অর্থাৎ মস্তকহীন দেহ সকল পতিত হইয়া, পুনরায় উত্থানপূর্ব্বক উৎকৃষ্ট আয়ুধ সকল গ্রহণ করিয়া, দেবীর সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। কেহ কেহ বা তদবস্থায় খড়্গ, শক্তি ও ঋষ্টি হস্তে তূর্য্যালয় আশ্রয় করিয়া, তালে তালে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল এবং কেহ কেহ বা দেবীকে তিষ্ঠ তিষ্ঠ বলিতে লাগিল। যেখানে সেই তুমুল সংগ্রাম সমুপস্থিত হইয়াছিল, সেখানকার ভূমি দেবীর নিপাতিত রাশি রাশি রথ, হস্তী, অশ্ব ও অসুরগণের পতনে অগম্য হইয়া উঠিল। শোণিতৌঘনশালিনী মহানদী সকলও সদ্য হস্তী, অশ্ব ও অসুরসৈন্যের মধ্যে প্রবাহিত হইল। বহ্নি যেমন রাশি রাশি তৃণ কাষ্ঠ তৎক্ষণে দগ্ধ করে, সেইরূপ দেবী অম্বিকা ক্ষণমধ্যেই সেই অসুরগণের সুবিপুল সৈন্য ক্ষয়িত করিলেন। তাঁহার বাহন সিংহ কেশররাশি উদ্ধূত করিয়া, গভীর-গর্জ্জন-বিসর্জ্জন-পুরঃসর অসুরদিগের শরীর হইতে যেন সাক্ষাৎকারে বলপূর্ব্বক প্রাণ আকর্ষণ করিতে লাগিল। দেবীর নিশ্বাসোৎপন্ন উল্লিখিত সৈন্য সকলও এরূপে যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল, যে, দেবগণ স্বর্গে থাকিয়া, তাহাদের স্তব ও তাহাদের উপরি পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন।

ইতি মহিষাসুরসৈন্যনিধন নাম দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়।

ত্র্যশীতিতম অধ্যায়।

ঋষি কহিলেন, সৈন্য সকল নিহত হইতেছে, দর্শন করিয়া, সেনাপতি মহাসুর চিক্ষুর জাতক্রোধ হইয়া, যুদ্ধ করিবার অভিলাষে দেবীর সকাশে গমন করিল এবং জলধর যেমন মেরুপর্ব্বতের শিখরদেশে জলবর্ষণ করে, তদ্রূপ তাঁহার উপরি শর বর্ষণ করিতে লাগিল। তখন দেবী অবলীলাক্রমে তদীয় শরবৃষ্টি নিরাকৃত করিয়া, বাণপরম্পরাপ্রয়োগপূর্ব্বক তাহার অশ্বসমূহ ও সারথিকে সংহার এবং তৎক্ষণাৎ তাহার ধনু ও সমুচ্ছ্রিত ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ছেদন করিয়াই, তাহার সর্ব্বশরীরে বাণ সকল বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন সে হতসারথি, হতরথ, হতাশ্ব ও হতধনু হইয়া, খড়্গ-চর্ম্ম-ধারণপূর্ব্বক দেবীর অভিমুখে ধাবমান হইল এবং তীক্ষ্ণধার খড়্গ দ্বারা সিংহের মস্তক আহত করিয়া, অতীব বেগভরে দেবীর সব্য ভুজে আঘাত করিল। নৃপনন্দন! তদীয় ভুজ প্রাপ্তমাত্র ঐ খড়্গ চূর্ণ হইয়া গেল। অনন্তর মহাসুর রোষকষায়িত লোচনে শূল গ্রহণ করিয়া, ভদ্রকালীর প্রতি নিক্ষেপ করিল। তখন, সেই শূল তেজঃপুঞ্জে জাজ্বল্যমান হইয়া, আকাশ হইতে রবিবিম্বের ন্যায়, আগমন করিতে লাগিলে, দেবী তাহা দর্শন করিয়া, আপনার শূল মোচন করিলেন। তৎক্ষণাৎ সেই মহাসুর আপনার শূলের সহিত, দেবীর ঐ শূলাঘাতে শত শত খণ্ডে বিভক্ত হইয়া গেল।

মহিষের চমূপতি মহাবীর চিক্ষুর নিহত হইলে, দেবগণ-নিসূদন চামর গজারোহণে সমাগত হইল এবং দেবীর উদ্দেশে শক্তি মোচন করিল। তিনি সত্বরে হুঙ্কারপরিহারসহকারে সেই শক্তিকে অভিহত ও প্রভারহিত করিয়া, ভূপৃষ্ঠে পাতিত করিলেন। শক্তি ভগ্ন হইয়া, ভূপৃষ্ঠে পতিত হইল, দর্শন করিয়া, চামর ক্রোধসমন্বিত হইয়া, শূল প্রয়োগ করিল। দেবী শরসমূহসন্ধানপূর্ব্বক তাহাও ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন তদীয় বাহন সিংহ সমুৎপতিত হইয়া, অসুরের গজের কুম্ভান্তরে আরোহণ করিয়া, সেই চামরের সহিত তুমুল বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। অনন্তর উভয়ে যুদ্ধ করিতে করিতে, হস্তী হইতে মহীতলে অবতরণ করিয়া, অতিমাত্র রোষভরে অতীব দারুণ প্রহার সহকারে যুদ্ধ করিতে লাগিল। অনন্তর মৃগারি সবেগে আকাশে উৎপতনপূর্ব্বক তথা হইতে পতিত হইয়া, করপ্রহারপুরঃসর তাহার মস্তক পৃথক্ করিয়া ফেলিল। তখন দেবী শিলা-বৃক্ষাদি-প্রহারে উদগ্রনামক সেনাপতিকে সংহার করিয়া, দন্তাঘাত, মুষ্ট্যাঘাত ও চপেটাঘাত দ্বারা করালনামক অন্যতর চমূপতিকে নিপাতিত, ক্রোধভরে গদাপ্রহারপুরঃসর উদ্ধতনামক আর এক সেনানীকে চূর্ণিত, ভিন্দিপাল দ্বারা ভাষ্করকে ভূপাতিত, শরসমূহ দ্বারা তাম্র ও অন্ধনামক অসুরকে মৃত্যুর কবলসাৎকৃত এবং ত্রিশূল দ্বারা উগ্রাস্য, উগ্রবীর্য্য ও মহাহনু নামক অপর অসুরত্রয়কে নিহত করিলেন। অনন্তর সেই ত্রিনেত্রা পরমেশ্বরী অসির আঘাতে বিড়ালের মস্তক শরীর হইতে ভূপাতিত করিয়া, দুর্দ্ধর ও দুর্ম্মুখ নামক অসুরদ্বয়কে শরপরম্পরার আঘাতে যমালয় পাঠাইয়া দিলেন।

এইরূপে স্বকীয় সৈন্য ক্রমশঃ অতিমাত্র ক্ষয় পাইতে লাগিলে, মহিষাসুর মাহিষরূপ ধারণ করিয়া, দেবীর সেই নিশ্বাসোৎপন্ন সৈন্যদিগকে ত্রাসিত করিতে লাগিল এবং কাহাকে তুণ্ডপ্রহারে, কাহাকে খুরনিক্ষেপসহকারে ও কাহাকে লাঙ্গূলের আঘাতে তাড়িত এবং কাহাকে বা শৃঙ্গদ্বয়প্রহারে বিদারিত করিল। অনন্তর কাহাকে বেগ দ্বারা, কাহাকে গর্জ্জন দ্বারা, কাহাকে ভ্রমণ দ্বারা ও কাহাকে বা নিশ্বাসপবন দ্বারা ভূতলে পাতিত করিতে লাগিল। এইরূপে দেবীর সেই প্রমথ সৈন্যদিগকে নিপাতিত করিয়া, তদীয় সিংহকে সংহার করিবার জন্য সবেগে ধাবমান হইল। তদ্দর্শনে দেবীর অন্তরে ক্রোধ পদ গ্রহণ করিলে, সেই মহাবীর্য্য অসুরও জাতক্রোধ

হইয়া, খুরপ্রহারপুরঃসর মহীতল ক্ষোদিত ও অত্যুচ্চ পর্ব্বত সকল দূরে অপসারিত করিয়া, গর্জ্জন করিতে লাগিল। সে সবেগে ভ্রমণ করাতে, পৃথিবী অতিশয় ক্ষুণ্ণ ও বিশীর্ণ হইয়া উঠিলেন। তাহার লাঙ্গুলে আহত হওয়াতে, সরিৎপতি সর্ব্বতোভাবে প্লাবিত হইল। তাহার শৃঙ্গচালনে মেঘ সকল ছিন্নভিন্ন ও খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল। তাহার নিশ্বাসপবনে পরিচালিত হইয়া, শত শত পর্ব্বত আকাশ হইতে নিপতিত হইতে লাগিল।

এইরূপে সেই মহিষাসুর ক্রোধে গর্জ্জন করিতে করিতে, সান্নিধ্যে আগমন করিতে লাগিলে, দেবী চণ্ডিকা দর্শন করিয়া, তদীয় সংহারার্থ রোষাবিষ্টা হইলেন। তখন তিনি পাশাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া, তাহাকে বন্ধন করিলেন। সে বদ্ধ হইয়া, মহিষরূপ ত্যাগ করিয়া, যেমন সিংহরূপ ধারণ করিল, মহামায়াও তেমনি তখনি তাহার মস্তক ছেদন করিলেন। অসুরও সঙ্গে সঙ্গেই খড়্গপাণি পুরুষমূর্ত্তিতে অম্বিকার দৃষ্টিপথে উপস্থিত হইল। অনন্তর দেবী শরপরম্পরা প্রয়োগপূর্ব্বক সেই পুরুষকে ছেদন করিলেন। তাহার খড়্গ চর্ম্মও সঙ্গে সঙ্গেই কাটিয়া দিলেন। তখন সে মহামাতঙ্গমূর্ত্তিতে প্রাদুর্ভূত হইয়া, শুণ্ডাদণ্ড দ্বারা দেবীর বাহন সিংহকে আকর্ষণ করিয়াই, গর্জ্জন করিতে লাগিল। দেবী আকর্ষণসমকালেই খড়্গ দ্বারা তদীয় শুণ্ডাদণ্ড কর্ত্তন করিলেন। তখন মহাসুর মহিষ পুনরায় মহিষমূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া, স্থাবরজঙ্গমাত্মক ত্রৈলোক্য ক্ষুব্ধ করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে দেবী জগন্মাতা চণ্ডিকা অমৃত পান করিয়া, অরুণলোচনে ক্রোধভরে বারংবার হাস্য করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাসুর মহিষও বলবীর্য্যমদে সমুদ্ধত হইয়া, গর্জ্জনপুরঃসর শৃঙ্গদ্বয়সাহায্যে ভূধর সকল উৎপাটিত করিয়া, তাঁহার উদ্দেশে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। দেবী শরপরম্পরা প্রয়োগ করিয়া, তাহার প্রেরিত তৎসমস্ত পর্ব্বত চূর্ণ করত, মদোদ্ধৃত লোহিত বদনে গদগদ বচনে তাহাকে কহিলেন, মূঢ়! যাবৎ আমি মধুপান না করিতেছি, তাবৎ আর ক্ষণকাল গর্জ্জন করিয়া লও। অনন্তর আমি তোমারে এখনই সংহার করিলে, দেবগণ গর্জ্জন করিবেন।

ঋষি কহিলেন, এই বলিয়াই তিনি লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক ঊর্দ্ধে উত্থিতা হইয়া, মহিষাসুরের উপরি আরোহণ ও পাদ দ্বারা তদীয় কণ্ঠদেশ আক্রমণ করিয়া, শূল দ্বারা তাহারে তাড়না করিলেন। তখন সে দেবীর পদ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া, নিজমুখ হইতে মহিষাসুরের অর্দ্ধাঙ্গ বাহির করিলে, সেই দেবী অম্বিকা অতিমাত্র বীর্য্যপ্রকাশপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ তাহাকে বদ্ধ করিলেন। সে অর্দ্ধনিষ্ক্রান্ত হইয়াই, যুদ্ধ করিতে লাগিল। দেবী তখন সুবিপুল খড়্গের আঘাতে শিরশ্ছেদন করিয়া, তাহাকে নিপাতিত করিলেন। তদ্দর্শনে সমুদায় দৈত্যসৈন্য হাহাকার সহকারে পলায়মান হইল। দেবগণ ও দিব্য মহর্ষিগণ সকলেই অতিমাত্র হর্ষাবিষ্ট হইয়া, দেবীর স্তব করিতে লাগিলেন॥ গন্ধর্ব্বপতিরা গান আরম্ভ করিল এবং অপ্সরোগণ নৃত্য করিতে লাগিল।

ইতি মহিষাসুরবধনাম ত্র্যশীতিতম অধ্যায়।

চতুরশীতিতম অধ্যায়।

ঋষি কহিলেন, দেবী মহামায়া অতিমাত্রবীর্য্যবিশিষ্ট দুরাত্মা মহিষাসুরকে সসৈন্যে বিনাশ করিলে, ইন্দ্রপ্রমুখ অমরবর্গ অতিমাত্র আহ্লাদ অনুভব করিলেন। পুলকোদ্গমবশতঃ তাঁহাদের দেহ অতিশয় প্রীতিভাত হইয়া উঠিল। তখন তাঁহারা প্রণতিবশে নতগ্রীব ও নতস্কন্ধ হইয়া, বক্ষ্যমাণ বাক্যে দেবীর স্তব করিতে লাগিলেন. যে দেবী স্বকীয় শক্তি সহায়ে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড প্রসব করিয়াছেন; যাবতীয় দেবতার শক্তিসমষ্টিই যাঁহার মূর্ত্তি; সমুদায় মহর্ষি ও অমরবর্গ যাঁহার পূজা করেন; আমরা ভক্তিভাবে তাঁহারে প্রণাম করিতেছি। তিনি আমাদের

মঙ্গলপরম্পরা বিধান করুন। যাঁহার প্রভাবের ও বলের তুলনা নাই; সেইজন্য ভগবান্ অনন্ত, ব্রহ্মা ও মহাদেবও বর্ণন করিতে সমর্থ হন না, সেই চণ্ডিকা নিখিল জগতের পরিপালন ও যাবতীয় অমঙ্গল নির্হরণে প্রবৃত্তা হউন। যিনি সুকৃতিগণের সাক্ষাৎ শ্রী; যিনি দুষ্কৃতিগণের মূর্ত্তিমান্ অলক্ষ্মী; যিনি কৃতবুদ্ধিগণের হৃদয়ে বুদ্ধি; যিনি সাধুগণের শ্রদ্ধা; যিনি সৎকুলোদ্ভব ব্যক্তিগণের লজ্জা, সেই আপনাকে আমরা প্রণাম করিতেছি; আপনি এই বিশ্ব পরিপালন করুন। দেবী! তোমার এই মূর্ত্তি চিন্তার অতীত এবং তুমি যে বীর্য্যসহায়ে অসুরগণের ক্ষয় করিয়া থাক, তাহাও যেরূপ বিপুল, সেইরূপ লোকাতীত। আবার, তুমি প্রত্যেক যুদ্ধেই যেরূপ অনুষ্ঠান করিয়াছ, তাহাও সমুদায় দেবগণ ও অসুরগণ ইত্যাদি যাবতীয় গণকেই অতিক্রম করিয়াছে; কেহই তদনুরূপ অনুষ্ঠানে সমর্থ হন না। অতএব আমরা আর ঐ সকলের কি বর্ণনা করিব? তুমি সমস্ত জগতের উদ্ভবক্ষেত্র; সত্ত্ব রজ তম এই গুণত্রয় তোমার স্বরূপ। তোমার মহিমার পার নাই। হরিহরাদিরাও তোমার প্রকৃত স্বরূপ পরিজ্ঞাত নহেন। রাগাদি দোষ সমস্ত তোমার ত্রিসীমায় যাইতে পারে না। তুমি সকলের আশ্রয়। এই অখিল জগৎ তোমারই অংশ। তোমার জন্ম নাই, মৃত্যুও নাই। তুমিই আদ্যা ও পরমা প্রকৃতি। যাহার উচ্চারণমাত্রেই সমস্ত সুরগণ সমুদায় যজ্ঞে তৃপ্তিলাভ করেন, তুমি সেই স্বাহা। তুমিই পিতৃগণের তৃপ্তিহেতু। সেইজন্য লোকে তোমাকে স্বধা বলিয়া থাকে। তুমিই মুক্তির হেতু। তোমার স্বরূপ চিন্তা করিয়া, অবধারণ করা যায় না। তুমি মহাব্রতা। দেবি! তুমি পরাৎপরস্বরূপিণী বিদ্যারূপিণী ভগবতী। এইজন্য মুনিগণ মোক্ষলাভকামনায় ইন্দ্রিয়গ্রাম সংযত করিয়া, তোমার সাধনা করেন। তুমি ত্রিবেদস্বরূপা। তুমি সুবিমল ঋগ্বেদ ও যজুর্ব্বেদের নিধান। তুমি উদাত্তাদি স্বরসংযোগে সমুচ্চারিত রমণীয় পদ ও পাঠসম্পন্ন সামবেদের আশ্রয়। তুমি দেবী ভগবতী। তুমি তিন বেদ। তুমি সমস্ত জগতের পরমার্ত্তি বিনাশ করিয়া থাক। দেবি! যাহা দ্বারা যাবতীয় শাস্ত্রসার বিদিত হওয়া যায়, তুমি সেই মেধা। তুমি দুর্গতি দূর করিয়া থাক। তুমি অতীবদুস্পার ভবপারাবারের তরণী। তুমি কিছুতেই লিপ্তা নহ। যিনি কৈটভনিসূদন বাসুদেবের হৃদয়েই একমাত্র অবস্থিতি করেন. তুমি সেই লক্ষ্মী এবং যিনি মহাদেবের হৃদয়চারিণী, তুমি সেই গৌরী। তোমার যে বদনমণ্ডল স্মিতবিকসিত ও পরমনির্ম্মলস্বরূপ; যাহার কান্তি কনক অপেক্ষাও কমনীয়; এইজন্য যাহা সকল লোকেরই মনোহর এবং যাহা পৌর্ণমাসী চন্দ্রবিম্বের সর্ব্বাংশেই অনুকারী, সেই বদনমণ্ডল বিলোকন করিয়াও, মহিষাসুর সহসা রোষবশ হইয়া, তোমার প্রহার করিয়াছিল; ইহা অপেক্ষা অতিমাত্র বিস্ময়ের বিষয় আর কি হইতে পারে? দেবি! আবার, তোমার বদনমণ্ডল যখন কোপবশে ভ্রুকুটি করাল হইয়া, উদীয়মান শশাঙ্কের সদৃশ রক্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল, তখন তাহা দর্শন করিয়াও যে, মহিষাসুর তৎক্ষণেই প্রাণ পরিত্যাগ করে নাই ইহাও অতীব বিচিত্র। কেননা, কুপিত কৃতান্তকে দর্শন করিলে, কেই বা বাঁচিয়া থাকিতে পারে? দেবি! তুমি পরাৎপরস্বরূপিণী। সকলের মঙ্গল জন্য প্রসন্না হও। তুমি কুপিতা হইলে, যে, তৎক্ষণেই কুলসকল বিনাশ করিয়া থাক, ইহা তখনই জানিতে পারা গিয়াছে। কেননা, তুমি কোপবশে এইমাত্র এই মহিষাসুরের সুবিপুল সৈন্য বিনষ্ট করিলে! তুমি সর্ব্বদা যাহাদের প্রতি প্রসন্না হইয়া, অভ্যুদয় বিধান কর, তাহারাই জনপদ সকলের সবিশেষ সম্মানভাজন হয়। তাহারাই পৃথিবীর যাবতীয় ধন অধিকার করে। তাহারাই কীর্ত্তিমান্ হইয়া থাকে। তাহাদের ধর্ম্মাদি চতুর্ব্বর্গও কখন অবসন্ন হয় না। তাহারাই ধন্য। তাহাদেরই পুত্র, কলত্র ও ভৃত্যবর্গ বশীভূত হইয়া থাকে। দেবি! সুকৃতী ব্যক্তি তোমার প্রসাদে প্রতিদিন আদরসহকারে সর্ব্বদাই ধর্ম্মসম্মত কার্য্য সকলের অনুষ্ঠান করিয়া স্বর্গে গমন করে। তুমি ত্রিলোকেরই মঙ্গলবিধান করিয়া থাক। দুর্গে! তোমাকে স্মরণ করিলে, তুমি যাবতীয় প্রাণীর ভয় হরণ কর। আবার, অকপট ভাবে তোমার স্মরণ করিলে, তুমি অতীব শুভমতি প্রদান করিয়া থাক। তুমি দারিদ্র্যদুঃখ ও ভয় সকল হরণ কর। তোমা-

ভিন্ন অন্য আর কে সকলের সর্ব্ববিধ উপকারকরণার্থ সর্ব্বদাই দয়ার্দ্রচিত্তা হইয়া আছে? এই অসুরগণ নিহত হওয়াতে, অদ্য অখিল বিশ্বের সুখ সঞ্চরিত হইল। ইহারা যেন আর পাপ করিয়া নরকে গমন না করে; প্রত্যুত, সংগ্রামে কলেবরপরিহারপুরঃসর স্বর্গ যেন প্রাপ্ত হয়। ইহাই তোমার ইচ্ছা। এই ইচ্ছার বশবর্ত্তিনী হইয়াই, তুমি সংসারের শত্রু সকলের সংহার করিয়া থাক। তুমি দৃষ্টিপাতমাত্রেই অসুরদিগের সকলকে তৎক্ষণে একবারেই ভস্ম করিতে পার। কিন্তু তাহা না করিয়া, তাহাদের প্রতি শস্ত্র সকল প্রয়োগ করিয়াছিলে। ইহার কারণ কি, না, শত্রুগণ শস্ত্রস্পর্শে বীতপাপ হইয়া, শুভ লোক সকল লাভ করুক। তাহাদের প্রতি তোমার এইপ্রকার সাধীয়সী মতি সমুদ্ভূত হইয়াছিল। দেবি! তোমার খড়্গ হইতে যখন অত্যুগ্র প্রভারাশি প্রস্ফুরিত এবং তোমার শূল হইতেও যখন ঐরূপ দীপ্তিপুঞ্জ বিনিঃসৃত হইয়াছিল, তখন তাহা দর্শন করিয়াই, যে অসুরগণের দৃষ্টি দগ্ধ হইয়া যায় নাই, ইহার কারণ কেবল ইহাই বোধ হয়, যে, তাহারা তোমার সুস্নিগ্ধ-কিরণশালী চন্দ্রের ন্যায়, সুকুমার বদনমণ্ডল বিলোকন করিয়াছিল। তাহাতেই ঐরূপে রক্ষা পাইয়াছে। দেবি! তোমার চরিত্র দুর্বৃত্তগণের দুষ্ট চরিত্র বিনষ্ট করে। ত্রিভুবনে কুত্রাপি যাহার তুলনা হয় না এবং চিন্তা করিয়াও যাহার স্বরূপ নির্দ্ধারণ করা যায় না, তোমার সেইরূপও দুর্বৃত্তগণের বৃত্তবিনাশে সমর্থ হইয়া থাকে। অধিক কি, তোমার বীর্য্যও দেবগণের পরাক্রমহারী অসুরদিগের নাশ করিতে পারে। তথাপি, তুমি সেই শত্রুগণের প্রতি ঈদৃশী দয়া প্রকটিত করিলে! তাহারা স্বর্গলাভ করিল! দেবি! সংসারে কাহারই বা সহিত তোমার এই পরাক্রমের তুলনা হইতে পারে? আবার, তোমার রূপ যেরূপ শত্রুগণের ভয়কারী, সেইরূপ সকল লোকের হৃদয়-প্রাণ-মনোহারী। তাহারই বা তুলনা কোথায়? আবার, তোমার অন্তরে দয়া ও সমরনিষ্ঠুরতা উভয়েই একাধারে বিরাজ করিতেছে। ত্রিভুবনের মধ্যে কেবল তোমাতেই এইরূপ পরস্পর-বিরুদ্ধ গুণ সকলের অধিষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায়। তুমি শত্রুদিগকে সুরলোকে প্রেরণ করিয়া, তাহাদের হইতে সমুদ্ভূত ভয়ে আমাদিগকেও উদ্ধার করিলে। অতএব তোমাকে নমস্কার।

দেবি! তুমি আমাদিগকে শূল দ্বারা রক্ষা কর। অম্বিকে! তুমি আমাদিগকে খড়্গ দ্বারা রক্ষা কর। তুমি ঘণ্টাশব্দ ও ধনুষ্টঙ্কার দ্বারা পালন কর। চণ্ডিকে! তুমি আমাদিগকে উত্তর, পূর্ব্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম সকল দিকে আত্মশূল পরিভ্রামিত করিয়া, রক্ষা কর। তোমার যে অতিশান্ত ও অতিঘোর রূপ সকল ত্রৈলোক্যে বিচরণ করিতেছে, তাহাদের সকলের দ্বারা আমাদের ও পৃথিবীর রক্ষা কর। অম্বিকে! তোমার করপল্লবে খড়্গ, শূল ও গদাদি যে সকল অস্ত্র আছে, তাহাদের দ্বারা আমাদের সর্ব্বতোভাবে রক্ষা কর।

ঋষি কহিলেন, সুরগণ এইরূপে স্তব করিয়া, নন্দন কানন-সমুদ্ভূত দিব্য কুসুম ও দিব্য গন্ধানু-লেপন দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা এবং ভক্তিভরে সকলে দিব্য ধূপ দ্বারা সেই জগদ্ধাত্রীকে ধূপিতা করিলেন। তখন তিনি প্রসাদোন্মুখী হইয়া, সেই প্রণতিপরায়ণ দেবগণকে কহিলেন, ত্রিদশগণ! তোমরা সকলে আমার নিকট অভিবাঞ্ছিত বর প্রার্থনা কর। তোমরা এইরূপে স্তব করিয়া, আমার যে বিশিষ্ট বিধানে পূজা করিয়াছ, তাহাতে আমি তোমাদের প্রতি অতিমাত্র প্রীতিমতী হইয়াছি। এইজন্য তোমাদিগকে বর দিব।

দেবগণ কহিলেন, ভগবতী আপনি আমাদের সকলই করিয়াছেন। কিছুই অবশিষ্ট রাখেন নাই। যেহেতু, আপনি আমাদের শত্রু মহিষাসুরকে নিহত করিলেন। তথাপি, যদি মহেশ্বরী আমাদিগকে বর দেওয়া উচিত বোধ করেন, তাহাহইলে, আমরা যখন যখন স্মরণ করিব, তখন তখনই যেন আমাদের পরম আপদ সকল এইরূপে বিনাশ করেন। আর, হে অমলাননে! যে সকল ব্যক্তি আমাদের প্রণীত এই স্তব দ্বারা তোমার স্তব করিবে, আমাদের প্রতি প্রসন্না হইয়া, বিত্ত, ঋদ্ধি ও বিভবরাশি প্রদানপুরঃসর তাহাদের পুত্র দারাদি সম্পদের বৃদ্ধিসাধনার্থ সর্ব্বদা উন্মুখী হইবে।

ঋষি কহিলেন, রাজন্! দেবগণ আপনাদের ও সমুদায় জগতের নিমিত্ত এইরূপে প্রসন্ন করিলে, দেবী ভদ্রকালী, তাহাই হইবে, বলিয়া, অন্তর্হিতা হইলেন। রাজন্! পূর্ব্বে তিনি জগৎত্রয়ের হিতকামনা-বশবর্ত্তিনী হইয়া, দেবগণের শরীর হইতে যেরূপে প্রাদুর্ভূতা হইয়াছিলেন, তাহা এই কহিলাম। পুনরায় তিনি শুম্ভ, নিশুম্ভ ও অন্যান্য দুষ্ট দৈত্যগণের সংহার, লোক সকলের রক্ষা ও দেবগণের উপকার করণার্থ গৌরীদেহে সমুদ্ভূতা হইয়াছিলেন। তাহারও বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত তোমার নিকট কহিতেছি, শ্রবণ কর।

ইতি দেবগণের দেবীস্তব নাম চতুরশীতিতম অধ্যায়।

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়।

ঋষি কহিলেন, পূর্ব্বে শুম্ভ ও নিশুম্ভ ইহারা উভয়ে মদবলের আবেশপ্রযুক্ত শচীপতির নিকট হইতে ত্রৈলোক্য ও যজ্ঞভাগ উভয়ই হরণ করিয়া লইয়াছিল। অধিক কি, তাহারাই সূর্য্য হইয়াছিল। তাহারাই চন্দ্রের কার্য্য করিত। তাহারাই কুবের, যম ও বরুণের অধিকার আত্মসাৎ করিয়াছিল। তাহারাই বায়ুর ও অগ্নির কার্য্য করিত। ফলতঃ, তাহারা দুই জনে দেবগণের সকলকেই পরাজিত করিয়া, রাজ্যভ্রষ্ট ও অধিকারচ্যুত করত, স্বর্গ হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিল। দেবগণ অসুরদ্বয় কর্ত্তৃক এইরূপে নিরাকৃত ও পর্য্যুদস্ত হইয়া, সেই অপরাজিতা দেবী ভগবতী দুর্গাকে স্মরণ করিতে লাগিলেন, দেবি! তুমি আমাদিগকে বর দিয়াছ, যে, আপদে পড়িয়া স্মরণ করিলেই, তৎক্ষণাৎ তোমাদের পরম আপৎ বিনাশ করিব। অনন্তর তাঁহারা সকলে ঐরূপ কৃতসংকল্প হইয়া, নগাধিরাজ হিমালয়ে গমনপূর্ব্বক এই বলিয়া, সেই বিষ্ণুমায়া দেবীর স্তব করিতে লাগিলেন, তুমি দেবী, অর্থাৎ লীলাবিগ্রহময়ী, তুমি মহাদেবী অর্থাৎ সকলের প্রকাশকারিণী, তুমি শিবা অর্থাৎ সকলের মঙ্গলবিধায়িনী। তোমাকে নমস্কার করি। তুমি প্রকৃতি অর্থাৎ ব্রহ্মাদিরও সৃষ্টি করিয়াছ। তুমি সকলের শুভসজ্ঘটন করিয়া থাক। এই কারণে আমরা প্রণামপূর্ব্বক নিয়ত চিত্তে তোমারে নমস্কার করিতেছি। তুমি সংহাররূপিণী। তুমি শুদ্ধসত্ত্বময়ী। তুমি সকলের ধাত্রী, তোমাকে নমস্কার। তুমি পরমজ্যোতির্ম্ময়ী; তুমি সকলের আনন্দবিধায়িনী বা আনন্দরূপিণী। তুমি সকলের সুখস্বরূপা; তোমাকে নমস্কার। তুমি কল্যাণী; তুমি সকলের বৃদ্ধিস্বরূপা; তুমি অণিমাদি অষ্ট সিদ্ধি। তোমাকে নমস্কার, নমস্কার। তুমি অসুরগণের শক্তি; তুমি নরপতিগণের লক্ষ্মী; তুমি বিশ্বরূপা; তোমাকে নমস্কার। তুমি দুর্গা। তুমি দুর্গমে পতিত ব্যক্তিদিগকে উদ্ধার করিয়া থাক। তুমি ব্রহ্মরূপা। তুমি সর্ব্বকারিণী। তুমি সকলের প্রতিষ্ঠা। তুমি তমোরূপিণী। তুমি সর্ব্বপ্রচ্ছাদকস্বরূপিণী; তোমাকে সতত নমস্কার করি। তোমার ন্যায় সুন্দরী আর কেহ নাই। তুমি রৌদ্ররূপা; তোমাকে নমস্কার, নমস্কার। তুমি জগতের আধারশক্তি বা প্রাণশক্তি। তুমি স্বয়ং প্রকাশস্বরূপিণী। তুমি সাক্ষাৎ ক্রিয়াশক্তি। তোমাকে নমস্কার, নমস্কার।

যে দেবী সর্ব্বভূতে বিষ্ণুমায়া নামে কথিতা হইয়া থাকেন; যাঁহার মায়ায় সমস্ত সংসার আত্মবিস্মৃত হইয়া আছে, তাঁহাকে নমস্কার, তাঁহাকে নমস্কার, তাঁহাকে নমস্কার, তাঁহাকে নমস্কার। যে দেবী সর্ব্বভূতে চেতনা বলিয়া কথিতা হইয়া থাকেন, তাঁহাকে নমস্কার, ঐ ঐ ঐ। যে দেবী সর্ব্বভূতে বুদ্ধিরূপে বাস করিতেছেন, তাঁহাকে নমস্কার, ঐ ঐ ঐ। যে দেবী সর্ব্বভূতে নিদ্রারূপে অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহাকে ঐ ঐ ঐ। যে দেবী সর্ব্বভূতে ক্ষুধা-

রূপে ঐ ঐ ঐ। যে দেবী সর্ব্বভূতে ছায়ারূপে ঐ ঐ। যে দেবী সর্ব্বভূতে শক্তিরূপে ঐ ঐ। যে দেবী সর্ব্বভূতে তৃষ্ণারূপে ঐ ঐ। যে দেবী সর্ব্বভূতে ক্ষমারূপে ঐ ঐ। যে দেবী সর্ব্বভূতে লজ্জা ও জাতিরূপে ঐ ঐ। যে দেবী সর্ব্বভূতে শান্তিরূপে ঐ ঐ। যে দেবী সর্ব্বভূতে শ্রদ্ধারূপে ঐ ঐ। যে দেবী সর্ব্বভূতে কান্তি ও লক্ষ্মীরূপে ঐ ঐ। যে দেবী সর্ব্বভূতে বৃত্তিরূপে ঐ ঐ। যে দেবী সর্ব্বভূতে স্মৃতিরূপে ঐ ঐ। যে দেবী সর্ব্বভূতে দয়ারূপে ঐ ঐ। যে দেবী সর্ব্বভূতে তুষ্টিরূপে ঐ ঐ। যে দেবী সর্ব্বভূতে মাতৃরূপে ঐ ঐ। যে দেবী সর্ব্বভূতে ভ্রান্তিরূপে ঐ ঐ। যে দেবী ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাত্রী ও সমুদায় প্রাণীর প্রবৃত্তি নিবৃত্তির কারণ, তাঁহাকে ঐ ঐ। যে দেবী চৈতন্তরূপে সমুদায় জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া আছেন, তাঁহাকে ঐ। যে দেবী সর্ব্বভূতে সাক্ষাৎ ব্রহ্মশক্তিরূপে সতত বিরাজ করিতেছেন, তাঁহাকে নমস্কার, তাঁহাকে নমস্কার, তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার।

পূর্ব্বে সুরগণ অভীষ্টসিদ্ধির জন্ত যাঁহার স্তব করিয়াছিলেন এবং দেবরাজ স্বয়ং অশুভ দিনে যাঁহার উপাসনা করেন, যিনি সমুদায় মঙ্গলের কারণ ও যিনি সকলের ঈশ্বরী; তিনি আমাদের মঙ্গলপরম্পরা ও শুভপরম্পরা বিধান ও সমুদায় আপদ ধ্বংস করেন, যিনি সকলের নিয়ন্ত্রী; সুরগণ সম্প্রতি উদ্ধত দৈত্যগণ কর্তৃক সন্তাপিত হইয়া, যাঁহারে নমস্কার করিতেছেন, আমরা ভক্তি বিনম্রমূর্ত্তিতে স্মরণ করিবামাত্র যিনি তৎক্ষণে আমাদের সমুদায় বিপৎ বিনাশ করেন। তিনি অদ্য আমাদের মঙ্গলবিধান করুন।

ঋষি কহিলেন, নৃপনন্দন! দেবগণ এইরূপ স্তবাদিযোগে প্রবৃত্ত হইলে, দেবী পার্ব্বতী তাঁহাদের সেই স্থান দিয়া, জাহ্নবীতে স্নান করিতে গমন করিলেন। যাইবার সময় তাঁহাদিগকে বলিতে লাগিলেন, তোমরা কাহার স্তব করিতেছ? এই কথা বলিবামাত্র তাঁহার শরীরকোষ হইতে শিবা সমুদ্ভূতা হইয়া, কহিলেন, শুম্ভ ও নিশুম্ভ সমরে পরাজয়পূর্ব্বক স্বর্গ হইতে নিষ্কাশিত করিয়াছে। তজ্জন্য দেবগণ সমবেত হইয়া, আমারই স্তব করিতেছেন। পার্ব্বতীর শরীরকোষ হইতে সেই অম্বিকা বিনিঃসৃতা হইলেন; এইজন্য তাঁহার নাম কৌষিকী বলিয়া সমস্ত সংসারে পরিগণিত হইয়া থাকে।

সেই কৌষিকী বিনির্গতা হইলে, পার্ব্বতী কৃষ্ণামূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন। উঁহার নাম কালিকা বলিয়া, সংসারে বিখ্যাত। এই কালিকা হিমালয় আশ্রয় করিয়া আছেন। অনন্তর দেবী অম্বিকা পরম সুমনোহর রূপ ধারণ করিলে, শুম্ভ নিশুম্ভের ভৃত্য চণ্ড ও মুণ্ড তাহা দর্শন করিয়া, শুম্ভকে গিয়া বলিল, মহারাজ! অতীবসুমনোহরা কোন রমণী হিমাচল উদ্ভাসিত করিয়া, তথায় বিরাজ করিতেছে। কেহ কখন কুত্রাপি সেরূপ উৎকৃষ্ট রূপ দর্শন করে নাই। অতএব অসুরেশ্বর! সেই দেবী, কে, জানুন এবং লইয়া আসুন। সেই চার্ব্বঙ্গী বাস্তবিকই স্ত্রীগণ মধ্যে রত্নস্বরূপা। তাহার শরীর-প্রভায় সমুদায় দিক্ আলোকময়ী হইয়াছে। সে হিমালয়ে এখনও রহিয়াছে। তাহাকে দর্শন করিতে আজ্ঞা হউক। প্রভো! গজ ও অশ্বাদি যে কিছু মণি ও রত্ন পরম্পরা ত্রৈলোক্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়, সে সমস্তই এখন আপনার গৃহে আছে। আপনি পুরন্দরের নিকট হইতে গজরত্ন ঐরাবতকে আনয়ন করিয়াছেন। বৃক্ষরত্ন পারিজাত ও অশ্বরত্ন উচ্চৈঃশ্রবাও আপনার গৃহে বিরাজ করিতেছে। স্বয়ং পিতামহের অধিকৃত রত্নভূত, হংসযুক্ত বিমানও আনয়ন করিয়া, আপনার অঙ্গনে রাখা হইয়াছে। ধনেশ্বরের অধিকৃত এই মহাপদ্মনামক নিধিরত্নও আপনি আনয়ন করিয়াছেন। স্বয়ং সরিৎপতি আপনাকে ঐ অম্লানপঙ্কজা মালা প্রদান করিয়াছেন। যাহা কাঞ্চন প্রসব করিয়া থাকে, সেই বরুণের ছত্রও আপনার গৃহে আছে। পূর্ব্বে যাহা প্রজাপতির অধিকারে ছিল, সেই এই স্যন্দন-রত্নও আপনার আয়ত্ত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন, আপনি যমের উৎক্রান্তিদানাম্নী শক্তিও আনয়ন করিয়াছেন। আর বরুণের পাশ ভবদীয় ভ্রাতার করগত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত, তিনি সাগরসম্ভূত অন্যান্য সমস্ত রত্নজাতিও অধিকার করিয়াছেন। অগ্নি স্বকীয় দাহিকাশক্তি দ্বারা যে দুইখান বস্ত্র রচনা করিয়াছেন, তাহাও তিনি

আপনাকে দিয়াছেন। দৈত্যেন্দ্র! এইরূপে সমস্ত রত্নই আপনি আহরণ করিয়াছেন। অতএব কিজন্য এই কল্যাণী স্ত্রীরত্নকে গ্রহণ না করিতেছেন?

ঋষি কহিলেন, শুম্ভ চণ্ড ও মুণ্ডের এই কথা কর্ণগোচর করিয়া, মহাসুর সুগ্রীবকে দূতরূপে দেবীর সকাশে প্রেরণ করিল এবং বলিয়া দিল, সুগ্রীব! তুমি গমন করিয়া, আমার আদেশানুসারে তাহাকে এই এই কথা বলিবে এবং যাহাতে সে সম্প্রীতিসহকারে আগমন করে, তুমি শীঘ্র তাহা করিবে। সুগ্রীব এই আজ্ঞা পাইয়া, দেবীর অধিষ্ঠিত সেই অতিশোভন শৈলোদ্দেশে গমন করিয়া, তাঁহাকে মৃদু মধুর বাক্যে বলিতে লাগিল, দেবি! যিনি এখন ত্রৈলোক্যের পরমেশ্বর, সেই দৈত্যেশ্বর শুম্ভ আমাকে তোমার সকাশে দূতরূপে প্রেরণ করিয়াছেন। সেইজন্যই তোমার সকাশে আসিয়াছি। তিনি সমস্ত সুরগণকে নিঃশেষে জয় করিয়াছেন। যক্ষ গন্ধর্ব্ব রাক্ষসাদি কেহই তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারে না। তিনি যাহা বলিয়া দিয়াছেন, শুন। তিনি বলিয়াছেন, আমারই এই ত্রিভুবন। দেবগণও আমার বশীভূত। আমিই এখন ইন্দ্রাদি দেবগণের উদ্দেশে পৃথক্ পৃথক্ রূপে প্রদত্ত যজ্ঞভাগ সকল একত্রে ভোগ করিয়া থাকি। ত্রৈলোক্যে যে সকল উৎকৃষ্ট রত্ন আছে, আমিই এখন নিঃশেষে তৎসমস্ত অধিকার করিতেছি। আমি দেবেন্দ্রের বাহন গজরত্ন ঐরাবতকেও আত্মগত করিয়াছি। ক্ষীরোদসাগর মন্থন করিয়া, যে উচ্চৈঃশ্রবানামক অশ্বরত্ন উদ্ভূত হয়, দেবগণ প্রণতিসহকারে তাহাও আমাকে সমর্পণ করিয়াছে। অয়ি শোভনে! দেব, গন্ধর্ব্ব ও উরগবর্গ মধ্যে অন্যান্য যে সকল রত্ন আছে, তৎসমস্তও এখন আমার অধীন হইয়াছে। দেবি! তোমাকে সংসারে স্ত্রীরত্ন বলিয়া, আমাদের প্রতীতি জন্মিয়াছে। অতএব তুমি আমাদিগকে ভজনা কর। দেখ, আমরাই একমাত্র রত্নের ভোগকর্ত্তা। অয়ি চপলাপাঙ্গি! যেহেতু, তুমি রত্নস্বরূপা। সেইহেতু আমাকে অথবা আমার অনুজ উরুবিক্রম নিশুম্ভকে ভজনা কর। আমার পরিগ্রহ হইলে, তুমি পরম ঐশ্বর্য্য ভোগ করিবে, ভুবনে যে ঐশ্বর্য্যের তুলনা নাই। বুদ্ধিসহকারে এই সকল বিশেষরূপে আলোচনা করিয়া, আমার পরিগ্রহ হও।

ঋষি কহিলেন, সেই ভদ্রারূপিণী ভগবতী দেবী দুর্গা এইপ্রকার অভিহিতা হইয়া, মনে মনে গম্ভীর ভাবে হাস্য করিয়া, তাহাকে কহিলেন, তুমি সত্য বলিয়াছ। তুমি যাহা বলিলে, তাহার কিছুই মিথ্যা নহে। শুম্ভ ও তাহার ভ্রাতা নিশুম্ভ উভয়েই ত্রৈলোক্যের অধিপতি। কিন্তু এবিষয়ে আমি যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহা কিরূপে মিথ্যা করিতে পারি? আমার বুদ্ধি অতি সামান্য তজ্জন্য পূর্ব্বে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহা শ্রবণ কর। আমার প্রতিজ্ঞা এই, যে ব্যক্তি যুদ্ধে আমাকে জয় ও আমার দর্প ব্যপোহিত করিবে, এবং যে ব্যক্তি আমার প্রতিবল হইবে, সেই আমাকে পরিগ্রহ করিবে। অতএব শুম্ভই হউক, আর নিশুম্ভই হউক, এখানে আগমন এবং আমারে জয় করিয়া, সত্বরে আমার পাণিগ্রহণ করুক। বিলম্বে আর প্রয়োজন নাই।

দূত কহিল, দেবি! তুমি গর্ব্বিত হইয়াছ। যাহাহউক, আমার সম্মুখে আর এরূপ বলিও না দেখ, শুম্ভ ও নিশুম্ভের অগ্রসর হইতে পারে, ত্রৈলোক্যে এমন পুরুষ কে আছে? দেবি! সমুদায় দেবগণ যখন একত্র হইয়াও, অন্যান্য সামান্য দৈত্যগণের সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারেন না, তখন তোমার ন্যায় একজন স্ত্রীলোক একাকিনী কিরূপে শুম্ভ ও নিশুম্ভের সম্মুখে থাকিতে পারিবে অধিক কি, ইন্দ্রাদি সমুদায় অমরগণ যে শুম্ভাদির যুদ্ধে অবস্থিতি করিতে সমর্থ নাহন, তুমি স্ত্রী হইয়া, কিরূপে তাঁহাদের সম্মুখীনা হইবে। অতএব আমি বলিতেছি, তুমি শুম্ভ নিশুম্ভের পার্শ্বে গমন কর। প্রার্থনা করি, তোমাকে যেন কেশাকর্ষণ প্রযুক্ত হতগৌরবা হইয়া, তাঁহাদের নিকট যাইতে না হয়।

দেবী কহিলেন, দূত! স্বীকার করিলাম, তোমাদের শুম্ভ ও নিশুম্ভ উভয়েই অতিমাত্র বলী ও বীর্য্যশালী। কিন্তু পূর্ব্বে আমি না ভাবিয়া ও না বুঝিয়া, প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। এখন কি করিতে পারি

অতএব তুমি গমন কর। যাহা বলিলাম, আদর সহকারে সেই অসুররাজকে তাহা বিশেষ করিয়া বলিও। যাহা ভাল হয়, সে তাহা করিবে।

ইতি সুগ্রীবসংবাদ নাম পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়।

ষড়শীতিতম অধ্যায়।

ঋষি কহিলেন, সুগ্রীব দেবীর এই কথা শুনিয়া, অমর্ষপূরিত হইয়া, দৈত্যরাজকে গিয়া, বিস্তারপূর্ব্বক সমুদায় বলিল। তখন অসুরপতি শুম্ভ দূতের সেই বাক্য কর্ণগোচর করিয়া, রোষাবিষ্ট হইয়া, দৈত্যাধিপতি ধূম্রলোচনকে কহিল, ধূম্রলোচন! তুমি স্বকীয় সৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া, বলপূর্ব্বক কেশাকর্ষণসহকারে তাহারে বিহ্বলা করিয়া, সত্বরে মদীয় গোচরে আনয়ন কর। যদি অপর কোন ব্যক্তি তাহার পরিত্রাণ জন্য তোমার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করে; অমর, যক্ষ বা গন্ধর্ব্ব হইলেও, তাহাকে বধ করিবে।

ঋষি কহিলেন, ধূম্রলোচন এইরূপ আজ্ঞা পাইয়া, শীঘ্র ষষ্টিসহস্র অসুরসৈন্যে পরিবৃত হইয়া, দ্রুতপদে যাত্রা করিল। অনন্তর হিমাচলবাসিনী সেই দেবীকে দর্শন করিয়া, উচ্চৈঃ স্বরে বলিতে লাগিল, তুমি শুম্ভ নিশুম্ভের নিকট গমন কর। যদি তুমি প্রীতিপূর্ব্বক তাঁহাদের নিকট না যাও, তাহাহইলে, আমি বলপূর্ব্বক কেশাকর্ষণসহকারে তোমারে বিহ্বলা করিয়া, লইয়া যাইব।

দেবী কহিলেন, তুমি বলবান্; তাহাতে আবার বলবেষ্টিত হইয়া, বলশালী দৈত্যরাজ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছ। অতএব আমাকে যদি বলপূর্ব্বক লইয়া যাও, তাহাতে আমি কি করিতে পারি?

ঋষি কহিলেন, ধূম্রলোচন এইপ্রকার অভিহিত হইয়া, যেমন অভিমুখে ধাবমান হইল, তেমনি দেবী এক হুঙ্কারেই তাহাকে তখনি ভস্ম করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে সুবিপুল অসুরসৈন্য ক্রুদ্ধ হইয়া, তাঁহার উপরি রাশি রাশি শক্তি, পরশ্বধ ও সুতীক্ষ্ণ সায়ক সমস্ত বর্ষণ করিতে লাগিল। তখন দেবীর স্ববাহন মৃগরাজ রোষভরে সটাচ্ছটা কম্পিত করিয়া, অতীব ভৈরব রবে অসুরসেনার উপরি পতিত হইল এবং কাহাকে করপ্রহারে, কাহাকে তুণ্ডপ্রহারে, কাহাকে অধরপ্রহারে ও কাহাকে বা পাদপ্রহারে সংহার করিয়া, নখর-প্রহারপুরঃসর অন্যান্য প্রধান অসুরগণের কোষ্ঠ সকল বিপাটিত, তলপ্রহারে কাহারও বা মস্তক সকল পৃথক্কৃত, কাহার কাহার বাহু ও শির ছেদিত এবং কম্পিত কেশরে কাহারও কোষ হইতে রুধির পান করিতে লাগিল। সেই মহাপ্রাণ কেশরী অতিমাত্র রোষাবিষ্ট হইয়া, ক্ষণমধ্যেই তাদৃশ বিপুল অসুরসৈন্য ক্ষয় করিয়া ফেলিল।

এদিকে দেবী কর্ত্তৃক ধূম্রলোচন নিহত ও তদীয় বাহন কেশরী কর্ত্তৃক সমুদায় সৈন্য ক্ষয়িত হইয়াছে, শ্রবণ করিয়া, দৈত্যপতি শুম্ভ রোষাবিষ্ট হইয়া, স্ফুরিত অধরে চণ্ড মুণ্ড উভয়কে আজ্ঞা করিল, হে চণ্ড! হে মুণ্ড! তোমরা উভয়ে সুবিপুল সৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া, তথায় গমন করিয়া, সত্বরে সেই বামারে আনয়ন কর। তাহারে কেশে আকর্ষণ, না হয়, বন্ধন করিয়া, আনিবে। যদি যুদ্ধে তোমাদের সংশয় উপস্থিত হয়, তাহাতেও নিবৃত্ত হইবে না। সমুদায় অসুরসৈন্য মিলিয়া, যাবতীয় আয়ুধ-প্রয়োগপুরঃসর তাহারে সংহার করিও। তাহার বাহন সিংহ বিনিপাতিত হইলে, সেই অম্বিকাকে বন্ধন করিয়া, শীঘ্র আমার নিকট লইয়া আসিবে।

ইতি ধূম্রলোচনবধ নাম ষড়শীতিতম অধ্যায়।

সপ্তাশীতিতম অধ্যায়।

ঋষি কহিলেন, আজ্ঞামাত্র চণ্ড ও মুণ্ডপ্রমুখ দৈত্যগণ চতুরঙ্গিণী বাহিনী সমভিব্যাহারে স্ব স্ব আয়ুধ উদ্যত করিয়া, প্রস্থান করিল। দেখিল, দেবী ভগবতী শৈলরাজ হিমালয়ের কাঞ্চনময় সুবিশাল শৃঙ্গে সিংহের উপরি সহাস্য আস্যে বিরাজ করিতেছেন। তাহারা তাঁহাকে দর্শন করিয়া, উদ্যমপ্রকাশপুরঃসর তাঁহাকে গ্রহণ করিবার উপক্রম করিল। অন্যান্যেরা ধনুঃ ও খড়্গ আকর্ষণ-পূর্ব্বক ধারণ করিয়া, তাঁহার সমীপস্থ হইল। তদ্দর্শনে দেবী অম্বিকা তাহাদের প্রতি অতিমাত্র রোষ প্রকাশ করিলেন। কোপবশতঃ তদীয় বদন তৎক্ষণাৎ কালীবর্ণ হইয়া গেল। পরক্ষণেই তাঁহার ভ্রুকুটিকুটিল ললাটফলক হইতে দ্রুতবেগে করালবদনা কালী বিনিক্রান্তা হইলেন। তাঁহার হস্তে অসি, পাশ ও বিচিত্র খট্বাঙ্গ। তাঁহার বিভূষণ নরমালা। তাঁহার পরিধান ব্যাঘ্রচর্ম্ম। তাঁহার শরীরের মাংস শুষ্ক। তাঁহার দৃশ্য ও স্বভাব উভয়ই অতি ভয়ানক। তাঁহার বদনমণ্ডল অতীব বিস্তৃত। তাঁহার জিহ্বা লোল লোল করিতেছে। তজ্জন্য তাঁহারে দেখিলে, অতিমাত্র ভয় জন্মে। তাঁহার দেহ মগ্নভাবাপন্ন ও লোচনযুগল রক্তবর্ণ এবং তাঁহার গভীর গর্জ্জনে সমুদায় দিঙ্মণ্ডল পরিপূরিত হইয়াছে। তিনি সবেগে দৈত্যসৈন্যে নিপতিত হইয়া, মহাসুর সকলকে নিপাতিত ও সেনা সকলকে ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। হস্তী সকলকে তাহাদের পার্ষ্ণিরক্ষক, অঙ্কুশধারী ও ঘণ্টাসমেত এক হস্তে সবলে গ্রহণ করিয়া মুখমধ্যে নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। সারথির সহিত রথ ও অশ্বের সহিত যোধদিগকে বক্ত্রমধ্যে প্রবেশিত করিয়া, সকলের অতিমাত্র-ভয়-সমুদ্ভাবনসহকারে দশন দ্বারা চর্ব্বণ করিতে লাগিলেন। কাহাকে কেশে, কাহাকে গলদেশে, কাহাকে বা পাদ দ্বারা আক্রমণ করিয়া, বিমর্দ্দিত করিতে প্রবৃত্তা হইলেন। অসুরেরা যে সমস্ত শস্ত্র ও মহাস্ত্র সকল মোচন করিল, তৎসমস্ত মুখ দ্বারা গ্রহণ করিয়া দন্ত দ্বারা মথিত করিয়া ফেলিলেন। সেই মহাবল ও মহাপ্রাণ অসুরগণের সমুদায় সৈন্যই তিনি মর্দ্দন ও অন্যান্য অসুর-দিগের কাহাকে ভক্ষণ ও কাহাকে বা তাড়না করিতে আরম্ভ করিলেন এবং কাহাকে অসির আঘাতে নিহত ও কাহাকে বা খড়্গের অগ্রভাগ দ্বারা তাড়িত করিতে লাগিলেন। অসুরেরা তাঁহার দন্তাগ্রে অভিহত হইয়া, যমভবনে গমন করিল। ক্ষণমধ্যেই অসুরদিগের সেই সুবিপুল সৈন্য নিপাতিত হইল।

তদ্দর্শনে চণ্ড অতিভীষণা ভীমলোচনা সেই কালীর অভিমুখে ধাবমান হইয়া, অতীব ভয়ঙ্কর শরসমূহ বর্ষণ ও মুণ্ড সহস্র সহস্র চক্র ক্ষেপণ-পুরঃসর তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিল। সেই বহুসংখ্য চক্র দেবী কালীর মুখমধ্যে প্রবেশ করিয়া, মেঘমধ্যে প্রবিষ্ট সূর্য্যবিম্বসমূহের ন্যায়, বিরাজমান হইল। তখন তিনি অতীব রোষান্বিতা হইয়া, ভয়ঙ্কর গর্জ্জনসহকারে হাস্য করিতে লাগিলেন। তাহাতে, তাঁহার করাল বদন-বিবরের অন্তর্ব্বর্ত্তী দুর্নিরীক্ষ্য দশনপ্রভায় তদীয় কলেবর উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তখন তিনি মহাসিংহে আরোহণ করিয়া, চণ্ডের প্রতি ধাবমানা হইলেন এবং তাহার কেশপাশ গ্রহণ করিয়া, অসির আঘাতে মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। চণ্ডকে নিপাতিত হইতে দেখিয়া, মুণ্ড তাঁহার প্রতি যেমন অভিধাবিত হইল, তিনি তৎক্ষণে রোষভরে খড়্গের আঘাতে তাহাকেও ভূপাতিত করিলেন। চণ্ড ও মুণ্ড উভয়েই অতিমাত্র বীর্য্যবিশিষ্ট। তাহারা উভয়েই নিপাতিত হইল, দর্শন করিয়া, হতাবশিষ্ট সৈন্যেরা ভয়াতুর হইয়া, যাহার যে দিকে ইচ্ছা, পলায়মান হইল। তখন কালী মুণ্ডের সহিত চণ্ডের শির গ্রহণ ও চণ্ডিকার নিকট গমন করিয়া, প্রচণ্ড অট্টহাস্য সহ-কারে বলিতে লাগিলেন, আমি চণ্ড ও মুণ্ড উভয়কে মহাপশুরূপে আপনার নিকট উপহার দিতেছি। আপনি স্বয়ং যুদ্ধযজ্ঞে শুম্ভ ও নিশুম্ভকে বধ করিবেন।

ঋষি কহিলেন, কল্যাণী চণ্ডিকা মহাসুর চণ্ড মুণ্ডকে আনয়ন করিতে অবলোকন করিয়া, মধুর বাক্যে কালীকে কহিলেন, দেবি! যেহেতু তুমি চণ্ড ও মুণ্ড উভয়কে গ্রহণ করিয়া, আমার নিকট আসিয়াছ, সেইহেতু সংসারে চামুণ্ডা নামে সমাখ্যাতা হইবে।

ইতি চণ্ডমুণ্ডবধ নাম সপ্তাশীতিতম অধ্যায়।

অষ্টাশীতিতম অধ্যায়।

ঋষি কহিলেন, চণ্ড নিহত, মুণ্ড বিনিপাতিত এবং বহুল সৈন্য ক্ষয়িত হইলে, প্রতাপবান্ অসুরেশ্বর শুম্ভ রোষপরীত চিত্তে সমুদয় সৈন্যকে যুদ্ধসজ্জা করিতে আদেশ করিয়া, কহিতে লাগিল, অদ্য ষড়শীতি দৈত্য চতুরঙ্গবলে পরিবৃত ও অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া, যুদ্ধার্থ গমন করুক। কম্বু-বংশীয় চতুরশীতি দৈত্যও স্বকীয় সৈন্য সমভিব্যাহারে বহির্গত হউক। তদ্ভিন্ন, কোটিবীর্য্যবংশীয় পঞ্চাশৎ অসুর এবং ধৌম্রবংশীয় শত জন দৈত্য আমার আদেশে অভিনির্যাণ করুক। কালক, দৌর্হৃত, মৌর্য্য ও কালকেয়নামক অসুর সকলও মদীয় নিদেশানুসারে সত্বরে যুদ্ধসজ্জায় প্রবৃত্ত হউক। শুম্ভের আজ্ঞা অতি ভয়ঙ্কর। কাহারই লঙ্ঘন করিবার ক্ষমতা নাই। এইপ্রকার আদেশ করিয়াই, স্বয়ং বহুসহস্র মহাসৈন্যে পরিবৃত হইয়া, বহির্নির্যাণ করিল।

এদিকে, চণ্ডিকা অতিভীষণ সেই অসুরসৈন্যকে আসিতে দেখিয়া, ধনুষ্টঙ্কারসহকারে রোদো-রন্ধ্র প্রপূরিত করিলেন। তখন তাঁহার সিংহও অতীব মহানাদে গর্জ্জিয়া উঠিল। অম্বিকা সুগভীর ঘণ্টাধ্বনি করিয়া, সেই গর্জ্জন আরও বর্দ্ধিত করিয়া দিলেন। ধনুষ্টঙ্কার, সিংহ ও ঘণ্টা এই তিনের শব্দে সমস্ত দিক্ আপূরিত করিয়া, দেবী কালী বদনব্যাদানপুরঃসর এরূপ ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিতে লাগিলেন, যে, তাহাতে সমুদায় শব্দই তিরস্কৃত ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অভিভবগ্রস্ত হইল। দৈত্যসৈন্যেরা সেই নিনাদ শ্রবণ করিয়া, রোষবশ হইয়া, দেবী, সিংহ ও কালী সকলকেই চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া ফেলিল।

রাজন্! এই অবসরে অসুরগণের বিনাশার্থ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, কার্ত্তিক ও ইন্দ্র ইঁহাদের অতীববীর্য্যবলশালিনী শক্তি সকল শরীর হইতে বিনিক্রান্তা হইয়া, সেইরূপেই চণ্ডিকার নিকট গমন করিলেন। যে দেবতার যেপ্রকার রূপ, যেপ্রকার ভূষণ ও যেপ্রকার বাহন, তাঁহার সেই শক্তি তদ্বৎ ভাবেই অসুরদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য তথায় সমাগত হইলেন। ব্রহ্মার শক্তি ব্রাহ্মণী নামে বিখ্যাতা। তিনি অক্ষসূত্র ও কমণ্ডলু ধারণ করিয়া, হংসযুক্ত বিমানে তথায় আগমন করিলেন। মাহেশ্বরী শক্তি বৃষভে আরোহণ ও উৎকৃষ্ট ত্রিশূল ধারণ করিয়া, সমাগতা হইলেন। তাঁহার হস্তে সুবৃহৎ সর্পবলয় এবং শেখরদেশে চন্দ্ররেখা বিভূষণ। গুহরূপিণী কৌমারী শক্তিহস্তে ময়ূরবাহনে অসুরগণের সহিত যুদ্ধার্থ অভ্যাগতা হইলেন। বৈষ্ণবী শক্তি গরুড়ের উপরি অবস্থিতি করিয়া, শঙ্খ, চক্র, গদা, শার্ঙ্গ ও খড়্গহস্তে আগমন করিলেন। হরির যে শক্তি অনুপম যজ্ঞ-বরাহমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন, তিনি বারাহীরূপে সমাগতা হইলেন। নৃসিংহের শক্তি নারসিংহী সদৃশ বপু পরিগ্রহ করিয়া, সটাক্ষেপে নক্ষত্রদিগকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিয়া, তথায় পদার্পণ করিলেন। ইন্দ্রের শক্তি ঐন্দ্রী, ইন্দ্রের ন্যায়, বজ্রহস্তে গজরাজের উপরি অধিষ্ঠানপূর্ব্বক সহস্র-লোচন বিস্ফারণ করিয়া, যুদ্ধার্থ অভ্যাগতা হইলেন।

অনন্তর স্বয়ং ঈশান উল্লিখিত দেবশক্তিসমূহে পরিবৃত হইয়া, চণ্ডিকাকে কহিতে লাগিলেন, আমার প্রতি প্রীতিবশতঃ তুমি আশু অসুরদিগকে সংহার কর। তখন দেবীর শরীর হইতে অতিভয়ঙ্করা অতিপ্রচণ্ডা চণ্ডিকা শক্তি বিনিক্রান্তা হইলেন। শত শত শিবা তাঁহার

চতুর্দ্দিকে শব্দ করিতে লাগিল। অনন্তর সেই অপরাজিতা চণ্ডিকা ধূমের ন্যায় বর্ণশালী-জটাজূট-ধারী মহাদেবকে কহিলেন, ভগবন্! আপনি দূত হইয়া, শুম্ভ নিশুম্ভের নিকট গমন করুন এবং সেই অতিগর্ব্বিত দানবদ্বয়কে ও যুদ্ধার্থ তথায় সমুপস্থিত অন্যান্য দানবদিগকেও বলুন, ইন্দ্র ত্রৈলোক্যের অধিপতি হউন; দেবগণ হবির্ভোজন করুন এবং যদি জীবিত থাকিতে ইচ্ছা হয়, তাহাহইলে, তোমরা সকলে পাতালতলে প্রয়াণ কর। আর, যদি বলদর্পবশতঃ যুদ্ধ করিতে অভিলাষী হও, তাহাহইলে, আগমন কর। আমার পার্শ্বচারিণী এই শিবা সকল তোমাদের মাংস ভোজন করিয়া, তৃপ্তি লাভ করুক। যেহেতু, স্বয়ং শিব দেবীকর্ত্তৃক দৌত্যে নিযুক্ত হইলেন, সেইহেতু, তাঁহার নাম তদবধি সংসারে শিবদূতী বলিয়া, বিখ্যাতি লাভ করিয়াছে।

কাত্যায়নীর এই কথা শুনিয়া, সেই সকল মহাসুর অমর্ষপূরিত হইয়া, তাঁহার সান্নিধ্যে গমন করিল। অনন্তর অতিমাত্র বর্দ্ধিত অমর্ষভরে প্রথমেই অগ্রে তাঁহার উপরি রাশি রাশি শর, শক্তি ও ঋষ্টি বর্ষণ করিতে লাগিল। তিনিও ধনুষ্টঙ্কারসহকারে সুবিপুল শরসমূহ প্রয়োগ করিয়া, তাহাদের প্রেরিত তত্তৎ বাণ, পরশু, শূল ও চক্র সকল অবলীলাক্রমে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ঐ সময়ে কালী অসুরদিগকে শূলপ্রহারে বিদারিত ও খট্টাঙ্গের আঘাতে বিমর্দ্দিত করিয়া, অগ্রে অগ্রে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে ব্রহ্মার শক্তি ব্রহ্মাণী ইতস্ততঃ ধাবমানা হইয়া, তত্তৎ-স্থানস্থিত অসুরদিগকে কমণ্ডলুস্থ জলক্ষেপ সহকারে হতবীর্য্য ও হততেজ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং মাহেশ্বরী ত্রিশূল দ্বারা, বৈষ্ণবী চক্র দ্বারা ও অতিকোপনা সেই কৌমারী শক্তি দ্বারা তাহাদিগকে নিহত করিতে প্রবৃত্তা হইলে, ঐন্দ্রীর প্রয়োজিত বজ্রের আঘাতে বিদারিত হইয়া, শত শত দৈত্য ও দানব রাশি রাশি শরবর্ষণ করত, ভূপৃষ্ঠে পতিত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে দেবী বারাহী অসুরদিগকে তুণ্ডপ্রহারে বিনষ্ট, দংষ্ট্রাগ্রঘাতে ক্ষতহৃদয় এবং চক্রপ্রহারে বিদারিত করিয়া, নিপাতিত করিতে আরম্ভ করিলে, নারসিংহী সুগভীর গর্জ্জনে সমুদায় দিক্ ও সমুদায় আকাশ প্রতিধ্বনিত ও অন্যান্য অসুরদিগকে খর-নখর-প্রহারে বিদারিত করিয়া, ভক্ষণ করত, সমরাঙ্গনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তখন শিবদূতী প্রচণ্ড অট্টহাস সহকারে অসুরদিগকে বিমোহিত করিয়া, ধরাতলে নিপাতিত করত ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্তা হইলেন।

এইরূপে মাতৃকাগণ ক্রুদ্ধ হইয়া, বিবিধ অভ্যুপায় সহকারে মহাসুর সকলকে বিমর্দ্দিত করিতে আরম্ভ করিলেন, দর্শন করিয়া, দৈত্যসৈনিকেরা পলায়মান হইল। মহাসুর রক্তবীজ, তাহাদিগকে মাতৃগণ কর্ত্তৃক মর্দ্দিত হইয়া, পলায়ন করিতে দেখিয়া, রোষভরে যুদ্ধ করিবার জন্য অভিযান করে। তাহার শরীর হইতে যেমাত্র একবিন্দু রক্ত ভূমিতে পতিত হয়, তৎক্ষণাৎ তাহার সমপরিমাণ অন্যতর অসুর মেদিনী হইতে সমুৎপতিত হইয়া থাকে। এইজন্য তাহার নাম রক্তবীজ। সেই মহাসুর রক্তবীজ গদাপাণি হইয়া ইন্দ্রশক্তির সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। তখন ঐন্দ্রী শক্তি স্বকীয় বজ্রের সহায়তায় রক্তবীজকে তাড়িত করিলেন। বজ্রে আহত হইবামাত্র তাহার শোণিতস্রাব হইতে লাগিল। তৎক্ষণাৎ রক্তবীজের অনুরূপ রূপ ও পরিমাণ বিশিষ্ট যোধ সকল প্রাদুর্ভূত হইল। তাহার শরীর হইতে যত রক্তবিন্দু পতিত হইয়াছিল, তত পুরুষ জন্মগ্রহণ করিল। তাহারা সকলেই তাহার সমান বীর্য্য, বল ও বিক্রম সম্পন্ন। সেই রক্তসম্ভূত পুরুষগণও তৎকালে অত্যুগ্র শস্ত্রপাত সহকারে অতীব ভয় সমুদ্ভাবন করিয়া, মাতৃকাগণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। পুনরায় বজ্রাঘাতে রক্তবীজের শির যেমাত্র ক্ষত হইয়া, রক্ত বিনিঃসরণ করিল, তৎক্ষণাৎ সহস্র সহস্র পুরুষ প্রাদুর্ভূত হইল। ঐ সময়ে বৈষ্ণবী শক্তি তাহারে চক্রের আঘাত করিলে, ঐন্দ্রী সেই অসুরেশ্বরকে গদা সহায়ে আহত করিলেন। অনন্তর বৈষ্ণবীর চক্রাঘাতে বিদারিত হইয়া, অসুরের রুধিরস্রাব হইলে, তাহা হইতে তৎপ্রমাণ মহাসুর সকল সমুৎপন্ন হইয়া, সমুদায় সংসার পরিব্যাপ্ত করিল। তখন বারাহী অস্ত্র দ্বারা, কৌমারী শক্তি দ্বারা ও মাহেশ্বরী ত্রিশূল দ্বারা রক্তবীজকে আঘাত করিলে, সে কোপসমাবিষ্ট হইয়া, তাঁহাদের সকলকেই

গদার দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ প্রতিঘাত করিল। বহুবিধ শূল ও শক্তি প্রভৃতির আঘাতে তাহার শরীর হইতে তৎকালে যে রক্তরাশি পতিত হইল, তাহাহইতে, শত শত অসুর জন্মগ্রহণ করিল।

ঐ সকল রক্তসম্ভূত অসুরে সমুদায় জগৎ ব্যাপ্ত হইলে, দেবগণ নিরতিশয় ভীত হইয়া উঠিলেন। দেবগণ বিষণ্ণ হইয়াছেন, দর্শন করিয়া, চণ্ডিকা সত্বরে কালীকে কহিলেন, অয়ি চামুণ্ডে! তুমি বদন ব্যাদিত কর। আমার শস্ত্রপাতে যে সকল রক্তবিন্দু সমুদ্ভূত ও সেই রক্তবিন্দু হইতে যে সকল রক্তবীজ উৎপন্ন হইবে, তুমি সবেগে এই ব্যাদিত বদন দ্বারা তাহাদিগকে গ্রহণ করিতে আরম্ভ কর। এইরূপে তুমি রক্ত ও রক্ত হইতে সমুৎপন্ন মহাসুর সকলকে ভক্ষণ করত, সংগ্রামে বিচরণ করিতে প্রবৃত্তা হও। তাহাহইলেই, এই দৈত্য ক্ষীণরক্ত হইয়া, ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে। আর তুমি সেই উগ্রপ্রকৃতি অসুরদিগকে ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে, অন্যান্য রক্তবীজ সকল আর উৎপন্ন হইবে না।

দেবী চামুণ্ডাকে এইরূপ কহিয়া, রক্তবীজকে যেমন শূলের আঘাত করিলেন, কালী তেমনি তাহার শোণিত ব্যাদিত বদনে ধারণ করিয়া ফেলিলেন। তখন রক্তবীজ চামুণ্ডাকে গদার আঘাত করিল। কিন্তু তাহাতে তাঁহার অল্পমাত্র বেদনাও উদ্ভূত হইল না। এদিকে তাহার আহত দেহ হইতে ভূরিপরিমাণ রক্ত বিনিঃসৃত হইল। যে যে স্থানে সেই রক্ত পড়িল, চামুণ্ডা সেই সেই স্থানেই তাহা ব্যাদিত বদনে পান করিয়া ফেলিলেন। রক্ত হইতে তাঁহার মুখে যে যে রক্তবীজ উদ্ভূত হইল, চামুণ্ডা তাহাদিগকেও ভক্ষণ ও তাহার শোণিত পান করিলেন। চামুণ্ডা ঐরূপে তদীয় শোণিত পানে প্রবৃত্তা হইলে, দেবী কৌষিকী শূল, বজ্র, বাণ, খড়্গ ও ঋষ্টি প্রহার পুরঃসর তাহাকে আঘাত করিতে আরম্ভ করিলেন। রাজন্! এইরূপে রাশি রাশি শস্ত্রে সমাহত হইয়া, সেই মহাসুর রক্তবীজ রক্তশূন্য হইয়া, ভূপৃষ্ঠে পতিত হইল। নৃপ! তদ্দর্শনে ত্রিদশগণ অতুল হর্ষ লাভ করিলেন এবং তাঁহাদের শক্তিরূপা মাতৃকাগণও রক্তমদে উদ্ধতা হইয়া, নৃত্য করিতে লাগিলেন।

ইতি রক্তবীজবধ নাম অষ্টাশীতিতম অধ্যায়।

একোননবতিতম অধ্যায়।

রাজা কহিলেন, ভগবন্! আপনি দেবী চণ্ডিকার এই রক্তবীজবধ-ঘটিত বিচিত্র চরিত্র-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলেন। রক্তবীজ নিপতিত হইলে, অতীবকোপনস্বভাব শুম্ভ ও নিশুম্ভ কি করিয়াছিল, পুনরায় তাহা শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে।

ঋষি কহিলেন, রক্তবীজ নিপাতিত ও অন্যান্য অসুরগণ যুদ্ধে নিহত হইলে, শুম্ভ ও নিশুম্ভ অতুল কোপের বশীভূত হইল। নিশুম্ভ সেই সুবিপুল সৈন্যকে হন্যমান অবলোকন করিয়া, অন্যতর মুখ্য অসুরসেনার সহিত যুদ্ধার্থ যাত্রা করিল। তখন তাহার অগ্রে, পৃষ্ঠে ও উভয় পার্শ্বে মহাসুর সকল রোষাবিষ্ট হইয়া ওষ্ঠপুট সন্দষ্ট করিয়া, দেবীকে বিনষ্ট করিবার জন্য গমন করিতে লাগিল। মহাবীর্য্য শুম্ভও স্বকীয় সৈন্যে পরিবৃত হইয়া, রোষভরে মাতৃকাগণের সমভিব্যাহারে সমরে প্রবৃত্ত হইয়া, চণ্ডিকারে সংহার করিবার জন্য সমাগত হইল। অনন্তর দেবীর সহিত শুম্ভ ও নিশুম্ভ, বর্ষমাণ মেঘদ্বয়ের ন্যায়, শরবৃষ্টি সহকারে যুদ্ধ আরম্ভ করিল। দেবী চণ্ডিকা শরনিকর-প্রয়োগপুরঃসর সত্বরে তাহাদের বাণ সমস্ত ছেদন করিয়া, পুনরায় শরসমূহমোচন-পূর্ব্বক তাহাদের সর্ব্বাঙ্গ বিদ্ধ করিলেন। তখন নিশুম্ভ নিশিত খড়্গ ও সুন্দরপ্রভাশালী চর্ম্ম গ্রহণ করিয়া, দেবীর বাহন সিংহের মস্তকে আঘাত করিল। বাহন আহত হইলে, দেবী ক্ষুরপ্র-

প্রহার সহকারে সত্বরে তাহার সেই খড়্গ ও অষ্টচন্দ্রবিশিষ্ট চর্ম্ম ছেদন করিয়াদিলেন। চর্ম্ম ও খড়্গ ছিন্ন হইলে, অসুর শক্তি নিক্ষেপ করিল। ঐ শক্তি যেমন অভিমুখে আসিল, দেবী তেমনি চক্রের আঘাতে তাহা দুই খণ্ড করিলেন। তখন নিশুম্ভ ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া, শূল গ্রহণ করিলে, দেবী মুষ্টিপ্রহার দ্বারাই নিকটে আগত সেই শূল চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে অসুর গদা আবিদ্ধ করিয়া, চণ্ডিকার প্রতি নিক্ষেপ করিল। দেবী ত্রিশূল দ্বারা তাহাও ছিন্ন ও ভস্মভাবাপন্ন করিলেন। তখন দৈত্যপতি পরশু হস্তে আগমন করিলে, দেবী শরপরম্পরার আঘাতে তাহাকে ভূমিতলে নিপাতিত করিলেন।

ভীমবিক্রম ভ্রাতা নিশুম্ভ ভূমিসাৎ হইলে, শুম্ভ অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া, দেবী অম্বিকাকে বধ করিবার জন্য প্রয়াণ করিল। তাহার আট হাত। তাহাদের তুলনা হয় না। সে প্রত্যেক হস্তেই উৎকৃষ্ট আয়ুধ সকল গ্রহণ ও অত্যচ্চ রথে আরোহণপূর্ব্বক সমুদায় আকাশ ব্যাপ্ত করিয়া, শোভমান হইল। তাহাকে আসিতে দেখিয়া, দেবী শঙ্খধ্বনিসহকারে অতীব দুঃসহ ধনুষ্টঙ্কারে প্রবৃত্তা হইলেন এবং স্বকীয় ঘণ্টাধ্বনিতে দিক্‌ সকল প্রপূরিত করিয়া, সমস্ত দৈত্যসৈন্যের তেজঃ সংহরণ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে সিংহ মহানাদে গর্জ্জন করিয়া উঠিল। তাহাতে দিক্‌, বিদিক্‌, আকাশ, পৃথিবী সমস্তই পরিপূরিত হইল এবং মদমত্ত মাতঙ্গ সকলের অহঙ্কারগর্ব্ব চূর্ণ হইয়া গেল। তাহারা ভয়ে শুণ্ড গুটাইয়া, পলাইতে লাগিল। তখন কালী আকাশে উৎপতনপূর্ব্বক করাঘাতে পৃথিবীকে আহত করিলেন। তদীয় আঘাতশব্দে পূর্ব্বোক্ত ঘণ্টাধ্বনি প্রভৃতি সমুদয় শব্দই তিরোহিত হইয়া গেল। ঐ সময়ে শিবদূতী অট্টহাসিয়া উঠিলে, তাঁহার সেই অশিব রবে অসুর সকল ত্রাসযুক্ত ও তদ্দর্শনে শুম্ভ অতিমাত্র রোষাবিষ্ট হইল। দেবী তাহাকে বলিতে লাগিলেন, দুরাত্মন্! থাক, থাক। তচ্ছ্রবণে দেবগণ আকাশে থাকিয়া, দেবীর জয় হউক, বলিয়া উঠিলেন। তৎকালে শুম্ভ সবেগে আগমন করিয়া, রাশীকৃত অগ্নির ন্যায় দৃশ্যসম্পন্ন এক শক্তি প্রয়োগ করিল। চতুর্দ্দিকে শিখা সকল সমুত্থিত হওয়াতে, উহা অতিমাত্র ভয় সমুদ্ভাবন করিতে লাগিল। দেবী মহোল্কা প্রয়োগ করিয়া, সেই শক্তিকে আগমনসময়েই নিরস্ত করিলেন। রাজন্! শুম্ভ তদ্দর্শনে সিংহের ন্যায় গভীর গর্জ্জন বিসর্জ্জন করিয়া, লোকত্রয়ান্তর পরিপূরিত করিল। তখন দেবীর পক্ষ হইতেও বজ্রপাতোপম ভয়ঙ্কর শব্দ প্রাদুর্ভূত হইয়া, সেই শব্দকে পরাহত করিল। ঐ সময়ে দেবী ও শুম্ভ উভয়েই শত শত ও সহস্র সহস্র ভয়ঙ্কর শর প্রয়োগ করিয়া, পরস্পরের প্রেরিত বাণপরম্পরা ছেদন করিতে লাগিলেন। অনন্তর দেবী ক্রুদ্ধা হইয়া, তাহাকে শূলের আঘাত করিলেন। সে সেই আঘাতেই মূর্চ্ছিত হইয়া, ধরাতলে পতিত হইল।

ঐ সময়ে নিশুম্ভ চেতনা লাভ করিয়া, কার্ম্মুক গ্রহণ ও শর সকল প্রয়োগ করিয়া, দেবী, কালী ও সিংহ তিন জনকেই সমকালে আহত করিল এবং পুনরায় অযুত বাহু আবিষ্কৃত করিয়া, একবারে অযুত-চক্র-প্রয়োগপূর্ব্বক দেবী চণ্ডিকাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। অনন্তর দৈত্যসেনাসমূহে পরিবৃত হইয়া, দেবীকে বধ করিবার জন্য অভিধাবন করিল। চণ্ডিকা সুশাণিত খড়্গ দ্বারা আগমনসময়েই আশু তাহার গদা ছেদন করিয়া দিলেন। তখন দৈত্য শূল গ্রহণ করিল। অমরারি নিশুম্ভ এইরূপে শূলগ্রহণ করিয়া, সমাগত হইলে, দেবী সবেগে স্বীয় শূল আবিদ্ধ করিয়া, তাহার হৃদয় বিদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। শূলাঘাতে বিদ্ধ হইবামাত্র, তাহার হৃদয় হইতে আর এক মহাবল মহাবীর্য্য পুরুষ, তিষ্ঠ, এইপ্রকার বাক্য প্রয়োগ পুরঃসর বিনিঃসৃত হইল। নিক্রমণসমকালেই দেবী উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া, খড়্গের আঘাতে তাহার মস্তক ছেদন করিলে, তৎক্ষণাৎ সে ভূমিতে পতিত হইল। তখন সিংহ ভয়ঙ্কর দংষ্ট্রাপ্রহারে গ্রীবাদেশ ছিন্ন করিয়া, অসুরদিগকে ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে, কালী ও শিবদূতীও তদনুরূপ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্তা হইলেন। ঐ সময়ে দেবী কৌমারী শক্তিপ্রয়োগপূর্ব্বক অসুরদিগকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিতে আরম্ভ করিলে, তাহারা পলায়ন করিল। এদিকে দেবী ব্রহ্মাণী মন্ত্রপূত সলিল দ্বারা অনেকানেক অসুরকে নিরাকৃত

ও মাহেশ্বরী ত্রিশূলপ্রহারে বিদারিত করিয়া, অনেককে ভূপাতিত, বারাহী তুণ্ডের আঘাতে অপরাপর অসুরদিগকে চূর্ণীকৃত ও বৈষ্ণবী চক্রের আঘাতে অনেককে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তদ্ব্যতীত, ঐন্দ্রীর হস্তাগ্রবিমুক্ত বজ্রের আঘাতে অন্যান্য অনেক অসুর ধরাশায়ী হইল এবং কালী, শিবদূতী ও সিংহ এই তিন জনে অনেক অসুরকে একেবারে খাইয়া ফেলিলেন। অবশিষ্টেরা কেহ বিনষ্ট ও কেহবা প্রাণভয়ে যুদ্ধস্থল হইতে পলায়মান হইল।

ইতি নিশুম্ভবধ নাম একোননবতিতম অধ্যায়।

নবতিতম অধ্যায়।

ঋষি কহিলেন, প্রাণসম ভ্রাতা নিশুম্ভকে নিহত ও সৈন্য সকলকেও হন্যমান অবলোকন করিয়া, শুম্ভ ক্রোধভরে দেবীরে বলিতে লাগিল, দুর্গে! তুমি বলমদে নিতান্ত দুর্বৃত্তা হইয়া উঠিয়াছ। বৃথা গর্ব্ব করিও না। তোমার নিজের বল নাই। এই সকল স্ত্রীর বলেই তুমি যুদ্ধ করিতেছ। তাহাতেই তোমার অভিমান ও অহঙ্কার বর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছে।

দেবী কহিলেন, আমি এই জগতে একাই বিহার করি। আমার আর দ্বিতীয় কে আছে? রে দুষ্ট! এই সকল আমারই বিভূতি; আমাতেই প্রবেশ করিয়াছে, অবলোকন কর।

ঋষি কহিলেন, এই কথা বলিবামাত্র, ব্রহ্মাণীপ্রমুখ উল্লিখিত স্ত্রীশক্তি সমস্ত তৎক্ষণে দেবীর শরীরে বিলীনা হইলেন। দেবী অম্বিকাই কেবল একাকী রহিলেন। তদবস্থায় তিনি কহিতে লাগিলেন, আমি যে বহুবিধ রূপ ও বহুবিধ শরীর আবিষ্কারপূর্ব্বক সংগ্রামে অবতরণ করিয়াছিলাম, তৎসমস্ত এই সংহরণ করিলাম। এখন আমি একাই রহিলাম। তুমি স্থির হইয়া যুদ্ধ কর, পলাইও না।

ঋষি কহিলেন, অনন্তর দেবী ও শুম্ভ উভয়ে দারুণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, সমুদায় দেবগণ ও অসুরগণ তাহা দেখিতে লাগিল। তাঁহারা পরস্পর সুশাণিত শস্ত্র ও ভয়ঙ্কর অস্ত্র সকল বর্ষণ করিয়া, সর্ব্বলোকভয়াবহ যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। অম্বিকা যে শত শত দিব্য অস্ত্র মোচন করিতে লাগিলেন, শুম্ভ তৎপ্রতিঘাতক অস্ত্রসমূহে তৎসমস্ত প্রতিহত করিল। আবার, শুম্ভ যে সকল দিব্য অস্ত্র প্রয়োগে প্রবৃত্ত হইল, পরমেশ্বরী অম্বিকা ভয়ঙ্কর হুঙ্কারশব্দাদি দ্বারাই অবলীলাক্রমে তাহাদের প্রতিসংহার করিতে লাগিলেন। অনন্তর অসুর শত শত শরে দেবীরে একবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। দেবীও কুপিতা হইয়া, শরোৎকরপ্রয়োগে তাহার ধনু কাটিয়া দিলেন। ধনু ছিন্ন হইলে, দৈত্যরাজ শক্তি গ্রহণ করিল। দেবী চক্রপ্রহারে তাহার করস্থিত সেই শক্তিও ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন শুম্ভ পরমপ্রভাসম্পন্ন, শতচন্দ্রশোভিত খড়্গ গ্রহণ করিয়া, দেবীর অভিমুখে ধাবমান হইল।

চণ্ডিকা আগমনসমকালেই শরাসন-বিনির্ম্মুক্ত সুশাণিত শরসমূহে আশু তাহার খড়্গ ও সূর্য্যকরশোভিত চর্ম্ম ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ঐ সময়ে তিনি তাহার অশ্ব, সারথি ও শরাসন ছিন্ন ও নিহত করিলে, সে দেবীর নিধনসাধনমানসে ভয়ঙ্কর মুদ্গর গ্রহণ করিল। দেবী নিকটে আসিতে আসিতেই, সুশাণিত শরসমূহে সেই মুদ্গরও ছেদন করিলেন। তথাপি, সে মুষ্টি উদ্যত করিয়া, সবেগে অভিধাবিত হইল এবং দেবীর হৃদয়ে সেই মুষ্টির আঘাত করিল। তখন দেবীও তাহার বক্ষঃস্থলে চপেটাঘাত করিলেন। সে তলপ্রহারে অভিহত হইয়া, তৎক্ষণাৎ ভূমিতে পতিত হইল এবং পুনরায় তখনই উত্থান ও উৎপতনপূর্ব্বক দেবীকে গ্রহণ করিয়া, আকাশে আরোহণ করিল। দেবী চণ্ডিকা সেখানেও নিরালম্বে তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা

পরস্পর আকাশে থাকিয়া, ঐরূপে যুদ্ধ আরম্ভ করিলে, সিদ্ধ ও মুনিগণ বিস্মিত হইয়া উঠিলেন। ইহাই সংসারে প্রথম যুদ্ধ, যাহাতে ঐরূপে সিদ্ধ ও মুনিগণেরও বিস্ময় জন্মিয়াছিল। অম্বিকা বহুক্ষণ তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়া, তাহাকে উৎপাটনপূর্ব্বক ঘুরাইয়া পৃথিবীতে নিক্ষেপ করিলেন। সে নিক্ষিপ্ত ও ধরাতল প্রাপ্ত হইয়া, মুষ্টি উদ্যত করিয়া, দেবী চণ্ডিকার নিধনসাধনবাসনায় সবেগে অভিধাবিত হইল। তিনি ধাবনসময়েই বক্ষঃস্থলে শূলের আঘাত করিয়া, সেই সর্ব্বদৈত্যজনেশ্বর শুম্ভকে ধরাশায়ী করিলেন। সে দেবীর শূলাগ্রে বিক্ষত হইয়া, তৎক্ষণাৎ প্রাণপরিহারপুরঃসর ধরাতলে পতিত হইল। তাহার পতনবেগে সাগর, পর্ব্বত ও দ্বীপ সমেত সমগ্র মেদিনী কম্পিত হইয়া উঠিল।

অনন্তর সেই দুরাত্মা নিহত হইলে, সমুদায় সংসার প্রসন্ন ও অতীব স্বস্থভাবাপন্ন হইল, আকাশমণ্ডল নির্ম্মল হইয়া উঠিল; যে সকল উৎপাতমেঘ ও উল্কা ইতিপূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল, তাহারাও তিরোহিত হইল। সে নিপাতিত হইলে, সরিৎ সকলও পূর্ব্বের ন্যায়, যথাযথ পথে প্রবাহিতা হইতে লাগিল। অনন্তর সেই দৈত্যপতি শুম্ভ নিহত হইলে, দেবগণ সকলেই হর্ষনির্ভর চিত্ত হইলেন; গন্ধর্ব্বেরা ললিত গীত আরম্ভ করিল; অন্যান্যেরা বাদ্যবাদনে প্রবৃত্ত হইল; অপ্সরোগণ নৃত্য করিতে লাগিল; অনুকূল বায়ু প্রবাহিত হইল; দিবাকর সপ্রতিভ হইয়া উঠিলেন; অগ্নি পূর্ব্বের ন্যায়, শান্তভাবে প্রজ্বলিত হইতে লাগিলেন; দিক্‌সকল শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিল

ইতি শুম্ভবধ নাম নবতিতম অধ্যায়।

একনবতিতম অধ্যায়।

ঋষি কহিলেন, দেবী কাত্যায়নী অসুরপতি শুম্ভকে সংহার করিলে, অভীষ্টসিদ্ধিবশতঃ দেবগণের বদনমণ্ডল প্রফুল্ল হইয়া উঠিল এবং তাঁহাদের আশাও নবীভূতরূপে প্রাদুর্ভূত হইল। তখন তাঁহারা ইন্দ্রের সহিত অগ্নিকে পুরোবর্ত্তী করিয়া, বক্ষ্যমাণ বাক্যে দেবীর স্তব করিতে লাগিলেন; দেবি! প্রসন্না হও। তুমি প্রপন্ন ব্যক্তিগণের যাবতীয় দুঃখসন্তাপ দূর করিয়া থাক। তুমি অখিল বিশ্বের জননী। সকলের প্রতি প্রসন্না হও। তুমি বিশ্বের ঈশ্বরী। প্রসন্না হও এবং বিশ্বের রক্ষা কর। দেবি! তুমি চরাচরের ঈশ্বরী। তুমিই একমাত্র জগতের আধারভূতা। যেহেতু, তুমি সাক্ষাৎ পৃথিবীরূপে ইহাকে ধারণ করিয়া আছ এবং জলরূপে অবস্থিতি করিয়া, সকলকে আপ্যায়িত করিতেছ। তোমার বীর্য্য লঙ্ঘন করা কাহারও সাধ্য নহে। তুমি বৈষ্ণবী শক্তি। তোমার বীর্য্যের শেষ নাই। তুমিই বিশ্বের বীজ। তুমিই পরমা মায়া। দেবি! তুমিই এই বিশ্বজগৎ মোহিত করিয়া রাখিয়াছ। তুমিই প্রসন্না হইলে, মুক্তি সমুদ্ভাবন করিয়া থাক। দেবি! সমুদায় বিদ্যা তোমারই ভেদমাত্র। সমুদায় জগতীস্থ স্ত্রী তোমারই অংশমাত্র। তুমিই জননীরূপে একাকিনী অখিল সংসার ব্যাপিয়া আছ। তুমি বাক্যের অতীত এবং স্তবের অতীত। তোমার আর কি স্তুতি করিব? তাহার উপর আবার তুমি সর্ব্বস্বরূপা এবং স্বর্গ ও মুক্তি প্রদান করিয়া থাক। বিশেষতঃ, যাহা বলিয়া স্তব করিতে হয়, সে সমস্ত বলিয়াই, তোমার স্তব করা হইয়াছে। বলিবার আর কিছুই অবশিষ্ট নাই। অতএব তোমার আর কি স্তব করিব? আর, তোমার উপযুক্তরূপ স্তব করিবার উৎকৃষ্ট বাক্যই বা আছে কি? তুমি সকল লোকের হৃদয়ে বুদ্ধিরূপে অবস্থিতি করিতেছ। তুমি স্বর্গ ও অপবর্গ দান করিয়া থাক। তুমি দেবী নারায়ণী। তোমাকে নমস্কার। তুমি কলা-কাষ্ঠাদিরূপে অবস্থিতি করিতেছ। তুমি কার্য্যমাত্রের ফলপ্রদান করিয়া থাক। তুমি বিশ্বের সংহারশক্তি। তুমি নারায়ণী। তোমাকে নমস্কার। তুমি সমুদায় মঙ্গলস্বরূপা। তুমি

পরমকল্যাণরূপিণী। তুমি সর্ব্বার্থসাধিনী। তুমি সকলের রক্ষাকারিণী। তুমি ত্রিলোচনী। তুমি শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপিণী নারায়ণী। তোমাকে নমস্কার। তুমি সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কারিণী সনাতনী শক্তি। তুমি গুণের আশ্রয়। তুমি গুণময়ী নারায়ণী। তোমাকে নমস্কার। তুমি শরণাগত, দীন ও আর্ত্ত ইহাদিগের পরিত্রাণের একমাত্র উপায়স্থান এবং তাহাই তোমার একমাত্র ব্যবসায়। তুমি সকলের দুঃখসন্তাপহারিণী দেবী নারায়ণী। তোমাকে নমস্কার। তুমি হংসযুক্ত-বিমানচারিণী ব্রহ্মাণীরূপধারিণী এবং মন্ত্রপূত কুশসলিলে শত্রুকুলক্ষয়কারিণী নারায়ণী। তোমাকে নমস্কার। তুমি ত্রিশূল, চন্দ্র ও অহিধারিণী, মহাবৃষভবাহিনী, মাহেশ্বরীস্বরূপিণী নারায়ণী। তোমাকে নমস্কার। তুমি ময়ূর ও কুক্কুটগণে পরিবৃতা, মহাশক্তিসুশোভিতা, পাপলেশবিরহিতা, কৌমারীরূপসংস্থিতা নারায়ণী। তোমাকে নমস্কার। তুমি শঙ্খ, চক্র, গদা ও শার্ঙ্গাদি পরমায়ুধ-ধারিণী, বৈষ্ণবীরূপিণী, নারায়ণী। তোমাকে নমস্কার। তুমি প্রসন্না হও। তুমি বরাহরূপিণী। তোমার হস্তে ভয়ঙ্কর মহাচক্র। তুমি দংষ্ট্রা দ্বারা জলমগ্না বসুন্ধরাকে উদ্ধার করিয়াছ। তুমি শিব-স্বরূপিণী। তোমাকে নমস্কার। তুমি ভয়াবহ নৃসিংহবিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়া, দৈত্যসমূহকে বিনাশ করিতে উদ্যতা হইয়াছিলে। তুমি ত্রৈলোক্যের ত্রাণকারিণী নারায়ণী। তোমাকে নমস্কার। তুমি কিরীটশোভিনী, সুবিপুল-বজ্রধারিণী, সহস্র-নয়ন-সমুদ্ভাসিনী, বৃত্রসংহারিণী, ইন্দ্রশক্তি নারায়ণী। তোমাকে নমস্কার। তুমি ভয়ঙ্কর রূপধারিণী, মহারাববিরাবিণী, দৈত্যগণের মহা-বলবিনাশিনী, শিবদূতীরূপিণী নারায়ণী। তোমাকে নমস্কার। তুমি চামুণ্ডারূপে মুণ্ডকে বিনাশ করিয়াছ। তোমার বদনমণ্ডল দংষ্ট্রাকরাল এবং গলদেশে, হস্তে ও কটিতটে মুণ্ডমালার অলঙ্কার বিরাজমান। তুমি নারায়ণী। তোমাকে নমস্কার। তুমিই লক্ষ্মী, লজ্জা, মহাবিদ্যা, শ্রদ্ধা, পুষ্টি, স্বধা, ধ্রুবা, মহারাত্রি ও মহাবিদ্যাস্বরূপিণী নারায়ণী। তোমাকে নমস্কার। তুমি মেধা। তুমি সরস্বতী। তুমি বরস্বরূপা। তুমি ভূতিস্বরূপা। তুমি তমোগুণস্বরূপা। তুমি সনাতনরূপিণী, সকলের ঈশ্বরস্বরূপিণী নারায়ণী। তোমাকে নমস্কার। তুমি প্রসন্না হও। তুমি সর্ব্বরূপা। তুমি সর্ব্বেশা। তুমি সর্ব্বশক্তিসমন্বিতা। তুমি দেবীরূপা। তুমি দুর্গাস্বরূপা। আমাদের সকলের ভয় দূর কর। দেবি! তোমাকে নমস্কার।

তোমার এই লোচনত্রয়ভূষিত পরমসুন্দর বদনমণ্ডল সর্ব্ব ভূত হইতে আমাদের রক্ষা করুক। তুমি কাত্যায়নী। তোমাকে নমস্কার। তোমার এই যে ত্রিশূল স্বভাবতই নিতান্ত প্রচণ্ড; তাহার উপর আবার শিখাসমূহ সমুদ্গত হওয়াতে, আরও ভয়ঙ্কর হইয়াছে; তুমি ইহা দ্বারা অশেষ অসুর সংহার করিয়াছ। এই ত্রিশূল আমাদিগকে ভয় হইতে পরিত্রাণ করুক। তুমি ভদ্র-কালী, তোমাকে নমস্কার। তোমার এই যে ঘণ্টা স্বকীয় সুগভীর নিনাদে সমুদায় সংসার প্রপূরিত করিয়া, দৈত্যগণের তেজ হরণ করিয়া থাকে, ইহা পুত্রের ন্যায়, আমাদের যাবতীয় পাতক নিরাকৃত করুক। তোমার এই যে খড়্গ তোমার করপ্রভায় সমুদ্ভাসিত ও অসুরগণের রুধিরা-সবে পরিলিপ্ত হইয়াছে, অয়ি চণ্ডিকে! আমরা তোমাকে প্রণাম করিতেছি, ইহা আমাদের শুভ সাধন করুন।

তুমি তুষ্টা হইলে, যাবতীয় রোগ নষ্ট করিয়া থাক। আবার, রুষ্টা হইলে, সকল অভীষ্টই ভ্রষ্ট করিয়া দাও। তোমাকে আশ্রয় করিলে, লোকের কোন বিপদই আর উপস্থিত হয় না। অধিক কি, যে তোমায় আশ্রিত হয়, তাহাকে সকলেই আশ্রয় করিয়া থাকে। দেবি! তুমি অদ্য এই যে বহুবিধ স্বরূপে আত্মমূর্ত্তি আবিষ্কৃত করিয়া, এই সকল ধর্ম্মদ্বেষী মহাসুরগণের সংহার করিলে, তোমা ব্যতিরেকে আর কাহার সাধ্য আছে যে, এইরূপ করিতে সমর্থ হয়? তোমা ব্যতিরেকে আর কেই বা এই অখিল জগৎকে ঘোর গভীর অন্ধকারপূর্ণ মমত্বরূপ গর্ত্তে অতি-বেগে ভ্রমণ করাইতে পারে? অধিক কি, লোকে যে বিবিধ বিদ্যা, বহুবিধ শাস্ত্র এবং বেদাদি বিবেকপ্রস্ফুরক নানাপ্রকার আদ্য বাক্যের আলোচনা প্রসঙ্গে এই সংসারে ভ্রমণ করিয়া থাকে,

তাহার একমাত্র কারণ তুমিই; আর কেহই নহে। যেখানে রাক্ষস সকল, অথবা যেখানে উগ্রবিষ আশীবিষ সকল, কিম্বা যেখানে শত্রু সকল, অথবা যেখানে দস্যু সকল, কিম্বা যেখানে দাবানল, তুমি সেই সেই স্থলে এবং সাগরমধ্যে অবস্থিতি করিয়া, এই বিশ্বের রক্ষা করিয়া থাক। তুমি এই বিশ্বের ঈশ্বরী। তুমি বিশ্বের পরিপালনকর্ত্রী। তুমি বিশ্বের আত্মা। তুমিই বিশ্বকে সর্ব্বতোভাবে ধারণ করিয়া আছ। বিশ্বের ঈশ্বর সকলও তোমার বন্দনা করেন। যাহারা তোমাতে ভক্তিনম্র হয়, তাহারা বিশ্বের আশ্রয় হইয়া থাকে। অতএব দেবি! প্রসন্না হও। অধুনা যেমন সদ্যই অসুরদিগকে বধ করিয়া, আমাদের পরিত্রাণ করিলে, সেইরূপে নিত্যই অরিভয়ে আমাদিগকে রক্ষা কর এবং তৎসহকারে সমস্ত সংসারের সমস্ত পাপ ও উল্কাপাত প্রভৃতি উৎপাতবিপাকজনিত মহা উপসর্গ সকল দূর কর। দেবি! আমরা প্রণাম করিতেছি, আমাদের প্রতি প্রসন্না হও। তুমি বিশ্বের যাবতীয় দুঃখ সন্তাপ হরণ করিয়া থাক। ত্রৈলোক্যবাসিগণ এই কারণে তোমার স্তব ও পূজা করে। এক্ষণে তাহাদের সকলকেই বরদান কর।

দেবী কহিলেন, সকলকে বরদান করাই আমার ব্রত বা স্বভাব। অতএব সুরগণ! যাহাতে জগতের উপকার হইতে পারে, ইচ্ছামতে তাদৃশ বর প্রার্থনা কর, আমি তাহাই প্রদান করিব।

দেবগণ কহিলেন, তুমি অখিলের ঈশ্বরী। অতএব ত্রিভুবনের সমুদয় বিঘ্নবিপত্তি প্রশমন ও আমাদের বৈরি বিনশন করিতে হইবে। ইহাই আমাদের অভিলষিত বর।

দেবী কহিলেন, দেবগণ! অষ্টাবিংশতি যুগ সমাগত হইলে, বৈবস্বতনামক মনুর অধিকার-সময়ে শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামে যে দৈত্যদ্বয় জন্মগ্রহণ করিবে, আমি নন্দগোপগৃহে যশোদার গর্ভে অবতরণ করিয়া, বিন্ধ্যাচল আশ্রয়পূর্ব্বক তাহাদের বিনাশ করিব। পুনরায় অতীবসংহারিণী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া, পৃথিবীতে অবতীর্ণা হইয়া, বিপ্রচিত্তির বংশোদ্ভব দানবদিগকে বিনষ্ট করিব। সেই ভয়ঙ্করপ্রকৃতি অসুরদিগকে ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে, আমার দন্ত সকল দাড়িমীকুসুম সদৃশ রক্তবর্ণ হইবে। তাহাতে স্বর্গে দেবগণ ও মর্ত্তে মানবগণ আমাকে রক্তদন্তিকা বলিয়া সতত স্তব করিবে। পুনরায় যখন জলের অভাববশতঃ শত বৎসর ব্যাপিয়া অনাবৃষ্টি হইবে, তখন ঋষিগণ আমার বিশিষ্ট বিধানে স্তব করিলে, আমি অযোনিজা অর্থাৎ স্বয়ংই সমুৎপন্না হইব। তৎকালে শত নেত্র বিস্তার করিয়া, মুনিদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, মনুষ্যেরা তন্নিবন্ধন আমারে শতাক্ষী বলিয়া কীর্ত্তন করিবে। ঐ সময়ে যেপর্য্যন্ত না বৃষ্টি হইবে, তাবৎ আমি আপনার দেহ হইতে লোক সকলের প্রাণধারণোপযোগী শাক সকল সমুদ্ভাবিত করিয়া, সকলের ভরণ করিব। তাহাতে আমারে লোকে শাকম্ভরী বলিয়া কীর্ত্তন করিবে। সেই সময়েই আমি দুর্গনামক মহাসুরকে বিনাশ করিব। তাহাতে আমার নাম দুর্গা দেবী বলিয়া সংসারে বিখ্যাত হইবে। পুনর্ব্বার যখন আমি ভয়াবহ বিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়া, হিমাচল আশ্রয়পূর্ব্বক মুনিগণের পরিত্রাণ কারণ রাক্ষসগণের সংহার করিব, তখন মুনিগণ সকলে অবনত দেহে আমার স্তব করিবেন এবং আমার নামও তদবধি ভীমা বলিয়া বিখ্যাত হইবে। অনন্তর অরুণনামক অসুর যখন ত্রিভুবনের বিপুল বিঘ্ন সমুৎপাদন করিবে, তখন আমি অসংখ্য ষট্‌পদবিশিষ্ট ভ্রমরমূর্ত্তি ধারণ করিয়া, ত্রৈলোক্যের হিতার্থে তাহারে বিনাশ করিব। তৎপ্রযুক্ত লোক সকল আমারে ভ্রামরী বলিয়া সর্ব্বতোভাবে স্তব করিবে। এইরূপে যে যে সময়ে দানবগণ হইতে লোকের বিঘ্নবিপত্তি উপস্থিত হইবে, সেই সেই সময়েই আমি অবতীর্ণা হইয়া, শত্রুকুল নির্ম্মূল করিব।

ইতি দেবীর বরদান নাম একনবতিতম অধ্যায়।

দ্বিনবতিতম অধ্যায়।

দেবী কহিলেন, যে ব্যক্তি সমাহিত হইয়া, তোমাদের প্রয়োজিত ঐ সকল স্তব দ্বারা নিত্য আমার স্তব করিবে, আমি তাহার সকল বিপত্তিই বিনাশ করিব, তাহাতে সংশয় নাই। যাহারা মধুকৈটভবধ, মহিষাসুর-সংহরণ এবং শুম্ভ নিশুম্ভের নিধনরূপ আমার অসীম মাহাত্ম্য ভক্তি-সহকারে অষ্টমী, নবমী বা চতুর্দ্দশীতে একতান চিত্তে পাঠ বা শ্রবণ করিবে, তাহাদের কোন-রূপ দুষ্কৃতি থাকিবে না এবং দুষ্কৃতিজনিত কোনরূপ বিপদও তাহাদিগকে কখন আক্রমণ করিতে পারিবে না। তাহাদের দারিদ্রদুঃখও দূর হইবে এবং কখন ইষ্টবিনাশ সংঘটিত হইবে না। তাহারা কখন শত্রু হইতে, দস্যু হইতে, রাজা হইতে, শস্ত্র হইতে, অগ্নি হইতে এবং সলিল হই-তেও কোনরূপ ভয় পাইবে না। এই কারণে একতান মনে ভক্তিসহকারে সর্ব্বদা আমার এই মাহাত্ম্য পাঠ করিবে ও শ্রবণ করিবে। কেননা, ইহাই পরম স্বস্ত্যয়ন। আমার মাহাত্ম্য পাঠ করিলে, মহামারী হইতে সমুদ্ভূত যাবতীয় উপসর্গ এবং ত্রিবিধ উৎপাত প্রশমিত হয়। আমার যে আয়তনে নিত্য সম্যগরূপে ইহা পাঠ করা হয়, আমি কখনই তাহা ত্যাগ করি না। সর্ব্ব-দাই তথায় সন্নিহিত থাকি। বলিপ্রদান, পূজা, অগ্নিকার্য্য ও মহোৎসব এই সকল ঘটনায় আমার এই চরিত্র সম্পূর্ণরূপে পাঠ ও শ্রবণ করিবে। জানিয়াই হউক বা না জানিয়াই হউক, যে ব্যক্তি আমার এই চরিতপাঠসহকারে ভক্তিভরে বলি, পূজা, বহ্নিহোম ও মহোৎসবাদি করিবে, আমি প্রীতিসহকারে তৎসমস্ত প্রতিগ্রহ করিব। প্রতিবৎসর শরৎকালে আমার যে মহাপূজা করা হয়, তাহাতে আমার এই মাহাত্ম্য ভক্তিসমন্বিত হইয়া শ্রবণ করিলে, লোকে আমার প্রসাদে সর্ব্ববিধ-বিঘ্নবিপত্তি-বিনির্ম্মুক্ত ও ধন-ধান্য-পুত্রসমন্বিত হইয়া থাকে, তাহাতে সন্দেহই নাই। আমার এই মাহাত্ম্য ও পরম পবিত্র অবতারপরম্পরা এবং আমার যুদ্ধবিক্রম শ্রবণ করিলে, লোকে নির্ভয় হইয়া থাকে। অধিক কি, আমার মাহাত্ম্যশ্রবণে প্রবৃত্ত হইলে, লোকের শত্রুনাশ হয়, কল্যাণলাভ হয় এবং বংশও আনন্দিত হয়। সর্ব্ববিধ শান্তিকার্য্য, দুঃস্বপ্নদর্শন ও গ্রহপীড়া-সমূহ, এই সকল ঘটনায় আমার মাহাত্ম্য শ্রবণ করিবে। শ্রবণ করিলে, সকল উপসর্গেরই শান্তি হয়, দারুণ গ্রহপীড়া সকলের নিবৃত্তি হয় এবং লোকে যে দুঃস্বপ্ন দর্শন করে, তাহা সুস্বপ্নে পরিণত হইয়া থাকে। যে সকল বালকের উপরে বালগ্রহগণের দৃষ্টি হয়, আমার এই মাহাত্ম্য পাঠ করিলে, তাহাদের শান্তি হইয়া থাকে এবং যে যে স্থলে সুহৃদ্‌ভেদ সংঘটিত হয়, সেই সেই স্থলে পাঠ করিলে, উৎকৃষ্ট মৈত্রী সকলিত হইয়া থাকে। আমার এই চরিত্র পাঠ করিবামাত্র, তৎক্ষণে যাবতীয় দুর্বৃত্ত-গণের বলহানি হয় এবং রাক্ষস, পিশাচ ও ভূতগণেরও বিনাশ হইয়া থাকে। আমার এই মাহাত্ম্য আদ্যোপান্ত যেখানে পঠিত হয়, সেই খানেই আমার সান্নিধ্য-সঙ্ঘটন হইয়া থাকে। সংবৎসর অহর্নিশ পশু, পুষ্প, অর্ঘ্য, ধূপ, উৎকৃষ্ট গন্ধদীপ, ব্রাহ্মণভোজন, হোম, মানীয় আহরণ এবং অন্যান্য বিবিধ ভোজ্য প্রদান করিলে, আমার যে প্রীতি সঞ্চিত হয়, আমার এই পরম পবিত্র চরিত্র একবারমাত্র পাঠ করিলেই, তদনুরূপ প্রীতি সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহার শ্রবণ-মাত্র পাপ সকল দূর হয়, রোগ সকলের নিবৃত্তি হয় এবং ভূতজনিত বিপদে রক্ষা হয়। আমার জন্মকথা কীর্ত্তন করিলেও, ঐরূপ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। অধিক কি, আমার এই দুষ্ট-দৈত্য নিসূদন যুদ্ধচরিত শ্রবণ করিলে, লোকের শত্রুকৃত ভয় নিরস্ত হইয়া থাকে। তোমরা আমার যে স্তব করিলে এবং ব্রহ্মর্ষিগণও স্বয়ং যে স্তুতি করিয়াছেন, তৎসমস্ত শ্রবণ বা পঠন করিলে, শুভ-মতির সঞ্চার হয়। অরণ্যে বা প্রান্তরে অথবা দাবাগ্নি মধ্যে পতিত হইলে, দস্যুগণ কর্ত্তৃক পরি-বৃত বা অসহায় অবস্থায় উপনীত অথবা শত্রুগণ কর্ত্তৃক গৃহীত হইলে, কিম্বা বনমধ্যে সিংহ, ব্যাঘ্র ও বনহস্তী কর্ত্তৃক অনুযাত হইলে, অথবা ক্রুদ্ধ নরপতির আজ্ঞানুসারে বধ্য ভূমিতে উপনীত

অথবা বন্ধনগ্রস্ত হইলে, অথবা বাত্যাবর্ত্তে পতিত হইলে, কিম্বা মহার্ণবমধ্যে পোতে অবস্থিত হইলে, অথবা অতিদারুণ সংগ্রামে শত্রুসমূহে আক্রান্ত হইলে, কিম্বা ভয়ঙ্কর বিঘ্নপরম্পরার সংঘর্ষজনিত বেদনার অতিমাত্র অর্দ্দিত হইলে, আমার এই মাহাত্ম্য স্মরণ করিবামাত্র লোকের তত্তৎ সঙ্কট তৎক্ষণাৎ উদ্ধার হইয়া থাকে। আমার চরিত্র স্মরণ করিলে, আমার প্রভাবে দস্যুগণ, বৈরিগণ ও সিংহ প্রভৃতি সকলেই দূর হইতে পলায়ন করে।

ঋষি কহিলেন, প্রচণ্ডবিক্রমশালিনী ভগবতী চণ্ডিকা এই বলিয়াই, দেবগণের সমক্ষে সেই স্থানে তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিতা হইলেন। তখন দেবগণ শত্রুনাশবশতঃ সর্ব্বতোভাবে ভয়শূন্য হইয়া, স্ব স্ব অধিকার লাভ করিয়া, পূর্ব্বের ন্যায় যজ্ঞভাগভোগে প্রবৃত্ত হইলেন। এদিকে, দেবগণের দারুণ শত্রু, অনুপমবিক্রমবিশিষ্ট অতিমাত্র উগ্র প্রকৃতি, সমস্ত সংসারের বিনাশপ্রবৃত্ত মহাবীর্য্যসম্পন্ন শুম্ভ ও নিশুম্ভ দেবী কর্ত্তৃক যুদ্ধে বিনষ্ট হইলে, হতাবশিষ্ট দৈত্যগণ পাতালে প্রবেশ করিল। ভূপ! এইরূপে দেবী ভগবতী জন্ম-মৃত্যু-বিরহিতা হইলেও, বারম্বার অবতরণ করিয়া, জগতের পরিপালন করেন। অধিক কি, তিনিই এই বিশ্বের মোহ সমুদ্ভাবন ও তিনিই ইহার প্রসব করিয়া থাকেন। তাঁহার নিকট যাচ্ঞা করিলে, তিনি প্রসন্না হইয়া, বিজ্ঞান দান ও সমৃদ্ধি সম্প্রদান করেন। অয়ি মনুজেশ্বর! তিনিই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত করিয়া আছেন। তিনি প্রলয়সময়ে মহামারীস্বরূপিণী মহাকালীরূপে প্রাদুর্ভূতা হন; বিনাশসময়ে মহামারীমূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন। আবার তিনিই সৃষ্টিরূপে আবির্ভূতা হইয়া থাকেন। তাঁহার জন্ম নাই। সেই সনাতনীই স্থিতিসময়ে লোকের স্থিতিবিধান করেন; সম্পৎসময়ে তিনিই লোকের গৃহে লক্ষ্মীরূপে অবতরণ করিয়া সমৃদ্ধিসাধন করিয়া থাকেন। আবার তিনিই অভাবসময়ে অলক্ষ্মীরূপে তাহাদের বিনাশ করেন। পুষ্প, ধূপ ও গন্ধাদি দ্বারা স্তব ও পূজা করিলে, তিনি লোকদিগকে ধন, পুত্র এবং ধর্ম্মে মতি প্রদান করিয়া থাকেন।

ইতি দেবীমাহাত্ম্য ফলশ্রুতি নাম দ্বিনবতিতম অধ্যায়।

ত্রিনবতিতম অধ্যায়।

ঋষি কহিলেন, ভূপ! আমি আপনার নিকট অনুত্তম দেবীমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম। সেই দেবীর প্রভাবই এইরূপ। কেন না, তিনিই জগৎ ধারণ করিয়া আছেন। তিনি সাক্ষাৎ ভগবান্ বিষ্ণুর মায়া। তিনিই তোমাকে, এই বৈশ্যকে ও অন্যান্য বিবেকী ব্যক্তিদিগকে যেমন জ্ঞানদান করেন, তেমনি মোহিতও করিয়া থাকেন। অন্যান্যেরাও আবার তৎকর্ত্তৃক মোহিত হইয়া, আত্মবিস্মৃত হইবে। অতএব মহারাজ! আপনি একমাত্র সেই পরমেশ্বরী মহামায়ারই শরণ গ্রহণ করুন। একমাত্র তাঁহার আরাধনা করিলে, লোকে স্বর্গ ও অপবর্গ প্রাপ্ত হয়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, রাজা সুরথ সেই সংশিতব্রত মহাভাগ মহর্ষির এই কথা শুনিয়া, তাঁহাকে প্রণিপাত করিলেন। অতীব মমতা ও রাজ্যাপহরণ, এই দুই কারণে তাঁহার নির্ব্বেদ উপস্থিত হইয়াছিল। তজ্জন্য তৎক্ষণাৎ তপশ্চরণার্থ প্রস্থান করিলেন। বৈশ্যেরও ঐরূপ নির্ব্বেদ জন্মিয়াছিল। সেও তাঁহার পথবর্ত্তী হইল। তাঁহারা উভয়েই দেবী অম্বিকার সন্দর্শনবাসনাবশংবদ হইয়া, নদীপুলিন আশ্রয় করিয়া, দেবীসূক্তজপসহকারে তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলেন এবং দেবীর মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া, সেই নদীতীরেই পুষ্প, ধূপ ও হোম দ্বারা তাঁহার উপাসনা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা উভয়েই কখন একবারেই আহার ত্যাগ ও কখন বা আহার সংযত করিয়া, সমাধিস্থ হইয়া, তদ্গত চিত্তে স্বকীয় শরীরের রক্ত দেবীর উদ্দেশে বলিস্বরূপ দান করিতে আরম্ভ করিলেন।

এইরূপ বত্তচিত্তে তিন বৎসর বিশিষ্ট বিধানে আরাধনা করিলে, জগদ্ধাত্রী চণ্ডিকা তাঁহাদের দর্শনগোচরে আবির্ভূতা হইয়া, বলিতে লাগিলেন, রাজন্! তুমি যাহা প্রার্থনা করিতেছ এবং কুলনন্দন বৈশ্য! তুমিও যাহার প্রার্থনায় প্রবৃত্ত হইয়াছ, তাহার সমস্তই তোমরা প্রাপ্ত হইবে। আমি তোমাদের প্রতি পরম তুষ্টা হইয়াছি ; উহা দান করিব।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, তখন নরপতি সুরথ এই বর প্রার্থনা করিলেন, আমি যেন পরজন্মে কখন রাজ্যচ্যুত না হই এবং ইহজন্মেও যেন বলপূর্ব্বক শত্রুদল দলন করিয়া, নিজ অপহৃত রাজ্য লাভ করিতে পারি। অনন্তর বৈশ্য এই বর প্রার্থনা করিলেন, আমার মন মমতাপাশে বদ্ধ হওয়াতে, নিতান্ত নির্ব্বেদগ্রস্ত হইয়াছে। অতএব যাহাতে মমতার হেতুভূত আসক্তির বিনাশ হইতে পারে, আমার যেন তাদৃশ জ্ঞানলাভ হয় এবং আমি যেন প্রজ্ঞাসম্পন্ন হইতে পারি।

দেবী কহিলেন, রাজন্! স্বল্পকালমধ্যেই তোমার স্বরাজ্যলাভ হইবে। তুমি সমুদয় শত্রু বিনাশ করিয়া, সেই রাজ্য চিরস্থায়ী করিতে পারিবে। এতদ্ভিন্ন, তুমি দেহাবসানে পুনরায় ভগবান্ ভাস্করের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়া, সাবর্ণিক নামে মনু হইবে।

অনন্তর তিনি বৈশ্যকে কহিলেন, তুমি আমার নিকট যে বর প্রার্থনা করিলে, আমি তাহা প্রদান করিতেছি। তুমি জ্ঞানলাভ ও তৎসহকারে বিশিষ্টরূপ সিদ্ধি সমাধান করিবে।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, দেবী এইরূপে তাঁহাদের দুই জনকেই অভিলষিত বরপ্রদান করিয়া, তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিতা হইলেন। তাঁহারা উভয়ে ভক্তিভরে বিহিত বিধানে তাঁহার স্তব করিলেন। এইরূপে দেবীর বরে ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ সুরথ সূর্য্যের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়া সাবর্ণি মনু হইলেন।

ইতি দেবীমাহাত্ম্য সমাপ্তি নাম ত্রিনবতিতম অধ্যায়।

চতুর্নবতিতম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, আমি তোমার নিকট এই সাবর্ণিক মন্বন্তর এবং দেবীমাহাত্ম্য ও মহিষাসুরবিনাশ সম্যক্রূপে কীর্ত্তন করিলাম। দেবী ও মাতৃকাগণ এবং স্বয়ং দেবী চণ্ডিকা যুদ্ধে যেরূপে উৎপন্না হইয়াছিলেন, তাহাও তোমার নিকট বলিলাম। তদ্ভিন্ন, শিবদূতীর মাহাত্ম্য, শুম্ভ নিশুম্ভের বধ, রক্তবীজবধ, এই সমুদায়ও কীর্ত্তন করিলাম। মুনিশ্রেষ্ঠ! অতঃপর অপর সাবর্ণিক মনুর বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন। ইনি দক্ষপুত্র সাবর্ণ। সেই মন্বন্তরে যে যে দেবতা, মুনি ও নরপতিগণের আবির্ভাব হইবে, তাহাও শ্রবণ কর। পার, মরীচিভর্গ ও সুধর্ম্মা ইঁহারা সেই মন্বন্তরের দেবতা। ইঁহারা দ্বাদশ গণে বিভক্ত। তাঁহাদের ভবিষ্য ইন্দ্রও মহাবল ও সহস্রলোচন হইবেন। সম্প্রতি যিনি অগ্নির পুত্র ষড়ানন কার্ত্তিকেয়রূপে বিরাজ করিতেছেন, তিনিই এই মন্বন্তরে অদ্ভুতনামা ইন্দ্র হইবেন। মেধাতিথি, বসু, সত্য, জ্যোতিষ্মান্, দ্যুতিমান্, সবল, হব্যবাহন এই সাতজন ঋষি হইবেন। আর ধৃষ্টকেতু, বর্হকেতু, পঞ্চহস্ত, নিরাময়, পৃথুশ্রবা, অর্চ্চিষ্মান্, ভূয়্যরিম্ন, বৃহদ্ভয়, ইঁহারা সেই দক্ষপুত্রের পুত্র ও রাজা হইবেন।

দ্বিজ! অধুনা দশম মন্বন্তরের বৃত্তান্ত শ্রবণ কর। ধীমান্ ব্রহ্মপুত্রের এই মন্বন্তরে সুখাসীন ও নিরুদ্ধ নামে দেবগণের আবির্ভাব হইবে। তাঁহাদের সংখ্যা সমুদায়ে একশত। শান্তি ঐ সকল দেবতার ইন্দ্র হইবেন। তিনি ইন্দ্রের যাবতীয় গুণই অধিকার করিবেন। তৎকালে যাঁহারা সপ্তর্ষি হইবেন, তাঁহাদেরও নাম শ্রবণ কর। আপোমূর্ত্তি, হবিষ্মান্, সুকৃত, সত্য, নাভাগ, অপ্রতিষ্ঠ, ও বাশিষ্ঠ, এই সাতজন ঋষি। আর সুক্ষেত্র, উত্তমৌজা, ভূরিসেন, বীর্য্যবান্, শতানীক, বৃষভ, অনমিত্র, জয়দ্রথ, ভূরিদ্যুম্ন, সুপর্ব্বা, ইঁহারা সকলে সেই মনুর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিবেন।

অধুনা ধর্ম্মপুত্র সাবর্ণ মনুর মন্বন্তরবৃত্তান্ত শ্রবণ কর। সেই মন্বন্তরে বিহঙ্গম, কামগ ও নির্ম্মাণপতি এই তিনপ্রকার দেবগণ আবির্ভূত ও প্রত্যেকপ্রকার ত্রিংশৎ গণে বিভক্ত হইবেন। তন্মধ্যে মাস, ঋতু ও দিবস ইহারাই নির্ম্মাণপতি হইবেন। আর রাত্রি সকল বিহঙ্গ ও মৌহূর্ত্ত সকল কামগণ হইবেন। প্রখ্যাত-বিক্রমবৃষ ইহাদের ইন্দ্রপদ গ্রহণ করিবেন। হবিষ্মান্, বরিষ্ঠ, ঋষ্টি, আরুণি, নিশ্চর, বিষ্টি, এবং অগ্নিদেব ইহাঁরা ঐ মন্বন্তরের সপ্তর্ষি হইবেন। আর সর্ব্বগ, সুশর্ম্মা, দেবানীক, পুরুদ্বহ, হেমধন্বা, দৃঢ়ায়ু, ইহাঁরা সেই মনুর ভাবী পুত্র।

ইহার পর রুদ্রপুত্র সাবর্ণ মনুর দ্বাদশ মন্বন্তর উপস্থিত হইলে, যাঁহারা দেবতা ও মুনি হইবেন, শ্রবণ কর। সুধর্ম্মা, সুমনা, হরিত, রোহিত, সুবর্ণ এই পাঁচ সেই মন্বন্তরের দেবতা। ইহাঁরা দশগণে বিভক্ত। মহাবল ঋতধামা তাঁহাদের অধিপতি ইন্দ্র, জানিবে। তিনি যাবতীয় ইন্দ্রগুণেই ভূষিত। অধুনা ঐ মন্বন্তরের সপ্তঋষির নামও শ্রবণ কর। দ্যুতি, তপস্বী, সুতপা, তপোমূর্ত্তি, তপোনিধি, তপোরতি, তপোধৃতি, এই সাতজন ঋষি। আর দেববান্, উপদেব, দেবশ্রেষ্ঠ, বিদূরথ, মিত্রবান্, মিত্রবিন্দ ইহাঁরা সেই মনুর ভবিষ্য পুত্র। অনন্তর রোচ্যনামক ত্রয়োদশ মনুর পুত্র, সপ্তর্ষি এবং নরপতি ও দেবগণের কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। সুধর্ম্মা, সুকর্ম্মা ও সুশর্ম্মা ইহাঁরা সকলে সেই মন্বন্তরের দেবগণ। তাঁহাদের ইন্দ্রের নাম দিবস্পতি। তিনি মহাবল ও মহাবীর্য্য হইবেন। যাঁহারা সপ্তর্ষি হইবেন, তাঁহাদের বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর। ধৃতিমান্, অব্যয়, তত্ত্বদর্শী, নিরুৎসুক, নির্ম্মোহ, সুতপা, নিষ্প্রকম্প, এই সাতজন ঋষি। আর চিত্রসেন, বিচিত্র, নয়তি, নির্ভয়, দৃঢ়, সুনেত্র, ক্ষত্রবুদ্ধি, সুব্রত ইহাঁরা সেই মনুর ভবিষ্য পুত্র।

ইতি সর্ব্বসাবর্ণমন্বন্তর নাম চতুর্নবতিতম অধ্যায়।

পঞ্চনবতিতম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, পূর্ব্বে প্রজাপতি রুচি নির্ম্মম, নিরহঙ্কার ও নিশঃঙ্ক হইয়া, নিদ্রাসংযমপূর্ব্বক পৃথিবীপরিভ্রমণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তদীয় পিতৃগণ তাঁহাকে অগ্নিশূন্য, গৃহশূন্য, আশ্রমশূন্য ও সঙ্গশূন্য এবং একাহার দর্শন করিয়া, বলিতে লাগিলেন, বৎস! তুমি কিজন্য পরমপবিত্রস্বরূপ দারপরিগ্রহ করিতেছ না? দেখ, দারপরিগ্রহ করিলে, স্বর্গ ও অপবর্গলাভ হয় এবং না করিলে, বন্ধনসংঘটন হইয়া থাকে। গৃহী পুরুষ সমস্ত দেবগণ, পিতৃগণ, ঋষিগণ ও অতিথিগণের পূজা করিয়া, লোক সকল ভোগ করে। দারপরিগ্রহ না করাতে, তুমি দেবঋণ, পিতৃঋণ, মনুষ্যঋণ ও ভূতঋণে দিন দিন বদ্ধ হইতেছ। তুমি পুত্র সকল উৎপাদন এবং দেবগণ ও পিতৃগণের তৃপ্তিসাধন না করিয়া, মূঢ়তাবশতঃ কিরূপে সদগতিলাভের ইচ্ছা করিয়াছ? পুত্র! দারপরিগ্রহ না করাতে, আমাদের স্পষ্টই বোধ হইতেছে তোমার পৃথক্ পৃথক্ ক্লেশ সংঘটিত হইবে। প্রথম ক্লেশ, মৃত্যুর পর নরক এবং তাহার পর অন্য জন্মেও ক্লেশ উপস্থিত হইবে।

রুচি কহিলেন, পরিগ্রহ করিলে, অতিমাত্র দুঃখে পতিত হইতে হয়, নরকলাভও হয় এবং অধোগতিও ভোগ করিতে হয়। এইজন্যই আমি পূর্ব্বে দার গ্রহণ করি নাই। সম্যকরূপে নিয়মণ করিয়া, আত্মাকে যে সংযত করা যায়, তাহাই মুক্তির হেতু হইয়া থাকে। কিন্তু পরিগ্রহ করিলে, তাহা হয় না। আত্মা মমত্বপঙ্কে লিপ্ত হইলেও, নিষ্পরিগ্রহ হইয়া, চিৎসত্তারূপ সলিলে অনুদিন তাহাকে যে প্রক্ষালন করা যায়, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বা প্রশস্ত কল্প। এই কারণে ইন্দ্রিয়গ্রাম সংযত করিয়া, সদ্বাসনারূপ সলিল দ্বারা অনেক-জন্মসম্ভূত কর্ম্মরূপ পঙ্কে পরিলিপ্ত আত্মাকে প্রক্ষালন করা পণ্ডিতগণের একমাত্র কর্ত্তব্য।

পিতৃগণ কহিলেন, ইন্দ্রিয়গ্রাম সংযত করিয়া, আত্মার প্রক্ষালন করা যুক্তিযুক্ত বটে ; কিন্তু বৎস! তুমি যে পথের পথিক হইয়াছ, তাহাতে কি মোক্ষলাভ হইবে? পরন্তু, নিষ্কাম হইয়া, দান করিলে, যেমন অশুভনাশ হয় ; সেইরূপ শুভাশুভ ভোগরূপ ফল দ্বারা প্রাক্তন কর্ম্মের ক্ষয় হইয়া থাকে। এইরূপে যাহারা করুণামাত্রপরায়ণ হইয়া, কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা কখন বন্ধনগ্রস্ত হয় না। সেইরূপ, কামনাত্যাগপূর্ব্বক কার্য্য করিলেও, বন্ধন চ্যুত হইয়া থাকে। আবার, অহর্নিশ সুখ ও দুঃখের ভোগ দ্বারা পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ক্ষয়সঙ্ঘটন হয়। ফলতঃ, এইরূপে পাপ পুণ্য লইয়াই মনুষ্যদিগের পদবী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। প্রাজ্ঞ পুরুষগণ এইরূপ বিধানক্রমেই আত্মাকে প্রক্ষালিত ও বন্ধ হইতে সুরক্ষিত করেন। তাহাতে, আর আত্মাকে বিবেকবিহীন ও তজ্জন্য পাপপঙ্কেও পরিলিপ্ত হইতে হয় না।

রুচি কহিলেন, পিতামহগণ! বেদে কর্ম্মমার্গকেই অবিদ্যা বলিয়া, উল্লেখ করা হইয়াছে। তবে আপনারা কিরূপে আমাকে সেই কর্ম্মমার্গেই সংযোজিত করিতেছেন?

পিতৃগণ কহিলেন, বেদে যাহা বলিয়াছেন, তাহা সত্য বটে। কিন্তু কর্ম্ম দ্বারা ঐরূপ ঘটে, সে কথা মিথ্যা। বলিতে কি, কর্ম্মই একমাত্র বিদ্যাপ্রাপ্তির হেতু, তাহাতে সংশয় নাই। অসৎ পুরুষগণ বিহিতের অনুষ্ঠান করিয়া, মুক্তির জন্য যে আত্মসংযম করে, তাহা মুক্তি প্রদান না করিয়া, প্রত্যুত, পরিণামে অধোগতি প্রদান করিয়া থাকে। বৎস! তুমি আত্মাকে প্রক্ষালন করিব, বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছ। কিন্তু এদিকে বিহিতের অকরণজনিত পাপপরম্পরায় জড়িত হইয়া পড়িতেছ। বিষ অতি অপকারী পদার্থ। কিন্তু যথাযথ উপায়যোগ সহায়ে প্রয়োগ করিলে, তাহাতে যেমন উপকার লাভ হয়, তদ্রূপ অভ্যুপায় সহায়ে অনুষ্ঠিতা হইলে, অবিদ্যা হইতেও লোকের উপকারলাভ হয়। কখন তদ্দ্বারা বন্ধ সঙ্ঘটিত হয় না। অতএব বৎস! তুমি বিহিত বিধানে দার সংগ্রহ কর। লোকবিগর্হিত পথে প্রবৃত্ত হইয়া, তোমার জন্ম যেন বিফল না হয়।

রুচি কহিলেন, পিতৃগণ! আমি সম্প্রতি বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়াছি। এ অবস্থায় কোন্ ব্যক্তি আমাকে পত্নী প্রদান করিবে। ইহার উপর আমি আবার দরিদ্র ; সুতরাং, দারসংগ্রহ করা সর্ব্বথা দুর্ঘট।

পিতৃগণ কহিলেন, বৎস! যদি তুমি আমাদের কথা না শুন, তাহাহইলে, আমাদের পতন ও তৎসহকারে তোমারও অধোগতি হইবে।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মুনিসত্তম! পিতৃগণ এইপ্রকার কহিয়া, রুচির সমক্ষেই বাতাহত প্রদীপের ন্যায়, সহসা অদৃশ্য হইলেন।

ইতি রুচির উপাখ্যান নাম পঞ্চনবতিতম অধ্যায়।

ষণ্ণবতিতম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, পিতৃগণের ঐ কথা শুনিয়া, রুচির মন অতিমাত্র উদ্বেগযুক্ত হইল। তজ্জন্য তিনি কন্যাভিলাষী হইয়া, পৃথিবীপরিভ্রমণে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু কুত্রাপি কন্যা লাভ করিতে পারিলেন না। তখন পিতৃবাক্যরূপ অনলে অতিমাত্র দহ্যমান হইয়া, অতীব উদ্বিগ্নচিত্ত ও একান্ত চিন্তাক্রান্ত হইলেন। ভাবিলেন, কি করি, কোথায় যাই, কি করিলেই বা আশু দারপরিগ্রহ হইয়া, পিতৃপুরুষগণের অভ্যুদয় লাভ হইতে পারে? এইপ্রকার চিন্তাপ্রসঙ্গে সেই মহাত্মা সঙ্কল্প করিলেন, তপশ্চরণসহকারে কমলযোনি ব্রহ্মার আরাধনা করিব। এইরূপ কৃতসঙ্কল্প হইয়া, তিনি ব্রহ্মার উদ্দেশে তপশ্চরণ করত দিব্য শতবর্ষ যাপন করিলেন। তিনি বিশিষ্টরূপ নিয়ম-

যত্নসহকারে তাঁহার আরাধনা করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে লোকপিতামহ ব্রহ্মা তাঁহাকে দর্শন দিয়া, কহিলেন, আমি প্রসন্ন হইয়াছি। কি তোমার অভিলাষ, বল। তখন রুচি জগৎপতি ব্রহ্মাকে প্রণিপাত করিয়া, পিতৃগণের বচনানুসারে যাহা করিতে অভিলাষী হইয়াছেন, তাহা তাঁহার গোচরে নিবেদন করিলেন।

পিতামহ তাঁহার অভিলষিত শ্রবণ করিয়া, কহিলেন, তুমি প্রজাপতি হইয়া, প্রজা সকল সৃষ্টি করিবে এবং প্রজালোকের সৃষ্টি, পুত্র সকলের উৎপাদন ও ক্রিয়া সকলের অনুষ্ঠানানন্তর, স্বীয় অধিকার পর্য্যবসিত হইলে, সিদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। এক্ষণে তুমি পিতৃগণের আদেশানুরূপ দার পরিগ্রহ কর। আমি যাহা বলিলাম, মনে মনে তাহাই সঙ্কল্প করিয়া, পিতৃগণের পূজা কর। তাঁহারা তাহাতেই তুষ্ট হইয়া, তোমার অভীপ্সিত পত্নী ও পুত্র সকল প্রদান করিবেন। দেখ, পিতৃগণ সন্তুষ্ট হইলে, কি না দান করেন ?

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, রুচি অব্যক্তযোনি ব্রহ্মার এই কথা শুনিয়া, বিবিক্ত নদীপুলিন আশ্রয় করিয়া, পিতৃগণের সন্তোষসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন এবং একাগ্র ও প্রযত হইয়া, ভক্তিনম্র কন্ধরে আদরসহকারে বক্ষ্যমাণ বাক্যে তাঁহাদের স্তব করিতে লাগিলেন, যাঁহারা শ্রাদ্ধে অধিষ্ঠাত্রী দেবতা রূপে অধিষ্ঠান করেন এবং দেবগণও শ্রাদ্ধে যাঁহাদের স্বধোচ্চারণসহকারে তৃপ্তি বিধান করিয়া থাকেন, সেই পিতৃগণকে আমি নমস্কার করি। মহর্ষিরা ভুক্তি ও মুক্তির অভিলাষী হইয়া, ভক্তিসহকারে যাঁহাদের তৃপ্তি বিধান করেন ; সেই ইত্যাদি। স্বর্গে সিদ্ধগণও শ্রাদ্ধ করিয়া, যাবতীয় অত্যুৎকৃষ্ট দিব্য উপহার প্রদান সহকারে যাঁহাদিগকে তৃপ্ত করেন, সেই ইত্যাদি। গুহ্যকগণও আত্যন্তিকী পরম ঋদ্ধি কামনা করিয়া, তন্ময় হইয়া, ভক্তিসহকারে যাঁহাদিগকে তৃপ্ত করেন ; মর্ত্ত্যগণও পৃথিবীতে সর্ব্বদা শ্রদ্ধাসহকারে শ্রাদ্ধ করিয়া, যাঁহাদের তৃপ্তি বিধান করে এবং যাঁহারা অভীষ্ট লোক সকল প্রদান করিয়া থাকেন ; ব্রাহ্মণেরা পৃথিবীতে বাঞ্ছিত অভীষ্টলাভের জন্য সর্ব্বদা যাঁহাদের অর্চ্চনা করেন এবং যাঁহারা তাঁহাদিগকে প্রাজাপত্য স্থান প্রদান করিয়া থাকেন ; অরণ্য-বাসীরা তপোবলে সর্ব্বথা নিষ্পাপ হইয়া, আহারসংযমসহকারে আরণ্যক বিধানে শ্রাদ্ধ করিয়া, যাঁহাদিগকে তৃপ্ত করেন ; নৈষ্ঠিকব্রতচারী ব্রাহ্মণগণও আত্ম-সংযমসহকারে সমাধিস্থ হইয়া, সম্যগ্‌রূপে যাঁহাদের তৃপ্তি বিধান করেন ; ক্ষত্রিয়েরা যথাবিধি যাবতীয় কব্য-প্রদানসহকারে শ্রাদ্ধ করিয়া, যাঁহাদিগকে তৃপ্ত করেন এবং যাঁহারা লোকত্রয় ফল প্রদান করিয়া থাকেন ; বৈশ্যেরা পৃথিবীতে সর্ব্বদা স্বজাতিবিহিত-কর্ম্মপর হইয়া, নিত্য পুষ্প, ধূপ, অন্ন ও জল প্রদানপুরঃসর যাঁহাদের অর্চ্চনা করেন ; শূদ্রেরাও ভক্তিসহকারে শ্রাদ্ধ করিয়া, যাঁহাদের তৃপ্তি বিধান করে এবং যাঁহারা সুকালীনামে বিখ্যাত ; পাতালে মহাসুরগণও সর্ব্বদা দম্ভ মদ ত্যাগ করিয়া, শ্রদ্ধাসহকারে যাঁহাদের তৃপ্তি বিধান করেন এবং স্বধাই যাঁহাদের আহার ; নাগগণও রসাতলে বিবিধ কাম কামনা করিয়া, যথাবিধি অশেষবিধ ভোগপ্রদানসহকারে শ্রাদ্ধ করত যাঁহাদের অর্চ্চনা করেন ; সর্পগণও রসাতলে সর্ব্বদা বিধিবিহিত মন্ত্রোচ্চারণসহকারে ভোগসমৃদ্ধি নিবেদনপূর্ব্বক শ্রাদ্ধ করিয়া, যাঁহাদিগকে তৃপ্ত করেন, সেই পিতৃগণকে আমি নমস্কার করি।

যাঁহারা সাক্ষাৎ দেবলোকে, অন্তরীক্ষে ও মহীতলে নিবসতি করেন এবং সুরাদিরাও যাঁহাদের পূজা করিয়া থাকেন, সেই পিতৃগণকে আমি নমস্কার করি। তাঁহারা আমার নিবেদিত প্রতিগ্রহ করুন। যাঁহারা সাক্ষাৎ পরমাত্মা, যাঁহারা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া, সর্ব্বদা বিমানে অধিষ্ঠান করেন ; যোগীশ্বরগণও নির্ম্মল হৃদয়ে যাঁহাদের আশ্রয় লইয়া থাকেন এবং যাঁহারা ক্লেশমুক্তির হেতু, সেই পিতৃগণকে আমি নমস্কার করি।

যাঁহারা স্বর্গে মূর্ত্তিমান্ হইয়া বিরাজ করেন, যাঁহারা স্বধাভোজী ; যাঁহারা সমুদায় কামনাই পূরণ করিতে সমর্থ এবং নিষ্কাম ব্যক্তিদিগকে যাঁহারা মুক্তিপ্রদান করেন ; যাঁহারা কামবান্ পুরুষদিগের সমুদায় কামনা পূরণ করেন এবং যাঁহারা দেবত্ব, ইন্দ্রত্ব ও তাহা অপেক্ষাও

অধিকত্ব এবং পুত্র, পশু, ধন, বল ও গৃহ সকল প্রদান করিয়া থাকেন, সেই পিতৃগণ সকলেই আমার এই প্রণতিক্রিয়ায় সন্তুষ্ট হউন। যাঁহারা চন্দ্রের রশ্মিসমূহে, যাঁহারা সূর্য্যবিম্বে, যাঁহারা শুক্লবর্ণ বিমানে সর্ব্বদা বাস করেন, সেই পিতৃগণের উদ্দেশে অন্ন, জল ও গন্ধাদি নিবেদন করিতেছি, তাঁহারা তদ্দ্বারা পুষ্ট ও সন্তুষ্ট হউন। হবি দ্বারা অনলে হোম করিলে, যাঁহারা তৃপ্তি লাভ করেন; যাঁহারা বিপ্রশরীর আশ্রয়পূর্ব্বক ভোজন করিয়া থাকেন এবং পিণ্ডদান করিলে, যাঁহাদের আমোদ উপস্থিত হয়; তাঁহারা আমার প্রদত্ত অন্ন ও জল দ্বারা সন্তুষ্ট হউন। সুরগণ ও মহর্ষিশ্রেষ্ঠগণ গণ্ডারমাংস, দিব্য মনোহর কৃষ্ণতিল ও কাল শাক, এই সকল দ্রব্য প্রদানপূর্ব্বক যাঁহাদিগকে পরিতৃপ্ত করেন, তাঁহারা আমার কৃত এই শ্রাদ্ধে সন্তুষ্ট হউন। যাবতীয় কব্য যাঁহাদের নিরতিশয় অভিলাষের সামগ্রী, অমরগণও যাঁহাদের অর্চ্চনা করেন, আমি এই গন্ধ, পুষ্প ও ভোজ্য নিবেদন করিতেছি; তাঁহারা সন্নিহিত হউন। দিন দিন, আবার মাসান্তে যাঁহাদের পূজা করা হয়, যাঁহারা অষ্টকাতে অর্চ্চিত হইয়া থাকেন এবং বৎসরান্তে অভ্যুদয়ে যাঁহাদের পূজা করা হয়, সেই পিতৃগণ আমার এই শ্রাদ্ধে পরিতৃপ্ত হউন। যাঁহারা চন্দ্র ও কুমুদবৎ কান্তি ধারণ করিয়া, ব্রাহ্মণগণের পূজা গ্রহণ করেন; ক্ষত্রিয়গণ যাঁহাদিগকে উদীয়মান তপন সম বর্ণে অর্চ্চনা করিয়া থাকেন; যাঁহারা কনকবৎ অবদাত দেহে বৈশ্যগণ কর্তৃক পূজিত হন এবং যাঁহারা নীলীনিভা পরিগ্রহ করিয়া, শূদ্রজনের পূজা গ্রহণ করেন, আমি সেই পিতৃপুরুষদিগকে সর্ব্বদা প্রণাম করিতেছি। তাঁহারা আমার নিবেদিত পুষ্প, গন্ধ, ধূপ, অন্ন ও তোয়াদি দ্বারা আমার শ্রাদ্ধে সন্তুষ্ট হউন। যাঁহারা পবিত্র অনলে আহুত দেবপূর্ব্ব কব্য সকল অতীব তৃপ্তির জন্য ভোজন করেন এবং ভোজন করিয়া, তৃপ্ত হইয়া, বিবিধ ঐশ্বর্য্য প্রদান করিয়া থাকেন, আমি তাঁহাদিগকে প্রণাম করিতেছি। তাঁহারা আমার শ্রাদ্ধে তৃপ্ত হউন। যাঁহারা রাক্ষসদিগকে, উগ্রপ্রকৃতি অসুরদিগকে, ও ভূতদিগকে নিঃশেষে নাশ ও প্রজা সকলের অমঙ্গল বিনাশ করেন, যাঁহারা সুরগণের আদি এবং যাঁহারা অমরেশগণেরও পূজ্য, আমি সেই পিতৃগণের সকলকেই প্রণাম করিতেছি, তাঁহারা আমার কৃত এই শ্রাদ্ধে তৃপ্ত হউন।

অগ্নিষ্বাত্ত, বর্হিষদ, আজ্যপ ও সোমপ এই সকল পিতৃগণের আমি এই শ্রাদ্ধে তৃপ্তিবিধান করিতেছি। তাঁহারা তৃপ্ত হউন। অগ্নিষ্বাত্ত পিতৃগণ আমার প্রাচী দিক্ রক্ষা করুন। বর্হিষদ্ পিতৃগণ আমার দক্ষিণ দিক্ রক্ষা করুন। আজ্যপ পিতৃগণ প্রতীচী দিক্ ও সোমপ পিতৃগণ আমার উদীচী দিক্ রক্ষা করুন। তাঁহাদের অধিপতি যম আমাকে রাক্ষসগণ হইতে, ভূতগণ হইতে, পিশাচগণ হইতে এবং অসুরগণ হইতে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করুন।

বিশ্ব, বিশ্বভুক্, আরাধ্য, ধর্ম্ম, ধন্য, শুভানন, ভূতিদ, ভূতিকৃৎ, ভূতি, পিতৃগণের এই নয়টী গণ। তদ্ব্যতীত, কল্যাণ, কল্যতা, কর্ত্তা, কল্য, কল্যতরাশ্রয়, কল্যতাহেতু ও অনঘ, এই ছয়টী গণ; বর, বরেণ্য, বরদ, পুষ্টিদ, তুষ্টিদ, বিশ্বপাতা ও ধাতা, এই সাতটী গণ; মহান্, মহাত্মা, মহিত, মহিমাবান্, মহাবল, এই পাঁচটী পাপনাশন গণ; আর সুখদ, ধনদ, ধর্ম্মদ, ভূতিদ, এই চারিটী গণ; সমুদায়ে একত্রিংশৎ পিতৃগণ। যাঁহারা এই অখিল জগৎ ব্যাপিয়া আছেন, তাঁহারা আমার এই শ্রাদ্ধে তৃপ্ত হউন ও সন্তুষ্ট হউন এবং সর্ব্বদা আমার হিত সম্প্রদান করুন।

ইতি পিতৃপুরুষস্তোত্রকথন নাম ষণ্ণবতিতম অধ্যায়।

সপ্তনবতিতম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, এইপ্রকার স্তব করিতে করিতে, সহসা সমুচ্ছ্রিত তেজোরাশি তাঁহার গোচরে প্রাদুর্ভূত হইয়া, আকাশ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত করিয়া ফেলিল। অনন্তর সুবিপুল সেই তেজঃ জগৎ প্রাপ্ত হইয়া, স্থিরভাব আশ্রয় করিলে, রুচি তাহা দর্শন করিয়া, ক্ষিতিতল-সংস্তজানু হইয়া, এই বলিয়া, স্তবগান আরম্ভ করিলেন, সকলেই যাঁহাদের অর্চনা করে; যাঁহাদের মূর্ত্তি নাই, যাঁহাদের তেজ অতিমাত্র প্রতিভাবিশিষ্ট, যাঁহারা সর্ব্বদাই ধ্যানে নিবিষ্ট ও যাঁহারা দিব্যদৃষ্টি, আমি সর্ব্বদা তাঁহাদিগকে নমস্কার করি। যাঁহারা ইন্দ্রাদি অমরগণেরও নেতা; যাঁহারা দক্ষ, মরীচি, সপ্তর্ষি ও অন্যান্য সকলেরও নিয়ন্তা ও কামনা পূরণ করিয়া থাকেন; আমি সেই পিতৃদিগকে সর্ব্বদা নমস্কার করি। যাঁহারা মন্বাদি মুনীন্দ্রগণের, সূর্য্য ও চন্দ্রের এবং জল ও উদধিরও নেতা, সেই পিতৃদিগকে আমি সর্ব্বদা নমস্কার করি। যাঁহারা নক্ষত্রগণের, গ্রহ সকলের, বায়ুর, অগ্নির, আকাশের, স্বর্গের ও পৃথিবীর নেতা, তাঁহাদিগকে কৃতাঞ্জলিপুটে আমার নমস্কার। যাঁহারা দেবর্ষিগণেরও জনিতা, যাঁহারা সকল লোকের নমস্কৃত, যাঁহারা সর্ব্বদা অক্ষয় ফল দান করেন, তাঁহাদিগকে আমার কৃতাঞ্জলিপুটে নমস্কার। সঙ্গে সঙ্গে আমি প্রজাপতিকে, কশ্যপকে, সোমকে, বরুণকে ও যোগেশ্বরদিগকেও সর্ব্বদা কৃতাঞ্জলি হইয়া নমস্কার করিতেছি। সপ্ত লোকে যে সপ্ত গণ আছেন, তাঁহাদিগকে আমি নমস্কার করি। যিনি স্বয়ংভূ ও যোগচক্ষু, সেই ব্রহ্মাকেও আমার নমস্কার। সোমই যাঁহাদের আধার এবং যোগই যাঁহাদের মূর্ত্তি, আমি সেই পিতৃদিগকে এবং জগতের পিতা সোমকেও নমস্কার করি। অগ্নিই যাঁহাদের রূপ, যাঁহাদের হইতে এই বিশ্ব অগ্নীষোমময় হইয়াছে, সেই অন্যান্য পিতৃদিগকেও আমি নমস্কার করি। তেজই যাঁহাদের আধার; সোম, সূর্য্য ও অগ্নিই যাঁহাদের মূর্ত্তি এবং জগৎ ও ব্রহ্মই যাঁহাদের স্বরূপ এবং যাঁহারা যোগপরায়ণ, সেই অখিল পিতৃপুরুষদিগকে আমার যত মানসে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার। স্বধা তাঁহাদের আহার। তাঁহারা আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মুনিসত্তম! রুচি এইপ্রকার স্তব করিলে, পিতৃগণ উল্লিখিত গগনব্যাপী তেজে দশ দিক্ সমুদ্ভাসিত করিয়া, বিনিক্রান্ত হইলেন। রুচি দেখিলেন, তিনি যে পুষ্পগন্ধানুলেপন নিবেদন করিয়াছিলেন, পিতৃগণ সেই সকলে বিভূষিত হইয়া, তাঁহার পুরোভাগে অবস্থিতি করিতেছেন। তদ্দর্শনে তিনি পুনরায় ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া, পুনর্ব্বার কৃতাঞ্জলি হইয়া, আদরসহকারে তাঁহাদের পৃথক্ পৃথক্ স্তব করিতে লাগিলেন, তোমাকে নমস্কার, তোমাকে নমস্কার। তখন পিতৃগণ প্রসন্ন হইয়া, রুচিকে কহিলেন, বর প্রার্থনা কর। মুনিসত্তম রুচি নতকন্ধর হইয়া কহিলেন, ব্রহ্মা সম্প্রতি আমাকে সৃষ্টি করিতে আদেশ করিয়াছেন। সেইজন্য, আমি পত্নীলাভের ইচ্ছা করি। ঐ পত্নী যেন প্রজাবতী, দিব্যস্বভাবশালিনী ও প্রাথর্নীয়া হয়।

পিতৃগণ কহিলেন, এই স্থানেই এই মুহূর্ত্তে তোমার মনোরমা পত্নী আবির্ভূতা হইবেন। তাঁহার গর্ভে তোমার যে পুত্র জন্মিবেন, তিনি মনু হইবেন। রুচে! তোমার নামেই সেই ধীমান্ মন্বন্তরাধিপতির নাম হইবে। অর্থাৎ, তিনি রৌচ্যনামে জগত্রয়ে বিখ্যাতি লাভ করিবেন। তাঁহারও অনেক পুত্র জন্মিবে। তাঁহারা সকলেই মহাবল পরাক্রমবিশিষ্ট, সকলেই মহাত্মা এবং সকলেই পৃথিবীপালক হইবেন। তুমিও প্রজাপতি হইয়া, চতুর্ব্বিধ প্রজা সৃষ্টি করিয়া, ধর্ম্মজ্ঞ হইয়া, স্বকীয় অধিকারাবসানে সিদ্ধিলাভ করিবে। আর যে ব্যক্তি ভক্তিভরে এই স্তোত্র পাঠ দ্বারা আমাদের স্তব করিবে, আমরা তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া, তাহাকে উৎকৃষ্ট আত্মজ্ঞান, শরীরারোগ্য, অর্থ, পুত্র ও পৌত্রাদি এবং বিবিধ ভোগ প্রদান করিব। অতএব যাহারা

এই সকল কামনা করিবে তাহারা তোমার প্রযোজিত উল্লিখিত স্তব দ্বারা আমাদের স্তবগানে প্রবৃত্ত হইবে। এই স্তব আমাদের প্রীতিজনক। যে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে শ্রাদ্ধে ভোজনপ্রবৃত্ত দ্বিজশ্রেষ্ঠগণের পুরোভাগে অবস্থিতি করিয়া, এই স্তব পাঠ করিবে, আমরা উহার শ্রবণ-সম্প্রীতির বশবর্ত্তী হইয়া, তথায় সন্নিহিত হইলে, তৎপ্রভাবে সেই শ্রাদ্ধ অক্ষয় হইবে, তাহাতে সংশয় নাই। যদিও সেই শ্রাদ্ধ শ্রোত্রিয়শূন্য হয়; অথবা যদিও সেই শ্রাদ্ধ উপহত হয়, অথবা যদিও অন্যায়পথে উপার্জ্জিত বিত্ত কিম্বা শ্রাদ্ধযোগ্য নহে, এরূপ উপহত উপহার দ্বারা সেই শ্রাদ্ধ করা হইয়া থাকে; অথবা যদিও অকালে, অস্থানে ও অবিধিক্রমে তাহার অনুষ্ঠান করা হয়; অথবা যদিও শ্রদ্ধাহীন ও দম্ভপরায়ণ হইয়া, সেই শ্রাদ্ধ প্রবর্ত্তিত করা হইয়া থাকে; তথাপি, এই স্তব পাঠ করিলেই, সেই শ্রাদ্ধ আমাদের তৃপ্তি বিধান করিবে।

অধিক কি, আমাদের সুখাবহ এই স্তোত্র যে শ্রাদ্ধে পঠিত হইবে, তাহাতে, আমাদের দ্বাদশবার্ষিকী তৃপ্তি সমুদ্ভূত হইবে। হেমন্তে পাঠ করিলে, দ্বাদশাব্দ তৃপ্তি প্রদান করিবে। শিশিরে এই পবিত্র স্তোত্র পাঠ করিলে, আমরা তাহার দ্বিগুণ তৃপ্তি ভোগ করিব। বসন্তে শ্রাদ্ধকর্ম্মে ইহা পাঠ করিলে, ষোড়শাব্দব্যাপিনী তৃপ্তি সমুদ্ভূত হইবে। গ্রীষ্মে পাঠ করিলেও, ষোড়শাব্দ তৃপ্তির সমুৎপাদন করিবে। রুচে! বর্ষাকালে শ্রাদ্ধ অঙ্গহীন করিলেও, এই স্তোত্রপাঠ দ্বারা আমাদের অক্ষয় তৃপ্তি উপপন্ন হইয়া থাকে। শরৎকালে শ্রাদ্ধকালে পাঠ করিলে, পঞ্চদশবর্ষব্যাপিনী তৃপ্তি সমুদ্ভাবন করে। যে গৃহে নিত্য ইহা লিখিত থাকে, সে গৃহে শ্রাদ্ধ করিবামাত্র, আমাদের সান্নিধ্য সঙ্ঘটন হয়। সেইজন্যই ব্রাহ্মণগণ শ্রাদ্ধভোজনে প্রবৃত্ত হইলে, তুমি তাঁহাদের পুরোভাগে উপস্থিত হইয়া, ইহা শ্রবণ করাইবে। মহাভাগ! তাহাহইলে, আমরা পুষ্টি লাভ করিব। গয়ায়, পুষ্করে, কুরুক্ষেত্রে ও নৈমিষে শ্রাদ্ধ করিলে যে ফল লাভ হয়, এই স্তোত্র শ্রবণ ও ধারণ করিলে, সেই ফল লাভ হইবে। রুচিকে এইপ্রকার বর দিয়া, পিতৃগণ সিদ্ধি লাভ করিলেন।

ইতি পিতৃগণের বরপ্রদান নাম সপ্তনবতিতম অধ্যায়।

অষ্টনবতিতম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, পিতৃগণ প্রস্থান করিলে, সেই নদীর মধ্য হইতে প্রম্লোচানাম্নী মনোহারিণী কৃশাঙ্গী বরাপ্সরা রুচির সমীপদেশে সমুত্থিতা হইল। সে মহাত্মা রুচিকে পরমমধুর স্বরে বিনয়াবনতা হইয়া বলিতে লাগিল, অয়ি তপস্বিপ্রবর! বরুণের পুত্র মহাত্মা পুষ্করের ঔরসে আমার গর্ব্ভে পরমসুন্দরী যে কন্যা জন্মিয়াছে, আমি সেই বরবর্ণিনীকে ভার্য্যার্থে আপনার হস্তে সম্প্রদান করিতেছি, গ্রহণ করুন। তাহার গর্ব্ভে মহামতি মনু আপনার পুত্ররূপে সমুৎপন্ন হইবেন।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, রুচি এই কথায় সম্মত হইলে, বরাপ্সরা প্রম্লোচা আপনার মানিনীনাম্নী সেই প্রশস্তশরীরশালিনী কন্যাকে সলিল হইতে সমুত্থাপিত করিল। তখন মুনিসত্তম রুচি মহামুনিদিগকে আনাইয়া, সেই নদীপুলিনে বিহিত বিধানে তাঁহার পাণিপীড়ন করিলেন। তদীয় গর্ব্ভে তাঁহার মহাবীর্য্য মহামতি পুত্র উৎপন্ন হইল। ঐ পুত্র পিতার নামে পৃথিবীতে রৌচ্য বলিয়া খ্যাতিলাভ করিলেন। তাঁহার মন্বন্তরে যাঁহারা দেবতা, ঋষি, রাজা ও তাঁহার পুত্র হইয়াছিলেন, তাঁহাদের বিষয় পূর্ব্বেই সম্যক্ রূপে তোমারে বলিয়াছি। এই মন্বন্তরকথা শ্রবণ করিলে, লোকের ধনবৃদ্ধি, রোগনাশ, ধনধান্য ও সুতোৎপত্তি হইয়া থাকে, তাহাতে সন্দেহ

নাই। মহামুনে! পিতৃগণের উল্লিখিত স্তব ও তাঁহাদের গণবিবরণ শ্রবণ করিলেও, তাঁহাদের প্রসাদে সমুদায় কামনাই সিদ্ধ হইয়া থাকে।

ইতি মানিনীর রিবাহনাম অষ্টনবতিতম অধ্যায়।

নবনবতিতম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন; অতঃপর ভৌত্যের উৎপত্তি এবং তাঁহার অধিকারস্থ দেবগণ, ঋষিগণ, পুত্রগণ ও রাজগণেরও বিষয় শ্রবণ কর। অঙ্গিরার ভূতিনামে এক শিষ্য ছিলেন। তিনি অতি-কোপনস্বভাব; অল্পেই অতিভয়াবহ শাপ প্রদান করিতেন। তিনি মিষ্ট কথা বলিতে জানিতেন না। তাঁহার আশ্রমে স্বয়ং বায়ুও অতি ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেন; কখনও তাহার ব্যতিক্রম করিতে পারিতেন না। স্বয়ং রবিও মৃদু মৃদু তাপ দান করিতেন; মেঘও এরূপে বর্ষণ করিতেন, যাহাতে অতিমাত্র কর্দম জন্মিতে পারিত না; স্বয়ং চন্দ্রমা রশ্মিমণ্ডলে পূর্ণ হইলেও, নাতিশীত কিরণ বিকিরণ করিতেন। অধিক কি, ঋতুগণও সেই অতিতেজস্বী কোপনস্বভাব ঋষির ভয়ে আপনাদের পর্য্যায়ক্রম ত্যাগ করিয়া, তদীয় আজ্ঞানুসারে আশ্রমজাত বৃক্ষসমূহে সর্ব্বকাল-সুলভ ফল পুষ্প সমুদ্ভাবন করিত। সেই মহাতপার প্রভাবভয়ে ভীত হইয়া, আশ্রমসমীপস্থ জলরাশি তাঁহার ইচ্ছানুসারে বারম্বার তাঁহার কমণ্ডলুমধ্যে প্রবেশ করিত। বিপ্র! তিনি অতিমাত্র-কোপনস্বভাব ছিলেন; অতি-ক্লেশ সহ্য করিতে পারিতেন না। তিনি অপুত্র ছিলেন। এইজন্য তিনি তপশ্চরণে মনন করিলেন, আমি পুত্রকামনাবশংবদ হইয়া, আহবসংযম করিয়া শীত, বাত ও অনলে আহত হইয়া, তপস্যা করিব। এই প্রকার চিন্তা করিয়া তিনি তপস্যাতেই মনোনিবেশ করিলেন। তখন ইন্দু নাতি-শীতপ্রদানে প্রবৃত্ত হইলেন; সূর্য্য নাতিতাপ প্রদান করিতে লাগিলেন; মহামুনে! বায়ুও নাতিবহনে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে মহামুনি ভূতি সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্ব সকলে পীড্যমান হইয়া, যখন পুত্রলাভে সমর্থ হইলেন না, তপস্যা হইতে বিনিবৃত্ত হইলেন।

তাঁহার সুবর্চা নামে এক ভ্রাতা ছিলেন। তিনি যজ্ঞ করিয়া ভূতিকে তাহাতে অভিমন্ত্রিত করিলেন। ভূতি তদনুসারে সেই যজ্ঞে গমন করিতে অভিলাষী হইলেন। ভূতির শান্তি নামে এক শিষ্য ছিলেন। তিনি যেমন নিরতিশয় বুদ্ধিমান্, অতিমাত্র শান্তস্বভাব ও বিনীত, সেইরূপ গুরুর কার্য্যে সর্ব্বদাই উদ্যুক্ত, শুদ্ধাচার ও উদারস্বভাব ছিলেন। ভূতি তাঁহাকে কহিলেন, অয়ি শান্তি! আমি ভ্রাতা সুবর্চার যজ্ঞে যাইব; তিনি আমাকে আহ্বান করিয়া পাঠাইয়াছেন। তোমাকে যাহা করিতে হইবে, শ্রবণ কর। তুমি আমার আশ্রমে থাকিয়া, যাহাতে অগ্নি কোনরূপেই নির্ব্বাণপ্রাপ্ত না হন, তজ্জন্য যত্নাতিশয় সহকারে জাগরণ করিবে।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, এইপ্রকার আজ্ঞা পাইয়া, শিষ্য শান্তি, যে আজ্ঞা বলিলে, গুরু ভূতি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কর্ত্তৃক আহূত হইয়া, তাঁহার যজ্ঞে গমন করিলেন। এদিকে শান্তি, মহাত্মা গুরুর ভূতি নিমিত্ত বন হইতে যেমন সমিৎ, পুষ্প ও ফলাদি আহরণ ও গুরুভক্তির বশবর্ত্তী হইয়া যেমন অন্যান্য কর্ম্মকরণে প্রবৃত্ত হইলেন, তেমনি গুরুর রক্ষিত অগ্নি নির্ব্বাণ হইয়া গেলেন। অনল নির্ব্বাণ হইলেন, দেখিয়া মহামতি শান্তি অতিমাত্র দুঃখিত ও গুরুর ভয়ে ভীত হইয়া, বারম্বার চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, আমি কি করিব? কিরূপে বা গুরুর এখানে আগমন হইবে? আমারই বা অদ্য কিরূপ করা যুক্তিযুক্ত? কি করিলেই বা সর্ব্বথা সুসঙ্গত হইবে? গুরু যদি আপনার রক্ষিত ও আশ্রিত অগ্নিকে নির্ব্বাণ অবলোকন করেন, তাহা হইলে, অদ্য আমাকে বিষম বিপদেই ফেলিবেন। যদি আমি অন্য অগ্নি এই অগ্নিস্থানে স্থাপন করি, তাহা হইলে, তিনি অবশ্য আমাকে

জ্ঞাত করিবেন। কেননা, তিনি ভূত ভবিষ্য বর্ত্তমান সমুদায় প্রত্যক্ষ দেখিয়া থাকেন; সুতরাং এবিষয় কখন গোপনে থাকিবে না। তিনি অবশ্যই জানিতে পারিবেন। এইরূপে পাপাত্মা আমি গুরুর কোপ ও শাপ উভয়েরই নিমিত্ত হইলাম। গুরুর বিরুদ্ধে পাপ করিয়া, আমার যেরূপ শোক হইতেছে, নিজের জন্ত সেরূপ হইতেছে না। অনল নির্ব্বাণ হইয়াছেন, দেখিয়া, গুরু নিশ্চয়ই আমাকে শাপ দিবেন। অথবা স্বয়ং অগ্নিও তখন ক্রুদ্ধ হইয়া আমারে অভিশপ্ত করিতে পারেন। কেননা, গুরুর আমার ঐরূপই প্রভাব। অগ্নি অবশ্যই তাঁহার সম্মাননা করিবেন। দেবগণও তাঁহার প্রভাবে ভীত হইয়া, আজ্ঞালঙ্ঘনে কোন মতেই সমর্থ হন না। তিনি বাস্তবিকই অপরাধী আমাকে কোন্ যুক্তিতে শাপ প্রদান না করিবেন?

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, তিনি বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণের শ্রেষ্ঠ এবং গুরুকে সর্ব্বদাই ভয় করিতেন। এইজন্ত বারম্বার ঐরূপ চিন্তা করিয়া, অগ্নিরই শরণাপন্ন হইলেন এবং চিত্ত সংযত করিয়া, ক্ষিতিতলন্যস্তজানু ও কৃতাঞ্জলি হইয়া, একমনে বক্ষ্যমাণ বিধানে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন, ওঁ সর্ব্বভূতের সাধনস্বরূপ বিরাটরূপী অগ্নিকে নমস্কার। তিনি রাজসূয়যজ্ঞে বড়াত্মা হইয়া বিরাজ করেন। তিনি সমস্ত দেবতার বৃত্তি বিধান করেন। তিনি পরমসুন্দর-দীপ্তিবিশিষ্ট, তাঁহাকে নমস্কার। তিনি সাক্ষাৎ শুক্র স্বরূপ; সেইজন্ত সমস্ত জগতের স্থিতিপ্রদ। তুমি সমস্ত দেবতার মুখ। ভগবান্ তোমারই সহায়ে হবির্ভোজন ও অখিল দেবতার তৃপ্তিসাধন করেন; সুতরাং তুমিই সমস্ত দেবতার প্রাণ। তোমাতে যে হবি আহুত হয়, তাহা পরমপবিত্রভাব প্রাপ্ত হইয়া, পরে জলরূপে পরিণত হইয়া থাকে। তাহাতে অখিল ওষধির জন্ম হয়। সেই ওষধি দ্বারাই জন্তুগণ সুখে জীবিত ধারণ করে। মনুষ্যেরা ঐরূপে তোমার সৃষ্ট ওষধিসমূহে যজ্ঞ সকল বিধান করিয়া থাকে। হে অনিলসারথি! হে পাবক! সেই সমস্ত যজ্ঞ দ্বারা দেবগণ, দৈত্যগণ ও রাক্ষসগণ আপ্যায়িত হয়। হে হুতাশন! এইরূপে একমাত্র তুমিই সেই যজ্ঞ সকলের আধার। এই কারণে, হে অগ্নি! তুমিই সকলের যোনি এবং তুমিই সর্ব্বময়। হে পাবক! দেবগণ, দানবগণ, যক্ষগণ, দৈত্যগণ, গন্ধর্ব্বগণ, রাক্ষসগণ, মনুষ্যগণ, পশুগণ, বৃক্ষগণ, মৃগগণ, পক্ষিগণ, সরীসৃপগণ সকলেই ত্বৎকর্ত্তৃক আপ্যায়িত ও সম্বদ্ধ হইয়া থাকে এবং তোমাতেই উদ্ভূত ও তোমাতেই অন্তে লয়প্রাপ্ত হয়। হে দেব! তুমিই জলের সৃষ্টি কর। আবার তুমিই তাহার ভক্ষণ করিয়া থাক। আবার, তৎকর্ত্তৃকই পচ্যমান হইয়া, তৎ সমস্ত প্রাণিগণের পুষ্টির কারণ হইয়া থাকে। তুমি দেবগণে তেজোরূপে ও সিদ্ধগণে কান্তিরূপে অবস্থিতি করিতেছ। তুমি নাগগণে বিষরূপে ও পক্ষিগণে বায়ুরূপে বিরাজমান হইতেছ। তুমি মনুষ্যগণে ক্রোধরূপে ও পক্ষিমৃগাদিতে মোহরূপে প্রতিষ্ঠিত আছ। তুমি তরুগণে অবষ্টম্ভরূপে ও পৃথিবীতে কাঠিন্যরূপে অধিষ্ঠান করিতেছ। তুমিই জলে দ্রবত্ব, তুমিই বায়ুতে বেগশালিত্ব, তুমিই আকাশে ব্যাপিত্ব এবং তুমিই সর্ব্বত্র আত্মারূপে অবস্থিত আছ। হে অগ্নি! তুমিই সর্ব্বভূতের অন্তরে বিচরণ করিয়া, তাহাদের পরিপালন করিতেছ। কবিগণ তোমাকে এক ও পুনর্ব্বার ত্রিবিধ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আবার তোমাকে অষ্টধা কল্পনা করিয়া, আদ্য যজ্ঞের কল্পনা করিয়াছিলেন। পরমর্ষিগণ বলিয়াছেন, তুমিই এই বিশ্বের সৃষ্টি করিয়াছ। হে হুতাশন! তুমি না থাকিলে, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তৎক্ষণেই লয়প্রাপ্ত হয়। ব্রাহ্মণ হব্য কব্যাদি দ্বারা স্বধা ও স্বাহা উচ্চারণ করিয়া, একমাত্র তোমার পূজা করত স্বকর্ম্মবিহিত গতি লাভ করেন। অমরগণও তোমার পূজা করিয়া থাকেন। প্রাণিগণের পরিণাম, আত্মা ও বীর্য্যস্বরূপ শিখা সকল তোমা হইতে নিক্রান্ত হইয়া পরে সর্ব্বভূতের দাহন করে। তুমি জাতবেদ। তুমি মহাদ্যুতি। এই বিশ্বসৃষ্টি তোমারই, বৈদিক কর্ম্মও তোমারই। তুমি অনল, তোমাকে নমস্কার। তুমি পিঙ্গাক্ষ। তোমাকে নমস্কার। তুমি হুতাশন, তোমাকে নমস্কার। তুমি পাবক ও সকলের আদি, তোমাকে নমস্কার। তুমিই হব্যবাহন, তোমাকে নমস্কার। তুমিই ভুক্ত ও পীত দ্রব্য সকলের পাচন কর। এইজন্ত তুমিই বিশ্বপাবক। তুমিই শস্য সকল পরিপক্ব করিয়া থাক। তুমিই জগতের

পুষ্টিবিধান কর। তুমিই মেঘ, তুমিই বায়ু, তুমিই শস্যহেতুক বীজ; তুমিই সর্ব্ব ভূতের পোষণ করিয়া থাক। তুমিই ভূত, ভবিষ্য ও বর্ত্তমান। তুমিই সর্ব্বভূতে জ্যোতিঃ, তুমিই আদিত্য, তুমিই বিভাবসু, তুমিই রাত্রি, তুমিই দিন, তুমিই উভয়বিধ সন্ধ্যা, হে বহ্নি! তুমিই হিরণ্যরেতাঃ, তুমিই হিরণ্যোৎপত্তির হেতু, তুমিই হিরণ্যগর্ভ, তুমিই হিরণ্যসদৃশ প্রভাবিশিষ্ট, তুমিই মুহূর্ত্ত, তুমিই ক্ষণ, তুমিই ত্রুটি, তুমিই লব, হে জগৎপ্রভু! তুমিই কলা, কাষ্ঠা ও নিমেষাদিরূপে বিরাজ করিতেছ, তুমিই এই অখিল বিশ্ব, তুমিই সকলের পরিণামাত্মক কাল।

প্রভো! তোমার যে কালীনাম্নী জিহ্বা কালের আশ্রয়স্বরূপা, তদ্দ্বারা তুমি আমাদিগকে ভয় হইতে, সমুদায় পাপ হইতে এবং ঐহিক ও পারলৌকিক মহাভয় হইতে রক্ষা কর।

তোমার যে করালীনাম্নী জিহ্বা মহাপ্রলয়ের কারণ, তুমি তদ্দ্বারা আমাদিগকে সমুদায় পাপ হইতে ও ঐহিক মহাভয় হইতে রক্ষা কর।

তোমার যে মনোজবানাম্নী জিহ্বা লঘিমাগুণশালিনী, তদ্দ্বারা তুমি আমাদিগকে যাবতীয় পাপ হইতে ও ঐহিক মহাভয় হইতে পরিত্রাণ কর।

তোমার যে সুলোহিতানাম্নী জিহ্বা ভূতগণের কামনা পূরণ করেন, তুমি তদ্দ্বারা আমাদিগকে যাবতীয় পাপ হইতে ও ঐহিক মহাভয় হইতে রক্ষা কর।

তোমার যে ধূম্রবর্ণা জিহ্বা প্রাণিগণের রোগের কারণ, তুমি তদ্দ্বারা আমাদিগকে সমুদায় পাপ হইতে ও ঐহিক মহাভয় হইতে রক্ষা কর।

তোমার যে স্ফুলিঙ্গিনীনাম্নী জিহ্বা সকল মঙ্গলের হেতু, তদ্দ্বারা তুমি আমাদিগকে সমুদায় পাপ হইতে ও ইহলৌকিক মহাভয় হইতে রক্ষা কর।

তোমার যে বিশ্বানাম্নী জিহ্বা প্রাণিগণের শর্ম্ম সম্প্রদান করে, তদ্দ্বারা তুমি আমাদিগকে সমুদায় পাপ হইতে ও ঐহিক মহাভয় হইতে রক্ষা কর।

তুমি পিঙ্গাক্ষ। তুমি লোহিতগ্রীব। তুমি কৃষ্ণবর্ণ। তুমি হুতাশন। তুমি আমাকে সমুদায় দোষ হইতে পরিত্রাণ ও এই সংসারসঙ্কট হইতে উদ্ধার কর। হে বহ্নে! হে সপ্তার্চ্চিঃ! হে কৃশানো! হে হব্যবাহন! তুমি প্রসন্ন হও; আমি তোমার অগ্নি, পাবক ও শুক্র প্রভৃতি অষ্ট নাম উচ্চারণ করিতেছি, তুমি প্রসন্ন হও। হে অগ্নে! হে সর্ব্বভূতের অগ্রে সমুদ্ভূত! হে বিভাবসো! হে হব্যবাহ! হে অব্যয়! হে শুবময়! তুমি প্রসন্ন হও।

তুমি অক্ষয়স্বরূপ ও অচিন্ত্যস্বরূপ। তুমি বহ্নি। তুমি সমৃদ্ধিমান্, দুষ্প্রসহ ও অতিতীব্রস্বরূপ। তুমি অচিবীর্য্য ও মূর্ত্তিমান্। তুমিই এই অব্যয়স্বরূপ, ভীমস্বরূপ অশেষ লোক সংহার করিয়া থাক। তুমিই উৎকৃষ্টস্বরূপ। তুমিই অশেষ সত্ত্বের হৃৎপুণ্ডরীক। তুমিই অনন্তস্বরূপ ও সকলের পূজাস্বরূপ। তোমা হইতেই এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্ব প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। হে হুতাশন। তুমি এক, আবার অনেক। তুমি অক্ষয়স্বরূপ। তুমিই কানন ও পর্ব্বত সমেত এই পৃথিবী। তুমিই চন্দ্র ও সূর্য্য সহিত ঐ আকাশমণ্ডল। তুমিই রাত্রি ও দিনসমন্বিত সমুদয় কাল। তুমিই মহাসাগরের জঠরমধ্যবর্ত্তী বাড়বানল। তুমিই পরম বিভূতি সহায়ে সূর্য্যের ও চন্দ্রের কিরণে বিরাজ করিতেছ।

মহর্ষিগণ নিয়মপরায়ণ হইয়া, মহাযজ্ঞে হুতাশন বলিয়া, তোমারই সর্ব্বদা পূজা করেন। তুমি যজ্ঞে অভিষ্টুত হইয়া, সোমপান করিয়া থাক এবং তুমিই, বষট্‌কার-উচ্চারণপূর্ব্বক-আহুত হবি পান করিয়া, লোকদিগকে সমৃদ্ধি প্রদান করিয়া থাক। ব্রাহ্মণগণ ফলকামনায় বশবর্ত্তী হইয়া, সতত তোমারই পূজা করেন। তুমিই সমুদয় বেদে গীয়মান হইয়া থাক। দ্বিজেন্দ্রগণ তোমারই কারণে যজনপরায়ণ হইয়া, সকল কালে বেদ সকল অধিগত করেন। তুমিই যজনপরায়ণ ব্রহ্মা। তুমিই বিষ্ণু, তুমিই মহাদেব, তুমিই ইন্দ্র, তুমিই অর্য্যমা, তুমিই বরুণ। সূর্য্য, চন্দ্র, সমুদয় সুর ও অসুরগণ, সকলেই হব্য দ্বারা সন্তোষিত করিয়া অভিমত ফলপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

যত সকল যতই কেন উপঘাতদূষিত হউক, তোমার অর্চ্চির স্পর্শমাত্রেই শুচি হইয়া

থাকে। আবার, তোমার ভস্ম দ্বারা স্নান করিলেও, অতিমাত্র পবিত্রতা সমাহিত হয়। মুনিগণ সন্ধ্যাসময়ে এই কারণেই তোমার সেবা করেন। তুমি শুচিনামা বহ্নি, প্রসন্ন হও। তুমি বায়ু, তুমি বিমলস্বরূপ, তুমি অতিদীপ্তিবিশিষ্ট, প্রসন্ন হও। তুমি পাবক, তুমি বৈদ্যুত, তুমি আদ্য, প্রসন্ন হও। তুমি হব্যাশন, আমাকে রক্ষা কর। হে বহ্নে! তোমার যে সর্ব্বকল্যাণময় রূপ এবং তোমার যে সপ্ত জিহ্বা, তদ্দ্বারা তুমি, আত্মজ পুত্রকে পিতার ন্যায়, আমাদিগকে রক্ষা কর; আমি তোমার স্তব করিতেছি।

ইতি অগ্নিস্তোত্রনাম নবনবতিতম অধ্যায়।

শততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মুনে! তিনি এইপ্রকার স্তব করিলে, ভগবান্ হব্যবাহন শিখাসমূহে পরিবৃত হইয়া, তাঁহার পুরোভাগে আবির্ভূত হইলেন। দ্বিজ! দেব বিভাসু উল্লিখিত স্তোত্রে প্রীত হইয়াছিলেন। এইজন্য প্রণতিপরায়ণ শান্তিকে মেঘগম্ভীর বাক্যে বলিতে লাগিলেন, বিপ্র! তুমি ভক্তিপ্রকাশপুরঃসর আমার যে স্তব করিলে, তদ্দ্বারা আমি তোমার প্রতি পরিতুষ্ট হইয়াছি। অতএব তোমাকে বর দিব, যাহা তোমার অভিলষিত, প্রার্থনা কর।

শান্তি কহিলেন, ভগবন্! আমি কৃতকৃত্য হইলাম। যেহেতু আপনাকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিতেছি। তথাপি, ভক্তিনম্র হইয়া, যাহা বলিতেছি, তাহা শুনিতে আজ্ঞা হউক। দেব! আমার গুরুদেব ভ্রাতার যজ্ঞে নিজ আশ্রম হইতে গমন করিয়াছেন। এই বর দিন, তিনি যেন আশ্রমে প্রত্যাগমন করিয়া দেখিতে পান, আপনি অগ্নিগৃহে পূর্ব্ববৎ সন্নিহিত আছেন। হে বিভাবসো! আমারই অপরাধে আপনি যে অগ্নিস্থান পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনি যেন পূর্ব্বের ন্যায় ঐ স্থানকে আপনা কর্তৃক অধিষ্ঠিত অবলোকন করেন। হে দেব! আমাকে যদি আর একটী অনুগ্রহ করেন, তাহা হইলে, আমার গুরু নিঃসন্তান আছেন; তাঁহার যেন একটী বিশিষ্ট পুত্র জন্মেন এবং গুরুদেব সেই পুত্রে যেমন মৈত্রীসম্পন্ন হইবেন, যেন অন্যান্য যাবতীয় প্রাণীতে তাঁহার মন সেইরূপ মৃদুভাব অবলম্বন করে।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, অগ্নি তাঁহার এই কথা শুনিয়া, পুনরায় তৎকর্তৃক স্তোত্রপাঠ-সহকৃত গুরুভক্তি সহায়ে আরাধিত হইয়া, কহিতে লাগিলেন, ব্রহ্মন্! তুমি গুরুর জন্যই বরদ্বয় বাঞ্ছা করিলে, আত্মার জন্য নহে। সেই কারণে তোমার প্রতি আমার অতিমাত্র প্রীতির সঞ্চার হইয়াছে। অতএব তুমি গুরুর জন্য যাহা প্রার্থনা করিলে, তৎসমস্তই সম্পন্ন হইবে। তোমার গুরু সর্ব্বভূতেই মৈত্রী প্রদর্শন করিবেন এবং তাঁহার পুত্রও জন্মিবে। সেই পুত্র মন্বন্তরের অধিপতি ও তাঁহার নাম ভৌত্য বলিয়া বিখ্যাত হইবে। আর, তোমার গুরুও মহাবল, মহাবীর্য্য ও মহাপ্রাজ্ঞ হইবেন। যে ব্যক্তি সমাহিত হইয়া, এই স্তোত্র দ্বারা আমার স্তব করিবে, তাহার সমুদায় অভিলষিত সম্পন্ন ও পুণ্য সঞ্চিত হইবে। যজ্ঞে, পর্ব্বকালে, তীর্থে ও হোমকর্ম্মে, ধর্ম্মের জন্য ইহা পাঠ করিলে, ঐরূপ পুণ্যাদি লাভ করিবে। এই স্তোত্র আমার যেমন পরম পুষ্টিকর, সেইরূপ আমার নিরতিশয় তুষ্টিজনক। ইহা একবার মাত্র শ্রবণ করিলেও, অহোরাত্রকৃত পাপ বিনাশ করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। অধিক কি, অকালে হোম করিলে, যে সকল দোষ হয় এবং অযোগ্য ব্যক্তি দ্বারা হোম করিলে, যে সমস্ত দোষ ঘটিয়া থাকে, এই স্তোত্র সম্যক্ রূপে শ্রবণ করিলে, সে সকল দোষবিনাশ পাইবে। পৌর্ণমাসী, অমাবস্যা ও অন্যান্য পর্ব্বসময়ে ইহা বিশিষ্ট বিধানে শ্রবণ করিলে, পাপ সকল তখনই বিনষ্ট হইবে।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, ভগবান্ অগ্নি এইপ্রকার কহিয়া, তাঁহার সমক্ষেই তৎক্ষণে নির্ব্বাতপ্রদীপস্থের ন্যায়, অদৃশ্য হইলেন। বহ্নি প্রস্থান করিলে, শান্তি হর্ষভরে পুলকিত কলেবরে পরিতুষ্ট অন্তরে গুরুর আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, হুতাশন পূর্ব্বের ন্যায়, গুরুর প্রতিষ্ঠিত প্রদেশে প্রজ্বল্যমান রহিয়াছেন। তদ্দর্শনে তিনি অতিমাত্র আহ্লাদ অনুভব করিলেন।

এই অবসরে সেই মহাত্মা শান্তির গুরুও যবীয়ান্ ভ্রাতার যজ্ঞ হইতে স্বকীয় আশ্রমে প্রত্যাগত হইলেন। শান্তি অগ্রেই তাঁহার পাদাভিবন্দন করিলেন। তখন গুরু আসন ও পূজা পরিগ্রহ করিয়া, তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, বৎস! তোমার প্রতি ও অন্যান্য জন্তুগণেও আমার অতিমাত্র মৈত্রী সঞ্চরিত হইয়াছে। ইহা কি, বুঝিতে পারিতেছি না। যদি তোমার জানা থাকে, তাহাহইলে, শীঘ্র আমাকে বল। তখন শান্তি অগ্নির বিনাশাদি আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনাই গুরুর গোচর করিলেন। গুরু শ্রবণ করিয়া, স্নেহার্দ্র নয়নে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া, অঙ্গ ও উপাঙ্গ সহিত সমুদয় বেদ প্রদান করিলেন।

এদিকে ভূতির ঔরসে ভৌত্যনামক মনু পুত্ররূপে সমুদ্ভূত হইলেন। তদীয় মন্বন্তরস্থ দেবগণ, ঋষিগণ ও নরপতিগণের বৃত্তান্ত আমার নিকট শ্রবণ কর। আমি বিস্তারক্রমে সেই ভবিষ্য মনুর তত্তৎ ভবিষ্য নৃপাদির নামাদি কীর্ত্তন করিব। যিনি সেই মন্বন্তরে ইন্দ্র হইবেন, সেই বিখ্যাতকর্ম্মারও বিষয় বলিতেছি, শুন। চাক্ষুষ, কনিষ্ঠ, পবিত্র, ভ্রাজির ও ধারাবৃক, এই পঞ্চ দেবগণ ভৌত্য মন্বন্তরে আবির্ভূত হইবেন। শুচি ইহাঁদের ইন্দ্রপদ গ্রহণ করিবেন। তিনি মহাবল, মহাবীর্য্য ও যাবতীয় ইন্দ্রগুণে অলঙ্কৃত। অগ্নীধ্র, অগ্নিবাহু, শুচি, মুক্ত, মাধব, শক্র ও অজিত, এই সাত জন সপ্তর্ষি হইবেন। গুরু, গভীর, ব্রধ্ন, ভরত, অনুগ্রহ, স্ত্রীমানী, প্রতীর, বিষ্ণু, সংক্রন্দন, তেজস্বী, সুবল, ইহাঁরা তাঁহার পুত্র।

আমি তোমার নিকট এই চতুর্দ্দশ মন্বন্তর কীর্ত্তন করিলাম। মুনিসত্তম! ক্রমানুসারে এই সকল মন্বন্তরকথা শ্রবণ করিলে, লোকে পুণ্য সঞ্চয় ও অক্ষয় সন্ততি লাভ করিয়া থাকে। প্রথম মন্বন্তর শ্রবণ করিলে, ধর্ম্মলাভ হয়। স্বারোচিষ মন্বন্তর শ্রবণ করিলে, সমুদায় কামনা সম্পন্ন হয়। ঔত্তম মন্বন্তর শ্রবণ করিলে, জ্ঞানলাভ হয়। তামস মন্বন্তর ও রৈবতে বুদ্ধি ও সুন্দরী স্ত্রী প্রাপ্তি হয়। চাক্ষুষে আরোগ্য ও বললাভ হয়। সূর্য্য সাবর্ণিকে গুণবান্ পুত্র ও পৌত্র সকল প্রাপ্তি হয়। ব্রহ্মসাবর্ণে মাহাত্ম্যলাভ হয়। ধর্ম্মসাবর্ণে মঙ্গলপ্রাপ্তি হয়। রুদ্রসাবর্ণিকে বুদ্ধি ও জয় লাভ হয়। দক্ষসাবর্ণিকে জ্ঞাতিগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও গুণ সকলে অলঙ্কৃত হওয়া যায়। রৌচ্যমন্বন্তর শ্রবণ করিলে, শত্রুকুল ক্ষয় পায়। ভৌত্যমন্বন্তর শ্রবণ করিলে, দেবপ্রসাদ প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং অগ্নিহোত্র ও গুণবান্ পুত্র সকলও লাভ করা যাইতে পারে। মুনিসত্তম! যে ব্যক্তি অনুক্রমে সমুদায় মন্বন্তরই শ্রবণ করে, তাহার যেরূপ ফল লাভ হয়, শ্রবণ কর। বিপ্র! তত্তৎ মন্বন্তরের দেবতা, ঋষি, ইন্দ্র, রাজা, মনু, মনুর পুত্র ও তাঁহাদের বংশ সকল শ্রবণ করিলে, সর্ব্ববিধ পাপ হইতেই নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। তত্তৎ ইন্দ্র, দেবতা, ঋষি ও নরপতিগণ এবং মনু সকলও অতিমাত্র প্রীত হন এবং প্রীত হইয়া, শুভমতি প্রদান করেন। তখন শুভমতি লাভ ও শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া, লোকে শুভগতি সকল প্রাপ্ত হয়। যত দিন চতুর্দ্দশ ইন্দ্র বিরাজমান থাকেন, ততদিন তাহারা ঐরূপ শুভাশুভ ভোগ করে। বলিতে কি, অনুক্রমে মন্বন্তরস্থিতি শ্রবণ করিলে, সমুদয় ঋতুগণ মঙ্গলকারী হয় এবং সমুদয় গ্রহগণও অনুকূল ও প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ইতি চতুর্দ্দশমন্বন্তরকথন নাম শততম অধ্যায়।

একাধিকশততম অধ্যায়।

ক্রোষ্টুকি কহিলেন, ভগবন্! আপনি ক্রমানুসারে সবিস্তারে সম্যক্প্রকারে সমুদয় মন্বন্তর কীর্ত্তন করিলেন। আমিও আপনার নিকট সবিশেষ শুনিলাম।

দ্বিজসত্তম! অধুনা ব্রহ্মাদি হইতে নরপতিগণের অখিল বংশবিবরণ শ্রবণ করিতে আমার অভিলাষ হইতেছে। ভগবন্! সম্যগ্রূপে তাহা কীর্ত্তন করুন।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, বৎস! যিনি জগতের মূল, সেই প্রজাপতি হইতে আরম্ভ করিয়া, সমুদয় নরপতিগণের উৎপত্তি ও চরিতকথা শ্রবণ কর। যাঁহারা বহুবিধ যজ্ঞ ও সংগ্রাম জয় করিয়াছেন, তাদৃশ শত শত ধর্ম্মজ্ঞ নরপতি এই বংশ অলঙ্কৃত করিয়াছেন। এই সকল নরপতির চরিত ও উৎপত্তি শ্রবণ করিলে, লোকের সমুদয় পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে। বৎস! যাহাতে মনু, ইক্ষ্বাকু, অনরণ্য, ভগীরথ এবং অন্যান্য যাগশীল, শৌর্য্যশালী ও সম্যগ্রূপে ব্রহ্মজ্ঞ নরপতিগণ জন্মগ্রহণ করিয়া পৃথিবী পালন করিয়াছেন, সেই বংশকথা শ্রবণ করিলে, পুরুষের পাপমোচন হয়। অতএব এই বংশবিবরণ শ্রবণ কর। এই বংশ হইতেই অন্যান্য সহস্র সহস্র বংশ, বটবৃক্ষ হইতে অবরোহের ন্যায়, প্রাদুর্ভূত হইয়াছে।

দ্বিজসত্তম! পূর্ব্বে প্রজাপতি ব্রহ্মা বিবিধ প্রজা-সৃষ্টিকামনায় স্বীয় দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ হইতে দক্ষের ও বাম অঙ্গুষ্ঠ হইতে তদীয় পত্নীর সৃষ্টি করিলেন। এইরূপে জগতের জনক ভগবান্ বিভু ব্রহ্মা জগতের পরম কারণ উদ্ভাবিত করিলেন। শোভনা অদিতি দক্ষের কন্যারূপে সমুৎপন্না হইলেন। কশ্যপ সেই কন্যার গর্ভে দেব মার্ত্তণ্ডের জন্মদান করিলেন। এই মার্ত্তণ্ড ব্রহ্মস্বরূপ, সমুদয় জগতের বরদাতা ও আদি মধ্য ও অন্তস্বরূপ এবং সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের প্রতিষ্ঠাতা। দ্বিজ! তাঁহা হইতে এই অখিল জগতের আবির্ভাব হইয়াছে। তাঁহাতেই ইহা প্রতিষ্ঠিত আছে। তিনিই দেব, অসুর ও মনুষ্য সমেত সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড। তিনিই সর্ব্বভূত। তিনিই সর্ব্বাত্মা। তিনিই পরমাত্মা। তিনিই সনাতন। অদিতি পূর্ব্বে আরাধনা করিয়াছিলেন। এই কারণে ভগবান্ ভাস্বান্ তাঁহার গর্ভে অবতীর্ণ হইলেন।

ক্রোষ্টুকি কহিলেন, ভগবন্! ভগবান্ বিবস্বানের যেরূপ স্বরূপ এবং যে কারণে সেই আদিদেব কশ্যপের আত্মজ হইলেন, শুনিবার জন্য ইচ্ছা জন্মিতেছে। সেই দেবী অদিতি ও কশ্যপ যেরূপে আরাধনা করিয়াছিলেন; আরাধনা করিলে, সেই দেব ভাস্বান্ যাহা বলিয়াছিলেন, আপনার প্রমুখাৎ তৎসমস্ত আদ্যোপান্ত শুনিতে অভিলাষ করি।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, সেই বিবস্বান্ সকল জগতের রূপ। বিস্পষ্টা, পরমা বিদ্যা, জ্যোতির্ম্ময়া, শাশ্বতী, স্ফুটা, কৈবল্য, জ্ঞান, আবির্ভূ, প্রাকাম্য, সম্বিৎ, বোধ, অবগতি, স্মৃতি, বিজ্ঞান, ইত্যাদি তাঁহার রূপ। মহাভাগ! তুমি যে ভাস্বান্ ভাস্করের আবির্ভাববিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, আমি বিস্তারসহকারে তাহা বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। এই সংসার প্রভাহীন, আলোকহীন ও সর্ব্বতোভাবে অন্ধকারে বিলীন হইলে, এক অণ্ড সমুদ্ভূত হইল। উহাই সকলের আদিকারণ। উহার কারণ নাই। ভগবান্ পিতামহ ব্রহ্মা স্বয়ং তদীয় অন্তরে থাকিয়া, তাহা বিদারিত করিলেন। এই ব্রহ্মাই জগতের স্রষ্টা ও প্রভু। মহামুনে! তাঁহার মুখ হইতে, ওম্, এই মহান্ শব্দ আবির্ভূত হইল। তাহা হইতে প্রথমে ভূ, পরে ভুবঃ, অনন্তর স্বর্ সমুদ্ভূত হইল। এই তিন ব্যাহৃতিই সেই বিবস্বানের স্বরূপ। সেই ওম্স্বরূপ হইতেই আদিত্যের পরম সূক্ষ্মরূপ আবির্ভূত হইয়াছে। অনন্তর তাহা হইতে মহঃ, জনঃ, তপঃ ও সত্য ইত্যাদি ভেদে যথাক্রমে স্থূল ও স্থূলতর সপ্ত মূর্ত্তির আবির্ভাব হইয়াছে। এই সকল রূপের আবির্ভাব ও তিরোভাব হইয়া থাকে। যেহেতু,

ইহাদের স্বভাব ও ভাবের ভাব ও অভাব সম্ঘটিত হয়। বিপ্র! আমি যে তাঁহার তত্ত্বস্বরূপ পরম-সূক্ষ্ম রূপের কথা বলিলাম, উহাই সকলের আদি ও অন্তস্বরূপ। ঐ পরম রূপের কোনপ্রকার আকার নাই। উহাই সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম এবং উহাই তাঁহার বপু।

ইতি আদিত্যজন্ম নাম একাধিকশততম অধ্যায়।

দ্ব্যধিকশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, সেই অণ্ড বিভিন্ন হইলে, মুনে! অব্যক্তযোনি ব্রহ্মার প্রথম বদন হইতে ঋক্ সকল প্রথমে আবির্ভূত হইল। তাহারা জবাকুসুমসন্নিভ এবং তেজ ও রূপ এই উভয়ের এক শেষে অলঙ্কৃত। তাহারা সকলেই রজোরূপধারী এবং কাহারও সহিত কেহ সম্বদ্ধ নহে।

অনন্তর ব্রহ্মার দক্ষিণ মুখ হইতে যজুঃ সকল অনাহত বেগে প্রাদুর্ভূত হইল। কাঞ্চনের যেরূপ বর্ণ, তাহাদেরও তদ্রূপ বর্ণ। তাহারাও পরস্পর অসংহত।

অনন্তর ব্রহ্মার পশ্চিম বদন হইতে সাম সকল ও তত্তৎ ছন্দ সকল আবির্ভূত হইল। তদনন্তর পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার উত্তর বদন হইতে ভৃঙ্গ ও অঞ্জনপুঞ্জসন্নিভ ঘোরস্বরূপ সমুদায় অথর্ব্বগণ প্রকটীভূত হইল। ঐ অথর্ব্বগণ শান্তিক ও আভিচারিক ভেদে দ্বিবিধ এবং সুখ, সত্ত্ব ও তমঃ প্রধান এবং সৌম্য ও অসৌম্য দ্বিবিধ স্বরূপ বিশিষ্ট। মুনে! ঋক্ সকল রজোগুণসম্পন্ন, যজুঃ সকল সত্ত্বগুণসমন্বিত, সাম সকল তমোগুণবিশিষ্ট ও অথর্ব্বগণ তমঃ ও সত্ত্ব এই দ্বিবিধ গুণে মণ্ডিত। ইহারা অপ্রতিম তেজে জাজ্জ্বল্যমান হইয়া, পূর্ব্বের ন্যায় পৃথক্ পৃথক্ অবস্থিতি করল।

অনন্তর সেই আদ্য তেজ, যাহার নাম ওম্, বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে, তাহার স্বভাব হইতে যে তেজ সমুদ্ভূত হইল, তাহা উল্লিখিত আদ্য তেজকে সম্যক্‌রূপ আবরণ করিয়া, অবস্থিতি করিল। অর্থাৎ যজুর্ম্ময় তেজ ও তদ্বৎ সামময় তেজ পরস্পর মিলিত হওয়া, সেই পরম তেজে অধিষ্ঠিত হইল। ব্রহ্মন্! এইরূপে শান্তিক, পৌষ্টিক ও আভিচারিক এই ত্রিতয়, ঋক্ প্রভৃতি ত্রিতয়ে লয়প্রাপ্ত হইল। তাহাতেই তৎক্ষণাৎ সেই গর্ভের অন্ধকার বিনষ্ট হইলে, সমুদায় সংসার সুনির্ম্মল হইয়া উঠিল এবং তন্নিবন্ধন তাহার অধঃ, ঊর্দ্ধ ও তির্য্যক্ সুস্পষ্ট প্রতিভাত হইল। অনন্তর সেই ছন্দোময় উৎকৃষ্ট তেজ মণ্ডলীভূত হইয়া, উল্লিখিত পরম তেজের সহিত এক হইয়া গেল। এইরূপে আদিতে উদ্ভূত হইল বলিয়া, উহার নাম আদিত্য হইল। মহাভাগ! ঐ অব্যয়াত্মক তেজই এই বিশ্বের কারণ। সেই ঋক্-যজুঃ সাম সংজ্ঞিত ত্রয়ীই প্রাতঃ, মধ্যন্দিন ও অপরাহ্ন এই তিন কালে তাপ প্রদান করেন। তন্মধ্যে ঋক্ সকল পূর্ব্বাহ্ণে, যজুঃ সকল মধ্যাহ্নে ও সাম সকল অপরাহ্নে তাপ দিয়া থাকেন। পূর্ব্বাহ্ণে ঋক্ সকলে শান্তিক, মধ্যাহ্নে যজুঃ সকলে পৌষ্টিক ও সায়াহ্নে সাম সকলে আভিচারিক বিন্যস্ত হইয়াছে। মধ্যন্দিন ও অপরাহ্ন এই দ্বিবিধ সময়ে আভিচারিক এবং অপরাহ্নে সাম দ্বারা পিতৃগণের কার্য্য করিবে। ব্রহ্মা সৃষ্টিকালে ঋঙ্ময়, বিষ্ণু স্থিতিকালে যজুর্ম্ময় ও রুদ্র অন্তকালে সামময় হইয়া থাকেন।

এই কারণেই এইরূপে ভগবান্ ভাস্কর বেদাত্মা, বেদসংস্থিত ও বেদবিদ্যাময় পরম পুরুষ বলিয়া উল্লিখিত হয়েন। এই কারণেই তিনি সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের হেতু এবং রজ ও সত্ত্বাদি গুণ আশ্রয় করিয়া, ব্রহ্মা ও বিষ্ণু প্রভৃতি সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। তিনি বেদমূর্ত্তি ও অখিল-মর্ত্ত্যমূর্ত্তি, আবার তিনি অমূর্ত্তি। তিনি আদ্য ও বিশ্বের আশ্রয়। তিনি জ্যোতিঃস্বরূপ। তিনি বেদান্তগম্য ও পরাৎপর এবং দেবগণ সর্ব্বদাই তাঁহার স্তব করেন।

ইতি মার্ত্তণ্ডমাহাত্ম্যনাম দ্ব্যধিকশততম অধ্যায়।

ত্র্যধিকশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, সেই ভাস্করের তেজে অধ ও ঊর্দ্ধ সন্তপ্ত হইয়া উঠিলে, পদ্মযোনি পিতামহ সৃষ্টিকামনাবশংবদ হইয়া, চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি সৃষ্টি করিলেই, এই সৃষ্টি-সংহার-স্থিতি-কারণ, মহাত্মা ভাস্করের তেজে বিনাশ পাইবে। প্রাণী সকল প্রাণহীন হইবে, সমুদায় সলিল শুকাইয়া যাইবে। এদিকে, সলিল ব্যতিরেকে বিশ্বের সৃষ্টি হইবে না। এইপ্রকার চিন্তা করিয়া, ভগবান্ লোকপিতামহ ব্রহ্মা তন্ময় হইয়া, ভগবান্ ভাস্করের স্তব করিতে লাগিলেন, এই অখিল বিশ্ব যন্ময়, যিনি সর্ব্বময়, যিনি বিশ্বমূর্ত্তি ও পরম জ্যোতিঃ, যে জ্যোতির যোগিগণ ধ্যান করিয়া থাকেন; যিনি ঋগ্বেদময়, যিনি যজুর্ব্বেদের নিধান, যিনি সাম সকলের উদ্ভবস্থান, যিনি অচিন্ত্যশক্তি, যিনি স্থূলস্বপ্রযুক্ত ত্রয়ীময়, অর্দ্ধমাত্রা যাঁহার পরস্বরূপ, যিনি গুণাতীত, যিনি সকলের কারণ, যিনি পরম স্তবনীয় ও পরম জ্ঞেয়স্বরূপ, যিনি অবচ্ছিন্নরূপ আদ্য পরম জ্যোতি, যিনি বেদাত্মা বলিয়া স্থূলস্বরূপ, সেই পরাৎপর ও সকলের আদি ভাস্বান্‌কে নমস্কার করি। তোমার যে শক্তি আদ্যস্বরূপা, আমি তৎকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া, জল, মহী, পবন, অগ্নি, দেবতাদি ও প্রণবাদি-স্বরূপ-বিশিষ্ট অশেষবিধ সৃষ্টি করিয়া থাকি এবং তাহাদের যথাক্রমে স্থিতি ও লয়ও বিধান করি। নিজের ইচ্ছায় কখন ঐরূপ করিতে পারি না। তুমিই বহ্নি। তৎপ্রভাবে জল শোষণ করিয়া, আমি পৃথিবীর সৃষ্টি ও জগতের আদ্য পাক সম্পাদন করি। ভগবন্! তুমি বিশ্বব্যাপী। তুমি আকাশস্বরূপ। তুমি এই বিশ্বজগৎ পঞ্চধা পরিপালন করিতেছ। পরমাত্মবিৎ পুরুষগণ যজ্ঞ করিয়া, তোমারই যজন করেন। তুমি বিবস্বান্। তুমি বিষ্ণুস্বরূপ। তুমি সকলের ঈশ্বর ও পরাৎপরস্বরূপ। যতিগণও আত্মবিমুক্তির অভিলাষী হইয়া, আত্মা ও মন সংযত করিয়া, তোমার ধ্যান করেন। তুমি দেবরূপ. তোমাকে নমস্কার। তুমি যজ্ঞরূপ, তোমাকে নমস্কার। তুমি পরব্রহ্মস্বরূপ এবং যোগিগণ তোমারই চিন্তা করেন, তোমাকে নমস্কার। বিভো! আমি সৃষ্টি করিতে উদ্যত হইয়াছি। তোমার এই তেজঃপুঞ্জ তাহার বিঘ্ন করিতেছে। অতএব এই তেজঃ উপসংহরণ কর।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা এইরূপে বিশিষ্ট বিধানে স্তব করিলে, ভগবান্ ভাস্কর স্বকীয় সেই পরম তেজের সংহরণ করিয়া, স্বল্পমাত্র তেজ ধারণ করিলেন। তখন পদ্মযোনি মহাভাগ ব্রহ্মা পূর্ব্বকল্পান্তরে যেরূপ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তদনুরূপ দেব ও অসুরাদি, মনুষ্য ও পশ্বাদি, বৃক্ষ ও লতা সকল এবং নরকসমূহ সৃষ্টি করিলেন।

ইতি ব্রহ্মার সৃষ্টি নাম ত্র্যধিকশততম অধ্যায়।

চতুরধিকশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, ব্রহ্মা এই জগৎ সৃষ্টি করিয়া, পূর্ব্বের ন্যায় যথাযথবিধানে, বন, আশ্রম, সমুদ্র, পর্ব্বত ও দ্বীপ সকলের বিভাগ এবং দেব, দৈত্য ও উরগাদি সকলের রূপ ও স্থান কল্পনা করিলেন। তৎকালে ব্রহ্মার মরীচিনামে বিখ্যাত যে পুত্র উদ্ভূত হইলেন, তাঁহার পুত্র কশ্যপ। তিনি কাশ্যপ নামে পরিগণিত হইয়া থাকেন। ব্রহ্মন্! দক্ষের ত্রয়োদশ পুত্রী তাঁহার ভার্য্যা। দেব, দৈত্য ও উরগাদিভেদে তাঁহার বহু পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিলেন। অদিতি ত্রিভুবনের ঈশ্বর

দেবগণকে প্রসব এবং দিতি দৈত্য সকলকে ও দনু প্রবলপরাক্রম ও প্রচণ্ডপ্রকৃতি দানবদিগকে সমুদ্ভাবন করিলেন। বিনতার গর্ভে গরুড় ও অরুণ, যক্ষ ও রাক্ষস সকল এবং অন্যান্য পক্ষী সকল সমুদ্ভূত হইল। কদ্রু নাগ সকল ও মুনি গন্ধর্ব্বদিগকে প্রসব করিলেন। ক্রোধা হইতে কুল্যার জন্ম হইল। রিষ্টা অপ্সরোগণকে প্রসব করিলেন। বিপ্র! ইরার গর্ভে ঐরাবতাদি মাতঙ্গ সকল সমুৎপন্ন হইল। তাম্রা শ্যেনীপ্রমুখ কন্যা সকলের জন্মদান করিল। শ্যেন, ভাস ও শুকাদি বিহঙ্গ সকল ইহাদেরই প্রসূত। ইলার গর্ভে পাদপগণের জন্ম হইল। প্রধা পতঙ্গগণের প্রসব করিলেন।

অদিতির গর্ভে কশ্যপের যে সন্ততি জন্মিল, তাঁহাদের পুত্র, দৌহিত্র ও পৌত্র দৌহিত্রাদি দ্বারা এবং এই সকল পুত্র ও দৌহিত্রীর বংশপরম্পরায় সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত হইয়া উঠিল। কশ্যপের ঐ সকল পুত্রের মধ্যে দেবগণই প্রধান। তাঁহাদের তিন গণ, সাত্ত্বিক, রাজস, তামস। ব্রহ্মবিদ্‌গণের শ্রেষ্ঠ, পরমেষ্ঠী, প্রজাপতি ব্রহ্মা সেই দেবগণকে যজ্ঞভাগভাগী ও ত্রিভুবনের ঈশ্বর করিলেন। তাঁহাদের বৈমাত্র দৈত্য ও দানবগণ মিলিত হইয়া, তাঁহাদের বিঘ্ন করিতে লাগিল। রাক্ষসগণও তাহাতে যোগদান করিল। তন্নিবন্ধন উভয় পক্ষে অতিদারুণ যুদ্ধ উপস্থিত হইল। ঐ যুদ্ধে দেবমানের সহস্র বৎসর অতীত হইলে, দেবগণ পরাজয় লাভ করিলেন। বিপ্র! দৈত্য ও দানবগণ জয়ী হওয়াতে, আরও প্রবল হইয়া উঠিল। অনন্তর অদিতি আপনার পুত্র দেবগণকে দৈত্য ও দানবগণ কর্ত্তৃক নিরাকৃত ও ত্রিভুবনের আধিপত্য হইতে বহিষ্কৃত এবং যজ্ঞভাগ হইতে নিষ্কাশিত অবলোকন করিয়া, শোকে অতিমাত্র অভিভূতা হইয়া, ভগবান্ সবিতার আরাধনার্থ অতিমাত্র যত্নবতী হইলেন এবং নিরতিশয় নিয়মবন্ধন ও আহারসংযমন পুরঃসর একাগ্র হৃদয়ে গগনমধ্যবর্ত্তী তেজোরাশি ভাস্করের স্তব করিতে লাগিলেন। কহিলেন, তুমি অতীবসূক্ষ্ম সুবর্ণময় শরীর ধারণ করিয়া থাক। তোমাকে নমস্কার। তুমি সাক্ষাৎ তেজঃ ও তেজস্বিগণের ঈশ্বর, তুমি নিত্য বিদ্যমান ও তেজের আধার, তোমাকে নমস্কার। তুমি তাপ ও কিরণের নিয়ন্তা। তুমি জগতের উপকারার্থ সলিলগ্রহণে সমুদ্যত হইলে, তোমার যে তীব্র রূপের আবির্ভাব হইয়া থাকে, আমি তাহাকে নমস্কার করি। ভাস্বন্! উল্লিখিত রস বর্ষণার্থ মোচন করিতে উদ্যত হইলে, তোমার যে, সকল প্রাণীর পরমসন্তোষদায়ক মেঘরূপ রূপের আবির্ভাব হইয়া থাকে, আমি তাহাকে নমস্কার করি। আবার, সেই বারিবর্ষণ হইতে যে সকল ওষধি সমুদ্ভূত হয়, তৎসমস্ত পক্ক করিবার জন্য তোমার যে ভাস্কররূপ আবির্ভূত হইয়া থাকে, আমি তাহাকে নমস্কার করি। সূর্য্য! তুমি তৎকালজনিত শস্য সকলের পোষণ জন্য যে অতীব-হিমোৎসর্গাদি-শীতল রূপ ধারণ করিয়া থাক, আমি তাঁহাকে নমস্কার করি। তোমার যে রূপ অতি তীব্র নহে, আবার অতি শীতলও নহে হে দেব! হে রবে! আমি তোমার সেই বসন্তকালীন সৌম্য রূপকে বারম্বার নমস্কার করি। আবার, তোমার যে রূপ সমুদয় দেবগণের ও সমুদয় পিতৃগণের পরম তৃপ্তিজনক এবং শস্যপাকের কারণ, আমি তাহাকে নমস্কার করি। তোমার যে রূপ বীরুধ সকলের জীবনের একমাত্র হেতু ও অমৃতের আধার এবং সেইজন্য দেবগণ ও পিতৃগণ যাহা পান করিয়া থাকেন, সেই সোমাত্মাকে নমস্কার। হে অর্ক! তোমার এই অগ্নীষোমময় দ্বিবিধ রূপ সম্মিলিত হইয়া, যে বিশ্বময় রূপ সমুদ্ভাবিত করিয়াছে, সেই গণাত্মাকে নমস্কার করি। ঋক্, যজু ও সামবেদ একত্র হইয়া, তোমার যে রূপ আবির্ভাবিত করিয়াছে, যাহা এই বিশ্ব ও যাহার নাম ত্রয়ী, তাহাকে নমস্কার। আবার, তোমার যে রূপ তাহা হইতেও শ্রেষ্ঠ, যাহাকে ওঁম্ বলিয়া থাকে, যাহা অতি সূক্ষ্মস্বরূপ, যাহার অন্ত নাই, যাহা সর্ব্বকাল বিরাজমান এবং যাহাতে কোনপ্রকার দোষাদির সম্পর্ক নাই, আমি তাহাকে নমস্কার করি।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মুনে! এই রূপে দেবী অদিতি নিয়মবন্ধনসহকারে নিরাহারা হইয়া, ভাস্করের আরাধনামানসে অহর্নিশ স্তব করিতে লাগিলেন। দ্বিজোত্তম! অনন্তর বহুকাল পরে ভগবান্ তপন আকাশে তাঁহার প্রত্যক্ষগোচরে উপনীত হইলেন। তিনি দেখিলেন, রাশীকৃত

তেজ যুগপৎ আকাশ ও পৃথিবী আশ্রয় করিয়া, অতীবপ্রভাশালিনী শিখাপরম্পরার সংযোগবশতঃ অতীব দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া, বিরাজ করিতেছে। তদ্দর্শনে দেবী অদিতির অন্তঃকরণে অতিমাত্র ভয়ের উদ্রেক হইল। তখন তিনি বলিতে লাগিলেন, প্রসন্ন হও। আমি তোমাকে দেখিতে পাইতেছি না। আমি নিরাহারা হইয়া, প্রথমে তোমাকে আকাশ আশ্রয়পূর্ব্বক যেরূপ অতিমাত্র দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া, যুগপৎ আলোক ও তাপ বিকিরণ করিতে দর্শন করিয়াছি; তদনন্তর পৃথিবীতেও, তোমাকে সেইরূপ তেজোরাশিরূপে অবলোকন করিতেছি। অতএব দিবাকর! প্রসন্ন হও, আমি তোমাকে দর্শন করি। তুমি ভক্তের প্রতি অনুকম্পা করিয়া থাক। আমি তোমার ভক্তা। আমার পুত্রদিগকে রক্ষা কর।

তুমি ধাতা, এই বিশ্বকে উৎপাদন করিয়া থাক। তুমি স্থিতিসাধনে সমুদ্যত হইয়া, ইহাকে পালন করিতেছ। আবার, অন্তে সমস্ত সংসার তোমাতেই লয় পাইয়া থাকে। তুমি ভিন্ন সর্ব্বলোকে অন্য গতি আর নাই। তুমি ব্রহ্মা, তুমি হরি, তুমি মহাদেব, তুমি ইন্দ্র ও ধনদ। তুমি পিতৃপতি যম ও জলপতি বরুণ। তুমি বায়ু ও চন্দ্র। তুমি অগ্নি, আকাশ, অবনিধর ও অব্ধি। এই রূপে তুমি সর্ব্বাত্মা ও সর্ব্বরূপ। তোমার আর স্তব কি করিব? তুমি যজ্ঞের ঈশ্বর। দ্বিজাতিগণ অনুদিন আত্মকর্ম্মের অনুসরণপূর্ব্বক বিবিধ পদ দ্বারা তোমার স্তব ও যাজন করিয়া থাকেন এবং বিশেষরূপে মনঃসংযম সহকারে যোগমার্গে প্রবৃত্ত হইয়া, তোমারই ধ্যান করত যোগমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া, পরমপদে প্রয়াণ করেন। তুমিই বিশ্বে তাপদান, পাকবিধান, পালন ও ভস্মীকরণ করিয়া থাক। তুমিই কিরণবিকিরণপূর্ব্বক ইহাকে প্রকটিত ও সলিলগর্ভ ময়ূখমালা বিস্তারসহকারে আপ্যায়িত কর। দেব ও মানব সকলেই তোমাকে প্রণাম করেন। পাপকারী পুরুষগণ তোমাকে প্রাপ্ত হয় না।

ইতি দিবাকরস্তুতি নাম চতুরধিক শততম অধ্যায়।

পঞ্চাধিকশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, তখন বিভাবসু সূর্য্য আপনার সেই তেজোমণ্ডলমধ্য হইতে আবির্ভূত হইয়া, প্রতপ্ত-তাম্র-সদৃশ কলেবরে অদিতির নয়নগোচরে উপনীত হইলেন। মুনে! তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র অদিতি প্রণাম করিলেন। ভগবান্ ভাস্কর তাঁহাকে কহিলেন, যাহা ইচ্ছা, আমার নিকট বর প্রার্থনা কর। অদিতি জানু দ্বারা পৃথিবী স্পর্শ ও মস্তক দ্বারা প্রণাম করিয়া, সম্মুখে সমাগত সেই বরদাতা সবিতাকে কহিলেন, দেব! প্রসন্ন হউন। দৈত্য ও দানবগণ প্রবল হইয়া, আমার পুত্রগণের ত্রিভুবন ও যজ্ঞভাগ হরণ করিয়াছে। আমার প্রতি তন্নিমিত্ত প্রসাদ বিতরণ করিতে হইবে। স্বীয় অংশে তাঁহাদের ভ্রাতৃত্বগমন করিয়া, তাঁহাদের শত্রু নাশ কর। দিবাকর! আমার পুত্রেরা পূর্ব্বের ন্যায়, যাহাতে পুনরায় যজ্ঞভাগভাগী ও ত্রিভুবনের ঈশ্বর হয়, তাহাদের প্রতি সুপ্রসন্ন হইয়া তদনুরূপ অনুকম্পা কর। তুমি বিপন্নের বিপদ হরণ করিয়া থাক। তোমাকেই স্থিতিকর্ত্তা বলিয়া থাকে।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, বিপ্র! তখন বারি-তস্কর ভগবান্ ভাস্কর প্রসাদ-সুমুখ হইয়া, প্রণতিপরায়ণা অদিতিকে কহিলেন, আমি ত্বদীয় গর্ভে সহস্রাংশে সমুদ্ভূত হইয়া, তোমার পুত্রের শত্রুদিগকে আশু নিঃশেষে নাশ করিব। ইহা কহিয়া, ভগবান্ ভাস্কর অন্তর্হিত হইলেন। তখন সমুদয় কামনা পূর্ণ হওয়াতে, অদিতি তপস্যা হইতে বিনিবৃত্তা হইলে, রবির সৌষুম্ননামক কর তদীয় উদরে অবতরণ করিল। দেবজননী অদিতিও সমাহিতা হইয়া, শৌচ অবলম্বনপূর্ব্বক কৃচ্ছ্র-চান্দ্রায়ণাদি-ব্রতানু-

জ্ঞানপূর্ব্বক সেই দিব্য গর্ভ বহন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে কশ্যপ কিঞ্চিৎ কোপ-প্রযুক্ত অকস্মে তাঁহারে কহিলেন, তুমি নিত্য উপবাস করিয়া, এই গর্ভাণ্ডকে মারিবে না কি? তিনি কহিলেন, অয়ি কোপন! তুমি এই যে গর্ভাণ্ড দেখিতেছ, ইহাকে আমি মারিত অর্থাৎ মারি নাই। এই গর্ভাণ্ড বিপক্ষগণের মৃত্যুর নিমিত্ত হইবে।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, এই বলিয়াই দেবী অদিতি স্বামিবাক্যে ক্রুদ্ধা হইয়া, সেই গর্ভ তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করিলে, উহা তেজোভরে প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। কশ্যপ উদীয়মান ভাস্করের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট সেই গর্ভকে দর্শন করিয়া, প্রণামপূর্ব্বক আদরসহকারে আদ্য ঋক্ সকল সহায়ে স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকর্ত্তৃক স্তূয়মান্ হইয়া, ভগবান্ ভাস্কর পদ্মপলাশ-প্রতিভ কলেবরে সেই গর্ভাণ্ড হইতে প্রকট হইয়া, স্বকীয় তেজে দিঙ্মুখ পরিব্যাপ্ত করিলেন। অনন্তর মুনিসত্তম কশ্যপকে অন্তরীক্ষ হইতে সম্ভাষণ করিয়া, সলিলগর্ভ জলধরের ন্যায়, গাম্ভীর্য্যশালিনী দৈববাণী এইরূপ বলিতে লাগিলেন, মুনে! যেহেতু, তুমি এই অণ্ডকে মারিত (অর্থাৎ মারিয়া ফেলিলে) বলিলে, সেইহেতু তোমার এই পুত্রের নাম মার্ত্তণ্ড হইবে। এই পুত্র জগতে সূর্য্যের কার্য্য করিবেন এবং যজ্ঞভাগহারী অসুরদিগের সকলকেই সংহার করিবেন।

দেবগণ গগন হইতে সমুপাগত এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, অতুল প্রহর্ষ লাভ করিলেন এবং অসুরগণের তেজ হরিয়া গেল। তখন শতক্রতু ইন্দ্র অসুরদিগকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করিলে, তাহারা আহ্লাদিত হইয়া, দেবগণের সহিত সম্মিলিত হইল। তাহাতে অসুরগণের সহিত অমরগণের ঘোর যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, সমস্ত ভুবনান্তর উভয় পক্ষের শস্ত্রাস্ত্রদীপ্তিতে সন্দীপ্ত হইয়া উঠিল। সেই যুদ্ধে মহাসুর সকল ভগবান্ মার্ত্তণ্ড কর্ত্তৃক নিরীক্ষিতমাত্র তদীয় তেজে দহ্যমান হইয়া, ভস্মীভূত হইল। তদ্দর্শনে সমুদায় দেবগণ অতুল প্রহর্ষ প্রাপ্ত হইয়া, তেজোযোনি মার্ত্তণ্ড ও অদিতি উভয়কেই স্তব করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহারা সকলেই পূর্ব্বের ন্যায়, স্বস্ব অধিকার ও যজ্ঞভাগ অধিকার করিলে, ভগবান্ মার্ত্তণ্ডও স্বাধিকারকরণে প্রবৃত্ত হইলেন এবং কদম্বকুসুমসদৃশ প্রতিভা-বিকাশসহকারে অধঃ ও উর্দ্ধে রশ্মি বিকিরণ করিতে লাগিলেন। তিনি দেখিতে প্রজ্বলিত অগ্নিপিণ্ডের ন্যায় হইলেন এবং অনতি-প্রস্ফুরিত কলেবর ধারণ করিলেন।

ইতি মার্ত্তণ্ডোৎপত্তি নাম পঞ্চাধিকশততম অধ্যায়।

ষড়ধিকশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, অনন্তর প্রজাপতি বিশ্বকর্ম্মা প্রণতিপূর্ব্বক প্রসন্ন করিয়া, সূর্য্যকে স্বকীয় সংজ্ঞানাম্নী কন্যা সম্প্রদান করিলেন। তাঁহার গর্ভে সূর্য্যের ঔরসে বৈবস্বত মনু আবির্ভূত হইলেন। পূর্ব্বেই আমি ইঁহার স্বরূপাদি বিশেষরূপে কীর্ত্তন করিয়াছি। গো-পতি সূর্য্য ঐ সংজ্ঞার গর্ভে সর্ব্বসমেত অপত্যত্রয়ের জন্মদান করেন। ইঁহাদের মধ্যে দুইটী পরম মহাভাগ পুত্র এবং একটি কন্যা। কন্যার নাম যমুনা। বৈবস্বত মনু ইঁহাদের জ্যেষ্ঠ। তাঁহার পর যম ও যমী যমল জন্মিয়াছিলেন। সেই বিবস্বান্ মার্ত্তণ্ডের যে তেজঃ অতিমাত্র সম্বর্দ্ধিত, তিনি তদ্দ্বারা স্থাবর-জঙ্গমময় তিন লোক অতিশয় সন্তপ্ত করিয়া তুলিলেন। সংজ্ঞা সূর্য্যের সেই গোলাকার রূপ দর্শন করিয়া, কোন মতেই তদীয় মহৎ তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া, স্বীয় ছায়াকে নিরীক্ষণপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, তোমার মঙ্গল হউক। আমি আপনার পিতৃগেহে গমন করিব। শুভে! তুমি আমার কথামতে সূর্য্যের সমীপে নির্ব্বিকার ভাবে অবস্থিতি করিবে। আমার এই পুত্র দুইটী

এবং এই বরবর্ণিনী কন্যা, ইহাদিগকে বিশেষরূপে লালন পালন করিবে। সাবধান, এ কথা ভগবান্ সূর্য্যের নিকট প্রকাশ করিও না।

ছায়া কহিলেন, দেবি! ভগবান্ সূর্য্য যে পর্য্যন্ত না আমার কেশ গ্রহণ অথবা যে পর্য্যন্ত না শাপ দান করিবেন, তাবৎ আমি তোমার অভিপ্রেত তাঁহাকে বলিব না। তুমি যেখানে ইচ্ছা গমন কর।

ছায়া এইপ্রকার কহিলে, সুলোচনা সংজ্ঞা পিতৃভবনে গমন করিয়া, কিয়ৎকাল তথায় বাস করিলেন। অনন্তর পিতা বারম্বার স্বামিসকাশে গমন করিবার জন্য অনুরোধ করিলে, তিনি বড়বারূপ ধারণ করিয়া, উত্তর কুরুতে সমাগতা হইলেন। মহামুনে! তথায় পতিব্রতা সংজ্ঞা নিরাহারা হইয়া, তপশ্চরণ আরম্ভ করিলেন।

এদিকে সংজ্ঞা পিতৃগেহে গমন করিলে, ছায়া তদীয়-বাক্যতৎপরা হইয়া, তাঁহার রূপ ধারণ করিয়া, ভাস্করের পরিচরণে প্রবৃত্তা হইলেন। সূর্য্য সংজ্ঞাবোধে তাঁহার গর্ভেও দুই পুত্র ও এক কন্যা সমুৎপাদন করিলেন। দ্বিজসত্তম! সেই পুত্রদ্বয়ের মধ্যে যিনি অগ্রে জন্মিলেন, তিনি পূর্ব্বজাত বৈবস্বত মনুর তুল্য; সেইজন্য সাবর্ণি নামে বিখ্যাত হইলেন। ইঁহাদের মধ্যে দ্বিতীয় যিনি, তিনি শনৈশ্চর গ্রহ হইলেন। কন্যার নাম তপতী। রাজা সম্বরণ তাঁহাকে পত্নীত্বে বরণ করিলেন।

ছায়া-সংজ্ঞা আপনার আত্মজদিগকে যেরূপ স্নেহ করিতে লাগিলেন, সংজ্ঞার সন্তানদিগকে সেরূপ নহে। মনু তাহা ক্ষমা করিলেন। কিন্তু যম ক্ষমা করিতে পারিলেন না। এজন্য ছায়া বারম্বার তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি অতিমাত্র দুঃখিত হইয়াছিলেন। এইজন্য জাতক্রোধ হইয়া, বালস্বভাব ও ভাবী ঘটনার বলবত্তা প্রযুক্ত ছায়া-সংজ্ঞাকে পাদ-প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন। ছায়া অতিমাত্র অমর্ষপরবশা হইয়া, এই বলিয়া যমকে শাপ দিলেন, আমি তোমার পিতার ভার্য্যা। সেই কারণে তোমার পরম গুরু। কিন্তু তুমি তাহা না ভাবিয়া, আমারে পাদ দ্বারা তর্জ্জনা করিলে। এই কারণে তোমার ঐ চরণ পতিত হইবে, তাহাতে সংশয় নাই। ধর্ম্মাত্মা যম এই শাপে অতিশয় পীড়িতচিত্ত ও মনুর সহিত একযোগ হইয়া, সমুদয় পিতার গোচর করিলেন। কহিলেন, দেব! জননী আমাদের সকলের প্রতি সমান স্নেহ করেন না। আমরা জ্যেষ্ঠ; আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া, কনিষ্ঠদিগেরই ভরণ পোষণে উৎসুকা হইয়া থাকেন। সেই কারণে আমি পাদপ্রহারে উদ্যত হইয়াছিলাম। কিন্তু প্রহার করি নাই। আমি যদি বালকভাবশতঃ অথবা মোহপ্রযুক্তই ঐরূপ করিয়া থাকি, আপনাকে আমায় ক্ষমা করিতে হইবে। তাত! আমি পুত্র। তথাপি জননী আমাকে রোষবশে শাপ দিলেন। ইহাতে, তাঁহাকে আমাদের প্রকৃত জননী বলিয়াই বোধ হইতেছে না। দেখুন, পুত্রেরা বিগুণ হইলেও, জননী কখন বিগুণা হন না; সুতরাং, পুত্রকে কখন, তোমার পা খসিয়া যাইবে, বলিয়া, তিনি শাপ দিতে পারেন না। ভগবন্! আপনার প্রসাদে মাতৃশাপে যাহাতে আমার পা পড়িয়া না যায়, অদ্য তদনুরূপ চিন্তা করুন।

সূর্য্য কহিলেন, পুত্র! তুমি ধর্ম্মজ্ঞ ও সত্যবাদী। তোমারও যখন রোষাবেশ হইয়াছে, তখন এবিষয়ে নিঃসন্দেহই কোন কারণ আছে। সমুদয় শাপেরই প্রতিঘাত আছে। কিন্তু জননী যে শাপ দেন, তাহার কোনমতেই নিবর্ত্তন হয় না। অতএব তোমার জননীর এই শাপ কখন ব্যর্থ করিতে পারিব না। তবে পুত্রস্নেহ প্রযুক্ত তোমার প্রতি কিঞ্চিৎ অনুগ্রহ করিব। কৃমি সকল তোমার পা হইতে মাংস গ্রহণ করিয়া, মহীতলে প্রয়াণ করিবে। তাহাহইলেই, তাঁহার কথা সত্য ও তোমারও পরিত্রাণ হইবে।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, অনন্তর আদিত্য ছায়াকে বলিলেন, পুত্রগণ সকলেই সমান; তবে তুমি কিজন্য একজনকে অধিক স্নেহ করিয়া থাক? বিশেষতঃ, পুত্রেরা বিগুণ হইলেও জননী

কখন তাহাদিগকে শাপ দিতে পারে না। ইহাতে বোধ হইতেছে, তুমি ইহাদের জননী সংজ্ঞা নহ। তুমি আর কেহ হইবে; আমার নিকট আসিয়াছ। ছায়া এ কথার পরিহার করিয়া, সূর্য্যকে কিছুই বলিলেন না। তখন সূর্য্য আত্মাকে সমাহিত করিয়া, যোগাবলম্বনপূর্ব্বক সমুদয় ঘটনা যথাযথ অবলোকন করিলেন। তজ্জন্য তিনি শাপদানে সমুদ্যত হইলে, ছায়াসংজ্ঞা তাহা দর্শন করিয়া, ভয়ে কম্পিতা হইয়া, সমুদায় বৃত্তান্ত যথাবৎ তাঁহারে নিবেদন করিলেন। সূর্য্য শ্রবণ করিয়া, জাতক্রোধ হইয়া. শ্বশুরের নিকট সমাগত হইলেন। অনন্তর তিনি রোষভরে নিঃশেষে দগ্ধ করিতে অভিলাষী হইলে, সুব্রত বিশ্বকর্ম্মা তাঁহাকে যথাবিধি অর্চ্চনা ও সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, আপনার স্বরূপ অতিমাত্র তেজে ব্যাপ্ত হওয়াতে, নিতান্ত দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছে। তজ্জন্য সংজ্ঞা সহ্য করিতে না পারিয়া, বনে গিয়া, তপস্যা করিতেছেন। আপনার সেই শুদ্ধচারিণী সহধর্ম্মিণী আপনার অপেক্ষাকৃত তেজোহীন সুস্নিগ্ধ রূপের অভিলাষিণী ও কাননবাসিনী হইয়া, যে, অতীব কঠোর-তপশ্চারিণী হইয়াছেন, অদ্য সেখানে গেলেই দেখিতে পাইবেন। হে দিস্পপতে! ব্রহ্মার কথা আমার মনে পড়িয়াছে। অতএব যদি আপনার অভিমত হয়, তাহাহইলে, আপনার এই রূপকে কমনীয় করিয়া দি।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, ভগবান্ সূর্য্যের রূপ পূর্ব্বে মণ্ডলাকার ছিল। সেইজন্য তিনি বিশ্বকর্ম্মাকে কহিলেন, আচ্ছা, তাহাই হইবে। তখন বিশ্বকর্ম্মা আজ্ঞা পাইয়া, শাকদ্বীপে সূর্য্যকে ভ্রমিতে আরোপিত করিয়া, তদীয় তেজঃ ক্ষয় করিতে উদ্যত হইলেন। সমুদয় জগতের নাভিস্বরূপ ভগবান্ ভাস্বান্ ভ্রমিতে আরোহণ করিয়া, ভ্রমিতে আরম্ভ করিলে, সাগর, পর্ব্বত ও কানন সমেত সমগ্র মেদিনী আকাশে উত্থান করিলেন। ব্রহ্মন্! তৎসহকারে চন্দ্র, গ্রহ ও তারার সহিত সমস্ত গগনও অধোগত, আক্ষিপ্ত ও আকুল হইয়া উঠিল। সাগর সকলের সলিলরাশি বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। মহাশৈল সকল বিদারিত ও তাহাদের সানুসকল বিশীর্ণ হইয়া গেল। ভগবান্ ভাস্কর সবেগে ভ্রমণ করাতে, যে সমীরণ সমুত্থিত হইল, তদ্দ্বারা মহামেঘ সকল ঘোর রবে সমন্ততঃ বিচরণ করত বিশীর্ণ হইতে লাগিল। মুনিসত্তম! তৎকালে তদীয় ভ্রমণবেগে আকাশ, পাতাল ও পৃথিবী সমুদয়ই বিভ্রান্ত হওয়াতে, এই নিখিল জগৎ অতিমাত্র আকুল হইয়া উঠিল।

তখন সমুদয় ত্রৈলোক্য ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলে, দেবগণ ও দেবর্ষিগণ ব্রহ্মার সহিত একযোগে ভগবান্ ভাস্করের এই বলিয়া স্তব করিতে লাগিলেন, তুমি আদিদেব। দেবগণের ইহা স্বরূপতঃ পরিজ্ঞাত হইয়াছে, তুমি সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় সময়ে ভিন্ন ভিন্ন রূপত্রয় ধারণ করিয়া, বিরাজমান হইয়া থাক। তুমি জগতের নাথ। অতএব স্থিরভাব অবলম্বন কর। তুমি গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শিশির এই সকলের আকর। তুমি দেবদেব দিবাকর। অতএব লোক সকলের শান্তি বিধান কর।

ঐ সময়ে ইন্দ্রও আগমন করিয়া, সেই ভ্রমিযন্ত্রে আরোপিত দিবাকরকে এই বলিয়া স্তব করিলেন. তুমি সমুদয় জগৎ ব্যাপিয়া আছ। তোমার জয় হউক। তুমি অশেষ জগতের পতি। তোমার জয় হউক।

তৎকালে বশিষ্ঠ ও অত্রিপ্রমুখ সপ্ত ঋষিও, স্বস্তি স্বস্তি বলিয়া, বিবিধ স্তোত্র সহায়ে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন।

বালখিল্যগণও পরমহর্ষাবিষ্ট হইয়া, বেদোক্ত আদ্য ও অত্যুৎকৃষ্ট ঋক্ সকল দ্বারা তাঁহার স্তব আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা কহিলেন, তুমিই সকলের নাথ। তুমি মুক্তপুরুষদিগের মুক্তি। তুমি ধ্যানশীলগণের ধ্যেয়। তুমি কর্ম্মকাণ্ডে প্রবর্ত্তমান সর্ব্বভূতের গতি। তুমি দেবগণের ঈশ্বর। তোমার প্রসাদে প্রজাগণের পরম কল্যাণ সমুদ্ভূত হউক। তুমি জগতের পতি। আমাদের শং (অর্থাৎ নিরতি সুখ, মঙ্গল ও শান্তি বিধান কর।) আমাদের দ্বিপদ সকলে শং বিহিত হউক। তোমার প্রসাদে আমাদের চতুষ্পদসমূহেও শং বিহিত হউক।

অনন্তর বিদ্যাধরগণ, রাক্ষসগণ, যক্ষগণ ও পন্নগগণ সকলে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণত মস্তকে শ্রুতি-মনোহারিণী বচনপরম্পরা প্রয়োগ করিয়া, বলিতে লাগিলেন, তুমিই ভূতগণের সমুত্থাপন করিয়াছ। অতএব তোমার তেজ তাহাদের সহ্য হউক। অনন্তর ষড়্জ, মধ্যম, গান্ধার ও তানত্রয় বিশারদ এবং গান্ধর্ব্বনিপুণ হাহাহুহু, নারদ ও তুম্বুরু মিলিত হইয়া, মূর্চ্ছনা ও প্রয়োগ সহিত তালসহকারে সুখপ্রদ বাক্যে স্তবগানে প্রবৃত্ত হইলেন।

বিশ্বাচী, ঘৃতাচী, উর্ব্বশী, তিলোত্তমা, মেনকা, সহজন্যা, রম্ভা, এই সকল অপ্সরঃশ্রেষ্ঠা হাব-ভাব-বিলাসভূষিত বহুবিধ অভিনয় প্রদর্শনপুরঃসর নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময়ে শত শত ও সহস্র সহস্র বেণু, বীণা, দর্দ্দুর, পণব, পুষ্কর, মৃদঙ্গ, পটহ, আনক, দেবদুন্দুভি ও শঙ্খ-সমূহ বাদিত হইতে লাগিল। গন্ধর্ব্বেরা গান, অপ্সরারা নৃত্য এবং তূর্য্য ও বাদিত্র সকল শব্দিত হওয়াতে, সমুদয় কোলাহলময় হইয়া উঠিল। তখন সমুদয় দেবতা ভক্তিভরে অবনত হইয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে সেই ভগবান্ ভাস্করকে প্রণাম করিলেন। এইরূপে সমুদয় দেবতার সমাগমে তুমুল কোলাহল সমুত্থিত হইলে, বিশ্বকর্ম্মা ধীরে ধীরে ভাস্করের তেজঃ শাতন (অর্থাৎ কুঁদে চাচিয়া ফেলা) করিতে লাগিলেন।

ভগবান্ ভাস্কর হইতেই গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শিশিরের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। হরি, হর, ব্রহ্মাও তাঁহার স্তব করেন। তাঁহার এই তেজঃশাতন শ্রবণ করিলে, মৃত্যুর পর দিবাকরলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ইতি সূর্য্যের তেজোনিশাতন নাম ষড়ধিকশততম অধ্যায়।

সপ্তাধিকশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, প্রজাপতি বিশ্বকর্ম্মা ভগবান্ ভানুমানের শরীর লেখন করিতে করিতে, এই বলিয়া স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন, তুমি সমুদয় প্রভার আকর। যাহারা তোমাকে ভক্তি-ভরে প্রণাম করে, তুমি তাহার হিত অনুষ্ঠান ও অনুকম্পা করিয়া থাক। তুমি বিরাট-শরীরী। তোমার সাতটী অশ্ব, সকলেই সমান বেগ বিশিষ্ট। তুমি সুকোমল তেজের আধার। এইজন্য কমল সকলকে বিকসিত করিয়া থাক। তমঃপটলপাটনে তোমার পটুতার সীমা নাই। তোমাকে নমস্কার। তুমি সকলের পবিত্রতা বিধান করিয়া থাক। তুমি অতিশয় পুণ্যকর্ম্মা। তুমি বহুবিধ অভিলষণীয় বিষয় প্রদান করিয়া থাক। তুমি পরমপ্রভাবিশিষ্ট অনল ও কিরণমণ্ডলের আধার। তুমি সকল লোকের হিতকারী। তোমাকে নমস্কার। তোমার জন্ম নাই। তোমা হইতেই লোকত্রয় উদ্ভূত হইয়াছে। তুমি ভূতগণের আত্মা। তুমি বিশ্বের পতি। তুমি সাক্ষাৎ ধর্ম্ম। তুমি পরমকারুণিকগণেরও প্রধান। তুমি সকলের দৃষ্টিদাতা সূর্য্য। তোমাকে নমস্কার। তুমি বিবস্বান্। তুমি জ্ঞানিগণের অন্তরাত্মা। তোমাতেই জগৎ প্রতিষ্ঠিত আছে। তুমি জগতের হিতৈষী। তুমি স্বয়ং সমুদ্ভূত হইয়াছ। তুমি লোক সকলের চক্ষু। তুমি সমুদয় দেবতার প্রধান। তোমার তেজের সীমা নাই। তোমাকে নমস্কার। ময়ূখসহস্র তোমার বপু। তুমি জগতের মঙ্গল ও উপকার বিধান করিয়া থাক। তুমি দেবগণের সহিত ক্ষণকাল উদয়াচলের মৌলি-মালারূপে বিরাজ করিয়া, অন্ধকার-নিরাকরণপূর্ব্বক সংসারে স্বীয় প্রতিভা বিস্তার কর। সংসার-তিমিররূপ মদ্য পান করিয়া, মদবশে স্বীয় বিগ্রহ অতিমাত্র লোহিতবর্ণ হইয়া উঠে। তাহাতেই তোমার ত্রিভুবন-প্রকাশক প্রভাসমূহের আবির্ভাব হয়। সেই কারণে তুমি অতিমাত্র বিরাজ-মান হইয়া থাক। ভগবন্! তোমার রথ পরমসুন্দর ও সমরূপ অবয়ববিশিষ্ট। তুমি সেই চারু-বিকল্পিত রথে আরোহণ করিয়া, অখিল তুরঙ্গম সহায়ে জগতের কল্যাণসাধনার্থ সতত অপ্রতি-

হৃত ভাবে বিচরণ করিয়া থাক। তুমি অমৃত ও সুধাংশু রস যুগপৎ প্রদান করিয়া, দেবগণ ও পিতৃগণের তৃপ্তি বিধান এবং অরিগণের নিধন সাধন কর। সেইজন্যই আমি প্রণামপূর্ব্বক জগতের হিত কামনায় তোমার তেজঃ শাতন করিতেছি। তুমি ভক্তবৎসল ও ত্রিভুবনের পাবন। আমি তোমারে প্রণাম করিতেছি। আমারে রক্ষা কর। তুমি জগতের প্রকৃতিস্বরূপ। তুমি ত্রিভুবনের পরমপুণ্যময় ধামস্বরূপ। তুমি অখিল জগতের প্রদীপস্বরূপ। অধিক কি, তুমিই ভগবান্ বিশ্বকর্ম্মা। তোমাকে প্রণাম করি।

ইতি সূর্য্যস্তব নাম সপ্তাধিকশততম অধ্যায়।

অষ্টাধিকশততম অধ্যায়

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, বিশ্বকর্ম্মা এইরূপে সূর্য্যের স্তব করিয়া, তাঁহার তেজের ষোড়শ ভাগ মণ্ডলস্থ করিলেন। পনর ভাগ তেজ শাতিত হওয়াতে, ভানুর শরীর অতীব কান্তিবিশিষ্ট হইল। তাঁহার সেই পনর ভাগ তেজ দ্বারা তিনি বিষ্ণুর চক্র, মহাদেবের শূল, ধনদের শিবিকা, যমের দণ্ড ও কার্ত্তিকেয়ের শক্তি নির্ম্মাণ করিলেন। অনন্তর তিনি ভানুর উল্লিখিত তেজ দ্বারা অন্যান্য দেবগণেরও শত্রুশাসনার্থ পরমপ্রভাবিশিষ্ট অস্ত্র সকল রচনা করিলেন। এইরূপে তেজঃ শাতিত হওয়াতে, ভগবান্ ভানুমান্ অনতি তেজ ধারণ করিয়া, যেমন শোভমান হইলেন, তেমনি তাঁহার শরীরও সর্ব্বাঙ্গশোভন হইয়া উঠিল। তখন তিনি সমাধিস্থ হইয়া, অবলোকন করিলেন, তদীয় ভার্য্যা সংজ্ঞা তপস্যা ও নিয়ম প্রভাবে সর্ব্বভূতের অনভিভাবনীয়া বড়বামূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। অনন্তর তিনি উত্তরকুরুতে গমন করিয়া, অশ্বমূর্ত্তি-পরিগ্রহপূর্ব্বক তাঁহার সকাশে সমাগত হইলেন। সংজ্ঞা তাঁহাকে দর্শন করিয়া, পর-পুরুষ-শঙ্কায় পৃষ্ঠরক্ষণে তৎপরা হইয়া, তাঁহার সম্মুখে গমন করিলেন। তাহাতে পরস্পর নাসিকাযোগ প্রাপ্ত হইলে, সেই নাসিকারন্ধ্র দ্বারা বিবস্বানের তেজ বড়বাতে প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিবামাত্র, ভিষক্‌প্রবর অশ্বিনীকুমারদ্বয় উৎপন্ন হইলেন। তাঁহারা উভয়ে অশ্বের বক্ত্র হইতে বিনিষ্ক্রমণ করিলেন। তাঁহারা অশ্বরূপধর মার্ত্তণ্ডের পুত্র। অনন্তর শুক্রপাতান্তে রেবন্ত জন্মগ্রহণ করিলেন। তাঁহার হস্তে খড়্গ, ধনু, বাণ, তূণ ও শরীরে কবচ এবং তিনি অশ্বে আরোহণ করিয়া আছেন।

তখন ভানুমান্ আপনার নির্ম্মলস্বরূপ প্রদর্শন করিলেন। তাঁহার সেই শান্তমূর্ত্তি দর্শন করিয়া, সংজ্ঞা আহ্লাদিতা হইলেন। অনন্তর বারিতস্কর ভাস্কর স্বরূপধারিণী প্রীতিমতী ভার্য্যা সংজ্ঞাকে স্বকীয় আলয়ে লইয়া গেলেন। তাঁহার প্রথম পুত্র বৈবস্বত মনু হইলেন। দ্বিতীয় পুত্র যম শাপ ও অনুগ্রহবশতঃ একমাত্র ধর্ম্মেরই অনুসারী হইলেন। জননীর শাপে মন অতিমাত্র পীড়িত হওয়াতে, একমাত্র ধর্ম্মেই তাঁহার মতি হইয়াছিল। সেইজন্য তাঁহার নাম ধর্ম্মরাজ হইল। পিতা এই বলিয়া, তাঁহার শাপান্ত করিলেন, কৃমি সকল তোমার পদ হইতে মাংস গ্রহণ করিয়া, ভূমিতে পতিত হইবে। যেহেতু, একমাত্র ধর্ম্মেই তাঁহার দৃষ্টি ও শত্রু মিত্রে সমভাব জন্মিয়াছিল, সেইহেতু পিতা তাঁহাকে যমের কার্য্যে নিয়োগ করিলেন। বিপ্র! তদীয় পিতা ভগবান্ ভাস্কর তাঁহার প্রতি পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন। এইজন্য তাঁহাকে লোকপালপদ ও পিতৃগণের আধিপত্য প্রদান করিলেন। অনন্তর তিনি যমুনাকে কলিন্দান্তর-বাহিনী নদী করিয়া দিলেন। অশ্বিনীকুমারদ্বয় সেই মহাত্মা পিতা কর্ত্তৃক দেবগণের বৈদ্যপদে নিয়োজিত ও রেবন্ত গুহ্যকগণের অধিপতি হইলেন। সর্ব্বলোকপূজনীয় ভগবান্ ভাস্কর তাঁহাকে গুহ্যকগণের রাজা করিয়া, পুনরায় এইরূপ কহিলেন, বৎস! তুমিও অশেষ লোকের পূজনীয় হইবে। যাহারা অরণ্যাদি

মহারাবদাহ, শত্রুভয় ও দস্যুভয় এই সকলে তোমাকে স্মরণ করিবে, তাহাদের মহা বিপৎপরম্পরা দূরীকৃত হইবে। যাহারা তোমার পূজা করিবে, তাহাদিগকে তুমি সন্তুষ্ট হইয়া, ক্ষেম, বুদ্ধি, সুখ, রাজ্য, আরোগ্য ও উন্নতি প্রদান করিবে। ছায়া-সংজ্ঞার পুত্র সুমহাযশা সাবর্ণও ভবিষ্যকালে সাবর্ণ নামে অষ্টম মনু হইবেন। সেই প্রভু সাবর্ণ অদ্যাপি মেরু-পৃষ্ঠে ঘোর তপস্যা করিতেছেন। তদীয় ভ্রাতা শনৈশ্চর পিতার আজ্ঞাক্রমে গ্রহ হইয়াছেন। দ্বিজোত্তম! সূর্য্যের ঔরসে যে যবীয়সী কন্যার জন্ম হয়, তিনি সর্ব্বলোকপাবনী তরঙ্গিণীশ্রেষ্ঠা যমুনানদী হইয়াছেন। যিনি সকলের জ্যেষ্ঠ, সম্প্রতি যাঁহার সৃষ্টি চলিতেছে, সেই মহাভাগ বৈবস্বত মনুর সবিস্তার বৃত্তান্ত বর্ণন করিব। যাহারা দেবগণের, বৈবস্বত মনুর, তদীয় আত্মজগণের এবং ভগবান্ ভাস্করের এই জন্ম ও মাহাত্ম্য শ্রবণ করে, অথবা পাঠ করে, তাহার আপতিত আপৎ দূরীকৃত ও যশোরাশি সঞ্চিত হইয়া থাকে। অধিক কি, আদিদেব মহাত্মা মার্ত্তণ্ডের এই মাহাত্ম্য শ্রবণ করিলে, অহোরাত্রকৃত পাপের শান্তি হয়।

ইতি সূর্য্যমাহাত্ম্যের ফলশ্রুতি নাম অষ্টাধিকশততম অধ্যায়।

নবাধিকশততম অধ্যায়।

ক্রৌষ্টুকি কহিলেন, ভগবন্! আপনি ভগবান্ ভানুর সন্ততিসম্ভব এবং তাঁহার মাহাত্ম্য ও স্বরূপও অতিবিস্তারপূর্ব্বক সম্যগ্বিধানে কীর্ত্তন করিলেন। মুনিসত্তম! আমি পুনরপি সেই আদিদেব ভাস্করের মাহাত্ম্য সম্যক্রূপে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। আপনি প্রসন্ন হইয়া, তাহা বলুন।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, পূর্ব্বে লোক সকল আরাধনা করিলে, আদিদেব আদিত্য যাহা করিয়াছিলেন, তাঁহার সেই মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। দমের পুত্র বিখ্যাত রাজ্যবর্দ্ধন রাজা হইয়াছিলেন। তিনি রাজা হইয়া, সম্যক্রূপে পৃথিবীর পালন করিয়াছিলেন। সেই মহাত্মা ধর্ম্মানুসারে রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হইলে, তদীয় রাষ্ট্র অনুদিন ধন ও জনের সহিত বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তাঁহার রাজত্বকালে পৌর ও জানপদ সকলেই অতীব হৃষ্টপুষ্ট হইয়া উঠিল এবং সকলেই রাজার ন্যায়, বিভবাদি-বিশিষ্ট হইল। উপসর্গের নামমাত্র রহিল না; ব্যাধিরও সম্পর্কমাত্র রহিল না; ব্যালোদ্ভব ভয়েরও লেশমাত্র রহিল না। অধিক কি, সেই দমপুত্র মহীপতি হইলে, অনাবৃষ্টিভয়ও একবারেই দূর হইয়া গেল। তিনি মহাযজ্ঞ সকলের অনুষ্ঠান করিলেন। অর্থিদিগকে অনবরত দান করিতে লাগিলেন। যাহা প্রকৃত ধর্ম্ম, তাহার অবিরোধে বিষয়-ভোগে প্রবৃত্ত হইলেন।

এইরূপে ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিয়া, রাজ্য করিতে করিতে, তাঁহার সপ্ত বর্ষসহস্র এক দিনের ন্যায়, অতিবাহিত হইয়া গেল। দাক্ষিণাত্যের অধিপতি বিদূরথের মানিনীনাম্নী নন্দিনী তাঁহার সহধর্ম্মিণী হইলেন। কোন সময়ে সেই মানিনী স্বামীর মস্তকের অভ্যঞ্জনে সমুদ্যত হইয়া, সমবেত নরপতিগণের সমক্ষে অশ্রুরাশি মোচন করিলেন। সেই অশ্রুবিন্দু রাজার গাত্রে পতিত হইলে, তিনি ভার্য্যাকে অশ্রুবদনা দর্শন করিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, এ কি? মানিনী নিঃশব্দে অশ্রুবিন্দু মোচন করিয়া, রোদন করিতেছিলেন। তদ্দর্শনে নরপতি ঐরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন। মানিনী তৎকর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া, তাঁহাকে কোন কথাই বলিলেন না। রাজা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন। অনন্তর বার বার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলে, সেই মনস্বিনী সুমধ্যমা মানিনী কেশভারান্তর-সমুদ্ভূত পলিত প্রদর্শনপূর্ব্বক রাজাকে কহিলেন, মহারাজ! আপনার কেশ-

তারাস্তর পাকিয়া শ্বেতবর্ণ হইয়াছে। ইহা কি, দেখুন। ইহাই আমার দুঃখের কারণ হইয়াছে। আমি অতি-হতভাগিনী। রাজা এই কথায় হাস্ত করিলেন। হাস্ত করিয়া, তথায় সমবেত পৌরগণ ও মহীপালগণ সকলেরই শ্রবণগোচরে কহিতে লাগিলেন, অয়ি বিশালাক্ষি! শোকে প্রয়োজন নাই। শুভে! আর রোদন করিতে হইবে না। সকল জন্তুকেই যথাক্রমে জন্ম, বৃদ্ধি ও ক্ষয় প্রভৃতি বিকার ভোগ করিতে হয়। বরাননে! আমি সমুদায় বেদ অধ্যয়ন করিয়াছি; সহস্র সহস্র যজ্ঞও করিয়াছি; ব্রাহ্মণদিগকেও অনেক দান করিয়াছি; পুত্র সকলও সমুৎপাদন করিয়াছি; তোমার সহিত মনুষ্যগণের অতিদুর্লভ ভোগ সকলও ভোগ করিয়াছি; সম্যক্রূপে পৃথিবীরও পরিপালন করিয়াছি, শত শত সংগ্রামও জয় করিয়াছি; অভীষ্ট মিত্রগণেরও সহিত আমোদ প্রমোদ ও বন-মধ্যে অনেক বিহার করিয়াছি। ভদ্রে! এমন কি কার্য্য আছে, যাহা আমি করি নাই। তবে কেন তুমি, আমার কেশ সকল পাকিয়াছে, দেখিয়া, ভয় করিতেছ? অয়ি কল্যাণি! আমার কেশ সকল পলিত ও বলি সকল সমুদ্গত এবং শরীর শিথিল হউক; তাহাতে ক্ষতিই বা কি? আমি ত কৃতকৃত্য হইয়াছি। কল্যাণি! তুমি আমার মস্তকে যে পলিত দর্শন করিলে, আমি অরণ্য আশ্রয় করিয়া, ইহার চিকিৎসা করিব। দেখ, আমার পূর্ব্বপুরুষ সকল বাল্যে বাল্য-ক্রিয়া, কৌমারে কুমারক্রিয়া, যৌবনে যুবকযোগ্য ক্রিয়া এবং বার্দ্ধক্যে বন আশ্রয় করিয়া-ছিলেন। আমিও তাহাই করিব। অতএব তোমার অশ্রুপাতের কোনরূপ কারণই দেখিতেছি না। ভদ্রে! তুমি আর দুঃখ করিও না। তুমি যে পলিত দর্শন করিয়াছ, ইহাতে আমার অভ্যু-দয়েরই হেতু হইয়াছে। অতএব নিষ্প্রয়োজন রোদন করিও না।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহর্ষে! তখন সমীপবর্ত্তী পৌরগণ ও ভূপতিগণ সকলে রাজ্যবর্দ্ধনকে প্রণাম করিয়া, শান্তবাক্যে কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! আপনার পত্নীর রোদন করিবার কোন কারণ নাই। কিন্তু আমাদিগকে অথবা সমুদয় প্রাণীকে কেবল রোদন করিতে হইবে, দেখিতেছি। নাথ! আপনি যে বনবাসের কথা বলিলেন, তাহা শুনিয়া আমাদের সকলেরই প্রাণ পতনোন্মুখ হইয়াছে। কেন না, আপনি আমাদিগকে বহুযত্নেই পালন করিয়াছেন। অতএব আপনি যদি বনে যান, তাহাহইলে, আমরা সকলেই তথায় গমন করিব। বলিতে কি, আপনি সকলের রক্ষাকর্ত্তা। অতএব আপনি বনে গেলে, সমুদয় পৃথিবীবাসিগণের যাবতীয় ক্রিয়াহানি হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এইরূপে যদি ধর্ম্মেরই উপঘাত হয়, তাহাহইলে, বনবাসে আর গমন করিবেন না। আপনি সপ্ত সহস্র বর্ষ এই পৃথিবীর পালন করিয়াছেন। তজ্জন্য আপনার যে পরম পুণ্য সঞ্চিত হইয়াছে, তাহা পর্য্যবলোকন করুন। মহারাজ! আপনি বনে বাস করিয়া, যে তপস্তা করিবেন, তাহা রাজ্যপালনের ষোড়শাংশেরও একাংশের যোগ্য হইবে না।

রাজা কহিলেন, আমি সপ্তবর্ষসহস্র এই পৃথিবী পালন করিয়াছি। এক্ষণে আমার বনবাসের কাল উপস্থিত হইয়াছে। আমার অপত্য সকল জন্মিয়াছে। তাহাদেরও অপত্যসন্ততি আমি দর্শন করিয়াছি। অতি অল্পদিন মধ্যেই আমার এই সকল দর্শন হইয়াছে। অতএব অন্তক আর সহ্য করিবে না। হে পৌরগণ! আমার মস্তকে যে কেশভার পক্ক হইয়াছে, তাহাকেই অত্যুগ্র-প্রকৃতি অনার্য্য মৃত্যুর দূত স্বরূপ, জানিবে। অতএব আমি পুত্রকে রাজা করিয়া, স্বয়ং ভোগসুখে বিরত হইয়া, যাবৎ যমসৈনিক সকল সমাগত না হয়, তাবৎ বন আশ্রয় করিয়া, তপশ্চরণ করিব।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, অনন্তর নরপতি অরণ্যগমনে উৎসুক হইয়া, দৈবজ্ঞদিগকে পুত্রের রাজ্যা-ভিষেকার্থ দিন লগ্ন সকল জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজার এই কথা শুনিয়া, তাহাদের সকলেরই মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তজ্জন্য, শাস্ত্রে জ্ঞান থাকিলেও, তাহারা দিন, লগ্ন সকলই ভুলিয়া গেল। কিছুই বুঝিতে না পারিয়া, বাষ্পগদ্গদ বচনে রাজাকে কহিল, রাজন্! আপনার এই কথা শুনিয়া, আমাদের সমুদয় জ্ঞান বিনষ্ট হইয়াছে।

অনন্তর অন্যান্য নগর সকল হইতে, ভৃত্যরাষ্ট্রসমূহ হইতে এবং সেই নগর হইতেও ভূরি ভূরি

ব্রাহ্মণসকল অভ্যুপাগত হইলেন। তাঁহারা সকলে রাজার গোচরে উপনীত হইয়া, প্রজাদিগের মস্তকে বলিতে লাগিলেন, রাজন্! প্রসন্ন হউন; পূর্ব্বে যেমন আমাদিগকে পালন করিয়াছিলেন, সেইরূপে পালন করুন। মহারাজ! আপনি অরণ্য আশ্রয় করিলে, অখিল লোক অবসন্ন হইবে। অতএব এরূপ অনুষ্ঠান করুন, যাহাতে জগৎ অবসন্ন না হয়। বীর! বলিতে কি, আমরা যতদিন বাঁচিব, ততদিন, স্বল্পকালও এই সিংহাসনকে আপনাশূন্য দেখিতে ইচ্ছা করি না।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, এইরূপে সেই সকল ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য দ্বিজাতিগণ, পৌরগণ, ভৃত্যগণ, ভূপগণ ও অমাত্যগণ বারম্বার বলিতে লাগিলে, তিনি যখন কোনমতেই বনবাসনির্ব্বন্ধ ত্যাগ করিলেন না, প্রত্যুত, এই বলিয়া উত্তর দিতে লাগিলেন, অন্তক আর ক্ষমা করিবে না, তখন অমাত্যগণ, ভৃত্যগণ, পৌরগণ, বৃদ্ধগণ ও ব্রাহ্মণগণ সকলে সমবেত হইয়া, কি করা কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ক মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। রাজা অতিমাত্র ধার্ম্মিক। সেইজন্য তাঁহার প্রতি তাঁহাদের অনুরাগের সীমা ছিল না। দ্বিজ! ঐ কারণে মন্ত্রণা করিতে করিতে, সকলেই নিশ্চয় করিলেন, সকলে মিলিয়া সম্যক্‌রূপে ধ্যানপরায়ণ ও সমাহিত হইয়া, তপশ্চরণ সহকারে ভগবান্ ভাস্করের পূজা করিয়া, এই রাজার আয়ুঃ প্রার্থনা করা হউক। এইরূপে সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে ভাস্করের আরাধনা করাই স্থির হইলে, কেহ আপনাদের গেহে সম্যক্ বিধানে অর্ঘ্য ও উপচারাদি উপহার-সম্ভার প্রদানপুরঃসর ভাস্করের পূজায় প্রবৃত্ত হইলেন। কেহ মৌনী হইয়া, ঋক্ সকল জপ করত তাঁহার আরাধনা করিতে লাগিলেন। অপরেরা যজুঃ সকল ও অন্যান্যেরা সাম সকল উচ্চারণ করিয়া, তাঁহার সন্তোষ সাধন আরম্ভ করিলেন। কোন কোন ব্রাহ্মণ আহার পরিহার ও নদীপুলিনে শয়ন করিয়া, তপশ্চরণ সহকারে তাঁহার আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। অন্যান্যেরা অগ্নিহোত্রপরায়ণ হইয়া, অহর্নিশ রবিসূক্ত সকল জপ করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ ভাস্করেই ন্যস্তদৃষ্টি হইয়া রহিলেন।

এইরূপে তাঁহারা তত্তৎ বিধি আশ্রয় করিয়া, ভাস্করের আরাধনার্থ উক্তরূপ বহুরূপ মতিনির্ব্বন্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা সকলে সূর্য্যের উপাসনার্থ তাদৃশ অধ্যবসায় অবলম্বন করিলে, সুদামা নামে গন্ধর্ব্ব উপাগত হইয়া, বলিতে লাগিল, হে বিপ্রগণ! ভাস্করের আরাধনা করাই যদি তোমাদের অভিলষিত হইয়া থাকে, তাহাহইলে, যাহাতে তিনি সন্তুষ্ট হইবেন, এরূপ অনুষ্ঠান কর। কামরূপে মহাশৈলের উপরি বিশালনামে সিদ্ধগণনিষেবিত এক বন আছে। তোমরা সত্বরে তথায় গমন কর এবং গমন করিয়া, ভানুর আরাধনায় সবিশেষ সমাধি সহকারে প্রবৃত্ত হও। ঐ বন, সকলের উপকারী সিদ্ধক্ষেত্র। তথায় উপাসনা করিলে, সমুদয় কামনা পূর্ণ হইবে।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, দ্বিজাতিগণ তাঁহার এই কথা শুনিয়া, উক্ত কাননে গমন করিয়া, ভাস্করের সেই পরমপবিত্র ও পরমমঙ্গলময় আয়তন দর্শন করিলেন। তথায় সেই বিপ্রাদি বর্ণ সকল আহারসংযমসহকারে আলস্য ত্যাগ করিয়া, রাশি রাশি ধূপ ও পুষ্পোপহার প্রদানপূর্ব্বক ভাস্করের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। ব্রহ্মন্! দ্বিজগণ সমাহিত হইয়া, পুষ্প ও অনুলেপনাদি, ধূপ ও গন্ধাদি এবং জপ, হোম, অন্ন ও দীপাদি প্রদানপূর্ব্বক পূজা করিয়া, বক্ষ্যমাণ বাক্যে ভাস্করের স্তব করিতে লাগিলেন, যিনি সমুদয় দানব, যক্ষ, গ্রহ ও জ্যোতিষ্কগণের অপেক্ষা সমধিক-তেজঃসম্পন্ন, আমরা সেই রবির শরণ গ্রহণ করিলাম। যিনি দেবগণেরও ঈশ্বর, যিনি আকাশে থাকিয়া, কিরণবিকিরণপূর্ব্বক বসুধা ও অন্তরীক্ষ ব্যাপ্ত করিয়া, বিদ্যোতিত করেন, যিনি আদিত্য ও ভাস্কর, যিনি সবিতা ও দিবাকর, যিনি পূষা, অর্য্যমা, ভানু, স্বর্ভানু ও দীপ্তদীধিতি; যিনি চতুর্যুগান্তকালাগ্নি, যিনি দুষ্প্রেক্ষ্য ও প্রলয়ান্তগামী, যিনি যোগিগণের ঈশ্বর ও অনন্ত, যিনি রক্ত-পীত-শ্বেত-কৃষ্ণ-বর্ণবিশিষ্ট, যিনি ঋষিগণের অগ্নিহোত্রে, সমুদায় যজ্ঞে ও সমস্ত দেবগণে অবস্থিত আছেন, যিনি পরম অক্ষর স্বরূপ ও নিরতিশয় গুহ্যরূপ, যিনি মোক্ষের দ্বার, যাঁহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কেহ নাই, যিনি ছন্দোরূপ অশ্ব সকল সহায়ে আকাশে গমন করিয়া থাকেন, যিনি সর্ব্বদাই মেরুর প্রদক্ষিণপূর্ব্বক উদিত ও অস্তমিত হয়েন, যিনি অনৃতস্বরূপ ও সত্যস্বরূপ, যিনি সমুদায় পুণ্যতীর্থস্বরূপ, যিনি বিশ্বের

আশ্রয়স্থান এবং যিনি চিন্তার অতীত, আমরা সেই প্রভাকরের শরণাপন্ন হইলাম। যিনি ব্রহ্মা, যিনি মহাদেব, যিনি বিষ্ণু, যিনি প্রজাপতি; যিনি বায়ু, আকাশ ও জল; যিনি পৃথিবী, পর্ব্বত ও সাগর; যিনি গ্রহ, নক্ষত্র ও চন্দ্রাদি জ্যোতিঃ সমুদয়; যিনি বানস্পত্য, যিনি বৃক্ষ ও ওষধিবর্গ; যিনি ব্যক্ত ও অব্যক্ত সমুদয় ভূতে ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রবর্ত্তক; ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী ও বৈষ্ণবী তনুভেদে যাঁহার স্বরূপ তিনপ্রকার, সেই প্রভাকর প্রসন্ন হউন। যিনি জগতের প্রভু ও জন্মরহিত; এই বিশ্বসংসার যাঁহার অঙ্গস্বরূপ, যিনি জগতের জীবন, সেই ভাস্কর আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন। যাঁহার এক ভাস্করমূর্ত্তি প্রভামণ্ডলে পরিবেষ্টিত বলিয়া, সকলেরই দুর্নিরীক্ষ্য এবং যাঁহার দ্বিতীয় মূর্ত্তি পরমসৌম্যভাববিশিষ্ট চন্দ্রস্বরূপ, সেই ভাস্বান্ আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন। যাঁহার উল্লিখিত দুই মূর্ত্তি দ্বারা এই বিশ্ব বিনির্ম্মিত ও অগ্নীষোমময় হইয়াছে, সেই ভগবান্ ভাস্বান্ আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, দ্বিজোত্তম! তাঁহারা তিন মাস ভক্তিসহকারে এইপ্রকার স্তব করিয়া, সম্যক্‌রূপে পূজা করিলে, ভগবান্ ভাস্কর তাঁহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইলেন। তখন তিনি দুর্নিরীক্ষ্য হইলেও, অরুণসম প্রভা ধারণ করিয়া, মণ্ডল হইতে অবতরণপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে দর্শন দান করিলেন। তদ্দর্শনে ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য লোক সকল পুলকভরে উৎকম্পিত ও ভক্তিভরে অবনত হইয়া, সেই স্পষ্টরূপ প্রভাকরকে এই বলিয়া প্রণাম করিতে লাগিলেন হে সহস্ররশ্মে! তোমাকে নমস্কার, নমস্কার। তুমি সকলের হেতু। তুমি সকলের কেতু। তুমি সকলের পূজনীয় ও স্তবনীয়। আমাদের সকলকে রক্ষা কর। তুমি সমুদয় যজ্ঞের আশ্রয়। যোগবিদ্‌গণ তোমারই ধ্যান করেন। আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও।

ইতি ভানুস্তব নাম নবাধিকশততম অধ্যায়।

দশাধিকশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, তখন ভগবান্ ভানু প্রসন্ন হইয়া, সকলকেই বলিলেন, হে দ্বিজাতিবর্গ! তোমরা আমার নিকট যাহা পাইবার জন্য অভিপ্রায় করিয়াছ, তাহা প্রার্থনা কর। বিপ্র! ব্রাহ্মণাদি সমবেত ব্যক্তি সকল ভগবান্ ভাস্করকে পুরোভাগে বিরাজমান অবলোকন করিয়া, সসম্ভ্রমে প্রণামপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, ভগবন্ তিমিরনাশন! যদি আমাদের ভক্তিতে প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহাহইলে, আমাদের রাজা দশবর্ষসহস্র জীবিত থাকুন। তাঁহার যেন আর রোগ হয় না। তিনি যেন অরাতিদিগকে জয় করেন। তাঁহার কোষ যেন পরিপূর্ণ থাকে। তিনি যেন স্থিরযৌবন হন। পুনরায়, তিনি যেন দশবর্ষসহস্র বাঁচিয়া থাকেন।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহামুনে! ভগবান্ ভাস্কর, তাহাই হইবে, বলিয়া, দুর্নিরীক্ষ্য স্বরূপ ধারণ করিলেন। তাঁহারাও বর লাভ করিয়া, হর্ষাবিষ্ট হইয়া, রাজার নিকট সমাগত হইলেন। দ্বিজ! তাঁহারা সূর্য্যের নিকট যেরূপ বর লাভ করিয়াছিলেন, তৎসমস্ত আদ্যোপান্ত রাজার গোচর করিলেন। তাহা শ্রবণ করিয়া, তদীয় সহধর্ম্মিণী সেই মানিনী আহ্লাদশালিনী হইলেন। কিন্তু রাজা বহুক্ষণ ধ্যানপরায়ণ রহিলেন। তাহাদিগকে কোন কথাই বলিলেন না। অনন্তর মানিনী হর্ষপূর্ণ চিত্তে রাজাকে কহিলেন, মহারাজ! আপনি ভাগ্যবলে দীর্ঘায়ু হইলেন। মানিনী হর্ষসহকারে এই প্রকারে ভর্ত্তারে সম্ভাষণ করিলে, তিনি কোন কথাই বলিলেন না। তাঁহার মন চিন্তাবশে অভীভূত হইয়াছিল। তিনি অধোমুখে বসিয়া, ঐরূপে চিন্তা করিতে লাগিলেন। মানিনী পুনরায় তাঁহারে কহিলেন, মহারাজ! ঈদৃশ অতীব শুভ সংঘটনেও কিজন্য আপনি আহ্লাদ অনুভব

করিতেছেন না? দেখুন, আপনি অদ্য হইতে নীরোগ ও স্থিরযৌবন হইয়া, দশবর্ষসহস্র বাঁচিয়া থাকিবেন। তথাপি, কিজন্য হর্ষিত হইতেছেন না? অয়ি পৃথিবীপতে! ঈদৃশ পরমাভ্যুদয় প্রাপ্ত হইয়াও, আপনার অন্তঃকরণ যে কারণে চিন্তাকুল হইয়াছে, তাহা বলুন।

রাজা কহিলেন, ভদ্রে! আমার আর অভ্যুদয় কি? কিজন্যই বা তুমি আমাকে সম্ভাষিত করিতেছ? ভাবিয়া দেখিলে, আমার দুঃখসহস্রই উপনীত হইয়াছে; সুতরাং, কি আর সম্ভাজন করিবে? আমি দশবর্ষ সহস্র জীবিত রহিব। তুমি থাকিবে না। পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র ও অন্যান্য ইষ্টবান্ধবদিগকেও মৃত্যুমুখে নিপতিত দেখিয়া, আমার কি অল্প দুঃখ উপস্থিত হইবে? অতীবভক্ত ভৃত্যগণ ও মিত্রসমূহের মৃত্যুতেও আমার সর্ব্বদাই অপার দুঃখ সংঘটিত হইবে। যাহারা আমার জন্য শরীর কৃশ ও শিরামাত্র সার করিয়া, এইরূপ তপস্যা করিলেন, তাঁহারাও সকলে মরিবেন। আমিই কেবল বাঁচিয়া ভোগ করিব। আমাকে কেননা ধিক্! অতএব বরারোহে! আমার ইহা অভ্যুদয় নহে, মহাবিপদ উপস্থিত। তুমি ইহা কিজন্যই বা বুঝিতেছ না? সেইজন্যই অদ্য সভাজন করিতেছ।

মানিনী কহিলেন, মহারাজ! আপনি যাহা আজ্ঞা করিতেছেন, তাহা তাহাই; এবিষয়ে সংশয় নাই। কিন্তু আমি ও এই পৌরগণ প্রীতিবশতঃ এবিষয়ে লক্ষ্য করি নাই। অতএব নরনাথ! এইরূপ অবস্থায় কি করা কর্ত্তব্য, তাহা চিন্তা করুন। ভগবান্ রবি প্রসন্ন হইয়া, যাহা বলিয়াছেন, তাহা অবশ্যই হইবে, অন্যথা হইবে না। রাজা কহিলেন, পৌর ও ভৃত্যগণ প্রীতিপূর্ব্বক আমার যে উপকার করিয়াছে, আমি তাহার শোধ না করিয়া, কিরূপে ভোগ সকল ভোগ করিব? অতএব আমিও আজ হইতে পর্ব্বতে গমন করিয়া, নিয়তচিত্তে ভানুর আরাধনায় উদ্যত হইয়া, আহার-পরিহার-পুরঃসর উপাসনা করিব। আমি যেমন ভগবান্ ভানুর প্রসাদাৎ স্থির-যৌবন হইয়া, দশসহস্রবর্ষ জীবিত থাকিব, কোনরূপ রোগ ভোগ করিব না; অয়ি বরাননে! আমার প্রজা সকল, ভৃত্যবর্গ, তুমি, কন্যা সকল, পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্রসমূহ এবং সুহৃদ্গণ সকলেই যদি তাঁহার প্রসাদে সেইরূপ জীবিত থাকে, তাহা হইলেই, আমি রাজা থাকিয়া, আহ্লাদসহকারে তদ্বিষয় ভোগ করিব। অয়ি মানিনি! তাহা যদি তিনি না করেন, তাহা হইলে, সেই পর্ব্বতে থাকিয়াই, নিরাহার হইয়া, যাবজ্জীবিত সংক্রম উপাসনা করিব।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, এইরূপ অভিহিতা হইয়া, মানিনী তাঁহাকে কহিলেন, আচ্ছা, তাহাই করুন। এই বলিয়া তিনিও স্বামীর সহিত উক্ত পর্ব্বতে গমন করিলেন। নরপতি স্বীয় ভার্য্যার সহিত সেই আয়তনে গমন করিয়া, শুশ্রূষানিরত হইয়া, ভানুর আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। আহার পরিহার করাতে, কৃশ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার পত্নীরও তদনুরূপ দশা উপস্থিত হইল। তিনি স্বামীর ন্যায় শীত ও আতপ সহ্য করিয়া, অতীব কঠিন তপশ্চরণ আরম্ভ করিলেন। তিনি ঐরূপ কঠোর তপশ্চরণ সহকারে পূজা করিতে প্রবৃত্ত হইলে, কিঞ্চিদধিক এক বৎসরের পর ভগবান্ ভানুমান প্রীত হইলেন। অয়ি দ্বিজবরোত্তম! তখন তিনি রাজার অভিলাষানুরূপে সমস্ত ভৃত্য ও পৌরাদি পুত্রগণের জন্য বর প্রদান করিলেন। রাজা বরলাভ করিয়া, স্বকীয় পুরে প্রত্যাগত হইয়া, আহ্লাদসহকারে ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালনপুরঃসর রাজ্য করিতে লাগিলেন। তৎকালে তিনি মানিনীর সহিত অনেক যজ্ঞ করিলেন; দিন রাত্রি দান করিতে লাগিলেন এবং ভোগ সকল ভোগ করিতে আরম্ভ করিলেন। দশবর্ষসহস্র পুত্র, পৌত্র, ভৃত্য ও পৌর প্রভৃতির সহিত স্থির-যৌবন ও সর্ব্বদাই আহ্লাদে রহিলেন।

ভৃগুবংশীয় প্রমতি তাঁহার এইপ্রকার চরিত্র দর্শন করিয়া, বিস্ময়াকুল হৃদয়ে এইরূপ গাথা গান করিয়াছিলেন, অহো! সূর্য্যভক্তির কি শক্তি! যেহেতু, রাজবর্দ্ধন নিজের ও স্বজনগণের আয়ুর বর্দ্ধন করিয়া লইলেন।

বিপ্র! তুমি যাহা বলিয়াছিলে, তদনুসারে আদিদেব আদিত্যের মাহাত্ম্য এই তোমার নিকট

বলিলাম। ব্রাহ্মণেরা এই অনুত্তম মাহাত্ম্য সমগ্র শ্রবণ ও পাঠ করিলে, সপ্ত-রাত্র-কৃত পাতক হইতে বিমুক্ত হয়। অন্যান্য লোকেরও এইরূপ হইয়া থাকে। অধিকন্তু, যে জ্ঞানবান্ ব্যক্তি ইহা ধারণ করে, সে অরোগী হয়, ধনবান্ হয়, আঢ্য হয়, ধীমান্‌গণের উচ্চবংশে জন্মিয়া থাকে এবং পরম প্রজ্ঞাশালী হয়। মুনিসত্তম! যাহারা সংসারে সকল বিষয়েই হীন এবং যাহারা বিপদাদিতে আচ্ছন্ন, তাহারা ত্রিসন্ধ্যা সূর্য্যের জপ করিলে, পাতক হইতে বিমুক্ত হয়। রবির যে আয়তনে এই সমস্ত মাহাত্ম্য পাঠ হয়, সেখানে তিনি সতত সন্নিহিত থাকেন। কখন পরিত্যাগ করেন না। অতএব, ব্রহ্মন্! আপনি নিরতিশয় পুণ্যকাম হইয়া, রবির এই মাহাত্ম্য মনে ধারণ ও জপ করিবেন। অয়ি দ্বিজবর্য্য! অতীবশোভনাঙ্গী, সুবর্ণশৃঙ্গী দুগ্ধবতী গাভী প্রদান করিলে, যে ফল লাভ হয়, আত্মবান্ হইয়া, তিন দিন এই মাহাত্ম্য শ্রবণ করিলেও, সেই পুণ্যফল প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

ইতি ভানুমাহাত্ম্যনাম দশাধিকশততম অধ্যায়।

একাদশাধিকশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, ক্রৌষ্টুকে! তুমি আমারে ভক্তিসহকারে যাঁহার মাহাত্ম্য জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, সেই অনাদিনিধন ভগবান্ ভানুমান্ এবম্বিধপ্রভাববিশিষ্ট। যে সকল যোগী চিত্তের লয়যোগ ভোগ করিয়া থাকেন, তিনিই তাঁহাদের পরমাত্মা। তিনিই সাংখ্যযোগের ক্ষেত্রজ্ঞ ও যাগশীলগণের যজ্ঞেশ্বর। যিনি সপ্তম মন্বন্তরের অধিপতি, সেই মনু তাঁহার পুত্ররূপে সমুদ্ভূত হন। তাঁহার কোন বিষয়েই কোনরূপ সন্দেহ ছিল না। ইক্ষাকু, নাভগ, রিষ্ট, নরিষ্যন্ত, নাভাগ, পৃষধ্র, ধৃষ্ট, ইহাঁরা সেই মনুর পুত্র। ইহাঁরা সকলেই মহাবলপরাক্রান্ত, সকলেই সুবিখ্যাত-কীর্ত্তিমান্; সকলেই শাস্ত্র ও শস্ত্রপারগ এবং সকলেই পৃথিবীপালক হইয়াছিলেন।

কৃতিপ্রবর মনু পুনরায় বিশিষ্টতর-পুত্র-কামনায় মিত্রাবরুণের যজ্ঞ করিয়াছিলেন। মহামুনে! যজ্ঞ প্রবৃত্ত হইলে, হোতার অপচারবশতঃ পুত্রের পরিবর্ত্তে মনুর ইলানামে এক সুমধ্যমা কন্যা সমুৎপন্না হইলেন। মনু তদবস্থা কন্যাকে দর্শন করিয়া, মিত্রাবরুণের স্তব করিয়া কহিলেন, আপনার প্রসাদে আমার সর্ব্বাংশেই উৎকৃষ্ট একটী পুত্র জন্মিবে, আশা করিয়া, এই যজ্ঞ করিয়াছিলাম। কিন্তু পুত্রের পরিবর্ত্তে কন্যা জন্মিল। যদি আপনারা প্রসন্ন ও বরদানে উদ্যত হইয়া থাকেন, তাহাহইলে, আমার এই কন্যা আপনাদের প্রসাদে অতিগুণান্বিত পুত্র হউক। তাঁহারা, তাহাই হইবে, বলিলে, সেই কন্যাই তৎক্ষণাৎ সুদ্যুম্ননামে বিখ্যাত পুত্ররূপে প্রাদুর্ভূত হইল। অনন্তর অরণ্যে মৃগয়া প্রসঙ্গে বিচরণসময়ে ঈশ্বরের কোপে পতিত হইয়া, সেই ধীমান্ মনুনন্দন পুনরায় পূর্ব্ববৎ স্ত্রীস্বরূপ লাভ এবং পুরূরবানামক তেজোবিশিষ্ট চক্রবর্ত্তী পুত্র প্রসব করিলেন। পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে, সুদ্যুম্ন অশ্বমেধনামক মহাযজ্ঞ করিয়া, পুনরায় পুরুষত্ব প্রাপ্ত ও রাজা হইলেন। সুদ্যুম্নের তিন পুত্র, উৎকল, বিনয় ও গয়। ইহাঁরা সকলেই সুদ্যুম্নের পুরুষ অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেন। সকলেই মহাবীর্য্য, যাগশীল এবং অতিমাত্র তেজস্বী। তাঁহার পুরুষ অবস্থায় সমুদ্ভূত উল্লিখিত তিন পুত্রই ধর্ম্মে নিরতচিত্ত ও মহীপতিপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তাঁহার স্ত্রী অবস্থায় পুরূরবা জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পৃথিবীর ভাগ প্রাপ্ত হন নাই। যেহেতু, তিনি বুধের পুত্র। বশিষ্ঠের বচনানুসারে তাঁহাকে প্রতিষ্ঠাননামক পুরোত্তম প্রদান করা হয়। তিনি সেই অতীব মনোহর পুরে রাজা হইলেন।

ইতি বংশানুক্রমনাম একাদশাধিকশততম অধ্যায়।

দ্বাদশাধিকশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মনুর পৃষধ্রনামে যে পুত্র ছিলেন, তিনি মৃগয়াপ্রসঙ্গে অরণ্যে গমন করিয়াছিলেন। সেই নির্জ্জন গহনে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোন মৃগ প্রাপ্ত হইলেন না। ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে, সূর্য্যকিরণে তাপিত এবং ক্ষুৎপিপাসাতাপে অভিভূতাঙ্গ হইয়া উঠিলেন। তদবস্থায় তিনি কোন অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণের মনোহর হোমধেনু দর্শন এবং তাহাকে গবয় মনে করিয়া, শরাঘাত করিলেন। হোমধেনু তদীয় শরাঘাতে বিদীর্ণ-হৃদয় হইয়া, ধরাতলে পতিত হইল। অগ্নিহোত্রীর তপোনিরত ব্রহ্মচারী পুত্র. পিতার হোমধেনুকে নিপাতিত দর্শন করিয়া, রাজাকে শাপ দিলেন। তাঁহার নাম বাভ্রব্য। ঐ গাভীর চারণার্থ পিতা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছিলেন। তাঁহার চিত্তবৃত্তি স্বভাবতই কোপ ও অমর্ষের পরাধীন। সুতরাং তিনি রুষ্ট হইয়া উঠিলেন। তন্নিবন্ধন বিগলিত স্বেদসলিলে তদীয় লোচনযুগল লোল ও আবিল ভাবাপন্ন হইল। রাজা পৃষধ্র মুনিপুত্রকে রোষাবিষ্ট দর্শন করিয়া, বলিতে লাগিলেন, প্রসন্ন হউন। শূদ্রের ন্যায়, কিজন্য রোষবশ হইতেছেন? আপনি যেমন বিশিষ্ট ব্রাহ্মণবংশে জন্মিয়াও, শূদ্রের ন্যায়, রোষ প্রকাশ করিতেছেন, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য কাহাকেই তেমন কখনও ঈদৃশ ক্রোধ আয়ত্ত করিতে পারে না।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, রাজা এইপ্রকার নির্ভর্ৎসনা করিলে, ঋষিকুমার তাঁহাকে শাপ দিয়া কহিলেন, তোমাকে শূদ্র হইতে হইবে। তুমি গুরুর প্রমুখাৎ যে বেদ অধ্যয়ন করিয়াছ, তাহা আর প্রস্ফুরিত হইবে না, ভুলিয়া যাইবে। যেহেতু তুমি আমার গুরুর এই হোমধেনুকে হিংসিত করিলে, সেইহেতু, তোমার ঐরূপ ঘটিবে। ঋষি এইরূপ শাপ দিলে, রাজা তদীয় শাপে পরিপীড়িত ও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং প্রতিশাপপ্রদানে সমুদ্যত হইয়া, পাণি দ্বারা জলগ্রহণ করিলেন। তখন ঋষিপুত্রও রাজার বিনাশার্থ রোষপরবশ হইলেন। ঐ সময়ে তদীয় পিতা ত্বরাযুক্ত আগমন করিয়া, তাঁহাকে প্রতিষেধ করত কহিলেন, বৎস! কোপ সর্ব্বপ্রকার উন্নতিরই পরম শত্রু। অতএব উহা একবারেই পরিহার কর। শমই দ্বিজাতিগণের ঐহিক ও পারলৌকিক ভদ্র সম্পাদন করিয়া থাকে। কোপ তপস্যার বিনাশ করে, কোপ আয়ুর ক্ষয় করে, কোপ জ্ঞানের হানি করে এবং কোপ অর্থ ভ্রংশ করিয়া থাকে। অধিক কি, ক্রোধশীল হইলে, অর্থলাভ হয় না এবং ক্রোধশীল হইলে, সুখের হেতুভূত কামলাভও হয় না। অতএব রাজা যদি বিশেষরূপে জানিয়াও, হোমধেনু বধ করিয়া থাকেন, তাহাহইলেও, আপনার হিত-বুদ্ধির বশম্বদ হইয়া, ইহাঁর প্রতি দয়া করা যুক্তিযুক্ত। আর, যদি না জানিয়াই, এই ধেনু বধ করিয়া থাকেন, তাহাহইলে, কিরূপে শাপযোগ্য হইতে পারেন? যেহেতু, ইহাঁর মনে পাপ নাই। আপনার হিতলাভের ইচ্ছা আছে, অথচ লোকদিগকে ব্যাহত করিয়া থাকে; এরূপ ব্যক্তির জ্ঞান প্রচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। দয়ালুদিগের কর্ত্তব্য, তাদৃশ লোককে দয়া করেন। আর, পণ্ডিতেরা যদি অজ্ঞানকৃত পাপের দণ্ড করেন, তাহাহইলে, আমার মতে সেরূপ পণ্ডিতগণ অপেক্ষা অপণ্ডিতগণ শতগুণে শ্রেষ্ঠ। অতএব বৎস! রাজাকে অদ্য শাপ দেওয়া তোমার উচিত হয় নাই। দেখ, এই ধেনু আপনার কর্ম্মবলেই কষ্টমৃত্যু লাভ করিয়া, পতিতা হইয়াছে।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, তখন পৃষধ্র মুনির পুত্রকে আনম্র কন্ধরে প্রণাম করিয়া, কহিলেন, প্রসন্ন হউন আমি একান্তই না জানিয়া, এই ধেনুকে বধ করিয়াছি। মুনি! আমি গবয় জ্ঞান করিয়াই, অজ্ঞানবশতঃ আপনার এই হোমধেনুকে বিনাশ করিয়াছি। অতএব আপনি প্রসন্ন হউন।

ঋষিপুত্র কহিলেন, মহারাজ! আমি আজন্ম কখন মিথ্যা কথা বলি নাই। মহাভাগ!

অদ্য আমার ক্রোধ কখনই অন্যথা হইবে না। সুতরাং রাজন্! আমি এই শাপের অন্যথাকরণে সমর্থ হইব না। তবে, আমি তোমাকে যে দ্বিতীয় শাপ দানে উদ্যত হইয়াছিলাম, তাহা প্রতিসংহার করিলাম। তিনি এইপ্রকার কহিলে, পিতা সেই বালক পুত্রকে সমভিব্যাহারে লইয়া, স্বকীয় আশ্রমে গমন করিলেন। রাজা পৃষধ্রও শূদ্র হইলেন।

ইতি পৃষধ্রের শূদ্রত্বাপ্রাপ্তি নাম দ্বাদশাধিকশততম অধ্যায়।

ত্রয়োদশাধিকশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, করূষের সাতশত পুত্র। তাহারা কারূষ নামে বিখ্যাত। তাহারা সকলেই শূর ও সকলেই বীর। তাহাদের হইতে অন্যান্য সহস্র সহস্র পুত্রপৌত্রাদির জন্ম হয়। দিষ্টের পুত্র নাভাগ। তিনি প্রথম-যৌবনে পদার্পণ করিয়া, অতীব-সুমনোহরা বৈশ্যতনয়াকে দর্শন করিলেন। তাহাকে দেখিবামাত্র তদীয় মন মদনশরে আক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। তখন তিনি দীর্ঘনিশ্বাস-মাত্র-পরায়ণ হইলেন। অনন্তর তিনি সেই কন্যার পিতার নিকট গমন করিয়া, তাহাকে প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার মনোবৃত্তি অনঙ্গের পরাধীন হইয়াছিল। ঐ কন্যার পিতা নাভাগের পিতাকে ভয় করিতেন। তজ্জন্য কৃতাঞ্জলিপুট নাভাগকে বিনয়াবনত বচনে কহিলেন, আপনারা রাজা; আমরা ভৃত্য। বিশেষতঃ, আপনারা বরদাতা। অতএব আমরা কখনই আপনাদের সমকক্ষ নহি। তবে আপনি কিরূপে আমাদের সহিত সম্বন্ধবন্ধনে অভিলাষী হইয়াছেন?

রাজপুত্র কহিলেন, কাম ও মোহাদি দ্বারাই মানব-দেহের সাম্য বিহিত হইয়া থাকে। কালসহকারে মানুষের শরীরে সেই কাম মোহাদির যোজনা হয় এবং তদ্দ্বারা তাহার উপকারও হইয়া থাকে। পরস্পর ভিন্ন জাতি হইলেও, সাধুগণের মধ্যে পরস্পর উপজীব্যতা দেখিতে পাওয়া যায়। কালসহকারে অযোগ্য বস্তুরও যোগ্যতা উপপন্ন হয়। আবার যোগ্য বস্তুও অযোগ্যতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এইরূপে যোগ্যতা একমাত্র কালেরই আয়ত্ত। ইত্যাদি কারণেই আপনার এই তনয়া আমার অভিমতা হইয়াছেন। অতএব আমাকে সম্প্রদান করুন। সম্প্রদান না করিলে, দেখিবেন, আমার দেহের পতন হইয়াছে।

বৈশ্য কহিলেন, আমরা উভয়েই সমানরূপ পরাধীন। অতএব আপনি স্বকীয় পিতার অনুমতি লইয়া, ইহাকে গ্রহণ করুন; আমি দান করিতেছি।

রাজপুত্র কহিলেন, সত্য বটে; যাহাদের মাথার উপর গুরু আছে, তাহাদের কর্ত্তব্য, সর্ব্বকার্য্যেই তাঁহাদের অনুমতি গ্রহণ করিবে। কিন্তু ঈদৃশ অকার্য্য সকলে কখন তাঁহাদের আদেশ লওয়া যাইতে পারে না। দেখুন, কাম-কথার আলাপন এবং গুরুগণের শ্রবণ, এই উভয়ে বহুল অন্তর; সুতরাং ঈদৃশ মন্মথবিষয় তাঁহাদের কর্ণগোচর করা সর্ব্বথা যুক্তিবিরুদ্ধ। তবে, অন্যান্য বিষয় তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা মনুষ্যমাত্রেরই কর্ত্তব্য বটে।

বৈশ্য কহিল, আচ্ছা, স্বীকার করিলাম, গুরুকে জিজ্ঞাসা করিতে গেলে, আপনার পক্ষে ইহা অরালাপ হইবে। কিন্তু আমার পক্ষে ইহা ঐরূপ কামকথা হইবে না। অতএব আমিই জিজ্ঞাসা করিব।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, এইরূপ অভিহিত হইলে, রাজপুত্র মৌনী হইয়া রহিলেন। তখন বৈশ্য রাজপুত্রের পিতাকে তাঁহার অভিপ্রেত বিষয় যথাযথ নিবেদন করিলেন। অনন্তর রাজা আপনার পুত্রকে আনয়ন করিয়া, ঋচীকপ্রমুখ দ্বিজোত্তম ও অন্যান্য ব্রাহ্মণদিগকে বৈশ্যের কথিত বিষয়

নিবেদন করিয়া, কহিতে লাগিলেন, হে দ্বিজসত্তমগণ! আমি এইরূপ অবস্থায় উপনীত হইয়াছি। অতএব যাহা কর্তব্য, তদনুরূপ আদেশ করিতে আজ্ঞা হউক।

ঋষিগণ কহিলেন, রাজপুত্র! আপনার যদি এই বৈশ্যকন্যাতে অনুরাগ হইয়া থাকে, তাহাই ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইবে। কিন্তু তাহা ন্যায়ানুসারে হওয়া আবশ্যক; তোমাকে প্রথমে মূর্দ্ধাভিষিক্ত রাজার কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে হইবে। পরে এই বৈশ্যকন্যা তোমার ভার্য্যা হইবেন। এবংবিধ বিধানে ইঁহাকে উপভোগ করিলে, কোন দোষ হইবে না। আপনি যদি এই বালিকাকে হরণ করেন, তাহাহইলে, আপনার উৎকৃষ্ট জাতি ভ্রষ্ট হইবে।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, সেই সকল মহাত্মা এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিলে রাজকুমার তাহা গ্রাহ্য না করিয়াই, তৎক্ষণে তথা হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং সেই কন্যাকে গ্রহণ ও আয়ুধ উদ্যত করিয়া, কহিতে লাগিলেন, আমি রাক্ষস বিবাহের অনুসরণপ্রসঙ্গে এই বৈশ্যকন্যাকে হরণ করিলাম। যাহার সামর্থ্য আছে, সে আসিয়া, ইহাকে মোচন করুক। তখন বৈশ্য কন্যাকে গ্রহণ করিতে দেখিয়া, সত্বরে রাজপুত্রের পিতাকে গিয়া, ত্রাণ করুন, বলিয়া শরণগ্রহণ করিলেন। রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া, আপনার সুবিপুল বাহিনীকে আদেশ করিলেন, তোমরা এই ধর্ম্মদূষক দুষ্ট নাভাগকে বধ কর, বধ কর। তখন সৈন্য সকল রাজপুত্রের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। রাজপুত্র শিক্ষিতাস্ত্র ছিলেন। শস্ত্রাঘাতে তাহাদের অধিকাংশকেই নিপাতিত করিলেন। ভূপতি, স্বীয় পুত্রকর্ত্তৃক সৈন্য সকল নিহত হইয়াছে, শ্রবণ করিয়া, স্বকীয় সৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া, স্বয়ং যুদ্ধ করিবার জন্য গমন করিলেন। তখন পিতাপুত্রে যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, পুত্র পিতাকে শস্ত্র ও অস্ত্র দ্বারা অতিক্রম করিলেন।

ঐ সময়ে অন্তরীক্ষ হইতে পরিব্রাট মুনি সহসা আগমন করিয়া, রাজাকে কহিলেন, যুদ্ধ হইতে বিরত হউন। মহাভাগ! আপনার মহাত্মা পুত্রের ধর্ম্ম নষ্ট হইয়াছে। আপনারও বৈশ্যের সহিত যুদ্ধ করা ধর্ম্মসঙ্গত হইতেছে না। ব্রাহ্মণ প্রথমে ব্রাহ্মণীর পাণিগ্রহণ করিয়া, পরে সমুদায় বর্ণে দারপরিগ্রহ করিলে, কখন তাঁহার ব্রাহ্মণ্যের হানি হইতে পারে না। সেইরূপ, ক্ষত্রিয় প্রথমে ক্ষত্রিয়সুতার পাণিপীড়ন করিয়া, পরে অন্যান্য বর্ণে মিলিত হইলে, স্বধর্ম্ম হইতে পরিচ্যুত হন না। বৈশ্যও প্রথমে বৈশ্যকে গ্রহণ করিয়া, পশ্চাৎ শূদ্রকুলোদ্ভবা কন্যার পাণিপীড়ন করিলে, বৈশ্যকুল হইতে বহিষ্কৃত হয় না। ইহাই ক্রমানুসারী ব্যবস্থা। নৃপ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ইহারা সবর্ণার পাণিসংগ্রহ না করিয়া, অন্যতরার পাণিপীড়ন করিলেই, পতিত হইয়া থাকে। ফলতঃ, লোকে বর্ণসংযোগ না করিয়া, যে যে হীনা রমণীর পাণিগ্রহণ করে, কখনই তদ্বস্তভাগী হইতে পারে না। আপনার এই মন্দমতি পুত্র এই কারণে বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু আপনি ক্ষত্রিয়। আপনার সহিত যুদ্ধে আর ইহার অধিকার নাই। নৃপনন্দন! যে কারণে এইরূপ যুদ্ধ হইতে পারে, আমাদের তাহা বিদিতই হইতেছে না। অতএব রণকর্ম্ম হইতে বিরত হও।

ইতি নাভাগচরিত নাম ত্রয়োদশাধিকশততম অধ্যায়।

চতুর্দ্দশাধিকশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, তখন রাজা পুত্রের সহিত যুদ্ধে নিবৃত্ত হইলেন। তাঁহার পুত্র নাভাগ বৈশ্যতনয়ার পাণিগ্রহণ করিলেন। অনন্তর তিনি বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়া, রাজার গোচরে আগমনপূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আমাকে যাহা করিতে হইবে, আদেশ করুন।

রাজা কহিলেন, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি তপস্বিগণ ধর্মাধিকরণে নিযুক্ত আছেন। কি কর্ম করিলে, ইহার ধর্মলাভ হইতে পারেন, সকলে বলুন। তুমিও তদনুরূপ অনুষ্ঠান কর।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, অনন্তর মুনিগণ ও সভাসদ্‌বর্গ সকলেই কহিলেন, পাশুপাল্য, কৃষি ও বাণিজ্যই ইহাঁর পরম ধর্ম। রাজনন্দন নিজ ধর্ম হইতে পরিচ্যুত হইয়াছিলেন। সুতরাং উল্লিখিত ধর্মবাদিগণের আদেশানুরূপ ধর্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার ঔরসে ভনন্দন নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিলেন। জননী তাঁহাকে আদেশ করিলেন, বৎস! তুমি গোপাল অর্থাৎ পৃথিবীপাল হও। তিনি জননী কর্তৃক এইরূপে নিযুক্ত হইয়া, তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া, হিমালয়পর্বতনিবাসী রাজর্ষি নৃপের নিকটে সমাগত হইলেন এবং যথাবিধি তদীয় পদদ্বয় বন্দনা ও তাঁহারে প্রণাম করিয়া, কহিতে লাগিলেন, ভগবন্! জননী আমাকে আজ্ঞা করিয়াছেন, তুমি গোপাল হও। সুতরাং আমাকে পৃথিবী পালন করিতে হইবে। কিন্তু, কিরূপে সেই পৃথিবীর সম্মতি পাওয়া যাইতে পারে? পৃথিবী স্বীকার করিলেই, আমি তাহাঁকে পালন করিব। আমার সেই পৃথিবী বলবান্ দায়াদগণ আক্রমণ করিয়াছে। উহা এখন তাহাদেরই করগত। আমি আপনার একান্ত ভক্ত ও অনুগত। অতএব আপনার প্রসাদাৎ যাহাতে সেই পৃথিবী প্রাপ্ত হইতে পারি, তদনুরূপ আদেশ করুন; আমি তাহা করিব।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, ব্রহ্মন্! তখন রাজর্ষি নীপ মহাত্মা ভনন্দনকে যাবতীয় অস্ত্রগ্রাম নিরবশেষে প্রদান করিলেন। ভনন্দন অস্ত্রবিদ্যা প্রাপ্ত হইয়া, মহাত্মা নীপের আদেশানুসারে বসুরাত প্রভৃতি পিতৃব্যপুত্রগণের সকাশে সমাগত হইলেন এবং পিতৃপৈতামহোচিত রাজ্যার্দ্ধ যাচ্ঞা করিলেন। তাহাঁরা কহিলেন, তুমি বৈশ্যের পুত্র। কিরূপে মেদিনী ভোগ করিবে? ভনন্দন আত্মবংশসমুদ্ভূত সেই বসুরাতাদির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহাঁরা ক্রুদ্ধ হইয়া, কৃতাস্ত্র ভনন্দনের উপরি অস্ত্র সকল বর্ষণ করিতে লাগিলেন তিনি তাঁহাদের সৈন্যদিগকে অস্ত্রপ্রহারে ক্ষতবিক্ষত ও ধর্মযুদ্ধে তাঁহাদের সকলকেই পরাজিত করিয়া, পৃথিবী আত্মসাৎ করিলেন। অনন্তর তিনি শত্রু জয় করিয়া, সমুদয় পৃথিবী ও রাজ্য পিতাকে নিবেদন করিলে, তাঁহার পিতা গ্রহণ করিলেন না। ভার্য্যার সম্মুখে পুত্রকে বলিতে লাগিলেন. ভনন্দন! তোমার পূর্ব্বপুরুষগণ এই রাজ্য করিয়া গিয়াছেন। ইহা এক্ষণে তোমার। তুমিই ইহা পালন কর। আমি পূর্ব্বে রাজ্য করি নাই। অসামর্থ্য উহার কারণ নহে। আমি বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি। পিতাও আমাকে রাজ্যপালনে আদেশ করেন নাই। সেই কারণেই রাজা হই নাই। আমি বৈশ্যকন্যা পরিগ্রহ করিয়া. পিতার অপ্রীতিভাজন হইয়াছিলাম। একেত, রাজা সহজেই যাবৎ-প্রলয় পুণ্যলোকভোগে সমর্থ হন না। তাহার উপর যদি আমি পিতার আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করিয়া, পুনরায় পৃথিবী পালন করি, তাহা হইলে, শত শত কল্পেও নিশ্চয়ই আমার মোক্ষলাভ হইবে না। বিশেষতঃ, আমি মানী। তোমার বাহুনির্জ্জিত রাজ্য ভোগ করা আমার যুক্তিযুক্ত নহে। ইহার উপর আমি আবার নিশ্চেষ্ট ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছি। অতএব তুমিই রাজ্য কর, অথবা জ্ঞাতিদিগকে প্রত্যর্পণ কর। আমি তোমার পিতা। আমার আজ্ঞা পালন করা যেমন প্রশস্ত, পৃথিবী পালন করা সেরূপ নহে।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন. এই কথায় তদীয় ভার্য্যা ভাবিনী সুপ্রভা উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া, তাহাঁকে প্রত্যুত্তর করিলেন, নৃপ! তুমি এই সুসমৃদ্ধ রাজ্য গ্রহণ কর। কেননা, তুমি বৈশ্য নহ; আমিও বৈশ্যকুলে জন্মগ্রহণ করি নাই। তুমি ক্ষত্রিয়, আমিও সেইরূপ ক্ষত্রিয়বংশে সমুদ্ভূতা হইয়াছি। পূর্ব্বে সুদেব নামে বিখ্যাত এক রাজা ছিলেন। ধূম্রাশ্বের পুত্র নল তাহাঁর সখা হইয়াছিলেন। রাজপুত্র মধুমাস সমাগত হইলে, রাজা সুদেব পত্নীগণের সহিত বিহারবাসনায় সখার সমভিব্যাহারে আম্রকাননে গমন করিলেন। তথায় তিনি উল্লিখিত পত্নীগণের ও সখার সহিত সম্মিলিত হইয়া, অনেকবিধ পান ভোজন সমাধানান্তে পুষ্করিণীর তীরে বিচরণ

করিতে করিতে, চ্যবনপুত্র প্রমতির পরমমনোহারিণী পার্থিবনন্দিনী সহধর্ম্মিণীকে অবলোকন করিলেন। তদীয় সখা দুর্ম্মতি নল রাজার সমক্ষেই তাঁহাকে গ্রহণ করিল। ভাবিনী বারম্বার কহিতে লাগিল, আমাকে রক্ষা করুন, রক্ষা করুন। তাহাঁর এই চীৎকারশব্দ শ্রবণ করিয়াই, তদীয় পতি প্রমতি, এ কি, বলিতে বলিতে, দ্রুতপদসঞ্চারে আগমন ও অবলোকন করিলেন, রাজা সুদেব তথায় রহিয়াছেন এবং অতীব-দুরাত্মা নল তদীয় পত্নীকে গ্রহণ করিয়াছে। তদ্দর্শনে প্রমতি রাজাকে কহিলেন, আপনি ইহাকে নিবৃত্ত করুন। দেখুন, আপনি রাজা ও শাসনকর্ত্তা। এই নল আপনার সমক্ষে ঈদৃশ বিগর্হিত অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, প্রমতি অতিমাত্র ব্যাকুল হইয়াছিলেন। রাজা তাঁহার কথা শুনিয়া, নলের প্রতি গৌরববশতঃ কহিলেন, আমি বৈশ্য। ক্ষত্রিয় নহি। অতএব আপনি ভার্য্যার পরিত্রাণার্থ অন্য ক্ষত্রিয়ের নিকট গমন করুন। রাজা আপনাকে বৈশ্য বলিয়া, পরিচয় দিলে, প্রমতি ক্রুদ্ধ হইয়া, তেজ দ্বারা যেন নিঃশেষে দগ্ধ করিয়া, প্রত্যুত্তর করিলেন, আপনি বৈশ্যই বটেন। কেননা, ক্ষত হইতে রক্ষা করিলেই, ক্ষত্রিয় হয়। পাছে কেহ ব্যাকুল হইয়া চীৎকার করে, এইজন্যই ক্ষত্রিয়েরা শস্ত্র ধারণ করিয়া থাকে। তোমার তাহা নাই। সুতরাং, তুমি ক্ষত্রিয় নহ। তুমি দুরাত্মার বৈশ্যই হইবে।

ইতি প্রমতিশাপ নাম চতুর্দ্দশাধিকশততম অধ্যায়।

পঞ্চদশাধিকশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, দ্বিজ! ভৃগুবংশীয় প্রমতি ক্রোধভরে রাজারে এইরূপ শাপ দিয়া, পুনরায় ক্রোধানলে ত্রৈলোক্য যেন দগ্ধ করিয়া, নলকে কহিলেন, যেহেতু, তুমি মদোন্মত্ত হইয়া, আমার এই আশ্রমে মদীয় ভার্য্যাকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিলে, সেই হেতু অচিরাৎ ভস্মীভূত হও। এই প্রকার বাক্য প্রয়োগমাত্রেই তৎক্ষণে নলের শরীর হইতে হুতাশন প্রাদুর্ভূত হইয়া, তাহাকে ভস্মপুঞ্জে পরিণত করিল।

রাজা সুদেব মহর্ষির এবম্বিধ প্রভাব দর্শনে মদহীন হইয়া, প্রণামনম্রতাপুরঃসর কহিতে লাগিলেন, ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন। ভগবন্! আমি সুরাপানমদে আকুল হইয়াছিলাম। অতএব আমাকে যাহা বলিয়াছেন, তাহা ক্ষমা করুন; প্রসন্ন হউন। এই শাপ প্রতিসংহার করুন।

রাজা এই প্রকারে প্রণয় করিলে এবং নল দগ্ধ হইলে, ভৃগুবংশীয় প্রমতি কোপহীন হইয়া, শুদ্ধ চিত্তে কহিলেন, আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা কখনই মিথ্যা হইবে না। তবে, যখন প্রসন্ন হইয়াছি, তখন বিশেষ অনুগ্রহ করিব। তোমাকে বৈশ্যজাতীয় হইতে হইবে, ইহাতে সংশয় নাই। কিন্তু তুমি সেই জন্মেই আশু পুনরায় ক্ষত্রিয় হইবে। যে সময়ে কোন ক্ষত্রিয় বলপূর্ব্বক তোমার কন্যাকে গ্রহণ করিবে, তৎকালে তুমি ক্ষত্রিয় হইবে। রাজন্! আমার পিতা সুদেব এইরূপে বৈশ্য হইয়াছিলেন। মহাভাগ! এক্ষণে আমি কে, তাহাও সবিশেষ বলিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে গন্ধমাদনে সুরথ নামে রাজর্ষি ছিলেন। তিনি অরণ্য আশ্রয়পূর্ব্বক আহার সংযম ও আসক্তি ত্যাগ করিয়া, তপস্বী হইয়াছিলেন। তথায় শ্যেনমুখভ্রষ্ট কোন শারিকাকে দর্শন করিয়া, সেই মহাত্মার অন্তরে যেমন করুণার সঞ্চার হইল, তেমনি মূর্চ্ছা আসিয়া, তাঁহাকে আক্রমণ করিল। অনন্তর মূর্চ্ছার অবসানে আমি তাঁহার শরীর হইতে সমুৎপন্ন হইলাম। তদ্দর্শনে অন্তঃকরণে স্নেহের

সঞ্চার হওয়াতে, তিনি আমারে গ্রহণ করিলেন। অনন্তর তিনি কহিলেন, যেহেতু, আমি কৃপাভিভূত হওয়াতে, আমার এই আত্মজা জন্মগ্রহণ করিলেন, সেইহেতু, ইহাঁর নাম কৃপাবতী হইবে।

অনন্তর আমি তাহাঁর আশ্রমে দিন দিন বর্দ্ধমানা হইতে লাগিলাম এবং অনুরূপা সখীগণের সমভিব্যাহারে বনে বনে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলাম। অগস্ত্যের ভ্রাতা সাক্ষাৎ অগস্ত্যের ন্যায় বিখ্যাত। তিনি বনমধ্যে বহু ফলমূলাদি সংগ্রহ করিতেছিলেন। সখীগণ তাহাঁর রোষ উৎপাদন করিলে, তিনি আমারে শাপ দিয়া কহিলেন, যেহেতু, তুমি আমারে বৈশ্য বলিলে, সেইহেতু, তোম[illegible]শাপ দিতেছি, তুমি বৈশ্যজা হইবে। তিনি শাপ দিলে, আমি কহিলাম দ্বিজসত্তম! আমি আপনার নিকট অপরাধিনী হই নাই। অপরের অপরাধে কিজন্য আমাকে শাপ দিলেন?

ঋষি কহিলেন, দুষ্টের সংসর্গে থাকিলে, অদুষ্টকেও দুষ্ট হইতে হয়। দেখ, বিন্দুমাত্র সুরা-নিপতিত হইলে, পঞ্চগব্যঘটীও দূষিত হইয়া থাকে। তবে তুমি আমাকে, নিজে নিরপরাধিনী বলিয়া, প্রণিপাতপূর্ব্বক প্রসন্ন করিয়াছ, সেইহেতু, তোমাকে যে অনুগ্রহ করিতেছি, শ্রবণ কর। বৈশ্যযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া, তুমি যখন পুত্রকে রাজ্যপালনার্থ প্রেরণ করিবে, সেই সময়ে জাতিস্মরা হইবে এবং পুনরায় স্বামীর সহিত ক্ষত্রজাতি প্রাপ্ত হইয়া, দিব্য ভোগ সকল লাভ করিবে। অতএব গমন কর; তোমার আর কোন ভয় নাই। রাজেন্দ্র! পূর্ব্বে সেই মহর্ষি আমাকে এইরূপে অভিশাপ দিয়াছিলেন। আমার পিতাও পূর্ব্বে প্রমতিকর্ত্তৃক সেইরূপে অভিশপ্ত হন। অতএব, রাজন্! তুমি বৈশ্য নহ। তোমার পিতাও বৈশ্য নহেন। সুতরাং আমি ও আপনি, আমরা কেহই দোষগ্রস্ত নহি। অতএব আপনি আমার সংসর্গে কিরূপে পতিত হইবেন?

ইতি নাভাগচরিত নাম পঞ্চদশাধিকশততম অধ্যায়।

ষোড়শাধিকশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, রাজা পত্নী ও পুত্র উভয়ের এই কথা শ্রবণ করিয়া, পুনরায় তাঁহাদের দুই জনকেই বলিতে লাগিলেন, আমি পিতার আদেশক্রমে যে রাজ্য ত্যাগ করিয়াছি, পুনরায় তাহা গ্রহণ করিব না। অতএব বৃথা কথায় প্রয়োজন নাই; তুমিও আর আমাকে কিজন্য আকর্ষণ করিতেছ? আমি এই বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছি, তোমাকে কর প্রদান করিব। তুমি ইচ্ছানুসারে এই অশেষ রাজ্য ভোগ কর, না হয়, ছাড়িয়া দাও।

রাজনন্দন তনন্দন পিতাকর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া, দারপরিগ্রহপুরঃসর ধর্ম্মানুসারে রাজ্য-শাসনে প্রবৃত্ত হইলেন। দ্বিজ! তাহাঁর চক্র সমুদায় পৃথিবীতে অব্যাহত হইয়া উঠিল। ভূপগণ সকলেই তাহাঁর বশ্যতা স্বীকার করিলেন। কাহারই আর অধর্ম্মে মন রহিল না। তিনি বিধিবৎ যজ্ঞ করিলেন; সম্যক্‌রূপে পৃথিবীপালন করিতে লাগিলেন। তিনিই পৃথিবীর একমাত্র ভর্ত্তা হইলেন। তাঁহার শাসন সমুদায় মেদিনীতে ব্যাপ্ত হইয়া উঠিল।

তাঁহার এক পুত্র জন্মিল। তাঁহার নাম বৎসশ্রী। সেই মহাত্মা গুণসমূহে পিতাকেও অতিক্রম করিলেন। বিদূরথনন্দিনী সৌনন্দা তাঁহার সহধর্ম্মিণী হইলেন। তিনি যেমন মহাভাগা; সেইরূপ পতিব্রতা। বৎসশ্রী পূর্ব্বকালে ইন্দ্রের শত্রু দৈত্যরাজ কুজৃম্ভকে বধ করিয়া, স্বকীয় বীর্য্যে তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

ক্রৌষ্টুকি কহিলেন, ভগবন্! বৎসশ্রী কিরূপে কুজৃম্ভকে নিধন করিয়া, ঐ পত্নীকে প্রাপ্ত হন, প্রসন্নচিত্তে সেই আখ্যান কীর্ত্তন করুন।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, বিদূরথনামে পৃথিবীতে খ্যাতকীর্ত্তি এক রাজা ছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করে; সুনীতি ও সুমতি। একদা সেই বিদূরথ অরণ্যে মৃগয়া করিতে গিয়া, পৃথিবীর মুখের ন্যায়, উদগত সুবিশাল গর্ত্ত দর্শন করিলেন। তদ্দর্শনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, ইহা কি? বোধ হয়, এই অতীব ভয়ঙ্কর গর্ত্ত পাতালবিবর হইবে। এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে সেই বিজন বনে অবলোকন করিলেন, সুব্রতনামে তপস্বী ব্রাহ্মণ উপাগত হইলেন। রাজা তাঁহাকে সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কি? এই অতিগভীর গর্ত্তে অবনির অন্তর্গত উদর দেখা যাইতেছে।

ঋষি কহিলেন, মহীপাল! মহীতলে যাহা কিছু আছে, রাজার কর্ত্তব্য, তৎসমস্ত বিদিত হয়েন। অতএব, ইহা কি, আপনি জানিতেছেন না? রসাতলে অতীবপ্রচণ্ডপ্রকৃতি, নিরতিশয়-মহাবীর্য্য দানব বাস করে। সে পৃথিবীকে জৃম্ভিত করিয়া থাকে। এইজন্য তাহার নাম কুজৃম্ভ। নরপতে! এই পৃথিবীতে অথবা স্বর্গে যে কিছু হইয়াছে, সমুদায়ই তাহার কার্য্য। অতএব আপনি তাহাকে জানেন না কিরূপে? পূর্ব্বে বিশ্বকর্ম্মা সুনন্দ নামে যে মুষল নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, ঐ দুরাত্মা তাহা হরণ করিয়াছে। তাহা দ্বারা সে রণে শত্রুদিগকে বধ করিয়া থাকে। সে পাতালমধ্যে থাকিয়া, ঐ মুষল দ্বারা পৃথিবীকে বিদারিত করে এবং তাহাতেই সমুদায় অসুরের দ্বার করিয়া দেয়। সে এখানে এই বসুধাকে সুনন্দনামক মুষলায়ুধে এইরূপে বিদারিত করিয়াছে। আপনি সেই অসুরকে জয় না করিয়া, কিরূপে এই পৃথিবী ভোগ করিবেন? ঐ মুষলই তাহার আয়ুধ। সে যেমন বলবান্, সেইরূপ উগ্রপ্রকৃতি। সে যজ্ঞ সকল ধ্বংস করে, দেবতাদিগকে নিপীড়িত করে এবং অসুরদিগকে আপ্যায়িত করিয়া থাকে। যদি আপনি পাতালান্তর-বিহারী সেই শত্রুকে বধ করিতে পারেন তাহাহইলেই, আপনি সমস্ত বসুধার পতি এবং তাহাহইলেই, আপনি পরমেশ্বর, জানিব। তাহার মুষলকে লোকে সৌনন্দ বলিয়া থাকে। কোন কোন বিচক্ষণ ব্যক্তি তাহাকে বলাবল নামেও নির্দ্দেশ করেন। নৃপ! স্ত্রীলোকের সংস্পর্শমাত্রেই সেইদিন ঐ মুষল নির্ব্বীর্য্য হইয়া যায়। কিন্তু দ্বিতীয় দিনে আবার বীর্য্যবিশিষ্ট হইয়া থাকে। তাহার মুষলের যে এইপ্রকার প্রভাব এবং স্ত্রীলোকের করাগ্রসংস্পর্শেই যে ঐ মুষলের বীর্য্যবিনাশ হইয়া থাকে, ঐ দুরাচার তাহা অবগত নহে। ভূপ! দুরাত্মা দানবের ও তদীয় মুষলের এবম্বিধ বল, আপনার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে যথাবিহিত অনুষ্ঠান করুন। পৃথিবীপতে! আপনার পুরসান্নিধ্যেই সে এই গর্ত্ত করিয়াছে। তবে, আপনি কিরূপে নিশ্চিন্ত রহিয়াছেন? এই বলিয়া তিনি প্রস্থান করিলে, রাজা স্বপুরে গমন করিয়া, মন্ত্রবিৎ মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। মুষলের প্রভাব এবং সেই প্রভাবের যেরূপে হানি হইয়া থাকে, তাহা যেমন শুনিয়াছিলেন, তৎসমস্ত তাঁহাদিগকে কহিলেন। তিনি মন্ত্রিগণের সহিত এই যে মন্ত্রণা করিতেছিলেন, তদীয় কন্যা মুদাবতী পার্শ্বে থাকিয়া, তাহা শুনিলেন। অনন্তর কতিপয় দিন অতীত হইলে, যৌবনশালিনী মুদাবতী সখিগণে পরিবৃতা হইয়া, উপবনে গমন করিলেন। ঐ সময়ে কুজৃম্ভ তাঁহাকে হরণ করিল। রাজা শুনিয়া, ক্রোধ-পর্য্যাকুলিত লোচনে পুত্রদ্বয়কে কহিলেন, তোমরা শীঘ্র গমন কর। নির্ব্বিন্ধ্যা নদীর তটদেশে যে গর্ত্ত আছে, তদ্দ্বারা গমন করিয়া, যে দুর্ম্মতি মুদাবতীকে হরণ করিয়াছে, তাহাকে বধ কর। সেই রাজপুত্রেরা বলবিষয়ে সবিশেষ পারদর্শী ছিলেন।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, অনন্তর তাঁহারা দুইজনে সেই গর্ত্ত প্রাপ্ত হইয়া, তাহার পদানুসরণ ক্রমে পাতালে গমন ও অতীব রোষভরে সসৈন্য সমভিব্যাহারে কুজৃম্ভের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা নিরবচ্ছিন্ন রাশি রাশি পরিঘ, নিস্ত্রিংশ, শক্তি, শূল, পরশ্বধ ও শরপরম্পরা প্রয়োগ

সহকারে স্বশাসন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর মায়াবলশালী কুজৃম্ভ সমুদায় সৈন্য সংহারপূর্ব্বক রাজপুত্রদ্বয়কে যুদ্ধে বন্দী করিল। মুনিসত্তম ! পুত্রেরা বদ্ধ হইলে, রাজা শ্রবণ করিয়া, অতিমাত্র ব্যাকুল হইয়া, সমুদায় সৈনিকদিগকে কহিলেন, যে ব্যক্তি দৈত্যকে বিনষ্ট করিয়া, আমার দুই পুত্রকে উদ্ধার করিবে, আমি তাহাকে আমার সেই আয়তলোচনা কন্যা সম্প্রদান করিব। মুনে ! রাজা পুত্র ও কন্যার মুক্তিকরণে নিরাশ হইয়া, তৎকালে স্বকীয় পুরে এইপ্রকার ঘোষণা করিয়াদিলেন। জনন্দনের পুত্র বৎসপ্রী এই ঘোষণা শ্রবণ করিলেন। তিনি শিক্ষিতাস্ত্র, বলবান্ ও শৌর্য্যসংপন্ন। পিতার অনুত্তম সখা সেই পার্থিবসত্তমের সকাশে সমাগত ও বিনয়াবনত হইয়া, অভিবাদনপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, আমাকেই সত্বর আজ্ঞা করুন। আমি আপনারই তেজঃপ্রভাবে আশু দৈত্যকে নিহত করিয়া, আপনার তনয় তনয়ার উদ্ধার করিব।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, রাজা প্রিয়সখার পুত্র জনন্দনকে আহ্লাদভরে আলিঙ্গন করিয়া, কহিলেন, বৎস ! গমন কর, তোমার সিদ্ধিলাভ হউক। যদি এইরূপ করিতে পার, তাহাহইলে, প্রকৃত মিত্রপুত্রেরই কার্য্য করিবে। বৎস ! যদি তোমার মন উৎসাহী হইয়া থাকে, সত্বর এইরূপ বিধান কর।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, তখন বীর জনন্দন খড়্গ ও ধনু ধারণ এবং গোধাঙ্গুলিত্রাণ বন্ধন করিয়া, সত্বরে উল্লিখিত গর্ত্তযোগে পাতালে গমনপূর্ব্বক অতীব প্রচণ্ড ধনুষ্টঙ্কার করিলেন। সেই টঙ্কারশব্দে সমস্ত পাতালরন্ধ্র পরিপূরিত হইয়া গেল। দানবেশ্বর কুজৃম্ভ সেই শব্দ শুনিয়া, স্বসৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া, অতীব কোপভরে আগমন করিল। তাহার যেমন বল ও সমভিব্যাহারে সৈন্য ছিল; রাজনন্দনেরও তদ্রূপ ছিল। উভয়ে যুদ্ধ উপস্থিত হইল। তিন দিন তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়া, অসুর রোষাবিষ্ট চিত্তে মুষল আনিবার জন্য গমন করিল। মহাভাগ ! প্রজাপতির বিনির্ম্মিত ঐ মুষল অন্তঃপুরে স্থাপিত আছে। গন্ধ, মাল্য ও ধূপ প্রদানপূর্ব্বক তাহার পূজা করা হইয়া থাকে। মুদাবতী মুষলের প্রভাব জানিতেন। সেইজন্য তিনি গ্রীবা অবনত করিয়া, ঐ মুষলশ্রেষ্ঠকে স্পর্শ করিলেন। মহাসুর কুজৃম্ভ পুনরায় যাবৎ মুষল গ্রহণ করিল, তাবৎ তিনিও ছদ্মনাচ্ছলে অনেকবার উহাকে স্পর্শ করিলেন। অনন্তর অসুরপতি সেই মুষল লইয়া, যুদ্ধ করিতে লাগিল। কিন্তু সেই সকল শত্রুতে তাহার মুষলপাত ব্যর্থ হইয়া গেল। সে বারম্বার মুষলের আঘাত করিলেও, কোনরূপ ফলই হইল না। মুনে ! তাহার সেই পরমাস্ত্র সৌনন্দনামক মুষল নির্বীর্য্য হইলে, সে অন্যান্য রাশি রাশি অস্ত্র শস্ত্র দ্বারা শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। কিন্তু সে শস্ত্রাস্ত্রে রাজপুত্রের সমকক্ষ হইল না। মুষলই তাহার বল ছিল। কিন্তু তাহা বুদ্ধিবলে ব্যর্থ করা হইয়াছে।

অনন্তর রাজকুমার অসুরের অস্ত্র শস্ত্র সকল পরাহত করিয়া, তাহাকে তৎক্ষণে রথহীন করিলেন। তখন সে পুনরায় খড়্গ চর্ম্ম গ্রহণ করিয়া, অভিধাবিত হইল। সেই ইন্দ্রশত্রু কুজৃম্ভ অতিমাত্র-পরাক্রম-প্রকাশপুরঃসর সবেগে ও সকোপে আপতিত হইলে, রাজকুমার কালানল-সমপ্রভ অনলাস্ত্রে তাহাকে সংহার করিলেন। পাবকাস্ত্রে বক্ষ বিদীর্ণ হওয়াতে, সে আত্মদেহ বিসর্জ্জন করিল। তৎক্ষণে রসাতলাস্থে মহোরগ সকল মিলিত হইয়া, মহোৎসবে প্রবৃত্ত হইল। তখন মহীপাল পুত্রের উপরি পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইতে লাগিল। গন্ধর্ব্বপতিরা গান আরম্ভ করিল। দেববাদিত্র সকল নিনাদিত হইতে লাগিল। সেই রাজপুত্রও দৈত্যদিগকে নিহত করিয়া, রাজার উল্লিখিত দুই পুত্র ও মুদাবতীনাম্নী সেই তন্বী কন্যাকে উদ্ধার করিলেন। এদিকে, কুজৃম্ভ বিনিপাতিত হইলে, নাগাধিপতি শেষসংজ্ঞিত অনন্ত সেই মুষল গ্রহণ করিলেন। সেই সর্ব্বোরগেশ্বর শেষ মুদাবতীর প্রতি পরম-পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন। কেন না, সেই অতিশোভনা মুদাবতী স্ত্রীলোকের করস্পর্শের প্রভাব বিশেষরূপ জানিতেন। সেইজন্য, বারম্বার মুষল মুষলকে স্পর্শ করিয়াছিলেন। তন্নিবন্ধন নাগরাজ সানন্দে মুদাবতীর নাম সুনন্দা রাখিলেন। সৌনন্দ মুষলের

তৎ জন্যই ঐরূপ প্রাপ্ত হইল। অনন্তর সেই রাজপুত্র ভ্রাতৃদ্বয়ের সহিত মুদাবতীকে সত্বরে তাঁহাদের পিতৃ:গোচরে আনয়ন করিয়া, প্রণিপাতপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, তাত! আপনার আজ্ঞানুসারে ভবদীয় তনয় ও কন্যা সকলকেই এই আনয়ন করিয়াছি। এক্ষণে আমাকে আর যাহা করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, তখন নরপতির হৃদয় অতিমাত্র হর্ষে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি সুমধুর বাক্যে উচ্চৈঃস্বরে সাধু সাধু ও বৎস! বৎস! বলিতে লাগিলেন। বৎস! আমি অদ্য ত্রিবিধ কারণে দেবগণের সম্ভাজন প্রাপ্ত হইলাম। প্রথমতঃ, তুমি জামাতা হইলে। দ্বিতীয়তঃ, শত্রু বিনিপাতিত হইল। তৃতীয়তঃ, আমার অপত্য সকল পুনরায় অক্ষত দেহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। অতএব আমি আজ্ঞা করিতেছি, অদ্য দিন অতি উত্তম। আমার এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কন্যার পাণিপীড়ন এবং এই মুদাবতীর প্রতি প্রীতি বশতঃ আমারও বাক্য সত্য কর।

রাজপুত্র কহিলেন, আপনি তাত। আপনার আজ্ঞা পালন করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব যাহা বলিতেছেন, তাহা করিব। তাত! আপনি ইহা অবগত আছেন, আমাদের এবিষয়ে অধিকার আছে, কি, নাই।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, তখন রাজা স্বীয় দুহিতা মুদাবতী ও তনন্দনন্দন বৎসপ্রী, উভয়ের বৈবাহিক বিধি সমাহিত করিলেন। বৎসপ্রী নবযৌবনে পদার্পণ করিয়াছিলেন। মুদাবতীর সহিত রমণীয় প্রদেশসমূহে ও প্রাসাদশিখরপরম্পরায় বিহার করিতে লাগিলেন। কালসহকারে বৎসপ্রীর পিতা তনন্দন বৃদ্ধ হইয়া পড়িলেন। তন্নিবন্ধন তিনি অরণ্যে গমন করিলে, বৎসপ্রী রাজা হইলেন এবং সতত ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করত যজ্ঞ সকলের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। সেই মহাত্মা বৎসপ্রী পুত্রবৎ প্রজাপালনে প্রবৃত্ত হইলে, তাহাদের সমৃদ্ধির সীমা রহিল না। তাঁহার রাজত্বসময়ে বর্ণসঙ্করের নামমাত্র রহিল না। লোকমাত্রেরই দস্যুভয়, ব্যালভয় ও দুর্ব্বৃত্তভয় দূর হইয়া গেল। অধিক কি, তিনি শাসন করিতে প্রবৃত্ত হইলে, উপসর্গভয়েরও নামমাত্র রহিল না।

ইতি বৎসপ্রীচরিত্র নাম ষোড়শাধিকশততম অধ্যায়।

সপ্তদশাধিকশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, সুনন্দার গর্ভে তাঁহার দ্বাদশ পুত্র জন্ম গ্রহণ করিল। তাহাদের নাম প্রাংশু, প্রবীর, শূর, সুচক্র, বিক্রম, ক্রম, বল, বলাক, চণ্ড, প্রচণ্ড, সুবিক্রম ও স্বরূপ। ইহারা সকলেই মহাভাগ ও সকলেই সংগ্রামজিত্তম। তাঁহাদের জ্যেষ্ঠ মহাবীর্য্য প্রাংশু রাজা হইয়াছিলেন। অন্যান্য ভ্রাতারা ভৃত্যের ন্যায়, তাঁহার বশবর্ত্তী হয়েন। তাঁহার যজ্ঞে পৃথিবীর বসুন্ধরানাম সার্থক হইয়াছিল। কেননা, দ্বিজাতিগণ ও অন্যান্য নিকৃষ্ট বর্ণ সকল অনেকবিধ দ্রব্যরাশি পরিত্যাগ করিয়াছিল। তিনি ঔরস পুত্রের ন্যায়, প্রজাদিগকে সম্যক্‌রূপে পালন করিতেন। তাঁহার কোষে যে ধনসঞ্চয় হইয়াছিল, তদ্দ্বারা তিনি যে সকল শত সহস্র যজ্ঞ করেন, তাহার সংখ্যা নাই। মুনে! বলিতে কি, অর্ব্বুদাদি, কোটি ও পদ্মাদি দ্বারাও তাহাদের সংখ্যা করা যায় না। তাঁহার পুত্রের নাম প্রজাতি। যাঁহার যজ্ঞে শতক্রতু সমুদয় দেবগণের সহিত যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিয়া, অতুল তৃপ্তি লাভ করিয়াছিলেন। মহিপ্রেষ্ঠ প্রজাতি পরম-বীর্য্যশালী নবনবতি অসুর ও তাহাদের সৈন্য এবং অসুরসত্তম জম্ভকে বিনাশ করেন। অন্যান্য সুদুরাধর্ষ অমরদ্বিগকেও সংহার করিয়াছিলেন।

প্রজাপতির পাঁচ পুত্র। তাঁহাদের নাম খনিত্র ইত্যাদি। ইহাদের মধ্যে খনিত্র নিজ বিক্রমে প্রশান্ত ও রাজা হইয়াছিলেন। তিনি শান্তস্বভাব, সত্যবাদী, শূর, সকল প্রাণির হিতকারী, স্বকীয়-ধর্মনিরত, নিত্য বৃদ্ধসেবী, বহুশ্রুত, বাগ্মী, বিনীত, কুলাচারী, শস্ত্রপূত ও সকল লোকের প্রিয় এবং সর্ব্বদাই এইপ্রকার কহিতেন, সংসারে সকলেই আনন্দসম্পন্ন ও বিজনসমূহেও প্রীতিমান্ হউক। সকলেই সর্ব্বতোভাবে সুখে থাকুক ও একবারেই ভয়শূন্য হউক। কাহারও যেন ব্যাধি না হয়; কাহার ও যেন কোনরূপ মনঃকষ্টও না ঘটে। সকলেই সকলের প্রতি মৈত্রী প্রদর্শন করুক। দ্বিজাতিগণের মঙ্গল হউক। তাঁহারা পরস্পর প্রীতিমান্ হউন। সমুদয় বর্ণই সমৃদ্ধি লাভ করুক। কার্য্যমাত্রেই সিদ্ধি সম্পন্ন হউক। হে লোক সকল! সর্ব্বভূতেই সর্ব্বদা তোমাদের সুমতি সঞ্চরিত হউক। তোমরা আত্মাতে যেমন, পুত্রে তেমন, সর্ব্বকাল হিত ইচ্ছা কর এবং সর্ব্বভূতেও তেমন হিতবুদ্ধি হইয়া থাক। তোমাদের মধ্যে কেহ যদি কাহারও অপরাধ না করে, তাহাহইলে, তাহাই তোমাদের পক্ষে পরম মঙ্গলের বিষয়।

কোন ব্যক্তি মূঢ় চিত্তত্বাবশতঃ কাহার যে কিছু অহিত করে, তাহাকে নিশ্চয়ই স্বয়ং সেই অনিষ্ট ভোগ করিতে হয়। যেহেতু, কার্য্যের ফল কর্ত্তৃগামী হইয়া থাকে। হে লোক সকল! তোমরা এই সকল বিবেচনা করিয়া, সমস্ত প্রাণীতে হিতবুদ্ধি স্থাপন কর। লৌকিক পাপে লিপ্ত হইও না। তাহা হইলে, পুণ্যলোক সকল লাভ করিবে। যে ব্যক্তি অদ্য আমারে স্নেহ করিবে, সে সর্ব্বদা এই পৃথিবীতে পরম কল্যাণে বাস করুক। আবার, যে আমার দ্বেষ করিবে, সে ব্যক্তিও কল্যাণের পর কল্যাণ দর্শন করুন।

সেই রাজার পুত্র খনিত্র এবংস্বরূপ ছিলেন। সমস্ত গুণ তাঁহার শরীর আশ্রয় ও শ্রী তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়াছিল। তাঁহার লোচনযুগল পদ্মপত্রের ন্যায় আয়ত। তিনি প্রীতিসহকারে ভ্রাতাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ রাজ্যে যোজিত করিয়া, স্বয়ং এই সাগরাম্বরা বসুন্ধরা ভোগ করিয়াছিলেন। তিনি শৌরিকে প্রাচীদিকে, উদাবসুকে দক্ষিণদিকে, সুনয়কে প্রতীচীদিকে এবং মহারথকে উত্তরদিকে নিয়োজিত করেন। তাঁহার এবং তাঁহাদের সকলেরই গোত্র, পুরোহিত ও মুনি পৃথক্ ছিলেন। বংশপরম্পরায় এইপ্রকার পার্থক্য ছিল। তদনুসারে অত্রিকুলোদ্ভব সুহোত্র শৌরির পুরোহিত হইয়াছিলেন। আর উদাবসুর পুরোহিত কুশাবর্ত্ত গৌতমবংশে জন্মগ্রহণ করেন। সুনয়ের পুরোহিত কশ্যপবংশীয় প্রমতি। মহারথের পুরোহিত বাশিষ্ঠ। এই চারি ভ্রাতা রাজা হইয়া, স্ব স্ব রাজ্য ভোগ করিয়াছিলেন। খনিত্র সমস্ত বসুধামণ্ডলের অধিপতি এবং তাঁহাদের সকলের অধিরাট্ ছিলেন। এইরূপে খনিত্র সমস্ত ভ্রাতার মধ্যে মহীপতি হইয়া, সর্ব্বদাই পুত্রের ন্যায়, সমুদয় প্রজার হিতানুষ্ঠান করিতেন।

একদা শৌরির মন্ত্রী বিশ্ববেদী তাঁহাকে নির্জ্জনে কহিলেন, মহীপাল! আমার কিছু বক্তব্য আছে। যাঁহার এই সমগ্র পৃথিবী এবং সমুদয় ভূপতি যাঁহার বশীভূত, তিনিই রাজা এবং তাঁহার পুত্র, পৌত্র ও বংশাবলীও রাজা হইয়া থাকে। তাঁহার অন্যান্য ভ্রাতৃগণ প্রথমে যেমন স্বল্প বিষয়ের অধিকারী হন, তাঁহাদের পুত্রেরা তেমনি তাহা অপেক্ষা স্বল্পভাগী হইয়া থাকে এবং তাহাদের পৌত্রেরা আবার আরও স্বল্পবিষয়ী হইয়া পড়েন। ক্রমে কালসহকারে পুরুষ হইতে পুরুষান্তর হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া, অবশেষে তাহার বংশাবলী কৃষিজীবী হইয়া থাকেন। দেখুন, ভ্রাতা কখন নিজের ভ্রাতাকে তদীয় স্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া উদ্ধার করে না। এরূপ অবস্থায় পরকীয় ভ্রাতৃপুত্রদ্বয়ের মধ্যে স্নেহ থাকা কোন মতেই সম্ভব নহে। আবার, তাঁহাদের পুত্রদ্বয়ের মধ্যে পরস্পর আরও পরবুদ্ধি জন্মিয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় তাহাদের পুত্র কি উদ্দেশে প্রীতিযুক্ত হইবে? অথবা, রাজা যদি যেন তেন প্রকারে সন্তোষ অবলম্বন করেন, তাহা হইলে, আর তাঁহাদের মন্ত্রী নিয়োগ করিবার প্রয়োজন কি? আপনি আমার সহিত মন্ত্রণা করিলে, সমুদয় রাজ্য ভোগ করিতে পারেন। এরূপ অবস্থায় যদি সন্তোষ অবলম্বন করেন, তাহা হইলে, আর কিজন্য বৃথা সামান্য রাজ্য

ধারণ করিয়েছেন? রাজা যখন কার্য্যনিষ্পাদক, তখন উঁহার করণ ও কর্ত্তা উভয়ই আবশ্যক হইয়া থাকে। তন্মধ্যে আপনি কর্ত্তা ও আমরা করণ। আপনি সেই করণ আমাদের সহায়তায় শিষ্টপ্রণালী-সাহায্যে রাজ্য শাসন করুন।

রাজা কহিলেন, আমাদের জ্যেষ্ঠ রাজা হইয়াছেন। যেহেতু, আমরা তাঁহার অনুজ, সেই হেতু, তিনি সমগ্র বসুন্ধরা ভোগ করিতেছেন; আর আমরা আমাদের ভোগ করিতেছি। অয়ি মহামতে! আমরা পাঁচ ভাই, আর পৃথিবী একা। এই কারণে ইহার প্রভুত্ব পৃথক্ হইয়াছে; কিরূপে সকলেরই সমগ্র পৃথিবী হইতে পারে?

বিশ্ববেদী কহিল, নৃপ! আচ্ছা, ইহা স্বীকার করিলাম। কিন্তু পৃথিবী যদি একা হন, তবে, আপনিই কেন একাকী ইহাকে গ্রহণ করিয়া, সকলের জ্যেষ্ঠ হইয়া, শাসন করুন না? ফলতঃ, আপনিই সকল ভ্রাতার মধ্যে সর্ব্বাধিপতি ও অখিলের ঈশ্বর হউন। বলিতে কি, আমি যেমন আপনার জন্য যত্ন করিতেছি, তাঁহাদের মন্ত্রীরাও তেমন তাঁহাদের জন্য যত্নপরায়ণ আছে।

রাজা কহিলেন, আমাদের জ্যেষ্ঠ রাজা হইয়া, স্বকীয় পুত্রের ন্যায়, আমাদের প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করিয়া থাকেন। অতএব, আমি কিরূপে তাঁহার আধিপত্যে মমতা স্থাপন করিতে পারি?

বিশ্ববেদী কহিল, আপনিও জ্যেষ্ঠ হইয়া, রাজপদ অধিকার পুরঃসর, তাঁহাদের সকলকে নিত্য নব নব বিধানে আপ্যায়িত ও সন্তুষ্ট করিতে পারেন। দেখুন, রাজ্যপ্রার্থীদিগের মধ্যে কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠ বলিয়া কোনরূপ প্রভেদ নাই; তাহারা সকলেই জ্যেষ্ঠ, আবার, সকলেই কনিষ্ঠ। ফলতঃ, যে যখন রাজ্য করে, সেই জ্যেষ্ঠ হইয়া থাকে।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, রাজা এই কথায় সম্মত হইলে, মন্ত্রী বিশ্ববেদী তাঁহার সহোদর সকলকে বশে আনয়ন করিলেন। অনন্তর তাঁহাদের পুরোহিতদিগকে আপনার রাজার শান্তিক ও পৌষ্টিকাদিতে এবং শত্রুদের আভিচারিক নিয়োজিত করিয়া, সামদানাদি উপায়ে তাঁহার অনুরাগিদিগকে বহিষ্কৃত করত, স্বকীয় দণ্ডসাধনে নির্বতিশয় উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। চারিজন পুরোহিত প্রতিদিন অত্যুৎকট আভিচারিক অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে, কৃত্যাচতুষ্টয় প্রাদুর্ভূত হইল। উহারা অতীব-করাল-প্রকৃত ও দেখিতে নিতান্ত ভয়জনক। উহাদের বদন অতি বিস্তৃত। হস্তে মহাশূল সমুদ্যত রহিয়াছে। উহাদের কলেবর অতি প্রকাণ্ড। অতিদারুণ সেই কৃত্যাচতুষ্টয় রাজা খনিত্রের সকাশে সমাগত হইল। তিনি স্বভাবতঃ দোষস্পর্শবিহীন, সুতরাং তাঁহার পুণ্যপুঞ্জপ্রভাবে তাহারা নিরস্ত হইল এবং সেই সকল পুরোহিত ও মন্ত্রী বিশ্ববেদীকে যুগপৎ আক্রমণ করিল। অনন্তর নিহন্ত্রীনাম্নী কৃত্যা উল্লিখিত পুরোহিতগণের সহিত রাজা শৌরির দুষ্ট মন্ত্রী বিশ্ববেদীকে একবারেই দগ্ধ করিয়া ফেলিল।

ইতি খনিত্রচরিত্রে সপ্তদশাধিকশততম অধ্যায়।

অষ্টাদশাধিকশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, তাহারা সকলেই পৃথক্ পৃথক্ পুরে বাস করিত। কিন্তু এককালেই বিনষ্ট হইল; দেখিয়া, সমস্ত লোকেরই অতিমাত্র বিস্ময় জন্মিল। অনন্তর নরপতি খনিত্রও শ্রবণ করিলেন, ভ্রাতৃগণের পুরোহিতবর্গ ও মন্ত্রী বিশ্ববেদী সকলেই যুগপৎ নিধন প্রাপ্ত হইয়াছে। তখন তিনি, ইহা কি হইল, ভাবিয়া, অতিমাত্র বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। কারণ কি, তাহা জানিতে পারিলেন না। অনন্তর বশিষ্ঠ গৃহে আসিলে, রাজা খনিত্র তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলেন, ভ্রাতৃগণের পুরোহিতগণ ও মন্ত্রী কি কারণে বিনষ্ট হইলেন? মহামুনি বশিষ্ঠ তৎকর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া, শৌরির

মন্ত্রী যাহা বলিয়াছিল, সৌরি স্বয়ং যাহা উত্তর করেন; অনন্তর মন্ত্রী ভ্রাতৃগণের ভেদসাধনার্থ যেরূপ অনুষ্ঠান করিয়াছিল, পুরোহিতগণও সেই দুই ক্ষত্রিয় প্রয়োজনায় যাহা যাহা করেন, এই-রূপে তাহারা পাপহীন খনিত্রের অপকার করিয়া যে নিমিত্ত বিনষ্ট হইয়াছিল, তৎসমস্ত আদ্যোপান্ত রাজার গোচর করিলেন। তাঁহার পুরোহিতবর্গ শক্রর প্রতিজ্ঞ সমাগম।

রাজা খনিত্র এই সকল শুনিয়া, হা হতোঽস্মি বলিয়া, বশিষ্ঠের সাক্ষাতে আপনাকে অতিমাত্র নিন্দা করিয়া, কহিতে লাগিলেন, আমার কিছুমাত্র পুণ্যসংস্থান নাই। আমি অতি হতভাগ্য। আমার সকলই অতি কুৎসিত ও অতীব অবদ্য। দৈবও আমার প্রতি অতিমাত্র প্রতিকূল। অধিক কি, আমি যেমন পাপাত্মা, তেমনি সর্ব্বলোকবিগর্হিত। আমাকে ধিক্! আমার জন্যই সেই ব্রাহ্মণচতুষ্টয় বিনষ্ট হইয়াছেন। অতএব আমা অপেক্ষা অতীব পাপাত্মা পৃথিবীতে আর কে আছে! আমি যদি পুরুষরূপে এই পৃথিবীতে সমুদ্ভূত না হইতাম, তাহা হইলে, মদীয় ভ্রাতৃ-পুরোহিতগণ বিনষ্ট হইতেন না। আমার রাজ্যে ধিক্! আমার মহারাজবংশে জন্মেও ধিক্! যেহেতু, আমি ব্রাহ্মণগণের বিনাশের হেতু হইলাম! তাঁহারা আমার ভ্রাতৃবর্গের যাজক; সুতরাং, স্ব স্ব স্বামীর জন্য চেষ্টা করিয়া, যখন বিনষ্ট হইয়াছেন, তখন তাঁহাদের দোষ কি? যত দোষ আমারই। কেননা, আমিই তাঁহাদের বিনাশের কারণ হইলাম। আমি এখন কি করি? কোথা যাই! আমা অপেক্ষা পাপকারী পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নাই। দেখ, আমি দ্বিজাতিগণের বিনা-শের হেতু হইলাম। পৃথিবীপতি খনিত্র এইরূপে উদ্বিগ্নহৃদয় হইয়া, অরণ্যগমন বাসনা করিয়া, পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম ক্ষুপ। মহীপতি তাঁহাকে অভিষিক্ত করিয়া, ভার্য্যাত্রয় সমভিব্যাহারে তপশ্চরণ মানসে অরণ্যে গমন করিলেন। তিনি বানপ্রস্থ বিধি অবগত ছিলেন। অরণ্যে গমন করিয়া, সার্দ্ধ তিনশত বৎসর তপস্যা করিলেন। দ্বিজবর্য্য! সেই রাজবর্য্য তপোবলে ক্ষীণদেহ হইয়া, সর্ব্ববিধ স্রোত নিগৃহীত করিয়া, বনে থাকিয়াই, প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন। নরপতিগণ অশ্বমেধাদি দ্বারা যাহা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তিনি সর্ব্বকামপ্রদ তাদৃশ পরমপবিত্র অক্ষয় লোক সকল লাভ করিলেন। তাঁহার তিন ভার্য্যাও তাঁহার সহিত প্রাণ পরিহার করিয়া, সেই সুমহাভাগ রাজার সমান লোক সকলে সমাগত হইলেন। মহাভাগ খনিত্রের চরিত্র শ্রবণ ও পাঠ করিলে, কল্মষ সমস্ত বিনষ্ট হইয়া থাকে। অতঃপর ক্ষুপের চরিত্র শ্রবণ কর।

ইতি খনিত্রচরিত্র নাম অষ্টাদশাধিকশততম অধ্যায়।

একোনবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, খনিত্রের পুত্র ক্ষুপ রাজ্যপ্রাপ্ত হইয়া, পিতা যেমন, সেইরূপে অনু-রঞ্জিত করিয়া, ধর্ম্মানুসারে প্রজাগণের পালন করিতে লাগিলেন। তিনি যেমন দানশীল ও যাগশীল, সেইরূপ ব্যবহারাদি মার্গে শত্রু মিত্রে সমভাববিশিষ্ট ছিলেন। একদা তিনি নিজ স্থানে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে সূতগণ বলিতে লাগিল, পূর্ব্বে যেমন ক্ষুপ রাজা হইয়াছিলেন, তিনিও তেমনি রাজা হইয়াছেন। ব্রহ্মার পুত্র ক্ষুপ পূর্ব্বে পৃথিবীর অধিপতি হইয়াছিলেন। তাঁহার যেরূপ চরিত্র ছিল, বর্ত্তমান ক্ষুপও তাদৃশ চরিত্রবিশিষ্ট।

রাজা কহিলেন, পরম-মহাত্মা ক্ষুপের চরিত শ্রবণে ইচ্ছা হইতেছে। যদি আমি তাদৃশ-চরিত-বিশিষ্ট হইতে পারি, তাহার চেষ্টা করিব।

সূত সকল কহিল, ক্ষুপ! পূর্ব্বে সেই রাজা ক্ষুপ গোব্রাহ্মণদিগকে করহীন করিয়াছিলেন এবং ষষ্ঠাংশ দ্বারাই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন।

রাজা কহিলেন, মাদৃশ কোন্ ব্যক্তি তাদৃশ মহাত্মা নরপতিগণের অনুকরণ করিতে পারে? আবার, তাঁহাদের চরিত্র যেরূপ উৎকৃষ্ট, তাহাতে, মদ্বিধ ব্যক্তির তদ্বিষয়েও উদ্যমবান্ হওয়া সম্ভবপর নহে। আমি সম্প্রতি যে প্রতিজ্ঞা করিতেছি, সকলে শ্রবণ কর। আমি সেই মহারাজ খুপের অনুকরণ করিব। আমি পৃথিবীতে এই প্রতিজ্ঞা করিলাম, যে, তিন তিনটী যজ্ঞ করিব। পূর্ব্বে গো ও ব্রাহ্মণ সকল আমাকে যে করদান করিয়াছিল, আমি তাহাদিগকে তাহা প্রত্যর্পণ করিব।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, রাজা খুপ এইপ্রকার প্রতিজ্ঞা করিয়া; তাহা রক্ষা করিলেন। সেই যাজ্ঞিকশ্রেষ্ঠ নরপতি একমাত্র শস্য লইয়াই, যজ্ঞত্রয় সমাহিত করিলেন। গো ও ব্রাহ্মণ সকল পূর্ব্বে রাজাদিগকে যে কর দিয়াছিলেন, তিনি অন্যান্য গো ব্রাহ্মণকে তাবৎ সংখ্যায় ধন প্রদান করিলেন। তাঁহার মহিষীর নাম প্রমথা। তদীয় গর্ভে নরপতি খুপের এক অনিন্দিত বীর পুত্রের জন্ম হইল। ঐ পুত্রের প্রতাপ ও শৌর্য্যে সমুদায় রাজা বশীকৃত হইলেন। বিদর্ভবংশীয় নন্দিনীর সহিত তাঁহার বিবাহ হইল। তিনি সেই দয়িতা পত্নীতে বিবিংশ নামে পুত্রের উৎপাদন করিলেন। মহাতেজস্বী বিবিংশ রাজা হইয়া, মহীপালনে প্রবৃত্ত হইলে, মহীতল লোক সকলে এরূপ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, যে, কুত্রাপি আর স্থান রহিল না। মেঘ সকল যথাকালে বারি বর্ষণ করিতে লাগিল। পৃথিবী সর্ব্ববিধ শস্যে পূর্ণ হইয়া উঠিলেন। শস্য সকল আবার সুফলিত হইতে লাগিল। ফল সকলও আবার রসে পরিপূর্ণ হইল। রস সকলও আবার পুষ্টিবিধান করিতে লাগিল। পুষ্টিও আবার কাহারই উন্মাদের হেতুভূত হইল না। রাশি রাশি বিত্তনিচয় হস্তগত হইলেও, লোকের কোনরূপ মদ উৎপাদন করিল না। মহামুনে! তদীয় প্রতাপে রিপুগণ ভীত হইয়া উঠিল। সুহৃদ্বর্গ বাঞ্ছালাভপুরঃসর অতিমাত্র হর্ষাবিষ্ট হইলেন। তিনি সুবহু যজ্ঞের আহরণ ও সম্যক্ রূপে মেদিনী পরিপালন করিয়া, সংগ্রামে নিহত হইয়া, শক্রলোকে গমন করিলেন।

ইতি বিবিংশচরিত নাম একোনবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

বিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, তাঁহার পুত্রের নাম খনীনেত্র। তিনি মহাবল পরাক্রমবিশিষ্ট ছিলেন। যাঁহার যজ্ঞে গন্ধর্ব্বগণ বিস্ময়ান্বিত হইয়া, গান করিয়াছিল, যে, খনীনেত্রের সমান পৃথিবীতে দ্বিতীয় যাজ্ঞিক নাই। তিনি অযুত যজ্ঞ করিয়া, সসাগরা পৃথিবী দান করিয়াছিলেন। তিনি সমগ্র পৃথিবী মহাত্মা ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়া, পরে তপঃসাধনপুরঃসর দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া, তাহার মোচন করেন। সেই বদান্যপ্রবর নরপতির নিকট অতুল বিত্ত সমৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়াতে, ব্রাহ্মণদিগকে অন্য কোন রাজার নিকট প্রতিগ্রহ করিতে হয় নাই। তিনি সপ্তষষ্টি সহস্র সপ্তষষ্টিশত সপ্তষষ্টি ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞের আহরণ করিয়াছিলেন। মহামুনে! তাঁহার সন্তান হয় নাই। সেইজন্য তিনি পুত্রকামনায় মাংসসংগ্রহে অভিলাষী হইয়া, পিতৃযজ্ঞের নিমিত্ত মৃগয়ায় গমন করিয়াছিলেন। সৈন্য না লইয়া, একাকী অশ্বারোহণে গোধাঙ্গুলিত্রাণ পরিধান এবং বাণ, খড়্গ ও ধনু ধারণ করিয়া, মহাবনে প্রস্থান করিলেন। তিনি অরণ্যে তুরগ চালনা করিয়াছেন, এমন সময় এক মৃগ গহন হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইয়া, তাঁহাকে কহিল, আমাকে বধ করিয়া, অভিমত অনুষ্ঠান করুন।

রাজা কহিলেন, অন্যান্য মৃগ সকল আমাকে দেখিয়াই, মহাভয়ে পলায়ন করিতেছে। তুমি কিজন্য আত্ম প্রদান করিয়া, মৃত্যুমুখে উৎসুক হইয়াছ?

মৃগ কহিল, মহারাজ! আমি নিঃসন্তান। সুতরাং, আমার [illegible] হইয়াছে। বিচার করিয়া দেখিলাম, প্রাণধারণে আর আবশ্যকতা নাই।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, ঐ সময়ে অপর এক মৃগ অভ্যাগত হইয়া, উল্লিখিত মৃগের সকাশেই বলিতে লাগিল, মহারাজ! এই মৃগকে বধ করিয়া, আপনার কোন কার্য্যই হইবে না। অতএব আমাকে হত্যা করিয়া, আমার মাংসে নিজের অভীষ্ট কার্য্য করুন। তাহা হইলে, আমার যেমন কৃতার্থতা হইবে, সেইরূপ আমি বিশেষ উপকৃত হইব। মহারাজ! আপনি পুত্রের জন্যই স্বকীয় পিতৃপুরুষদিগের উদ্দেশে যজ্ঞ করিতে অভিলাষী হইয়াছেন। অতএব, এই নিঃসন্তান মৃগের মাংসে কিরূপেই বা বাঞ্ছিত ফল লাভ করিবেন। যেমন কার্য্য করিতে হইবে, তাহার উপযুক্ত তেমন দ্রব্য আহরণ করা কর্ত্তব্য। দেখুন, দুর্গন্ধ দ্বারা কখন সুগন্ধ সকলের গন্ধজ্ঞান বিনির্ণীত হয় না।

রাজা কহিলেন, এই মৃগ আমার নিকট নিজের অপুত্রতাই বৈরাগ্যের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিল। একণে, তোমার প্রাণত্যাগে বৈরাগ্যের কারণ কি, বল।

মৃগ কহিল, নৃপ! আমার অনেক পুত্র ও অনেক দুহিতা। যাহাদের চিন্তাজনিত দুঃখরূপ দাবানল-জ্বালা মধ্যে আমি বাস করিয়া থাকি। রাজন্! আমাদের এই মৃগজাতি অতিশয় দুর্ব্বল। সেইজন্য সকল প্রাণীরই অনায়াসে আয়ত্তাধীন হইয়া থাকে। সেই কারণেই ঐ সকল পুত্র কন্যাতে আমার অতিমাত্র মমতা এবং সেই মমতাবশে আমার দুঃখেরও একশেষ উপস্থিত হইয়াছে। কেননা, আমাকে সর্ব্বদাই মনুষ্য, সিংহ, শার্দ্দূল ও বৃকাদির ভয় করিয়া চলিতে হয়। এমন কি, যাহারা সমুদায় প্রাণী অপেক্ষাও হীন, সেই কুকুর শৃগাল প্রভৃতিকেও আমি ভয় করিয়া থাকি। এই কারণে আমার সর্ব্বদাই ইচ্ছা হয়, যে, এই সমুদায় পৃথিবী যেন একবারেই মনুষ্য ও সিংহাদির ভয়শূন্য হয়। বলিতে কি, আমার ঐ সন্তান সন্ততির পোষণার্থ ইহাও ইচ্ছা হয়, যে, গো, মেষ, ছাগ ও অশ্বপ্রভৃতি অন্যান্য যে সকল প্রাণী তৃণ ভক্ষণ করে, তাহারা যেন এক কালেই নিধন প্রাপ্ত হয়। আমার অপত্যগণ পৃথক্ পৃথক্ গৃহ হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইলে, তাহাদের মমতাবশে মদীয় মন আচ্ছন্ন হইয়া উঠে। তখন আমি শত শত চিন্তায় আক্রান্ত হইয়া থাকি। মনে হয়, আমার পুত্র বনমধ্যে বিচরণ করিতে করিতে, হয়, কূটপাশ, না হয়, বজ্রাঘাত, না হয়, বাগুরা, না হয়, মনুষ্য সিংহাদির বশবর্ত্তী হইয়াছে। ঐ সময়ে পুত্রগণের মধ্যে কেহ উপস্থিত হইলে, মনে হয়, এই একজন গেহে আসিল; অন্যান্য যাহারা সুগহন কাননে গমন করিয়া, এখনও বিচরণ করিতেছে, না জানি, তাহাদের কি অবস্থা হইয়াছে। রাজন্! অনন্তর আমার আত্মজেরা সকলে আমার সকাশে সমাগত হইলে, তাহাদিগকে দর্শন করিয়া, আমি ঈষৎ উচ্ছ্বসিত হইয়া, পুনরায় তাহাদের রজনীর জন্য মঙ্গল প্রার্থনা করি। আবার, প্রভাত হইলে, সমস্ত দিবসের জন্য মঙ্গল কামনা করিয়া থাকি। পুনরায় সূর্য্য অস্তগত হইলে, নিশাভাগের মঙ্গল প্রার্থনা করি। এইরূপে আমি ইচ্ছা করিয়া থাকি, কতদিনে তাহাদের সর্ব্বকাল ক্ষেম সংঘটিত হইবে।

রাজন্! এই আমি আপনার নিকট নিজের উদ্বেগের হেতু নির্দ্দেশ করিলাম। অতএব আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া, আমাতে ঐ শর নিপাতিত করুন। মহারাজ! এইরূপে আমি শত শত দুঃখাবিষ্ট হইয়া, যে কারণে প্রিয়তম প্রাণও ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছি, তাহা বলিলাম, অবধারণ করুন। আত্মঘাতী পুরুষগণ যে সকল লোক লাভ করে, তাহাদিগকে অসূর্য্য বলিয়া থাকে। কিন্তু যজ্ঞোপযুক্ত পশুগণ উৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে অগ্নি পশু হইয়াছিলেন এবং বরুণ প্রজাপতি সকলেও পশু হইলেন। পরে সূর্য্যাস্ত যজ্ঞে পশুরূপে মৃত্যুলাভ করিয়া, উৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অতএব, নৃপ! আমাকে এই অনুগ্রহ করিয়া, উৎকৃষ্ট গতি প্রদান করুন। তাহা হইলে, পুত্রলাভ করিয়া, পিতৃগণের তৃপ্তি প্রাপ্ত হইবেন।

প্রথম মৃগ কহিল, নৃপোত্তম! ইহাকে বধ করিবেন না। কেননা, ইহার বহু পুত্র; সেইজন্য এই মৃগই ধন্য ও সুকৃতিমান্। অতএব আমাকে বধ করুন। যেহেতু, আমার সন্তান নাই।

দ্বিতীয় মৃগ কহিল, তুমিই ধন্য। কেন না, তোমার একদেহ-জনিত দুঃখ। আমার বহু দেহ; সেইজন্য আমার দুঃখও অনেক। আমি যখন পূর্ব্বে একক ছিলাম, তখন নিজের দেহমাত্রে মমতা-বশতঃ একমাত্র দুঃখ ছিল। পরে ভার্য্যা হইলে, সেই দুঃখ দ্বিগুণ হয়। অনন্তর অপত্য সকল সমুদ্ভূত হইলে, তাহাদের সংখ্যায় আমার স্নেহজ দুঃখ প্রাদুর্ভূত হইল। তুমি কিন্তু এইরূপ অতিদুঃখভোগের জন্য জন্মগ্রহণ কর নাই। অতএব তুমি কৃতার্থ নহ? আমি যেমন ইহলোকে দুঃখভোগের জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছি, সেইরূপ পরলোকেও আমার বিষম ব্যাঘাত ঘটিবে। যেহেতু, আমি অপত্যগণের রক্ষণ ও পোষণার্থ সতত চেষ্টা করি ও চিন্তা করিয়া থাকি, সেইহেতু, নরকে আমার নিশ্চয় জন্ম হইবে।

রাজা কহিলেন, মৃগ! পুত্রবান্ ব্যক্তিই ধন্য, কি, অপুত্রই ধন্য, তাহা আমি জানিতে পারিতেছি না। পুত্রের জন্যই আমার এই আরম্ভ। সেইহেতু, আমার মন দোলায়মান হইতেছে। সত্য বটে, ঐহিক ও আমুষ্মিক দুঃখের জন্যই সন্ততি। তথাপি, শুনিয়াছি, যাহাদের পুত্র নাই, তাহাদিগকে ঋণ সকলে আবদ্ধ হইতে হয়। অতএব, মৃগ! আমি প্রাণিবধ না করিয়া, প্রচণ্ড তপশ্চরণ সহকারে পূর্ব্ব মহীপতির ন্যায়, পুত্রের জন্য যত্নপরায়ণ হইব।

ইতি ধনীনেত্রচরিত নাম বিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

একবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, অনন্তর রাজা পাপনাশিনী গোমতীতে গমন করিয়া, নিয়মানুসারী হইয়া, পুরন্দরের স্তব করিতে লাগিলেন। তিনি কায় মন বাক্য সংযত করিয়া, প্রয়ত হইয়া, পুত্রের জন্য কঠোর তপশ্চরণসহকারে ঐরূপে ইন্দ্রের স্তবগানে প্রবৃত্ত হইলেন। ভগবান্ সুরেশ্বর ইন্দ্র তদীয় স্তোত্র, তপস্যা ও ভক্তি দ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে কহিলেন, রাজন্! আমি তোমার এই তপস্যা, স্তোত্র ও ভক্তি দ্বারা তোমার প্রতি পরিতুষ্ট হইয়াছি। অতএব প্রার্থনা কর।

রাজা কহিলেন, আমি অপুত্রক; আমার পুত্র হউক। সেই পুত্র যেন সমুদয় শস্ত্রধরগণের বরিষ্ঠ, ধর্ম্মানুষ্ঠানবিশিষ্ট, ধর্ম্মজ্ঞানসম্পন্ন ও কৃতী হয় এবং তাহার ঐশ্বর্য্য যেন কোন কালেই ব্যাহত হয় না।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, দেবরাজ, তাহাই হইবে, বলিলে, রাজা কৃতমনোরথ হইয়া, প্রজাপালনার্থ নিজ রাজ্যে প্রত্যাগত হইলেন। বিপ্র! তথায় সম্যক্‌রূপে প্রজাপালন-তৎপর হইয়া, যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে, দেবরাজের প্রসাদে তাঁহার এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। পিতা তাহার নাম বলাশ্ব রাখিলেন এবং তাহাকে যাবতীয় অস্ত্রগ্রামে সুশিক্ষিত করিলেন। বিপ্র! পিতার মৃত্যুর পর ঐ পুত্র অধিরাজ্যে স্থিত ও রাজা হইয়া, পৃথিবীস্থ সমস্ত নরপতিকে বশে আনিলেন এবং তাঁহাদের সকলকেই সারগ্রহণপূর্ব্বক করদীকৃত করিয়া, প্রজালোকের পালন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সেই সমস্ত নরপতি ও দুর্দ্দম দায়াদগণ সতত অভ্যুত্থানে প্রবৃত্ত হইয়া, তাঁহাকে কর দেওয়া বন্ধ করিল এবং সকলেই অসন্তুষ্ট ও স্ব স্ব রাজ্যে অভ্যুত্থিত হইয়া, তদীয় অধিকৃত ভূমি আত্মসাৎ করিয়া লইল। তন্নিবন্ধন তিনি দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন। তদবস্থায় আপনার রাজ্যমাত্র লইয়া, স্বকীয় নগরে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। নরপতিগণ সকলে তাঁহার সহিত বিরোধ করিলেন। তাঁহারা সকলেই সুমহৎ বীর্য্যবিশিষ্ট এবং সকলেই সাধন ও ধনসম্পন্ন। একত্র মিলিত হইয়া, তদীয় পুরে সমাগত হইয়া, তাঁহাকে রুদ্ধ করিলেন। পুর রুদ্ধ হওয়াতে, তিনি জাতক্রোধ হইলেন। কিন্তু কোষক্ষীণ ও দণ্ডহীন ভাবাপন্ন হওয়াতে, নিতান্ত ক্ষমতাশূন্য ও কাতর হইয়া পড়িলেন। কিছুই করিতে পারিলেন না। অবশেষে প্রকারান্তর উপায় আর না দেখিতে পাইয়া,

করযুগল মুখাগ্রে স্থাপন করিয়া, আর্ত্তচিত্তে নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। তখন তদীয় মুখবায়ুতে সমাহত হইয়া, শত শত রথ, নাগ, অশ্ব ও যোধ সকল তাঁহার হস্তবিবর হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইল। সেই অতিবলবান্ সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলসমূহ ক্ষণমধ্যেই ঐ রাজার পুরের সমস্ত ব্যাপ্ত করিয়া ফেলিল। অনন্তর রাজা সেই সুবিপুল অতিবলসমূহে পরিবৃত হইয়া, স্বকীয় নগর হইতে বিনির্গমনপূর্ব্বক তাহাদের সকলকেই জয় করিলেন। মহাভাগ! তাহাদিগকে জয় করিয়া, বশে আনিয়া, পুনর্ব্বার করদীকৃত করত, পূর্ব্বসৌভাগ্যে সমলঙ্কৃত হইলেন। যেহেতু তাঁহার করযুগলের ধুতি অর্থাৎ কম্পন বা আন্দোলন হইতে সেই শত্রুবলক্ষয়কারী সৈন্য সকল সমুদ্ভূত হইল, সেইহেতু বলাশ্বকে তদবধি লোক করন্ধম বলিয়া থাকে। তিনি ধর্ম্মাত্মা, মহাত্মা এবং সকল প্রাণীতেই মিত্রভাববিশিষ্ট; এইহেতু ত্রিভুবনে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং ধর্ম্ম কর্ত্তৃক প্রদত্ত উরুরূপ বল লাভ করিয়া, পরমার্ত্তি-প্রাপ্ত লোক সকলের আর্ত্তিমূল বিনাশ করিয়া দিলেন।

ইতি করন্ধমচরিত নাম একবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

দ্বাবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, বীর্য্যচন্দ্রের পুত্রী সুভদ্রা ও সুব্রতা বীরা স্বয়ম্বরে মহারাজ করন্ধমকে পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহার গর্ভে বীর্য্যবান্ রাজেন্দ্র করন্ধম অবীক্ষিত নামে এক পুত্র সমুৎপাদন করেন। সেই পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে, রাজা দৈবজ্ঞদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার পুত্র ত শুভলগ্নে ও শুভনক্ষত্রে জন্মিয়াছেন? শোভন গ্রহ সকল ত ইহাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছে? দুষ্ট গ্রহগণের ত ইহাঁর প্রতি দৃষ্টি হয় নাই?

তিনি এই প্রকার কহিলে, দৈবজ্ঞেরা রাজারে বলিতে লাগিল, আপনার এই মহাবল, মহাবীর্য্য, মহাভাগ পুত্র সর্ব্বথা শুভ-লগ্নে, শুভ-মুহূর্ত্তে ও শুভ-নক্ষত্রেই সমুৎপন্ন হইয়াছেন। মহারাজ! আপনার আত্মজ মহারাজ হইবেন। যেহেতু, দেবগণের মধ্যে গুরু ও শুক্র সপ্তম স্থানে থাকিয়া, ইহাঁকে অবৈক্ষত অর্থাৎ ইহাঁর প্রতি দৃষ্টি করিয়াছেন। সোমও চতুর্থ স্থানে থাকিয়া, ইহাঁকে সমবেক্ষতে অর্থাৎ দৃষ্টি করিতেছেন। সোমের পুত্রও উপান্তে থাকিয়া, ইহাঁকে অবৈক্ষত অর্থাৎ দর্শন করিয়াছেন। কিন্তু সূর্য্য, ভৌম ও শনৈশ্চর ইহাঁকে নাবৈক্ষন্ত অর্থাৎ ইহাঁর উপর দৃষ্টিপাত করেন নাই। মহারাজ! তোমার এই পুত্র ধন্য ও সর্ব্ববিধ কল্যাণসমৃদ্ধি-সম্পন্ন হইবেন।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, রাজা দৈবজ্ঞগণের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া, নিজ স্থানে থাকিয়া, হর্ষপূর্ণ চিত্তে বলিতে লাগিলেন, দেবগণের মধ্যে গুরু, শুক্র, সোম, ইহাঁরা এই বালকের উপরি দৃষ্টি করিয়াছেন এবং সূর্য্য, বা মঙ্গল অথবা শনৈশ্চর ইহাঁদের দৃষ্টি হয় নাই। তোমরা বারম্বার এইরূপে যে অবৈক্ষতশব্দ প্রয়োগ করিলে, সেইকারণে আমার এই পুত্র অবীক্ষিতনামে পৃথিবীতে বিখ্যাত হইবেন।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, অবীক্ষিত বেদবেদাঙ্গে পারদর্শিতা লাভ করতঃ কণ্বপুত্রের নিকট ধনুর্ব্বেদ অস্ত্রগ্রাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই রাজকুমার রূপে অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে, বুদ্ধিতে বাচস্পতিকে, কান্তিতে চন্দ্রকে, তেজে সূর্য্যকে, ধৈর্য্যে সাগরকে, সহিষ্ণুতায় পৃথিবীকে অতিক্রম করিয়াছিলেন। শৌর্য্যে কেহই সেই বীর্য্যবান্ মহাত্মা রাজপুত্রের সমকক্ষ ছিল না। হেমধর্ম্মের আত্মজা বরা, সুদেবের তনয়া গৌরী, বলির পুত্রী সুভদ্রা, বীরের সুতা লীলাবতী, বীরভদ্রের দুহিতা নিভা,

ভীমের আত্মজা মান্যবতী, দম্ভের পুত্রী কুমুদ্বতী, ইহাঁরা সকলেই স্বয়ম্বরে তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু, যে সকল রমণী স্বয়ম্বরে অভিলাষিণী হইয়া, ইহাঁকে অভিনন্দন করেন নাই, তিনি স্বয়ং বলপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই বলবান্ রাজপুত্র বলোদ্ধত হইয়া, স্বকীয় বীর্য্য আশ্রয়পূর্ব্বক সমবেত নৃপতিদিগকে নিরাকৃত ও তত্তৎ ললনার পিতৃকুলকেও পরাহত করিয়া, ঐরূপ অনুষ্ঠান করেন।

কোন সময়ে বৈদিশাধিপতি বিশালের আত্মজা সুদতী বৈশালিনী স্বয়ম্বরে প্রবৃত্তা হইয়া, স্বেচ্ছাক্রমে তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। তিনি বলগর্ব্বিত হইয়া, সমবেত সমস্ত রাজাকে পরিভূত করিয়া, অন্যান্য রমণীদিগের ন্যায় ঐ বৈশালিনীকে বলপূর্ব্বক হরণ করেন। তৎকালে ঐ সকল নরপতি সেই মানশালী অবীক্ষিত কর্ত্তৃক বারম্বার নিরাকৃত ও তন্নিবন্ধন অতিমাত্র নির্ব্বেদগ্রস্ত হইয়া, আকুল হৃদয়ে পরস্পর বলিতে লাগিলেন, তোমাদের এই রাজজন্মে ধিক্! দেখ, তোমরা সকলেই বলশালী; তাহাতে আবার সকলেই একজাতি; তাহার উপর আবার অনেকে একত্র মিলিত হইয়াছ। কিন্তু এক জন এই ললনাকে অনায়াসেই গ্রহণ করিল। তোমরা সহ্য করিয়া রহিলে। দুর্ম্মদ পুরুষগণ কাহাকেও বধ করিতে উদ্যত হইলে, যে ব্যক্তি তাহার ক্ষতত্রাণ অর্থাৎ তাহাকে সেই আক্রমণ হইতে উদ্ধার করিতে পারে, তাহারই নাম প্রকৃত ক্ষত্রিয়। কিন্তু তদিতর ব্যক্তিরা বৃথা ক্ষত্রিয় নাম ধারণ করে। অথবা, অন্যের কথা দূরে থাক, এই দুরাত্মা অবীক্ষিত তোমাদিগকে ক্ষত অর্থাৎ আক্রমণ করিলে, তোমরা তাহা হইতে আত্মাকে ত্রাণ করিতে পারিলে না। অতএব ক্ষত্রিয়বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া, এইরূপ অপমানে তোমাদের হৃদয় কি ক্ষুণ্ণ হইল না? সূত, মাগধ ও বন্দিগণ, তোমাদিগকে যে স্তুতি করিয়া থাকে, অদ্য অরাতি বিনাশ করিয়া, তাহা সত্য কর; যেন তাহা বৃথা না হয়। তোমাদের এই রাজাশব্দও অদ্য যেন দিগন্তরে বৃথা সমুদ্‌ঘোষিত না হয়। যাহারা বিশিষ্ট কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের অপেক্ষা পৌরুষবান্ পুরুষগণ শ্রেষ্ঠ। মরণকে কে না ভয় করে? আবার, বিনাযুদ্ধে কেই বা অমর হইয়া থাকে? বিশেষতঃ, শস্ত্রই তোমাদের বৃত্তি। অতএব ঐ সকল বিবেচনা করিয়া, পৌরুষ পরিত্যাগ করিও না।

সেই সকল নরপতি এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া, অতিমাত্র বিস্ফারিত অমর্ষে পরিপূরিত হইয়া উঠিলেন এবং স্ব স্ব আয়ুধ গ্রহণ করিয়া, বিপক্ষের প্রতি অভ্যুত্থান করিলেন। কেহ রথে, কেহ অশ্বে ও কেহ বা গজে আরোহণ করিয়া এবং অন্যান্য অমর্ষবশবদ হইয়া, পদব্রজেই অবীক্ষিতের সকাশে সমাগত হইলেন।

ইতি অবীক্ষিতচরিতে দ্বাবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

ত্রয়োবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, এইরূপে রাজা ও রাজপুত্রগণ সকলে রণসজ্জায় সজ্জিত হইলে, মহাভাগ অবীক্ষিত তৎকালেও তাঁহাদিগকে অনেকবার পরাভ ও পর্য্যুদস্ত করিলেন। অনন্তর, মুনে! সেই একাকী অবীক্ষিতের সহিত ঐ বহুসংখ্য রাজা ও রাজপুত্রগণের দারুণ সংগ্রাম উপস্থিত হইল। তাঁহারা সকলেই অতিমাত্র দুর্দ্ধর্ষ। অসি, শক্তি, গদা ও বাণ হস্তে তাঁহাকে আঘাত করত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তিনিও তাঁহাদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি কৃতাস্ত্র ও বলবান্। শত শত প্রচণ্ড শরে তাঁহাদিগকে বিদ্ধ করিলে, তাঁহারা ক্রোধান্বিত শরনিকর প্রহারে তাঁহাকে বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি কাহারও বাহু ও কাহারও বা শিরোধরা ছেদন করিয়া, কাহারও হৃদয় বিদ্ধ ও কাহারও বক্ষঃস্থল তাড়িত এবং কাহার হস্তীর কর ও অনেকের

শির ছেদন এবং অন্যান্যদিগের অশ্বের অথ সকল ও জনবের সারথিকে সংহার করিলেন এবং সম্মুখে সমাগত শর সকলকে শরপরম্পরায় সাহায্যে বিখণ্ডিত করিয়া, হস্তলাঘবপ্রদর্শনপূর্ব্বক কাহারও ধনু ও কাহারও বা ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর তিনি বর্ম্ম ছেদন করিলে, কোন কোন নৃপনন্দন বিনষ্ট হইলেন এবং তৎকর্তৃক আহত হইয়া কোন কোন পদাতি রণ পরিত্যাগ করিল। এইরূপে তিনি সমগ্র রাজমণ্ডলীকে আকুলীকৃত করিলে, সকলেই বীর সমরে কৃত-নিশ্চয় হইয়া, অবস্থিতি করিল। তাঁহারা সকলেই সৎকুলসম্ভূত, সকলেই শূর ও শৌর্য্যশালী এবং সকলেই লজ্জাভারসমন্বিত। অন্যান্য সকল সৈন্য নিঃশেষে পরাজিত হইয়া, পলায়নপরায়ণ হইল। মহীপতি নন্দন অবীক্ষিত অতিমাত্র রোষবশ হইয়া, ঐ সকল ভূপালের সহিত ধর্ম্মানু-সারে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহামুনে! তিনি তাঁহাদের সকলেরই ধনু ও কবচ ছিন্ন ভিন্ন করিতে কৃতসংকল্প এবং ধর্ম্মানুসারে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, তাঁহারা ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া, যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। রাজনন্দনগণের বদনমণ্ডল প্রস্বেদসলিলে আর্দ্র হইয়া উঠিল। ঐ সময়ে কেহ শরপরম্পরা প্রহার করিয়া, তাঁহারে বিদ্ধ, কেহ তাঁহার ধনু ছিন্ন, কেহ তাঁহার ধ্বজ ভূপাতিত, অন্য সকলে তাঁহার অশ্বদিগকে নিহত, অপরে তাঁহার রথ ভগ্ন, কেহ কেহ গদাপাত ও শরাঘাত-পূর্ব্বক তাঁহার পৃষ্ঠদেশ তাড়িত করিলেন। শরাসন ছিন্ন হইলে, নৃপনন্দন অবীক্ষিত অসি ও চর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। তাহাও অন্য একজন যোদ্ধা ভূমিতে পাতিত করিল। অসি ও চর্ম্ম ছিন্ন হইলে, তিনি যেমন গদা গ্রহণ করিলেন, তৎক্ষণাৎ আর একজন কৃতান্তের ন্যায়, ক্ষুরপ্রের আঘাতে তাহা ছেদন করিয়া দিল। অনন্তর কোন কোন রাজা শত সহস্র ও কেহ কেহ শত শত শরে তাঁহারে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সকলেই ধর্ম্মযুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইয়াছিলেন। সুতরাং, যাঁহার যেরূপে ইচ্ছা ও সুবিধা, সেই রূপেই সকলে একমত ও একযোগ হইয়া, তাঁহাকে আঘাত করিতে লাগিলেন। এইরূপে তিনি একাকী বহু কর্তৃক অর্দ্দিত ও বিহ্বল হইয়া, পৃথিবী পৃষ্ঠে পতিত হইলেন। তখন মহাভাগ রাজপুত্রেরা তাঁহাকে বন্ধন করিলেন। তাঁহারা সকলেই ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া, তাঁহাকে গ্রহণপূর্ব্বক রাজা বিশালের সহিত বৈদিশপুরে প্রবিষ্ট হইলেন। অবী-ক্ষিতকে বন্ধনপূর্ব্বক লইয়া গিয়া, তাঁহারা সকলেই অতিমাত্র আহ্লাদ ও হর্ষ অনুভব করিলেন।

অনন্তর তাঁহারা অবীক্ষিতের সহিত সেই স্বয়ম্বরা কন্যাকে পুরমধ্যে স্থাপন করিলে, রাজা ও পুরোহিত বারম্বার তাঁহারে কহিতে লাগিলেন, এই সমবেত নরপতিগণ মধ্যে যাঁহাকে তোমার অভিরুচি হয়, তাহাকেই বরণ কর। মুনে। এইপ্রকারে বারম্বার অনুরুদ্ধা হইলেও, যখন সেই মানিনী কাহাকেও বরণ করিলেন না, তখন রাজা তাঁহার বিবাহার্থ দৈবজ্ঞকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহার বিবাহের অপেক্ষাকৃত বিশিষ্ট দিন নির্দ্দেশ করুন। দেখুন, অদ্য ঈদৃশ বিঘ্নোৎপাদক যুদ্ধ সমুদ্ভূত হইল।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, রাজা এইপ্রকার জিজ্ঞাসা করিলে, দৈবজ্ঞ সবিশেষ বিবেচনা সহকারে পরমার্থ পরিজ্ঞাত ও তন্নিবন্ধন দুর্ম্মনায়মান হইয়া, তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! প্রশস্ত-লগ্ন-যুক্ত অন্যান্য শুভ দিন সকল অচিরাৎ উপস্থিত হইবে। সেই সমস্ত উপস্থিত হই-লেই, বিবাহার্থ উদ্যোগ করিবেন। অদ্য আর বিবাহে প্রয়োজন নাই। কেননা, এই মহাবিঘ্ন উপস্থিত হইল।

ইতি অবীক্ষিতের বন্দিভাব নাম অষ্টাবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

চতুর্বিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, অনন্তর করন্ধমপত্নী বীরা ও অন্যান্য নরপতিগণ সকলেই শুনিলেন, অবীক্ষিত বদ্ধ হইয়াছেন। মহামুনে! পুত্রকে অধর্ম্মপূর্ব্বক বদ্ধ করা হইয়াছে, শ্রবণ করিয়া, রাজা করন্ধম বহুক্ষণ সামন্ত রাজগণের সহিত চিন্তা-পরায়ণ হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলিলেন, সমস্ত রাজাকেই বধ করা হউক। কেমনা, তাঁহারা সকলে মিলিত হইয়া, একাকী রাজপুত্রকে অধর্ম্মযুদ্ধে বদ্ধ করিয়াছে। কেহ কেহ বলিলেন, এখনই বাহিনী যোজনা করা হউক; কিজন্য বসিয়া থাকা হইতেছে? দুরাত্মা বিশাল ও তথায় সমাগত অন্যান্য রাজাদিগকে বধ করা হউক। অন্যান্য লোকেরা কহিলেন, অবীক্ষিতই প্রথমে ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছেন। যেহেতু, তিনি অন্যায় করিয়া, বলপূর্ব্বক সেই কন্যাকে তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি সমুদয় স্বয়ম্বরেই রাজপুত্রদিগকে ঐরূপে আপনার বিপক্ষ করিয়া তুলিয়াছেন। সেইজন্য তাঁহারা সকলে সম্মিলিত হইয়া, তাঁহাকে বদ্ধ করিয়াছেন।

তাঁহাদের এই কথা শুনিয়া, বীরপত্নী, বীরপ্রসূ, বীরবংশীয়া বীরা [illegible] আহ্লাদিতা হইয়া, স্বামীর ও অন্যান্য নরপতিগণের সমক্ষে বলিতে লাগিলেন, হে পার্থিবগণ! আমার সেই ভদ্রশালী পুত্র ভদ্র অনুষ্ঠান করিয়াছেন। যেহেতু, তিনি সমুদয় রাজাকে জয় করিয়া, বলপূর্ব্বক কন্যাকে গ্রহণ করিয়াছেন। তদর্থে যে যুদ্ধ উপস্থিত হয়, তাহাতে তিনি একাকী হইলে, সকলে মিলিয়া যে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়া অধর্ম্ম করিয়াছে, তাহাতেও আমার সেই পুত্রের, আমার মতে, কোনই অপচয় হয় নাই। লোকে, সিংহের ন্যায়, জিঘাংসার পরবশ হইয়া, যে, অধর্ম্মযুদ্ধে নরমার্গ লঙ্ঘন করে, তাহাই পুরুষকার। দেখ, আমার সেই পুত্র স্বয়ম্বরপ্রবৃত্তা অনেকানেক কন্যাকে অতি-মানশালী নরপতিগণের সমক্ষে ঐরূপ বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছেন। সচরাচর হীনশ্রেণীর লোকেরাই যাচ্ঞা করিয়া থাকে। সুতরাং, যাচ্ঞা কখন ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম হইতে পারে না। তাঁহারা বলশালিগণের সমক্ষে বলপূর্ব্বকই গ্রহণ করিয়া থাকেন। প্রকৃত-ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মবিশিষ্ট নরপতিগণ লৌহশৃঙ্খলে বদ্ধ হইলেও, কখন কাতর হইয়া, বশ্যতা স্বীকার করেন না, প্রত্যুত বলপূর্ব্বকই অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন। অতএব দৌর্ম্মনস্যে প্রয়োজন নাই। তিনি যে বদ্ধ হইয়াছেন তাহা সর্ব্বতোভাবে শ্লাঘারই বিষয়। এক্ষণে আপনাদের মস্তকে যদি আয়ুধ সকল নিপতিত হয়, তাহাও ঐরূপ শ্লাঘনীয় হইবে। অতএব যুদ্ধের জন্য সকলে ত্বরাপর হউন। আশু রথ সকলে অধিরোহণ করুন। আর বিলম্ব না করিয়া, অশ্ব, হস্তী ও সারথি সকলকেও সজ্জিত করা হউক। আপনারা বহুসংখ্যক রাজার সহিত একজনের যুদ্ধ কি মনে করিতেছেন? যিনি শূর, তিনি অল্প যুদ্ধে একাকী ঐরূপ বহু জনেরই সহিত যুদ্ধ করিয়া, পরিতোষ লাভ করেন। দেখুন, যাহাদিগকে কোনমতেই জয় হয় না, তাদৃশ অল্পসংখ্যক নরেন্দ্র প্রভৃতি শত্রুগণে কাহারই বা সামর্থ্য না জন্মে? বলিতে কি, ঐরূপ ব্যক্তি স্বয়ং কাতর হইলেও, তাহাদের প্রতি সামর্থ্য প্রকাশ করিয়া থাকে। দিবাকর যেমন চতুর্দ্দিগ্‌ব্যাপ্ত অন্ধকাররাশি নিরাকরণ করেন, সেইরূপ যে ব্যক্তি বলবীর্য্যাদিতে পৃথিবীব্যাপী সমস্ত লোককে অভিভূত করিয়া, বিরাজমান হয়, তাহাকেই শূর বলে।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, পত্নী এইরূপে উত্তেজিত করিলে, রাজা করন্ধম পুত্রের শত্রুদিগকে সংহার করিবার জন্য সৈন্য সকল সজ্জিত করিলেন। অনন্তর রাজা বিশাল ও সেই সকল ভূপতির সহিত তাঁহার যুদ্ধ উপস্থিত হইল। এইরূপে বিশাল ও তাঁহার অনুবর্ত্তী নরেন্দ্রগণ মহীপতি করন্ধমের সহিত তিন দিন যুদ্ধ করিলেন। অনন্তর সেই সমুদয় ভূপমণ্ডল পরাজয়প্রায় হইলে, রাজা বিশাল স্বয়ং অর্ঘ্য হস্তে মহীপতি করন্ধমের সমীপস্থ হইলেন এবং তাঁহার পুত্রকেও মোচন

করিয়া দিলেন। করন্ধম তৎকর্তৃক সবিশেষ পূজিত হইয়া প্রতীতি সহকারে সেই নিশা সুখে বাস করিলেন।

অনন্তর রাজা বিশাল স্বীয় কন্যাকে লইয়া, বিবাহার্থ সমুপস্থিত হইলে, বিপ্রর্ষে! অবীক্ষিত পিতার সম্মুখে বলিতে লাগিলেন, নৃপ! আমি ইহাকে অথবা অন্য কোন রমণীকে পরিগ্রহ করিব না। কেননা, ইহার সমক্ষে আমি শত্রু কর্তৃক পরাজিত হইয়াছি। অন্য ব্যক্তিকে এই কন্যা সম্প্রদান করা হউক। এই কন্যা অন্য কাহাকেও বরণ করুক; শত্রুকর্তৃক যাহার যশ ও বীর্য্য আমার ন্যায় খণ্ডিত ও অপমানও সংঘটিত হয় নাই। যেহেতু, আমি, স্বভাবতঃ দুর্ব্বলা এই অবলার ন্যায়, শত্রুগণ কর্তৃক পরাজিত হইয়াছি; অতএব আমার মনুষ্যত্বই বা আর কি আছে? ইহার সহিত আমার কোন প্রভেদই নাই। স্ত্রীজাতি সর্ব্বদাই পরতন্ত্র্য এবং পুরুষ সর্ব্বদাই স্বাধীনভাব-বিশিষ্ট। অতএব যে ব্যক্তি পরতন্ত্র, তাহার আবার মনুষ্যত্ব কি? আমি যাহার সম্মুখে শত্রু-পক্ষীয় ভূপগণ কর্তৃক পরাভূত হইয়াছি, তাহাকে আর কি বলিয়া, এই মুখ দেখাইব?

রাজপুত্র এইরূপ কহিলে, ভূপতি বিশাল স্বীয় তনয়াকে কহিলেন, বৎসে! তুমি এই মহাত্মার কথা শুনিলে। অতএব, কল্যাণি! অন্য যাহাকে তোমার মন যায়, তাঁহাকে পতিরূপে বরণ কর। আমরা তোমার প্রতি আদরবশতঃ যাহাকে তাহাকে বাস প্রদান করিব। অয়ি রুচিরাননে! তুমি এই উভয়বিধ মার্গের [illegible]র অবলম্বন কর।

কন্যা কহিলেন, তাত! ইনি যশ ও বীর্য্যের হানিজনক সংগ্রামে সম্যগ্ রূপ অনুষ্ঠান করিয়াছেন। কিন্তু ইহাঁর বিপক্ষপক্ষ অনেকে একত্র মিলিত হইয়া, অসম্যক্ আচরণপূর্ব্বক ইহাঁকে পরাজিত করিয়াছে। দেখুন, ইনি একাকী, সিংহের ন্যায়, যুদ্ধের জন্য সমাগত বহু লোকের সমক্ষে যে অবস্থান করিয়াছিলেন, তাহাতেই ইহাঁর বিশিষ্টরূপ বীর্য্য প্রকটীকৃত হইয়াছে। ইনি কেবল যুদ্ধে ঐরূপে অবস্থিতি করেন নাই; অনেকবার তাহাদের সকলকে জয়ও করিয়াছিলেন। ইহাতেও ইহাঁর বিক্রম প্রকাশিত হইয়াছে। এইরূপে ইনি শৌর্য্য ও বিক্রম উভয় গুণেই অলঙ্কৃত এবং ধর্ম্মানুসারে যুদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু সমুদায় নরপতি অধর্ম্ম করিয়া, ইহাঁকে জয় করিয়াছেন। অতএব, এবিষয়ে লজ্জার বিষয় কি? তাত! আমি ইহাঁর রূপমাত্রেই লুব্ধচিত্তা হই নাই। ইহাঁর শৌর্য্য, বিক্রম ও ধৈর্য্যও আমার মন হরণ করিয়াছে। অতএব অধিক কথায় প্রয়োজন নাই। আপনি আমার জন্য এই মহানুভাব নৃপতির নিকট যাচ্ঞা করুন। কেননা, ইনি ভিন্ন অন্য পতি আমি বরণ করিব না।

বিশাল কহিলেন, রাজপুত্র! আমার কন্যা যুক্তিসঙ্গতই বাক্য প্রয়োগ করিলেন এবং তোমার তুল্য কুমারও মহীতলে নাই। তোমার শৌর্য্য যেমন অবিসম্বাদী, পরাক্রমও তেমনি সর্ব্বাতিশায়ী। অতএব, বীর! মদীয় দুহিতাকে পরিগ্রহ করিয়া, আমাদের বংশ পবিত্র কর।

রাজপুত্র কহিলেন, নৃপ! আমি ইহাকে এবং অন্য কোন রমণীকেই পরিগ্রহ করিব না। মনুজেশ্বর! আমার আত্মাতেই স্ত্রীময়ী বুদ্ধি প্রাদুর্ভূত হইয়াছে।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, তখন রাজা করন্ধম পুত্রকে বলিতে লাগিলেন, বৎস! এই সুভ্রু বিশাল-তনয়া তোমাতেই দৃঢ়রূপে অনুরাগবতী হইয়াছেন। অতএব তুমি ইহাঁকে গ্রহণ কর।

রাজপুত্র কহিলেন, তাত! আমি পূর্ব্বে কখন আপনার আজ্ঞাভঙ্গ করি নাই। অতএব, আমাকে এরূপ আজ্ঞা করুন, যাহা আমি করিতে পারি।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, রাজপুত্র এইরূপে নির্ব্বন্ধাতিশয় প্রদর্শনে বদ্ধচিত্ত হইলে, রাজা বিশালের হৃদয় ব্যাকুলীকৃত হইল। তখন তিনি কন্যাকে কহিলেন, বৎসে! তুমি এই প্রয়োজন হইতে স্বকীয় মনকে বিনিবর্ত্তিত কর। অন্য অনেক রাজপুত্র আছেন। তাঁহাদের মধ্যে অন্যতরকে বরণ কর।

কন্যা কহিলেন, তাত! ইনি যদি আমাকে পরিগ্রহ না করেন, তাহাহইলে, এই বর প্রার্থনা করিতেছি, ইহাঁ ভিন্ন অন্য কেহই এই জন্মে আমার ভর্তা হইবে না।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, অনন্তর রাজা করন্ধম বিশালের সহিত হর্ষসহকারে তথায় দিনত্রয় অবস্থিতি করিয়া, পরে নিজপুরে অভ্যাগত হইলেন। তৎকালে পিতা ও অন্যান্য নরপতিগণ বিবিধ নিদর্শন ও পুরাবৃত্ত বর্ণনপূর্ব্বক সান্ত্বনা করিলে, রাজকুমার পুরে প্রত্যাগমন করিলেন। এদিকে সেই কন্যা স্বকীয় বান্ধবগণ কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাতা হইয়া, অরণ্যে গমন ও আহারত্যাগ পূর্ব্বক পরম বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া, তপশ্চরণে প্রবৃত্তা হইলেন। মাসত্রয় নিরাহারে অবস্থিতি করাতে, নিরতিশয় আর্ত্তভাবাপন্না, কৃশা ও ধমনীসন্ততা হইয়া উঠিলেন। এইরূপে মুমূর্ষু দশা উপস্থিত হইলে, তাঁহার উৎসাহ ক্ষীণ হইয়া আসিল। তখন সেই বালিকা দেহত্যাগে কৃতসঙ্কল্পা হইলেন। দেবগণ তাঁহাকে আত্মত্যাগে কৃতবুদ্ধি জানিয়া, সকলে মিলিত হইয়া, দেবদূতকে তাঁহার অন্তিকে পাঠাইয়া দিলেন। দূত তাঁহার সকাশে সমাগত হইয়া, কহিতে লাগিলেন, অয়ি পার্থিবাত্মজে! দেবগণ আমাকে দূতরূপে তোমার নিকট পাঠাইয়াছেন। যাহা করিতে হইবে, শুন। এই শরীর অতীব দুর্লভ। ইহা তুমি ত্যাগ করিও না। অয়ি কল্যাণি! তুমি চক্রবর্ত্তীর জননী হইবে। মহাভাগে! তোমার পুত্র অরাতিকুল নির্ম্মূল করিয়া, সপ্তদ্বীপা পৃথিবী ভোগ করিবেন। তাঁহার আজ্ঞা অপ্রতিহত হইবে। তিনি দেবগণের পরমশত্রু তরুজিৎ ও অয়ঃশঙ্কুকে সংহার এবং সমুদায় প্রজাকে ধর্ম্মে সংস্থাপন করিয়া, স্বকীয় ধর্ম্মানুসারে অখিল চাতুর্ব্বর্ণ্যের পরিপালন; দস্যু, ম্লেচ্ছ ও অন্যান্য দুষ্টচিত্তগণের সংহরণ এবং বিশিষ্টদক্ষিণাদানপূর্ব্বক বাজিমেধাদি ষট্‌সহস্র যজ্ঞের আহরণ করিবেন।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, রাজনন্দিনী সেই দিব্যমাল্যানুলেপন অন্তরীক্ষস্থ দেবদূতকে দর্শন করিয়া, বলিতে লাগিলেন, তুমি দেবগণের দূত; সত্যই স্বর্গ হইতে আসিয়াছ, সন্দেহ নাই। কিন্তু স্বামী ব্যতিরেকে আমার তাদৃশ পুত্র কিরূপে উৎপন্ন হইবে? অবীক্ষিত ভিন্ন অন্য কেহই এজন্মে আমার ভর্ত্তা হইবেন না; ইহাই আমি পিতার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। আমার পিতা ও স্বামীর জনক করন্ধম বারম্বার অনুরোধ এবং আমিও সম্যগ্‌বিধানে যাচ্ঞা করিয়াছিলাম। তথাপি, তিনি আমাকে পরিগ্রহ করিলেন না।

দেবদূত কহিলেন, মহাভাগে! তোমায় আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। তোমার পুত্র উৎপন্ন হইবে। অতএব তুমি অধর্ম্ম করিয়া, আত্মাকে ত্যাগ করিও না। এই কাননেই অবস্থিতি করিয়া, স্বকীয় এই ক্ষীণ শরীরকে পোষণ কর। তোমার তপঃপ্রভাবে এই সমস্তই সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দররূপে সুসম্পন্ন হইবে।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, এই বলিয়াই দেবদূত যথাগত প্রস্থান করিলেন। রাজনন্দিনীও অনুদিন আত্মতনু পোষণ করিতে লাগিলেন।

ইতি অবীক্ষিতচরিতে চতুর্ব্বিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

পঞ্চবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, অনন্তর অবীক্ষিতের জননী বীরপ্রসূ বীরা পুণ্যাহে পুত্রকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, বৎস! আমি তোমার মহাত্মা পিতা কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাতা হইয়াছি। দুষ্কর কিমিচ্ছিক ব্রতের জন্য উপবাস করিব। এই ব্রত তোমার পিতার যেমন আয়ত্ত, তেমনি তোমার ও আমার উভয়েরই সাধ্য। তুমি প্রতিজ্ঞা করিলেই, আমি এবিষয়ে প্রবৃত্তা হইতে পারি। আমি তোমার পিতার মহাকোষ হইতে অর্দ্ধেক ধন প্রদান করিব। এই ধন তোমার পিতার আয়ত্ত। তিনি আমাকে এ বিষয়ে অনুমতি করিয়াছেন। এই ব্রত ক্লেশসাধ্য হইলেও, আমার আয়ত্ত।

এক্ষণে তোমার বল পরাক্রমে ইহা সাধ্যই হউক, আর অসাধ্যই হউক অথবা দুঃখসাধ্যই হউক, যদি তুমি এ বিষয়ে প্রতিজ্ঞা কর, তাহাহইলে, আমি এই ব্রতের অনুষ্ঠান করি। অতএব তোমার মত কি, বল ?

অবীক্ষিত কহিলেন, ধন আমার পিতার আয়ত্ত। তাহাতে আমার স্বামিত্ব নাই। তবে আমার শরীর দ্বারা যাহা নিষ্পাদ্য হইবে, তাহা আমি আপনার আদেশানুসারে করিব। মাতঃ! যাহা কিছু ধন আছে, সমস্তই পিতার আয়ত্ত। তিনি যদি আপনাকে অনুমতি করিয়া থাকেন, তাহাহইলে, আপনি নিশ্চিন্তা ও নির্ব্যথা হইয়া, কিমিচ্ছকব্রতে প্রবৃত্তা হউন।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, তখন সেই রাজমহিষী কিমিচ্ছক ব্রতের জন্য সম্যক্ রূপে উপবাস করিয়া, সংযম ও পরমভক্তি সহকারে যথোক্ত বিধানে কুবেরের, সমুদায় নিধিগণের, নিধিপালবর্গের এবং লক্ষ্মীর পূজা করিলেন।

ঐ সময়ে নীতিশাস্ত্র-বিশারদ সচিবগণ নির্জ্জনে গৃহমধ্যে আসীন রাজা করন্ধমকে কহিতে লাগিলেন, রাজন্! এই পৃথিবী শাসন করিতে করিতে, আপনার শেষ বয়স উপস্থিত হইয়াছে। এদিকে, আপনার একমাত্র পুত্র অবীক্ষিত দারপরিগ্রহ করেন নাই; সুতরাং. তিনি নিঃসন্তান পরলোক গমন করিলে, এই পৃথিবী নিশ্চিতই আপনার বিপক্ষপক্ষের অঙ্কগামিনী হইবেন এবং আপনার বংশের ক্ষয় ও তৎসহকারে পিতৃগণের জলপিণ্ডও লোপ পাইবে। এইরূপে ক্রিয়াহানির সহিত আপনার সুবিপুল শত্রুভয় সংঘটিত হইবে। অতএব যাহাতে আপনার পুত্র সতত পিতৃগণের উপকারকল্পে মনোযোগী হন তদনুরূপ বিধান করুন।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, ঐ সময়ে জগতীপতি করন্ধম শুনিতে পাইলেন, বীরার পুরোহিত সমাগত অর্থীর প্রতি এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিতেছেন, তোমরা কে কি দুঃসাধ্য ইচ্ছা কর ? তোমাদের কাহার কি করিতে হইবে ? করন্ধমের মহিষী কিমিচ্ছক ব্রতের জন্য উপবাস করিয়াছেন। রাজপুত্র অবীক্ষিত পুরোহিতের কথা কর্ণগোচর করিয়া, রাজদ্বারে সমাগত সমুদয় অর্থীকে বলিতে লাগিলেন, আমার এই শরীর দ্বারা কাহার কি কার্য্য সাধন হইতে পারে, বল। মদীয় মহাভাগা জননী কিমিচ্ছক-ব্রতোপবাস করিয়াছেন। অর্থিগণ! সকলে শ্রবণ কর। আমি তৎকালে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। সেইজন্যই এই কিমিচ্ছক ব্রতের অনুষ্ঠান হইয়াছে। অতএব, তোমরা কি ইচ্ছা কর, বল, আমি তাহা দিব।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, রাজা করন্ধম পুত্রের মুখ হইতে বিগলিত ঈদৃশ বাক্য আকর্ণন করিয়া, তৎক্ষণাৎ তাহার সমীপস্থ হইয়া কহিলেন, বৎস! আমি এবিষয়ে একজন অর্থী; আমাকে আমার অভিলষিত বর প্রদান কর।

অবীক্ষিত কহিলেন, তাত! আপনাকে যাহা দান করিতে হইবে, তাহা বলুন। সাধ্যই হউক, অসাধ্যই হউক, আর দুঃসাধ্যই হউক, অবশ্য তাহা করিব।

রাজা কহিলেন, তুমি যদি সত্যই প্রতিজ্ঞা করিয়া থাক, কিমিচ্ছক-দান করিবে, তাহাহইলে, আমাকে আমার ক্রোড়স্থিত পৌত্রের মুখ দর্শন করাও।

অবীক্ষিত কহিলেন, রাজন্! আমি আপনার একমাত্র পুত্র; তাহাতে আবার, ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়াছি। আমার পুত্র নাই। তবে আমি কিরূপে পৌত্রের মুখ দর্শন করাইব ?

রাজা কহিলেন, তুমি এই যে, ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বন করিয়াছ, ইহাতে তোমার পাপ হইতেছে। অতএব তুমি আত্মাকে মোচন করিয়া, আমাকে পৌত্রের মুখ দর্শন করাও।

অবীক্ষিত কহিলেন, মহারাজ! ইহা আমার পক্ষে বিষম হইবে। অতএব অন্য কিছু আদেশ করুন। দেখুন, বৈরাগ্য উপস্থিত হওয়াতেই, আমি স্ত্রীসম্ভোগ ত্যাগ করিয়াছি। অতএব আর স্ত্রীসম্ভোগ করিব না।

রাজা কহিলেন, বৈরিগণ যেখানে অনেকে একত্র হইয়া, যুদ্ধ করে, সেখানে জয়লাভ করিয়া

থাকে। তথাপি, তুমি যদি বৈরাগ্য আশ্রয় কর, তাহাহইলে, তুমি অপণ্ডিত। অথবা, অধিক কথায় প্রয়োজন কি? ব্রহ্মচর্য্য পরিত্যাগ কর এবং মাতার ইচ্ছানুসারে আমাকে পৌত্রমুখ দর্শন করাও।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, অবীক্ষিত বারম্বার এইরূপ বলিলেও, রাজা করন্ধম যখন আর কিছু প্রার্থনা করিলেন না, তখন তিনি পুনরায় কহিলেন, তাত! আপনাকে আমি কিঞ্চিচ্ছক দান করিয়া, সঙ্কটেই পড়িলাম। অতএব আমি পুনরায় লজ্জাত্যাগ করিয়া, দারপরিগ্রহ করিব। আমি স্ত্রীর সমক্ষে পরাজিত ও ধরণীতলে বিনিপাতিত হইয়াছি। পুনরায় সেই স্ত্রী পতি হইবে। ইহা অতীব দুষ্কর। তথাপি, কি করিব? সত্যপাশে বদ্ধ হইয়াছি। অতএব যাহা বলিতেছেন, তাহাই করিব। আপনি নিজ আজ্ঞার ফল ভোগ করুন।

ইতি অবীক্ষিতচরিত নাম পঞ্চবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

ষড়্বিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, একদা রাজনন্দন অবীক্ষিত মৃগয়ায় গমন করিয়াছিলেন। বনমধ্যে মৃগ, বরাহ ও শার্দ্দূলাদি দংষ্ট্রিদিগকে বিদ্ধ করিয়া, বিচরণ করিতে করিতে, সহসা শুনিতে পাইলেন, কোন রমণী বারম্বার তারস্বরে চীৎকার করিয়া, ভয়-গদ্গদ বাক্যে বলিতেছে, আমাকে ত্রাণ কর, ত্রাণ কর। বামাকণ্ঠবিনিঃসৃত এই শব্দ শ্রবণ করিয়া, তিনি ভয় নাই, ভয় নাই, বলিতে বলিতে, যে স্থান হইতে ঐ শব্দ আসিতেছিল, তথায় সবেগে অশ্বকে চালাইয়া দিলেন। দনুর পুত্র দৃঢ়কেশ ঐ মানিনীকে আক্রমণ করিয়াছিল। তজ্জন্য তিনি সেই বিজনবনে এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকারপূর্ব্বক ক্রন্দন করিতেছেন, আমি রাজা করন্ধমের পুত্র পৃথিবীশ্বর ধীমান অবীক্ষিতের ভার্য্যা। দুরাত্মা অসুর আমাকে হরণ করিতেছে। সমুদায় মহীপাল, সমুদয় গন্ধর্ব্ব ও সমুদয় গুহ্যকগণও যাঁহার সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারে না, তাঁহার ভার্য্যা আমি হৃতা হইলাম! মৃত্যুর ন্যায় যাঁহার ক্রোধ ও শক্রের ন্যায় যাঁহার পরাক্রম, আমি সেই করন্ধমপুত্রের ভার্য্যা হইয়া, হৃতা হইলাম!

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহীপালপুত্র অবীক্ষিত শরাসন হস্তে এইপ্রকার শ্রবণ করিয়া, চিন্তা করিতে লাগিলেন, এ কি, আমার ভার্য্যা এই কাননে? অথবা ইহা কাননবাসী দুষ্টপ্রকৃতি রাক্ষসগণেরই মায়া। যাহাহউক, আমি যখন আসিয়াছি, তখন সমুদয় কারণ অবগত হইব।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, অনন্তর তিনি বনমধ্যে দ্রুতপদে গমন করিয়া, সেই অতিমনোরমা সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা কন্যাকে একাকিনী অবলোকন করিলেন। দনুর পুত্র দৃঢ়কেশ দণ্ডহস্তে তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছে। তিনি তন্নিবন্ধন বারম্বার ত্রাহি ত্রাহি শব্দে চীৎকার করিতেছেন। তদ্দর্শনে অবীক্ষিত তাঁহারে ভয় নাই বলিয়া, দনুর পুত্রকে কহিলেন, তুমি হত হইলে। রাজা করন্ধম এই পৃথিবী শাসন করিতেছেন। যাঁহার প্রতাপে সমুদয় মহীক্ষিতই অবনত হইয়াছেন। অতএব কার সাধ্য, কোনরূপ দুষ্টতা করিতে পারে? তিনি বর-কার্ম্মুক গ্রহণ করিয়া, তথায় সমাগত হইলে, তাঁহাকে দর্শন করিয়া, সেই তন্বী বারম্বার কহিতে লাগিলেন, আমাকে এই হরণ করিল; পরিত্রাণ করুন। আমি রাজা করন্ধমের পুত্রবধূ এবং অবীক্ষিতের ভার্য্যা; সুতরাং আমি সনাথা হইলেও, এই দুষ্ট অনাথার ন্যায়, আমাকে বনমধ্যে হরণ করিয়াছে।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, অবীক্ষিত কন্যার কথায়তে বিবেচনা করিতে লাগিলেন, এই ললনা কিরূপে আমার ভার্য্যা এবং পিতারই বা কিরূপে পুত্রবধূ? অথবা এই তন্বীকে অগ্রে উদ্ধার করি।

পরে সমুদয় জানিব। ক্ষত্রিয়েরা আর্ত্তের পরিত্রাণহেতুই অস্ত্র ধারণ করেন। অনন্তর বীর অবীক্ষিত ক্রুদ্ধ হইয়া, সেই অতীব দুর্মতি দানবকে কহিলেন, এই কন্যাকে ছাড়িয়া দিয়া, প্রাণ লইয়া, গমন কর। নতুবা মরিতে হইবে। তখন দানব কন্যাকে ছাড়িয়া, দণ্ড উত্তোলন করিয়া, অবীক্ষিতের অভিমুখে ধাবমান হইল। তিনিও তাহাকে শরবর্ষে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। সেই অতিমদান্বিত দানব শরসমূহে বার্য্যমাণ হইয়া, রাজপুত্রের প্রতি শঙ্কু-শতাবৃত দণ্ড নিক্ষেপ করিল। তিনি আপতনসমকালেই শরসমূহে সেই দণ্ড ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন দানব নিকটস্থ এক বৃক্ষ গ্রহণ করিয়া, যুদ্ধে ব্যবস্থিত হইল এবং রাজপুত্র শরবর্ষণে প্রবৃত্ত হইলে, তাঁহার প্রতি ঐ বৃক্ষ নিক্ষেপ করিল। তিনি কার্ম্মুক নির্ম্মুক্ত ভল্লপরম্পরায় তাহাও তিল তিল করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে দানব তাঁহার উদ্দেশে শিলা নিক্ষেপ করিলে, তাহাও তৎকর্ত্তৃক লাঘববশে উজ্ঝিত ও ব্যর্থ হইয়া, ভূতলে পতিত হইল। এইরূপে দানব কুপিত হইয়া, যাহা যাহা নিক্ষেপ করিল, তিনি বাণপরম্পরার সহায়তায় অবলীলাক্রমেই তৎসমস্ত ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে তাহার দণ্ড বিচ্ছিন্ন ও অন্যান্য সমুদয় আয়ুধও ছিন্নভিন্ন হইলে, সে মুষ্টি উদ্যত করিয়া, সক্রোধে রাজপুত্রের অভিমুখে ধাবমান হইল। করন্ধমপুত্র ঐরূপ ধাবনসময়েই বেতসপত্র শর দ্বারা তদীয় মস্তক ছেদন করিয়া, ভূমিতে পাতিত করিলেন। সেই দুষ্টচেষ্টিত দানব নিহত হইলে, দেবগণ সকলে রাজপুত্রকে সাধু সাধু বলিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহারা তাঁহাকে কহিলেন, তুমি বর প্রার্থনা কর। তিনি পিতার প্রিয়কামনায় মহাবীর্য্য পুত্র প্রার্থনা করিলেন।

দেবগণ কহিলেন, অনঘ! তুমি এই যে কন্যাকে মোচন করিলে, ইহারই গর্ভে তোমার মহাবল চক্রবর্ত্তী পুত্র সমুৎপন্ন হইবে।

রাজপুত্র কহিলেন, পিতাকর্ত্তৃক সত্যপাশে বদ্ধ হইয়াই, আমি পুত্রকামনা করিলাম। নতুবা, নরপতিগণ কর্ত্তৃক যুদ্ধে নির্জ্জিত হইয়া, আমি দারপরিগ্রহ ত্যাগ করিয়াছি। আমি যেমন ঐ কারণে বিশালতনয়াকে পরিত্যাগ করিয়াছি, তিনিও তেমনি আমার জন্য আমাভিন্ন অন্য পুরুষের সহবাস ত্যাগ করিয়াছেন। অতএব আমি কিরূপে নিতান্ত নির্দ্দয়হৃদয় হইয়া, সেই বিশালনন্দিনীকে ত্যাগ করিয়া, অন্য নারী পরিগ্রহ করিব?

দেবগণ কহিলেন, তুমি সর্ব্বদা যাঁহার শ্লাঘা করিয়া থাক, ইনিই সেই তোমার ভার্য্যা বিশালনন্দিনী। তোমারই জন্য তপশ্চরণে প্রবৃত্তা হইয়াছেন। ইহাঁর গর্ভে তোমার বীরপুত্র জন্মিবে। ঐ পুত্র সপ্তদ্বীপের শাসনকর্ত্তা, যজ্ঞ সহস্রের আহর্ত্তা ও চক্রবর্ত্তী হইবে।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, দ্বিজ! দেবগণ করন্ধমের পুত্র অবীক্ষিতকে এইপ্রকার কহিয়া, প্রস্থান করিলেন। তখন তিনি পত্নীকে কহিলেন, ভীরু! বল, এ কি? পত্নী তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, আপনি আমাকে ত্যাগ করিলে, আমি পিতা মাতা প্রভৃতিকে ত্যাগ করিয়া, নির্ব্বেদগ্রস্তা হইয়া, অরণ্য আশ্রয় করিলাম। বীর! তথায় তপস্যা করিয়া, কলেবর ক্ষীণপ্রায় হইলে, আমি উহা ত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্পা হইলাম। দেবদূত আসিয়া, নিবারণ করিয়া কহিলেন, তোমার গর্ভে মহাবল চক্রবর্ত্তী পুত্র জন্মিবে। ঐ পুত্র দেবগণের সন্তোষ সংসাধন ও অসুরগণের সংহরণ করিবে। এইরূপে দেবগণের আজ্ঞাক্রমে দেবদূত নিবারণ করিলে, মদীয় সঙ্গম কামনায় দেহত্যাগ করিলাম না। মহাভাগ! পরশ্ব গঙ্গাহ্রদে স্নান করিতে গিয়া, অবতরণ করিলে, এক বৃদ্ধ নাগ বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া, আমাকে রসাতলে লইয়া গেল। তথায় সহস্র সহস্র নাগ স্ব স্ব পত্নী ও কুমারগণের সহিত আমার সম্মুখে আসিয়া অবস্থিতি করিল। অনন্তর কেহ আমারে স্তব ও কেহ আমারে পূজা করিতে লাগিল। তদনন্তর নাগগণ ও তাহাদের পত্নীগণ সবিনয়ে আমার নিকট প্রার্থনা করিল, তুমি আমাদের সকলের প্রতি অনুগ্রহ বিতরণ কর। আমরা অপরাধ করিলে, তোমার পুত্র যখন মারিতে উদ্যত হইবেন, তখন তুমি তাহাঁকে নিবারণ করিবে। সর্প সকল তোমার পুত্রের নিকট অপরাধী হইবে।" তন্নিবন্ধন তাঁহাকে তোমার নিবারণ করিতে হইবে। এই অনুগ্রহ

বিতরণ কর। আমি, তাহাই হইবে, বলিলে, আমাকে দিব্য পাতালভূষণ, উৎকৃষ্ট গন্ধ, বস্ত্র ও পুষ্পসমূহে অলঙ্কৃতা করিয়া, সেই বৃদ্ধ নাগ আমাকে এই আলোকে আনয়ন করিল। আমি পূর্ব্বের ন্যায়, কান্তিমতী ও রূপবতী হইয়া উঠিলাম। আমাকে এইরূপ রূপান্বিতা ও সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা দর্শন করিয়া, এই দুর্বৃত্ত দৃঢ়কেশ হরণ করিবার অভিলাষে গ্রহণ করিল। রাজপুত্র! আপনারই বাহুবলে আমি এ যাত্রায় উদ্ধার পাইলাম। অতএব, মহাবাহো! প্রসন্ন হইয়া, আমাকে পরিগ্রহ কর। তোমার সমান ভূলোকে অন্য রাজপুত্র নাই, আমি সত্যই বলিতেছি।

ইতি অবীক্ষিতচরিতে ষড়্‌বিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

সপ্তবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন তিনি, যাহার যে ইচ্ছা, তাহাকে তাহাই দিব, প্রতিজ্ঞা করাতে, তদীয় পিতৃদেব যাহা বলিয়াছিলেন, পত্নীর উল্লিখিত বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক তাহা স্মরণ করিয়া তাঁহার জন্য ভোগত্যাগিনী সেই কন্যাকে সানুরাগ চিত্তে বলিতে লাগিলেন, দেখ, আমি সকলকে জয় করিয়া তোমাকে লাভ করি। পরে অরাতিগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া, তোমাকে ত্যাগ করিয়াছি, এখন কি করিব?

কন্যা কহিলেন, এই রমণীয় কাননে আমার পাণিগ্রহণ কর। সকামের সহিত সকামার সমাগম সর্ব্বথা সম্যগ্রূপ সুখশান্তি বিধান করিবে।

রাজপুত্র কহিলেন, আচ্ছা, তাহাই করিব। তোমার মঙ্গললাভ হউক। এবিষয়ে বিধিই কারণ। অন্যথা, তুমি বা কোথায়, আর আমি বা কোথায়? উভয়ে সমাগম সম্পন্ন হইল।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, এই সময়ে তুনয়নামক গন্ধর্ব্ব অন্যান্য গন্ধর্ব্বগণে ও বরাপ্সরাসমূহে পরিবৃত হইয়া, তথায় সমাগত হইল এবং বলিতে লাগিল, রাজপুত্র! এই মানিনী আমারই নন্দিনী, ইহার নাম ভামিনী। অগস্ত্যের অভিশাপে বিশালের তনয়া হইয়াছেন। ইনি ক্রীড়া করিতে করিতে বালস্বভাব বশতঃ অগস্ত্যের রোষ সমুদ্ভাবন করিয়াছিলেন। তন্নিবন্ধন অগস্ত্য, মানুষী হইবে, বলিয়া, ইহাকে অভিশপ্ত করেন। আমরা প্রসন্ন করিয়া বলিলাম, ভগবন্! বালিকা কিছুই জানে না ও বুঝে না। সেইজন্য আপনার নিকট অপরাধিনী হইয়াছে। অতএব প্রসন্ন হউন। আমরা প্রসন্ন করিলে, মহামুনি অগস্ত্য কহিলেন, বালিকা বলিয়াই, আমি সামান্যরূপ শাপপ্রদান করিয়াছি; সুতরাং ইহার অন্যথা হইবে না। আমার পুত্রী এই ভামিনী অগস্ত্যের শাপে এইরূপে বিশালের ভবনে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। এই কারণেই আমি ইহার নিমিত্ত এখানে আসিলাম। তুমি এই নৃপাত্মজা মদীয় আত্মজাকে গ্রহণ কর। ইহার গর্ভে তোমার চক্রবর্ত্তী পুত্র উৎপন্ন হইবে।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, রাজপুত্র অবীক্ষিত এই কথায় সম্মত হইয়া, তাহার পাণিগ্রহণ করিলেন। তুম্বুরু যথাবিধি তাঁহাদের বৈবাহিক হোম করিলেন। দেব ও গন্ধর্ব্বগণ ঐ সময়ে গান করিতে লাগিলেন। অপ্সরারা নৃত্য আরম্ভ করিলেন। মেঘ সকল পুষ্পবর্ষণে প্রবৃত্ত হইল। দেববাদ্য সকল বাজিয়া উঠিল। সমস্ত ক্ষিতিমণ্ডলের ত্রাণকর্ত্তার জননী সেই কন্যার সহিত বিবাহে রাজকুমার অবীক্ষিত সম্মিলিত হইলে, ঐরূপ ঘটনা সকল সংঘটিত হইল। অনন্তর তাঁহারা সকলে মহাত্মা তুনয়ের সহিত গন্ধর্ব্বলোকে গমন করিলে, অবীক্ষিতও পত্নীর সহিত তথায় সমাগত হইলেন। তথায় গমন করিয়া, তিনি সেই ভামিনীর সহবাসে যেরূপ আমোদ অনুভব করিতে

লাগিলেন, ভামিনীও ভোগসমৃদ্ধিসমন্বিতা হইয়া, তদ্রূপ তদীয় সংসর্গে আহ্লাদিতা হইলেন। তাঁহারা পরস্পর মিলিত হইয়া, কখন অতিরমণীয় নগরোপবনে ও কখন বা উপপর্ব্বতে বিবিধ আমোদ আহ্লাদে বিচরণ করিতে লাগিলেন। কখন হংসসারসশোভিত নদীপুলিনে, কখন ভবনাগ্রে অতিশোভন প্রাসাদে এবং কখন বা অন্যান্য রমণীয় বিহারপ্রদেশসমূহে অহর্নিশ বিহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মুনি, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণ সকলে তথায় তাঁহাদের ভক্ষ্য, অনুলেপন, বস্ত্র, মাল্য ও পানাদি আহরণ করিতে লাগিলেন।

এইরূপে সেই দুর্লভ গন্ধর্ব্বলোকে ভামিনীর সহিত বিহার করিতে করিতে, তাঁহার এক পুত্র জন্মিল। সেই মহাবীর্য্য পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে, গন্ধর্ব্বেরা মহোৎসবে প্রবৃত্ত হইল। কেহ গান করিতে লাগিল; কেহ মৃদঙ্গ, পটহ ও আনক সকল বাদনে প্রবৃত্ত হইল; কেহ বেণু ও বীণাদি বাজাইতে আরম্ভ করিল। অপ্সরোগণ অনেকে একত্র হইয়া নৃত্য করিতে লাগিল; মেঘ সকল পুষ্পবৃষ্টিসহকারে মৃদুনিস্বনে গর্জ্জন আরম্ভ করিল। তাদৃশ কোলাহল প্রবর্ত্তিত হইলে, তুনয় স্মরণ করিবামাত্র, তুম্বুরু সমাগত হইয়া, বালকের জাতকর্ম্ম বিনিষ্পাদন করিলেন। দেবগণ তথায় সমাগত হইলেন; নির্ম্মলস্বভাব দেবর্ষিগণও আগমন করিলেন; পাতাল হইতে শেষ, বাসুকি ও তক্ষক প্রভৃতি পন্নগেন্দ্রগণও সমবেত হইলেন। দ্বিজোত্তম! দেব ও অসুরগণের মধ্যে যাঁহারা প্রধান এবং যক্ষ ও গুহ্যকগণের মধ্যে যাঁহারা অগ্রণী, তাঁহারাও সকলে আসিলেন। তদ্ব্যতীত, মরুদ্‌গণও তথায় পদার্পণ করিলেন।

এইরূপে অশেষ ঋষি, দেব, দানব পন্নগ ও মুনিগণ আগমন করিলে, গন্ধর্ব্বগণের সেই মহাপুর আকুল হইয়া উঠিল। অনন্তর তুম্বুরু জাতকর্ম্মাদি ক্রিয়া সমাধান করিয়া, বক্ষ্যমাণ বাক্যে স্তব করত সেই বালকের স্বস্ত্যয়ন করিতে লাগিলেন, তুমি মহাবল, মহাবীর্য্য ও মহাবাহু চক্রবর্ত্তী হইয়া, বহুকাল অখণ্ড মেদিনীমণ্ডলের আধিপত্য কর। ইন্দ্রপ্রমুখ এই লোকপালবর্গ এবং এই ঋষিগণ সকলেই তোমার স্বস্তি বিধান ও অরাতিগণের বিনাশসাধন বীর্য্য সমাধান করুন। মরুৎ তোমার মঙ্গল করুন। পূর্ব্ব মরুৎ ধূলিরাশি উত্থিত না করিয়া, তোমার কল্যাণকল্পে প্রবাহিত হউন। দক্ষিণ মরুৎ অক্ষীণ ও নির্ম্মল হইয়া, তোমার সপক্ষে অবস্থিতি করুন। পশ্চিম মরুৎ তোমাকে উৎকৃষ্ট বীর্য্য প্রদান করুন। উত্তর মরুৎ তোমার বিশিষ্টরূপ বল আধান করুন।

এইরূপে স্বস্ত্যয়ন সমাহিত হইলে, অশরীরিণী বাণী বলিতে লাগিলেন, তোমার গুরু বারম্বার তোমার উদ্দেশে মরুৎশব্দ প্রয়োগ করিলেন। এইজন্য এই বালক পৃথিবীতে মরুত্ত নামে বিখ্যাত হইবেন। পৃথিবীস্থ সমস্ত রাজাই ইহার আজ্ঞাবশীভূত হইবেন। ইনি সমস্ত ক্ষিতিপতিগণের মূর্দ্ধস্থপদ অধিকার এবং মহাবীর্য্যবিশিষ্ট চক্রবর্ত্তী হইয়া, সপ্তদ্বীপবতী বসুমতীকে আক্রমণপূর্ব্বক ভোগ করিবেন। কেহই ইঁহাকে প্রতিহত করিতে পারিবে না। ইনি সমুদায় নরপতিগণের ও সমস্ত বাগ্মীবর্গের প্রধান হইবেন এবং সমুদায় রাজগণমধ্যে শৌর্য্যে ও বীর্য্যে আধিক্য লাভ করিবেন।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, এবম্বিধ দৈববাণী শ্রবণ করিয়া, তথায় সমবেত বিপ্র ও গন্ধর্ব্বগণ সকলে এবং তদীয় পিতা মাতা উভয়েই পরম সন্তোষ লাভ করিলেন।

ইতি মরুত্তের জন্মকথা নাম সপ্তবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

অষ্টাবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, অনন্তর রাজপুত্র অবীক্ষিত আপনার পুত্র ও কলত্র সমভিব্যাহারে লইয়া পুরে গমন করিলেন। গন্ধর্ব্বগণ পশ্চাৎ তাহার অনুগামী হইল। তিনি পিতৃভবন প্রাপ্ত হইয়া, আদর সহকারে ভদীয় চরণ বন্দনা করিলেন। সেই শ্রীমতী কৃশাঙ্গী রাজনন্দিনীও তাঁহার পাদদ্বয়ে প্রণতা হইলেন। অনন্তর অবীক্ষিত আপনার বালক পুত্রকে গ্রহণ করিয়া, ধর্ম্মাসনে অধিরূঢ় পিতা করন্ধমকে সমুদয় রাজগণ মধ্যে বলিতে লাগিলেন, আমি পূর্ব্বে জননীর নিমিত্ত কিমিচ্ছক-ব্রতে আপনার নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, তদনুসারে এই পৌত্রকে ক্রোড়ে লইয়া, ইহার মুখদর্শন করুন। এই বলিয়া পিতার উৎসঙ্গে পুত্রকে ন্যস্ত করিয়া, তাঁহার গোচরে যথাবৃত্ত সমুদয় নিবেদন করিলেন। রাজা করন্ধম পৌত্রকে আলিঙ্গন করিয়া, আনন্দাশ্রুসলিলে আবিল-লোচন হইয়া, আমিই ভাগ্যশালী, এইপ্রকার বাক্য প্রয়োগ সহকারে আত্মাকে পুনঃ পুনঃ প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর তিনি আনন্দভরে অন্য প্রয়োজন বিস্মৃত হইয়া, সমুপাগত গন্ধর্ব্বদিগকে সম্যগ্রূপে অর্ঘ্যাদি দ্বারা সম্মানিত করিলেন। ঐ সময়ে পুরমধ্যে প্রত্যেক পুরবাসী স্ব স্ব গৃহে এই বলিয়া মহা আনন্দে প্রবৃত্ত হইল, যে, আমাদের রক্ষাকর্ত্তার সন্ততি সমুৎপন্ন হইয়াছে। অতিচার্ব্বঙ্গী বিলাসিনী রমণীরা সেই হৃষ্টপুষ্ট পুর মধ্যে গীত-বাদ্যসহকারে উৎকৃষ্ট বিধানে নৃত্য করিতে লাগিল। রাজা হৃষ্ট চিত্তে প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণদিগকে রাশি রাশি ধন, রত্ন, বস্ত্র, অলঙ্কার ও গো সকল প্রদান করিলেন।

অনন্তর সেই বালক, শুক্লপক্ষে শশীর ন্যায়, বর্দ্ধিত হইয়া, পিতৃগণের প্রীতি সম্পাদন ও লোক সকলের অনুরাগ আকর্ষণ করিলেন। মুনে! তিনি প্রথমে আচার্য্যগণের নিকট বেদ সমুদয়, পরে অশেষ শাস্ত্র ও ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করিলেন। অনন্তর তিনি যখন শ্রমজয় সহকারে খড়্গ-কার্ম্মুকচালনায় ও অন্যান্য শস্ত্রসমূহে কৃতোদ্যোগ হইলেন, তখন বিনয়াবনত ও প্রীতিপরায়ণ হইয়া, ভৃগুবংশীয় ভার্গবের নিকট অস্ত্র সকল গ্রহণ করিলেন। এইরূপে তিনি সমুদয় ধনুর্ব্বেদের পারগ ও সমুদয় বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। তাঁহা অপেক্ষা ঐ সকল বিষয়ে আর কেহই শ্রেষ্ঠ রহিল না।

এদিকে, রাজা বিশালও স্বীয় দুহিতার এই সমুদয় বার্ত্তা ও দৌহিত্রের যোগ্যতা উপলব্ধি করিয়া, হর্ষবশে অবশচিত্ত হইলেন। রাজা করন্ধম পৌত্রের মুখ দর্শন, অনেক যজ্ঞ নিষ্পাদন, অর্থিদিগকে রাশি রাশি দান, সমুদয় ক্রিয়া সম্পাদন, ধর্ম্মানুসারে পৃথিবী পরিপালন ও অরাতিদিগকে পরাজয় করিয়া, কৃতমনোরথ হইয়া, অরণ্যগমনমানসে অবীক্ষিতকে কহিতে লাগিলেন, বৎস! আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, বনে যাইব; তুমি রাজ্য গ্রহণ কর। বলিতে কি, আমি কৃতকৃত্য হইয়াছি। তোমার অভিষেচন ব্যতিরেকে আমার আর অন্য কিছু করিবার নাই। অতএব, আমি অর্পণ করিতেছি, সর্ব্বতোভাবে সুশাসিত এই রাজ্য গ্রহণ কর।

অবীক্ষিতও তপশ্চরণার্থ অরণ্যগমনে অভিলাষী হইয়াছিলেন। এইজন্য পিতা এইরূপ আদেশ করিলে, তাঁহাকে প্রশ্রয়াবনত হইয়া কহিতে লাগিলেন, তাত! আমি পৃথিবী পরিপালন করিব না। আমার মন হইতে লজ্জা এখনও যায় নাই। অতএব আপনি অন্য কাহাকে রাজ্যে নিয়োজিত করুন। দেখুন, আমি বন্দী হইয়াছিলাম। আপনিই আমাকে মোচন করিয়াছেন। আমি স্বকীয় বীর্য্যে উদ্ধার পাই নাই; সুতরাং, আমার আবার পৌরুষ কি? যদি পৌরুষ না রহিল, তাহা হইলে, কিরূপে পৃথিবী শাসন করিব? কেননা, যাহাদের পৌরুষ

আছে, তাহারাই পৃথিবী পালন করিয়া থাকে। অধিক কি, আমি যখন আত্মাকে পালন করিতে পারিলাম না, তখন কিরূপে পৃথিবীপালনে সমর্থ হইব? অতএব অন্যত্র রাজ্য নিক্ষেপ করুন। মন্ত্রী, অথবা আপনার সমানধর্ম্ম-বিশিষ্ট পুরুষ, কিম্বা অন্য কোন ব্যক্তি যাহার কেহই বিরোধী নাই, ইহাদের অন্যতরকে রাজ্য দিন। আপনার আত্মা সর্ব্বথা মোহের অবিষয়ীভূত। সেই-জন্য আমাকে বন্ধন হইতে মোচন করিয়াছেন। ভাবিয়া দেখিলে, আমি সর্ব্বথা স্ত্রীজাতির সমান। অতএব কিরূপে মহীপতি হইব?

পিতা কহিলেন, পিতা যেমন পুত্রের ভিন্ন নহেন, পুত্রও তেমনি পিতার সমান। তোমাকে অন্য কেহ মুক্ত করে নাই; স্বয়ং পিতাই তোমাকে মোচন করিয়াছেন।

পুত্র কহিলেন, নরেশ্বর! আমি আর হৃদয়কে ফিরাইতে পারিব না। আপনি আমাকে মুক্ত করিয়াছেন। এই কারণে আমার হৃদয়ে অতিমাত্র লজ্জা উপস্থিত হইয়াছে। বলিতে কি, পিতার উপার্জ্জিত অর্থ ভোগ করে; অথবা পিতা কর্ত্তৃক কৃচ্ছ্র হইতে মুক্ত হইয়া থাকে; অথবা পিতার নামেই লোক-সমাজে পরিচিত হয়, এরূপ ব্যক্তি যেন আমাদের বংশে না থাকে বা না জন্মে। যাহারা স্বয়ং অর্থ উপার্জ্জন করে, যাহারা স্বয়ং খ্যাতি সঞ্চয় করিয়া থাকে, যাহারা স্বয়ং কৃচ্ছ্র হইতে নিস্তীর্ণ হয়, তাহাদের যে গতি হইয়া থাকে, আমারও যেন সেই গতি হয়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মুনে! পিতা বারম্বার বলিলেও, অবীক্ষিত যখন ঐরূপ উত্তর করিলেন, তখন তাঁহার পুত্র মরুত্তকেই রাজ্যে রাজা করা হইল। মরুত্ত পিতার অনুজ্ঞানুসারে পিতামহ হইতে রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া, সুহৃদ্‌গণের আনন্দ উপপাদিত করিয়া, সম্যগ্‌রূপে শাসন করিতে লাগিলেন। তখন রাজা করন্ধম পত্নীকে লইয়া, কায়মনবাক্য সংযত করিয়া, তপশ্চরণার্থ বনে গমন করিলেন। তথায় বর্ষসহস্র সুদুশ্চর তপস্যা করিয়া, কলেবর-পরিহারপুরঃসর ইন্দ্রের সলোকতা প্রাপ্ত হইলেন। তদীয় সহধর্ম্মিণী বীরা স্বর্গপ্রাপ্ত মহাত্মা স্বামীর সলোকতা কামনায় ভার্গবের আশ্রম আশ্রয়, ফলমূল মাত্র আহার, দ্বিজাতিপত্নীগণের মধ্যে অবস্থান ও দ্বিজগণের শুশ্রূষায় তৎপরতা নিয়োগপূর্ব্বক জটিলা ও মলপঙ্কিলা হইয়া, শত বৎসর তপস্যা করিলেন।

ইতি মরুত্তাভিষেক নাম অষ্টাবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

একোনত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

ক্রৌষ্টুকি কহিলেন, ভগবন্! আপনি করন্ধম ও অবীক্ষিত উভয়েরই চরিত্র বিস্তারপূর্ব্বক আমার নিকট কীর্ত্তন করিলেন। এক্ষণে অবীক্ষিতনন্দন মহাত্মা মরুত্তের চরিত্রশ্রবণে অভিলাষ হইয়াছে। শুনিয়াছি, রাজা মরুত্ত স্বকীয় সাধুচরিত্রে সকলকেই অতিক্রম করিয়াছিলেন। তিনি যেমন চক্রবর্ত্তী, মহাভাগ, শূর, কান্ত, মহামতি, ধর্ম্মজ্ঞ ও ধর্ম্মকৃৎ, সেইরূপ সম্যগ্‌রূপে পৃথিবী পালন করিয়াছিলেন।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মরুত্ত পিতার আজ্ঞানুসারে পিতামহের নিকট রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া, ঔরস পুত্রকে পিতার ন্যায়, প্রজাদিগকে ধর্ম্মতঃ পালন ও বিশিষ্ট বিধানে দক্ষিণাদানপূর্ব্বক যথাবিধানে ভূরি ভূরি যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তত্তৎ যজ্ঞে ঋত্বিক ও পুরোহিতগণ যেরূপ আদেশ করেন, তাহাতে তিনি রতচিত্ত হইয়াছিলেন। সপ্তদ্বীপের কোথাও তাঁহার চক্র প্রতিহত এবং তাঁহার গতিও আকাশ পাতালে ও জলাদি কুত্রাপি ব্যবচ্ছিন্ন হইত না। দ্বিজ! তিনি ধন প্রাপ্ত ও যথাবৎ স্বক্রিয়া-পরায়ণ হইয়া, মহাযজ্ঞ সকল নিষ্পাদন করিয়া, ইন্দ্রপ্রমুখ অমরগণের যাজন করিয়াছিলেন।

অন্যান্য বর্ণ সকল তাঁহার নিকট ধনলাভপূর্ব্বক স্ব স্ব কর্ম্মে অতন্দ্রিত হইয়া, ইষ্টাপূর্ত্তাদি ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিত। দ্বিজসত্তম! পৃথিবী মহাত্মা মরুত্ত কর্তৃক পরিপালিতা হইয়া, দেবগণেরও সহিত স্পর্দ্ধা করিতেন। তিনি যজ্ঞ করিয়া, কেবল রাজাদিগকেই অতিক্রম করেন নাই; শত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া, দেবরাজকেও পরাজিত করিয়াছিলেন। স্বয়ং অঙ্গিরার পুত্র ও বৃহস্পতির ভ্রাতা, তপোনিধি মহাত্মা সম্বর্ত্ত তাঁহার ঋত্বিক্। সুরগণের সেবিত মুঞ্জবান্ নামে যে সুবর্ণময় পর্ব্বত আছে রাজা মরুত্ত তাহার শৃঙ্গ পাতিত করিয়া, যজ্ঞার্থ আহরণ করেন। যজ্ঞের যাবতীয় ভূমিভাগাদি তাহাতেই রচিত ও প্রাসাদ সকল তপোবলে একমাত্র কাঞ্চনেরই করা হইয়াছিল। ঋষিগণ সকলে বক্ষ্যমাণ বাক্যে রাজা মরুত্তের চরিত্রসম্বন্ধে গাথাসমূহ গান ও সর্ব্বদা অধ্যয়ন করিয়া থাকেন, রাজা মরুত্তের সমান যজমান পৃথিবীতে হয় নাই। যাঁহার যজ্ঞে সদঃ সমস্ত ও প্রাসাদসমূহ কাঞ্চনময় ছিল। ইন্দ্র যাঁহার সোমরস পান ও ব্রাহ্মণেরা দক্ষিণা গ্রহণ করিয়া, মত্ত হইয়া গিয়াছিলেন। ইন্দ্রাদি প্রধান প্রধান অমরবর্গ যাঁহার যজ্ঞে ব্রাহ্মণগণের পরিবেষ্টা হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণেরা মরুত্তের ন্যায়, আর কাহার যজ্ঞে রত্নপূর্ণ গৃহ সকলে সমুদয় সুবর্ণ ত্যাগ করিয়াছিলেন? তাঁহার যজ্ঞে প্রাসাদাদি সমস্তই একমাত্র স্বর্ণে নির্ম্মাণ করা হয়। তিন বর্ণই তৎসমস্ত লাভ করিয়াছিল। আর কাহারা এরূপ দান করিতে পারে? তিনি দান করিয়া, যে সকল শিষ্ট লোকের মনোরথ পূর্ণ করেন, তাঁহারা দেশে দেশে পৃথক্ পৃথক্ যজ্ঞ সকলের অনুষ্ঠান করিয়াছিল।

এইরূপে তিনি সম্যক্ বিধানে প্রজাপালনপুরঃসর রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হইলে, কোন তপস্বী আসিয়া, তাঁহারে বলিতে লাগিলেন, নরেশ্বর! তাপসমণ্ডলী মদোন্মত্ত উরগগণ কর্ত্তৃক বিষাভিভূত হইয়াছেন, দর্শন করিয়া, ভবদীয় পিতামহী বলিয়া দিয়াছেন, তোমার পিতামহ সম্যগ্রূপে পৃথিবী পালন করিয়াছেন। আমি তপশ্চরণে সংসক্তা হইয়া, ঔর্ব্বের আশ্রমে অবস্থিতি করিতেছি। তুমি যে রাজ্যশাসনে সমর্থ নহ, তাহা আমার প্রত্যক্ষগোচর হইয়াছে। কেননা, তোমার পিতামহের ও পূর্ব্বপুরুষগণের অধিকারে যাহা ঘটে নাই, তোমার শাসনে তাহা হইতেছে। তুমি নিশ্চয়ই ভোগসুখে আসক্ত অথবা ইন্দ্রিয় সকলের বশীভূত হইয়াছ এবং তোমার চাররূপ চক্ষুরও অন্ধতা ঘটিয়াছে। সেইজন্য তুমি প্রজাগণের ভদ্রাভদ্র অবগত নহ। দংশশীল ভুজঙ্গগণ পাতাল হইতে সমাগত হইয়া, সপ্ত মুনিপুত্রকে দংশন; স্বেদ, মূত্র ও পুরীষত্যাগপূর্ব্বক জলাশয় সকল দূষিত এবং অনলে আহুত হবিও ঐরূপে নষ্ট করিয়াছে। অপরাধ হইয়াছে, মনে করিয়া নাগগণের উদ্দেশে পূজা দেওয়া হইয়াছে। এই সকল ঋষি সর্প সকলকে অনায়াসেই ভস্ম করিতে পারেন। কিন্তু এই বিষয়ে ইহাঁদের অধিকার নাই; তুমিই এতৎসম্বন্ধে অধিকারবান্। নৃপ! যতদিন না মস্তকে অভিষেকসলিল নিপতিত হয়, ততদিন রাজারা ভোগসুখে মত্ত হইতে পারেন। কাহারা আমার মিত্র, কেহই বা আমার শত্রু, শত্রুর বলইবা কীদৃশ, আমিই বা কে, কোন্ কোন্ মন্ত্রী ও কোন্ কোন্ রাজারাই বা আমার পক্ষে আছেন; আমার সমস্ত অধিকার বা নগরমধ্যে কোন্ ব্যক্তিই বা সম্যগ্বিধানে আমার প্রতি বিরক্ত; শত্রুগণ কোন্ ব্যক্তিরই বা ভেদসাধন করিয়াছে; কোন্ ব্যক্তিই বা ধর্ম্মকর্ম্ম আশ্রয়পূর্ব্বক যথাবিধানে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে, কাহার দণ্ড ও কাহারই বা পালন করা কর্ত্তব্য, কাহাদিগকেই বা আমার বিশেষরূপে তত্ত্বাবধান বা লক্ষ্য রাখা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়; দেশকালদৃষ্টির বশবর্ত্তী হইয়া, সন্ধিভেদভয়ে এই সকল বিষয় সতত আলোচনা করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত। তদ্ভিন্ন, রাজা অন্য চরগণের অজ্ঞাত চার সকল নিয়োগ করিবেন। মন্ত্রিপ্রভৃতি সকল বিষয়েই ঐরূপে চর সম্প্রদান করা কর্ত্তব্য। রাজা দিন রাত্রি কেবল এই সকল কার্য্যে নিবিষ্ট হইয়া, যাপন করিবেন। কখন ভোগপরায়ণ হইবেন না। মহীপতে! রাজাদিগের শরীরধারণ ভোগের জন্য নহে; নিরতিশয় ক্লেশ স্বীকারপূর্ব্বক পৃথিবী ও স্বকীয় ধর্ম্মপালন জন্যই কল্পিত হইয়াছে। সম্যক্রূপে পৃথিবী

ও স্বধর্ম্মের পালন করিয়া, আত্মাদিগের ইহলোকে যেমন মহাক্লেশ সঞ্চটিত হয়, স্বর্গে সেইরূপ পরম অক্ষয় সুখ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। অতএব নরেশ্বর! তুমি ইহা বিশেষরূপে বুঝিয়া, ভোগসুখ পরিহার করিয়া, পৃথিবীর পালনার্থ ক্লেশস্বীকারে প্রবৃত্ত হও। তোমার শাসনে ঋষিগণের এই যে ভুজঙ্গহেতুক মহাবিপদ উপস্থিত হইয়াছে, তুমি চারান্ধ বলিয়া তাহা জানিতেছ না। এ বিষয়ে আর অধিক বলিয়া কি হইবে? দুষ্টগণের দণ্ড ও শিষ্টগণের পালন কর। তাহা হইলে, ষড়্ভাগ প্রাপ্ত হইবে। আর যদি রক্ষা না কর, তাহা হইলে, দুষ্টেরা অবিনয়বশে যে সমস্ত পাপ করিবে, তোমাকে তাহা ভোগ করিতে হইবে, সন্দেহ নাই। অতএব যাহা ইচ্ছা, তাহাই কর। আমি তোমার পিতামহী। এইজন্যই এই সকল বলিলাম। এক্ষণে এরূপ স্থলে যাহা তোমার অভিরুচি হয়, তাহা কর।

ইতি মরুত্তচরিত নাম একোনত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, তাপসের এই বাক্য শুনিয়া, রাজা মরুত্ত লজ্জাপর হইয়া, চারান্ধ আমাকে ধিক্! এইপ্রকার কহিয়া, নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, শরাসন গ্রহণ ও ত্বরিত পদে ঔর্ব্বের আশ্রমপদে গমনপূর্ব্বক পিতামহীর পদে নতমস্তকে প্রণাম করিলেন। অনন্তর তিনি তাপসদিগের সকলকে যথাবিধি বন্দনা করিলে, তাঁহারা আশীর্ব্বাদপ্রয়োগপূর্ব্বক তাঁহার স্তবগানে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎপরে তিনি সর্পদষ্ট সপ্ত ঋষিকুমারকে দর্শন করিয়া, মুনিগণের সমক্ষে বারম্বার আপনার নিন্দা করিয়া, কহিতে লাগিলেন, দুষ্ট ভুজঙ্গ সকল মদীয় বীর্য্যের অবমাননা করিয়া, ব্রাহ্মণগণের শত্রুতা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। অদ্য আমি তাহাদের যাহা করিব, দেবাসুরমানুষসমেত সমুদয় সংসার তাহা দর্শন করুক।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, এই বলিয়াই তিনি রোষাবিষ্ট হইয়া, পাতাল ও পৃথিবী বিহারী সমস্ত নাগগণের বিনাশার্থ সম্বর্ত্তক অস্ত্র গ্রহণ করিলেন। তখন সেই মহাস্ত্রের তেজে সমুদয় নাগলোক দহ্যমান হইয়া, সমন্ততঃ সহসা জ্বলিয়া উঠিল। কিছুতেই তাহার নিবারণ হইল না। সেই অস্ত্রকৃত সম্ভ্রম উপস্থিত হইলে, নাগগণ সকলেই, হা তাত! হা মাতঃ! হা বৎস! বলিয়া, তুমুল হাহাকার করিয়া উঠিল। কাহার পুচ্ছাগ্র ও কাহারও বা ফণমণ্ডল জ্বলিতে লাগিল। তদবস্থায় নাগ সকল বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি ত্যাগ ও পাতাল পরিহার করিয়া, স্ব স্ব স্ত্রী পুত্রকে সঙ্গে লইয়া, মরুত্তের জননী ভামিনীর শরণাপন্ন হইল। তিনি পূর্ব্বে তাহাদিগকে অভয় দিয়াছিলেন। উরগগণ সকলে ভয়াতুর হইয়া, তাঁহার সমীপে আগমন ও প্রণাম করিয়া, গদ্গদ বাক্যে কহিতে লাগিল, আমরা পূর্ব্বে রসাতলে আপনাকে প্রণাম ও অভ্যর্চ্চনা করিয়া, যাহা বলিয়াছিলাম, স্মরণ করুন। তাহার কালও উপস্থিত হইয়াছে। অয়ি বীরপ্রসবিনি! আমাদিগকে রক্ষা করুন। রাজ্ঞি! আপনার পুত্রকে নিবারণ করুন। আমাদের সকলের প্রাণরক্ষা হউক। অস্ত্রানলে সমুদয় নাগলোক দহ্যমান হইতেছে। আপনার তনয় কর্তৃক আমরা এইরূপে নিরন্তিশয় দহ্যমান হইয়া উঠিয়াছি। আপনি ভিন্ন আমাদের আর রক্ষার স্থান নাই। অতএব যশস্বিনি! আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, সেই সাধ্বী ভামিনী তাহাদের এই কথা শুনিয়া, তাহারা আদিতে যাহা বলিয়াছিল, তাহা বিশেষরূপে স্মরণ করিয়া, সম্ভ্রমসহকারে স্বামীকে বলিতে লাগিলেন, পাতালে ভুজঙ্গগণ অভ্যর্থনা করিয়া, আমার পুত্রের উদ্দেশে পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছিল, আমি আপনাকে

ও তাহাকে কহিয়াছি। সেই নাগগণ পুত্রের তেজে দহ্যমান হইয়া, ভয়প্রযুক্ত এখানে এই আসিয়াছে এবং আমার শরণ গ্রহণ করিয়াছে। যেহেতু, আমি ইহাদিগকে অভয় প্রদান করিয়াছিলাম। আপনার সহিত আমার ধর্ম্মচরণে পার্থক্য নাই; সুতরাং, আমার যখন ইহারা শরণাপন্ন হইয়াছে, তখন আপনারও শরণ লইয়াছে, বুঝিতে হইবে। এই কারণে আমিও আপনার শরণার্থিনী হইলাম। অতএব পুত্র মরুত্তকে নিবারণ করুন। আপনি বলিলে ও আমি অভ্যর্থনা করিলে, মরুত্ত অবশ্য নিবৃত্ত হইবে।

অবীক্ষিত কহিলেন, গুরুতর অপরাধবশতই মরুত্ত এইরূপ নিয়মপূর্ব্বক ক্রোধের বশীভূত হইয়াছে। সুতরাং, তাহার এই ক্রোধের শান্তি করা সহজ হইবে, বোধ হইতেছে না।

নাগগণ কহিলেন, রাজন্! আমরা আপনার শরণাগত হইয়াছি। অতএব প্রসন্ন হউন। ক্ষত্রিয়েরা আর্ত্তের পরিত্রাণ জন্যই অস্ত্র ধারণ করেন।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহাযশা অবীক্ষিত শরণার্থী নাগগণের এই কথা শুনিয়া ও পত্নীকর্ত্তৃক অভ্যর্থিত হইয়া, বলিতে লাগিলেন, ভদ্রে! আমি সত্বরে গমন করিয়া, তোমার পুত্রকে বলিব, নাগগণের পরিত্রাণ করিতে হইবে। শরণাগতের প্রত্যাখ্যান করা কর্ত্তব্য নহে। যদি মরুত্ত এই কথায় শস্ত্র সংহরণ না করে, তাহাহইলে, আমাকে অস্ত্র দ্বারা তদীয় অস্ত্রের প্রতিষেধ করিতে হইবে।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, অনন্তর ক্ষত্রিয়োত্তম অবীক্ষিত ধনুর্গ্রহণপূর্ব্বক ত্বরান্বিত হইয়া, ভার্য্যার সহিত ভার্গবের আশ্রমে গমন করিলেন।

ইতি মরুত্তচরিত নাম ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

একত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, রাজা গিয়া দেখিলেন, তদীয় পুত্র বর-কার্ম্মুক গ্রহণ করিয়া, তাহাতে সেই প্রচণ্ড অস্ত্র যোজন করিয়াছেন। অস্ত্রের শিখায় দিগন্তর ব্যাপ্ত হইয়াছে এবং উহা অখিল ভূতল প্রদীপিত করিয়া, মহাবহ্নি উদ্গিরণ করিতেছে। তিনি আরও দেখিলেন, ঐ অস্ত্র যেমন ঘোরভীষণ, সেইরূপ, তাহা সহ্য করা কাহারও সাধ্য নহে। উহা পাতালে প্রবেশ করিয়াছে। তিনি পুত্রকে ভ্রূকুটি-কুটিলানন দর্শন করিয়া, কহিতে লাগিলেন, মরুত্ত! অস্ত্র উপসংহার কর। ক্রোধের বশীভূত হইও না। উদারবুদ্ধি মরুত্ত শরাসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। পিতার এই কথা শ্রবণ ও বারংবার তাঁহাকে দর্শন করিয়া, গৌরবসহকারে প্রণামপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, তাত! এই পন্নগেরা আমার গুরুতর অপরাধ করিয়াছে। দেখুন, আমি এই পৃথিবী শাসন করিতেছি। আমার বল পরিভূত করিয়া, ইহারা আশ্রমে আগমন করিয়া, সাতজন ঋষিবালককে দংশন করিয়াছে। অবনিপতে! তদ্ব্যতীত, ইহারা, এই আশ্রমস্থ ঋষিগণের হবি দূষিত এবং সমুদয় জলাশয়ও দূষিত করিয়াছে। এই কারণেই আমি বধ করিতে উদ্যত হইয়াছি। ইহারা ব্রহ্মহত্যা করিয়াছে। অতএব আপনি কিছু বলিবেন না এবং আমাকেও নিবারণ করিবেন না।

অবীক্ষিত কহিলেন, যদি এই ব্রাহ্মণেরা নিহত ও উপরত হইয়া, নরকে গমন করেন, তথাপি, তোমাকে আমার এই কথা রাখিতে হইবে; অস্ত্রপ্রয়োগে নিবৃত্ত হও।

মরুত্ত কহিলেন, যদি আমি এই পাপী সকলের নিগ্রহে যত্ন না করি, তাহাহইলে, আমাকেই নরকে গমন করিতে হইবে। অতএব আমাকে নিবারণ করিবেন না।

অবীক্ষিত কহিলেন, এই সকল পন্নগ আমার শরণাপন্ন হইয়াছে। অতএব আমার প্রতি গৌরববশতঃ অস্ত্র উপসংহার কর। কোপে আর প্রয়োজন নাই।

মরুত্ত কহিলেন, ইহারা দুষ্ট ও অপরাধী। ইহাদিগকে ক্ষমা করিব না। আমি নিজের ধর্ম্ম লঙ্ঘন করিয়া, কিরূপে আপনার কথা রক্ষা করিব? রাজা দণ্ডার্হের দণ্ড ও শিষ্ট সকলের পালন করিয়া, পুণ্যলোক প্রাপ্ত হন; বিরুদ্ধাচারী হইলে, নরকে গমন করিয়া থাকেন।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, এইরূপে পিতা বারম্বার প্রতিষেধ করিলেও, পুত্র যখন অস্ত্র উপসংহার করিলেন না, তখন তিনি পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন, এই পন্নগ সকল ভীত ও আমার শরণাগত হইয়াছে। এই কারণে তোমাকে প্রতিষেধ করিতেছি। তথাপি, তুমি ইহাদের হত্যাকরণে উদ্যত হইয়াছ। এই কারণে আমি তোমার প্রতিক্রিয়া করিব। তুমিই কেবল পৃথিবীতে অস্ত্রজ্ঞ নহ। আমিও অস্ত্র সকল প্রাপ্ত হইয়াছি। আমার সমক্ষে তোমার আবার পুরুষত্ব কি? তুমি অতিদুর্বৃত্ত।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মুনিপুঙ্গব! অনন্তর রাজা অবীক্ষিত রোষারুণ লোচনে কার্ম্মুক আরোপণ করিয়া, কালাস্ত্র গ্রহণ করিলেন। উহা হইতে অনবরত শিখা সকল সমুদ্গত হইতে লাগিল। তিনি সেই অরাতি-কুল নিসূদন মহাবীর্য্য কালাস্ত্র ধনুকে যোজনা করিলেন। পৃথিবী পূর্ব্বেই সম্বর্ত্তকাস্ত্রে অতিমাত্র সন্তপ্ত হইয়াছিলেন। এক্ষণে ঐ কালাস্ত্র ধনুকে সংযোজিত হইলে, সাগর ও পর্ব্বতের সহিত আরও ক্ষুভিত হইয়া উঠিলেন। পিতা কালাস্ত্র ধনুকে যোজনা করিয়াছেন, দর্শন করিয়া, মরুত্ত উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, আমি দুষ্টের শাসন জন্য এই সংবর্ত্তক অস্ত্র যোজন করিয়াছি; আপনার বধের জন্য নহে। তবে আপনি কিনিমিত্ত আমার প্রতি কালাস্ত্র প্রয়োগ করিতেছেন? দেখুন, আমি আপনার পুত্র। তাহাতে আবার সৎপথে আছি ও সর্ব্বদা আপনার আজ্ঞাপালন করিতেছি। মহাভাগ! প্রজাগণের পরিপালন করাই আমার কার্য্য। তবে আপনি কি কারণে আমারে মারিবার জন্য এই কালাস্ত্র উদ্যত করিলেন?

অবীক্ষিত কহিলেন, আমরা শরণাগতপরিত্রাণে সঙ্কল্প করিয়াছি। তুমি তাহার ব্যাঘাত করিতেছ। অতএব জীবন থাকিতে আমার নিকট পার পাইবে না। হয়, তুমি আমাকে অস্ত্রবীর্য্যে বধ করিয়া, এই সকল দুষ্ট সর্পকে সংহার কর। না হয়, আমি তোমাকে অস্ত্রবলে নিহত করিয়া, ইহাদিগকে রক্ষা করিব। বিপদে পড়িয়া, শরণার্থ সমাগত শত্রুপক্ষকেও যে ব্যক্তি অনুগ্রহ না করে, সেই পুরুষের জীবনে ধিক্! আমি ক্ষত্রিয়। ইহারা ভীত হইয়া, আমার শরণ লইয়াছে। কিন্তু তুমি ইহাদের অপকার করিতেছ। অতএব তুমি কিরূপে আমার বধ্য নহ?

মরুত্ত কহিলেন, মিত্রই হউক, বান্ধবই হউক, পিতাই হউন আর গুরুই হউন, প্রজাপালনে বিঘ্ন করিলে, সে ব্যক্তিকে রাজা অবশ্য বধ করিবেন। অতএব আমি আপনাকে প্রহার করিব। আপনি কোপ করিবেন না। দেখুন, স্বধর্ম্ম পালন করা আমার কর্ত্তব্য কার্য্য। আপনার উপরি আমার ক্রোধ নাই।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, তাঁহাদের পিতা পুত্র উভয়কে পরস্পরের সংহারে কৃতনিশ্চয় দর্শন করিয়া, ভার্গবাদি মুনিগণ তৎক্ষণাৎ সমুৎপতিত হইয়া, তাঁহাদের দুইজনের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইলেন এবং মরুত্তকে কহিলেন, পিতার প্রতি অস্ত্র প্রয়োগ করা তোমার কর্ত্তব্য হয় না। অনন্তর তাঁহারা অবীক্ষিতকেও কহিলেন, তোমার এই পুত্র প্রখ্যাতবিক্রম। ইহাকে সংহার করা তোমার উচিত নহে।

মরুত্ত কহিলেন, আমি রাজা; সুতরাং আমার কর্ত্তব্য, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করা। এই ভুজঙ্গগণ দোষ করিয়াছে। অতএব হে দ্বিজাতিবর্গ! এবিষয়ে আমার অপরাধ কি?

অবীক্ষিত কহিলেন, শরণাগতের রক্ষা করাই আমার একমাত্র কার্য্য। আমার এই পুত্র শরণাগতের সংহারে প্রবৃত্ত হইয়াছে। অতএব সর্ব্বথা অপরাধী।

ঋষিগণ কহিলেন, এই ভুজঙ্গগণ ত্রাসচঞ্চল-লোচনে বলিতেছে, দুষ্ট পন্নগগণ যে ব্রাহ্মণদিগকে দংশন করিয়াছে, আমরা তাঁহাদিগকে বাঁচাইয়া দিব। অতএব পিতাপুত্রের বিবাদে প্রয়োজন নাই। তোমরা দুইজনেই রাজার শ্রেষ্ঠ। অতএব প্রসন্ন হও। তোমরা দুইজনেই যেমন ধর্ম্মজ্ঞ, সেইরূপ দুইজনেই স্ব স্ব প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, ঐ সময়ে অবীক্ষিতের জননী বীরা সমাগতা হইয়া, পুত্রকে কহিতে লাগিলেন, তোমার এই পুত্র মরুত্ত আমারই কথামতে এই সকল পন্নগকে সংহার করিতে কৃতোদ্যম হইয়াছেন। মৃত ব্রাহ্মণেরা যদি জীবিত হন, তাহাহইলে, আমি যাহা বলিয়াছিলাম, তাহা বিনিষ্পন্ন হইবে এবং তোমার শরণাগত এই সকল সর্পও জীবিত শরীরে উদ্ধার পাইবে।

মরুত্তের জননী ভাগিনী কহিলেন, এই পাতালবাসী সর্পগণ পূর্ব্বে আমারে অভ্যর্থনা করিয়াছিল। তন্নিমিত্তই আমি ভর্ত্তাকে এ বিষয়ে বিনিয়োগ করিয়াছি। আমার নিয়োগ সর্ব্বথা সুষ্ঠুভাবেই বিনিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহা আমার স্বামী ও পুত্র এবং আপনার পৌত্র ও আত্মজ উভয়েরই পরম শোভার বিষয় হইয়াছে।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, অনন্তর ঐ সকল ভুজঙ্গম সেই সকল ব্রাহ্মণকে দিব্য ওষধিজাত ও বিষসংহরণ দ্বারা সঞ্জীবিত করিল। তখন মরুত্ত পিতার চরণ বন্দনা করিলে, অবীক্ষিতও তাঁহারে প্রীতিভরে আলিঙ্গন করিয়া, আশীর্ব্বাদ করিলেন, তুমি শত্রুগণের অভিমান চূর্ণ কর, চিরকাল মেদিনী ভোগ কর, পুত্র পৌত্রের সহিত আমোদে কালযাপন কর। তোমার শত্রুপক্ষ সকলও একবারেই বিনষ্ট হউক। অনন্তর পিতা পুত্র উভয়ে এবং ভামিনী, সকলে ব্রাহ্মণগণ ও বীরার অনুমতিগ্রহণানন্তর রথারোহণে পুরে প্রত্যাগত হইলেন। এদিকে, ধর্ম্মভৃদ্বরিষ্ঠা মহাভাগা পতিব্রতা বীরা সুমহৎ তপস্যা করিয়া, পতিলোক লাভ করিলেন। মরুত্তও অরিষড়্‌বর্গ বিনির্জ্জয় ও ধর্ম্মতঃ পৃথিবীর পরিপালন করিয়া, ভোগ সকল সম্ভোগ করিতে লাগিলেন। বিদর্ভতনয়া প্রভাবতী, সুবীরতনয়া সৌবীরা, মগধপতি কেতুবীর্য্যের তনয়া সুকেশী, মদ্ররাজের তনয়া কেকয়ী, কেকয়ের তনয়া সৌরিন্ধ্রী, সিন্ধুরাজের তনয়া বপুষ্মতী ও চেদিরাজের তনয়া সুশোভনা, ইঁহারা মরুত্তের ভার্য্যা। তাঁহাদের গর্ভে তাঁহার অষ্টাদশ পুত্রের জন্ম হয়। তাঁহাদের মধ্যে নরিষ্যন্ত সকলের প্রধান ও জ্যেষ্ঠ। মহারাজ মহাবল মরুত্ত এবম্বিধ-বীর্য্যবান্ ছিলেন। তাঁহার চক্র সপ্তদ্বীপের কুত্রাপি প্রতিহত হইত না। সেই সত্ত্ব-বিক্রম-বিশিষ্ট, অমিততেজা রাজর্ষির সমান অপর কেহ রাজা হন নাই এবং হইবেনও না। দ্বিজশ্রেষ্ঠ! মহাত্মা মরুত্তের এই চরিত ও উৎকৃষ্ট জন্মবৃত্ত শ্রবণ করিলে, লোকে সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্ত হইয়া থাকে।

ইতি মরুত্তচরিত নাম একত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

দ্বাত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

ক্রৌষ্টুকি কহিলেন, ভগবন্! আপনি মরুত্তের চরিত সবিস্তার বর্ণন করিলেন। এক্ষণে তাঁহার সন্ততিগণের বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে। তাঁহার সন্ততির মধ্যে যাঁহারা রাজা ও যাঁহারা রাজ্যার্হ, মহামুনে! আপনার প্রমুখাৎ তাঁহাদের কথা শুনিতে আমি উৎসুক হইয়াছি।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মরুত্তের যে পুত্র নরিষ্যন্ত নামে বিখ্যাত, তিনি তাঁহার অষ্টাদশ পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ ছিলেন। ক্ষত্রিয়র্ষভ মরুত্ত সপ্ততি সহস্র বৎসর সমগ্র পৃথিবী ভোগ করিয়া-

ছিলেন। তিনি স্বধর্ম্মানুসারে রাজ্য পালন, অনুত্তম যজ্ঞ সকল নিষ্পাদন ও জ্যেষ্ঠ পুত্র নরিষ্যন্তকে অভিষেক করিয়া, অরণ্যে গমন করেন। তথায় একাগ্রচিত্তে মহৎ তপোনুষ্ঠান করিয়া, স্বর্গ ও পৃথিবী যশে পূর্ণ করিয়া, দেবলোকে সমাগত হন।

তদীয় পুত্র নরিষ্যন্ত বিশিষ্টরূপ-বুদ্ধি-বিশিষ্ট ছিলেন। তিনি পিতার ও অন্যান্য নরপতিগণের চরিত্র বিশেষরূপে আলোচনা করিয়া, চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমাদের এই বংশে আমার পূর্ব্বজ নরপতিগণ সকলেই মহাত্মা, সকলেই যাগশীল ও সকলেই প্রবল পরাক্রান্ত ছিলেন; সকলেই ধর্ম্মানুসারে পৃথিবীর পালন করিয়াছেন; সকলেই রাশি রাশি ধনদান করিয়াছেন এবং সকলেই সংগ্রামে অপরাঙ্মুখ ছিলেন। সেই সকল মহাত্মার চরিতের অনুকরণ করা কাহারও সাধ্য নহে। যাহাহউক, তাঁহারা করেন নাই, এরূপ ধর্ম্মসঙ্গত কর্ম্মানুষ্ঠানে আমার অভিলাষ হইতেছে। কিন্তু তাহা নাই। অতএব, কি করিব? রাজার স্বভাবই এই, ধর্ম্মানুসারে পৃথিবীপালন করিবেন। ইহাতে আর গুণ কি? অধর্ম্মানুসারে পালন করিলে, রাজাকে পাপভাগী হইয়া, নরকে গমন করিতে হয়। বিত্ত থাকিলে, রাজা মহাযজ্ঞ সকলের অনুষ্ঠান ও দান করিবেন। ইহাতেও আর আশ্চর্য্যই বা কি? দান করিয়া, অবসন্ন হইলে, পরিণামে ঈশ্বরই রক্ষা করিয়া থাকেন। আভিজাত্য, লজ্জা, অরিজনাশ্রয়, কোপ, সংগ্রাম হইতে অপলায়ন, ইত্যাদি যাহা কিছু রাজার ধর্ম্ম, আমার পূর্ব্বপুরুষগণ ও পিতা মরুত্ত তাহার সমস্তই করিয়াছেন। আবার এরূপে করিয়াছেন, কেহই তাহা করিতে পারে না। অতএব আমি এমন কি করিব, যাহা আমার পূর্ব্বপুরুষগণ করেন নাই। তাঁহারা যেমন যাজ্ঞিক সকলের শ্রেষ্ঠ, দম গুণবিশিষ্ট ও সংগ্রামে অপরাঙ্মুখ ছিলেন; সেইরূপ, দুর্জ্জয় সংগ্রাম সকলে প্রবৃত্ত হওয়াতে, তাঁহাদের পৌরুষও অবিসম্বাদিত হইয়াছে। অতএব আমি সর্ব্বথা নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিব। অথবা, আমার পূর্ব্ববর্ত্তী নরপতিগণ স্বয়ং অবিশ্রামে যজ্ঞ করিয়াছেন। অন্যকে তাহা করান নাই। আমি তাহা করিব।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, এইপ্রকার চিন্তা করিয়া, তিনি এরূপ এক যজ্ঞ করিলেন, যাহা অন্যে করে নাই। তিনি দ্বিজাতিগণের জীবিকানির্ব্বাহের উপযোগী সুবিপুল ধন দান করিয়া, তাঁহাদিগকে যজ্ঞসময়ে পুনরায় শতগুণ অন্ন প্রদান করিলেন। তদ্ব্যতীত, তিনি পৃথিবীস্থ সেই সমস্ত দ্বিজাতির প্রত্যেককে ভূরি ভূরি গো, বস্ত্র, অলঙ্কার ও ধান্যাগারাদি দান করিলেন। অনন্তর তিনি যখন পুনরায় যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন আর সেই যজ্ঞে যাজকতা করিবার জন্য ব্রাহ্মণ প্রাপ্ত হইলেন না। তিনি যে যে ব্রাহ্মণকে ঋত্বিক হইবার জন্য বরণ করিলেন, তাঁহারাই কহিলেন, আমরা অন্যত্র যজ্ঞের নিমিত্ত দীক্ষিত হইয়াছি। অতএব আপনি অন্যকে বরণ করুন। আপনি আমাদিগকে, যজ্ঞ করিয়া, যে ধনদান করিয়াছেন, আমরা ভূরি ভূরি যজ্ঞ করিয়া, আজিও তাহা নিঃশেষ করিতে পারি নাই।*

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, তিনি সমস্ত পৃথিবীর ঈশ্বর ছিলেন। তথাপি কুত্রাপি ঋত্বিক ব্রাহ্মণ সকল প্রাপ্ত হইলেন না। তখন তিনি বহির্ব্বেদিতে দান করিতে আরম্ভ করিলেন। তথাপি কেহই তাঁহার নিকট পরিগ্রহ করিল না। কেননা, তাঁহার প্রদত্ত ধনে সকলেরই গৃহ পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। কাহারই আর কোনরূপ অভাব ছিল না। তিনি পুনরায় ব্রাহ্মণকে দান করিতে উদ্যত হইয়া, নির্ব্বিণ্ন চিত্তে বলিতে লাগিলেন, অহো! ইহা অতি সুখের ও সৌভাগ্যেরই বিষয়, যে, পৃথিবীতে আর কোন ব্রাহ্মণই ধনহীন নাই। কিন্তু ইহা নিরতিশয় অসুখ ও অসৌভাগ্যের বিষয়, যে, যজ্ঞ না করাতে, আমার এই কোষ বিফল হইতেছে! সকল লোকেই যজমান হইয়াছে। তজ্জন্য, কেহই আর যাজক হইতে চাহে না এবং তজ্জন্য আমি দান করিতে প্রবৃত্ত হইলে, ব্রাহ্মণগণের মধ্যে আর কেহই তাহা গ্রহণ করিতে সম্মত হন না।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, অনন্তর তিনি বারম্বার ভক্তিসহকারে প্রণাম করিয়া, কতিপয় দ্বিজাতিকে স্বকীয় যজ্ঞে ঋত্বিক করিলে, তাঁহারা সেই মহাযজ্ঞ নিষ্পাদিত করিলেন। ইহা নিরতিশয় বিস্ম-

য়ের বিষয় হইয়াছিল, যে, রাজা যখন সেই যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন পৃথিবীতে ব্রাহ্মণগণের মধ্যে সমস্ত লোকই যজমান হইয়াছিলেন। সুতরাং, কেহই তাঁহার যজ্ঞে দীক্ষিত হইলেন না। তখন ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কেহ যজমান ও কেহ বা তাঁহাদের যাজক হইয়াছিলেন। ফলতঃ, রাজা নরিষ্যন্ত যে যে সময়ে যজ্ঞ করিলেন, সেই সেই সময়েই তৎপ্রদত্ত ধনে পৃথিবীতে সকলেই যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তৎকালে প্রাচীদিকে অষ্টাদশকোটি যজ্ঞ হইয়াছিল। প্রতীচীদিকে সপ্তকোটি, উদীচীদিকে পঞ্চাশৎকোটি, ও দক্ষিণদিকে চতুর্দ্দশকোটি যজ্ঞ হইয়াছিল। এই সকল যজ্ঞ এককালেই বিনিষ্পাদিত হয়। বিপ্র! মরুত্তের পুত্র পূর্ব্বে এইরূপে রাজ্য করিয়াছিলেন এবং এইরূপ ধর্ম্মাত্মা ও এইরূপ প্রখ্যাত বল-পৌরুষবিশিষ্ট ছিলেন।

ইতি নরিষ্যন্তচরিত নাম দ্বাত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

ত্রয়স্ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, নরিষ্যন্তের পুত্রের নাম দম। তিনি দুষ্টদল দলন ও শত্রুদিগকে দমন করিতেন। তাঁহার বল ইন্দ্রের ন্যায় এবং দয়া ও শীল মুনির ন্যায় ছিল। তিনি বভ্রুতনয়া ইন্দ্রসেনার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। মহাযশা দম নয়বৎসর জননীজঠরে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। ঐরূপে জঠরে থাকাতে, জননীকে যে দম অবলম্বন করিতে হইয়াছিল এবং তিনিও যে দমশীল হইবেন, সেই কারণে নরিষ্যন্তের ত্রিকালবিৎ পুরোহিত ঐ পুত্রের নাম দম রাখিলেন। রাজপুত্র দম নররাজ বৃষপর্ব্বার নিকট অশেষ ধনুর্ব্বেদে শিক্ষিত হইলেন। তদ্ব্যতীত, তিনি তপোবননিবাসী দৈত্যরাজ দুন্দুভির নিকট সমুদায় অস্ত্রগ্রাম প্রয়োগ ও সংহার সহিত গ্রহণ করিলেন, শক্তির নিকট হইতে অখিল বেদ ও বেদাঙ্গ সমুদায় শিক্ষা করিলেন এবং আত্মবান্ হইয়া, রাজর্ষি আর্ষ্টিষেণের নিকট যোগগ্রহণ করিলেন।

দশার্ণাধিপতি মহাবল চারুকর্ম্মার পুত্রী সুমনা পিতাকর্ত্তৃক স্বয়ম্বরে নিয়োজিতা হইয়া, রাজনন্দন দমকে পতিরূপে বরণ করিলেন। যাঁহারা তাঁহার জন্য সমাগত হইয়াছিল, তাঁহাদের সমক্ষেই এই ব্যাপার সংঘটিত হইল। এদিকে মদ্ররাজের পুত্র মহাবল পরাক্রমবিশিষ্ট মহানন্দ সুমনার প্রতি বদ্ধানুরাগ হইয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন, বিদর্ভাধিপতির পুত্র এবং সংক্রন্দনের আত্মজ এই দুই জনও সেই কন্যাতে অনুরাগ স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহারা তিনজনে দুষ্টারিদমন দমকে ঐরূপে বরণ করিতে দেখিয়া, কামে মোহিত হইয়া, পরস্পর মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন, আমরা এই রূপশালিনী কন্যাকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া, গৃহে লইয়া যাই চল। পরে এই কন্যা আমাদের মধ্যে যাহাকে স্বয়ম্বর বিধানে ইচ্ছানুসারে ভর্ত্তৃবুদ্ধিতে গ্রহণ করিবে, তাহারই ধর্ম্মপত্নী হইবে। যদি এই মদিরেক্ষণা বরারোহা ললনা আমাদের মধ্যে কাহাকে গ্রহণ না করে, তাহাহইলে, যে ব্যক্তি দমকে সংহার করিবে, তাহারই ভার্য্যা হইবে।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, সেই তিন জন পার্থিবনন্দন এইপ্রকার নিশ্চয় করিয়া, দমের পার্শ্ববর্ত্তিনী ঐ চার্ব্বঙ্গী ললনাকে গ্রহণ করিলেন। তখন নৃপগণের মধ্যে যাঁহারা তাঁহাদের পক্ষ, তাঁহারা চীৎকার করিয়া উঠিলেন। অন্যান্যেরাও সেই চীৎকারে যোগদান করিলেন। কেহ কেহ বা তাঁহাদের মধ্যে মধ্যস্থ হইলেন। মহামুনে! তখন দম চতুর্দ্দিগ্বর্ত্তী সেই সকল ভূপালকে অবলোকন করিয়া, অনাকুলচিত্তে বলিতে লাগিলেন, হে ভূপগণ! স্বয়ম্বরকে লোকে ধর্ম্মকার্য্যের মধ্যে বলিয়া থাকে। অতএব আপনারা সকলে বলুন, ইহারা এই কন্যাকে যে বলপূর্ব্বক গ্রহণ

করিতেছে, ইহা ধর্ম্ম কি অধর্ম্ম? যদি অধর্ম্ম না হয়, তাহা হইলে, এই কন্যায় আমার প্রয়োজন নাই; অন্যের ভার্য্যা হউক। আর যদি ধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে, তাদৃশ প্রাণে প্রয়োজন নাই; যে প্রাণ, অরিগণ এইরূপে লঙ্ঘন করিলেও, রক্ষা করা হইয়া থাকে।

মহামুনে! অনন্তর দশার্ণাধিপতি নরপতি চারুকর্ম্মা সেই সভাকে নিঃশব্দ করিয়া, বলিতে লাগিলেন, হে নৃপবর্গ! এই দম ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম সম্বন্ধে যাহা কহিলেন, আপনারা, যাহাতে আমার ধর্ম্মের লোপ না হয়, তদনুরূপে ইহার মীমাংসা করুন।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, তখন কোন কোন নরপতিবর্গ দশার্ণপতিকে বলিতে লাগিলেন, যেখানে পরস্পরের অনুরাগ, সেখানে গান্ধর্ব্ববিধিই প্রশস্ত। ক্ষত্রিয়গণের পক্ষে উহাই পরম ব্যবস্থা; ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্রের পক্ষে সুসিদ্ধ নহে। তদনুসারে এই দমের সহিত আপনার কন্যার উহা নিষ্পন্ন হইয়াছে। সুতরাং, ইনি ধর্ম্মানুসারে দমেরই পরিগ্রহ; অন্য কাহারই নহেন। যে ব্যক্তি কামাত্মা, সেই মোহবশতঃ ইহার বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইবে।

অনন্তর অন্যান্য মহাত্মা নরপতিগণ তাঁহাদিগের এই বাক্যের প্রত্যুত্তর করিয়া বলিতে লাগিলেন, আপনারা মোহবশতঃ কি বলিতেছেন? ক্ষত্রিয়গণের পক্ষে গান্ধর্ব্বধর্ম্ম কোনমতেই প্রশস্ত নহে; অথবা, অন্য কোন বিধিই বিহিত কল্প হইতে পারে না। তাঁহারা যেমন শস্ত্রজীবী, তেমনি রাক্ষসবিধিই তাঁহাদের অসাধারণ ধর্ম্ম। অতএব যে ব্যক্তি প্রতিদ্বন্দ্বীদিগকে হত্যা করিয়া, বলপূর্ব্বক এই কন্যাকে হরণ করিবে, রাক্ষস বিবাহানুসারে তাহারই পরিগ্রহ হইবে। বিবাহবিধিত্রয়ের মধ্যে এই রাক্ষস বিবাহই প্রধানতর। এইজন্য মহানন্দাদিরা ইহাকে ক্ষত্রিয়গণের ধর্ম্মমধ্যে কল্পনা করিয়াছেন।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, অনন্তর, যে সকল রাজা পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, তাঁহারা পুনরায় পরস্পরের প্রতি অনুরাগসহকারে জাতিধর্ম্মাশ্রিত বাক্যে কহিতে লাগিলেন, সত্য বটে, ক্ষত্রিয়গণের পক্ষে রাক্ষসবিধিই পরমপ্রশস্ত কল্প। কিন্তু যখন পিতার কন্যাসম্প্রদান প্রভৃতি আছে, তখন এই দমই এই কুমারীর অনুমত বর। যেস্থলে পিতৃসম্বন্ধকে বলপূর্ব্বক লয় করিয়া, কন্যাকে হরণ করা যায়, তাহাকেই রাক্ষসবিধি বলে। নতুবা, অন্য স্বামীর পরিগৃহীতা কন্যাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিলে, রাক্ষসবিধি বলিতে পারা যায় না। দেখ, এই সুমনা যখন সমুদয় নরপতিগণের সমক্ষে এই দমকে বরমাল্য দিয়াছেন, তখন গান্ধর্ব্ববিধি বিধানেই বিবাহ হইয়াছে; রাক্ষস বিধানে নহে। বিবাহিতা কন্যার কন্যাত্ব নাই। কন্যারই বিবাহে সম্বন্ধ ঘটিয়া থাকে; সুতরাং, যাঁহারা বলপূর্ব্বক এই দমের নিকট হইতে এই কন্যাকে গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তাঁহাদের বল আছে, বলিয়াই ঐরূপ করিতেছেন। নতুবা, ইহা বিধিবোধিত নহে।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, দম তাঁহাদের এই কথা শুনিয়া, কোপকষায়ীকৃত লোচনে ধনুর্যোজনা করিয়া বলিতে লাগিলেন, যদি ইহারা বলপ্রয়োগপূর্ব্বক আমার সমক্ষে আমার ভার্য্যাকে হরণ করে, তাহাহইলে, আমি ক্লীব হইয়া জন্মিয়াছি, পুরুষ নহি। সুতরাং, আমার কুলে ও ভুজদ্বয়েই বা প্রয়োজন কি? তাহাহইলে, আমার অস্ত্র সকলে ধিক্! শৌর্য্যে ধিক্! শরে ও শর সকলেও ধিক্! তাহাহইলে, আমি যে মহাত্মা মরুত্তের কুলে জন্মিয়াছি, তাহাও সর্ব্বৈব ব্যর্থ। সুতরাং, তাহাতেও ধিক্! অধিক কি, যদি এই মূঢ়েরা বলান্বিত হইয়া, আমার ভার্য্যাকে গ্রহণ করিয়া, আমার জীবিত অবস্থায় প্রস্থান করে, তাহাহইলে, আমার ধনুর্দ্ধারণও বৃথা। সুতরাং, উহাতেও ধিক্! মহারিদমন বলশালী দম মহানন্দপ্রমুখ সেই মহীপালদিগকে এইপ্রকার কহিয়া, পুনরায় সকলকেই বলিতে লাগিলেন, এই বালা সুমনা যেরূপ সৎকুলসম্ভূতা, যেরূপ অতিমাত্র-শোভাসম্পন্না, তাহাতে ইনি যাহার ভার্য্যা না হইবেন, তাহার জন্মে প্রয়োজন কি? অতএব ভূপালগণ! যদি তোমাদের [illegible] অভিমান থাকে, তাহাহইলে, আমি যাহা বলিলাম, তাহা বিশেষরূপে চিন্তা করিয়া, যুদ্ধে [illegible] যত্ন কর, যাহাতে আমাকে নির্জ্জিত করিয়া, ইহাকে পত্নী করিতে পার।

চতুস্ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, এই বলিয়াই তিনি, জলধারা দ্বারা পাদপপুঞ্জের ন্যায়, সমুদায় মহীপতিকে আচ্ছন্ন করিয়া, শরবর্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই বীর মহীপালবর্গও রাশি রাশি শর, শক্তি, ঋষ্টি ও মুদগর সকল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। দম অবলীলাক্রমেই তৎসমস্ত ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে দম ও নরপতিগণ পরস্পরের প্রেরিত অস্ত্রশস্ত্র সকল ছেদ প্রতিচ্ছেদ করিতে আরম্ভ করিলেন। ক্ষিতিপালপুত্রগণের সহিত দমের তাদৃশ যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, মহানন্দ খড়্গহস্তে দমের সমীপে সমাগত হইলেন। দম তাঁহাকে খড়্গহস্তে আসিতে দেখিয়া, পুরন্দর যেমন বারি-বর্ষণ করেন, সেইরূপ অনবরত শরবর্ষণ আরম্ভ করিলেন। মহানন্দ তৎক্ষণাৎ খড়্গ দ্বারা তাঁহার সেই সকল শস্ত্র ও শরজাল ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর অন্যান্য শর সকলও ছেদন করিয়া, রোষভরে দমের রথে আরোহণপূর্ব্বক তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাবীর্য্য মহানন্দ অনেকক্ষণ যুদ্ধ করিলে, দম হস্তলাঘববশতঃ কালানলসন্নিভ শর তদীয় হৃদয়ে মোচন করিলেন। তাহাতে, মহানন্দের বক্ষস্থল বিদীর্ণ হইয়া গেল। তখন তিনি হৃদয়গত সেই শর নিজেই উৎকর্ষণ করিয়া, দমের প্রতি উজ্জ্বল অসি প্রয়োগ করিলেন। দম পতনসমকালেই, উল্কার ন্যায় প্রতিভা-বিশিষ্ট ঐ অসি শক্তিপ্রহারে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর তিনি বেতসপত্রের আঘাতে মহানন্দের মস্তক শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন করিলেন।

মহানন্দ নিহত হইলে, অধিকাংশ নরপতিই সংগ্রামে পরাঙ্মুখ হইলেন। কুণ্ডিনাধিপতি বপুষ্মান অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সেই দাক্ষিণাত্য-নিবাসী মহীপালপুত্র বলগর্ব্বমদান্বিত হইয়া, রণ আশ্রয়পূর্ব্বক দমের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। দম তাঁহার প্রচণ্ড করবাল, সারথির মস্তক ও ধ্বজ লঘুহস্ততা প্রদর্শনপূর্ব্বক কাটিয়া ফেলিলেন। খড়্গ ছিন্ন হইলে, বপুষ্মান্ বহু-কণ্টকবিদ্ধ গদা যেমন গ্রহণ করিলেন, দম তেমনি সত্বরতাসহকারে তাঁহার হস্তে থাকিতে থাকিতেই উহা ছেদন করিয়া দিলেন। তিনি পুনরায় যেমন অন্য এক উৎকৃষ্ট আয়ুধ গ্রহণ করিলেন, দম তেমনই তাঁহাকে শরাঘাতে বিদ্ধ করিয়া, ভূমিতলে নিপাতিত করিলেন। তিনি বিহ্বল-শরীরে কম্পিত দেহে ভূপাতিত হইয়া, যুদ্ধে আর প্রবৃত্ত হইলেন না। আত্মবান্ সুমনা দম তাঁহাকে তথাভূত অযুদ্ধমাত নিরীক্ষণ করিয়া, পরিত্যাগ করত, সুমনাকে সমভিব্যাহারে লইয়া, প্রস্থান করিলেন। তখন দশার্ণাধিপতি প্রীতিমান্ হইয়া, বিধানানুসারে দম ও সুমনা উভয়ের বিবাহ সম্পাদন করিলেন। দম কৃতদার হইয়া, তদীয় পুরে কিয়ৎকাল যাপন করিয়া, পরে ভার্য্যার সহিত নিজ গৃহে সমাগত হইলেন। আসিবার সময় দশার্ণপতি বহুসংখ্য অশ্ব, হস্তী, রথ, গো, গর্দ্দভ, উষ্ট্র, দাস, দাসী বস্ত্র ও অলঙ্কার যৌতুকস্বরূপ প্রদান এবং অন্যান্য দ্রব্যজাত পরিপূর্ণ করিয়া, তাঁহাকে বিসর্জ্জন করিলেন।

ইতি সুমনাস্বয়ম্বর নাম ত্রয়স্ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

চতুস্ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মুনি... সুমনাকে পত্নী লাভ করিয়া, পিতা ও মাতা উভয়েরই চরণে প্রণাম করিলেন। সুভ্রূ... তাঁহাদের চরণে প্রণতা হইলেন। অনন্তর তাঁহারা পুত্র ও পুত্রবধূ উভয়কেই আশীঃপ্রয়োগ সহকারে অভিনন্দিত করিলেন। দম কৃতদার হইয়া, দশার্ণ-নগর হইতে সমাগত হইলে, রাজা নরিষ্যন্তের পুরমধ্যে মহোৎসব প্রবর্ত্তিত হইল। স্বয়ং দশার্ণ-পতির সহিত সম্বন্ধ সঙ্ঘটন ও সমুদয় নরপতি পরাজিত হইয়াছেন. শ্রবণ করিয়া. রাজা নরিষ্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন।

এদিকে মহারাজনন্দন দম সুমনার সহিত উৎকৃষ্ট উদ্যান, বনভূমি, প্রাসাদ ও গিরিসানুসমূহে বিহার করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে মহীপতি নরিষ্যন্ত পার্থিব ভোগ সম্ভোগপূর্ব্বক বয়ঃপরিণতি প্রাপ্ত হইয়া, দমকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া, তপস্বিনী পত্নী ইন্দ্রসেনার সহিত অরণ্যে গমন ও বানপ্রস্থ বিধানে তথায় অবস্থিতি করিলেন।

দক্ষিণাদেশ-নিবাসী সংক্রন্দনের পুত্র অতিমাত্র দুর্বৃত্ত বপুষ্মান্ স্বল্পমাত্র অনুযায়িবর্গে পরিবৃত হইয়া, ঐ বনে মৃগয়া করিতে গিয়াছিল। সে মলপঙ্কিল তাপসবেশধারী রাজা নরিষ্যন্ত ও তদীয় সহধর্ম্মিণী তপঃপ্রভাবে অতীবদুর্ব্বলভাবাপন্না ইন্দ্রসেনাকে দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কে, ব্রাহ্মণ, না ক্ষত্রিয়, অথবা শূদ্র বনচারী ও বানপ্রস্থানুসারী হইয়াছেন, আমারে বলুন? রাজা নরিষ্যন্ত মৌনব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন। সেইজন্য উত্তর দিলেন না। তদীয় পত্নী ইন্দ্রসেনা সমুদয় যথাতথ তাঁহার গোচর করিলেন।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, বপুষ্মান্ আপনার শত্রুর পিতা নরিষ্যন্তের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া, এত দিনে পাইয়াছি, বলিয়া, কোপভরে তাঁহার জটাজূট গ্রহণ করিল। তদ্দর্শনে ইন্দ্রসেনা হাহাকারপুরঃসর বাষ্পগদ্গদ বচনে রুদ্যমানা হইয়া উঠিলেন। অনন্তর বপুষ্মান্ রোষভরে খড়্গ আকর্ষণপূর্ব্বক বলিতে লাগিল, যে আমারে সমরে জয় করিয়াছে এবং যে আমার সুমনাকে হরণ করিয়া লইয়াছে, সেই দমের পিতাকে বধ করিব। দম আসিয়া রক্ষা করুক। যে, কন্যার্থ সমাগত নিখিল মহীপালপুত্রদিগকে পরাভূত করিয়াছে, সেই দুর্ম্মতি দমের পিতাকে বধ করিব।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, দুরাচার অবনিপতি বপুষ্মান্ এই বলিয়া, রোদনপরায়ণা ইন্দ্রসেনার সমক্ষে নরিষ্যন্তের মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিল। তদ্দর্শনে মুনিজনেরা ও অন্যান্য বনবাসিরা বারম্বার তাহারে ধিক্কার দিতে লাগিলেন। সে তাহা দেখিয়া স্বপুরে প্রস্থান করিল। বপুষ্মান্ চলিয়া গেলে, ইন্দ্রসেনা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, পুত্রের নিকটে একজন শূদ্রতাপসকে এই বলিয়া, পাঠাইয়া দিলেন, তুমি শীঘ্র গিয়া, আমার পুত্রকে আমার কথা বল। তুমি আমার স্বামীর মৃত্যুবৃত্তান্ত সবিশেষ জান। অতএব আর তোমাকে কি অধিক বলিব। তথাপি, আমি অতীব দুঃখিত হৃদয়ে যাহা বলিতেছি, তাহা আমার পুত্রকে বলিও। তুমিও স্বচক্ষে মহীপতি নরিষ্যন্তের ঈদৃশী লাঞ্ছনা অবলোকন করিয়া যাইতেছ। আমার পুত্রকে বলিও, তুমি এখন চারিবর্ণের পরিপালক ও প্রকৃত অধিকারবান্ রাজা হইয়াছ। তোমার হস্তেই সকলের রক্ষাভার ন্যস্ত হইয়াছে। অতএব তুমি যে, আশ্রমচারী তাপসগণের রক্ষা করিতেছ না, ইহা কি তোমার পক্ষে উপযুক্ত হইতেছে? আমার স্বামী নরিষ্যন্ত তপস্বী হইয়া, তপস্যা করিতেছিলেন। তথাপি, তুমি থাকিতেও, তিনি অনাথের ন্যায়, বপুষ্মানের হস্তে হত হইলেন। আমি বিলাপ করিতে লাগিলে, বপুষ্মান্ বিনাপরাধে কেশাকর্ষণপূর্ব্বক তাঁহারে সংহার করিল। রাজার এই খ্যাতি চিরকালের জন্য রহিয়া গেল। যাহা হউক, এরূপ অবস্থায় যাহা করা কর্ত্তব্য, ধর্ম্মের অব্যাঘাতে তদনুরূপ অনুষ্ঠান কর। আমি এখন তাপসী হইয়াছি। ইহার অধিক আর আমার বলা কর্ত্তব্য নহে। তোমার পিতা একে বৃদ্ধ, তাহাতে তপস্বী, তাহাতে আবার কোন অপরাধেই দূষিত নহেন। এরূপ অবস্থায় যে ব্যক্তি তাঁহাকে বধ করিয়াছে, তাহার যাহা প্রতিকার করা কর্ত্তব্য, তাহা বিশেষরূপে চিন্তা কর। তোমার সর্ব্বশাস্ত্রার্থ-তত্ত্বজ্ঞ অনেক বীর মন্ত্রী আছেন। তাঁহাদের সহিত মন্ত্রণা করিয়া, এরূপ অবস্থায় যাহা করা কর্ত্তব্য, তাহা কর। নরাধিপ! আমরা তাপসী; আমাদের এবিষয়ে অধিকার নাই। বিদূরথের জনক যেমন দমন কর্ত্তৃক হত হইয়াছিলেন, বৎস! তেমনি সেই বপুষ্মান্ তোমার পিতাকে সংহার করিয়াছে। অলর্করাজ জন্তের পিতাকে ভুজঙ্গমগণ দংশন করিলে, সে অখিল পাতালবাসী সর্পদিগকে নিঃশেষ করিয়াছিল। পরাশর, স্বকীয় পিতা রাক্ষস কর্ত্তৃক হত হইয়াছেন, শুনিয়া, অগ্নিতে কুৎস্ন-রাক্ষসবংশ নিপাতিত করিয়াছিলেন। বীর বংশোদ্ভব কেহ অবমাননা করিলে, ক্ষত্রিয়েরা যখন তাহা সহ্য করেন না, তখন আর পিতৃ-

হত্যার কথা কি বলিব? অথবা, তোমার পিতা নিহত হন নাই এবং তাঁহার উপরিও শস্ত্র নিপাতিত হয় নাই। আমার মতে তোমারই উপর শস্ত্রাঘাত হইয়াছে এবং তোমাকেই নিহত করিয়াছে। যে ব্যক্তি বনবাসীদিগের উপর শস্ত্র প্রয়োগ করে, তাহাকে কেই বা ভয় করে? তবে, তুমি রাজার পুত্র। তোমাকে মারিলেই, ভয়ের বিষয় হইয়া থাকে। যাহা হউক, সে তোমার পিতাকে মারে নাই, তোমাকেই মারিয়াছে। অতএব, মহারাজ! ভৃত্য, জ্ঞাতি ও বান্ধবের সহিত সেই বপুষ্মানের সম্বন্ধে যাহা করা কর্তব্য, সত্বর তাহা কর।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, ইন্দ্রদাসকে এইপ্রকার আদেশপ্রদানপূর্বক বিদায় দিয়া, সেই মনস্বিনী ইন্দ্রসেনা পতিদেহ আলিঙ্গন করিয়া, অনলে প্রবেশ করিলেন।

ইতি ইন্দ্রসেনার অগ্নিপ্রবেশ নাম চতুস্ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

পঞ্চত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, শূদ্রতাপস ইন্দ্রদাস ইন্দ্রসেনার আজ্ঞানুসারে দমের গোচরে তদীয় পিতার নিধনবৃত্তান্ত যথাযথ বর্ণন করিল। সে পিতার বধবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলে, দম, ঘৃতাহুত হুতাশনের ন্যায়, ক্রোধে অতিমাত্র জ্বলিয়া উঠিলেন। মহামুনে! ধীরস্বভাব দম ক্রোধানলে দহ্যমান হইয়া, কর দ্বারা কর নিষ্পেষণ করিয়া, বলিতে লাগিলেন, আমি পুত্র জীবিত থাকিতে, অতীব-নৃশংস বপুষ্মান্ মদীয় কুলের পরিভব করিয়া, আমার পিতাকে অনাথের ন্যায়, বধ করিল! দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনেই আমরা নিয়োজিত হইয়াছি। শত্রুরা আমার পিতাকে নিহত দেখিয়া, এখনও জীবিত রহিয়াছে। অতএব আর অধিক বাক্যব্যয়ে প্রয়োজন কি? হা তাত! বলিয়া, বিলাপ করিয়াও, আর ফল কি? যাহা কর্ত্তব্য, এখনই তাহা করিব। যদি আমি সেই বপুষ্মানের শরীরসমুত্থিত রক্তে পিতার তর্পণ না করি, তাহাহইলে, অনলে প্রবেশ করিব। সে আমার পিতাকে বিনিপাতিত করিয়াছে। অতএব যুদ্ধে তাহার শোণিতপাত করিয়া, তদ্দ্বারা যদি পিতার উদককার্য্য না করি এবং তাহার মাংস দ্বারাও যদি সম্যগ্‌রূপে দ্বিজভোজন না করাই, তাহাহইলে অনলে প্রবেশ করিব। সুর, অসুর, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর ও সিদ্ধগণ সকলে মিলিত হইয়া, তাহার যদি সাহায্য করেন, তাঁহাদিগকেও রোষসমন্বিত হইয়া, অস্ত্রানলে ভস্মীভূত করিব। সেই শৌর্য্যহীন, ধর্ম্মহীন, প্রশংসাহীন, দাক্ষিণাত্যকে সমরে নিহত করিয়া, পরে সমগ্র মেদিনী ভোগ করিব। যদি নিহত করিতে না পারি, তাহাহইলে, অনলে প্রবিষ্ট হইব। সেই অতিমাত্র দুরাত্মা বপুষ্মান্ আমার তপোনিরত, বৃদ্ধ, মৌনব্রত, বনস্থিত ও শাস্তবাক্য পিতাকে যেমন বধ করিয়াছে, আমি তেমনি তাহাকে অদ্যই অখিল বন্ধু, মিত্র, পদাতি, হস্তী, অশ্ব ও বলসমেত সংহার করিব। এই আমি খড়্গ ও ধনু ধারণপূর্ব্বক রথে আরোহণ করিয়া, অরিসৈন্যে সমুৎপতিত হইয়া, যে সংহারকৃত্যে প্রবৃত্ত হইব, সমস্ত দেবগণ সমবেত হইয়া, তাহা অবলোকন করুন। সে অদ্য আমার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে, যে যে তাহার সহায় হইবে, আমি নিজ-বাহুমাত্র-সৈন্য-সাহায্যে আশু তাহাদের নিঃশেষে কুলক্ষয় করিবার জন্য সমুদ্যত হইলাম। যদি দেবরাজ কুলিশ হস্তে অথবা যদি পিতৃপতি যম রোষভরে দণ্ড উদ্যত করিয়া, কিম্বা ধনপতি, বরুণ ও অর্ক ইহারাও যদি সংগ্রামে তাহার রক্ষা করিতে যত্নবান্ হন, তাহাহইলেও, নিশিত শরসম্পরম্পরা প্রয়োগ করিয়া, সংহার করিব। আমার পিতা নিরস্তমতি ও সর্ব্বদোষবিরহিত হইয়া, সর্ব্বভূতে মৈত্রী স্থাপন ও কাননবাস আশ্রয় করিয়া, বৃক্ষ হইতে বিগলিত ফলমাত্র ভক্ষণ করিতেন। আমি

তাঁহার পুত্র ও সকলের প্রভু। আমি বর্ত্তমান থাকিতে, যে তাঁহাকে বধ করিয়াছে, অদ্য গৃধ্রগণ তাহার মাংস ভক্ষণ ও রুধির পান করিয়া, তৃপ্তিলাভ করুক।

ইতি দমবাক্য নাম পঞ্চত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

ষট্‌ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, নরিষ্যন্তের পুত্র দম এইপ্রকার প্রতিজ্ঞা করিয়া, রোষ ও অমর্ষবশে ঘূর্ণিতলোচন হইয়া, পাণি দ্বারা শ্মশ্রু আবরণ, হা হতোস্মি বলিয়া পিতৃদেবের ধ্যান ও দৈবের নিন্দা করত সমুদায় মন্ত্রী ও পুরোহিতকে আনয়ন করিলেন। তাঁহারা সকলে একত্র সমবেত হইলে, বলিতে লাগিলেন, পিতৃদেব স্বর্গে গমন করিয়াছেন। শূদ্রতপস্বী যাহা বলিয়া গেল, তাহা আপনারা শুনিয়াছেন। এক্ষণে ইতিকর্ত্তব্যতা নির্দ্দেশ করুন। আমার পিতা বৃদ্ধ ও তপস্বী এবং আমার জননীর সহিত বানপ্রস্থব্রত আশ্রয় করিয়া, মৌনব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন। দুষ্টাত্মা বপুষ্মান্ আমার জননীকে জিজ্ঞাসা করিয়া, সমুদায় তথ্য অবগত হইয়া, সব্যপাণি দ্বারা খড়্গ আকর্ষণপূর্ব্বক সেই লোকনাথকে অনাথবৎ হত্যা করিয়াছে। জননী আমাকে উদ্দেশ করিয়া, ধিক্কার প্রদানপুরঃসর হুতাশনে প্রবিষ্টা হইয়াছেন এবং তদবস্থায় পতিকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক ত্রিদশালয়ে গমন করিয়াছেন। তিনি যাহা বলিয়া পাঠাইয়াছেন, অদ্য আমি তাহা করিব। অতএব হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি সৈন্য সজ্জিত করা হউক। পিতৃবৈর নির্য্যাতন ও তদীয় হত্যাকারীর সংহরণ ও জননীর আদেশ পালন না করিয়া, আমি কিরূপে প্রাণধারণে উৎসাহী হইব?

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মন্ত্রিগণ তাঁহার এই কথা শুনিয়া, হাহাকারপুরঃসর তাঁহার আদেশানুরূপ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত ও দুর্ম্মনায়মান হইয়া, ভৃত্য, বল, বাহন ও পরিকরের সহিত খড়্গ, শক্তি ও ঋষ্টিহস্তে তৎক্ষণাৎ বহির্গত হইলেন। তখন দমও ত্রিকালবিৎ স্বকীয় পুরোহিতের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ ও অহিরাজের ন্যায় নিশ্বাস বিসর্জ্জনপূর্ব্বক বপুষ্মানের উদ্দেশে যুদ্ধযাত্রা করিলেন এবং সীমাপালাদি সামন্তদিগকে সংহার করিতে করিতে, দক্ষিণদিকে ত্বরা সহকারে গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি অমাত্য, ভৃত্য ও বাহনাদির সহিত সমাগত হইলে, বপুষ্মান্ তাহা অবগত হইয়া, অকম্পিত হৃদয়ে আপনার সৈন্যদিগকে যুদ্ধের জন্য আদেশ করিয়া, নগর হইতে বহির্গত হইয়া, তাঁহার নিকট এই বলিয়া দূত পাঠাইলেন, যত শীঘ্র পার, তুমি আমার নিকট আগমন কর। রে ক্ষত্রিয়াধম! তোমার পিতা তোমার অপেক্ষা করিতেছে। অতএব তুমি আমার নিকট ভার্য্যার সহিত আগমন কর। এই শিলাশাণিত পীতবর্ণ বাণ সকল মদীয় বাহু হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া, তোমার শরীরভেদপূর্ব্বক রুধির পান করিবে।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, দম দূতমুখে এই সমস্ত শ্রবণ করিয়া, আপনার পূর্ব্বোক্ত প্রতিজ্ঞা স্মরণ ও উরগের ন্যায় নিশ্বাস বিসর্জ্জন পুরঃসর ত্বরিতপদে গমন ও তাঁহাকে এই বলিয়া যুদ্ধার্থ আহ্বান করিলেন, যে ব্যক্তি প্রকৃত পুরুষ, সে কখন বাক্যমাত্রে গর্ব্ব করে না। অনন্তর দম ও বপুষ্মান্ উভয়ের অতীব যুদ্ধ উপস্থিত হইল। রথী রথীর সহিত, হস্তী হস্তীর সহিত ও অশ্ব অশ্বের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। তাহাতে, সেই যুদ্ধ তুমুল হইয়া উঠিল। সমুদায় দেবগণ, সিদ্ধগণ, গন্ধর্ব্বগণ ও নাগশীলগণ এই যুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন। দম ক্রোধভরে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, ব্রহ্মন্! পৃথিবী কম্পিতা হইয়া উঠিলেন। এমন গজ নাই, বা এমন রথী নাই, বা এমন অশ্বও নাই, যে তাঁহার বাণ সহ্য করিতে পারিল। তখন বপুষ্মানের সেনাধ্যক্ষ দমের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল।

দম শরাঘাতে তাহার হৃদয় গাঢ়তর বিদ্ধ করিলে, সে যেমন নিপতিত হইল, তেমনি সৈন্যসকল পলায়নপর হইয়া, প্রস্থান করিল।

তখন শত্রুঘাতন দম তাহাদের স্বামী বপুষ্মান্‌কে কহিতে লাগিলেন, রে দুষ্ট! আমার পিতৃদেব তপস্বী হইয়া, শস্ত্রত্যাগপূর্ব্বক তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তুমি তদবস্থায় তাঁহাকে সংহার করিয়া, এখন কোথায় যাইতেছ? যদি ক্ষত্রিয় হও, তাহাহইলে, গমনে ক্ষান্ত হও।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, তখন বপুষ্মান্ সদর্পে নিবৃত্ত হইয়া, অনুজ, পুত্র, সম্বন্ধী ও বান্ধবগণের সহিত রথারোহণে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন এবং শরাসনবিনির্ম্মুক্ত শরপরম্পরায় আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর তিনি শর সকল প্রয়োগ করিয়া, রথ ও অশ্বের সহিত দমকে পরিপূর্ণ করিলে, তিনি পিতৃবধজনিত রোষভরে সেই সকল শর ছেদন করিয়া, এক এক বাণে বপুষ্মানের সপ্ত পুত্র, অনুজবর্গ এবং সম্বন্ধী ও মিত্রদিগকে যমসদনের অতিথি করিলেন। আত্মজ ও বান্ধবগণ সকলে নিহত হইলে, বপুষ্মান্ জাতক্রোধ হইয়া, আশীবিষসদৃশ শর সকল সন্ধানপূর্ব্বক দমের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহামুনে! দম তাঁহার প্রেরিত বাণ সমস্ত ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন পরস্পর বধবাসনায় শরাঘাতপূর্ব্বক পরস্পরের ধনু ছিন্ন করিয়া, অতীব রোষভরে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা উভয়েই মহাবল। উভয়েই খড়্গগ্রহণপূর্ব্বক উত্তরণপুরঃসর যুদ্ধক্রীড়া আরম্ভ করিলেন। ঐ সময়ে দম বনবাসী পিতৃদেবকে ক্ষণকাল ধ্যান করিয়া, কেশাকর্ষণ সহকারে বপুষ্মান্‌কে ধরাতলে পাতিত ও তদীয় শিরোধরায় পাদপ্রদানপুরঃসর ভুজ উদ্যত করিয়া, বলিতে লাগিলেন, আমি এই ক্ষত্রিয়কুলকলঙ্ক বপুষ্মানের হৃদয় বিপাটিত করিতেছি; দেবগণ, মনুষ্যগণ, সিদ্ধগণ ও পন্নগগণ সকলে দর্শন করুন।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, এই বলিয়া দম অসির আঘাতে বপুষ্মানের হৃদয় বিদারিত করিয়া, তদীয় রুধিরে স্নান করিতে উদ্যত হইলে, দেবগণ তাঁহাকে প্রতিষেধ করিলেন। তখন দম তাঁহার রুধিরে উদকক্রিয়া ও মাংসে পিণ্ডদান করিয়া, রাক্ষসকুলসমুদ্ভূত ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইলেন এবং পিতার ঋণ শোধ করিয়া, পরে পুনরায় স্বকীয় পুরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। সূর্য্যবংশে এবম্বিধ নরপতি সকলই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন, অন্যান্য শৌর্য্যশালী, বুদ্ধিশালী, যাগশীল ও ধর্ম্মশীল নৃপতিগণও অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই বেদান্তপারগ। তাঁহাদের সংখ্যা করা সাধ্য নহে। তাঁহাদের চরিত্র শ্রবণ করিলে, লোকে পাপ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া থাকে।

ইতি দমচরিত নাম ষট্‌ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

সপ্তত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

পক্ষিরা কহিলেন, মহাতপা মার্কণ্ডেয় এই প্রকার কহিয়া, ক্রৌষ্টুকিকে বিদায় দিয়া, মাধ্যাহ্নিকী ক্রিয়া সমাধান করিলেন। মহামুনে! আমরা তাঁহার নিকট যাহা শুনিয়াছিলাম, তোমাকে তাহা বলিলাম। পূর্ব্বে স্বয়ম্ভু মুনি মার্কণ্ডেয়কে এই অনাদিনিধন বিষয় বলিয়াছিলেন তোমাকে তাহাই কহিলাম। এই পুণ্য ও পবিত্র কথা পাঠ ও শ্রবণ করিলে, লোকের আয়ুর্বৃদ্ধি হয়, সমুদায় কামার্থসিদ্ধি হয় এবং সর্ব্ববিধ পাতক পরিহারপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। তুমি প্রথমে যে প্রশ্ন-চতুষ্টয় করিয়াছিলে; তাহার সহিত পিতাপুত্রের সংবাদ, ব্রহ্মার সৃষ্টি, মনুগণের উৎপত্তি ও নরপতিগণের চরিত্র তোমার নিকট বলিলাম। আর কি শুনিতে ইচ্ছা হয়, বল। এই সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ বা সভা মধ্যে পাঠ করিলে, লোকে সমুদায় পাতক বিধৌত করিয়া, চরমে ব্রহ্মে লয় পাইয়া থাকে। পিতামহ যে অষ্টাদশ পুরাণ কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহার মধ্যে এই সুবিখ্যাত মার্কণ্ডেয় পুরাণ সপ্তম, জানিবে। ব্রাহ্ম, পাদ্ম, বৈষ্ণব, শৈব, ভাগবত, নারদীয় সপ্তম মার্কণ্ডেয়, অষ্টম আগ্নেয়, নবম ভবিষ্য, দশম ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, একাদশ নৃসিংহ, দ্বাদশ বারাহ, ত্রয়োদশ স্কন্দ, চতুর্দ্দশ বামন, পঞ্চদশ কৌর্ম্ম, পরে মাৎস্য, গারুড ও ব্রহ্মাণ্ড সমুদায় এই অষ্টাদশ পুরাণের মাহাত্ম্য পাঠ বা নিত্য ত্রিসন্ধ্যা জপ করিলে, অশ্বমেধযজ্ঞের ফলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে।

তন্মধ্যে এই চতুর্ব্বিধ-প্রশ্ন সমন্বিত মার্কণ্ডেয়নামক পুরাণ শ্রবণ করিলে, কল্পকোটিশত-সম্ভূত পাপ বিনষ্ট হয়। তদ্ভিন্ন ব্রহ্মহত্যাদি পাপ সমস্ত ও অন্যান্য অশুভ সকল, বাতাহত তূলার ন্যায়, বিনাশ করিয়া থাকে। পুষ্করতীর্থে স্নান করিলে, যে পুণ্য সঞ্চিত হয় ইহার শ্রবণেও তদনুরূপ পুণ্যপ্রাপ্তি সংঘটিত হইয়া থাকে। বন্ধ্যাই হউক, মৃতবৎসাই হউক, তত্তৎ ইহা শ্রবণ করিলে, সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন পুত্র প্রসব করিয়া থাকে। ইহা শ্রবণ করিলে, ধন, ধান্য ও অক্ষয় স্বর্গ লাভ হয়। সুরাপায়ী ও উগ্রকর্ম্মা ইহা শ্রবণ করিলে, সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্ত ও স্বর্গলোকে মহিত হইয়া থাকে। দ্বিজসত্তম! ইহার শ্রবণে আয়ু, আরোগ্য, ঐশ্বর্য্য, ধন, ধান্য, সুতাদি ও বংশপ্রাপ্তি সংঘটিত হয়। ইহা সমগ্র শ্রবণ করিয়া, যাহা করিতে হইবে, তাহা শ্রবণ কর বিচক্ষণ ব্যক্তি তৎকালে অগ্নি আধানপূর্ব্বক হোম এবং এই পুরাণ ধ্যান পুরঃসর হৃৎপদ্মে গোবিন্দের ধ্যান করিবেন। পুরাণপাঠককে সপত্নীক পূজা করিয়া, পরে সবৎসা দুগ্ধবতী গাভী, শস্যবতী ভূমি, হিরণ্য, রজত, বাহন ও গ্রামাদি বস্তু সকল যথাশক্তি দান করা নৃপগণের কর্ত্তব্য। পাঠককে সন্তুষ্ট করিয়া, স্বস্তিবাচন করিতে হইবে। পাঠককে পূজা না করিয়া, একমাত্র শ্লোকও যে ব্যক্তি শ্রবণ করে, সে পুণ্যলাভে বঞ্চিত হয়; পণ্ডিতেরা তাহাকে শাস্ত্রচোর বলিয়া থাকেন। দেবগণ বা পিতৃগণ তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হন না। পিতৃগণও তাহার প্রদত্ত শ্রাদ্ধ গ্রহণ করেন না। সে স্নান-তীর্থফললাভেও সমর্থ হয় না। বেদপাঠকগণ তাহাকে শাস্ত্রচোর বলিয়া নিন্দা করেন।

মার্কণ্ডেয় পুরাণপাঠ সমাপ্ত হইলে, উৎসবে প্রবৃত্ত হইবে এবং সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তির জন্য পয়স্বিনী ধেনু দান করিবে। তদ্ভিন্ন, সপত্নীক ব্রাহ্মণকে বসন সকল, রত্ন সকল, কুণ্ডলযুগল, কঞ্চুক, উষ্ণীষ, শয্যা, উপানৎ, স্বর্ণমুদ্রিকা, সুপক্বান্ন, ভোজনার্থ ঘৃতপাত্রের সহিত কাংস্যপাত্র, দান করিতে হইবে। দ্বিজশ্রেষ্ঠ! এইরূপ করিলে, লোকে কৃতকৃত্য হইয়া থাকে। সম্যগ্‌বিধানে ইহা শ্রবণ করিলে, সহস্র অশ্বমেধ ও শত রাজসূয় যজ্ঞের ফললাভ হয়; কখন যমের ভয় থাকে না, নরকেরও ভয় করিতে হয় না; সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্ত হইয়া, বংশের পবিত্রতাসাধনে সমর্থ হওয়া যায়; বংশও সর্ব্বদা অবিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই; ইন্দ্রলোক ও তথা হইতে সনাতন ব্রহ্মলোকে গমন করিতে পারা যায়; পুনর্ব্বার আর তথা হইতে চ্যুত হইয়া, মনুষ্য হইতে হয় না।

অধিক কি, এই পুরাণ শ্রবণমাত্রেই পরমযোগ অধিকৃত হয়। নাস্তিক, অধার্ম্মিক, বেদনিন্দক, গুরুবিদ্বেষক, ব্রহ্মঘ্ন, পিতৃমাতৃপরিত্যাগী, স্বর্ণচোর, মর্য্যাদাভঙ্গকারী, জাতিদূষক, এই সকল ব্যক্তিকে, প্রাণ কণ্ঠাগত হইলেও, ইহা দান করিবে না। লোভবশতঃ, মোহবশতঃ, বিশেষতঃ ভয়বশতঃ ইহা পাঠ করিলে বা করাইলে, নিশ্চয়ই নরকে যাইতে হয়।

জৈমিনি কহিলেন, "দ্বিজগণ! ভারতেও আমার যে সন্দেহ স্ফোটন হয় নাই, আপনারা মৈত্রীবশতঃ তাহা করিলেন। আর কে এরূপ করিবে? অতএব তোমরা দীর্ঘায়ু হও, নীরোগ হও, স্বপথে প্রবৃত্ত হও, সাংখ্যযোগে অব্যভিচরিত জ্ঞান লাভ কর; পিতৃশাপকৃত-দোষজনিত দৌর্ম্মনস্য পরিহার কর। এই বলিয়াই তিনি স্বকীয় আশ্রমে সমাগত হইলেন। যাইবার সময় সেই পরম মহাভাগ জৈমিনি উল্লিখিত দ্বিজসত্তমদিগকে পূজা করিলেন এবং তাঁহাদের উদীরিত পরমোদার বাক্য চিন্তা করিতে লাগিলেন।

ইতি মার্কণ্ডেয় পুরাণ-ফলশ্রুতি নাম সপ্তত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় পুরাণ সমাপ্ত।

ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ।

শ্রীঃ শ্রীঃ শ্রীঃ।